অর্থনৈতিক তত্ত্ব

[Economic Theory with special Reference to Pricing]

Economics : Paper I

[ষষ্ঠ সংস্করণ]

অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, (অর্থনীতি) এম্, এ (ইতিহাস)
অধ্যাপক, স্কটিশচার্চ কলেজ, কলিকাতা; ভূতপূর্ব অধ্যাপক,
সিটি কলেজ, বাণিজ্য বিভাগ; বিদ্যাসাগর কলেজ,
নবদ্বীপ; ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুচবিহার;
ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলিকাতা);
উইমেন্‌স্ কলেজ (কলিকাতা)

সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভাগের রেকটর এবং অধ্যক্ষ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ
শ্রীঅরুণ কুমার সেন এম্, এ; এম্ এস্, সি, (লণ্ডন)
বার-এ্যাট-ল
কর্তৃক লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত

ডি লাইট বুক কোঃ
বিক্রয় কেন্দ্র : ১৭৩।৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬
কার্যালয় : ২৪, অরবিন্দ সরণি, কলিকাতা-৫

প্রকাশক:
গোপাল চন্দ্র সাহা, এম্. কম্, এল্, এল্, বি,
ডি লাইট বুক কোঃ
১৭৩/৩, বিধান সরণি,
কলিকাতা-৬

সংস্করণ : ১৩৮৪

মুদ্রাকর :
শ্রীদুর্লভচন্দ্র কোলে
লেখাশ্রী প্রাঃ লিঃ
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রিট
কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

আধুনিক অর্থনীতি বিজ্ঞানের আলোচনা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা। অথচ যে কোন আধুনিক বিজ্ঞানের ন্যায় অর্থনীতি ক্রমবর্ধনশীল এবং পরিবর্তনশীল। আধুনিক অর্থনীতিবিজ্ঞানের জন্মস্থান ইউরোপে ইহার আলোচনা নিয়তই অগ্রসর হইতেছে, বর্তমানে মার্কিন অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক আলোচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছেন। এই সকলের ঘাত প্রতিঘাত আমাদের দেশে বিলম্বেই পৌছায় অথচ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক আলোচনার প্রয়াস আমাদের দেশে বিরল।

আধুনিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ দ্বারা সমগ্র অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান উদ্দেশ্যে ইংরাজী ভাষায় কতিপয় গ্রন্থ আমাদের দেশে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে যাহারা ইচ্ছুক, তাহাদের অভাব পূরণের জন্য অর্থনীতি সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য পুস্তকের অভাব অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। ভাষাগত অসুবিধার জন্য ভাবের রাজত্বে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত থাকা নিগ্রহেরই নামান্তর। পাঠক সাধারণ এবং ছাত্রছাত্রী সমাজকে এই নিগ্রহের হাত হইতে অব্যহতি প্রদানের জন্য লেখক বহুকাল হইতেই প্রয়াস করিয়া আসিতেছেন। "রাষ্ট্রবিজ্ঞান," "ভারতীয় অর্থনীতি" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নের দ্বারা এ বিষয়ে তাঁহার সৎ প্রচেষ্টার পরিচয় তিনি পূর্বেই প্রদান করিয়াছেন। "অর্থনৈতিক তত্ত্ব" তাঁহার এই প্রচেষ্টার সাফল্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রদান করিবে বলিয়াই মনে হয়।

অর্থনীতির আলোচনার পূর্বেকার একাধিক তত্ত্ব ও ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, একাধিক ক্ষেত্রেই আমাদের ধারণা ও স্বীকৃতির পরিবর্তন ও পরিহার প্রয়োজন; অথচ নূতন পাঠার্থীর নিকট অর্থনীতির মূল তত্ত্বের সহজ বিশ্লেষণ এবং সমগ্র বিজ্ঞানটির মধ্যে একটি সুসমঞ্জস এবং পরিপূর্ণ রূপ উপস্থাপিত করিতে হইবে।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যার যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা হইয়া থাকে

এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌দিগের বাক্‌বিতণ্ডার দ্বারা উহার উপর যে নূতন আলোক সম্পাত করা হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা অতি যত্ন সহকারে সমগ্র আলোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে দিয়াছেন—অথচ কোন গুরুতর মতদ্বৈধ ও বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে লইয়া যাওয়া হইতেছে ইহা পাঠকবর্গকে প্রায় বুঝিতেই দেওয়া হয় নাই। লেখকের এই অনবদ্য টেক্‌নিক্‌ আগ্রহ সহকারে এবং সন্তুষ্টির সহিত লক্ষ্য করিলাম এবং এইরূপ অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সাধারণ পাঠক ও ছাত্রছাত্রী সমাজে যে বিশেষ সমাদর হইবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

১৩, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা

অরুণ কুমার সেন
রেক্টর, সিটি কলেজ; প্রিন্সিপ্যাল,
হেরম্বচন্দ্র কলেজ, ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল,
সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)।

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থখানির নূতন সংস্করণে আমূল সংস্কার করা হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ত্রৈবার্ষিক স্নাতক মানের পাঠ্যসূচী অনুসারে ইহার বিভিন্ন অধ্যায় নূতন ভাবে লিখিত হইল এবং আদ্যন্ত পরিশোধিত হইল। নূতন পাঠ্যসূচী লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, উহাতে ভোগকারীর ভারসাম্য ও উৎপাদনকারীর ভারসাম্য—এই দুইটি বিষয়ের উপরেই সব থেকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। উভয় ভারসাম্যই দামের উপর নির্ভরশীল—প্রথমটি সামগ্রীর দাম, দ্বিতীয়টি সামগ্রীর দাম ও উৎপাদক উপাদানের দাম। সেই কারণে তত্ত্বগত অর্থনীতির আলোচনায়, দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়ার—বস্তুর দাম ও উৎপাদক উপাদানের দাম—সমস্যাই কেন্দ্রীয় সমস্যা বলিয়া গণ্য করা হয়। হয়তো সেই কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে প্রথম পত্রের বিষয়বস্তুই হইল : Economic Theory with special reference to pricing and factor pricing ; এই গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে দাম তত্ত্ব, ভোগকারীর ভারসাম্য ও উৎপাদনকারীর ভারসাম্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যার ইহাই যৌক্তিকতা।

পাঠক পাঠিকা লক্ষ্য করিবেন, এই গ্রন্থে যে সকল রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে উহাদের অধিকাংশই সঠিক গাণিতিক হিসাবের ভিত্তিতেই অঙ্কিত হইয়াছে। ঐগুলি নিছক জ্যামিতিক ভঙ্গিতে প্রতীক হিসাবে অঙ্কিত হয় নাই। ঐগুলি জ্যামিতিক ভঙ্গিতে গাণিতিক হিসাবের সঠিক প্রতিচ্ছবি। পাঠক পাঠিকগণ সেন্টিমিটার স্কেলে এইগুলিকে সহজেই আঁকিতে পারিবেন। OX এবং OY অক্ষদুটিকেই সেন্টিমিটারের স্কেলে আঁকিয়া ৫ মিলিমিটার অর্থাৎ আধ সেন্টিমিটারকে একটি একক ধরিয়া, (১ টাকা বা ১ কে. জি বা ১ শ্রমিক ইত্যাদি) পাঠক পাঠিকাগণ অক্লেশেই এইরূপ রেখাচিত্র নিজেরা আঁকিতে পারিবেন। এই রেখাচিত্রগুলি ঐ ভাবেই অঙ্কিত; তবে উহাদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য উহাদিগকে ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পাশ কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশের নিকটেই অঙ্কশাস্ত্র বিভীষিকা—তাহা না হইলে তাঁহারা হয় বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী হইতেন নতুবা অর্থনীতিতে

অনার্স লইতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অর্থনীতির দোর গোড়া হইতে শুষ্কমুখে ফিরিয়া যাইবার কোন কারণ দেখি না। সরল সহজবোধ্য ভাষায় এবং সঠিক রেখাচিত্রের সাহায্যে অঙ্ক-ভীরু সহস্র সহস্র ছাত্রছাত্রী অর্থনীতির জটিল বিষয়বস্তু অধিগত করিতে পারিবেন। এই গ্রন্থের ইহাই উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য উপলব্ধিতে সাহায্য করিবার জন্য ডি, লাইট বুক কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা, এম্. কম, এল. এল. বি, মহাশয় অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। এই তরুণ বিদ্যোৎসাহী সত্ত্বাধিকারী হালকা গ্রন্থের পরিবর্তে যথার্থ উপকার দেয় এইরূপ গ্রন্থের প্রকাশনার ভার গ্রহণ করিয়া যথার্থ শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হইয়াছেন। ঐ কার্যেরই অঙ্গ-স্বরূপ এই গ্রন্থের প্রকাশনার ভারও তিনি লইয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। লেখাশ্রী প্রেস যেভাবে দ্রুত ইহার মুদ্রণ কার্য শেষ করিয়াছেন উহার জন্যও তাঁহারা আমার ধন্যবাদার্হ।

স্কটিশ চার্চ কলেজ ;
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৭৪

অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ বিষয়বস্তু ও পরিধি

অর্থনীতির সংজ্ঞা—পার্থিব কল্যাণের, না, দুষ্প্রাপ্যতার অনুসন্ধান? —মানুষের জীবনে মুদ্রার ভূমিকা—কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত বিজ্ঞান?—অর্থনৈতিক সমস্যার তাৎপর্য—বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা—অর্থনীতি কি বিজ্ঞান?—অর্থনৈতিক নিয়ম—অর্থনীতি, ধনাত্মক না আদর্শমূলক বিজ্ঞান?—অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি—অর্থনীতি ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান—অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান—অর্থনীতি ও নীতশাস্ত্র—অর্থনীতি ও সমাজবিদ্যা—অর্থনীতি ও ইতিহাস।

পৃষ্ঠা ১—৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ভোগকার্য: চাহিদা ও ভোগকারীর আচরণ

ভোগকার্যের অর্থ—প্রয়োজনীয়তা ও হ্রাসমান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম—হ্রাসমান প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার নিয়মের ব্যতিক্রম—প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার ধারণার গুরুত্ব—চাহিদা ও চাহিদা-দাম—চাহিদার পরিবর্তন কোন্ বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে—চাহিদা তালিকা—নিম্নগামী চাহিদা রেখা—নিম্নগামী চাহিদা রেখার কোন ব্যতিক্রম আছে কি?—ভোগকারীর উদ্বৃত্ত এবং উহার পরিমাপ—ভোগকারীর উদ্বৃত্তের সহিত ব্যক্তিগত চাহিদা দাম ও বাজার দামের সম্পর্ক—ভোগকারীর উদ্বৃত্ত সম্পর্কে ধারণার গুরুত্ব—ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের সমালোচনা—ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ও ক্রম-সমাপ্তি—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—স্থিতিস্থাপকতা কিভাবে পরিমাপ করা যায়?—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিসের উপর নির্ভর করে—দামগত ও আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা—স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বের বাস্তব গুরুত্ব। পৃষ্ঠা ৩১—৮৩

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ভোগকার্য: ভোগকারীর ভারসাম্য

প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ভোগকারীর ভারসাম্য—পছন্দক্রম ও প্রান্তিক তাৎপর্য—নিরপেক্ষ রেখা ও ভোগকারীর ভারসাম্য—

একটি বস্তু ও অপরাপর সকল বস্তুর (টাকার) মধ্যে ভারসাম্য—ভোগকারীর ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতি—আয়গত ফলাফল—আয় হ্রাস জনিত ভারসাম্য—বদল ব্যবহারজনিত ফলাফল—দাম পরিবর্তনগত ফলাফল—দাম বৃদ্ধি জনিত ফলাফল—নিরপেক্ষ রেখার অনুমান—নিরপেক্ষ রেখার উপকারিতা। পৃষ্ঠা ৮৪—১১৫

চতুর্থ অধ্যায়ঃ উৎপাদন

উৎপাদনের তাৎপর্য—উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারক বিষয়সমূহ—উৎপাদনের পরিমাণের গুরুত্ব—উৎপাদন কি, কোন্ পদ্ধতিতে এবং কাহার জন্য—উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা, ইহার ব্যবহার।

পৃষ্ঠা ১১৬—১২৮

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উৎপাদক উপাদান

অর্থনীতিতে ভূমির তাৎপর্য—ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম—'শ্রম' এবং ইহার দক্ষতা—লোকসংখ্যা সম্পর্কীয় মতাবাদ—শ্রেষ্ঠ সংখ্যার তত্ত্ব—পুঁজি, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার—মুদ্রা কি পুঁজি?—পুঁজির কার্যকারিতা—পুঁজি-সঞ্চিত শ্রম ভিন্ন অন্য কিছু কি?—পুঁজিগঠন—ব্যবস্থাপনা: আঁত্রেপ্রণা—আঁত্রেপ্রণার কার্যকলাপ—ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি গ্রহণ, ইহারা কি উৎপাদক উপাদান? পৃষ্ঠা ১২৯—১৬৯

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিভিন্ন প্রকারের কারবার সংগঠন

এক মালিকানা বা এক আঁত্রেপ্রণা কারবার—অংশীদারী কারবার—যৌথ পুঁজি কারবার—যৌথপুঁজি কারবারে ঝুঁকি হ্রাসের কারণ—যৌথ পুঁজি কারবারে পুঁজি সংগ্রহের পদ্ধতি—সমবায়—রাষ্ট্রীয় কারবার—রাষ্ট্রীয় শিল্প বাণিজ্যের পরিচালনা—উৎপাদনকারীদের সংঘবদ্ধতা (অভিপ্রায়)—সঙ্ঘবদ্ধতার প্রকারভেদ—কার্টেল ও ট্রাষ্টের গুণাগুণ—উর্দ্ধাধ ও অনুভূমিক সংহতি—সঙ্ঘবদ্ধতা বজায় রাখিবার প্রতিবন্ধ—একচেটিয়ামূলক সঙ্ঘবদ্ধতার শর্ত—একচেটিয়া কারবারের গুণাগুণ—জনসাধারণের স্বার্থে সরকারী হস্তক্ষেপ। পৃষ্ঠা ১৭০—২০৭

সপ্তম অধ্যায়ঃ সংগঠনের সমস্যা

শ্রম বিভাগ ও সহযোগিতা—শ্রম বিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা—

শ্রম বিভাগ ও বাজারের বিস্তৃতি—শিল্প স্থানিকতা—শিল্প স্থানিকতার সুবিধা ও অসুবিধা—বৃহদায়তন উৎপাদন—কারবার প্রসারের সীমা—ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন—ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তনের নির্ধারক বিষয়—ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম—বৃহদায়তন উৎপাদন ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম—ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস নিয়মের উৎপাদক অবস্থা—যন্ত্রশিল্প ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম—সমানুপাত আয়ের নিয়ম।

পৃষ্ঠা ২০৮—২৪৪

অষ্টম অধ্যায় : যোগান ও উৎপাদন খরচা

"যোগান" শব্দের অর্থ—যোগানের নিয়ম—যোগান তালিকা—যোগানের স্থিতিস্থাপকতা—উৎপাদন খরচা—মোট খরচ, গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ—গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ—শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় খরচার রেখা—ফার্ম-এর যোগান রেখা—শিল্পের যোগান রেখা। পৃষ্ঠা ২৪৫—২৭৪

নবম অধ্যায় : নিখুঁত প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণ

খাঁটি ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা—নিখুঁত প্রতিযোগিতায় একই বস্তুর একই দাম—সাধারণ মূল্যতত্ত্ব (ভারসাম্য)—যোগান ও চাহিদার নিয়ম—স্থিতিশীল ভারসাম্য—বাজার দাম ও নিয়মিত দাম—বিভিন্ন প্রকার যোগান রেখার ক্ষেত্রে চাহিদার বৃদ্ধি—ফার্ম-এর ভারসাম্য—দাম, প্রান্তিক খরচ এবং গড় খরচের সম্পর্ক—শিল্পের ভারসাম্য—দাম এবং সুযোগ খরচ-এর মধ্যে সম্পর্ক—স্থিতি খরচা ও চলতি খরচার সম্পর্কে দাম—সমভঙ্গ ও কারবার বন্ধ বিন্দু—প্রতিযোগিতা-ভারসাম্য ও ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠা ২৭৫—৩২৬

দশম অধ্যায় : প্রতিযোগিতা : পরস্পর নির্ভরশীল দাম

মিশ্র যোগান—মিশ্র যোগান ও পাল্টি স্থিতিস্থাপকতা—মিশ্র চাহিদা—সংযুক্ত চাহিদা—সংযুক্ত যোগান (যুক্ত খরচা সামগ্রী)—রেলপথ কি সংযুক্ত যোগানের দৃষ্টান্ত?—সংযুক্ত সামগ্রীর ক্ষেত্রে মিশ্র চাহিদার উদ্ভব। পৃষ্ঠা ৩২৭—৩৪৪

অর্থনৈতিক তত্ত্ব

প্রথম অধ্যায় ঃ

বিষয়বস্তু ও পরিধি

Subjectmatter and Scope of Economic Theory

অর্থনীতির সংজ্ঞা—Definition of Economics

মানুষ মাত্রই বিবিধ অভাবের তাড়নায় বিচলিত। এ অভাব শুধু একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনে অপরিহার্য বস্তুরই অভাব নহে, সামান্য, নগণ্য অভাবও মানুষকে সর্বদাই বিচলিত করিয়া রাখিতেছে। সব মিলাইয়া অসংখ্য অভাবের অনুভূতির নিকট মানুষকে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। কোন অভাবের তৃপ্তি না ঘটাইলে জীব হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখাই সম্ভব নহে (যথা, ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়), কোন অভাবের তৃপ্তি সাধনের দ্বারা মানুষ কর্মক্ষমতা আহরণ করে (যথা, পুষ্টিকর খাদ্য, যথেষ্ট আলো বাতাস পাওয়া যায় এরূপ বাসস্থান), কোনটি হইতে হয়তো সে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে (যথা আরামপ্রদ পরিধেয় বা আসবাব) আবার বিলাস ব্যসন চরিতার্থ করিবার ইচ্ছাও মানুষের অভাব বোধের আওতার মধ্যে পড়ে।

বিবিধ ও অসংখ্য অভাব

এই বিচিত্র অভাবের তাড়নাই মানুষের প্রেরণা—সে প্রেরণা মানুষ আনন্দের সহিত গ্রহণ করুক বা নাই করুক। উহা তাহার কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা। এই বিবিধ প্রকারের অভাব বোধ ঐ অভাব তৃপ্ত করিবার প্রয়োজন সম্পর্কে মানুষকে সর্বদাই সচেতন রাখে। মানুষ তখন ঐ বিচিত্র অভাব পরিতৃপ্তির জন্য প্রচেষ্টা করিতে বাধ্য বা প্রণোদিত হয়। কিন্তু মানুষের অভাব বিচিত্র এবং অপরিসীম; মানুষ শুধু যে প্রবৃত্তির দ্বারাই অভাব বোধ করে তাহাই নহে, শুধু জীব হিসাবে জীবন ধারণেই তাহার প্রয়োজন সীমাবদ্ধ নহে, মানুষ তাহার চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির সাহায্যে নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া ফেলে। তাই মানুষের অভাব প্রায় অন্তহীন।

অন্তহীন অভাব তৃপ্তির প্রচেষ্টা

কিন্তু এই অপরিসীম অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য মানুষ যে প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে সে প্রচেষ্টা প্রয়োগের ক্ষমতাও তাহার সীমাবদ্ধ এবং ঐ প্রচেষ্টা প্রয়োগের পরিসর বা সুযোগও সীমাবদ্ধ। মানুষ তাহার দৈহিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা অভাব তৃপ্ত করিবার প্রয়াস করে। কিন্তু তাহার দৈহিক শক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ এবং মানসিক শক্তি বা বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ চমকপ্রদ হইলেও, এই বিচিত্র অনন্ত বিশ্বে উহা অকিঞ্চিৎকর। মানুষ তাহার এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতাই প্রকৃতিদত্ত বিবিধ প্রকার বস্তুর উপরে প্রয়োগ করে। কিন্তু প্রকৃতি বিবিধ এবং বিচিত্র বস্তু সম্ভার মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেও উহাদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ; শতহস্তে দান করিয়াও প্রকৃতি কৃপণা। সুতরাং মানুষের জীবনে অভিশাপের ছদ্মবেশে প্রকৃতির এই আশীর্বাদ রহিয়াছে যে প্রকৃতির সীমাবদ্ধ দানের উপর তাহাকে ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া যাইতে হইবে। সীমাবদ্ধ প্রকৃতিদত্ত বস্তুর উপরে মানুষের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের প্রয়োগ হইতে যে ফল, অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদিত হয় উহা পরিমিত ভাবেই উৎপাদিত হইতে পারে, উহাদের পরিমাণও সীমাবদ্ধ। অতএব মানুষের অভাব যখন সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে অপরিমিত, তখন ঐ অভাব তৃপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সীমাবদ্ধ পরিমাণেই পাওয়া যাইতে পারে। এই পরিমিত সামগ্রীর দ্বারা মানুষ যে তাহার অপরিসীম অভাব তৃপ্ত করিবার অবিরাম প্রচেষ্টা করিতেছে উহাকেই বলা হয় অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা।

সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক বস্তুর উপর মানুষের সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টা

এই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে (economic effort) কেন্দ্র করিয়াই মানুষের সাধারণ দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন বহুমুখী, তাহার জীবনে নানাকার্য এবং জীবনের পরিপূর্ণতার সন্ধানে জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে তাহার গভীর ও ব্যাপক ঔৎসুক্য। মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ, তাহার সংস্কৃতির বিকাশ, তাহার জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রভৃতি বিবিধ কার্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে; কিন্তু সব কিছুর অন্তরালে, সেই আদিম যুগ হইতে সুরু করিয়া বর্তমান সভ্য যুগ পর্যন্ত, যে কার্যটি মানুষের সাধারণ, দৈনন্দিন অথচ অতি প্রয়োজনীয় কার্য তাহা হইল অভাবের অনুভূতি এবং অভাব তৃপ্ত করিবার প্রয়াস।

"অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা" অভাব তৃপ্ত করিবার প্রয়াস

এই প্রয়াসের পদ্ধতি পরিবর্তন হইতে পারে কিন্তু প্রেরণা ও পরিণতি একই—অভাবের অনুভূতি, তাহার দরুণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের প্রয়াস, এবং উৎপাদিত সামগ্রীর দ্বারা ঐ অভাবের যথাসম্ভব তৃপ্তি। মানুষের দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের এই যে বাস্তব রূপ, অর্থাৎ "অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা" উহার পর্যালোচনাই হইল অর্থনীতি শাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

সাধারণ কাজ কারবারের ক্ষেত্রে মানুষের ক্রিয়াকলাপ

সাধারণ মানুষ তাহার দৈনন্দিন উপার্জন ও ভোগকার্যের মধ্য দিয়া এই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা করিয়া চলিতেছে। সম্পদ সৃষ্টির কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সে উপার্জন করে এবং ঐ উপার্জনের অর্থ ব্যয় করিয়া বিবিধ প্রকার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহার অভাব তৃপ্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এই উপার্জন, ব্যয় ও ভোগের কার্যই মানুষের জীবনে সাধারণ দৈনন্দিন কার্য—উহাই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার দৈনন্দিন কার্যকরীরূপ। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাই যদি অর্থনীতির বিষয়বস্তু হয় তাহা হইলে বলা চলে যে অর্থনীতি হইল মানুষের জীবনের সাধারণ ক্রিয়াকলাপের পর্যালোচনা। এই দিক হইতেই বিবেচনা করিয়া মার্শাল বলিয়াছেন, "জীবনের সাধারণ কাজ কারবারের ক্ষেত্রে মানুষের ক্রিয়াকলাপের অধ্যয়নই হইল অর্থনীতি। কিভাবে সে তাহার উপার্জন লাভ করে এবং কিভাবে উহা সে ব্যয় করে, অর্থনীতি উহার অনুসন্ধান করিয়া থাকে।" ["Political economy or economics is a study of man's actions in the ordinary business of life. It enquires how he gets his income and how he spends it."-Marshall]

এই ক্রিয়াকলাপ সমাজবদ্ধ মানুষের

এক্ষেত্রে একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অর্থনীতি মূলতঃ একটি সামাজিক বিজ্ঞান; সমাজবদ্ধ মানুষেরই এক ধরণের ক্রিয়াকলাপ ইহার আলোচ্য বিষয়। সমাজের বাহিরে বাস করে এরূপ নিঃসঙ্গ কোন ব্যক্তির সামগ্রী উৎপাদন ও ভোগের প্রচেষ্টা—অর্থনীতির পর্যালোচনার মধ্যে পড়ে না। এইরূপ বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ ব্যক্তির জীবন-যাত্রা ও ক্রিয়াকলাপকে সাধারণ ধরণের জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকলাপ বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। যাহারা সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বসবাস করে, সামাজিক জীবন যাপন করে, তাহাদের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও আচরণ সম্পর্কে দৈনিক অবলোকন ও

কিন্তু এই অপরিসীম অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য মানুষ যে প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে সে প্রচেষ্টা প্রয়োগের ক্ষমতাও তাহার সীমাবদ্ধ এবং ঐ প্রচেষ্টা প্রয়োগের পরিসর বা সুযোগও সীমাবদ্ধ। মানুষ তাহার দৈহিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা অভাব তৃপ্ত করিবার প্রয়াস করে। কিন্তু তাহার দৈহিক শক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ এবং মানসিক শক্তি বা বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ চমকপ্রদ হইলেও, এই বিচিত্র অনন্ত বিশ্বে উহা অকিঞ্চিৎকর। মানুষ তাহার এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতাই প্রকৃতিদত্ত বিবিধ প্রকার বস্তুর উপরে প্রয়োগ করে। কিন্তু প্রকৃতি বিবিধ এবং বিচিত্র বস্তু সম্ভার মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেও উহাদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ ; শতহস্তে দান করিয়াও প্রকৃতি কৃপণা। সুতরাং মানুষের জীবনে অভিশাপের ছদ্মবেশে প্রকৃতির এই আশীর্বাদ রহিয়াছে যে প্রকৃতির সীমাবদ্ধ দানের উপর তাহাকে ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া যাইতে হইবে। সীমাবদ্ধ প্রকৃতিদত্ত বস্তুর উপরে মানুষের সীমাবদ্ধ সামর্থের প্রয়োগ হইতে যে ফল, অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদিত হয় উহা পরিমিত ভাবেই উৎপাদিত হইতে পারে, উহাদের পরিমাণও সীমাবদ্ধ। অতএব মানুষের অভাব যখন সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে অপরিমিত, তখন ঐ অভাব তৃপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সীমাবদ্ধ পরিমাণেই পাওয়া যাইতে পারে। এই পরিমিত সামগ্রীর দ্বারা মানুষ যে তাহার অপরিসীম অভাব তৃপ্ত করিবার অবিরাম প্রচেষ্টা করিতেছে উহাকেই বলা হয় অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা।

সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক বস্তুর উপর মানুষের সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টা

এই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে (economic effort) কেন্দ্র করিয়াই মানুষের সাধারণ দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন বহুমুখী, তাহার জীবনে নানাকার্য এবং জীবনের পরিপূর্ণতার সন্ধানে জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে তাহার গভীর ও ব্যাপক ঔৎসুক্য। মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ, তাহার সংস্কৃতির বিকাশ, তাহার জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রভৃতি বিবিধ কার্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ; কিন্তু সব কিছুর অন্তরালে, সেই আদিম যুগ হইতে সুরু করিয়া বর্তমান সভ্য যুগ পর্যন্ত, যে কার্যটি মানুষের সাধারণ, দৈনন্দিন অথচ অতি প্রয়োজনীয় কার্য তাহা হইল অভাবের অনুভূতি এবং অভাব তৃপ্ত করিবার প্রয়াস।

"অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা" অভাব তৃপ্ত করিবার প্রয়াস

এই প্রয়াসের পদ্ধতি পরিবর্তন হইতে পারে কিন্তু প্রেরণা ও পরিণতি একই —অভাবের অনুভূতি, তাহার দরুণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের প্রয়াস, এবং উৎপাদিত সামগ্রীর দ্বারা ঐ অভাবের যথাসম্ভব তৃপ্তি। মানুষের দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের এই যে বাস্তব রূপ, অর্থাৎ "অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা" উহার পর্যালোচনাই হইল অর্থনীতি শাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

সাধারণ কাজ কারবারের ক্ষেত্রে মানুষের ক্রিয়াকলাপ

সাধারণ মানুষ তাহার দৈনন্দিন উপার্জন ও ভোগকার্যের মধ্য দিয়া এই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা করিয়া চলিতেছে। সম্পদ সৃষ্টির কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সে উপার্জন করে এবং ঐ উপার্জনের অর্থ ব্যয় করিয়া বিবিধ প্রকার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহার অভাব তৃপ্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এই উপার্জন, ব্যয় ও ভোগের কার্যই মানুষের জীবনে সাধারণ দৈনন্দিন কার্য—উহাই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার দৈনন্দিন কার্যকরীরূপ। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাই যদি অর্থনীতির বিষয়বস্তু হয় তাহা হইলে বলা চলে যে অর্থনীতি হইল মানুষের জীবনের সাধারণ ক্রিয়াকলাপের পর্যালোচনা। এই দিক হইতেই বিবেচনা করিয়া মার্শাল বলিয়াছেন, "জীবনের সাধারণ কাজ কারবারের ক্ষেত্রে মানুষের ক্রিয়াকলাপের অধ্যয়নই হইল অর্থনীতি। কিভাবে সে তাহার উপার্জন লাভ করে এবং কিভাবে উহা সে ব্যয় করে, অর্থনীতি উহার অনুসন্ধান করিয়া থাকে।" ["Political economy or economics is a study of man's actions in the ordinary business of life. It enquires how he gets his income and how he spends it."-Marshall]

এই ক্রিয়াকলাপ সমাজবদ্ধ মানুষের

এক্ষেত্রে একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অর্থনীতি মূলতঃ একটি সামাজিক বিজ্ঞান; সমাজবদ্ধ মানুষেরই এক ধরণের ক্রিয়াকলাপ ইহার আলোচ্য বিষয়। সমাজের বাহিরে বাস করে এরূপ নিঃসঙ্গ কোন ব্যক্তির সামগ্রী উৎপাদন ও ভোগের প্রচেষ্টা—অর্থনীতির পর্যালোচনার মধ্যে পড়ে না। এইরূপ বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ ব্যক্তির জীবন-যাত্রা ও ক্রিয়াকলাপকে সাধারণ ধরণের জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকলাপ বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। যাহারা সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বসবাস করে, সামাজিক জীবন যাপন করে, তাহাদের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও আচরণ সম্পর্কে দৈনিক অবলোকন ও

অভিজ্ঞতা হইতে যে সূত্র বা নিয়ম (economic laws) আবিষ্কার করা হয়, তাহা সমাজ বহির্ভূত কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োগ করিলে উহা যথার্থ হইবে না। শুধু মাত্র সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত অভাব এবং সামগ্রী উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগের প্রচেষ্টা সাধারণভাবে প্রয়োগযোগ্য কোন নীতি বা তত্ত্বের দ্বারা পর্যালোচিত হইতে পারে।

পার্থিব কল্যাণের না, দুষ্প্রাপ্যতার অনুসন্ধান ?—Enquiry into Material Welfare or Scarcity ?

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ **কানান** (Cannan) অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদানে বলিয়াছেন যে ইহা হইল "পার্থিব কল্যাণের কারণ সমূহের পর্যালোচনা।" ["Economics is a study of the causes of material welfare."] পার্থিব কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে কিভাবে উৎপাদনের ও ভোগের কার্য সম্পন্ন হয় অর্থনীতি সেই প্রক্রিয়ারই অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করে,—ইহাই **কানান** তাঁহার সংজ্ঞায় বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। অর্থনীতিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিলে দুইটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হয় : প্রথমতঃ, সম্পদ সৃষ্টি ও ভোগ মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন বটে, এবং অর্থনীতি ঐ প্রক্রিয়াগুলি পর্যালোচনা করে বটে, কিন্তু উহার মুখ্য বিবেচ্য হইল মানুষের কল্যাণ। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের কল্যাণ বহুবিধ বিষয়ের উপরে নির্ভর করে ; অর্থনীতি এই সকল বিষয়ের সবগুলিকে লইয়া আলোচনা করে না। ইহা মানুষের কল্যাণের জন্য যে বস্তু-তান্ত্রিক বা পার্থিব উপকরণ সমূহ প্রয়োজন সেই সম্পর্কেই আলোচনা ও অনুসন্ধান করে। সুতরাং প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদগণ (যথা আদম স্মিথ, জন ষ্টুয়ার্ট মিল) যে ক্ষেত্রে "সম্পদ"-কেই অর্থনীতির আলোচনায় মুখ্যস্থান দিয়াছিলেন, **কানান** সেক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণকেই মুখ্যস্থান দিয়াছেন—অবশ্য সে কল্যাণ সম্পদ উৎপাদন ও ভোগ হইতে লভ্য। অবশ্য মানুষের কল্যাণ সাধনের উপকরণের ও উপায়-এর উপর জোর দিবার ক্ষেত্রে **মার্শালকেই** যথার্থ পথ প্রদর্শক বলা চলে। তিনিই সর্বপ্রথম এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন যে অর্থনীতি একদিকে সম্পদ সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং অপরদিকে, (এবং উহাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিক) মানুষ সম্পর্কে অধ্যয়ন ; এবং সম্পদ আহরণ করা হয় এবং ভোগ করা হয়—মানুষের কল্যাণ সাধনের বস্তুগত

পার্থিব কল্যাণ সাধনের উপকরণ ও উপায়

উপকরণরূপে। ["Economics examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well being. Thus it is on the one side, a study of wealth and on the other, and more important side, a part of the study of man". Marshall] কিন্তু মার্শাল পথ প্রদর্শন করিলেও কানানই সর্বপ্রথম অর্থনীতিকে মানুষের কল্যাণের বস্তুগত উপকরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান বলিয়া সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন।

কানান-এর এই সংজ্ঞাকে কিন্তু নানাভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথম, সমালোচনা হইল যে মানুষের কল্যাণ শুধুমাত্র সম্পদের উপরেই নির্ভর করে না; এমন কি শুধুমাত্র বস্তুগত উপকরণের উপরেও নির্ভর করে না। বস্তুগত উপকরণ ছাড়াও, অনেক কিছু অবস্তু-সূচক কার্য ও সেবা আছে, ইহজগতে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য যেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। কানান-এর সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে, পার্থিব কল্যাণের মূলে এই অবস্তুসূচক সেবা বা কার্য যেগুলি আছে সেগুলির পর্যালোচনা অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হয় না।

সমালোচনা :
১। অবস্তু-সূচক কার্য ও সেবা

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের মধ্যে মানুষ অনেকগুলি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে যেগুলি যথার্থ কল্যাণ—নিছক পার্থিব কল্যাণ—বৃদ্ধি করে না, যথা মদ গাঁজা প্রভৃতি বস্তুর উৎপাদন ও ভোগ, অথচ ঐগুলিকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলিয়া গণ্য করিব না বলিলে চলিবে না, কারণ ঐগুলি মানুষের অভাব তৃপ্তির জন্য উৎপাদন করা হয় এবং উৎপাদনের পরে ভোগ করিয়া অভাব তৃপ্ত করা হয়। কানান-এর এই সংজ্ঞা মানিলে এই ধরণের ক্রিয়াকলাপকে অর্থনীতির আলোচনা হইতে বাদ দিতে হয়। ইহাতে অর্থনীতির পরিধি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে এবং অর্থনীতিবিদ্‌-কে নিছক নীতিবিদ্‌-এর ভূমিকায় নামিতে হইবে।

২। অভাবের তৃপ্তি সব সময়ে কল্যাণ জনক হয় না।

তৃতীয়তঃ, রবিন্‌স্‌-এর মতে, অর্থনীতির সংজ্ঞা সম্পদের দিক হইতে বা কল্যাণের দিক হইতে,—কোন দিক হইতেই দেওয়া যায় না। মানুষের বাঞ্ছিত বস্তু বহু কিন্তু বাস্তব জগতে দুষ্প্রাপ্য (scarce); আকাঙ্খিত বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা হইতে যে সকল সমস্যা সৃষ্টি হয় ঐ সমস্যাই হইল অর্থনীতির মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

৩। আকাঙ্খিত বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতাই আসল কথা

সম্পদের এই দুষ্প্রাপ্যতাকেই রবিন্‌স্ অর্থনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দুইটি বিশেষ ধরণের পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া তিনি অর্থনীতির সংজ্ঞা দিয়াছেন ও মূল বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে মানুষের জীবনে অভাব বা উদ্দেশ্য (ends) বহু; অপর বৈশিষ্ট্য হইল, এই বহুবিধ উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য—অর্থাৎ অভাব পূরণের জন্য—যে সকল উপকরণ প্রয়োজন ঐগুলি খুব সীমাবদ্ধ পরিমাণেই পাওয়া যায়। সর্ববিধ অভাব মিটাইবার জন্য যদি সর্বপ্রকার বস্তু অপরিমিতভাবে পাওয়া যাইত তাহা হইলে দুষ্প্রাপ্যতার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিবার কোন প্রয়োজন হইত না, সেক্ষেত্রে কোন অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইত না। কিন্তু অভাবের সীমাহীনতা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার দরুণ কোন্ অভাব কি পরিমাণে আগে মিটাইব এবং কোন্ অভাব মিটাইবার কাজটি ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিব তাহা সর্বদাই হিসাব করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, একই বস্তুর দ্বারা একাধিক অভাব তৃপ্ত করিতে পারা যায়; যথা, চিনির দ্বারা চা'কে মিষ্ট করা যায়, দুধকেও মিষ্ট করা যায়, মিষ্টান্নও প্রস্তুত করা যায়। একই বস্তুর এইরূপ বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারকে বলা হয়, বিকল্প ব্যবহার (alternative uses)। ইহা ভোগ সামগ্রীর ক্ষেত্রে যেরূপ দেখা যায়, উৎপাদক সামগ্রীর ক্ষেত্রেও সেইরূপ দেখা যায়: ভূমিকে (land) বা শ্রমকে (labour) নানা প্রকারের সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োগ করা যায়।

দুষ্প্রাপ্যতার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাই অর্থনৈতিক সমস্যা

অতএব ভোগ্য বস্তু (বা উৎপাদক বস্তুর) নানাপ্রকার ব্যবহার আছে—অথচ উহারা পরিমাণে একান্তই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য। এই বিকল্প ব্যবহারের যোগ্য কিন্তু দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর দ্বারা আমরা যে বিবিধ প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করি, দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর সহিত বহুবিধ উদ্দেশ্যের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা যে আচরণ করি (অর্থাৎ উহার জন্য যে কার্যকলাপ সম্পাদন করি) উহাই হইল অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। সেইজন্য রবিন্‌স্ বলিয়াছেন: একাধিক বিকল্প ব্যবহার আছে এরূপ দুষ্প্রাপ্য উপকরণের সহিত বহুবিধ প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মানুষ যে আচরণ করে উহাই হইল অর্থনীতির অধীতব্য বিষয়।"

অসীম 'উদ্দেশ্য' ও বিকল্প ব্যবহারের উপযোগী দুষ্প্রাপ্য 'উপায়'-এর মধ্যে সম্পর্ক

[Economics in the study of human behaviour as relationship

between ends and scarce means which have alternative uses".—L. Robbins] জীবনের এই বিবিধ প্রকার উদ্দেশ্য মানুষের আচরণ স্থির করে, এই উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টাই তাহার আচরণের প্রবণতা। অপরদিকে, সমাজে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ বা পরিস্থিতি গড়িয়া উঠে—ইহাকে রবিন্‌স্ "কলাকৌশলগত ও সামাজিক পরিবেশ" ("technical and social environment") বলিয়াছেন। এই পরিবেশ বস্তু উৎপাদন কতখানি সম্ভব তাহা স্থির করিয়া দেয়। নিছক "উদ্দেশ্য" গুলি অর্থনীতির বিষয়বস্তু হইতে পারে না; আবার "কলাকৌশলগত ও সামাজিক পরিবেশও" (অর্থাৎ উৎপাদন নির্ধারণ করিয়া দেয় যে পরিবেশ) এককভাবে অর্থনীতির বিষয়-বস্তু হইতে পারে না। ঐ দুইটি বিষয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় উহাই অর্থনীতিবিদদিগের নিকট গুরুত্বপূর্ণ।*

"মানুষের জীবনে মুদ্রার ভূমিকা"—'Part Played, by Money in Human Affairs'

"অর্থনীতি হইল এরূপ একটি সামাজিক বিজ্ঞান যাহা, লোকে কিভাবে তাহাদের অভাবের সহিত দুষ্প্রাপ্যতার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে এবং এই সকল চেষ্টা ও বিনিময়ের মধ্য দিয়া কিভাবে কার্যকরী হয়, তাহা অধ্যয়ন করে।" † কেয়ার্নক্রস অর্থনীতির এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই সংজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে অপরিসীম অভাব ও দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী লইয়া জীবন ধারণ করিতে গিয়া মানুষ পার্থিব ক্ষেত্রে তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হয়: প্রথম সমস্যাটি হইল দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা; দ্বিতীয় সমস্যাটি হইল বাছাই করিয়া লইবার সমস্যা এবং তৃতীয়টি হইল বিনিময়ের সমস্যা।

তিনটি সমস্যা:

*"The subject matter of Economics in essentially a relation between ends conceived as tendencies to conduct on the one hand and the technical and social environment on the other. Ends as such do not form part of the subject matter. Nor does the technical and social environment. It is the relationship between these things and not the things in themselves which are important for the Economist".—L. Robbins.

†"Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange."Cairncross.

আধুনিক জগতে মুদ্রার (Money) মধ্য দিয়াই সকল প্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হয়। আমরা উপার্জন করি মুদ্রার মাধ্যমে এবং মুদ্রার মাধ্যমেই সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করিয়া প্রয়োজন মিটাই। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সহিত মুদ্রার ব্যবহার ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। উহার জন্যই, অর্থনৈতিক জীবনে যে তিনটি মূল সমস্যা আছে তাহা মুদ্রার ব্যবহারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—বিনিময়, দুষ্প্রাপ্যতাও বাছাই কার্য। সেই কারণে মুদ্রা মানুষের জীবনে কি ভূমিকা গ্রহণ করে তাহা আলোচনা করিলে অর্থনীতির বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করা হয়। কেয়ার্ণক্রস্ বলেন, "মানুষের জীবনে মুদ্রা যে অংশ গ্রহণ করে অর্থনীতি হইল উহার পর্যালোচনা।"*

সমস্যাগুলি মুদ্রা ব্যবহারের মধ্যে প্রতিফলিত

মুদ্রা বলিতে প্রধানতঃ বুঝায় বিনিময়; বিবিধ প্রকার সামগ্রী ও কার্য বিনিময় করিয়া দেওয়াই মুদ্রার প্রধান করণীয়। ইহাকে "বিনিময়-এর মাধ্যম" (medium of exchange) বলিয়াই অভিহিত করা হয়। বর্তমান জগতে সরাসরিভাবে সামগ্রার দ্বারা সামগ্রী বিনিময় (barter) করিয়া লোকে তাহাদের বিবিধ প্রয়োজন মিটায় না। পূর্বে লোকে একটি সামগ্রীর দ্বারা ভিন্ন কোন সামগ্রী কিনিত; বর্তমানে মুদ্রার দ্বারাই সকল ক্রয় বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়, সকল কাজ কারবার মুদ্রার মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। সরাসরি সামগ্রী বিনিময়-(barter) এর ব্যবস্থাই থাকুক, বা, মুদ্রার দ্বারা কাজ কারবার পরিচালনার ব্যবস্থাই থাকুক, উহাদের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য একই; ঐ তাৎপর্য হইল, 'বিনিময়'। অর্থনীতি যদি মুদ্রাব্যবস্থা হইতে উদ্ভুত সমস্যার আলোচনা করে, তাহা হইলে সকল প্রকার বিনিময় সমস্যার পর্যালোচনা অর্থনীতির মধ্যে আসিয়া যায়। অর্থনীতিবিদগণ বিনিময় সম্পর্কে নানাপ্রকার সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করেন।

১। বিনিময়

আবার মুদ্রার ব্যবহারের মধ্যে "দুষ্প্রাপ্যতা" সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠে; বস্তুতঃ পক্ষে, মুদ্রা (money) দুষ্প্রাপ্যতার প্রতীক, দুষ্প্রাপ্যতার

*"Economics studies the part played by money in human affairs"—Cairncross.

বাস্তব রূপ। মুদ্রা নিজেও দুষ্প্রাপ্য এবং যে সকল সামগ্রী মুদ্রার মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় হয় উহাও দুষ্প্রাপ্য। মুদ্রা যদি দুষ্প্রাপ্য না হইত, উহার কোন দামই থাকিত না এবং যতই উহা সহজ লভ্য হইয়া পড়ে ততই উহার দাম কমিয়া যায়। মুদ্রা যে সকল বস্তু ক্রয় বিক্রয় করাইয়া দেয় উহাদের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। এই সকল বস্তু দুষ্প্রাপ্য বলিয়া একটি বস্তুর অনুপাতে অপর একটি বস্তুর মূল্য স্থির হয় এবং আমরা যখন নিজের সামগ্রী অপর একজনের সামগ্রীর সহিত বিনিময় করি তখন আমরা একটি "দুষ্প্রাপ্য বস্তুর সহিত অপর একটি দুষ্প্রাপ্য বস্তুর বিনিময় করি।" মুদ্রার কথাই ধরা যাক, বা মুদ্রার দ্বারা বিনিময় যোগ্য দ্রব্যাদির কথাই ধরা যাক, উহাদের দুষ্প্রাপ্যতা উহাদের ব্যবহারে সাশ্রয় বা ব্যয় সংকোচ করিতে আমাদিগকে বাধ্য করে। আমাদের পরিমিত উপার্জনের দ্বারা আমরা সামগ্রী ও কার্যের সেইরূপ সমষ্টি কিনিবার চেষ্টা করি যাহা ভোগকারীরূপে আমাদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্ট দিতে পারে। ইহা ঘটে মুদ্রা ব্যয় করিয়া সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু যখন আমরা মুদ্রা উপার্জনে ব্যাপৃত হই, তখনও ঐ একই ঘটনা ঘটে। মুদ্রা উপার্জন করিবার সময়ে আমরা আমাদের উদ্যম ও সময়ের এরূপ ভাবে ব্যবহার করি যাহাতে সর্বোচ্চ ফল লাভ হয়।

২। দুষ্প্রাপ্যতা

বিনিময় ও দুষ্প্রাপ্যতা ছাড়াও মুদ্রার ব্যবহারের মধ্যে বাছাই-কার্যও নিহিত রহিয়াছে। আমাদের সঙ্গতি অল্প কিন্তু দাবী অসংখ্য। সুতরাং কোন্ চাহিদাটি আগে এবং কি পরিমাণে মিটাইব এবং অপর কোন্ চাহিদাটি পরে এবং কি পরিমাণে মিটাইব সে সম্পর্কে আমাদের বাছবিচার করিয়া লইতে হয় এবং বেশী প্রয়োজনীয় চাহিদাটি বাছিয়া লইতে হয়। অনুরূপ ভাবে মুদ্রা উপার্জনের জন্য যখন আমরা সময় ও উদ্যম প্রয়োগ করি তখন কোন্ ক্ষেত্রে ঐগুলি প্রয়োগ করিলে বেশী ফলপ্রদ হইবে তাহা বাছিয়া লইতে হইবে। সব সময়ে আমরা ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বা বস্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বুদ্ধিসম্মত-ভাবে বাছাই করিতে পারি এরূপ নহে, ভুল হইয়াও যাইতে পারে। কিন্তু কিভাবে বাছাই করিলে ভালো হইবে, তাহা বিচার করা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বেনহাম বলেন, "জনগণ যে বাছাই করিয়া লইতে বাধ্য হয়, ঠিক এই কারণেই অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।" [Economic

৩। বাছাইকার্য

problems arise precisely because people are compelled to choose."—Benham]

কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত বিজ্ঞান? Study of Employment and Living Standard?

সমষ্টিগত জীবনের বৃহত্তর পরিধিতে যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হয় ঐ সকল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত-ভাবে দেখিয়া, উহাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর জোর দিয়া যে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়, কারণ নির্ণয়ের এবং উহার ফলাফল নির্ণয়ের যে প্রচেষ্টা হয়, উহাকে Macro-economics বলা হইয়া থাকে। কান্‌স্‌ই Mecro-economics-এর প্রথম সুপরিচিত রূপ দিয়াছিলেন বলা চলে। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত তাঁহার "General Theory of Employment, Interest and Money" নামক গ্রন্থে তিনি মোট কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের স্তর কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং আলোচনা করিয়া এ সম্পর্কে বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রদর্শন করিয়া, এই ধরণের বিশ্লেষণের সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

পূর্ণ নিয়োগে পৌঁছাই-বার আগে পর্যন্ত উৎপাদন ও কর্ম-সংস্থান বাড়ে

সাধারণভাবে যদি উৎপাদক সঙ্গতির অভাব থাকে, তাহা হইলে একটি সামগ্রী বেশী করিয়া চাহিতে গেলে এবং বেশী করিয়া উৎপাদন করিতে গেলে অন্য কোন প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন কমিয়া যাইবে এবং উহাতে টান পড়িবে। সেই কারণে সীমাবদ্ধ উৎপাদক সঙ্গতি কোথায় কিভাবে প্রয়োগ করা উচিত সে সম্পর্কে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা ও বাছাই করা প্রয়োজন। কিন্তু ইহার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন যখন দেশের প্রকৃতিদত্ত উৎপাদক সঙ্গতি এবং মানুষের শ্রমশক্তি পরিপূর্ণভাবে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে, উহাদের নিয়োগ আর বাড়াইবার অবকাশ নাই। উৎপাদক সঙ্গতির পরিপূর্ণ নিয়োগ হইয়া গেলে, একদিকে বাড়াইতে গেলে আর একদিকে টান পড়িয়া যাইবে। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে যদি উৎপাদক সঙ্গতির, অর্থাৎ শিল্পের উৎপাদনক্ষমতার, ব্যবহার না হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার পূর্ণতর ব্যবহার হইলে দেশে কর্মসংস্থান বাড়িবে এবং পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়া জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় দুইটি অবস্থাই পাশাপাশি রহিয়াছে। কোনও

কোনও উৎপাদন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উৎপাদক সঙ্গতির এরূপ ব্যবহার হইয়াছে যে একটির উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অপরটির উৎপাদন কমাইতে হইবে; কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবেই ইহা দেখা যায়। আবার কোনও কোনও উৎপাদন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উৎপাদক সঙ্গতির এরূপ উন-ব্যবহার হইয়া থাকিতে পারে যে যথোচিত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিলে এবং বিনিয়োগ বাড়াইলে এবং যেখানে যেখানে মুখ-আটক অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে সেখানেই যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা উহার কারণ দূরীভূত করিলে—মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িবে, ভোগের পরিসর বাড়িবে, দুঃখ দুর্দশা লাঘব হইতে পারিবে। সমাজের সর্বস্তরে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইতে পারিবে।

একই দেশে দুইটি বিপরীত পরিস্থিতি সম্ভব

অনুন্নত দেশে ইহার অবকাশ বেশী; উন্নত দেশে বেকার শ্রমিক ও সঙ্গতির পূর্ণতর ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদন বাড়াইবার অবকাশ কম। কিন্তু উভয় দেশেই অর্থনীতিবিদগণ সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করিয়া কর্মসংস্থান এবং উপার্জন যাহাতে বাড়ে অথবা কমিয়া না যায় তাহার পন্থা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন। যে সকল বিষয় দেশের কর্মসংস্থানকে এবং উপার্জনকে, অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানকে, মুখ্যতঃ প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে তাহাদের ক্রিয়াপদ্ধতি এবং পরস্পরের উপরে প্রতিক্রিয়া অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কারণে বেনহাম অর্থনীতিকে "কর্মসংস্থান এবং জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে এরূপ বিষয়সমূহের পর্যালোচনা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (The study of the factors affecting employment and standards of living)।

কর্মসংস্থানে ও উপার্জনে প্রভাববিস্তারী বিষয়ের আলোচনা

অর্থনৈতিক সমস্যার তাৎপর্য—Significance of Economic Problems.

আমরা প্রত্যেকেই পরিমিত আর্থিক ক্ষমতা লইয়া যথাসম্ভব বেশী তৃপ্তি পাইবার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছি; সীমাবদ্ধ সময় ও শক্তি লইয়া যথাসম্ভব বেশী অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করি। ইহা যে শুধু আমাদের পৃথক বা ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষেই প্রযোজ্য তাহা নহে, ইহা সামাজিক বা সমষ্টিগত জীবনের পক্ষেও একইভাবে প্রযোজ্য। সামাজিক উপার্জনের দ্বারা সমাজের প্রয়োজন যাহাতে যথাসম্ভব কুলাইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা একটি অর্থনৈতিক সমস্যা।

দেশের মধ্যে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ সামগ্রী (goods) এবং কার্য (services) উৎপাদিত হইয়া থাকে সকলের প্রয়োজনের তুলনায় উহা একান্ত অপ্রচুর। সমগ্র দেশের মধ্যে সামগ্রী ও কার্য উৎপাদন করিয়া যে উপার্জন সৃষ্টি হয় উহা দেশের সকল লোকের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দিলে দরিদ্র লোকের উপকার হইবে, তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সাধারণ লোকের এই উপকার ও সুখ বৃদ্ধির অবকাশ অসীম নহে। ইহার কারণ, আমরা কোনও একটি সামগ্রী যদি বেশী পরিমাণে উৎপাদন করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে পরিমিত উৎপাদক সঙ্গতির উপর অত্যধিক চাপ পড়ে; তখন অপর কোন না কোন সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে।

পরিমিত উৎপাদক সঙ্গতি

অবশ্য যে দেশে প্রাকৃতিক ও মানবীয় সঙ্গতি পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় নাই, সে দেশে এইরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় কিছু দেরীতে। কিন্তু সামাজিক উপার্জনকে বাড়াইতে বাড়াইতে এরূপ অবস্থায় আসিয়া পড়িতে হয় যখন একদিকে উৎপাদন ও উপার্জন বাড়াইতে গেলে অপরদিকে উৎপাদন ও উপার্জন কমিয়া যাইবে। অর্থনৈতিক ভাবে প্রগতিশীল দেশে (যে দেশ উৎপাদক সঙ্গতির পরিপূর্ণ ব্যবহারের দিকে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে) এই সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে। সেই কারণে সামগ্রীর চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত মূল্য এবং উহার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচা সকল সময়েই তুলনা করা প্রয়োজন হয়। যদি কোন সামগ্রীর চাহিদার দ্বারা যে মূল্য নির্ধারিত হয় উহা বেশী হয়, অথচ উহার উৎপাদনের খরচা হয় অপেক্ষাকৃত কম, তাহা হইলে ঐ সামগ্রী উৎপাদনে সমাজের সঙ্গতি বেশী করিয়া নিয়োজিত হইবে। এইরূপ বিবেচনার ভিত্তিতেই সমাজকে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, কোন্ সামগ্রী কি পরিমাণে উৎপাদন করা প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক সমাজই হউক বা সাম্যবাদী সমাজই হউক, প্রত্যেক সমাজকেই এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কোথাও ইহা করা হয় পরিকল্পিতভাবে, কোথাও বা করা হয় অপরিকল্পিতভাবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যে ভাবেই করা হউক, "দুষ্প্রাপ্যতা" ও অন্তহীন অভাবের মধ্যে বুঝাপড়ার প্রয়োজন চিরকালই অনুভূত হইতে থাকিবে, ব্যক্তিজীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে যেমন, সমষ্টিজীবনের বৃহত্তর পরিধিতেও সেইরূপ।

কোন্ সামগ্রী কি পরিমাণে উৎপাদন করা প্রয়োজন

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা —Interdependence of Different Economic Activities.

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষ যে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে তাহাদের মধ্যে একটি যোগসূত্র বা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ নানাপ্রকার অভাব বোধ করে বলিয়াই ভোগের জন্য আগ্রহান্বিত হয়। ভোগের প্রেরণার জন্যই উৎপাদনের প্রেরণা জাগে। যে বস্তু ভোগের প্রয়োজন মানুষ তীব্রভাবে বোধকরে সেই বস্তু মানুষ বেশী করিয়া উৎপাদনের চেষ্টা করে। বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কম প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদনে কম প্রচেষ্টা ব্যয়িত হয়। সুতরাং ভোগের প্রয়োজন অনুযায়ী যে উৎপাদনে কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা সহজেই অনুমান করা চলে।

ভোগের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন

কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করাও চলে না যে ভোগকার্যের প্রেরণা ও পরিকল্পনা সর্বদাই উৎপাদন কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া চলে। বাস্তবক্ষেত্রে মানুষের কল্পনাশক্তি উদ্ভাবনী শক্তিতে পরিণত হইয়াছে; এই উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এরূপ বহুবিধ সামগ্রী উৎপাদিত হইয়াছে, উৎপাদনের পূর্বে যেগুলির প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইতে পারে এই প্রত্যাশায় উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে নূতন নূতন সামগ্রী উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত হইতে দেখিয়া অপরাপর লোকে উহার প্রয়োজন অনুভব করে। এক্ষেত্রে, উৎপাদন ভোগের আগ্রহ সৃষ্টি করে। নূতন নূতন সামগ্রীর উৎপাদন নূতন নূতন ভোগের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

উৎপাদনও ভোগের আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে

আধুনিক অর্থ-নৈতিক কাঠামোতে "বিনিময়" হইল একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ-নৈতিক কার্য। লোকেরা যখন যে-যাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিজেই উৎপাদন করিয়া লইত অর্থনৈতিক জীবনে তখন বিনিময়ের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ বিশেষত্বশীলতার সৃষ্টি হইতে থাকিলে এই অবস্থার অবসান হইল। তখন বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকিয়া যে-যাহার কার্যে বিশেষত্বশীল নৈপুণ্য অর্জনে সচেষ্ট হইল। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িল কিন্তু প্রত্যেক লোকের পক্ষেই প্রয়োজন হইল নিজের উৎপাদিত সামগ্রী অপর কাহাকেও প্রদান করিয়া অপর

বিনিময়-এর সহিত উৎপাদন ও ভোগের সম্পর্ক

কাহারও উৎপাদিত সামগ্রী গ্রহণ করা। ইহারই নাম বিনিময়। এই বিনিময়ের সহিত একদিকে উৎপাদনের (production) এবং অপরদিকে ভোগকার্যের (consumption) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উৎপাদন যত বাড়ে, বিনিময়ের প্রয়োজনও তত বাড়ে; আবার বিনিময় করা যত সহজ ও সুবিধা-জনক হয়, ভোগকার্যের পরিধি ততই বিস্তৃত হয়।

উৎপাদনের বিশেষত্বশীলতা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ নহে। একই সামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের পরপর সাজানো প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পারস্পরিক নির্ভরতা

একটি সামগ্রীকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয় এবং এক একটি অংশ উৎপাদনের কার্যকে এক একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ারূপে সংগঠন করা হয়। এই স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার দ্বারা যাহা উৎপাদন হয়, অর্থাৎ একই সামগ্রীর বিভিন্ন অংশ, উহাদের একত্রিত করিলে সম্পূর্ণ সামগ্রীটি নির্মিত হয়। অতএব উৎপাদনের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে সেগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে, ভোগকার্যের মধ্যেও বিভিন্ন প্রক্রিয়া ভাগ করা চলে এবং তাহারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

অর্থনীতি কি বিজ্ঞান? Is Economics a Science?

কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে অর্থনীতিকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া উচিত। অর্থনীতিবিদদিগের মধ্যে অবশ্য এ সম্পর্কে মতৈক্য নাই।

চিরন্তন ও অভ্রান্ত নিয়ম

একাধিক অর্থনীতিবিদের মতে, অর্থনীতি এরূপ বিষয় লইয়া আলোচনা করে যাহার মধ্য হইতে অপরিবর্তনীয় সত্য উদ্ঘাটন করা যায় না। মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ একটি নির্দিষ্ট ধরা বাঁধা পথে প্রবাহিত হয় না। সেই কারণে উহার মধ্য হইতে চিরন্তন ও অভ্রান্ত নিয়ম বাহির করা সম্ভব নহে। ইঁহারা বলেন যে যাহার মধ্য হইতে চিরন্তন অভ্রান্ত নিয়ম বাহির করা সম্ভব নহে তাহাকে যথার্থভাবে "বিজ্ঞান" বলা চলে না। ইঁহাদের মতে, বিজ্ঞান বলিতে বুঝায় জ্ঞানের সেই শাখা যাহা তাহার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অভ্রান্ত ও চিরন্তন সত্য বাহির করিতে পারে; এই "সত্য" বা "নিয়ম" ঠিক একই ভাবে চিরকাল কার্যকর থাকিবে। অর্থনীতি এইরূপ অভ্রান্ত

নিয়ম বা চিরন্তন সত্য উদ্ঘাটন করিতে পারে না ; সুতরাং উহাকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া চলে না।

কিন্তু বিজ্ঞানের প্রকৃতি যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করিলে অর্থনীতিকে বিজ্ঞানের মর্যাদা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা চলে না। বিজ্ঞান বলিতে বুঝায় বিশেষভাবে আহরিত বা প্রযুক্ত জ্ঞান। ইহার দ্বারা বুঝায় জ্ঞানের বা অধ্যয়নের এরূপ একটি শাখা, যাহা কোন একটি বিশেষ পর্যায়ের কার্য বা ঘটনা সম্পর্কে সুসমঞ্জস তথ্য প্রদান করে এবং উহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সর্বদা-প্রয়োগ-যোগ্য সাধারণ নিয়ম (uniform rules) বাহির করিতে পারে। কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রয়োগ-পরীক্ষা (experiment) করিয়া বা ভালোভাবে অবলোকন (observation) করিয়া উহার প্রকৃতি বা কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় অভিন্ন নিয়ম আবিষ্কার করা বিজ্ঞানের কার্য; ঐ নিয়ম প্রয়োগের দ্বারা বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা বা প্রবণতা ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়গুলি এই কারণেই বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে।

সুসমঞ্জস তথ্যের ভিত্তিতে সর্বদা প্রয়োগ-যোগ্য সাধারণ নিয়ম বাহির করা বিজ্ঞানের কার্য

এই দিক হইতে বিচার করিলে অর্থনীতিকে বিজ্ঞানের মর্যাদা হইতে একেবারে বঞ্চিত করা চলে না। **প্রথমতঃ**, অর্থনীতি সমাজে বসবাসকারী মানুষের এক পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা হইতে ঐ ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে বহুবিধ নিয়ম বাহির করিয়া থাকে। সম্পদ উৎপাদন সম্পর্কে (যথা, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম), ভোগকার্য সম্পর্কে (যথা চাহিদার নিয়ম), বিনিময় ও দাম স্থিরীকরণ সম্পর্কে (যথা চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের নিয়ম) বিভিন্ন সূত্র বা নিয়ম অর্থনীতি বাহির করিয়াছে; আবার এই নিয়মগুলি প্রয়োগ করিয়া মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা দিয়াছে অথবা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

১। অর্থনীতি বিভিন্ন 'সূত্র' বা 'নিয়ম' বাহির করে

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনীতির বিষয়বস্তু হইল সুনির্দিষ্ট—মানুষ অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা করে তাহারই অধ্যয়ন। অন্যান্য বিজ্ঞান নিজ বিষয় অধ্যয়নের জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে, ঠিক সেই পদ্ধতি বা

অনুরূপ পদ্ধতি অর্থনীতিও অবলম্বন করিয়া থাকে। অর্থনীতিও সুসমঞ্জস অবলোকনের পদ্ধতি (**observation**) গ্রহণ করে; আধুনিক রাষ্ট্রে পরিকল্পনার যুগে সমাজের বৃহত্তর জীবনে প্রয়োগপরীক্ষাও (**Experiment**) করা হয়। যদিও এই প্রয়োগ পরীক্ষা কোন গবেষণাগারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হয় না, তথাপি বৃহত্তর অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সুদূর-প্রসারী ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা চলে এবং উহার ভিত্তিতে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলে। কখনও কখনও আবার ক্ষুদ্রগণ্ডির মধ্যে নূতন কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে রূপায়িত করিয়া উহার ফলাফল লক্ষ্য করা হয়; ইহাকে 'পথপ্রদর্শক কার্যক্রম' (Pilot project) বলা হয়। এইগুলিও অর্থনৈতিক প্রয়োগ পরীক্ষা। অধিকন্তু, অপরাপর বিজ্ঞান সমূহ যেরূপ অবরোহ (deductive) এবং আরোহ (inductive) পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া যুক্তিবাক্য হইতে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, অর্থনীতিও সেইরূপ নিজের বিষয়বস্তু পর্যালোচনার জন্য অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং উহাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করে। অবশ্য এই সকল সিদ্ধান্ত সকল সময়ে সঠিক ও ত্রুটিবিহীন হয় না। মার্শাল বলিয়াছেন "মানুষের কার্যকলাপ এত বিচিত্র ও অনিশ্চিত যে মানুষের আচরণের প্রবণতাগুলির যতই সুষ্ঠু বিবরণ প্রদান করি না কেন, উহা বে-ঠিক (inexact) ও ত্রুটিপূর্ণ হইতে বাধ্য।" তথাপি তিনি অভিমত দিয়াছেন যে ইহাদের মধ্য হইতে সাধারণ প্রবণতা নির্ধারণ করা চলে। এই প্রবণতা হইতে উদ্ভূত নিয়ম সঠিক বিজ্ঞান সমূহের প্রবণতার ন্যায় অভ্রান্ত হইবে না সত্য, তথাপি অন্যান্য বহুবিধ সমাজ-বিদ্যার তুলনায় অর্থনীতিতে অনেক বেশী পরিমাণে মোটামুটি সঠিক নিয়মের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, কার্য-কারণের সাধারণ গতি বা প্রবণতা সম্পর্কেও যদি সঠিক ধারণা করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনায় অনেকখানি অগ্রসর হওয়া যায়। অর্থনীতিতে ইহা সম্ভব।

২। ইহা 'অবলোকন' ও 'প্রয়োগ-পরীক্ষার' পদ্ধতি গ্রহণ করে

অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতির দ্বারা সাধারণ প্রবণতা নির্ধারণ করা যায়

কেহ কেহ অভিমত দেন যে অর্থনীতিবিদদিগের মধ্যেই নানা বিষয়ে প্রচুর মতদ্বৈধ; ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ইহার মধ্যে অভ্রান্ত চিরসত্য বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং অর্থনীতিকে বিজ্ঞান বলা যায় না।

অর্থনীতিকে বিজ্ঞানের মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এই যুক্তি কিন্তু গ্রহণ করা যায় না। বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য হয় এরূপ বহুবিধ অধীতব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে আলোচনাকারী ও গবেষণাকারীদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। একই ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একাধিক কার্যপদ্ধতি গৃহীত হইতে পারে এবং একই ঘটনার একাধিক ব্যাখ্যা হইতে পারে। ইহা যে কোন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ঘটিতে পারে। মতভেদ থাকিলে "বিজ্ঞান" বলা হইবে না, এই অভিমত মানিলে পদার্থ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের শাখা-গুলিকেও বিজ্ঞানের-মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করিতে হয়। তবে একথা ঠিক যে অর্থনীতিবিদদিগের মধ্যে মতদ্বৈধের অবকাশ অপেক্ষাকৃত বেশী, কারণ অর্থনীতি জড়বস্তু লইয়াই প্রধানতঃ আলোচনা করে ন', উহার মুখ্য আলোচ্য হইল সমাজবদ্ধ মানুষের এক পর্যায়ের কার্যকলাপ। জড়ের স্বভাব অপেক্ষা জীবের স্বভাব নির্ধারণ করা অধিকতর কষ্টসাধ্য। কিন্তু এই মতের পার্থক্য মূল অর্থনৈতিক নিয়ম সম্পর্কে নহে, মূল নিয়ম সকলের পক্ষেই সমান। মতের পার্থক্য যাহা কিছু সবই "নীতি" (policy) বা কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে।

মতের পার্থক্য মূল নিয়ম সম্পর্কে নহে, নীতি সম্পর্কে

অর্থনৈতিক নিয়ম—Economic Laws

প্রত্যেক বিজ্ঞানের মধ্যেই কার্যকারণের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য ও কারণের এই সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া নানাপ্রকার সূত্র বা নিয়ম বাহির করা হয়। অর্থনীতির মধ্যেও এইরূপ নানাবিধ "নিয়ম" আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করা হয়। কোন অর্থনৈতিক কারণ হইতে যে ফলাফল উদ্ভূত হইতে পারে সে সম্পর্কে একটি সাধারণ নীতির ব্যাখ্যাকে অর্থনৈতিক নিয়ম বলা যাইতে পারে ; যথা, সামগ্রার দামের সহিত উহার চাহিদার সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় এবং উহা হইতে "চাহিদার নিয়ম" বাহির করা হয়। সামগ্রার দাম কমিলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে দামের হ্রাস হইল "কারণ" এবং চাহিদার বৃদ্ধি হইল "ফলাফল"। অর্থনীতির মধ্যে এই ধরণের "নিয়ম" বা "সূত্র" অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই সকল নিয়ম প্রয়োগ করিয়া অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয় এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ঘটনার প্রবণতা সম্পর্কে অনুমান করা হয়।

কারণ ও ফলাফলের সম্পর্কের মধ্য হইতে হইতে পাওয়া

অবরোহ ও আরোহ (deductive and inductive) পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা এই সকল নিয়ম বাহির করা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সকল প্রকার বিজ্ঞানের মধ্যেই এইরূপ নিয়ম বা সূত্রের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপরাপর বৈজ্ঞানিক নিয়মের সহিত অর্থনৈতিক নিয়মের একটি গুরুতর পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য সুস্পষ্ট এবং কতকাংশে মূলগত। সঠিক বিজ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি উহারা নিজেদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে যে "নিয়ম" বাহির বা আবিষ্কার করে সেগুলি সকল সময়ে সমভাবে প্রযোজ্য এবং সঠিক। উহাদের *যদি ব্যতিক্রম ঘটে, ঐ ব্যতিক্রমও নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ঘটিবে।* গাছ হইতে আপেল পড়িলে মাটিতে পড়িবে, ছাদ হইতে ইঁট পড়িলেও মাটিতে পড়িবে; কিন্তু উড়োজাহাজ যদি মাটিতে পড়িয়া না যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মাটিতে টানিয়া ফেলিবার নিয়মকে (law of gravitation) অতিক্রম করাইয়া দিতেছে এরূপ কোন নিয়ম ক্রিয়া করিতেছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ যদি আর চালু না থাকে, ব্যতিক্রমের নিয়ম আর খাটিবে না, তখন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মই কাজ করিবে এবং উড়োজাহাজ মাটিতে পড়িবে। পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক অবস্থার কোন ব্যতিক্রম না ঘটিলে অথবা প্রয়োগ ক্ষেত্রের কোন মৌলিক পরিবর্তন না হইলে বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি সঠিক ও অভ্রান্তরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে।

অন্যান্য বৈজ্ঞানিক নিয়মের সহিত অর্থনৈতিক নিয়মের পার্থক্য

বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি সঠিক ও অভ্রান্ত

কিন্তু অর্থনৈতিক নিয়মগুলি যে সকল অবস্থাতেই স্থায়ীভাবে প্রযোজ্য হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই; অর্থনৈতিক নিয়মগুলির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটা অস্বাভাবিক নহে, বরং প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। যাহা ঘটিবে বলিয়া অর্থনৈতিক নিয়ম স্থির করিয়া নেয় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই যে অবশ্যই ঘটিবে এরূপ কোন স্থির নিশ্চয়তা নাই। যথা, সামগ্রীর দাম কমিলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; ইহা সাধারণতঃ ঘটে, কিন্তু

অর্থনৈতিক নিয়মগুলি ব্যতিক্রম-বহুল

* এ সম্পর্কে স্যামুয়েলসন বলিয়াছেন: "Economic events and statistical data observed are not so well-behaved and orderly as the paths of heavenly

সর্বদাই যে দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন সামগ্রীর ক্ষেত্রে এবং কোন্ কোন অবস্থায় দেখা যায় যে দাম কমিবার দরুণ উহার চাহিদা বাড়িল না, অথবা দাম বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও চাহিদা বাড়িয়া যাইতেছে। এইভাবে বহুবিধ অর্থনৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত থাকিতে হয়।

সঠিক বিজ্ঞানের নিয়মের সহিত অর্থনৈতিক নিয়মের এই পার্থক্যের কারণ উহাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রকৃতিতে যে পার্থক্য আছে তাহার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। মানুষেরই এক ধরণের ক্রিয়াকলাপ হইল অর্থনীতির বিষয়বস্তু। মানুষ তাহার মনস্তত্বের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী তাহার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে। কোন বাহিরের ঘটনা মানুষের মনস্তত্বে যে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, মানুষ তদনুযায়ী কার্য করে। এই প্রতিক্রিয়া সব সময়ে ধরা বাঁধা নিয়মের ছকে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। সেই কারণে, অর্থনৈতিক ঘটনার দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কি আকার গ্রহণ করিবে, কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে, একটি বিশেষ ধরণের অর্থনৈতিক কারণ ঘটিলে উহার দরুণ কি ফলাফল ঘটিতে পারে,—সে সম্পর্কে দীর্ঘ-কালীন অবলোকন বা অভিজ্ঞতা হইতে আমরা "নিয়ম" বাহির করিতে পারি বটে, কিন্তু ঐ নিয়ম চিরসত্য, অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় নহে। সেই কারণে সেলিগম্যান অর্থনৈতিক নিয়মকে "মূলত: অনুমান প্রসূত" (essentially hypothetical) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং মার্শাল এই নিয়মগুলিকে "স্রোতের নিয়ম" (laws of tide)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। কখন্ জোয়ার বা কখন্ ভাঁটা হইবে তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করিতে পারা যায় বটে কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব কারণে এই অনুমান ভ্রান্তও হইতে পারে। গণিত শাস্ত্রে দুই-এ দুই-এ যোগ করিলে যে চার হইবে, ইহা অভ্রান্ত কিন্তু অর্থনীতিতে দুই-এ দুই-এ চার হইবার চিরন্তন অভ্রান্ত

ইহার কারণ: মানুষের পরিবর্তনশীল মনস্তত্ব

satellites. Fortunately, however, our answers need not be accurate to several decimal places; on the contrary, if the right *general* direction of cause and effect can be determined, we shall have made a tremendous step forward."—Samuelson

নিয়মের অস্তিত্ব নাই। যথা, মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব (Quantity Theory of Money) বলে যে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইলে দামস্তর সমহারে বাড়িবে এবং মুদ্রার পরিমাণ কমিলে দামস্তর সমহারে কমিবে ; কিন্তু সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয় কিভাবে পরিবর্তন হইবে সে সম্পর্কে সর্বদা পূর্ব হইতে বুঝিতে পারা সম্ভব নহে। সুতরাং এরূপ ঘটিতে পারে যে মুদ্রার পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিবার পরে দামস্তর সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইল না। সুতরাং অর্থনৈতিক নিয়মগুলির ব্যতিক্রম সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন থাকিতে হয়।

অর্থনীতি, ধনাত্মক না আদর্শমূলক বিজ্ঞান ?—Economics, a Positive or a Normative Science ?

যে বিজ্ঞান তাহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নিয়ম বাহির করে এবং যথোচিত ক্ষেত্রে ঐ নিয়ম প্রয়োগ করিয়া বাস্তব ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করে তাহাকে ধনাত্মক বা প্রত্যক্ষমাণ বিজ্ঞান (Positive Science) বলা হইয়া থাকে। অর্থনীতিবিদগণ মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও অর্থনৈতিক ঘটনা হইতে সুশৃঙ্খল মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা নানাবিধ সমপ্রবণতা (uniform tendencies) বা নিয়মসৃষ্টি করেন। অর্থনীতি মানুষের এক ধরণের কার্যকলাপ লইয়াই আলোচনা করে। এবং ঐ কার্যধারা সম্পর্কে সমপ্রবণতার ভিত্তিতে, অর্থাৎ একই কারণে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় ইহা দেখিয়া, নানাবিধ নিয়ম সৃষ্টি করে। এই সকল নিয়ম ধনসম্পদ সৃষ্টি, বিনিময় এবং ভোগের ক্ষেত্রে মানুষের কার্যকলাপ ও আচরণের সহিত সম্পর্কিত। এই নিয়মগুলি প্রয়োগ করিয়া অর্থনৈতিক ঘটনা এবং কার্যকলাপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

সমপ্রবণতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক নিয়ম বাহির করা ও প্রয়োগ করা হয়

মানুষের কার্যকলাপ ও আচরণ তাহার মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। চিন্তাশীল জীব হিসাবে কিন্তু মানুষের মনস্তত্ত্ব পরিবর্তন হইতে পারে ; এইরূপ মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের সহিত মানুষের কার্যধারাও পরিবর্তন হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষকে কতিপয় দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক পরিস্থিতির (যথা,—একই জমিতে বেশী শ্রম ও পুঁজি প্রয়োগ করিয়া ক্রমাগত ফসল বাড়াইবার প্রচেষ্টা করিলে বাড়তি উৎপাদন ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে) এবং মানসিক

প্রবণতার (যথা,—মানুষ মাত্রেই ভোগকারীরূপে সর্বাধিক তৃপ্তি এবং উৎপাদনকারীরূপে সর্বাধিক মুনাফা সন্ধান করে) গণ্ডির মধ্যে জীবন যাপন করিতে হয়। সুনির্দিষ্ট (সামাজিক এবং) প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মোটামুটি একজাতীয় মানসিক প্রবৃত্তির সীমানায় প্রতিহত এবং তাড়িত হইয়া অর্থনৈতিক কার্য সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। সুতরাং যে পরিমাণে প্রাকৃতিক পরিস্থিতির প্রকৃতি এবং মানসিক প্রবৃত্তির প্রবণতা পূর্ব হইতেই বিচার বা অনুমান করা চলে, সেই অনুপাতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে পূর্ব হইতে ধারণা করা যায়; উহাদের সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রয়োগ করা চলে এরূপ নিয়ম বাহির করিতে পারা যায়। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে যতটা অনিশ্চয়তা আছে বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, ততটা অনিশ্চয়তা বাস্তবক্ষেত্রে নাই। সেই কারণে অর্থনীতিকে প্রত্যক্ষমাণ বা ধনাত্মক বিজ্ঞান আখ্যা প্রদান করা চলে।

এই নিয়মগুলির মধ্যে "অনিশ্চয়তা" থাকিলেও "নিশ্চয়তাও" আছে: বাস্তবের বিশ্লেষণ

কিন্তু অর্থনীতি শুধুমাত্র বাস্তব ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। উহা উচিত-অনুচিতের বিচারও করিয়া থাকে। যে সকল ক্রিয়াকলাপের দ্বারা মানুষ নিজের মঙ্গল সাধন করে এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তাহাদের অন্যতম। সেই কারণে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে, বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিবার যে প্রবণতা অর্থনীতিশাস্ত্রের উদ্ভবের প্রথম যুগে দেখা গিয়াছিল বর্তমানে তাহা ক্রমশঃই পরিত্যক্ত হইতেছে! অর্থনৈতিক আলোচনার মধ্যে ক্রমশঃ এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির ছাপ ফুটিয়া উঠিতেছে যে সমাজের সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির দ্বারা সেই সকল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে উৎসাহ দিতে হইবে যাহা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধির সহায়ক এবং সেইরূপ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে নিরুৎসাহ এবং নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যাহা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের পরিপন্থী। এই কল্যাণের প্রশ্ন যেখানে আসে সেখানেই উচিত অনুচিতের বা নীতির প্রশ্ন আসে। অধ্যাপক পিগু বহু পূর্বেই এই বিষয়টির উপর জোর দিয়া অর্থনীতিবিদদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন: "অর্থনীতি যে মূল্যবান উহা প্রধানতঃ এই কারণেই যে উহা নীতিশাস্ত্রের সহায়ক এবং বাস্তবতার

কল্যাণমুখী বা আদর্শমুখী বিজ্ঞান

পরিপোষক, বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়ামস্বরূপে অথবা নিছক সত্যের জন্য সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সহায়করূপে নহে।" "[Economics is chiefly valuable neither as an intellectual gymnastic nor as a means of winning truth for its own sake but as a handmaid of ethics and a servant of practice." Pigou] সুতরাং অর্থনীতিকে নিছক একটি ধনাত্মক বিজ্ঞান বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, উহাকে "আদর্শমুখী বিজ্ঞান" (Normative science) রূপেও অভিহিত করা চলে।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি—Methods of Economic Analysis.

অর্থনীতির বিভিন্ন তত্ত্ব আহরণের জন্য অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ এবং প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আদম স্মিথ, রিকাডো, মালথাস প্রমুখ প্রাচীনপন্থীগণ অবরোহ পদ্ধতি (deductive method) গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানুষের কতকগুলি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হইতে তাঁহারা কতিপয় সাধারণ সূত্র অবরোহ পদ্ধতিতে বাহির করিয়াছিলেন। মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁহারা কতিপয় পূর্ব-ধারণা (assumptions) করিয়া লইতেন; ঐগুলিকে যুক্তিবাক্য (premise) রূপে স্থাপন করিয়া উহা হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত বাহির করিতেন। যথা "অর্থনৈতিক মানুষ" (economic man) রূপে মানুষের বিশেষ ধরণের চরিত্র বা মনোভাব ধারণা করিয়া লওয়া হইয়াছিল—যে মানুষ সর্বদাই ঠাণ্ডা মাথায় লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখিয়া নিজের স্বার্থ গুছাইতে পারা যায় এরূপ কার্য করিতে ব্যস্ত। এইরূপ "অর্থনৈতিক মানুষ"-এর মনস্তত্ত্বকে যুক্তি-বাক্য রূপে ধরিয়া উহা হইতে সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া অর্থনৈতিক নিয়ম সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং অর্থনৈতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

অবরোহ পদ্ধতি : অর্থনৈতিক মানুষ-এর ধারণা

কিন্তু এই পদ্ধতিতে বাহির করা বিভিন্ন সূত্র (laws) মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে কতিপয় অতি-সরল পূর্ব-ধারণার (assumptions) উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। যথেষ্ট বাস্তব তথ্যের উপর ইহারা প্রতিষ্ঠিত ছিল না; বাস্তবে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ বিভিন্ন প্রকারের আচরণ—এমন কি পরস্পর বিরোধী আচরণ—হইতে উপনয় বা যুক্তিবাক্য

সংগ্রহ করে নাই। সুতরাং ইহাদের ভিত্তিতে যে সকল সূত্র বাহির করা হয় এবং ঐ সূত্রের সাহায্যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও ঘটনার যে বিশ্লেষণ করা হয়, উহা প্রায়ই ভুল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; সাধারণ প্রবণতার মাপকাঠিতে বাস্তব ঘটনাকে কখনও মাপা যায়, কখনও বা যায় না। সেই কারণে অর্থনীতিবিদগণ অবরোহ পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া, জার্মান ইতিহাসপন্থী অর্থনীতিবিদগণ অবরোহ পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া আরোহ (inductive) পদ্ধতি গ্রহণ করিতে সুরু করেন। ইঁহারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া একই অবস্থায় একই ঘটনার একই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং উহা হইতেই সর্ব-অবস্থাতে প্রয়োগ করিতে পারা যায় এইরূপ তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে উদ্যোগী হইলেন। আবার সমসাময়িক ঘটনা ও পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করিয়াও উহা হইতে সাধারণ নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল বর্তমানে পরিসংখ্যা সংগ্রহের উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় আরোহ পদ্ধতির ব্যবহার সহজও হইয়াছে, প্রয়োজনও হইয়াছে। এই সকল পরিসংখ্যা ব্যাপকভাবে বাস্তব তথ্য সরবরাহ করে এবং যে সকল সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়ম বা সিদ্ধান্ত বাহির করা হয় তাহাদের প্রয়োগ-পরীক্ষা সহজ করে, ঐ নিয়ম অনুযায়ী কার্য করিলে কি ফলাফল হয় তাহা অবলোকন করিয়া যাচাই করা সম্ভব করে; উহারই ভিত্তিতে আরোহ পদ্ধতিতে ঐ নিয়ম কিভাবে সংশোধন করিয়া লওয়া প্রয়োজন তাহা দেখা যায়।

অবরোহ পদ্ধতির দুর্বলতা:

আরোহ পদ্ধতি

কিন্তু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে শুধুমাত্র আরোহ পদ্ধতিকে আঁকড়াইয়া থাকিলেই চলে না। সব কিছুতেই আরোহ পদ্ধতির উপর নির্ভর করিতে গেলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ও আচরণ সম্পর্কে যে সাধারণ ও চিরস্থায়ী নিয়ম আছে সেগুলিকে ধরিয়া লইয়া অগ্রসর হওয়া যায় না; সেইগুলিকে নূতন করিয়া বাহির না করা পর্যন্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বিচার বিশ্লেষণ করিতে হয়, এবং নূতন করিয়া আরোহ পদ্ধতিতে বাহির করিতে গেলে যুক্তি-তর্কের জগতে অনর্থক দীর্ঘকাল ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। যথা, সকল লোক নিজেদের স্বার্থে ভোগকারীরূপে সর্বোচ্চ তৃপ্তির সন্ধান করিতেছে এবং উৎপাদনকারীরূপে সর্বোচ্চ মুনাফার সন্ধান করে, ইহাকে প্রধান

শুধুমাত্র আরোহ পদ্ধতি গ্রহণ করাও সম্ভব নহে

যুক্তিবাক্য বলিয়া স্বীকার করিয়া অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করিলে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির বা নির্দিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করা অনেক সহজ হয়। মানুষ নিজের ভালোমন্দ বিচার করিয়া তবেই কাজ করে, এই মূল সত্যের প্রয়োগে ক্ষুদ্রতর পরিধির সত্য আহরণ করা সহজ হয়; যথা প্রতি-যোগিতার মধ্যে বা একচেটিয়া কারবারের মধ্যে উৎপাদনকারী কোন্ সীমানায় পৌঁছানো না পর্যন্ত তাহার উৎপাদন চালাইয়া যাইবে।

এই সকল কারণে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ অবরোহ এবং আরোহ এই দুই প্রকার পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়া থাকেন। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে, মানুষের চিন্তা ও আচরণ সম্পর্কে কতিপয় মূল বা সাধারণ সত্য যুক্তিবাক্যরূপে স্থাপন করিয়া উহা হইতে অর্থনৈতিক সূত্র বাহির করা হয়; অথচ যেগুলি যুক্তি-বাক্যরূপে স্থাপন করা হয় ঐগুলি নিছক কল্পনা-প্রসূত হইলে চলে না, বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত উহাদের খাপ খাইতে হইবে, কারণ অর্থনীতি বাস্তবধর্মী। সেইজন্য আরোহ পদ্ধতিও একান্ত প্রয়োজন। আরোহ পদ্ধতি গৃহীত না হইলে নূতন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা, বিভিন্ন সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করা এবং ঐ সকল সমস্যার বাস্তব সমাধান অন্বেষণ করা সম্ভব হইবে না। এই কারণে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ **মার্শাল** অর্থনীতির আলোচনায় "অবরোহ" ও "আরোহ" এই দুই প্রকার পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দুই পদ্ধতিই প্রয়োজন

সম্প্রতি গাণিতিক পদ্ধতিরূপে আর এক প্রকার পদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ **জেভন্‌স্** এই পদ্ধতির বিশেষ সমর্থক ছিলেন। বস্তুতঃ পক্ষে জেভন্‌স্-এর অভিমত ছিল যে অর্থনীতি মূলতঃ গণিতের সমপর্যায়ভুক্ত অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে সংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও নির্ণয় প্রয়োজন হয়। সেই কারণে অর্থনৈতিক ঘটনা বা ক্রিয়াকলাপকে গণিতের ছাঁচে ফেলিলে অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। সব থেকে বড় সুবিধা হইল যে গাণিতিক পদ্ধতিতে আলগা ধরণের যুক্তিতর্কগুলি ঘুলাইয়া যায় না, গণিতের সংখ্যা ও চিহ্নের মধ্য দিয়া তাহারা অবিসম্বাদিত বা সঠিক তথ্যের রূপ ধারণ করে। বর্তমানে এই গাণিতিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটিতেছে; গাণিতিক অর্থনীতি বা Mathematical Economics নামে অর্থনীতিবিজ্ঞানের নূতন রূপ সৃষ্টি হইতেছে।

গাণিতিক পদ্ধতি

অর্থনীতি ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান—Economics and other Social Sciences

অর্থনীতি সমাজবদ্ধ মানুষের এক ধরণের ক্রিয়াকলাপ অধ্যয়ন করে। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ আছে; এইরূপ এক বা একাধিক ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনার জন্য এক এক প্রকার শাস্ত্র বা জ্ঞানের শাখা সৃষ্টি হইয়াছে। এইগুলিকে সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়। কতিপয় এইরূপ সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত—যথা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস—অর্থনীতির তুলনা করিলে অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধি সুস্পষ্ট হইবে।

অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—Economics and Politics

রাষ্ট্রীয় নীতিরই একটি অঙ্গ ?

অর্থনীতিকে এক সময়ে রাষ্ট্রীয় নীতিরই একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করা হইত; সেই কারণে ইহাকে "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি" বা Political Economy বলিয়া অভিহিত করা হইত। অর্থনীতিকে রাজনীতির একটি হাতিয়ার রূপে গণ্য করা হইত। উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী লেখকগণ, এমন কি মার্শালও, "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি" পদটি বারংবার ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে কৌটিল্য রাষ্ট্রীয় নীতি ও কূটকৌশল সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা "অর্থশাস্ত্র" রূপে পরিচিত।

অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের মূল বিষয়-বস্তু পৃথক

কিন্তু বর্তমানে "অর্থনীতি" এবং "রাষ্ট্রবিজ্ঞান" এর মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে তাহা উপলব্ধি করা হইয়াছে। সমাজবদ্ধ মানুষ সম্পদ উৎপাদন এবং ভোগ সম্পর্কে যে কার্যকলাপ সম্পাদন করে তাহারই পর্যালোচনা করা হইল অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য। অর্থনীতি আলোচনা করে, মানুষ কিভাবে উপার্জন করে এবং পরিমিত উপার্জনের দ্বারা কিভাবে অসীম অভাব তৃপ্তির জন্য অবিরত চেষ্টা করে। ইহার সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই। সমাজের সার্বভৌম শক্তি কিভাবে সংগঠিত হয়, ঐ শক্তির প্রয়োগ কিভাবে ঘটে বা ঘটা উচিত, সরকারের প্রকৃতি ও কর্তব্য, নাগরিকদের সহিত সরকারের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য। পরিমিত সামগ্রীর সাহায্যে অপরিমিত

অভাবের তৃপ্তি সাধনের যে প্রয়াস অর্থনীতির মুখ্য আলোচ্য তাহার সহিত ইহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। রাষ্ট্র না থাকিলেও, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্যবস্তু না থাকিলেও, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইতে থাকিবে; সুতরাং অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবর্তমানেও উদ্ভূত হওয়া সম্ভব।

সম্ভব হইলেও কিন্তু বাস্তক্ষেত্রে ইহা ঘটে না। বর্তমানে সমাজ-বদ্ধ মানুষ-মাত্রেই রাষ্ট্রাধীন,—মানুষ মাত্রেই কোন না কোন রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করে। রাষ্ট্রনীতি সেই কারণে অর্থনীতিকে বিশেষভাবে স্পর্শ এবং প্রভাবিত করে। সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ রাষ্ট্রীয় আইনের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়াই সম্পাদন করিতে হইবে। যে উৎপাদন কার্যকে বা ভোগকার্যকে রাষ্ট্র বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবে, জনসাধারণের পক্ষে সে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হইবে না। অধিকন্তু, রাষ্ট্র তাহার নিজস্ব আয় ব্যয় সংক্রান্ত কার্যের দ্বারা—কোন্ সূত্র হইতে কি পরিমাণে কর (tax) আদায় করা হইবে এবং ঐ করলব্ধ অর্থের কতখানি কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে—সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া, মুদ্রা কর্তৃপক্ষ রূপে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ কারী-রূপে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ দেশের দামস্তর এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতি, পরিমাণ ও লাভযোগ্যতা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে। রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করিয়া, শিল্পে ও কৃষিকার্যে সাহায্য প্রদান করিয়া, এমন কি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে শিল্প স্থাপন করিয়া সম্পদ সৃষ্টির পরিধি বাড়াইয়া দিতে পারে। এইরূপ নানাবিধ কারণে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অর্থনীতির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এবং অর্থনীতি রাষ্ট্রীয় নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য। অপরদিকে, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বহুপরিমাণে রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করিয়া দেয়। অর্থনৈতিক জীবনে যাহাদের আধিপত্য থাকে রাজনীতিতেও তাহাদের আধিপত্য থাকে এবং রাষ্ট্রের আইন ও আর্থিক নীতি তাহাদের স্বার্থেই রচিত ও প্রযুক্ত হয়—মার্ক্স-এর অনুসরণে সমাজতন্ত্রী-গণ এই কথা বলিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রকে তাহার অর্থনৈতিক নীতিকে কার্যকরী করিতে গেলে কতিপয় অর্থনৈতিক মূল নিয়মের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়াই কার্য করিতে হইবে।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সমাজের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে

অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র—(Economics & Ethics)

মানুষের কার্য ও চিন্তাধারা কিভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত ইহা নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। ইহা মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া থাকে।

অর্থনীতি মূলতঃ মানুষের উপার্জন ও ব্যয় সম্পর্কে বাস্তব ক্রিয়াকলাপের সহিত সম্পর্কিত। বহু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সঠিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে সমর্থনযোগ্য না হইলেও উহাদের আলোচনা অর্থনীতির মধ্যে স্থান লাভ করে। মানুষের স্বভাবের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি বাস্তব সত্য; এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াই অর্থনীতি মানুষের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের কার্যকলাপ আলোচনা করে। যে সামগ্রীই মানুষের কোন না কোন অভাব তৃপ্ত করিতে পারে সেই সামগ্রীরই উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা (utility) আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ঐ অভাববোধ হিতকর না অহিতকর, এবং ঐ অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য মানুষের চেষ্টিত হওয়া উচিত কিনা ইহার বিচার করিয়া তবেই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিশ্লেষণ করা হয় না। উচিত অনুচিতের ঐ ধরণের বিচার করে নীতিশাস্ত্র। অর্থনীতি ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবের সহিত সম্পর্কিত, নীতিশাস্ত্র ত্রুটি বিহীন অবস্থা সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট।

অর্থনীতি বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে বলিয়া নীতি-ধর্মী নয়

ইহা সত্বেও কিন্তু নীতিশাস্ত্রের সহিত অর্থনীতির কোন সম্পর্ক নাই, এই ধারণাও করা চলে না। অর্থনীতিরূপে যখন একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখা প্রথম সৃষ্টি হইতেছিল, তখন উহার বাস্তবধর্মী রূপটি পরিষ্কারভাবে ফুটাইয়া তুলা প্রয়োজন ছিল, যাহাতে উহা একটি নিছক কল্পনাপ্রসূত শাস্ত্র বলিয়া প্রতিভাত না হয়। মানুষ তাহার বাস্তব জীবনে কিভাবে উপার্জন করে এবং কিভাবে উহা ব্যয় করে, উহার বিচার বিশ্লেষণের উপরেই সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। রূঢ় বাস্তব সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব দিতে পারে এরূপ একটি জ্ঞানের শাখা সুসমঞ্জসরূপে গড়িয়া তুলার জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজন এখনও আছে। তথাপি বর্তমানে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে কি উচিত এবং কি অনুচিত তাহার বিচারও ক্রমশঃ গৃহীত হইতেছে। ব্যক্তির স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে, ব্যক্তির কল্যাণ সমষ্টির কল্যাণের মধ্যে নিহিত—এই সত্য অর্থনৈতিক জীবনেও উপলব্ধি করা

অর্থনৈতিক কার্যে উচিত অনুচিতের প্রশ্নও ঢুকিয়াছে

হইতেছে। সেই কারণে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে নৈতিক মানের দ্বারা বিচার করার প্রবণতা সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের পরিমিত উৎপাদক সম্পত্তি কোন্ সামগ্রী নির্মাণে ব্যবহৃত হওয়া উচিত, উৎপাদিত সামগ্রী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কিসের ভিত্তিতে বণ্টিত হওয়া উচিত, সমাজের ও ব্যক্তির যথার্থ কল্যাণের স্বার্থে কোন্ অভাব আগে এবং কোন্ অভাব পরে তৃপ্ত হওয়া বিধেয়,—এইরূপ বহুবিধ ঔচিত্যের প্রশ্ন অর্থনীতির মধ্যে এখন আসিয়া পড়িয়াছে। সেই কারণে, বাস্তব জগতের সমস্যা সমূহের ক্ষেত্রে, নৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা উহাদের সূতাগুলির জট ছাড়াইয়া লইতে পারি, এবং কোনওটিকে নৈতিক ও কোনওটিকে অর্থনৈতিক বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। কিন্তু সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে উহাদিগকে অবশ্যই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়া বয়ন করিতে হইবে।* অর্থাৎ, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নৈতিক বিচার প্রয়োগ করিতে এবং নৈতিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে হইবে।

অর্থনীতি ও সমাজবিদ্যা (Economics and Sociology)

মানব সমাজের সংগঠন, প্রকৃতি এবং ক্রমোন্নতি সম্বন্ধীয় আলোচনা করে যে শাস্ত্র, উহাকে সমাজ-বিদ্যা বলা হইয়া থাকে। সমাজবিদ্যা মোটামুটিভাবে সমাজ-জীবনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করে এবং বর্তমান সমাজ জীবনের সাধারণ সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ ও উহাদের সমাধানের চেষ্টা করে। অতএব সমাজ জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্র মোটামুটি ভাবে ইহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। মানুষ সমাজে বাস করিয়া যে বহুবিধ কার্যকলাপ সম্পাদন করে ঐগুলির প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক প্রকৃতি ও সমস্যার সহিত সমাজ-বিদ্যা জড়িত থাকে না। প্রত্যেকটির বিশদ আলোচনা,—অর্থাৎ ঐ বিষয়টির আলোচনার জন্যই আলোচনা সমাজবিদ্যায় স্থান পায় না। সামাজিক মানুষের পৃথক পৃথক কার্যকলাপ এবং উহাদের মধ্য হইতে উদ্ভূত সমস্যার

সমাজবিদ্যা সমাজের সাধারণ সমস্যার সহিত সম্পর্কিত

*"In the problems of the real world, moral and economic issues are hopelessly tangled up. We can unravel threads, calling this moral and that economic. But in the answer to the problem, they must be woven together." Cairncross.

সহিত শুধু সেই পরিমাণেই সমাজবিদ্যা জড়িত যে পরিমাণে উহার পর্যালোচনার দ্বারা ইহা মানুষের মোটামুটিভাবে সমষ্টিগত জীবনের বৃহত্তর সমস্যার সমাধান পাইতে পারে।

অর্থনীতি কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র বাছিয়া লয় এবং উহার বিস্তারিত আলোচনা করে; ঐ বিষয়টি হইল সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। অতএব সমাজবিদ্যার তুলনায় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়বস্তু সঙ্কীর্ণতর পরিসরের মধ্যেই নিবদ্ধ। তবে এই নির্দিষ্ট পর্যায়ের বিষয় সম্পর্কে উহা অনেক বিস্তারিত আলোচনা করে। এই বিস্তারিত আলোচনা হইতে অর্থনীতি যে সমস্যা তুলিয়া ধরে সমাজবিদ্যা সেই সমস্যার সহিত সমাজ জীবনের অন্যান্য সমস্যার সংযোগ, সমন্বয় ও তুলনার দ্বারা সামগ্রিক সমাজ জীবনের চিত্র অঙ্কন করে এবং বৃহত্তর সমাজের মূল সমস্যার সমাধানের উপায় সন্ধান করে।

অর্থনীতি একটি বিশেষ ক্ষেত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে

অর্থনীতি ও ইতিহাস (Economics and History)

আপাতদৃষ্টিতে ইতিহাস ও অর্থনীতির মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইতিহাস অতীতের ইতিবৃত্ত; অর্থনীতি বর্তমানের বিশ্লেষণ। ইতিহাস রাজ্য সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের, জাতির ভাগ্য গঠন ও ভাগ্য বিড়ম্বনার কাহিনী, অর্থনীতি ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের আয় ব্যয় সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ।

আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য

মূলতঃ একথা সত্য হইলেও অর্থনীতি ও ইতিহাসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থনীতি ইতিহাসের নিকট বহুলাংশে ঋণী। ইতিহাস মূলতঃ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কাহিনী হইলেও, অতীতের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কাহিনীও ইহার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃপক্ষে, অর্থনৈতিক ইতিহাসরূপে ইতিহাসের একটি বিশেষ শাখা গড়িয়া উঠিতেছে। অতীতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কিভাবে বিবর্তিত হইয়াছে, কোন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে কি ফল হইয়াছে, সুস্পষ্ট পরিকল্পনার দ্বারা অর্থনৈতিক প্রয়োগ পরীক্ষার যে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার বাস্তবে কি প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে, অর্থনৈতিক

অর্থনৈতিক ইতিহাস

পরিকল্পনার সাফল্য কতখানি আসিয়াছিল এবং কতখানি আসে নাই, যদি না আসিয়া থাকে বাস্তবক্ষেত্রে উহা কি কি বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল— এই বিষয়গুলি অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি। অতীতের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফলাফল দেখিয়া অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমরা সূত্র বা নিয়ম বাহির করিতে পারি; অথবা বর্তমান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিশ্লেষণ হইতে যে সূত্র বা নিয়ম বাহির করি অতীতের সহিত মিলাইয়া উহার সত্যাসত্য যাচাই করিতে পারি। অর্থনৈতিক ইতিহাসের দ্বারা যে সকল অর্থনৈতিক তত্ত্ব সমর্থিত হয় সেগুলিকে মোটামুটি বাস্তবধর্মী বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি। বস্তুতঃপক্ষে, অর্থনীতি নিজের বিষয়বস্তুর বিচার বিশ্লেষণের জন্য অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর ভিত্তি করিয়াই "আরোহ পদ্ধতি" (inductive method) গ্রহণ করে; "অবরোহ পদ্ধতি" (deductive method) গ্রহণ কালেও, সিদ্ধান্তটির আকারগত সত্যতা ছাড়াও "বস্তুগত সত্যতা" (material truth) আছে কি না তাহা অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতেই বিচার করা যায়।

অতীতের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হইতে বর্তমানের সূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভোগকার্য : চাহিদা ও ভোগকারীর আচরণ

Consumption : Demand & Consumer Behaviour

ভোগকার্যের অর্থ—Meaning of Consumption

ইংরেজিতে consumption শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় উহা হইল ক্ষয় বা নিঃশেষ। অর্থনীতিতে কিন্তু ভোগকার্য বা Consumption শব্দটির একটি নির্দিষ্ট তাৎপর্য আছে।

অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতাকে গ্রহণ করিয়া লওয়াই হইল "ভোগকার্য"

পৃথিবীর কোন মৌলিক বস্তু বা পদার্থ মানুষ ধ্বংস করিতে পারে না। কোন একটি সামগ্রী যখন ব্যবহার করা হয় তখন উহার মূল পদার্থের রূপান্তর ঘটে মাত্র, উহা ধ্বংস হয় না। একটি সামগ্রী ক্রমাগত ব্যবহার করিতে করিতে যখন অব্যবহার্য হইয়া পড়ে, তখন দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে মৌলিক পদার্থের দ্বারা উহা নির্মিত তাহা থাকিয়া যায়; হয়তো পরিবর্তিত আকারে।

ভোগকার্যের দ্বারা মূল পদার্থের যখন রূপান্তর ঘটে, তখন সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটি আর আমাদের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা রাখে না। অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য সামগ্রীর ব্যবহার করি; ঐ অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা যখন আর ঐ সামগ্রীটির থাকে না, তখন উহা অকেজো হইয়া পড়ে। একটি সামগ্রী ভোগ করিতে থাকিলে এইভাবে উহা কাজের সামগ্রী হইতে অকেজো সামগ্রীতে পরিণত হইয়া যায়। উহার অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা, উহার প্রয়োজনীয়তা (utility), নিঃশেষ হয়।

ইহাই হইল ভোগকার্য—একটি সামগ্রীর ব্যবহারের দ্বারা উহার প্রয়োজনীয়তা ধ্বংস বা ক্ষয়। "আমাদের অভাব তৃপ্ত করিবার সময়ে প্রয়োজনীয়তা যে ব্যবহারের দ্বারা নিঃশেষ করিয়া ফেলি তাহাই ভোগকার্য।" [Consumption is the using up of utility when we come to satisfy our wants." Cairncross] মার্শাল ভোগকার্যকে উৎপাদকের

"উৎপাদনের বিপরীত"

বিপরীত (negative production) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহাকে "উৎপাদিত সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস বা ধ্বংস করে পদার্থের এইরূপ অবিন্যস্তকরণ" ("disarrangement of matter which lessens or destroys its utilities") বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ ব্যবহার

ভোগকার্যের জন্য সামগ্রীর ব্যবহার হইবে প্রত্যক্ষ; মূলতঃ যে সামগ্রীটির আমরা অভাব বোধ করি ঠিক সেই সামগ্রীটির ব্যবহারই ভোগকার্য। যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া বস্ত্র উৎপাদন করিয়া বস্ত্র ব্যবহার করি। যন্ত্রের ব্যবহার উৎপাদন, বস্ত্রের ব্যবহার ভোগ।*

তবে বর্তমানে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণে বা জাতীয় আয়ের পরিবর্তনের আলোচনায় "ভোগকার্য" শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হইতেছে। সামগ্রী ও কার্য ভোগের জন্য যে ব্যয় করা হয়, ঐ ব্যয়-কেও ভোগকার্যরূপে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আমি একটি সামগ্রী ব্যবহার করিবার জন্য যদি কিনিয়া রাখি, বর্তমানে ব্যবহার না করিয়া রাখিয়া দিই, তাহা হইলেও আমার অর্থব্যয়ের দ্বারাই ভোগকার্য সূচিত হইতেছে বলিয়া ধরা হয়। এই

ব্যাপকতর অর্থ: ভোগের জন্য ব্যয়

দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বেনহাম বলিয়াছেন: "ভোগকারীর সামগ্রী ও কার্যের উপর যে মোট ব্যয় করা হয় উহাই ভোগকার্য।" ["Consumption is the total amount spent on consumers' goods and services."] ভোগকার্যের এইরূপ সংজ্ঞা দিলে, নীট জাতীয় উৎপাদনকে ভোগকার্য এবং বিনিযোগ কার্যের যোগ ফল বলিয়া গণ্য করা যায়। ভোগকার্যের এই সংজ্ঞা উহার আসল তাৎপর্যের বিরোধী নহে। আমরা 'প্রয়োজনীয়তা' (utility) ভোগের জন্যই (এবং প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী) সামগ্রীর উপর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকি; এবং বর্তমানে ভোগই করি বা ভবিষ্যতের ভোগের জন্য রাখিয়াই দেই, উহার একমাত্র উদ্দেশ্য সামগ্রীর (বা কার্যের) প্রয়োজনীয়তাকে ব্যবহারের দ্বারা নিঃশেষ করা, উহার অবকাশ যতখানি তদনুযায়ী ব্যয় করি।

* "Consumption is the direct and final use of goods and services in satisfying the wants of free human beings." Meyers

প্রয়োজনীয়তা ও হ্রাসমান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম—Utility and Law of Diminishing Utility

কোন সামগ্রী মানুষের অভাব তৃপ্ত করিতে পারিলে উহার "প্রয়োজনীয়তা" আছে বলা হয়। অতএব "প্রয়োজনীয়তা"র অর্থ হইল মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা। এই অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই মানুষ সামগ্রীর আকাজ্ক্ষা করে।

কিন্তু আসলে কোনও সামগ্রীর আকাঙ্খা করা হয় অভাব তৃপ্ত হইবে এই প্রত্যাশায়—তৃপ্তি দিতে পারিবে এই আশায় যে উহা আকাঙ্খা করা হইল তাহাই উহার উপযোগিতার বা প্রয়োজনীয়তার (utility) সাক্ষ্য। "প্রয়োজনীয়তা" বহুপরিমাণে পূর্ব-অনুমান বা প্রত্যাশার উপর নির্ভরশীল;

প্রত্যাশিত তৃপ্তি

কতখানি অভাব তৃপ্ত করিতে পারিবে এই পূর্ব-অনুমানের উপর সামগ্রীটির চাহিদা নির্ভর করে। এই অনুমান করা হয় পূর্বে, বাস্তবে ভোগ করা হয় পরে। যে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ভোগকারী একটি নির্দিষ্ট সামগ্রীর জন্য কোন নির্দিষ্ট দাম দিতে প্রস্তুত হয়, উহা এই প্রত্যাশিত প্রয়োজনীয়তা।

এই প্রয়োজনীয়তার সহিত যে নীতিগত কোন প্রশ্ন জড়িত নাই, তাহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কোন সামগ্রীর উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা আছে বলিলে, ঐ সামগ্রীটি যে আকাঙ্খিত হইয়া থাকে শুধু ইহাই বুঝাইবে; ঐ সামগ্রীটি আকাঙ্খা করা উচিত কি অনুচিত, অনুচিত হইলে উহার

'প্রয়োজনীয়তার' নৈতিক তাৎপর্য নাই

"প্রয়োজনীয়তা" (utility) থাকিতে পারে না, এইরূপ কোন বিচারের অবকাশ এক্ষেত্রে নাই। নৈতিকভাবে উচিত কি অনুচিত হউক, কোন অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য, যদি একটি সামগ্রী আকাঙ্খা করা হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিকভাবে উহার "প্রয়োজনীয়তা" আছে বলিয়া ধরা হইবে।*

কোন লোক কোন অভাব বোধ করিলে ঐ অভাব তৃপ্ত করিতে পারে

*"The word 'utility' has no moral significance......In order to understand the word as it is we must study how people, in fact, behave and not how we think they ought to behave- To say that one assortment of goods gives him more utility than another means nothing more nor less than that he prefers the former assortment to the latter." Benham, Economics P 184

এরূপ সামগ্রীর আকাঙ্খা করিবে; অভাব যত উগ্র হইবে, ঐ সামগ্রীর জন্য তাহার আকাঙ্খা ততই প্রবল হইবে। কিন্তু ঐ সামগ্রীটি যখনই পাওয়া যাইবে এবং ভোগ করা হইবে তখনই উহা তৃপ্তি দিবে এবং অতৃপ্ত আকাঙ্খা মিটিবে, সহসা এবং সামগ্রিকভাবে নহে, ধীরে ধীরে এবং আংশিকভাবে—যে অনুপাতে ঐ সামগ্রীটি ভোগে লাগানো হইবে সেই অনুপাতে। সামগ্রীটি কিছু পরিমাণ ভোগ করিলে অভাবটি কিছু পরিমাণে তৃপ্ত হইবে, উহার ভোগের পরিমাণ আর একটু বৃদ্ধি করিলে তৃপ্তির পরিমাণ আর একটু বৃদ্ধি পাইবে—এইভাবে একই সামগ্রীর ভোগের মাত্রা বাড়াইলে, উহার দ্বারা যে অভাব মিটানো হইতেছে ঐ অভাব ক্রমশঃ বেশী করিয়া মিটিয়া যাইতে থাকিবে, অতৃপ্ত অভাবের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিবে। একই সামগ্রীর আগেকার এককটি (unit) যতখানি তৃপ্তি দিতে পারে, পরের এককটি আর ততখানি তৃপ্তি দিতে পারে না। সুতরাং একই সামগ্রী ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ভোগ করা হইতে থাকিলে, উহার প্রত্যেক পূর্ববর্তী একক অপেক্ষা পরবর্তী এককের "প্রয়োজনীয়তা" কম হইবে।

ভোগ বাড়াইলে অভাবের তৃপ্তি বাড়িবে, প্রয়োজনীয়তা কমিবে

পথে তৃষ্ণার্ত একজন ব্যক্তির নিকট একটি ডাবের প্রয়োজনীতা খুবই বেশী। ধরা যাক সেই কারণে সে একটি ডাব পান করিল; এই ডাবটি তাহাকে খুবই বেশী তৃপ্তি দিল। কিন্তু হয়তো তাহার তৃষ্ণা একটি ডাবের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে নিবারিত হইল না, সে আরও একটি ডাব পান করিল। কিন্তু প্রথম ডাবটি তাহার তৃষ্ণা কিছু পরিমাণে নিবারিত করিয়াছে, সুতরাং দ্বিতীয় ডাবটির পক্ষে তাহার অভাব মিটাইবার অবকাশ প্রথমটির অপেক্ষা কম। দ্বিতীয় ডাবটিকেও হয়তো সে আগ্রহের সহিত চাহিতে পারে, কিন্তু প্রথমটিকে সে যতটা আগ্রহের সহিত চাহিয়াছিল দ্বিতীয়টিকে ততটা আগ্রহের সহিত চাহিবে না। যদি দ্বিতীয়টির পরে সে আরও একটি, অর্থাৎ তৃতীয় ডাবটি, পান করিতে চাহে, তাহা হইলে ঐ একই কারণে তৃতীয় ডাবটির তৃপ্তি প্রদানের ক্ষমতা, অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা, দ্বিতীয় ডাবটির অপেক্ষাও কম হইবে। অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সামগ্রীর ক্ষেত্রেও (অর্থাৎ যে সামগ্রী বেশ কিছু কাল ধরিয়া ভোগ করা হয়) ঐ একই কথা প্রযোজ্য। এক জোড়া জুতাও যাহার নাই এরূপ ব্যক্তির নিকট প্রথম জোড়া জুতার

আগের এককটির অপেক্ষা পরের এককটির অভাব মিটাইবার ক্ষমতা কম

উপযোগিতা খুব বেশী। প্রথম জোড়া কিনিবার পর দ্বিতীয় জোড়াও হয়তো তাহার নিকট কাম্য হইতে পারে, কিন্তু প্রথম জোড়াটি যে অনুপাতে কাম্য ছিল, দ্বিতীয় জোড়াটি সে অনুপাতে আর কাম্য থাকিবে না। শুধু বস্তু-সামগ্রীর (material goods) ক্ষেত্রেই নহে, অবস্তু সামগ্রীর (non material goods) ক্ষেত্রেও, "হ্রাসমান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম" সমভাবেই প্রযোজ্য। যথা, একজন ব্যক্তি যদি একই ছায়াচিত্র একাধিকবার দেখিতে থাকে তাহা হইলে ক্রমশঃই তাহার নিকট উহার আকর্ষণ কমিয়া আসিবে—উহার "প্রয়োজনীয়তা" ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে একটি সামগ্রী আমাদের কাছে কি পরিমাণে আছে তাহার উপরেই নির্ভর করে আমাদের নিকট উহার প্রয়োজনীয়তা কতখানি।* আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এই অভিজ্ঞতাকেই অর্থনীতিবিজ্ঞান একটি সূত্র বা নিয়মের আকারে ব্যক্ত করে : "একজন ব্যক্তির নিকট একটি সামগ্রী যে পরিমাণে আছে উহা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি করিলে উহার দরুণ বাড়তি সুবিধা সামগ্রীটির পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত ক্রমশই কমিতে থাকিবে।"**

পরিমাণের উপর প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে

ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের এই প্রবণতা একটি বক্ররেখার দ্বারা এইভাবে দেখানো যাইতে পারে :

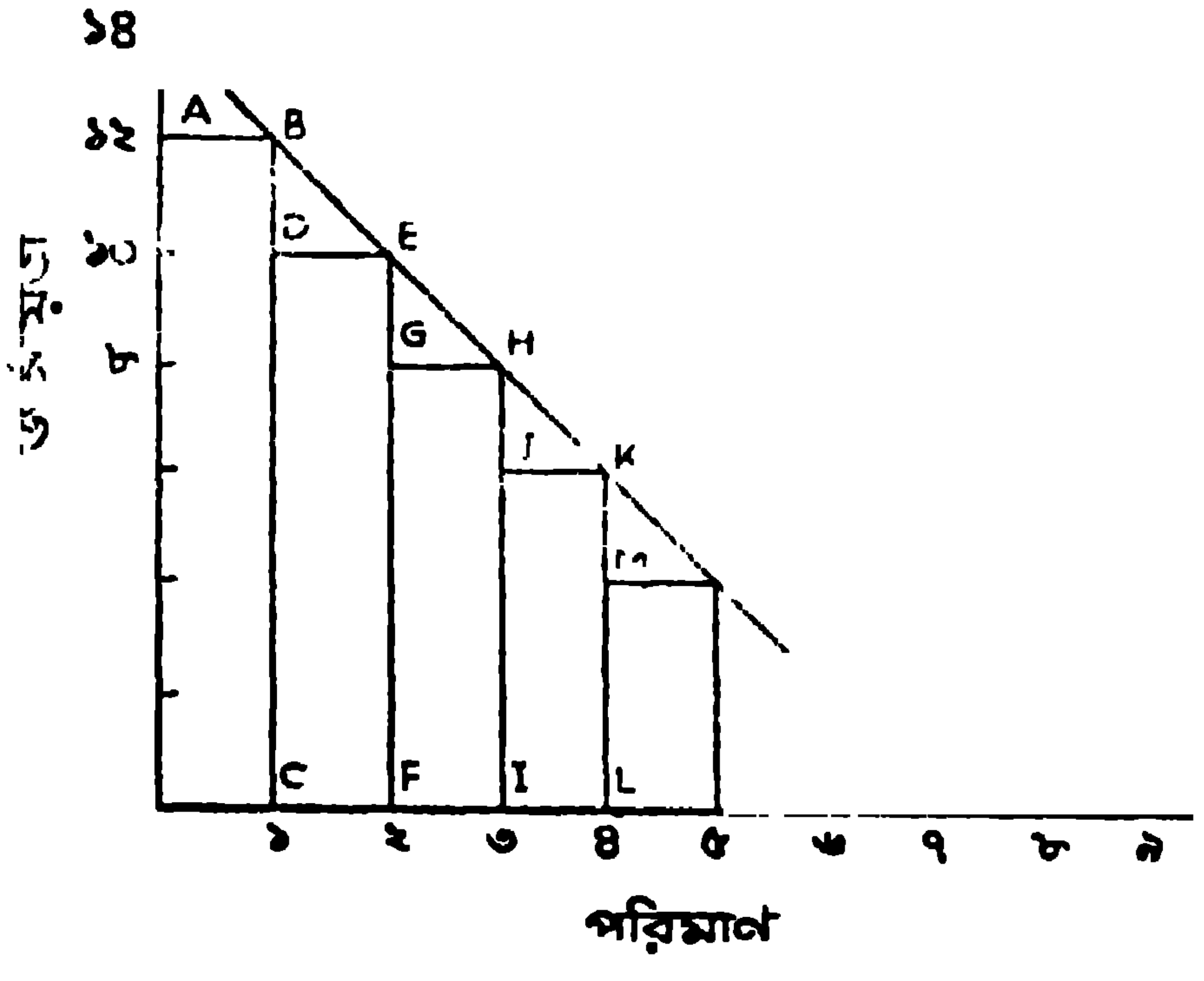

১নং রেখাচিত্র

*"The value which we set on a commodity, its utility, depends upon how much we already have of it. The more we have, the less importance we attach to a further addition to our stock." Cairncross ; Introduction to Economics.

* *"The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with the growth of the stock that ready has." Marshall :

এই রেখাচিত্রে OX হইল একটি নির্দিষ্ট বস্তুর পরিমাণ এবং OY হইল উহার প্রয়োজনীয়তার পরিমাপ। ঐ বস্তুটি এক একক কিনিলে OABC পরিমাণ "প্রয়োজনীয়তা" (utility) পাওয়া গেল। উহার উপরে ২য় এককটি কিনিলে যে বাড়তি প্রয়োজনীয়তা পাওয়া গেল তাহা হইল CDEF ; ইহা OABC অপেক্ষা কম। ইহার উপরেও তৃতীয় এককটি কিনিলে যে বাড়তি প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যাইবে তাহা হইল FGHI ; ইহা CDEF অপেক্ষা কম। অনুরূপভাবে ৪র্থ এককটির জন্য প্রয়োজনীয়তা হইবে IJKL ; ৫ম এককটির প্রয়োজনীয়তা হইবে LMNR ; পরেরটি আগেরটির অপেক্ষা কম।

কোন সামগ্রীর বাড়তি একক হইতে বাড়তি সুবিধা যখন কমিতে থাকে তখন উহা ক্রমশঃ বেশী করিয়া কিনিতে কিনিতে আমরা এরূপ অবস্থায় পৌঁছাইতে বাধ্য হই যখন ঐ সামগ্রী আর কেনা সঙ্গত কিনা সে সম্পর্কে সংশয় উপস্থিত হয়। এই সংশয়ের স্থানটিকে বলা হয়, "ভোগ কার্যের প্রান্ত" (margin of cosumption)। এইরূপ সংশয়ান্বিত চিত্তে আমরা সামগ্রীটির যে এককটি খরিদ করি সেইটি হইল আমাদের "প্রান্তিক খরিদ" (Marginal purchase) ; ঐ প্রান্তিক খরিদটির যে প্রয়োজনীয়তা উহাই হইল "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা" (marginal utility)।

প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা

ধরা যাক, একখানি বস্ত্রের জন্য আমি যে দাম দিতে প্রস্তুত আছি, উহা হইল আমার নিকট ঐ বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তার পরিমাপ। ধরা যাক একখানি বস্ত্রের জন্য আমি ১২ টাকা দাম দিতে প্রস্তুত আছি, উহার প্রয়োজনীয়তা আমার নিকট ১২ টাকার সমান (১নং রেখাচিত্রটি দ্রষ্টব্য)। আমি যদি আর একখানি বস্ত্র কিনিতে উদ্যত হই, তাহা হইলে "হ্রাসমান প্রয়োজনীয়তার" নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় বস্ত্রটির দাম আমি প্রথম বস্ত্রটি অপেক্ষা কম দিতে প্রস্তুত থাকিব, প্রথম বস্ত্রটি অপেক্ষা দ্বিতীয় বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা আমার নিকট কম। ধরা যাক, দ্বিতীয় বস্ত্রটির জন্য আমি ১০৲ টাকা দাম দিতে রাজী হইব। ইতিমধ্যে একখানি বস্ত্র কিনিয়া আমার আর্থিক সঙ্গতি হ্রাস পাইয়াছে এবং আমার অন্যান্য অভাব-গুলি আরও কঠোরভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে। এই অবস্থায় আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক যে ঐ একই সামগ্রী

সংশয়ান্বিত চিত্তে যে এককটি—শেষ যে এককটি ক্রয় করা হয়

আর বেশী করিয়া কেনা সঙ্গত হইবে কিনা। ঐরূপ সংশয়ের অবস্থায় আমি যদি ২য় বস্ত্রটি কিনি, তাহা হইলে দ্বিতীয় বস্ত্রটি আমার প্রান্তিক খরিদ; উহার প্রয়োজনীয়তা আমার নিকট বস্ত্রের "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা"। একটি সামগ্রীর যে একক বা মাত্রাটি ক্রয় করিবার পর উহার ক্রয়কার্য থামাইয়া দেই তাহাকেই "প্রান্তিক খরিদ" বলিয়া ধরা হয়, কারণ এক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হয় যে ক্রেতা যে এককটি কিনিবার পর আর কোন একক কিনিল না সেই এককটি কিনিবার সময়ে তাহার মনে ঐরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। যদি আমি ২য় বস্ত্রটি (১০ টাকা দামে) কিনিবার পরেও তৃতীয় বস্ত্রটি কিনিতে চাহি তাহা হইলে উহার জন্য দাম আরও কম (ধরা যাক ৮ টাকা) দিতে চাহিব। ঐ স্থানেই যদি থামি, ৩য় বস্ত্রটি হইবে প্রান্তিক খরিদ এবং প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হইবে ৮ টাকা।

উহার প্রয়োজনীয়তা প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা

একটি সামগ্রীর যতগুলি একক একজন ব্যক্তি কিনিয়াছে ঐ এককগুলির প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়তা একত্রিত করিলে যে যোগফল পাওয়া যায় উহা হইল সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর নিকট সামগ্রীর "মোট প্রয়োজনীয়তা" (Total utility)। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে প্রথম বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা হইল ১২ টাকা, দ্বিতীয়টির ১০ টাকা এবং তৃতীয়টির ৮ টাকা; এই (১২+১০+৮=) ৩০ টাকা হইল বস্ত্রের মোট প্রয়োজনীয়তা। মোট প্রয়োজনীয়তার মধ্যে "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা"ও রহিয়াছে, উহা ছাড়াও প্রান্তিক খরিদের আগে যে এককগুলি খরিদ করা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়তা "মোট প্রয়োজনীয়তা"র অন্তর্ভুক্ত। অতএব প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা ও মোট প্রয়োজনীয়তার মধ্যে পার্থক্য হইল: (ক) একটি বস্তুর মোট যত পরিমাণ আমরা কিনি, ঐ সমগ্র পরিমাণের প্রয়োজনীতা হইল মোট প্রয়োজনীয়তা— সকল এককগুলির প্রয়োজনীয়তার যোগফল। কিন্তু প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হইল ক্রীত বস্তুটির একটি মাত্র এককের প্রয়োজনীয়তা; ঐ একটি মাত্র একক হইল শেষ একক, যে এককটির পর আর ঐ সামগ্রীটি ক্রয় করা হয় নাই। ইহাই সর্বাপেক্ষা কম আকাঙ্খিত একক, এই সর্বাপেক্ষা কম আকাঙ্খিত এককটির প্রয়োজনীয়তা হইল প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা। (খ) একটি সামগ্রী

মোট প্রয়োজনীয়তা সব এককগুলির

প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা শেষ এককটির

ক্রমশঃ বেশী করিয়া কিনিতে থাকিলে উহার "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা" (marginal utility) ক্রমশঃই কমিবে কিন্তু মোট প্রয়োজনীয়তা বাড়িতে থাকিবে। আমি যদি তৃতীয় বস্ত্রটিতেই ক্রয় শেষ না করিয়া চতুর্থ বস্ত্রটি কিনি (এবং আর কোন বস্ত্র না কিনি) তাহা হইলে চতুর্থ বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা তৃতীয় বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাও কম হইবে, ঠিক যে কারণে তৃতীয় বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা দ্বিতীয় বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা কম হইয়াছিল। ধরা যাক, চতুর্থ বস্ত্রটির জন্য আমি ৬৲ টাকা দাম দিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষেত্রে মোট প্রয়োজনীয়তা হইবে (১২+১০+৮+৬=) ৩৬ টাকা; উহা পূর্বেকার ৩০ টাকার উপরেও বাড়িয়া গেল। কিন্তু প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা পূর্বে ছিল ৮ টাকা, এখন হইল ৬ টাকা। "হ্রাসমান প্রয়োজনীয়তার" নিয়ম অনুযায়ী প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইল। বর্তমানে অর্থনীতিবিদগণ মার্শাল-এর হ্রাসমান প্রয়োজনীয়তার নিয়মটিকে নাম পরিবর্তন করিয়া "হ্রাসমান প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার নিয়ম" (Law of Diminishing Marginal Utility) বলিয়া থাকেন, কারণ যাহা হ্রাস পায় তাহা মোট প্রয়োজনীয়তা নহে, প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা। **বেনহাম** এই নিয়মটির সম্পর্কে বলিয়াছেন: "ইহা হইল অন্তর্দর্শন হইতে এবং লোকে কিরূপ আচরণ করে তাহার অবলোকন হইতে পাওয়া সাধারণ সূত্র। ইহা একথাই বলে যে নির্দিষ্ট রুচির কোন ভোগকারী একটি মাত্র সামগ্রীর ভোগকার্য যদি বাড়ায় তাহা হইলে তাহার নিকট ঐ সামগ্রীটির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য সামগ্রীর প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার তুলনায় কমিয়া যাইবে।"*

মোট প্রয়োজনীয়তা বাড়ে, প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কমে

হ্রাসমান প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার নিয়মের ব্যতিক্রম?—Any Exception to the Law of Diminishing Marginal Utility?

হ্রাসমান প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রমের উল্লেখ

*"This is a generalisation arrived at by introspection and by observing how people behave. It states that if a consumer, with given tastes, increases his consumption of one commodity only, the marginal utility to him of that commodity will fall relatively to the marginal utility of other commodities." Benham : Economics, P. 185

করা হইয়া থাকে। এই ব্যতিক্রমগুলি উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে একটি বস্তু বেশী করিয়া কিনিলে উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা যে সর্বক্ষেত্রেই কমিয়া যাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। **প্রথমতঃ**, একটি বস্তুর একটি একক ভোগ করিবার পর পরবর্তী এককটি আরও বেশী করিয়া আকাঙ্খিত হইতে পারে। ধরা যাক, একটি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে একটি খুব ছোট এবং খুব কম জল আছে এরূপ একটি ডাব পান করিতে দেওয়া হইল, অথবা ঔষধ সেবনের উপযোগী একটি ক্ষুদ্রাকৃতির গেলাসে জলপান করিতে দেওয়া হইল। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির নিকট দ্বিতীয় ডাবটির বা দ্বিতীয় গেলাসের জলটির জন্য আকাঙ্ক্ষা না কমিয়া বরং বাড়িয়া যাইবে।

ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত:

দ্বিতীয়তঃ, টাকা কাহার না প্রিয়? এবং টাকার আকাঙ্ক্ষা কাহার কমে বা মিটিয়া যায়? টাকা যে যত পায়, সে ততই চায়। টাকার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা তো হ্রাস পায় না।

তৃতীয়তঃ, যাহারা মূল্যবান বা বিচিত্র বস্তু সংগ্রহ করে (যথা ডাকটিকিট সংগ্রহ বা দেশ বিদেশের মুদ্রা সংগ্রহ) তাহারা ঐ বস্তু যথাসম্ভব বেশী সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে; তাহাদের নিকট পরবর্তী এককটি পূর্ববর্তী একক অপেক্ষা কম আকাঙ্ক্ষিত হইবে না।

চতুর্থতঃ, মদ্যপ যদি মদ্যপান করিতে থাকে তাহা হইলে পূর্ববর্তী একক অপেক্ষা পরবর্তী একক আরও বেশী কাম্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

পঞ্চমতঃ, একজন ব্যক্তি একই সামগ্রী ভিন্ন সময়ে ব্যবহার করিলে পরবর্তী সময়ের ব্যবহার হইতে সে যে কম তৃপ্তি পাইবে তাহা নহে। একটি ডাব আজ পান করিলে এবং আর একটি ডাব কাল পান করিলে, কালকের ডাবটি আজকের অপেক্ষা কম আকাঙ্ক্ষিত হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

এইগুলিকে হ্রাসমান প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও, একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে এইগুলি যথার্থ কোন ব্যতিক্রম নহে। প্রথমতঃ, আমরা যখন একটি সামগ্রীর বিভিন্ন এককের (unit) কথা বলি তখন এই এককগুলি প্রমাণ আকৃতির বা গুণের হইবে বলিয়াই ধরিয়া লই। এইরূপ প্রমাণ আকৃতি বা গুণের (standard size or quality) একক ভোগ করিবার পরিমাণ বাড়াইলে পূর্ববর্তী একক

অপেক্ষা পরবর্তী এককের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, টাকার জন্য মানুষের আগ্রহ যে কমে না তাহার কারণ হইল টাকা কোন সাধারণ বস্তু নহে, ইহা সকল বস্তু ক্রয়ের উপকরণ। সকল প্রকার বস্তুর অভাব মিটে না বলিয়া টাকার প্রয়োজন মিটে না। তথাপি টাকার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা একেবারে কমে না ইহাও বলা চলে না। ১০০ টাকা উপার্জনের শেষ টাকাটির এবং ১০০০ টাকা উপার্জনের শেষ টাকাটির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তায় পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের উপরেই ক্রমবর্ধমান করধার্যের (progressive taxation) যুক্তি প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয়তঃ, সংগ্রাহকের দৃষ্টান্তও হ্রাসমান প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নহে। কোন সংগ্রাহক ঠিক একই বস্তু একাধিক সংগ্রহ না করিয়া ভিন্ন বস্তু সংগ্রহ করাই বেশী পছন্দ করিবে। ঠিক একই বস্তু বেশী করিয়া সংগ্রহ করিলে উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যাইবে। চতুর্থতঃ, মাতালের মদ্যপানের অর্থ হইল তাহার রুচির বা অভ্যাসের পরিবর্তন হইতেছে। প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়মের মধ্যে এইরূপ রুচি বা অভ্যাসের পরিবর্তন হইবে না বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। (উপরে বেনহাম-এর সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য) পঞ্চমতঃ, এই নিয়মটি আরও ধরিয়া লয় যে একই সময়ে সামগ্রীর পরিমাণ বাড়ানো হইতেছে। সময়ের ব্যবধান থাকিলে একই ভোগকার্য শেষ হইয়া আবার নূতন চাহিদার সৃষ্টি হয়। একজন ব্যক্তি এক বেলা খাইয়া যখন পুনরায় আর একবেলা খাইতে চাহে তখন উহা হ্রাসমান প্রয়োজনীয়তার নিয়মের ব্যতিক্রম নহে, কারণ প্রথম বারের ভোগকার্য শেষ হইয়া গিয়াছে এবং দ্বিতীয় বারে পুনরায় নূতন চাহিদার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল কারণে, হ্রাসমান প্রয়োজনীয়তার নিয়মের মধ্যে "অন্যান্য বিষয়গুলি যদি অপরিবর্তিত থাকে" এই শব্দগুলি যোগ করা হয়।*

এই ব্যতিক্রমগুলি যথার্থ নহে

প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার ধারণার গুরুত্ব—Importance of the Concept of Marginal utility

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রবণতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং কোনও

* Other things remaining the same, an increase in a person's rate of consumption of a commodity reduces the intensity with which further increments are demanded—that is, reduces the utility of the commodity at the margin." Carincross

কোনও অর্থনৈতিক ঘটনার কারণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে "প্রান্তিক প্রয়োজনীতা"র ধারণা যথেষ্ট সাহায্য করে।

প্রথমতঃ, মূল্য সম্পর্কে আপাত দৃষ্টিতে যে পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায় "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার" ভিত্তিতেই তাহার সমাধান পাওয়া যায়। জলের অপর নাম জীবন এবং জীবন রক্ষার জন্য মানুষ কি না দিতে পারে? তথাপি "জলের দাম" বলিতে কোন দামই নাই বুঝানো হইয়া থাকে। স্বর্ণ না হইলেও মানুষ সুখী হইতে পারে অথচ একটু স্বর্ণের জন্য কত সুখই না সে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকে। দামী জিনিস বুঝাইতে আমরা "সোনার মত দামী" বলি। ইহার কারণ জলের প্রয়োজনীয়তা অনেক; কিন্তু উহার পরিমাণ একটু বাড়াইলে বাড়তি সুবিধা কতটুকু পাওয়া গেল বা একটু কমাইলে কতটুকু ক্ষতি হইল তাহা খতাইয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না। উহার "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা"র হিসাব করা হয় না। কিন্তু স্বর্ণের পরিমাণ একটু বাড়াইলে বাড়তি কি সুবিধা হয় বা একটু কমাইলে কতখানি সন্তুষ্টি কমিয়া যায় তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করা হয়; অর্থাৎ স্বর্ণের "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা"র হিসাব করা হয়। জলের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা তুচ্ছ, কিন্তু স্বর্ণের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা বেশী; সেই কারণে জল অপেক্ষা স্বর্ণ অধিক মূল্যবান। প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক মূল্য বিচার করা হইয়া থাকে—ব্যবহার মূল্য (value-in use) এবং বিনিময় মূল্যের (exchange value) মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

বাড়তি সুবিধার হিসাব খতাইয়া দেখা

দ্বিতীয়তঃ, চাহিদার দিক হইতে প্রয়োজনীয়তার উপরেই যে দাম নির্ভর করে তাহা প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার তত্ত্বের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। অল্প সময়ের হিসাব ধরিলে কোন একটি সামগ্রীর মূল্য উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নির্ধারিত হইতেছে দেখা যায়। অল্পকালের মধ্যে সামগ্রীর যোগান ব্যবসায়ীরা ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতে পারে না। সামগ্রীর যোগান পরিবর্তন করা সম্ভব না হইলে খরিদ্দার উহার যিরূপ প্রয়োজনীয়তা বোধ করে তাহার উপরেই উহার দাম নির্ভর করিবে; তবে নিছক প্রয়োজনীতার উপরে নহে, প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার উপর।

একই সামগ্রী যতই বেশী পরিমাণে ক্রয় করা হইবে ততই উহার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে থাকিবে। প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে থাকিবার

দরুন, ক্রেতা ঐ সামগ্রী যতই বেশী পরিমাণে কিনিতে থাকিবে, ততই উহার দরুন কম দাম দিতে রাজী হইবে ; যতগুলি একক সে কিনিবে উহাদের শেষ এককটির প্রয়োজনীয়তা হইবে সব থেকে কম। প্রয়োজনীয়তা যেরূপ কম হইবে, ক্রেতা সেইরূপ কম দাম দিবে। অথচ একজন ক্রেতা একটি সামগ্রীর যে বিভিন্ন একক কিনিল ক্রেতার নিকট ঐ বিভিন্ন এককের প্রয়োজনীয়তায় পার্থক্য থাকিলেও। আসল প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য নাই ; একটি একক অপর যে কোন একটি এককের সমান। সুতরাং তাহার নিকট শেষ এককটির যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা উহার ভিত্তিতেই সে উহার দাম দিতে প্রস্তুত হইবে বটে, কিন্তু যে দামে এই শেষ এককটি পাওয়া যাইবে সেই দামেই উহার পূর্বেকার সব এককই পাওয়া যাইবে। কারণ একই সামগ্রী একই স্থানে বিভিন্ন দামে বিক্রয় হইতে পারে না।

ক্রেতা শেষ এককটির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অন্যান্য এককগুলির দাম দিতে চাহিবে

ধরা যাক, বস্ত্র বিক্রেতার নিকট চারখানি বস্ত্র আছে এবং সে ঐ চারখানি বস্ত্র বিক্রয় করিবে। উহাই তাহার যোগান (supply)। এ ক্ষেত্রে, ক্রেতা যদি চতুর্থ বস্ত্রটি কিনিতে রাজী হয় তাহা হইলে উহা হইবে তাহার প্রান্তিক খরিদ এবং উহার (৪র্থ বস্ত্রটির) প্রয়োজনীয়তা হইবে তাহার নিকট বস্ত্রের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা। ঐ প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা যদি ৬ টাকার সমান হয় তাহা হইলে ক্রেতা ৪র্থ বস্ত্রটির জন্য ৬ টাকার বেশী দাম দিতে রাজী হইবে না। বিক্রেতা যদি চারখানি বস্ত্র বিক্রয় করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে ৪র্থ বস্ত্রটিও বিক্রয় করিতে হইবে কিন্তু ৬ টাকা দামে ছাড়া উহা বিক্রয় করা যাইবে না। কিন্তু একই বস্ত্রের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বলিয়া কোন পার্থক্য নাই। একখানি বস্ত্র ৬ টাকায় বিক্রয় হইলে সবগুলিই ৬ টাকায় বিক্রয় হইবে। এইভাবে শুধু ৪র্থ বস্ত্রটিরই নহে, সমগ্র-ভাবে ঐ বস্ত্রের দাম "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা"র দ্বারাই স্থির হইল।*

তৃতীয়তঃ, আমাদের উপার্জন সীমাবদ্ধ। সেই কারণে একটি নির্দিষ্ট

* "We find, in fact, that the price of any commodity is governed, on the side of demand, by its utility at the margin of consumption i. e. by its marginal utility." Cairncross

পরিমাণ অর্থই আমরা বিভিন্ন সামগ্রী কিনিবার কার্যে ব্যয় করি। এই মোট ব্যয় হইতে কতখানি বেশী তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব ততখানি অর্থাৎ সর্বোচ্চ তৃপ্তি পাইবার জন্য আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু এই সর্বোচ্চ তৃপ্তি কখন পাওয়া যায়, তাহা প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতেই হিসাব করা হয়। যে বিভিন্ন বস্তুর উপর আমরা ব্যয় করি ঐগুলি যদি আমরা ঠিক সেই পরিমাণে কিনিতে পারি যাহাতে প্রত্যেকটির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা সমান হইবে, তাহা হইলে মোট অর্থব্যয় হইতে সর্বোচ্চ তৃপ্তি সম্ভব হয়। নিচে এই বিষয়টি ভোগকারীর ভারসাম্য সংক্রান্ত তত্ত্বরূপে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

মোট সর্বোচ্চ তৃপ্তি

চতুর্থতঃ, ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বলিতে আমরা যাহা বুঝি উহার হিসাবও প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে করা হইয়া থাকে। একটি সামগ্রীর দাম যদি প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে স্থির হয় তাহা হইলে যতগুলি একক ক্রয় করা হইল ঐ সংখ্যার সহিত প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা গুণ করা হইলে গুণফলটি হইবে মোট প্রদেয় দাম। মোট প্রদেয় দামকে মোট প্রয়োজনীয়তা হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই হইবে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত (Consumer's surplus)।

ভোগকারীর উদ্বৃত্তের হিসাব

চাহিদা ও চাহিদা-দাম—Demand and Demand Price

সামগ্রীর আকাঙ্খা হইতে চাহিদার উদ্ভব হয়, কিন্তু নিছক আকাঙ্খাই চাহিদা নহে। আকাঙ্খার সহিত আকাঙ্খিত সামগ্রীর জন্য মূল্য-প্রদানের ইচ্ছা এবং মূল্য-প্রদানের সক্ষমতা এই দুইটি যোগ হইলে তবেই আকাঙ্খা চাহিদায় রূপান্তরিত হয়।

চাহিদা বলিতে একটি নির্দিষ্ট সামগ্রীর নির্দিষ্ট পরিমাণের আকাঙ্খা বুঝাইবে। একটি সামগ্রীর শুধু নাম উল্লেখ করিয়া "উহার চাহিদা করি" বলিলে কিছুই বুঝা যাইবে না। সামগ্রীটির কতখানি চাহিদা করা হইতেছে —উহার পরিমাণ—না জানাইলে বিক্রেতা ঐ চাহিদা মিটাইবার জন্য সামগ্রীর যোগান দিতে অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু ক্রেতা ঐ সামগ্রীটি কি পরিমাণে চাহিদা করিবে তাহা উহার দাম জানিবার পূর্বে সে বলিতে পারে না; কারণ কি পরিমাণে সামগ্রীটি তাহার প্রয়োজন উহা বড় কথা নহে, কি

ক্রয় করা হইবে এরূপ পরিমাণ

পরিমাণে ক্রয় করা. তাহার পোষায় উহাই বড় কথা। বিক্রেতা কি দামে উহা দিতে পারে তাহা জানিলে তবেই ক্রেতা কি পরিমাণে উহা কিনিতে পারে তাহা বলিতে পারিবে। দাম অনুযায়ী প্রকৃত বিক্রয়ের অর্থাৎ চাহিদার তারতম্য ঘটিবে। যে দামে ১০০০টি কলম চাহিদা হইয়া থাকে, দাম তাহা অপেক্ষা বাড়িয়া গেলে হয়তো ৭০০টি কলম চাহিদা হইবে, কমিয়া গেলে হয়তো ১৫০০টি কলম চাহিদা হইবে। সুতরাং কি দামে একটি সামগ্রী পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ না থাকিলে উহার চাহিদা স্থির হইতে পারে না।

দামের উপর নির্ভরশীল

অধিকন্তু, এক হাজারটি কলম বিক্রয় হউক বা দেড় হাজারটি কলম বিক্রয় হউক, উহা কতখানি সময়ের মধ্যে বিক্রয় হয় তাহা স্থির থাকিতে হইবে। যদি ছয় মাসের হিসাব করিয়া দেখা যায় ১০০০টি কলম বিক্রয় হইয়াছিল, তাহার পর নয় মাসের হিসাব করিয়া বলা হয় ১,৫০০টি কলম বিক্রয় হইয়াছে, তাহা হইলে কলমের চাহিদা বাড়িয়াছে বলা যাইবে না। একই সময়ের ব্যবধান হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে, ঐ সময়ের মধ্যে কলমের চাহিদা স্থির থাকিয়াছে, না পরিবর্তন হইয়াছে। সুতরাং চাহিদার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের হিসাব থাকিতে হইবে। বেনহাম চাহিদার সংজ্ঞা প্রদানে বলিয়াছেন: "কোন একটি নির্দিষ্ট দামে একটি বস্তুর চাহিদা হইল যে পরিমাণ ঐ সামগ্রী ঐ দামে একটি নির্দিষ্ট কালের মধ্যে ক্রয় করা হইবে সেই পরিমাণ।" [The demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price."]

নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে হিসাব

একটি সামগ্রীর ক্রেতা ঐ সামগ্রীর এক একক কিনিবার জন্য যে দাম দিতে ইচ্ছুক হয় তাহাই ঐ ব্যক্তির পক্ষে ঐ সামগ্রীটির "চাহিদা দাম" (Demand Price)। ঐ দাম দিয়াই সে যে ঐ সামগ্রীটি কিনিতে পারিল বা প্রকৃত পক্ষে কিনিল এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; চাহিদাকারী হিসাবে ঐ দাম তাহার পক্ষ হইতে সে দিতে প্রস্তুত আছে। ক্রেতা সামগ্রীটির একটি একক হইতে যতখানি প্রয়োজনীয়তা পাইবে বলিয়া আশা করে সেই অনুযায়ী সে উহার চাহিদা দাম স্থির করিবে।

চাহিদার পরিবর্তন কোন্ বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে
Factors upon which changes in Demand depend

চাহিদার পরিবর্তন বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

প্রথমতঃ, সমগ্রভাবে জিনিসপত্রের চাহিদা মুদ্রার পরিমাণের (quantity of money) উপর নির্ভর করে। মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে জনসাধারণের মুদ্রানুযায়ী আয় (money income) বাড়িয়া যায় এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সম্পত্তির মুদ্রাহিসাবী মূল্যও বাড়ে। ইহাতে জনসাধারণের পক্ষ হইতে সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে মুদ্রার পরিমাণ কমিলে জনসাধারণের মুদ্রা উপার্জন এবং তাহাদের সম্পত্তির মুদ্রামূল্য হ্রাস পায়; সেক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষ হইতে সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইতে বাধ্য।

মুদ্রার পরিমাণ

দ্বিতীয়তঃ উৎপাদনের নূতন পদ্ধতি প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে যদি বেশী উৎপাদন সম্ভব হয় তাহা হইলে সস্তায় সামগ্রী পাওয়া যায় বলিয়া জনসাধারণের প্রকৃত উপার্জন বাড়ে। সেক্ষেত্রে বহু-লোকে পূর্বে যে সামগ্রী কেনা তাহাদের আয়ত্বের বাহিরে ছিল সে সামগ্রী কিনিবে এবং যে সামগ্রী পূর্বেই কিনিত এক্ষণে তাহার নিকৃষ্ট গুণের না কিনিয়া উৎকৃষ্টগুণের কিনিবে। এরূপ ক্ষেত্রে নূতন ধরণের সামগ্রীর এবং পুরাতন সামগ্রীর মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতের সামগ্রীর চাহিদা বাড়িবে।

নূতন উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ

তৃতীয়তঃ, জনসংখ্যার পরিবর্তনের দ্বারাও কোনও কোনও সামগ্রীর চাহিদার পরিবর্তন হয়। বস্তুতঃপক্ষে জনসংখ্যার পরিবর্তনের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর চাহিদাকারকদের সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটে। তবে কোন্ সামগ্রীর চাহিদার কি ধরণের পরিবর্তন ঘটিবে তাহা জনসংখ্যায় কি ধরণের পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহার উপর নির্ভর করে। যথা, বাহির হইতে বেশী লোক আসিবার দরুন যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বহিরাগতগণ যে সামগ্রী বেশী পছন্দ করে সে সামগ্রীর চাহিদা বাড়িবে। যদি মৃত্যুহার অপেক্ষা জন্মহার বেশী হয় তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্কদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা বাড়িবে। যদি জন্মহার ঠিক থাকে কিন্তু মৃত্যুহার কমিয়া যায় তাহা হইলে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা বাড়িবে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি

চতুর্থতঃ, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের যদি তারতম্য ঘটে তাহা হইলে কোন কোন সামগ্রীর চাহিদা বাড়িবে এবং কোন কোন সামগ্রীর চাহিদা কমিবে। ধনীর অর্থ যদি দরিদ্রের নিকট হস্তান্তরিত হইতে থাকে তাহা হইলে ধনীরাই শুধু পছন্দ করে এরূপ সামগ্রীর চাহিদা কমিবে এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর নিকট যে সামগ্রী প্রয়োজনীয় উহার চাহিদা বাড়িবে।

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্পদ বণ্টনে পরিবর্তন

পঞ্চমতঃ, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলেও বিভিন্ন পর্যায়ের সামগ্রীর চাহিদায় পরিবর্তন ঘটিতে পারে। বাণিজ্যে সমৃদ্ধি (prosperity) উপস্থিত হইলে ভোগ সামগ্রী অপেক্ষা উৎপাদক সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

বাণিজ্যচক্র

ষষ্ঠতঃ, অপর কোন সামগ্রীর মূল্যের পরিবর্তনের দরুন কোনও বিশেষ সামগ্রীর চাহিদায় পরিবর্তন ঘটিতে পারে। যদি এরূপ দুইটি সামগ্রী থাকে যেগুলি পরস্পরের মধ্যে পরিবর্ত (substitute), তাহা হইলে উহাদের একটির দাম কমিলে ক্রেতারা এই কমদামী সামগ্রীটি বেশী পছন্দ করিবে এবং অপর সামগ্রীটির চাহিদা কমিয়া যাইবে।

পরিবর্ত-বস্তুর দামে পরিবর্তন

সপ্তমতঃ, একটি নির্দিষ্ট বস্তুর নিজস্ব দামে যদি পরিবর্তন হয় তাহা হইলে উহার চাহিদাতেও পরিবর্তন হইবে। সামগ্রীর দামের সহিত উহার চাহিদার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। চাহিদা বলিতে বুঝায় একটি নির্দিষ্ট দামে একটি সামগ্রী কি পরিমাণে আকাঙ্ক্ষা করা হইতেছে ; ঐ দামের পরিবর্তন হইলে আকাঙ্ক্ষিত পরিমাণেরও পরিবর্তন হইবে।

নিজস্ব দামে পরিবর্তন

চাহিদা তালিকা—Demand Schedule

একটি বস্তুর চাহিদা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করিতে হইলে একই বাজারে উহার ভিন্ন ভিন্ন দামে যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ বিক্রয় হইয়া থাকে তাহার হিসাব রচনা করা প্রয়োজন। কোন্ দামে কতখানি বিক্রয় হইতে পারে বা হইয়া থাকে তাহা যদি পরপর সাজাইয়া একটি তালিকা রচনা করি, উহাকে "চাহিদা-তালিকা" বলা যাইতে পারে। কোনও একটি বিশেষ বস্তুর দাম পরিবর্তন হইলে, একজন ক্রেতা ঐ সামগ্রীর কোন্ দামে কতখানি চাহিদা করিবে

ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা

তাহার তালিকা রচনা করিলে উহা হইবে ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা (Individual demand schedule)। যথা,

ধুতির দাম ৩০ টাকা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ১ টি ধুতি
ধুতির দাম ২৮ টাকা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ২টি ধুতি
ধুতির দাম ২৬ টাকা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ৩টি ধুতি
ধুতির দাম ২৪ টাকা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ৪টি ধুতি
ধুতির দাম ২২ টাকা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ৫টি ধুতি
ধুতির দাম ২০ টাকা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ৬টি ধুতি
ধুতির দাম ১৮ টাকা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ৭টি ধুতি
ধুতির দাম ১৬ টাকা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ৮টি ধুতি
ধুতির দাম ১৪ টাকা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ৯টি ধুতি
ধুতির দাম ১২ টাকা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ১০টি ধুতি

মার্শাল "চাহিদা তালিকা" সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "কোনও একটি সামগ্রীর চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অবগত হইবার জন্য আমাদের জানিতে হইবে যে একটি সামগ্রী যত বিভিন্ন দামে বিক্রয় হওয়া সম্ভব, উহাদের প্রত্যেক দামের ক্ষেত্রে কত পরিমাণ সামগ্রী চাহিদাকারী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। ...যে বিভিন্ন দাম সে দিতে ইচ্ছুক তাহার তালিকা হইতে, অর্থাৎ সামগ্রীটির বিভিন্ন পরিমাণের জন্য তাহার বিভিন্ন চাহিদা দাম হইতে, তাহার চাহিদার অবস্থা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা সম্ভব।"

ইহা হইল ব্যক্তি বিশেষের নিকট একটি সামগ্রীর চাহিদা তালিকা। কিন্তু যখন বহুসংখ্যক ক্রেতা একটি সামগ্রী ক্রয়ে ব্যাপৃত হয়, তখন প্রত্যেক ক্রেতার একই সামগ্রীর জন্য একই দামে ঠিক একই প্রকার চাহিদা হইতে পারে না।

বাজার চাহিদা তালিকা

সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্রেতার একই প্রকার চাহিদা তালিকা হইতে পারে না। একই সামগ্রী কোনও ক্রেতা বেশী আগ্রহের সহিত, কোনও ক্রেতা কম আগ্রহের সহিত চাহিবে। গরজ বা আগ্রহ অনুযায়ী কেহ হয়তো একই সামগ্রীর জন্য বেশী দাম দিতে প্রস্তুত থাকিবে, অর্থাৎ সামগ্রীর দাম বেশী হইলেও কিছু না কিছু সে কিনিবেই ; কেহ বা অল্প দাম দিতে প্রস্তুত থাকিবে,

সমষ্টিগতভাবে সকল ক্রেতার মোট চাহিদা

অর্থাৎ সামগ্রীর দাম কমিলে তবেই সে কিনিতে পারিবে। কিন্তু এক্ষেত্রে অনুমান করা হয় যে বিভিন্ন ক্রেতার ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন বা গরজ পরস্পরের মধ্যে কাটাকুটি হইয়া যায়

এবং সামগ্রীটির বিভিন্ন দামে সমষ্টিগতভাবে সকল ক্রেতার মোট চাহিদা কত হইবে তাহার তালিকা রচনা করা যায়।* ইহাকে বলা হয়, "বাজার চাহিদা-তালিকা" (Market demand schedule)। বাজারের জন্য সমগ্রভাবে চাহিদা-তালিকা রচনা করিলে হয়তো দেখা গেল :

ধুতির	দাম	৩০	টাকা	হইলে	ক্রেতাসাধারণের	চাহিদা	হইবে	১	লক্ষ	ধুতি
"	"	২৮	"				"	২	"	"
"	"	২৬	"				"	৩	"	"
"	"	২৪	"				"	৪	"	"
"	"	২২	"				"	৫	"	"
"	"	২০	"				"	৬	"	"
"	"	১৮	"				"	৭	"	"
"	"	১৬	"				"	৮	"	"
							"	৯	"	"
"	"	১২	"	"	"	"	"	১০	"	"

এই তালিকা হইতে দেখা যায় সামগ্রীর দাম যখন বেশী থাকে তখন উহার চাহিদা থাকে কম; উহার দাম যতই কমিতে থাকে ততই উহার চাহিদা বাড়িতে থাকে। চাহিদার তালিকাটি উপর হইতে নিচের দিকে পড়িতে থাকিলেই ইহা দেখা যাইবে। আবার বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ নিচে হইতে উপরের দিকে পড়িতে থাকিলে দেখা যাইবে যে দাম যতই বাড়িতেছে মোট চাহিদা ততই হ্রাস পাইতেছে। ইহাকেই চাহিদার নিয়ম (law of demand) বলে।

নিম্নগামী চাহিদা রেখা—Downward sloping Demand Curve.

কোন একটি বস্তুর দামে পরিবর্তন ঘটিলে উহার চাহিদার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটিবে,—দাম কমিলে তবেই চাহিদা বাড়িবে এবং দাম বাড়িয়া গেলেই চাহিদা কমিয়া যাইবে, এই বিষয়টি একটি রেখা অঙ্কণ করিয়া দেখানো যাইতে পারে। ইহাকে বলা হয় চাহিদা রেখা। উপরে প্রদত্ত, "বাজার চাহিদা তালিকাকে" ২নং রেখার আকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

* "The variety and fickleness of individual action are merged in the comparatively regular aggregate of the action of many." —Marshall.

২নং রেখাচিত্র

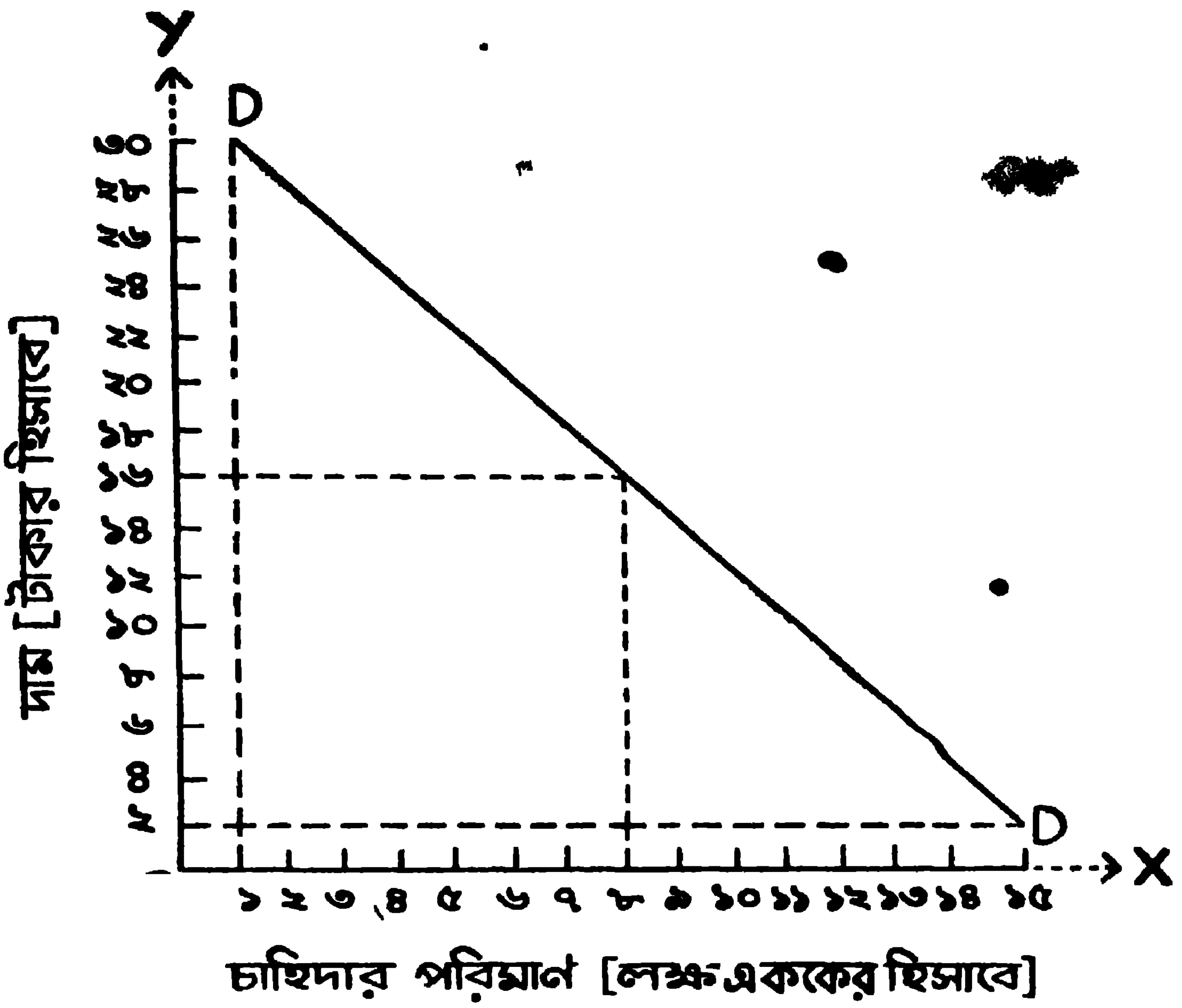

৩নং রেখাচিত্র

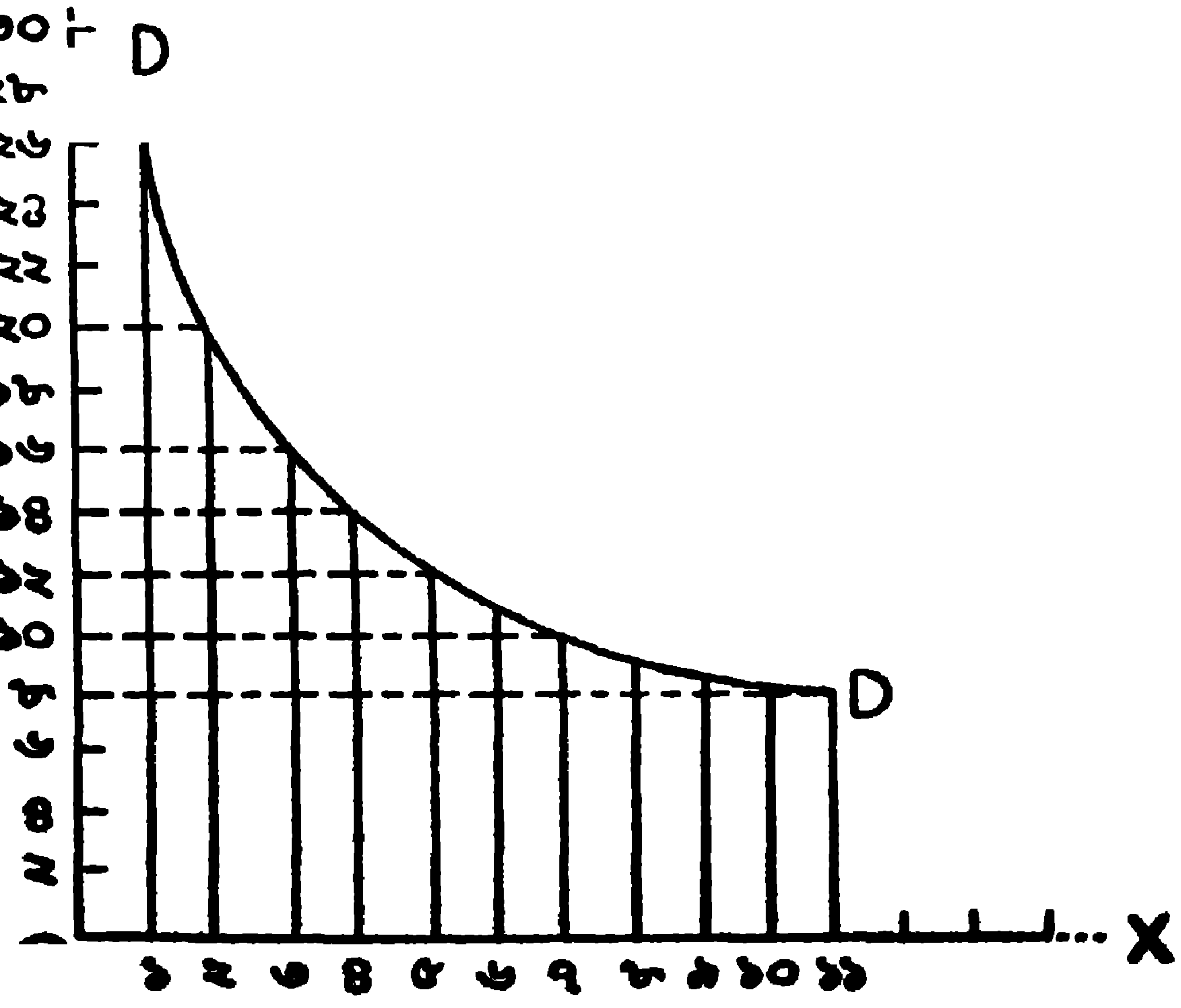

৪নং রেখাচিত্র

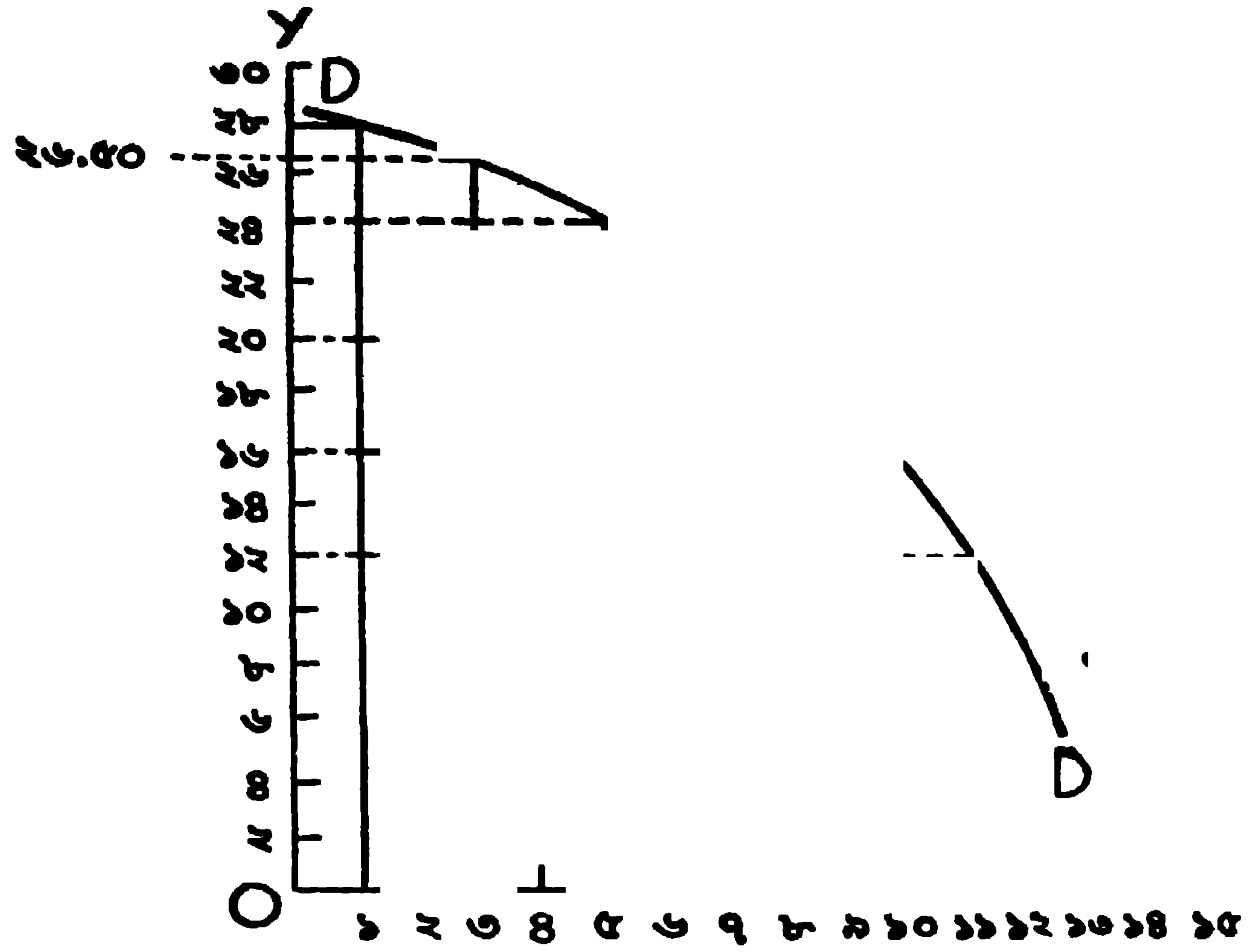

৫নং রেখাচিত্র

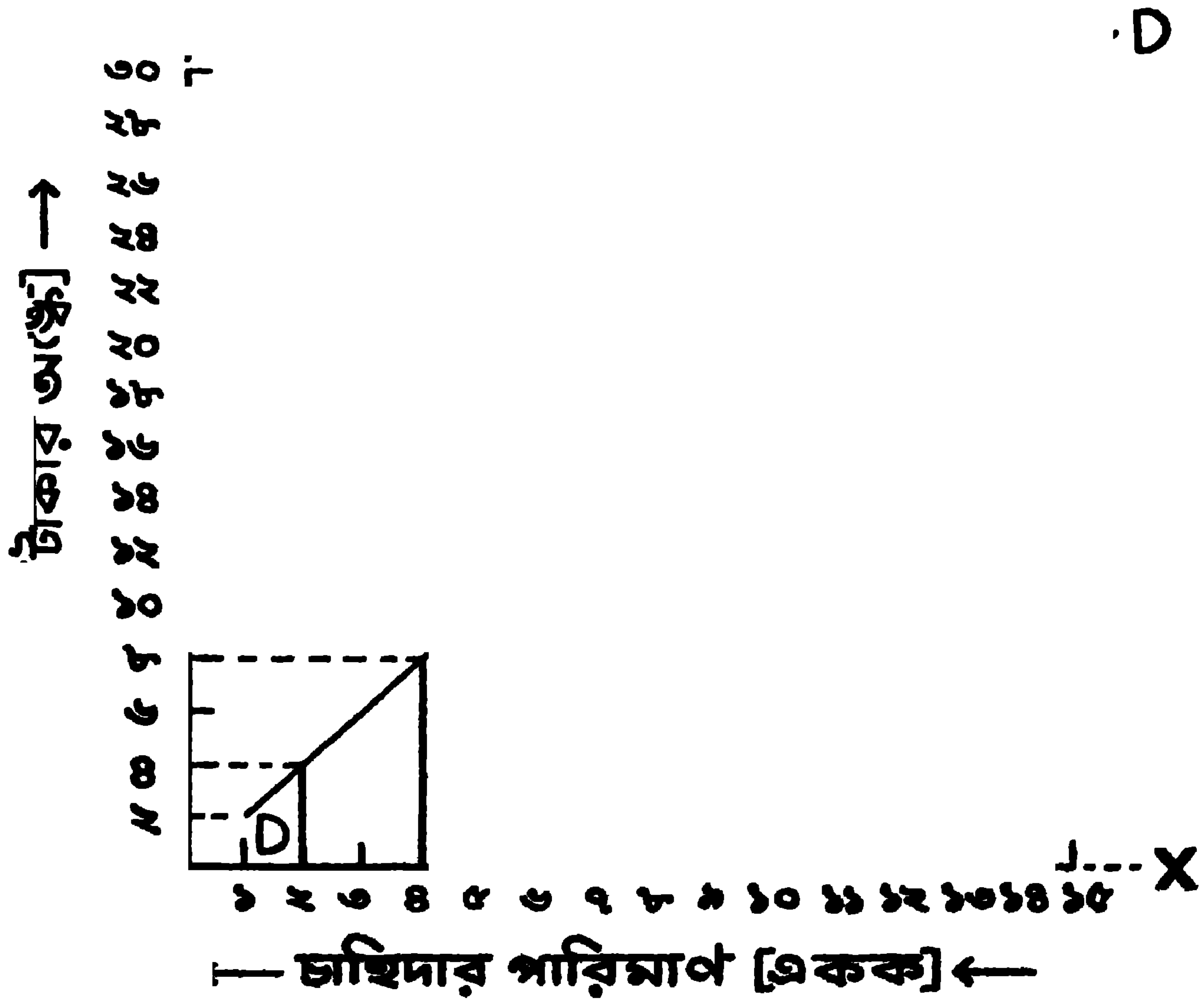

এই রেখাচিত্রে OY ঊর্ধ্বরেখার দ্বারা প্রতিটি ধুতির দাম (টাকার মধ্যে) ব্যক্ত করা হইতেছে, যথা—২ টাকা, ৪ টাকা, ৬ টাকা ইত্যাদি। অপর পক্ষে অনুভূমিক OX রেখার দ্বারা ধুতির পরিমাণ ব্যক্ত করা হইতেছে —লক্ষ ধুতির হিসাবে। ধরা যাক, বাজারে ধুতির প্রচলিত দাম হইল ১৬ টাকা; এই দামে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে—ধরা যাক, এক মাস— ৮ লক্ষ ধুতির চাহিদা, অর্থাৎ বিক্রয়, হইয়া থাকে। এক্ষণে উহার দাম যদি ১৮ টাকায় বাড়িয়া যায় তাহা হইলে চাহিদা ৭ লক্ষে কমিয়া যাইবে, দাম যতই বাড়িবে চাহিদা ততই কমিতে থাকিবে; এই রেখা চিত্রে দেখানো হইতেছে দাম যদি ৩০ টাকা হয়, চাহিদা কমিয়া এক লক্ষে পরিণত হইবে। আবার দাম যখন কমিতে থাকিবে, চাহিদা ততই বাড়িতে থাকিবে। ২৮ টাকা দামে ২ লক্ষ ধুতি বিক্রয় হইবে, ২৬ টাকা দামে ৩ লক্ষ বিক্রয় হইবে, ২৪ টাকায় ৪ লক্ষ, ২২ টাকায় ৫ লক্ষ, এইভাবে দাম হ্রাসের সহিত চাহিদা বাড়িতে বাড়িতে ২ টাকা দামে ১৫ লক্ষ ধুতি বিক্রয় হইবে।

বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নাভিমুখী সরলরেখা

DD রেখাটির উপরের প্রান্ত ঠিক যে বিন্দু হইতে আরম্ভ হইতেছে উহা ৩০ টাকা দামে এক লক্ষ ধুতি বিক্রয় দেখাইতেছে এবং উহার সর্বনিম্ন প্রান্ত ঠিক যে বিন্দুতে শেষ হইতেছে উহা ২ টাকা দামে ১৫ লক্ষ বিক্রয় দেখাইতেছে; ঐ উর্ধ্বতম এবং নিম্নতম বিন্দু দুইটিকে যোগ করিয়া একটি রেখা টানিলে (এ ক্ষেত্রে উহা একটি সরল রেখার আকার ধারণ করিয়াছে) ঐ রেখাটি (DD) প্রকৃত বাজার দামে কতখানি চাহিদা হইতেছে (১৬ টাকা দামে ৮ লক্ষ) তাহা দেখাইতেছে, আবার বাজার দামের উপরে বা নিচে সকল প্রকার সম্ভাব্য দামে, প্রতিটি দামের ক্ষেত্রে কতখানি চাহিদা হইতে পারে তাহাও দেখাইতেছে। বস্তুতঃ পক্ষে DD রেখাটি অসংখ্য বিন্দু লইয়া গঠিত; এই বিন্দুগুলিকে পরপর সাজাইয়াই সরল রেখাটি টানা হইয়াছে; এই প্রতিটি বিন্দুই দেখাইয়া দিবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বস্তুর কতখানি চাহিদা হইতেছে। সুতরাং চাহিদা রেখা হইতে একটি সামগ্রীর চাহিদার প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত হওয়া যায়

কিন্তু এখানে চাহিদা রেখাটি যে ভাবে অঙ্কন করা হইয়াছে উহা ... প্রকারের সম্ভাব্য চাহিদা রেখার একটি। সকল সামগ্রীর চাহিদা

রেখা যে সকল সময়ে ঐরূপ একটি সরল রেখার আকার ধারণ করিবে এইরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই ; চাহিদা রেখা গোলাকার মুব্জ বা উত্তল (Convex) হইতে পারে, খিলানাকার বা অবতলও (Concave) হইতে পারে। যথা—

৩নং রেখাচিত্রে চাহিদা রেখা DD উত্তল আকৃতির (convex) এই চাহিদা রেখা হইতে বুঝা যাইতেছে যে দামের হ্রাসের সহিত চাহিদার ক্রমিক বৃদ্ধি ঠিক সমান অনুপাতে ঘটিতেছে না। ২৮ টাকা দামে এক লক্ষ চাহিদা কিন্তু ২০ টাকা দামে দুই লক্ষ চাহিদা, ১৬ টাকা দামে ৩ লক্ষ চাহিদা, ১৪ টাকা দামে ৪ লক্ষ চাহিদা, ১২ টাকা দামে ৫ লক্ষ, ১০ টাকা দামে ৭ লক্ষ, ৮ টাকা দামে ১১ লক্ষ চাহিদা। এই চাহিদা তালিকা ১নং রেখা চিত্রে প্রদত্ত চাহিদা তালিকা হইতে স্বতন্ত্র। ইহার কারণ, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতায় বা সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতায় (elasticity of demand) পার্থক্য। ঐ একই কারণে, কোন একটি বস্তুর চাহিদা-রেখা অবতল আকারের (concave) হইতে পারে। যথা, ৪নং রেখাচিত্রে DD.

উত্তল (convex) : স্থিতিস্থাপতায় পার্থক্য

এই চাহিদা রেখা হইতে দেখা যাইতেছে যে ২৮ টাকা দামে ১ লক্ষ চাহিদা কিন্তু ২৬.৫০ টাকা দামে ৩ লক্ষ চাহিদা ; আবার ঐ একই সামগ্রীর ২৪ টাকা দামে ৫ লক্ষ চাহিদা, ২০ টাকা দামে ৮ লক্ষ চাহিদা, ১৬ টাকা দামে ১০ লক্ষ চাহিদা, ১২ টাকা দামে ১১ লক্ষ চাহিদা। এইরূপ খিলানাকৃতির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন দামে ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা সূচিত হইতেছে।

অবতল : (concave) স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য

সুতরাং চাহিদা রেখা যে কোন আকার লইতে পারে ; উহা সরল রেখা হইতে পারে, বাহিরের দিকে উত্তল (convex) হইতে পারে অথবা অবতল (concave) হইতে পারে। এরূপও হইতে পারে যে একই সামগ্রীর চাহিদা রেখা কিছুটা সরল রেখা, কিছুটা উত্তল (convex) এবং কিছুটা অবতল (concave)। সেই জন্যই বেনহাম বলিয়াছেন : "বাস্তব চাহিদা রেখাগুলির অধিকাংশই সরল রেখা না হইয়া বরং আঁকাবাঁকা রেখা হইয়া থাকে।" ["Most actual demand curves are squiggles rather than straight lines."] কিন্তু চাহিদা

রেখা যে আকারেরই হউক না কেন, উহা যে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিক ঘেঁসিয়া নিচে নামিয়া আসিতেছে ইহা সর্বক্ষেত্রেই দেখা যাইবে। উপরে প্রদত্ত তিন প্রকারের চাহিদা রেখারই ইহা অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। ইহার দ্বারা কি সূচিত হইতেছে? ইহার দ্বারা সূচিত হয় যে সামগ্রীর দাম কমিলে চাহিদা বাড়িয়া যাইবে; আর একভাবে বলিতে গেলে, সামগ্রীর উচ্চতর দাম অপেক্ষা নিম্নতর দামেই বেশী পরিমাণ ক্রয় করা হইবে। সুতরাং বিক্রেতা বেশী যোগান দিলে একমাত্র কম দামেই উহা বিক্রয় হইতে পারে।* কিন্তু চাহিদা-রেখা যে দক্ষিণদিকে নিম্নগামী হইবে, অর্থাৎ দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে, ইহার কারণ কি?

দক্ষিণ দিকে নিম্নগামী: ইহার তাৎপর্য

প্রথমতঃ, দাম যখন বেশী থাকে তখন লোকে যত পরিমাণে ঐ সামগ্রীটি তাহার প্রয়োজন তত পরিমাণে কিনিতে পারে না। একটি সামগ্রীর প্রয়োজন যতই বেশী হউক না কেন, উহা যত বেশী পরিমাণেই পাইবার আকাঙ্ক্ষা আমরা করি না কেন, দাম চড়া থাকিলে উহা প্রয়োজন মত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি না; অথচ সংগ্রহ করিবার বাসনা পুরাপুরি থাকে। এ ক্ষেত্রে দাম কমিলে উহা বেশী করিয়া সংগ্রহ করা (ক্রয় করা) আমাদের আর্থিক সঙ্গতিতে কুলাইবে। দাম যে স্তরে নামিয়া আসিলে একটি নির্দিষ্ট সামগ্রীর নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী আর ক্রয় করা পোষায় না, সেই স্তরে উপনীত দামে আমরা সেই পরিমাণে সামগ্রীটি কিনিব। সুতরাং বাজার দাম কমিলে দেখা যাইবে উহা ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়া "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার" (marginal ulilty) সহিত, অর্থাৎ কমিয়া যাওয়া চাহিদা-দামের (demands price), সহিত সমান হইতেছে। যদিও সামগ্রাটি বেশী পরিমাণে কিনিবার দরুন উহার "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা" কমিতেছে তথাপি দাম কমিবার দরুন বাড়তি পরিমাণ ক্রয় করা পোষাইতেছে। উহা প্রয়োজনীয় বলিয়া কেনা হইতেছে এবং দাম কমিতেছে বলিয়া উহার ক্রয় কার্যের প্রান্ত ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে, অর্থাৎ আরও কম চাহিদা-দামের সহিত প্রকৃত দাম সমান হইতেছে বলিয়া

'বাজার-দাম' কমিলে উহা হ্রাসমান চাহিদা দামের সহিত সমান হয়।

বেশী কেনা পোষায়

* "Most demand curves slope downward to the right throughout their length, although the slope may be much steeper in some parts than in others. This means that, unless something happens to change the present slope of demand, more units will be bought at any given price than at any higher price." Benham : Economics, P. 182

বাড়তি একক কেনা পোষাইতেছে। (পাঠকপাঠিকাগণ ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার আলোচনা লক্ষ্য করিবেন)।

দ্বিতীয়তঃ, কোনও একটি সামগ্রীর যখন দাম চড়া থাকে তখন কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিরা এবং দরিদ্রদের মধ্যে যাহাদের নিকট উহা কোন বিশেষ কারণে অবশ্য প্রয়োজনীয় (যথা চিকিৎসকের পরামর্শে দরিদ্র রুগীকেও যদি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য রোজ একটি করিয়া মুরগীর সুপ খাইতে হয়) তাহারাই উহা কিনিতে পারে। অনেক সম্ভাব্য খরিদ্দার থাকে যাহারা ঐ সামগ্রীটি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে এবং পাইলে খুশী হয় কিন্তু চড়া দামে ঐ সামগ্রী কেনা তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে বলিয়া মনে করে। তাহারা চড়া দামে ঐ সামগ্রীটি কিনিলে উহা অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত করিতে হইবে (কারণ উপার্জন সীমাবদ্ধ) বুঝিতে পারিয়া ঐ সামগ্রী কিনিতে অগ্রসর হয় না। দাম যখন কমে তখন এই ধরনের বহু সম্ভাব্য খরিদ্দার প্রকৃত খরিদ্দারে পরিণত হয়; অর্থাৎ পূর্বে যাহারা ঐ সামগ্রীটি কিনিত না। এখন তাহারা উহা কেনা পোষায় বলিয়া মনে করিবে। দাম যতই কমিবে, ততই একদল নূতন ক্রেতার উদ্ভব হইবে—যাহারা ঐ নূতন (কম) দামে ঐ সামগ্রীটির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কেনা ঠিক টায়টোয়ে পোষায় বলিয়া মনে করে। ইহাদিগকে "প্রান্তিক খরিদ্দার" (marginal purchaser) বলা চলে। দাম যতই কমিবে ততই ঐ সামগ্রীটির বাজারে এইরূপ প্রান্তিক (নূতন) খরিদ্দারের সমাগম দেখা যাইবে। প্রান্তিক খরিদ্দার হইল তাহারাই, নূতন দামে যাহাদের পক্ষে ঠিক টায়টোয়ে ঐ সামগ্রীটি কেনা পোষায়। দাম বাড়িয়া গেলে ইহারাই প্রথমে বাজার হইতে বিদায় লয়। সেই কারণে চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী এবং বামদিকে ঊর্ধ্বগামী।

সম্ভাব্য খরিদ্দারই প্রকৃত খরিদ্দারে পরিণত হয়

"প্রান্তিক খরিদ্দার"

তৃতীয়তঃ, এরূপ অনেক সামগ্রী আছে যাহা অন্য কোন সামগ্রীর বদলা (substitute) রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং হইতেও পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এইরূপ সামগ্রী অপর কোন সামগ্রীর নিকট বদলা (close substitute), কোনও কোনও ক্ষেত্রে উহা অপর কোন সামগ্রীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারিলেও ঐরূপ ব্যবহার করা খুব সন্তোষজনক হয় না, অর্থাৎ খুব নিকটবদলা-সামগ্রী নহে। নিকট বদলা হইলে তো

বটেই, দূর-বদলা হইলেও, যে অনুপাতে উহা অপর কোন সামগ্রীর পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে সেই অনুপাতে উহার দাম কমিলে লোকে উহার বেশী করিয়া চাহিদা করিবে। সামগ্রীটির দাম কমিলে, অন্যান্য সামগ্রীর দাম না কমিলেও এই সামগ্রীটির তুলনায় উহারা অপেক্ষাকৃত মাগ্‌গী হইয়া যাইবে। মাগ্‌গী সামগ্রীর পরিবর্তে সস্তা সামগ্রীটি যতটা সম্ভব ব্যবহার করিবার চেষ্টা করা হইবে। দাম কমিলে চাহিদা কেন বাড়ে—চাহিদা রেখা কেন নিম্নগামী হয়—ইহাও তাহার একটি কারণ।

মাগগী বস্তুর পরিবর্তে সস্তা বস্তুর ব্যবহার

নিম্নগামী চাহিদা রেখার কোন ব্যতিক্রম আছে কি?—Any Exception to Down-ward sloping Demand Curve ?

একটি রেখাচিত্র (diagram) আঁকিয়া যদি দেখানো হয় যে চাহিদা রেখা উপর দিক হইতে সুরু হইয়া ধাপে ধাপে নিচে নামিবার পরিবর্তে, নিচের দিক হইতে সুরু করিয়া ধাপে ধাপে উপরে উঠিতেছে,—অর্থাৎ ডানদিক হইতে সুরু হইয়া বামদিক ঘেঁসিয়া নিচে নামিয়া আসিতেছে, বামদিক হইতে সুরু করিয়া ডানদিক ঘেঁসিয়া নিচে নামিতেছে (যেরূপটি উপরের তিনটি রেখাচিত্রেই দেখানো হইয়াছে) না—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে "চাহিদার নিয়ম" (Law of Demand)-এর ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। যথা—

৫নং **রেখাচিত্রে** দেখানো হইতেছে যে একটি বস্তুর দাম যখন ২৮ টাকা তখন উহার চাহিদা হইল ১৪ ; দাম কমিয়া যখন ২৪ টাকা হইল তখন চাহিদা বাড়িবার স্থলে কমিয়া গিয়া ১২টিতে দাঁড়াইল, দাম আরও কমিয়া ২০ টাকা হইলে চাহিদা আরও কমিয়া ১০-এ দাঁড়াইল। এইভাবে দাম যত কমিয়া যাইতেছে, ততই চাহিদা না বাড়িয়া বরং কমিয়া যাইতেছে।

সাধারণতঃ এইরূপ ঘটে না, তবে কোন কোন অবস্থায় কোন কোন সামগ্রীর ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিতে পারে। যে ক্ষেত্রে একটি সামগ্রী প্রধানতঃ দরিদ্ররাই কেনে সে ক্ষেত্রে উহার দাম কমিয়া গেলে ঐ দরিদ্র ক্রেতাদের হাতে বাড়তি ক্রয়-ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। দাম চড়া থাকিলে যে পয়সা খরচ হইয়া যাইত দাম কমিলে সেই পয়সা বাঁচিয়া যায়। এই উদ্বৃত্ত ক্রয় ক্ষমতার বলে শক্তিশালী হইয়া ঐ ক্রেতারা ঐ সামগ্রী কেনা কমাইয়া দিয়া ঐ জাতীয় উৎকৃষ্ট সামগ্রী কিনিতে সুরু করিবে। যথা, আমাদের দেশে

দাম কমিলে প্রকৃত আয় বৃদ্ধি (Income effect)

দরিদ্রদের মধ্যে এক শ্রেণী গমের আটা কিনিতে পারে না, ছোলার ছাতু খাইয়া জীবন ধারণ করে; ধরা যাক, ছোলার উৎপাদন দেশের মধ্যে খুব ভালো হওয়ায় ছাতুর দাম বেশ কিছুটা কমিয়া গেল। ইহাতে ছাতুর ক্রেতাদের অর্থ বাঁচিল; টাকার হিসাবে তাহাদের দৈনিক মজুরী বাড়িল না বটে কিন্তু প্রধান খাদ্যের দাম কমিয়া যাওয়ায় প্রকৃত আয় (real income) বাড়িল। ইহাকে বলে দাম হ্রাসের income effect, আয়-গত ফলাফল। ধরা যাক, ক্রেতারা তখন তাহাদের এই বাড়তি প্রকৃত আয় উৎকৃষ্ট ধরণের খাদ্য, যথা—গমের রুটি, খাইবার জন্য ব্যয় করিল। এক্ষেত্রে ছাতুর দাম যত কমিয়া যাইতেছে, ক্রেতার ততই প্রকৃত আয় বাড়িতেছে এবং সে ঐ প্রকৃত আয় যাহার দাম কমিল (ছাতু) তাহার উপর ব্যয় না করিয়া ভিন্ন কোন উৎকৃষ্ট বস্তুর (গম) উপর ব্যয় করিতে লাগিল। উহাতে ছাতুর দাম কমিলে ঐ ক্রেতার (ছাতুর) চাহিদা কমিতে লাগিল।

বর্ধিত প্রকৃত আয় অপর (উৎকৃষ্ট) বস্তুতে ব্যবহার

অবশ্য যে জিনিসটির দাম কমে সে জিনিসটিকে যদি অন্যান্য জিনিসের পরিবর্তে বেশী করিয়া ব্যবহার করা হয়—দাম-কমা সামগ্রীটিকে অন্যান্য সামগ্রীর বদলা হিসাবে ব্যবহার করিলে দাম কমিবার সহিত উহার চাহিদা কিছুটা বাড়িবে। যথা,ঐ ক্রেতা জলখাবার হিসাবে পাঁপর না খাইয়া উহার পরিবর্তে ছাতু খাইতে পারে। ইহা হইল substitution effect = বদলা-ব্যবহারের ফলাফল। পরিবর্তকতার ফলাফলের দরুন ছাতুর চাহিদা কিছুটা বাড়িবার কথা। কিন্তু substitution effect-এ চাহিদা যেটুকু বাড়িল income effect-এ হয়তো উহা অপেক্ষা বেশী কমিয়া গেল—নীট ফল হইল দাম কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ক্রেতার ঐ বস্তুটির চাহিদা কমিয়া গেল। যে ব্যক্তির কাছে এইভাবে দাম কমিলে চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে, সেই ব্যক্তির নিকট ঐ সামগ্রী নিকৃষ্ট সামগ্রী (inferior good)। ক্রেতা দরিদ্র থাকাকালীন নিকৃষ্ট সামগ্রী কেনে এবং তাহার প্রকৃত উপার্জন বাড়িলে—হয়তো এই নিকৃষ্ট সামগ্রীর দাম কমিবার দরুনই প্রকৃত উপার্জন বাড়িল—উৎকৃষ্ট সামগ্রী কিনিতে থাকে বলিয়া নিকৃষ্ট সামগ্রীর চাহিদা কমিয়া যায়। এইভাবে একটি বিশেষ সামগ্রীর ক্ষেত্রে দাম কমিলে যে

দাম কমিলে অপর বস্তুর পরিবর্তে ব্যবহার (substitution effect)

Income effect যদি substitution effect অপেক্ষা বেশী হয়: Giffen's paradox

চাহিদা কমিয়া যায় তাহাকে অর্থনীতিতে Giffen's Paradox বলে এবং ঐ সামগ্রীটিকে Giffen good বলা হয়। তবে সকল নিকৃষ্ট জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রেই ইহা ঘটে না; সেই সকল নিকৃষ্ট জাতীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রেই ইহা ঘটে যে সামগ্রীর ক্ষেত্রে ক্রেতা নিয়মিতভাবে তাহার উপার্জনের বেশ মোটা একটা অংশ ব্যয় করিয়া থাকে।

সকল সামগ্রীর (এমন কি নিকৃষ্ট সামগ্রীরও) ক্ষেত্রে যেমন এইরূপ ঘটে না, তেমনই সকল ক্রেতার ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটে না। ইহা কোন কোন ক্রেতার ক্ষেত্রে ঘটিতে পারে এবং কোনও কোনও নিকৃষ্ট সামগ্রীর ক্ষেত্রে ঘটিতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে নিকৃষ্ট সামগ্রীর ক্ষেত্রেও দাম কমিলে ক্রেতা বেশী করিয়া কিনিতেছে কিন্তু যে অনুপাতে দাম কমিয়াছে সে অনুপাতে বেশী কিনিতেছে না। সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে নিকৃষ্ট সামগ্রীর দাম কমিলে income effect-এর দরুন (অন্য উৎকৃষ্ট সামগ্রীর চাহিদা বাড়িয়া নিকৃষ্ট সামগ্রীটির) চাহিদা কমিবে কিন্তু substitution effect-এর দরুন উহার চাহিদা বাড়িবে। Income effect-এর ঋণাত্মক ফলাফল (negative effect) অপেক্ষা substitution effect-এর ধনাত্মক ফলাফল বেশী হইয়া যাইবে এবং নীট ফলাফল হইবে—চাহিদা বৃদ্ধি। তবে substitution effect-এর পূর্ণ ফলাফল income effect-এর বিরূপ ফলাফলের দ্বারা কিছুটা কাটিয়া যাওয়াতে যে অনুপাতে দাম পড়িয়াছে সে অনুপাতে চাহিদা উঠিল না। সাধারণতঃ এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঘটে

দক্ষিণ দিকে উর্ধ্বগামী চাহিদা রেখা ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকার (individual demand schedule) ক্ষেত্রে দেখা যাইতে পারে। সমষ্টিগত, অর্থাৎ সমগ্রভাবে বাজারের, চাহিদা তালিকায় (market demand schedule) এইরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কোন একজন ক্রেতার চাহিদার ক্ষেত্রে Giffen's paradox দেখা যাইতে পারে বটে কিন্তু ক্রেতা সাধারণের সমষ্টিগত চাহিদার ক্ষেত্রে উহা দেখা যাইবে না। কারণ (১) যে বস্তুটি একজনের কাছে নিকৃষ্ট তাহা আর একজনের কাছে নিকৃষ্ট না হইয়া উৎকৃষ্ট হইতে পারে। (২) যাহার দুইবেলা ছাতুও জুটে না, সে ছাতুর দাম কমিলে উহা বেশী করিয়া কিনিয়া দুইবেলা খাইবে। (৩) যদি

সমষ্টিগত চাহিদার ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যতিক্রম নাই

এমনও হয় যে দাম কমিলে চাহিদা কমিবে, তাহা হইলেও যে দামে যে পরিমাণে চাহিদা কমিবে তাহা সকলের ক্ষেত্রে সমান হইতে পারে না। হয়তো দেখা যাইবে যে যেখানে বহু ক্রেতা রহিয়াছে সেখানে একটি নির্দিষ্ট দামে একটি সামগ্রীকে যাঁহারা নিকৃষ্ট সামগ্রী বলিয়া মনে করে তাহাদের সংখ্যা খুবই কম, বেশীর ভাগ লোকেই উহাকে ঐ দামে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিতে রাজী নহে। সুতরাং বাজারের চাহিদা-রেখা বামদিক ঘেঁসিয়া নিম্নগামী হইতে পারে না (ডানদিক ঘেঁসিয়া উর্ধ্বগামী হওয়া মানেই বামদিক ঘেঁসিয়া নিম্নগামী হওয়া) * —অর্থাৎ দাম কমিলে চাহিদা কমিয়া যাইতেছে সমগ্র বাজারের ক্ষেত্রে এরূপ হইতে পারে না।

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত এবং উহার পরিমাপ—Consumer Surplus and its Measurement

অনেক সময়ে অভাবের উগ্রতার দিক থেকে একটা সামগ্রী আমাদের কাছে যতটা প্রয়োজনীয় তাহার তুলনায় বাস্তবক্ষেত্রে অনেক কম দামে ঐ সামগ্রীটি আমরা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই। প্রয়োজনীয়তা (utility) অনুযায়ী আমরা সামগ্রীটির চাহিদা দাম (demand-price) মনে মনে স্থির করি কিন্তু বাজারদাম (market price) যদি উহা অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে আমরা সামগ্রীটি কিনিয়া লাভবান হইয়াছি বলিয়া মনে করি। মনে মনে আন্দাজ করা চাহিদা-দাম (demand price)**-এর সহিত বাজারে প্রকৃত পক্ষে যে দামে উহা বিক্রয় হইতেছে তাহা যদি সমান হয়, তাহা হইলে ঐ সামগ্রীর ঐ এককটি কিনিলে ক্রেতার বাড়তি কোন লাভ হয় না, লোকসানও

* "The conditions which have to be fulfilled for market demand curve to slope downwards to the left are seen to be very stringent......The assumption that market demand curves slope downwards to the right is the most plausible assumption one can make". Stonier & Hague: A Text Book of Economic Theory, Page 70.

** ক্রেতা একটি বস্তুর এক এককের জন্য তাহার নিকট উহার প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে, যে দাম দিতে প্রস্তুত আছে তাহা হইল উহার চাহিদা দাম।

৬নং রেখাচিত্র

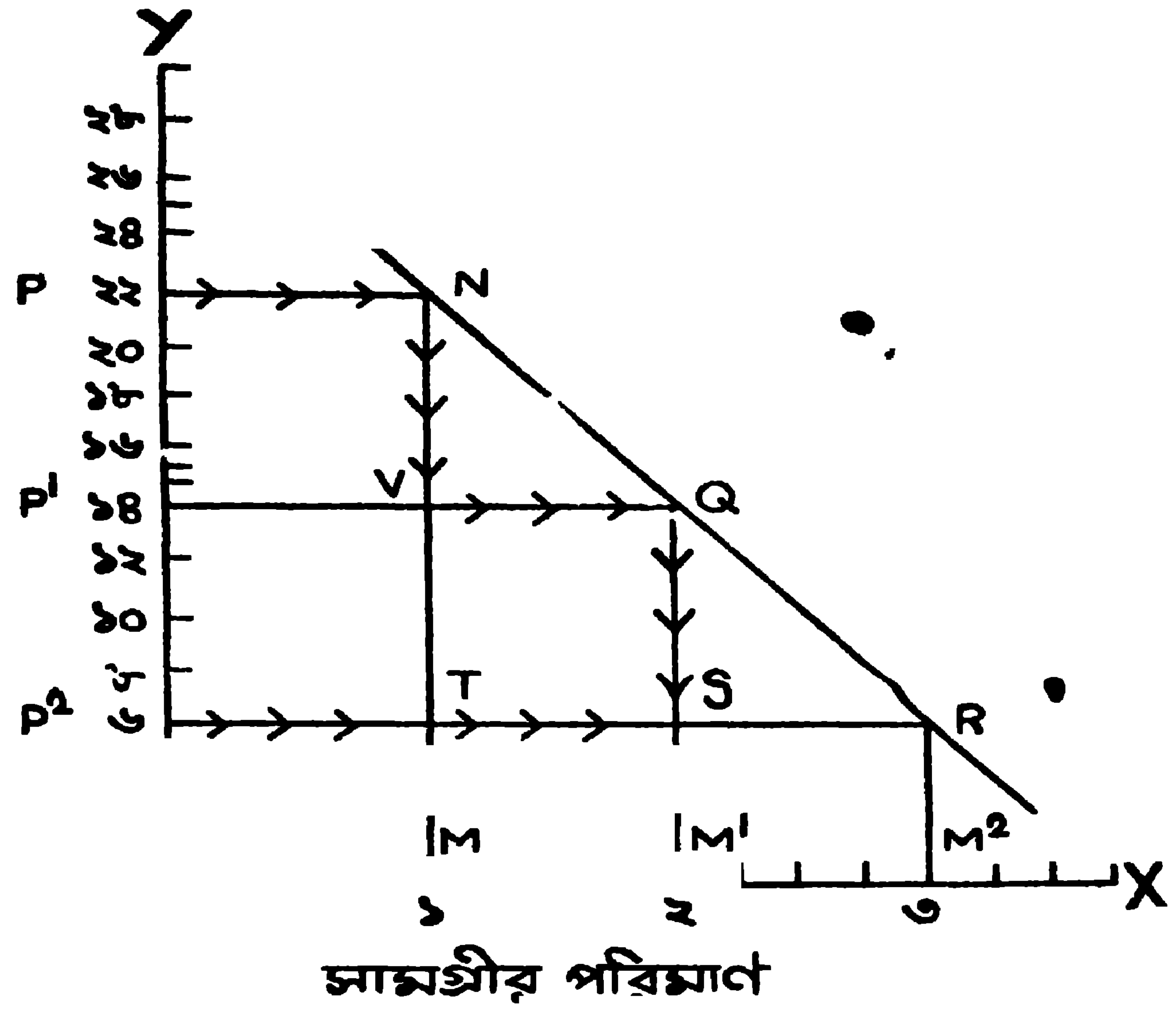

৭নং রেখাচিত্র

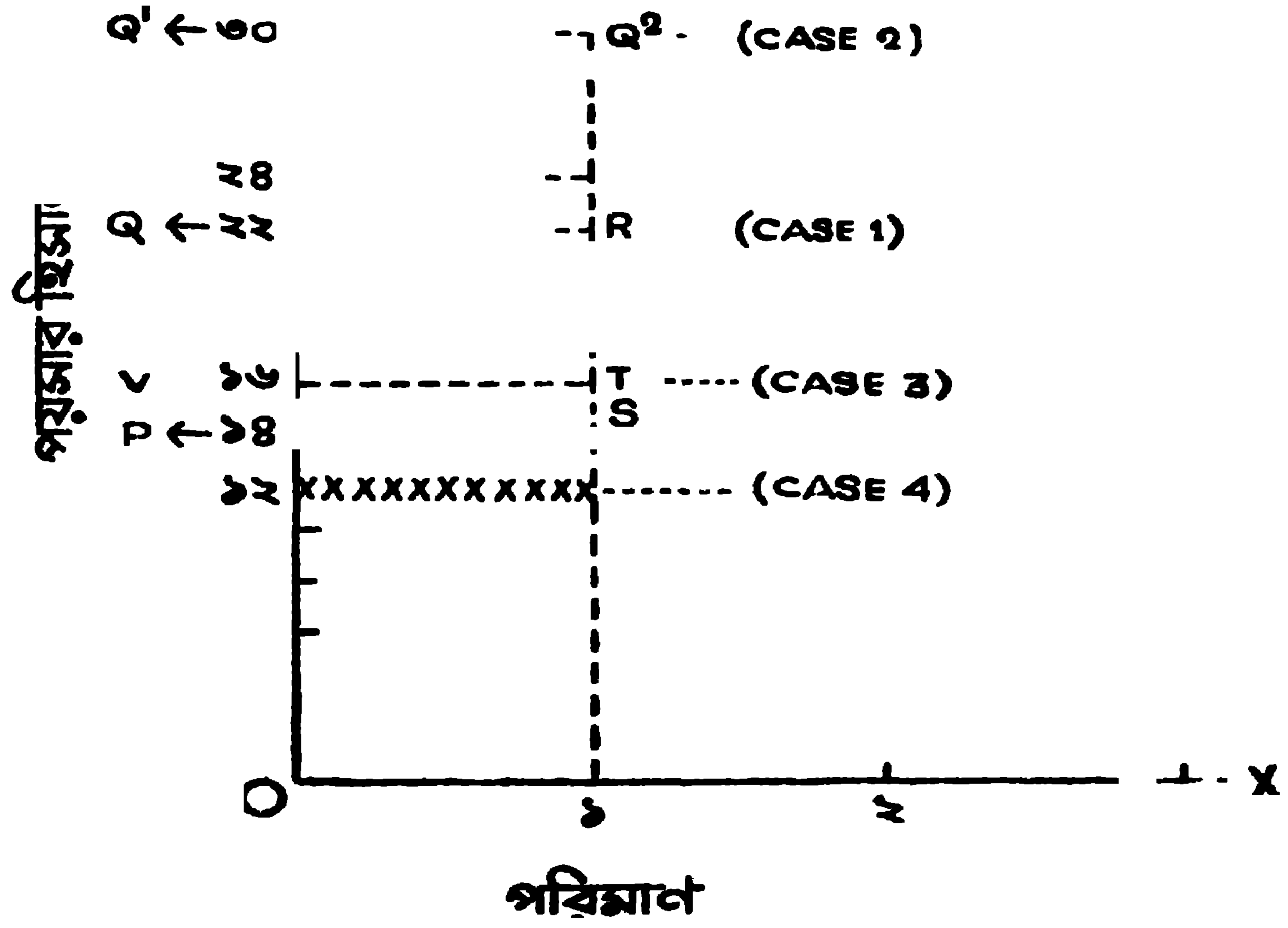

হয় না। তবে অভাব তৃপ্ত করিতে পারিয়া সে উপকৃত হয়। কিন্তু ক্রেতা তাহার চাহিদা দাম অপেক্ষা কম দামে যদি উহা ক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে সে একটি বাড়তি সুবিধা ভোগ করিল; ঐ বাড়তি সুবিধাটুকুর জন্য সে কোন দাম দিল না। এই বাড়তি সুবিধাটুকু হইল ভোগকারীরূপে তাহার বাড়তি ভোগ। অর্থনীতিতে ইহাকে "ভোগকারীর উদ্বৃত্ত "(consumer's surplus) বলা হইয়া থাকে। একটি সামগ্রীর একজন ক্রেতা তাহার মোট ক্রয়ের জন্য (যতগুলি একক ক্রয় করিতে চাহে) যে মোট দাম দিতে প্রস্তুত থাকে উহা হইতে যে মোট দাম সে (বাজার দামের ভিত্তিতে) প্রকৃত পক্ষে প্রদান করিল তাহা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইবে ভোগকারীরূপে তাহার উদ্বৃত্ত।

বাজার দামের উপরে চাহিদা দামের আধিক্য = ভোগকারীর উদ্বৃত্ত

সাধারণতঃ "মোট প্রয়োজনীয়তা" (total utility) এবং "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা"র (marginal utility) হিসাব করিয়া ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হিসাব করা হয়। যখনই আমরা কোন একটি সামগ্রীর জন্য অর্থব্যয় করি, তখনই ঐ সামগ্রীর যে প্রান্তিক একক বা পরিমাণটুকু আমরা ক্রয় করিলাম তাহার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী (অর্থাৎ সামগ্রীটির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী) উহার চাহিদা দাম স্থির করি। ঐ প্রান্তিক এককটি হইতে আমরা যে তৃপ্তি পাই তাহা নিছক প্রান্তিক তৃপ্তি। কিন্তু ঐ প্রান্তিক এককটির উপরে আমরা যতগুলি একক কিনিলাম সেগুলি প্রান্তোর্ধ্ব একক, প্রান্তিক একক নহে; সেইগুলি হইতে যে তৃপ্তি লাভ হয় উহা প্রান্তিক তৃপ্তি অপেক্ষা বেশী। অথচ আমরা একটি সামগ্রীর যতগুলি একক অর্থাৎ যত পরিমাণ কিনি—সব এককগুলির দাম প্রদান করি প্রান্তিক এককটির দামের হিসাবে, অর্থাৎ যে এককটির প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদা দাম সর্বাপেক্ষা কম। অতএব একজন ক্রেতা সামগ্রীটির যতগুলি একক কিনিয়াছে ঐ সংখ্যার সহিত যদি প্রান্তিক এককের প্রয়োজনীয়তা (অর্থাৎ প্রান্তিক এককের চাহিদা দাম) গুণ করা হয় এবং যতগুলি একক সে কিনিয়াছে সেগুলির সমষ্টিগত প্রয়োজনীয়তা হইতে (অর্থাৎ মোট প্রয়োজনীয়তা হইতে) ঐ গুণফল যদি বাদ দেওয়া হয়,

প্রান্তোর্ধ্ব এককগুলির utility প্রান্তিক এককের utility অপেক্ষা বেশী

দাম = প্রান্তিক এককের utility = প্রান্তিক এককের চাহিদা দাম

তাহা হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহা হইবে ক্রেতার ভোগকারী রূপে উদ্বৃত্ত।

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত = মোট প্রয়োজনীয়তা − প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা × মোট ক্রীত একক।

ধরা যাক, একজন ক্রেতা ৪ খানি বস্ত্র কিনিয়াছে। চতুর্থ বস্ত্রটি হইল তাহার প্রান্তিক খরিদ (marginal purchase)। উহার প্রয়োজনীয়তাই হইল তাহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা, ধরা যাক, ৬ টাকা (পৃষ্ঠা ৩৮ দ্রষ্টব্য)। এক্ষেত্রে ৬ টাকাতেই প্রত্যেক বস্ত্র বিক্রয় হইবে। (ইহার কারণ বুঝিবার জন্য ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ধরা যাক, চারখানি বস্ত্রের মোট প্রয়োজনীয়তা ক্রেতার নিকট (১১ + ১০ + ৮ + ৬) = ৩৬ টাকার সমান; কিন্তু ক্রেতা ৪ খানি বস্ত্র কিনিয়াছে (৪ × ৬ টাকা) = ২৪ টাকায়। সুতরাং ক্রেতা মোট মোট ৩৬ টাকার মতন তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু মোট দাম দিয়াছে ২৪ টাকা; অতএব (৩৬ − ২৪) = ১২ টাকা হইল ক্রেতার ভোগকারীরূপে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত তৃপ্তি। এই বিষয়টি স্যামুয়েলসন এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন: "একজন ভোগকারী একটি সামগ্রীর যতগুলি একক ক্রয় করে উহাদের প্রত্যেকটির জন্য শেষ এককটি তাহার নিকট যতখানি প্রয়োজনীয় ততখানি সে খরচ করে। কিন্তু আমাদের মূল নিয়ম অনুযায়ী, আগেকার এককগুলি তাহার নিকট শেষ এককটি অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। সুতরাং আগেকার এককগুলির প্রত্যেকটি হইতে সে একটি উদ্বৃত্ত ভোগ করে।"*

আগেকার এককগুলি হইতে পাওয়া বাড়তি সুবিধা

সুতরাং কোন বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে শাসাইতে পারে যে শেষ এককটির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অর্থাৎ ৬ টাকা দামে সে সামগ্রীটি পাইতে পারে না এবং ৪টি এককই যদি ক্রেতা ৩৬ টাকায় কিনিতে রাজী থাকে তবেই বিক্রেতা উহা তাহাকে বেচিবে, নতুবা বেচিবেই না, তাহা হইলে ক্রেতা বাধ্য হইয়া ৩৬ টাকাতেই উহা কিনিবে; সেক্ষেত্রে তাহার উদ্বৃত্ত ভোগ বলিয়া কিছুই থাকিবে না। কিন্তু বিক্রেতারও গরজ আছে, এই শাসানি তাহারা সর্বদা দিতে পারে না; পারিলে, ভোগকারীর উদ্বৃত্ত কমিবে।

ক্রেতা একটি বস্তু হইতে যতখানি তৃপ্তি পায় তাহার তুলনায় সে যে উহা

* "Each unit of the good that the consumer buys costs him only as much as the last unit is worth. But by our fundamental law, the *earlier* units are worth *more* to him than the last. Therefore, he enjoys a surplus on each of the earlier units." Samuelson

কম দামেই সংগ্রহ করিতে পারে তাহার কারণ হইল উন্নত সামাজিক পরিবেশ। দেশের মধ্যে সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক এমন কি রাজনৈতিক (যথা দক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন) উন্নতি হইলে একদিকে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হইয়া সস্তায় নানাপ্রকার সামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারে, অপরদিকে বিবিধ প্রকার সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি হইয়া (যথা, পার্ক, রাস্তা, ব্রিজ, হাসপাতাল ইত্যাদি) সর্বসাধারণের কল্যাণভোগের অবকাশ বৃদ্ধি পায়। জীবন ধারণের পরিবেশ (environment or conjuncture) হইতে লোকে যে সুবিধা পায় ভোগকারীর উদ্বৃত্ত তাহাই দেখাইয়া দেয়।

উন্নত সামাজিক পরিবেশ হইতে প্রাপ্ত সুবিধা

কোন কোন অর্থনীতিবিদ ভোগকারীর উদ্বৃত্তের সহিত খাজনার তুলনা করিয়াছেন এবং ক্রেতার দ্বারা ভোগ্য উদ্বৃত্তকে "খাজনা" রূপে অভিহিত করিয়াছেন। অর্থনীতিতে "খাজনা" (Rent) বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইল একটি উদ্বৃত্ত, যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে খাজনার প্রাপকের কোন কৃতিত্ব নাই। যে জমির ফসল বেচিয়া শুধু খরচাই উঠে, উহার বেশী কিছু নহে, উহা "প্রান্তিক" (marginal) বা খাজনাবিহীন জমি; উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমি হইল প্রান্তোর্ধ (intramarginal) জমি, ইহার ফসল বেচিয়া প্রান্তিক জমির তুলনায় কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। ইহার সহিত সাদৃশ্য স্থাপন করিয়া কেয়ার্নক্রস বলিয়াছেন: "কোনও কোনও ক্রেতা যে প্রান্তিক ক্রেতা এবং কোন কোন ক্রেতা যে তাহা নহে উহার দ্বারাই বুঝা যায় যে আন্তঃপ্রান্তিক ক্রেতাগণ একটি উদ্বৃত্ত বা খাজনা উপভোগ করে।...অনুরূপভাবে কোন কোন ক্রয়-কার্য যে প্রান্তিক এবং কোন কোনগুলি যে প্রান্তিক নহে উহার দ্বারা বুঝা যায় যে ভোগকারীগণ প্রান্তোর্ধ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ভোগ করে। যে দাম প্রকৃতপক্ষে আমরা দেই এবং যে সর্বোচ্চ দাম দিতে আমাদের তৈরী থাকিতে হয় উহাদের পার্থক্য হইল ভোগকারীর উদ্বৃত্ত (Consumer's surplus)।"*

খাজনারূপ উদ্বৃত্ত

* 'The fact that some purchasers are marginal while others are not means that intramarginal purchasers enjoy a surplus of rent......In the same way, the fact that some purchases are marginal while others are not means that consumers enjoy a surplus of intermarginal purchases --The difference between what we do pay and the maximum amount that we should be prepared to pay is our consumer's surplus." Cairncross : Economics.

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত রেখাচিত্রের দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারা যায়। ৬নং রেখাচিত্রে অনুভূমিক OX রেখাটি সামগ্রীটির পরিমাণ এবং উর্দ্ধ্বাধ রেখাটি সামগ্রীর দাম দেখাইতেছে।

সামগ্রীটির দাম যখন OP (২২ টাকা), তখন চাহিদার পরিমাণ OM (১ একক); সুতরাং ক্রেতা মোট খরচ করিতে প্রস্তুত OP × OM অর্থাৎ OPNM (২২) টাকা। দাম যখন OP^1 (১৪ টাকা) তখন চাহিদা OM^1 (২ একক)। এক্ষেত্রে ক্রেতার মোট ব্যয় $OP^1 \times OM^1$ অর্থাৎ OP^1QM (১৪×২)=২৮ টাকা। দাম যখন OP^2 তখন ক্রেতার চাহিদা হইল OM^2; অর্থাৎ তাহার মোট ব্যয় হইতেছে $OP^2 \times OM^2$ অথবা OP^2RM^2 (৬×৩)=১৮ টাকা। ক্রেতা ১৮ টাকা দিয়া (অর্থাৎ ৬ টাকা দামে) ৩টি একক কিনিল কিন্তু দিতে প্রস্তুত ছিল ২২ টাকা+১৪ টাকা+৬ টাকা=৪২ টাকা। ৪২ টাকা হইতে ১৮ টাকা বাদ দিলে ভোগকারীরূপে তাহার উদ্বৃত্ত রহিয়াছে ২৪ টাকা। P_2PNVQS আয়তক্ষেত্রটি হইল ভোগকারীর উদ্বৃত্ত। ১ম একক হইতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে $PNTP^2$ (২২−৬=১৬ টাকা) ও ২য় এককের উদ্বৃত্ত VTSQ (১৪−৬=৮ টাকা) ৩য় একক হইতে কোন উদ্বৃত্ত নাই। উহার সন্তুষ্টি ৬ টাকা M^1SRM^2, দামও ৬ টাকা।

ভোগকারীর উদ্বৃত্তের সহিত ব্যক্তিগত চাহিদা দাম ও বাজার দামের সম্পর্ক—Relation of Consumer's Surplus with Individual Demand Price and Market Price.

কোন সামগ্রীর নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য ক্রেতা যে দাম দিতে প্রস্তুত থাকে তাহাই হইল ক্রেতার পক্ষ হইতে তাহার চাহিদা দাম (demand price)। ঐ সামগ্রীর ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ হইতে যতখানি তৃপ্তি পাওয়া

বাজার দাম ঠিকই থাকিলে

যাইবে বলিয়া ক্রেতা আশা করে তদনুপাতেই সে উহার চাহিদা-দাম স্থির করে। সামগ্রীটির পরিমাণ বাড়াইলে উহার চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং উহার সকল একক-গুলিই সব থেকে কম প্রয়োজনীয় এককটির (প্রান্তিক এককটির) চাহিদা দামেই, অর্থাৎ প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার সমান দামেই, সে পাইবে। কারণ, একই সামগ্রীর বিভিন্ন এককের মধ্যে তৃপ্তির দিক হইতে পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু প্রকৃত দামের দিক হইতে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না।

অতএব কোন সামগ্রীর জন্য কোন ব্যক্তির চাহিদা দাম যদি পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া যায়—আগে সে যত দাম দিতে প্রস্তুত ছিল এখন তাহার চাহিদা বাড়িয়া যাওয়াতে সে উহা অপেক্ষাও বেশী দাম দিতে প্রস্তুত আছে এরূপ যদি হয়—তাহা হইলে একই সামগ্রীর একই একক হইতে সে বেশী করিয়া ভোগাদ্বৃত্ত পাইবে। যথা সুস্থ অবস্থায় একটি কমলালেবুর জন্য, (তখনকার মতন উহার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী) আমি ২২ পয়সা দাম দিতে প্রস্তুত ছিলাম ; কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় একই কমলালেবুর জন্য আমার চাহিদা বাড়িয়া হয়তো ৩০ পয়সা হইল ; কমলালেবুটির বাজার দাম যদি ১৪ পয়সা হয় তাহা হইলে প্রথমে ভোগাদ্বৃত্ত ছিল (২২-১৪) ৮ পয়সা, কিন্তু বাজার দাম যদি একই থাকে তাহা হইলে আমার চাহিদা দাম বাড়িয়া যাওয়াতে ভোগোদ্বৃত্ত বাড়িয়া (৩০-১৪)=১৬ পয়সা হইবে। যদি বিপরীত ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ ক্রেতা এক এককের জন্য যে দাম দিতে প্রস্তুত আছে, অর্থাৎ তাহার চাহিদা-দাম, যদি ২২ পয়সা হইতে কমিয়া ১৬ পয়সা হয় (অর্থাৎ তাহার চাহিদার উগ্রতা কমিয়া যায়) তাহা হইলে ভোগকারীরূপে তাহার উদ্বৃত্ত ৮ পয়সা হইতে কমিয়া ২ পয়সায় দাঁড়াইবে।

চাহিদা-দামের হ্রাস-বৃদ্ধিতে ভোগোদ্বৃত্তের হ্রাস বৃদ্ধি হয়

৭নং রেখাচিত্রটিতে কমলালেবুটির বাজার দাম ১৪ পয়সা বলিয়া দেখানো হইতেছে। PP অনুভূমিক রেখাটি হইল দাম। এই অনুভূমিক (horizontal) রেখার দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে কমলালেবুর চাহিদা দাম কমুক বা বাড়ুক, বাজার দাম ঠিক একই রহিয়াছে। এই অনুমান যথেষ্ট বাস্তবধর্মী ; কারণ প্রতিযোগিতার বাজারে, যেখানে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা সেখানে, বিশেষ ব্যক্তির চাহিদা-দাম কমুক বা বাড়ুক, বাজার দাম একই থাকিয়া যায়। এই রেখা চিত্রটিতে দেখানো হইতেছে যে ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম যদি ২২ পয়সা হয় (Case 1) তাহা হইলে ভোগোদ্বৃত্ত হইতেছে P Q R S আয়তক্ষেত্র—অর্থাৎ ৮ পয়সা। কিন্তু চাহিদা দাম যদি বাড়িয়া ৩০ পয়সা হয় তাহা হইলে এক্ষণে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ হইবে PQ^1Q^2S-এর দ্বারা সীমিত আয়তক্ষেত্র—অর্থাৎ ১৬ পয়সা (Case 2)। বিপরীত ক্ষেত্রে চাহিদা-দাম যদি কমিয়া ১৬ পয়সা হইয়া যায়, তাহা হইলে ভোগোদ্বৃত্ত কমিয়া PVTS-এ দাঁড়াইবে, অর্থাৎ ২ পয়সা (Case 3)।

আবার যদি ক্রেতার চাহিদা-দাম কমিয়া ১২ পয়সায় নামিয়া যায় তাহা হইলে ভোগোদ্বৃত্ত ঋণাত্মক (negative) হইয়া যায় অর্থাৎ উদ্বৃত্তের পরিবর্তে ঘাটতি হয় এবং ক্রেতা লোকসান হইয়াছে বলিয়া মনে করে (Case 4)। এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে বাজার দাম অপরিবর্তিত থাকিলে, ব্যক্তিগত চাহিদা দাম-এর (individual demand price) তারতম্য ঘটিলে ভোগকারীর উদ্বৃত্তেরও তারতম্য ঘটিবে।

চাহিদা দাম ঠিক থাকিলে বাজার দামের তারতম্যে ভোগোদ্বৃত্তের তারতম্য হইবে

অপরক্ষেত্রে, এরূপ যদি হয় যে ব্যক্তিগত চাহিদা দাম অপরিবর্তিত রহিয়াছে কিন্তু বাজার দামে তারতম্য ঘটিতেছে তাহা হইলেও আবার ভোগকারীর উদ্বৃত্তে পরিবর্তন ঘটিবে। বাজার দামের সহিত ভোগকারীর উদ্বৃত্তের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন না ঘটিলে সহসা ক্রেতার পক্ষে একই বস্তুর চাহিদা দামে সহসা পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যোগান ও চাহিদার অস্থায়ী ভারসাম্যের দ্বারা বাজার দাম নির্ধারিত হয়; এই ভারসাম্য বিনষ্ট হইলেই বাজার দামের পরিবর্তন হয়। ব্যক্তির চাহিদা দাম যদি একই থাকে, তাহা হইলে বাজার-দামে পরিবর্তন হইলেই ভোগাদ্বৃত্ত বাড়িয়া যাইবে বা কমিয়া যাইবে।

ধরা যাক, বাজারে দৈনিক ১৬ লক্ষ কমলালেবুর যোগান এবং ১৬ লক্ষ কমলালেবুর চাহিদা। ১৪ পয়সা দামে চাহিদা ও যোগানে ভারসাম্য সৃষ্টি হইয়াছে। ধরা যাক্, একজন ক্রেতা নিয়মিতভাবে কমলালেবু খায় এবং তাহার চাহিদা-দাম (অর্থাৎ নিছক তাহার নিকট কমলালেবুর প্রয়োজনীয়তা হিসাব করিয়া যে দাম সে দিতে প্রস্তুত থাকে) হইল একটি কমলালেবুর জন্য ২২ পয়সা। ১৪ পয়সা বাজার দামেই একটি কমলালেবু পাইতেছে বলিয়া তাহার ভোগোদ্বৃত্ত হইল ৮ পয়সা।

Price = P হইলে C. S. = PQRT

৮নং রেখাচিত্রটিতে T বিন্দুতে DD (চাহিদা রেখা) এবং SS (যোগান রেখা) পরস্পরকে কাটিয়াছে বলিয়া উহা চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দু। সুতরাং ঐ সমতার বিন্দুতে স্থিরীকৃত দামে ক্রেতা কমলালেবু কিনিতেছে এবং PQRT আয়ত ক্ষেত্রটির সমান ভোগোদ্বৃত্ত পাইতেছে।

ধরা যাক, বাজারে কমলালেবুর চাহিদা সহসা কমিয়া গিয়াছে। নূতন চাহিদা রেখা (D^1D^1) পুরাতন চাহিদা রেখার (DD) নিচে নামিয়া

আসিল। কিন্তু যোগান রেখা (SS) ঠিক পূর্বের মতই থাকিয়া গেল। এখন নূতন চাহিদা রেখা (D^1D^1) পুরাতন যোগান রেখাকে (SS) নূতন M বিন্দুতে অতিক্রম করিল। M বিন্দুতে বাজারে যোগান ও চাহিদার নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইল এবং বাজার দাম হইল OP^1—অর্থাৎ ১১ পয়সা। সুতরাং OQ হইতে OP^1 বাদ দিলে যাহা থাকে (২২—১১) উহা, অর্থাৎ ১১ পয়সা ভোগোদ্বৃত্ত হইল। PQRT (৮ পয়সার) উপরে বাড়তি ভোগোদ্বৃত্ত হইল $PTNP^1$ (৩ পয়সা)। মোট ভোগোদ্বৃত্ত হইল $PQRT + PTNP^1$; অর্থাৎ P^1QRN (=১১ পয়সা)।

Price = P^1 হইলে C. S. = P^1QRN

ধরা যাক, বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে। বাজারে কমলালেবুর চাহিদা সহসা বাড়িয়া গিয়াছে। নূতন চাহিদা রেখা (D^2D^2) যোগান রেখাকে (SS) M^1 (২২ লক্ষ) বিন্দুতে অতিক্রম করিল। ইহাতে দাম বাড়িয়া OP^2 (১৯ পয়সা) হইল। বাজার দাম বৃদ্ধি পাইবার দরুণ ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত এক্ষণে কমিয়া গেল। OP (১৪ পয়সা) দামে তাহার ভোগোদ্বৃত্ত ছিল (চাহিদা দাম OQ=২২ পয়সা) PQRT (৮ পয়সা)। এক্ষণে ঐ PQRT হইতে PP^2VT (৫ পয়সা) বাদ যাইবে ; থাকিবে শুধু P^2QRV—অর্থাৎ ৩ টাকা। চাহিদা দাম অপরিবর্তিত থাকিলে বাজার দাম বাড়িয়া যাইবার দরুন ভোগোদ্বৃত্ত কমিয়া গেল। চাহিদা (D^2D^2) যদি আরও বাড়িয়া (M^2) দাম Q-তে অর্থাৎ ২২ পয়সায় আনিয়া দেয় তাহা হইলে ভোগোদ্বৃত্ত তিরোহিত হয়।

Price = P^2 হইলে C. S. = P^2QRV

সুতরাং দেখা যাইতেছে, একদিকে মোট যোগান ও চাহিদার দ্বারা স্থিরীকৃত বাজার দাম এবং অপর দিকে একজন ক্রেতার চাহিদা দাম—এই দুইটির যে কোনটির পরিবর্তন হইলে ভোগকারীর উদ্বৃত্তও পরিবর্তিত হইবে। একই সঙ্গে দুইটিই পরিবর্তন হইতে পারে—সেক্ষেত্রেও এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়িবে অথবা কমিবে। যদি দুইটি ঠিক একই দিকে একই অনুপাতে পরিবর্তন হয় যথা চাহিদা দামও যতটাকা বাড়িল (বা কমিল) বাজার দামও তত টাকাই বাড়িল (বা কমিল) তাহা হইলে উভয়ের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও ভোগকারীর উদ্বৃত্ত একই থাকিয়া যাইবে।

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত সম্পর্কে ধারণার গুরুত্ব—Importance of the Concept of the Consumer's Surplus

বাস্তব জীবনে ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণাটির গুরুত্ব নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে :

অর্থ নৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা

প্রথমতঃ, ভোগকারীর উদ্বৃত্তের যদি একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারা যায় তাহা হইলে দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যাইতে পারে। দেশের মধ্যে নানাপ্রকারের সম্পদ কি পরিমাণে বা মূল্যের উৎপাদিত হইয়া থাকে সাধারণতঃ তাহার ভিত্তিতেই—অর্থাৎ নীট জাতীয় আয়-এর ভিত্তিতেই—দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিচার করা হইয়া থাকে। কিন্তু নানাপ্রকারের এবং বহু মূল্যের সামগ্রী নিছক উৎপাদন করাই বড় কথা নহে, আসল কথা হইল ভোগকারী রূপে সাধারণ লোক কতখানি বাড়তি সন্তুষ্টি পায়। এই বাড়তি সন্তুস্টি সাধারণ লোকে যত বেশী পরিমাণে পায় তত পার্থিব জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাহারা বেশী করিয়া লাভ করে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি উহার দ্বারাই বিচার করে।

সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পার্থক্য প্রদর্শন

দ্বিতীয়তঃ, দুইটি দেশের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তির জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগের অবকাশে কতখানি পার্থক্য আছে ভোগোদ্বৃত্তের তুলনার দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। দুইটি দেশে জনসাধারণের জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কতখানি পার্থক্য আছে—কোন্‌টি বেশী এবং কোন্‌টি কম সুবিধাজনক—ভোগোদ্বৃত্ত তাহা দেখাইয়া দেয়। একটি দেশের একজন সাধারণ লোক অপর একটি দেশের সাধারণ লোকের তুলনায় যদি বেশী করিয়া ভোগোদ্বৃত্ত পায় তাহা হইলে প্রথম দেশটির অর্থনৈতিক জীবন যে দ্বিতীয় দেশটির অপেক্ষা উন্নততর তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে

তৃতীয়তঃ, ভোগোদ্বৃত্ত হইল বাড়তি বা অনর্জিত সুবিধা। এই অনর্জিত সুবিধার উপর কর বসাইয়া সরকার নিশ্চিতভাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারেন। যে সামগ্রীর ভোগকার্য হইতে সব থেকে বেশী ভোগোদ্বৃত্ত পাওয়া যায় সেই সামগ্রীর উপর বেশী করিয়া কর আরোপ করিলে কর সংগ্রহ হইবে অথচ কর প্রদাতার ক্ষতি হইবে কম।

চতুর্থতঃ, দেশের বহির্বাণিজ্যের কোন্‌দিকে কিরূপ পরিবর্তন হওয়া উচিত এবং বহির্বাণিজ্য হইতে ব্যক্তি ও সমাজ কতখানি লাভবান হইতেছে তাহা নির্ধারণে ভোগোদ্বৃত্ত ধারণাটি প্রয়োজনীয়। যে সকল বস্তু দেশের মধ্যে উৎপাদন করিতে গেলে অনেক খরচ পড়িয়া যায়; সেই সকল বস্তু সস্তায় বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া লইলে ভোগোদ্বৃত্ত বাড়ে। বিভিন্ন আমদানী সামগ্রার ক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্ত অবশ্য বিভিন্ন হইবে, কারণ কতখানি নিজেদের সামগ্রী বহির্দেশে দিয়া বাহিরের কতখানি সামগ্রী পাওয়া যায় তাহার উপর, অর্থাৎ বাণিজ্য শর্তের (terms of trade) উপর নির্ভর করিবে।

বহির্বাণিজ্যের লাভ হিসাব করা

পঞ্চমতঃ, একচেটিয়াকারবারা তাহার পণ্যের দাম স্থির করিবার সময়ে ভোগকারীগণ উহা হইতে কতখানি উদ্বৃত্ত পাইতে পারে মনে মনে তাহার হিসাব করিয়া লয়। যে সামগ্রী হইতে বেশী উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইতে পারে সে সামগ্রীর বেশী দাম এবং যে সামগ্রী হইতে কম উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে সে সামগ্রীর কম দাম ধার্য করা হয়।

একচেটিয়া কারবারে দাম নির্ধারণ

ষষ্ঠতঃ, অপেক্ষাকৃত কম দামী এবং সহজলভ্য সামগ্রীও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কতখানি প্রয়োজনীয় তাহা ভোগোদ্বৃত্ত হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই সকল বস্তু সহজে না পাইলে উহাদের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিতে রাজী হইতাম তাহা ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হইতে বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং এই উদ্বৃত্ত দৈনন্দিন জীবনে এই সকল বস্তুর গুরুত্ব দেখাইয়া দেয়।

সামগ্রীর আসল প্রয়োজনীয়তা দেখায়

ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের সমালোচনা—Criticism of the concept of Consumer's Surplus.

কোন কোন অর্থনীতিবিদ ভোগোদ্বৃত্তের ধারণাটির একাধিক বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, আবার উহার সমর্থকগণ এই সকল সমালোচনার উত্তরও দিয়াছেন। এই সমালোচনা ও উহাদের উত্তর ভোগোদ্বৃত্ত সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হইতে যে চিন্তা করা হইয়াছে তাহার একটি ধারণা আমাদিগকে দিতে পারে।

(১) সাধারণ ব্যবহার্য সামগ্রী-সমষ্টি হইতে সমগ্রভাবে সমাজ কতখানি ভোগোদ্বৃত্ত পায়, অথবা কোন একটি বিশেষ সামগ্রী হইতে সমাজ কতখানি

ভোগোদ্বৃত্ত পায় তাহা হিসাব করিতে না পারিলে ভোগোদ্বৃত্তের তত্ত্বটির কোন বাস্তব গুরুত্ব নাই। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের সামগ্রী-সমষ্টি হইতে অথবা বিশেষ একটি সামগ্রী হইতে সমাজ কতখানি উদ্বৃত্ত পায় তাহা হিসাব করা অত্যন্ত দুরূহ, প্রায় অসম্ভব। ব্যক্তিদিগকে লইয়াই সমাজ; বিভিন্ন ব্যক্তির আর্থিক ক্ষমতায়, পছন্দে এবং ভোগের আগ্রহে বহু পার্থক্য থাকে। সেক্ষেত্রে মোট বা গড় ভোগোদ্বৃত্ত কত তাহার হিসাব করা সম্ভব হয় না।

সমগ্রভাবে সমাজের দ্বারা পাওয়া ভোগোদ্বৃত্ত হিসাব করা যায় না

এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয় যে বিভিন্ন লোকের আর্থিক ক্ষমতায় বা পছন্দে পার্থক্য থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে উহারা কাটাকুটি হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে সমগ্র সমাজের একটা গড় ভোগোদ্বৃত্তের সন্ধান করা কিছু অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ পক্ষে, ব্যক্তিগত চাহিদার বৈশিষ্ট্যের ও ব্যতিক্রমের কাটাকুটি হইয়া যায়। এইরূপ অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই "বাজার চাহিদা-তালিকা" (Market demand schedule) রচিত হয়; বাজার চাহিদা তালিকা হইতে সমষ্টিগত চাহিদার পরিমাণ ও উগ্রতা বুঝিতে পারা যায়।

উত্তর: পরস্পরের মধ্যে কাটাকুটি

(২) একটি নির্দিষ্ট সামগ্রী ভোগ করিয়া ভোগকারী কতখানি উদ্বৃত্ত পাইবে উহা তাহার মানসিক অনুভূতির উপর নির্ভর করে। কোন অভাবের তৃপ্তি ঘটানো বস্তুতান্ত্রিক কার্য কিন্তু তৃপ্তির অনুভূতি শুধু শারীরিক নহে, মানসিকও। সামগ্রীর দাম দেওয়া, অর্থাৎ টাকা হস্তান্তরিত করা, বস্তুতান্ত্রিক কার্য কিন্তু উহার দরুন কতখানি মূল্যবান বস্তু হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা হইতেছে তাহা হিসাব করা মানসিক অনুভূতি। এক্ষেত্রে দামের উপর প্রকৃত সন্তুষ্টি কতখানি বাড়তি হইল তাহার কোন যথাযথ পরিমাপ করা সম্ভব নহে।

অভাব তৃপ্তির পরিমাপ সম্ভব নহে

ইহার উত্তরে বলা হয় যে অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রেই বস্তুতান্ত্রিক কার্যের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া নিহিত থাকে। তাই বলিয়া বস্তুতান্ত্রিক কার্যের পরিমাপ হইতে বিরত থাকা যায় না। সেক্ষেত্রে অর্থনীতির সকল তত্ত্বই নাকচ করিতে হয়।

উত্তর: সব বিষয়েই মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া জড়িত

(৩) "মোট প্রয়োজনীয়তা" এবং "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার" মধ্যে

পার্থক্য হিসাব করিয়াই ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করা হয়। সামগ্রীর দাম প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার সমান হয়; সুতরাং একটি সামগ্রীর যতগুলি একক কেনা হইল ঐ সংখ্যার দ্বারা প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা গুণ করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহাকে মোট প্রয়োজনীয়তা হইতে বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই ভোগকারীর উদ্বৃত্ত। সমালোচকরা বলেন যে এইভাবে হিসাব করিয়া ভোগোদ্বৃত্ত বাহির করা সম্ভব নহে। কারণ একজন ব্যক্তি যখন একই সামগ্রী ক্রমশ: বেশী করিয়া কিনিতে থাকে, তখন শুধুই যে পরবর্তী মাত্রাগুলির প্রয়োজনীয়তা কমিতে থাকে তাহাই নহে, পরবর্তী মাত্রাটি পাইলে পূর্ববর্তী মাত্রাটির প্রয়োজনীয়তাও কমিয়া যায়। যদি ক্রেতা চারখানি বস্ত্র কিনে, তাহা হইলে ২য় বস্ত্রটি যখন সে পাইল তখন প্রথম বস্ত্রটি তাহার নিকট যতটা প্রয়োজনীয় ছিল ততটা আর থাকিবে না, ৩য়টি যখন পাইবে তখন ২য়টি যতটা প্রয়োজনীয় ছিল ততটা আর থাকিবে না, ১মটির প্রয়োজনীয়তা তো আরও কমিবে; অনুরূপ ভাবে ৪র্থ বস্ত্রটি যখন পাইবে তখন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—প্রত্যেকটি বস্ত্রেরই প্রয়োজনীয়তা তাহার নিকট কমিয়া যাইবে, শুধুমাত্র ৪র্থ বস্ত্রটিরই নহে। সুতরাং শুধুমাত্র প্রান্তিক এককটির প্রয়োজনীয়তাই কমে না, প্রান্তোর্ধ্ব এককগুলির প্রয়োজনীয়তাও কমিয়া যায়: সেক্ষেত্রে প্রান্তোর্ধ্ব এককগুলির প্রয়োজনীয়তা অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া ভোগোদ্বৃত্ত হিসাব করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

পরবর্তী মাত্রা পাইলে পূর্ববর্তী মাত্রাটির প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায় : সুতরাং ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ ভুল

এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয় যে পূর্বেকার এককগুলির প্রতিটির যে প্রয়োজনীয়তা কমে উহা হইল পূর্বেকার এককগুলির গড় প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু ইহাতে কিছুই আসে যায় না; যে চাহিদা তালিকার (demand schedule) উপর ভোগোদ্বৃত্ত নির্ভর করে উহার মূলকথা হইল বাড়তি একক হইতে পাওয়া বাড়তি প্রয়োজনীয়তার হ্রাস। এই হ্রাস ঘটিবে না এরূপ কোন যুক্তি দেওয়া হয় নাই।

উত্তর : বাড়তি একক হইতে বাড়তি প্রয়োজনীয়তার হ্রাস আসল কথা

(৪) চাহিদার রেখা (২নং রেখাচিত্র) ঠিক যে বিন্দুতে শুরু হইল ঠিক সেই বিন্দুতে কত চাহিদা দাম ছিল, সর্বপ্রথম এককটির জন্য ক্রেতা কত দাম দিতে প্রস্তুত থাকে, তাহার হিসাব করা সম্ভব হয় না। একজন লোকের

নিকট একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী যখন ফুরাইয়া যায়, এক এককও তাহার যদি না থাকে, তাহা হইলে সে এক এককের জন্য কত দাম দিতে প্রস্তুত থাকে তাহার যথার্থ পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। যে জুতা পরিতে অভ্যস্ত কিন্তু একজোড়া জুতাও যাহার পরিবার মত নাই সে প্রথম একজোড়া জুতার জন্য কতদাম দিতে প্রস্তুত হইবে তাহার যথার্থ কোন পরিমাপ থাকিতে পারে না ; তাহার নিকট ১ম জোড়া জুতার এবং দ্বিতীয় জোড়া জুতার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে কতখানি ফাঁক আছে তাহার সঠিক হিসাব সম্ভব নহে।

বাড়ন্ত সামগ্রীর অফুরন্ত চাহিদা

এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয় যে একটি বস্তুর প্রথম এককটির জন্য বা একাধিক একক কিনিলে পূর্বেকার এককটির জন্য ক্রেতা কত দাম দিতে প্রস্তুত থাকিত তাহা অপরিমেয় হইতে পারে না। এক-জোড়া জুতাও না থাকিলে প্রথম একজোড়া জুতার জন্য ক্রেতা কত দাম দিতে প্রস্তুত হইতে পারে তাহার হিসাব অসম্ভব নহে। আমি সারাজীবন জুতা পরিতে অভ্যস্ত হইলেও (ধরা যাক সকল জুতা একসঙ্গে চুরি হইয়া গিয়াছে) ১ম একজোড়া জুতার দাম দোকানদার ৫ হাজার টাকা চাহিলে তো এক-জোড়া জুতা কিনিব না। যতক্ষণ না উহা আমার আয়ত্তের মধ্যে আসে, অর্থাৎ আমার চাহিদা দামের মধ্যে আসে, ততক্ষণ উহা কিনিব না। সুতরাং চাহিদা রেখার প্রথম বিন্দু যে অনির্দিষ্ট ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

উত্তর : ১ম এককটিকেও আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে আসিতে হইবে

(৫) একটি সামগ্রীর ভোগোদ্বৃত্ত শুধু আমি কতখানি কিনিলাম তাহার উপরেই নহে, বাজারে উহার কতখানি ষ্টক আছে তাহার উপরেও নির্ভর করে। যদি বুঝি বাজারে একটি সামগ্রীর যথেষ্ট পরিমাণে ষ্টক আছে এবং যখন খুশী উহা আমি কিনিতে পারি তাহা হইলে উহার এক এককের জন্য চাহিদা দাম কম হইবে, সুতরাং উহা হইতে ভোগোদ্বৃত্ত কম হইবে বলা চলে। অপর পক্ষে যদি ঐ সামগ্রীটির ষ্টক বেশী নাই বলিয়া জানিতে পারি তাহা হইলে উহার এক এককের চাহিদা অনেক বেশী বাড়িয়া যাইবে। সেক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্তও অনেক বেশী হইবে। ভোগোদ্বৃত্তের-তত্ত্ব কিন্তু ষ্টক্-এর এই গুরুত্ব সম্পর্কে নির্বাক।

চাহিদা-দাম মজুদ মালের উপর নির্ভরশীল

ইহার প্রত্যুত্তরে বলা হয় যে সাধারণ কেনাকাটার কার্যে একজন লোক

বাজারে একটি সামগ্রীর ষ্টক কতখানি আছে তাহার খোঁজখবর করিয়া কিনিতে অগ্রসর হয় না। প্রতি- যোগিতারবাজারে বিক্রেতা বহু এবং ষ্টক অনেক, ইহাইধরিয়া লওয়া হয়। একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে ষ্টক সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে কিন্তু ষ্টক-এর খবর ক্রেতার কাছে পৌঁছায় না।

উত্তর : সাধারণ কেনা-কাটায় ষ্টক-এর খোঁজ খবর করা হয় না

(৬) সমালোচকগণ বলেন, নিত্যব্যবহার্য বা অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুর কতখানি ভোগোদ্বৃত্ত হইতে পারে তাহার কোনরূপ পরিমাপ করাও সম্ভব নহে। ক'দিন না খাইয়া থাকিলে একথালা ভাতের জন্য এবং তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণের পূর্বে এক গেলাস জলের জন্য মানুষ যথাসর্বস্ব দিয়া দিতে পারে। ইহাদের ভোগোদ্বৃত্ত হিসাবের জন্য যে চাহিদা দাম আমরা কল্পনা করি উহার কোন সার্থকতা নাই।

অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ হয় না

ইহার উত্তরে বলা যায় যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মানুষ সব কিছুই দিতে পারে কিন্তু ইহা তাঁহার নিত্যকার জীবনের সাধারণ রূপ নহে। জীবন ধারণের অন্ন এবং পিপাসার জল কমবেশী পাওয়া যাইবে ধরিয়া লইয়াই অর্থনৈতিক আলোচনা করা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া অর্থনীতিবিদ প্যাটেন "কষ্ট অর্থনীতি" (Pain Economy) and "সুখ অর্থনীতি" (Pleasure Economy)—এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য বিধানের প্রস্তাব করিয়াছেন। কষ্ট-অর্থনীতি বলিতে বুঝায় সেই সকল সামগ্রীর উৎপাদন ও ভোগ যেগুলির দ্বারা শারীরিক কষ্ট দূরীভূত করা হয় মাত্র ; যথা ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ, আশ্রয় সন্ধান ইত্যাদি। "সুখ অর্থনীতি" বলিতে বুঝায় সেই সকল সামগ্রী উৎপাদন ও ভোগ যেগুলি হইতে সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভোগো-দ্বৃত্ত পরিমাপ করিবার কোনই অসুবিধা নাই।

উত্তর : চরম পরিস্থিতি মুখ্য আলোচ্য নহে

(৭) চাহিদা-দাম যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে বাজার দাম বাড়িলে ভোগোদ্বৃত্ত কমে এবং বাজার দাম কমিলে ভোগোদ্বৃত্ত বাড়ে। কিন্তু দামী বিলাস-সামগ্রীর দাম কমিয়া গিয়া সাধারণ লোকের আয়ত্তের মধ্যে আসিলে উহার আভিজাত্য নষ্ট হইয়া যায় এবং বিলাসীদিগের নিকট উহার ভোগোদ্বৃত্ত কমিয়া যায়।

বিলাস সামগ্রীর দাম কমিলে

এক্ষেত্রে বলা যায় যে ভোগোদ্বৃত্ত হইল চাহিদা দাম ও বাজার দামের মধ্যে পার্থক্য। দরিদ্ররা ব্যবহার করে বলিয়া বিলাসীরা যদি কোন একটি বস্তুর চাহিদা কমাইয়া দেয় তাহা হইলে তাহাদের ঐ সামগ্রীর চাহিদা দাম কমিয়া গেল। ঐ চাহিদা দাম কমিবার দরুন ভোগোদ্বৃত্ত কমিবে। ইহাতে ভোগোদ্বৃত্তের তত্ত্বের কোনই ব্যতিক্রম হইল না।

উত্তর : চাহিদা দাম কমিল মাত্র

(৮) বদ্‌লা-সামগ্রীর (substitutes) উপস্থিতির দরুন কোন একটি বিশেষ বস্তু হইতে কতখানি ভোগোদ্বৃত্ত পাইতে পারি তাহার যথাযথ হিসাব করা সম্ভব হয় না। গুড় না থাকিলে আমরা এক কিলোগ্রাম চিনির জন্য কতদাম দিতে প্রস্তুত হইব তাহা গুড় থাকা কালে সঠিক হিসাব হইবে না। এক্ষেত্রে ভোগকারীর উদ্বৃত্তের মধ্যে অনেক অনিশ্চয়তা রহিয়াছে।

বদ্‌লা বস্তুর অস্তিত্ব

ইহার উত্তরে বলা হয় যে বদ্‌লা-সামগ্রীর অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়াই ভোগোদ্বৃত্ত হিসাব করা হয়। উহাতে ভোগোদ্বৃত্তের ধারণা নিরর্থক হয় না। বদ্‌লা সামগ্রী যখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে তখন চাহিদা দাম বাড়ে এবং ভোগোদ্বৃত্ত বাড়ে—যদি বাজার দাম না বাড়িয়া যায়। তবে সাধারণতঃ বাজার দাম বাড়িয়া গিয়া ভোগোদ্বৃত্ত সমানই থাকিয়া যায়।

উত্তর : চাহিদার দামের উপর ফলাফল আসল কথা

(৯) মুদ্রার (টাকার) হিসাবে ভোগোদ্বৃত্ত হিসাব করা অসুবিধাজনক এবং এই হিসাব ঠিক না হইতে পারে। একটি সামগ্রী কিনিলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাতে অর্থের পরিমাণও কমিয়া যায়। ইহাতে ক্রেতার নিকট মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া যায়; কি পরিমাণে ইহা বাড়িয়া যায় তাহা ঠিক জানিতে না পারিলে ভোগোদ্বৃত্তের কোন হিসাব করা যায় না।

টাকা খরচ করিলে উহার প্রাঃ প্রয়োজনীয়তা বাড়ে

ক্রেতার নিকট মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা যে বাড়িয়া যায় তাহা যে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপের একটি বাস্তব অসুবিধা সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য হিক্‌স্‌ একটি প্রস্তাব দিয়াছেন; উহা হইল যে ভোগকারীর উদ্বৃত্তকে জিনিসের দামের পতনজনিত মুদ্রা-উপার্জনের বৃদ্ধি

উত্তর : হিকস্‌-এর প্রস্তাব

("rise in money income due to a fall in the price of goods") বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ও ক্রয়-সমাপ্তি—Consumer's Surplus and the Closure of Purchase

একজন লোক একটি সামগ্রী যতই বেশী করিয়া কিনিতে থাকে ততই তাহার নিকট উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে থাকে। ক্রেতা সামগ্রীটির দাম প্রদান করে প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, তাহার বেশী নহে। সুতরাং যতই বেশী পরিমাণে কিনিবার দরুন সামগ্রীটির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কমিতে থাকিবে ততই উহার দামও হ্রাস পাইতে থাকিবে। প্রান্তিক এককের প্রয়োজনীয়তার দ্বারাই সামগ্রীর সকল এককগুলির দাম নির্ধারিত হইবে অর্থাৎ প্রান্তিক একটির যেরূপ দাম হইবে; অথচ যে এককগুলি প্রান্তিক এককের উর্ধ্বে সেগুলি হইতে সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে বেশী। সুতরাং প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের সহিত সামগ্রীর দাম হ্রাস পায় এবং ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বাড়ে। (পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮)

প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসে দাম হ্রাস পায়, ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বাড়ে

কিন্তু এইভাবে অধিক ক্রয়ের সহিত প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস-এর দরুন ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বাড়িতে থাকিলেও এই বৃদ্ধি ক্রমাগত ঘটিতে পারে না। এরূপ একটি অবস্থায় ক্রেতা পৌঁছাইতে বাধ্য যেখানে উদ্বৃত্তের বৃদ্ধি থামিয়া যাইবে ; যেখানে আসিয়া উদ্বৃত্তের বৃদ্ধি থামিয়া যাইবে সেখানেই উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে সর্বোচ্চ। উহার পরেও যদি ক্রেতা সামগ্রী কিনিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে ক্রীত সামগ্রীটি হইতে যে সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে উহার ক্রয়ে অর্থব্যয় করিবার দরুন (অর্থাৎ ঐ সামগ্রী অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার দরুন) তাহা অপেক্ষা অতৃপ্তি বেশী হইবে। সুতরাং ঠিক যে সীমানায় আসিয়া ক্রেতা মনে করিবে যে উহার পর কিনিলে তৃপ্তি অপেক্ষা অতৃপ্তি হইবে বেশী, ঠিক সেই স্থানে ক্রেতা সামগ্রীটির ক্রয় থামাইয়া দিবে। ঐ সীমা হইল ঠিক সেই সীমা যেস্থানে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হইল সর্বোচ্চ।

তৃপ্তি অতৃপ্তির ভার-সাম্যের বিন্দু

স্থিতিস্থাপকতা

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—Elasticity of Demand

চাহিদা-তালিকা হইতে যে চাহিদার নিয়ম (Law of Demand) বাহির করা হয় উহার তাৎপর্য হইল যে দামের পরিবর্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্তন ঘটে ; অর্থাৎ দামের পরিবর্তনে চাহিদা সাড়া দিয়া থাকে। তবে দাম যে দিকে পরিবর্তিত হয় চাহিদার পরিবর্তন হয় উহার বিপরীত দিকে।

চাহিদার নিয়ম দাম ও চাহিদার মধ্যে এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, দামের কতখানি পরিবর্তনে চাহিদা কতখানি পরিবর্তিত হয়। দামের একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তনের দরুন চাহিদার কতখানি পরিবর্তন হয় ইহার বিশ্লেষণও অর্থনৈতিক আলোচনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ; ইহার দ্বারা বুঝা যায় একটি বিশেষ বস্তুর চাহিদা কতখানি সঙ্কুচিত প্রসারিত হইতে পারে। একটি রবারের ফিতা একটু টানিলেই প্রসারিত হইবে এবং টান কমাইলে সঙ্কুচিত হইবে। চাহিদা যেন ঐরূপ রবারের ফিতা এবং দাম হইল উহার টান। কিন্তু কোন কোন রবারের ফিতা সহজেই টানের প্রতি সাড়া দেয়, একটু টানিলেই উহা অনেকখানি প্রসারিত হয়। কোন কোনটি হয়তো টানের প্রতি সাড়া দেয় কম, অর্থাৎ টানের দরুন প্রসারিত হয় কম। সামগ্রীর চাহিদার ক্ষেত্রেও ঐরূপ আছে। কোন কোন সামগ্রীর চাহিদা দামের একটু পরিবর্তনের দরুন অপেক্ষাকৃত বেশী পরিবর্তিত হইয়া যায়, কোন কোন সামগ্রীর চাহিদা দামের পরিবর্তনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কমই পরিবর্তিত হয়। দামের কিছুটা পরিবর্তন হইলে উহার দরুণ চাহিদার যতখানি পরিবর্তন হয়, উহা হইল চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতা বা স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of demand)। সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে বুঝায় দামের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তনের দরুণ চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ। মার্শাল বলিয়াছেন, "দামের নির্দিষ্ট হ্রাসের দরুন চাহিদার পরিমাণ বেশী বাড়ে কি কম বাড়ে এবং দামের নির্দিষ্ট বৃদ্ধির দরুণ চাহিদার পরিমাণ বেশী কমিয়া যায় কি কমই কমিয়া যায়, তদনুযায়ী বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (বা সাড়া দিবার ক্ষমতা) বেশী হইতে

দামের একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তনের দরুন চাহিদার কতখানি পরিবর্তন হয়

৮নং রেখাচিত্র

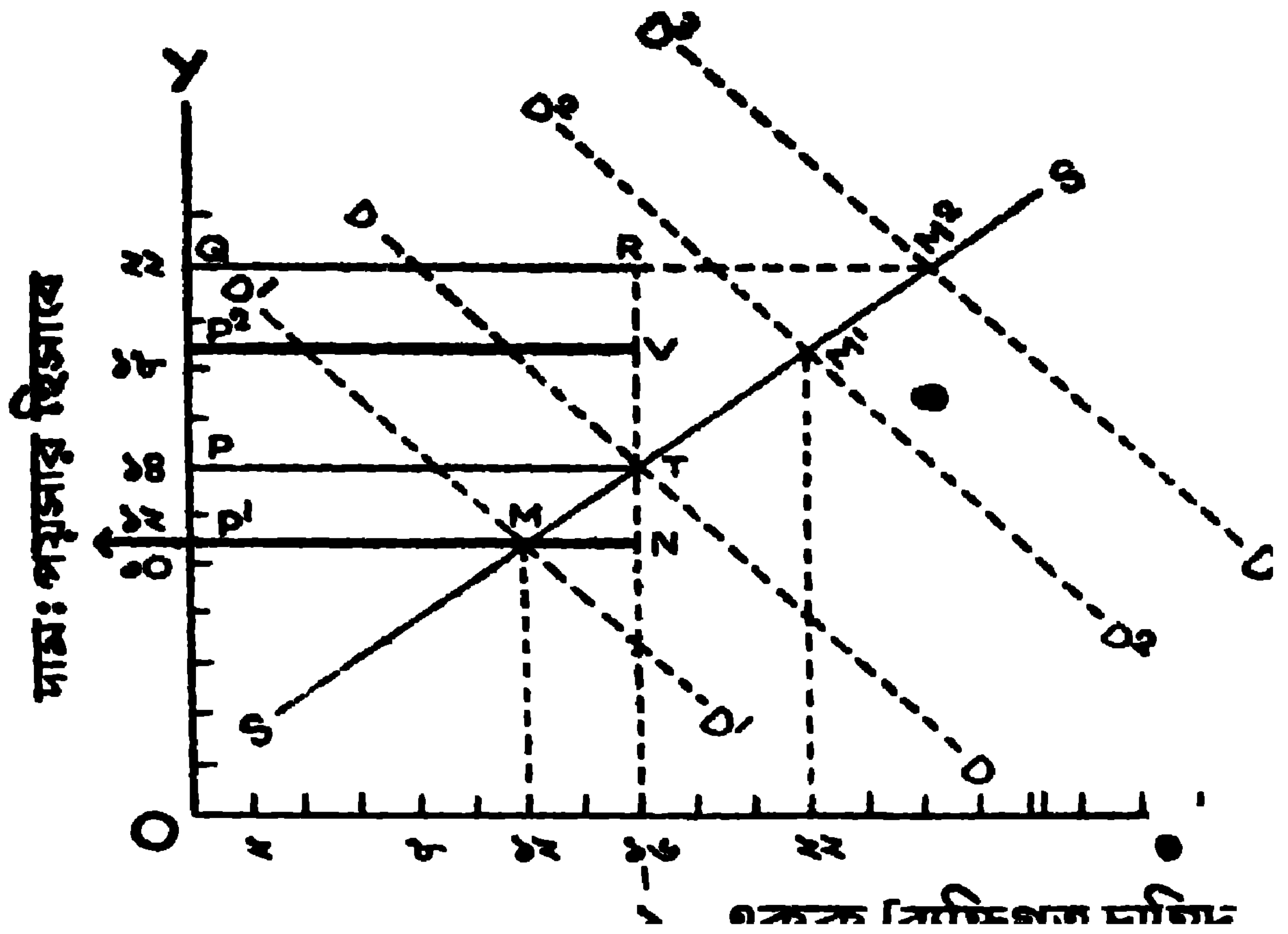

৯নং রেখাচিত্র

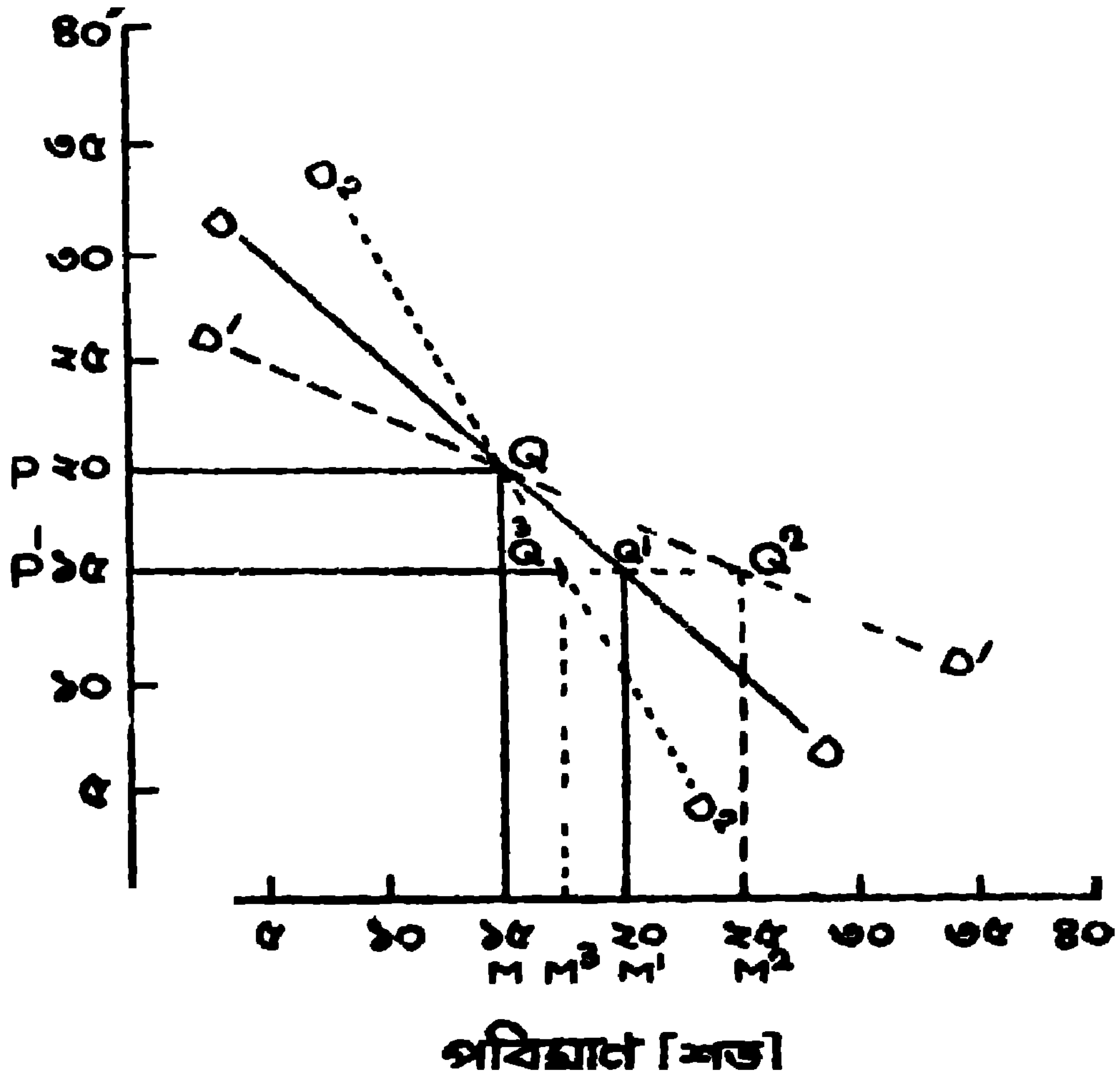

পারে বা কম হইতে পারে। ["The elasticity (or responsiveness) of demand in a market is great or small according as the amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price"]

দামের একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন হইলে, চাহিদার পরিবর্তন যদি কমই হয় তাহা হইলে ঐ চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক (inelastic demand) বলা হয়। অপর পক্ষে দামের একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তন যদি বেশী হয় তাহা হইলে ঐ চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক (elastic demand) বলা হয়। আবার দামের নির্দিষ্ট পরিবর্তনে চাহিদার যদি এরূপ পরিবর্তন ঘটে যাহাকে কমও বলা চলে না, বেশীও বলা চলে না, তাহা হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইবে সমহার বিশিষ্ট (unit elasticity or elasticity of demand is unity)।

স্থিতিস্থাপকতা কিভাবে পরিমাপ করা যায়?—How can Elasticity be Measured ?

কোন্ চাহিদা স্থিতিস্থাপক এবং কোন্ চাহিদা স্থিতিস্থাপক নহে, তাহা কিভাবে বাস্তবে পরিমাপ করা যায় সে সম্পর্কেও অর্থনীতিবিদগণ চিন্তা করিয়াছেন। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিবার মোটামুটি দুইটি পদ্ধতি স্থির হইয়াছে ; একটি হইল, শতকরা পরিবর্তনের হিসাব (percentage method). অপরটি হইল মোট ব্যয়ের হিসাব (outlay method)।

দাম ও চাহিদার পরিবর্তনের শতকরা হার হিসাব

শতকরা হারের হিসাবে, একদিকে দামের শতকরা পরিবর্তন অপরদিকে চাহিদার শতকরা পরিবর্তন হিসাব করা হয়। দাম শতকরা যে হারে পরিবর্তন হইয়াছে চাহিদা শতকরা ঠিক সেই হারেই যদি পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একক গুণযুক্ত (unit clasticity),—অর্থাৎ চাহিদা স্থিতিস্থাপকও নহে, অস্থিতিস্থাপকও নহে, উহা ঠিক মাঝামাঝি। ইহার উপরে হইলে স্থিতিস্থাপক চাহিদা এবং নিচে হইলে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা। অর্থাৎ, দাম শতকরা যে হারে পরিবর্তন হইয়াছে চাহিদার পরিবর্তনের শতকরা হার যদি তাহা অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক ; এবং দাম শতকরা যে হারে পরিবর্তন হইয়াছে

চাহিদার পরিবর্তনের শতকরা হার যদি তাহা অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

ধরা যাক, একটি কলমের দাম যখন ১২ টাকা ছিল তখন উহার চাহিদা ছিল মাসে ১০০০টি কলম। উহার দাম যখন ২৫ শতাংশ কমিয়া ৯ টাকায় পরিণত হইল তখন চাহিদা মাসে ১০০০ কলম হইতে বাড়িয়া ১২৫০টিতে দাঁড়াইল, অর্থাৎ চাহিদাও ঠিক ২৫ শতাংশ বাড়িল। ইহা একক গুণযুক্ত স্থিতিস্থাপকতার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এরূপ যদি হয় যে উহার দাম ১২ টাকা হইতে ৯ টাকায় নামিলে চাহিদা ১০০০ হইতে বাড়িয়া ১৩০০তে উঠিল, তাহা হইলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কারণ, দামের পরিবর্তন হইয়াছে শতকরা ২৫ শতাংশ কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন হইয়াছে শতকরা ৩০ ভাগ; চাহিদার পরিবর্তন অপেক্ষা দামের পরিবর্তনের শতকরা হার বেশী। অপর পক্ষে এরূপ যদি হয় যে কলমটির দাম শতকরা ২৫ ভাগ কমিলে উহার চাহিদা ১০০০ হইতে ১২০০ কলমে উঠিল—অর্থাৎ দামের পরিবর্তন ২৫ শতাংশ কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন ২০ শতাংশ—তাহা হইলে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

দামের শতকরা পরিবর্তনের সহিত চাহিদার শতকরা পরিবর্তন সমান, না, অসমান

এই বিষয়টিকে সংখ্যাগত রেশিওর দ্বারা এইভাবে ব্যক্ত করা চলে:

$$E=\frac{\text{Percentage change in Demand}}{\text{Percentage change in Price}}$$

ভাগফল যদি ঠিক ১ হয় তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতা এককগুণযুক্ত—ভাগফল ১-এর বেশী হইলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক, ১-এর কম হইলে অস্থিতিস্থাপক।

(১) $E=\frac{25\%\text{ change in D}}{25\%\text{ change in P}}=1$ (১-এর সমান)

=এককস্থিতিস্থাপকতাযুক্ত

(২) $E=\frac{30\%\text{ change in D}}{25\%\text{ change in P}}=1\frac{1}{5}$ (১-এর বেশী)=স্থিতিস্থাপক

(৩) $E=\frac{20\%\text{ change in D}}{25\%\text{ change in P}}=\frac{4}{5}$ (১-এর কম)=অস্থিতিস্থাপক

মোট ব্যয়ের হিসাব :

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি সামগ্রীর বিভিন্ন দামে উহার মোট ক্রয়ে কতটাকা ব্যয় (outlay) করা হইতেছে—অর্থাৎ ঐ সামগ্রী বিক্রয় করিয়া বিক্রেতাগণ কতটাকা পাইতেছে তাহার হিসাব করিয়াও অর্থনীতিবিদগণ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হিসাব করিয়া থাকেন। দাম কমিলে মোট ব্যয় যদি অপরিবর্তিত থাকিয়া যায় তাহা হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একক গুণযুক্ত (unit elasticity)। এই মোট ব্যয় যদি বাড়িয়া যায় তাহা হইলে চাহিদা স্থিতিস্থাপকরূপে গণ্য এবং মোট ব্যয় যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে চাহিদা অস্থিতিস্থাপকরূপে গণ্য। ধরা যাক ২০ টাকা দামে সপ্তাহে ১,৫০০ কলম বিক্রয় হয়। উহার দাম কমিয়া ১৫ টাকা হইলে দেখা গেল উহার চাহিদা সপ্তাহে ২০০০ টি-তে দাঁড়াইল। ২০ টাকা দামে ১৫০০ কলম যখন বিক্রয় হইত তখন ক্রেতা সাধারণের মোট-অর্থ ব্যয় হইত ৩০,০০০ টাকা ; কিন্তু ১৫ টাকা দামে যখন চাহিদা বাড়িয়া ২০০০টিতে দাঁড়াইল তখনও মোট অর্থব্যয় হইল ৩০.০০০ টাকা। এ ক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক নহে। উহা হইল একক।

দামের হ্রাস-এর সহিত মোট ব্যয় বাড়িল, না, কমিল

৯নং রেখা চিত্রটিতে দেখানো হইতেছে যে কলমের OP দামে (২০ টাকায়) মোট বিক্রয়ের পরিমাণ O M এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থের মোট পরিমাণ OP×OM (১,৫০০×২০) অর্থাৎ OPQM (৩০,০০০ টাকা)। কলমের দাম যখন কমিয়া OP^1 হইল তখন চাহিদা বাড়িয়া OM^1 হইল ; এক্ষেত্রে মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থ বা ক্রেতা সাধারণের মোট-ব্যয় হইল $OP^1 \times OM^1$ (২,০০০×১৫) অর্থাৎ $OP^1Q^1M^1$ (৩০, ০০০ টাকা)। উভয় ক্ষেত্রেই মোট ব্যয় (total outlay) একই। জ্যামিতিক পরিমাপে দেখা যাইবে যে দুইটি আয়তক্ষেত্রে OPQM এবং $OP^1Q^1M^1$ পরস্পরের সমান।

মোট ব্যয় একই
Unit elasticity

এইবার কাটা কাটা চাহিদা রেখাটি (D^1D^1) লক্ষ্য করুন। এখানে দেখানো হইতেছে যে দাম যখন OP (২০ টাকা) ছিল তখন চাহিদা ছিল OM কিন্তু দাম যখন OP^1 হইল তখন চাহিদা বাড়িয়া OM^2 অর্থাৎ ২৫০০ কলমে দাড়াইল। সেক্ষেত্রে ক্রেতাদের মোট ব্যয় হইবে $OM_2 \times OP^1$ (২৫০০×১৫) অর্থাৎ $OP^1Q^2M^2$ (৩৭,৫০০ টাকা)। এই

শেষোক্ত আয়তক্ষেত্রটি $OP^1Q^2M^2$ (৩৭,৫০০ টাকা) পূর্বের আয়ত-ক্ষেত্রটির $OP^1Q^1M^1$ (৩০,০০০ টাকা) অপেক্ষা বৃহত্তর। এক্ষেত্রে দাম কমিলে মোট ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া গেল, সুতরাং চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic)।

মোট ব্যয় বেশী
elastic demand

এইবার আরও হেলিয়া যাওয়া চাহিদা রেখাটি (D^3D^3) লক্ষ্য করুন। এখানে দেখানো হইতেছে যে দাম OP-তে থাকাকালে চাহিদা OM ছিল কিন্তু দাম কমিয়া OP^1 হইলে চাহিদা বাড়িয়া OM^3 হইল মাত্র, বাড়তি চাহিদা হইল MM^3 মাত্র, অর্থাৎ ২৫০ টি কলম। ২০ টাকা দামে সেখানে চাহিদা ছিল ১৫০০ টি কলম, সেক্ষেত্রে ১৫ টাকা দামে চাহিদা হইল ১৭৫০টি কলম। সুতরাং ক্রেতাদের মোটব্যয় হইল $OM^3 \times OP^1$ (১৭৫০ × ১৫) = $OP^1Q^3M^3$ (২৫,৭৫০ টাকা) ইহা ৩০,০০০ টাকা অপেক্ষা কম; জ্যামিতিক পরিমাপে OPQM অপেক্ষা $OP^1Q^3M^3$ ক্ষুদ্রতর আয়তক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে দাম কমিলে মোট ব্যয় আরও কমিয়া গেল, সুতরাং চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

মোটব্যয় কম
inelastic demand

অতএব M হইতে M^1 = একক স্থিতিস্থাপকতা

M হইতে M^2 = স্থিতিস্থাপকতা

M হইতে M^3 = অস্থিতিস্থাপকতা

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিসের উপর নির্ভর করে—Factors upon which Elasticity of Demand depends

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 'দাম' নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক সামগ্রীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে দাম যখন বেশী থাকে তখন তাহার একটু পরিবর্তনে চাহিদা বিশেষ ভাবেই সাড়া দেয়—অর্থাৎ চাহিদা তখন সঙ্কোচ প্রসারক্ষম বা স্থিতিস্থাপক। কিন্তু দাম যতই হ্রাস পায় ততই ক্রেতারা উহা বেশী পরিমাণে কিনিতে সক্ষম হয় এবং বেশী করিয়া কেনা তাহাদের পোষায় বলিয়া মনে করে। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যায় যে দাম কমিলে বেশী করিয়া বিক্রয় হওয়া সত্ত্বেও মোট ব্যয় বাড়িল না, বা কমিয়া গেল। ইহার কারণ, দামের হ্রাসের দরুন চাহিদা বাড়িলেও, অর্থাৎ বেশী পরিমাণে বিক্রয় হইলেও, প্রত্যেকটি একক-পিছু কম দাম মোট ব্যয়কে কমাইয়া দেয়। দাম যতই কমিতে থাকে

একটুকিছু কম দাম মোট ব্যয়-এর উপর, অর্থাৎ বিক্রেতাদের মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থের উপর ততই বেশী করিয়া চাপ দিতে থাকে। একটি কলমের দাম যদি ১০০ টাকা হইতে কমিয়া ৯৯ টাকায় দাঁড়ায়, অর্থাৎ দাম শতকরা ১ ভাগ হ্রাস পায়, তাহা হইলে চাহিদা মাত্র শতকরা ১ ভাগের একটু বেশী বাড়িলেই উহাতে মোট ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বেশী হইবে এবং চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে। কিন্তু উহার দাম কমিয়া যখন ৫০ টাকায় দাঁড়ায় তখন চাহিদা দ্বিগুণের বেশী বাড়িলে তবেই মোট ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বেশী হইবে—অর্থাৎ তবেই একটুকিছু কম দামের টান মোট চাহিদার বৃদ্ধির দ্বারা অতিক্রান্ত হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, দাম যখন খুব কমিয়া যায়, তখন উহা সুলভ হইবার দরুন উহার ব্যবহারের প্রান্ত ক্রমশঃই সম্প্রসারিত হইতে থাকে; অর্থাৎ উহার যতকিছু কার্যে যত পরিমাণে ব্যবহার সম্ভব ততগুলি কার্যে ততখানি উহার ব্যবহার হইতে থাকে। দাম কমিলে উহা আরও বেশী করিয়া ব্যবহার করিবার অবকাশ বড় একটা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ দাম বেশ কিছুটা কমিয়া গেলে উহা যতখানি প্রয়োজন ততখানি ব্যবহার হইতে পারে; কিন্তু আরও দাম কমিলে উহা হয়তো চাহিদায় কোন উল্লেখযোগ্য তারতম্য ঘটাইতে পারে না। যথা, আলপিন যদি ৫ পয়সায় এক ডজন কিনিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে কোনদিন একডজন এর দাম ৪ পয়সায় কমিয়া গেলে উহার চাহিদায় কোনই বৃদ্ধি দেখা যাইবে না।

দাম হ্রাস বা বৃদ্ধি এর চাপ অতিক্রম করা কতখানি সহজ বা কঠিন

ভোগকার্যের প্রান্ত (margin of consumption) প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয়

কোন কোন অর্থনীতিবিদ, কোন একটি সামগ্রীর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ঐ **সামগ্রীর 'প্রকৃতির উপর'**, অর্থাৎ উহা বিলাস সামগ্রী কি, একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী, ইহার উপরে নির্ভর করে বলিয়া অভিমত দেন। তাঁহারা বলেন, নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক কিন্তু বিলাস-সামগ্রী বা আরাম সামগ্রীর চাহিদা স্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ, যে সামগ্রী নিত্যকার জীবনে না হইলে চলে না উহার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক এবং যে সামগ্রী বর্তমানে না পাইলেও কাজ চলিয়া যায়, যাহার ব্যবহার স্থগিত রাখিতে পারা যায়, উহার চাহিদা স্থিতিস্থাপক। নিত্যকার ব্যবহার্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইলেও লোকে উহা একই পরিমাণে কিনিবে; একটু কম কিনিতে বাধ্য হইলেও

সামগ্রীর প্রকৃতি: নিত্য-ব্যবহার্য, না বিলাস সামগ্রী

চাহিদার হ্রাস খুব বেশী হইবে না; আবার দাম বাড়িলে, লোকে অন্য বস্তুর ক্রয় কমাইয়া দিয়াও ঐ বস্তুর ব্যবহার যথসম্ভব পূর্বের ন্যায় বজায় রাখিবে। কিন্তু সে সকল বস্তু এইরূপ নিত্যকার ব্যবহারের নহে, সেগুলির দাম বাড়িলে উহাদের ব্যবহার স্থগিত রাখা যায়; সুতরাং উপস্থিত ক্রয় কমাইয়া দেওয়া যায়। উহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

সামগ্রীর প্রকৃতির ভিত্তিতে উহাদের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা সকল ক্ষেত্রে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—কিন্তু নির্ভুল হয় না। ইহার কারণ হইল যে দু একটি ক্ষেত্র ছাড়া, অবশ্য-প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য বা নিত্যকার ব্যবহার্য বস্তু বলিতে কি বুঝায় তাহার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই। 'লবণ' একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু কিন্তু এই রকম দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই। যাহা একশ্রেণীর লোকের নিকট অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহাই অপর এক শ্রেণীর নিকট বিলাস সামগ্রী বলিয়া মনে হইতে পারে (যেমন রেডিও, সিনেমা)। ইহাদের দাম কমিলে একশ্রেণীর লোকে (যথা মধ্যবিত্তশ্রেণী) উহা বেশী করিয়া কিনিবে, আর এক শ্রেণীর লোকে পূর্বের মতই কিনিতে থাকিবে (যথা ধনী শ্রেণী)। আবার চাউলের দাম কমিলে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী উহা একই পরিমাণে কিনিতে থাকিবে, কিন্তু দরিদ্র শ্রেণী উহা বেশী পরিমাণে কিনিবে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হিসাব করা হয় না, যায়ও না। বাজারে মোট চাহিদার কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে (শতকরা হিসাব) বা মোট অর্থব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে না কমিয়া গিয়াছে (মোট ব্যয় হিসাব) উহার ভিত্তিতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিচার করা হয়। উহাতে দেখা যায় যে একই সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন দামে ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা দেখাইতেছে। ধরা যাক্ একটি সামগ্রীর দামের পরিবর্তনের সহিত চাহিদার নিম্নরূপ পরিবর্তন হইতেছে:

সামগ্রীর প্রকৃতি সকল ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা দেখাইতে পারে না

দাম	চাহিদা	মোট ব্যয়
১০ টাকা	২০০ একক	২০০০ টাকা
৮ „	২৫০ „	২০০০ „
৭ „	৩০০ „	২১০০ „
৬ „	৩৪০ „	২০৪০ „

এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে সামগ্রীটির দাম ১০ টাকা হইতে ৮ টাকায় কমিলে উহার চাহিদা বাড়িল কিন্তু মোট ব্যয় একই (২০০০ টাকা) থাকিয়া

গেল ; এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমহার বিশিষ্ট (unity)। কিন্তু পুনরায় দাম কমিলে, ৭ টাকায় চাহিদা এরূপভাবে বাড়িল যে মোট ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া গেল, ২১০০ টাকা হইল। ঠিক এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রটিতে চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক (elastic)। দাম যখন আবার কমিল, ৬ টাকা হইল, তখন চাহিদা এমনভাবে বাড়িল যাহাতে মোট ব্যয় কমিয়া গেল (২০১০ টাকা)। এই নূতন দামে ঐ একই বস্তুর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইয়া গেল। এই কারণে, বেনহাম বলিয়াছেন, "কোন সামগ্রীর চাহিদা রেখার ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে উহার স্থিতিস্থাপকতা সাধারণত: ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। এক দামের ক্ষেত্রে উহা খুবই স্থিতিস্থাপক, আবার ভিন্ন কোন দামের ক্ষেত্র উহা খুবই অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে। অতএব কোন সামগ্রীর চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক বলা বা অস্থিতিস্থাপক বলা ভুল। সাধারণত: যাহা বুঝাইতে চাওয়া হয় তাহা হইল যে প্রচলিত দামের কাছাকাছি ক্ষেত্রে দামের পতন হইলে মোট ব্যয় বাড়িতে বা কমিতে পারে এবং দামের বৃদ্ধি হইলে বিপরীত ফলাফল ঘটিতে পারে।" *

একই সামগ্রীর ভিন্ন ভিন্ন দামে ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা হইতে পারে

একটি সামগ্রী অন্যান্য সামগ্রীর বদলারূপে (substitute) ব্যবহার হইতে পারে কিনা, অথবা উহার পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় এরূপ সামগ্রী সহজ-লভ্য কিনা, উহার উপরেও ঐ সামগ্রীটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে। একটি সামগ্রী যদি অন্যান্য বস্তুর বদলারূপে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে উহার দাম কমিলে উহার তুলনায় অন্যান্য বস্তুর দাম বাড়িয়া যায়। লোকে অন্যান্য বস্তুর ব্যবহার কমাইয়া দিয়া এই বস্তুটি বেশী করিয়া ব্যবহার করিবে। একটি বস্তুর বিবিধ প্রকার ব্যবহার থাকিলেও ঐরূপ ফলাফল ঘটিবে। যথা, বৈদ্যুতিক শক্তি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উহার দাম কমিলে যে সকল কার্যে পূর্বে উহা ব্যবহার করা হইত না এক্ষণে ঐ সকল

ইহা অন্য সামগ্রীর পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় কিনা, বা ইহার পরিবর্তে অন্য সামগ্রী ব্যবহার করা যায় কিনা

*"It is incorrect to speak of the demand for a commodity as being elastic (or inelastic). What is usually meant is that in the neighbourhood of the prevailing price a fall in price would cause total outlay to increase (or diminish), and a rise in price would do the opposite."

কার্যে উহা ব্যবহার করা হইবে, এবং যে সকল কার্যে ব্যবহার করা হইত সেই সকল কার্যে ব্যবহার করা তো বাড়িবেই। সুতরাং দাম কমিলে, এই ধরণের সামগ্রীর চাহিদা বেশ বাড়ে। কিন্তু যে সকল সামগ্রীর পরিবর্তে অন্য সামগ্রী ব্যবহার করা চলে ঐ সামগ্রীর চাহিদাও স্থিতিস্থাপক হয়; ঐরূপ সামগ্রীর দাম বাড়িয়া গেলে উহার চাহিদা খুবই কমিয়া যাইতে পারে। যে বস্তুর বদ্‌লা সামগ্রী নাই, উহাদের চাহিদা সাধারণতঃ অস্থিতিস্থাপক।

দামগত ও আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা—Price Elasticity and Income Elasticity.

অর্থনীতিবিদগণ চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা ও আয়গত স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে পার্থক্য বিধান করিয়া থাকেন। উপরে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে উহা চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা—অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের দরুন চাহিদা কতখানি পরিবর্তন হয়।

আয় বাড়িলে এক শ্রেণীর সামগ্রীর চাহিদা খুব বেশী বাড়ে

কিন্তু সামগ্রীর চাহিদা ব্যক্তির আয়ের উপরেও নির্ভর করে। ব্যক্তির আয়ে হ্রাস বৃদ্ধি হইলে, সামগ্রীর দাম অপরিবর্তিত থাকিলেও উহার চাহিদা পরিবর্তিত হইতে পারে। তবে কোন্ শ্রেণীর লোকের আয় পরিবর্তিত হইতেছে উহার উপর নির্ভর করিবে কোন্ সামগ্রীর দাম পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও চাহিদার পরিবর্তন হইবে। বেশী আয়ের লোকেরা তাহাদের মোট আয়ের কম অনুপাত অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উপর ব্যয় করে। কিন্তু কম আয়ের লোকেদের যখন আয় বাড়ে, তখন তাঁহারা নিকৃষ্ট ধরণের সামগ্রীর ব্যবহার কমাইয়া দিয়া উৎকৃষ্ট ধরণের সামগ্রীর ব্যবহার আরম্ভ করিবে। এক্ষেত্রে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবহারও বাড়িবে,—উহার দাম কমিবার দরুন নহে, এক শ্রেণীর লোকের আয় বৃদ্ধির দরুন। আমাদের দেশে দরিদ্র শ্রেণীর আয়স্তর যত বৃদ্ধি পাইতেছে তত তাহারা বিড়ি ছাড়িয়া সিগ্রেট ধরিতেছে, জোয়ার বজরা ছাতু ছাড়িয়া গম ও চাউল খাইতেছে, মোটা কাপড় ছাড়িয়া মিহি কাপড় ও শার্ট প্যাণ্ট পরিতেছে; এইরূপ ঘটা একান্তই স্বাভাবিক। ইহার দরুন, এক শ্রেণীর সামগ্রীর চাহিদা অনেক বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাকে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।

স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বের বাস্তব গুরুত্ব—Practical Utility of the Theory of Elasticity

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বটির যথেষ্ট বাস্তব গুরুত্ব রহিয়াছে। এই বাস্তব গুরুত্ব নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যায় :

প্রথমতঃ, সামগ্রীর দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিশেষভাবেই বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক উৎপাদনকারীই চাহে, তাহার সামগ্রী যথাসম্ভব বেশী দামে এবং যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে বিক্রয় হউক। কিন্তু উহা কি পরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে এবং সেহেতু কি দামে উহা বিক্রয় হওয়া সম্ভব তাহা ঐ সামগ্রীটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। চাহিদা বেশী স্থিতিস্থাপক হইলে সামান্য দাম বাড়াইলে চাহিদা অনেকখানি কমিয়া যাইবে এবং উৎপাদনকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ; কিন্তু একটু দাম কমাইলে চাহিদা অনেকখানি বাড়িয়া যাইবে এবং উৎপাদনকারীর মোট অর্থাগম বেশী হইবে। চাহিদার যদি এইরূপ স্থিতিস্থাপকতা না থাকে, উহা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে দামের তারতম্য করিয়া বিক্রয় বাড়াইবার অবকাশ নাই। অবশ্য এক্ষেত্রে দাম বাড়াইলেও চাহিদা বিশেষ কমে না, তবে বিক্রেতার মোট অর্থাগম কমিয়া যায়।

১। দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা বিশেষ বিবেচ্য

শুধু তাহাই নহে, সংযুক্ত যোগানের সামগ্রীর ক্ষেত্রেও, দাম নির্ধারণের সমস্যা সমাধানে স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বটি বিশেষভাবে সহায়ক। যখন দুইটি সামগ্রী একই সময়ে উৎপাদিত হয় এবং উহাদের উৎপাদন খরচা—বিশেষভাবে স্থিতি খরচা (overhead cost)—এক সঙ্গেই করা হইয়া থাকে, তখন ঐ দুইটির মধ্যে কোন্‌টির কিরূপ দাম বাঁধা যাইবে তাহা প্রত্যেকটির স্বতন্ত্রভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিচার করিয়া স্থির করা হইবে। ঠিক এই নীতি অনুযায়ী কোনও প্রতিষ্ঠান যদি বিভিন্ন প্রকার কার্য প্রদান করে তাহা হইলে এই বিভিন্ন কার্যের নিজ নিজ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুযায়ী দাম ধার্য করা হইবে (যথা রেলপথ কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার মাল পরিবহণ)।

সংযুক্ত যোগান সামগ্রীর দাম নির্ধারণ

দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাণিজ্যশর্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। একটি দেশ নিজের উৎপাদিত সামগ্রী কত পরিমাণ দিয়া বিদেশের উৎপাদিত সামগ্রী কত

পরিমাণ পাইবে, উহা নির্ভর করে প্রত্যেক দেশের অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। ভারত যদি পাকিস্তানে চাউল এবং পাকিস্তান যদি ভারতে গম রপ্তানি করে, তাহা হইলে ভারত কতখানি চাউল দিয়া কতখানি গম পাইবে উহা নির্ভর করিবে ভারতের পক্ষে পাকিস্তানী গমের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর এবং পাকিস্তানের পক্ষে ভারতীয় চাউলের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপরে।

২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাণিজ্যশর্ত নির্ধারণে

তৃতীয়তঃ, সরকার কর্তৃক কর স্থাপনের ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিবেচনা করিতে হয়। ব্যক্তিগত আয় বা কারবারের লাভের উপর কর স্থাপন ছাড়াও সরকার বিবিধ প্রকার সামগ্রীর উপর কর ধার্য করিয়া থাকেন। সামগ্রীর উপর কর বিক্রেতাই প্রদান করে কিন্তু ক্রেতাদের উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করে এবং চাপাইয়া দিতে সক্ষমও হয়। সেক্ষেত্রে ক্রেতারা দামের সঙ্গে কর প্রদান করে। কোনও সামগ্রীর উপর ধার্য কর ক্রেতাদের উপর চাপিবে, না বিক্রেতাদের উপরেই থাকিবে, তাহা সামগ্রীটির স্থিতিস্থাপক তার উপর নির্ভর করে। চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে ক্রেতারা ক্রয় কমাইয়া দিয় বিক্রেতার উপর চাপ দিতে পারে, সেক্ষেত্রে বিক্রেতাকে কর বহন করিতে হইবে, অন্ততঃ উহার বেশ কিছুটা অংশ। কিন্তু চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে ক্রেতারা ক্রয় কমাইয়া দিতে পারে না, তখন বিক্রেতারা ক্রেতাদের উপর চাপ দিয়া করের বেশ কিছুটা অংশ তাহাদের উপর চাপাইয়া দিতে পারে। সরকার কোন্ শ্রেণীর উপর কর চাপাইতে চাহিতেছেন উহা তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিতে হয়; কিন্তু উহা করিতে হইলে ঐ সামগ্রীর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও বিবেচনা করিতে হইবে।

৩। পরোক্ষ কর ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে কে বহন করিবে

চতুর্থতঃ, উপার্জনের ভিত্তিতে যদি সমাজের সকল লোককে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বিভিন্ন শ্রেণীর নিকট একই বস্তুর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন। কিন্তু যে শ্রেণীর আয় বাড়ে উহার নিকট কোন কোন সামগ্রীর চাহিদা অন্যান্য সামগ্রীর তুলনায় বাড়িতে থাকে। যথা, দরিদ্র শ্রেণীর আয় বাড়িলে তাহারা নিকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ছাড়িয়া উৎকৃষ্ট ধরনের খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা করে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর আয় বাড়িলে, মোট আয়ের যে অংশ

৪। আয়গত স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব

তাহারা খাদ্যের উপর ব্যয় করে তাহা কমিয়া যায় এবং পরিধেয়-এর ব্যয় বাড়িয়া যায়। আরও বেশী আয়ের লোকের উপার্জন বাড়িলে আরাম সামগ্রী ও বিলাস সামগ্রীর উপর তাহারা ব্যয় করিতে থাকে বেশী। দেশে যখন সমৃদ্ধি আসিতে থাকে, সাধারণভাবে লোকের উপার্জন বাড়িতে থাকে, তখন কোন কোন সামগ্রীর দাম বেশী বাড়িতে থাকে এবং কোন কোন সামগ্রীর দাম কম বাড়িতে থাকে কেন, তাহা বুঝিতে হইলে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (income elasticity of demand) বিবেচনা করিতে হইবে।

Questions and Hints

1. Show why Demand for a commodity increases when its price falls. Are there any exceptions to this rule?
(Cal. B.A. Part I 1962) [পৃষ্ঠা ৫১-৫৫]

2. Why do most demand curves slope downwards? Can you suggest instances where demand curves slope upwords to the right? (Cal B. Com. Part I 1963) [পৃষ্ঠা ৫১-৫৫]

3. Define an inferior good and analyse the effect of a fall in price on the consumer's demand for an inferior good.
(Burd. Hons. 964) [পৃষ্ঠা ৫৩-৫৫]

4. Explain the concept of consumer's surplus. What are the uses of this concept in economic theory?
(Cal. B.A. 2yr. 1958; Cal. B.A. Part I 1963, 1965)
[পৃষ্ঠা ৫৬-৫৯ ; ৬৪-৬৫]

5. Write a note on Consumer's Surplus.
(B. Com. P. I 1963)

6. Explain the factors on which the elasticity of demand for a commodity depends. How would you measure the elasticity of demand at a given price?
(Cal. B.A. 2yr. 1959, 1962; B.A. Part I 1964)
[Factors on which elasticity of demand depends : পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯]
Measurement of elasticity of demand : পৃষ্ঠা ৭৩-৭৬]

7. Write a short note on 'Measurement of elasticity of demand'. (Cal. B. Com. P. I 1962) [পৃষ্ঠা ৭৩-৭৬]

তৃতীয় অধ্যায়

ভোগকার্য: ভোগকারীর ভারসাম্য

Consumption : Consumer's Equilibrium

প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ভোগকারীর ভারসাম্য—Consumer's Equilibrium on the basis of Marginal Utility

কোন সামগ্রী যদি আমাদের এত বেশী পরিমাণে থাকে যে উহা হিসাব করিয়া খরচা করিবার প্রয়োজন হয় না—ফেলাইয়া ছড়াইয়া যদৃচ্ছভাবে উহা ব্যবহার করিতে পারি—তাহা হইলে কোন্ কার্যে উহা ব্যবহার করা বেশী প্রয়োজনীয় এবং কোন কার্যে উহা ব্যবহার করা কম প্রয়োজনীয় তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখনই প্রয়োজনের তুলনায় উহা সীমাবদ্ধ থাকে তখনই উহা হিসাব করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। জল যদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় উহা বিভিন্ন কার্যে যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার করা যায়; কিন্তু জল যদি দুর্লভ হইয়া উঠে তাহা হইলে উহা কত পরিমাণে রন্ধনে, কত পরিমাণে পানে, কত পরিমাণে স্নানে ব্যবহার করা হইবে তাহা যথাযথ হিসাব করিবার প্রয়োজন হয়।

সীমাবদ্ধ সামগ্রী হিসাব করিয়া ব্যয় করিতে হয়

জলের মতন অর্থ-ব্যয় কথাটির মানেই হইল, চিন্তা না করিয়া খরচা করিয়া যাওয়া। কিন্তু সাধারণ লোক তাহা করে না। সকলেরই উপার্জন—সেহেতু আর্থিক সঙ্গতি—সীমাবদ্ধ। জীবনের অসংখ্য অভাব এবং জীবনের অসংখ্য বাসনার তুলনায় আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সীমিত অর্থের দ্বারা অসীম অভাব তৃপ্ত করিতে চাই বলিয়া কোন্ সামগ্রীর ক্রয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করিব এবং কোন্ সামগ্রীর ক্রয়ে কম অর্থ ব্যয় করিব তাহা হিসাব করা অপরিহার্য হইয়া উঠে। প্রত্যেকেই বিকল্প খরচা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখে; একটি বস্তু আর বেশী না কিনিয়া অপর একটি বস্তু আরও একটু বেশী কিনিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইতেই মোট তৃপ্তি বাড়ে কিনা—তাহা লোকে সব সময়েই খতাইয়া দেখে। নির্দিষ্ট পরিমাণ

নির্দিষ্ট অর্থব্যয় হইতে মোট তৃপ্তি বাড়ে কিনা উহা দেখিতে হয়

অর্থ হইতে সর্বোচ্চ তৃপ্তি কি করিয়া পাওয়া যাইবে লোকে সর্বদাই তাহার হিসাব করিয়া থাকে।

এই হিসাব হইল প্রান্তের (margin) হিসাব। প্রান্তিক খরচ সম্পর্কে অবহিত থাকিলে সীমাবদ্ধ উপার্জনের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার সম্ভব হয়। আর্থিক সঙ্গতি হইল বিভিন্ন প্রকার বস্তু কিনিবার সামর্থ্য। একটি সামগ্রী বেশী করিয়া কিনিলে অন্যান্য সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। যে বস্তু বেশী পরিমাণে কিনিতেছি উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কমিতেছে; উহার দরুন বেশী করিয়া অর্থ-ব্যয় হইতেছে বলিয়া অন্যান্য বস্তু কিনিবার ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে। একই সঙ্গে ঐ অন্যান্য বস্তুর প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা (যে বস্তুটি বেশী করিয়া কিনিতেছি তাহার তুলনায়) বাড়িয়া যাইতেছে। কারণ, একটি বস্তুর প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা ঐ বস্তুটির কতখানি আমাদের নিকট আগে হইতে রহিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে।

একটি বস্তু হইতে যদি আমি বেশী প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা পাই, এবং আর একটি বস্তু হইতে যদি কম প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা পাই তাহা হইলে মোট যে পরিমাণ অর্থ আমি ব্যয় করিতেছি উহা হইতে যতখানি মোট তৃপ্তি পাইতে পারিতাম তাহা বাস্তবক্ষেত্রে পাইব না। সেইজন্য অর্থ ব্যয় করিবার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা আমরা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এরূপভাবে বণ্টন করি যাহাতে প্রত্যেক বস্তুর শেষ এককটি হইতে সমপরিমাণ তৃপ্তি পাইতে পারি।

প্রত্যেক বস্তু হইতে সমপরিমাণ তৃপ্তি পাইবার চেষ্টা

আমি যদি মনে করি আর একটি ধুতি কিনিলে যতখানি তৃপ্তি পাইব, আর একটি জামা কিনিলে তাহা অপেক্ষা বেশী তৃপ্তি পাইব তাহা হইলে আর ধুতি না কিনিয়া জামা কিনিব। কারণ ধুতির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা জামার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা বেশী। কিন্তু বেশী করিয়া জামা কিনিতে থাকিলে উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে থাকিবে। এইরূপে বেশী করিয়া জামা কিনিবার দরুন যখন জামার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কমিয়া ধুতির প্রান্তিক প্রয়োজনীতার সমান হইবে তখন বেশী করিয়া ধুতি কিনিব, না বেশী করিয়া জামা কিনিব,—ইহার বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইবে না, অথচ প্রয়োজনীয় সামগ্রী কম কিনিয়াছি এবং উহার তুলনায় অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বেশী করিয়া কিনিয়া ফেলিয়াছি এরূপ আক্ষেপও থাকিবে না।

প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা সমান হইলে ইহা সম্ভব

শুধু দুএকটি সামগ্রীর ক্ষেত্রেই নহে, যত বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রীই আমরা কিনি না কেন, সকল প্রকার সামগ্রীর ক্রয়ের ক্ষেত্রেই এইরূপ প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হিসাব করিয়া কার্য করিয়া থাকি। যখনই দেখা যায় একটি বস্তুর প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কম এবং অপর কোন বস্তুর প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা বেশী, তখনই আমরা আমাদের ক্রয় ক্ষমতা প্রথম সামগ্রী হইতে দ্বিতীয় সামগ্রীতে পরিবর্তন করিয়া দেই; মোট ক্রয় ক্ষমতা এরূপভাবে ব্যবহার করি যাহাতে প্রত্যেক সামগ্রী হইতে লভ্য প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা সমান হয়।* ইহাকেই বলা হয় "**সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার নিয়ম** (Law of equi-marginal utility)। যে সকল বস্তুর উপর মোট আর্থিক ক্ষমতা ব্যয় করা হয় উহাদের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা পরস্পরের মধ্যে যদি সমান না হয় তাহা হইলেই আক্ষেপের কারণ ঘটে, এবং ইহাকেই অপচয় বলা হয়। সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা পাওয়া গেলে মোট সন্তুষ্টি পাওয়া যায় সব থেকে বেশী। সেইজন্য সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার নিয়মটি সর্বোচ্চ তৃপ্তির মতবাদরূপেও পরিচিত।*

সর্বোচ্চ তৃপ্তির বিন্দু

পছন্দক্রম ও প্রান্তিক তাৎপর্য—Scale of Preference and Marginal Significance.

একজন ক্রেতা তাহার অর্থ ব্যয় করিয়া ভোগসামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে। এই ভোগসামগ্রী ক্রয় করিবার কার্যে কখন্ সে ভারসাম্যের বিন্দুতে উপনীত

*মার্শাল এই বিষয়টি এইরূপ উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছেন :

"The primitive housewife, finding that she has a limited number of hanks of yarn from the year's shearing, considers all the domestic wants for clothing and tries to distribute the yarn between them in such a way as to contribute as much as possible to the family well-being. She will think that she has failed if, when it is done, she has reason to regret that she did not apply more to making, say, socks and less to vests......But if, on the other hand, she hit at the right points to stop at, then she made just so many socks and vests that she got an equal amount of good out of the last bundle of yarn that she applied to socks and the last she applied to vests... ...If a person has a thing that he can put to several uses, he will distribute it between these uses in such a way that it has the same marginal utility *in all.*"

হয়, অর্থনীতিবিদগণ তাহা নির্ধারণের চেষ্টা করেন। কোন কোন অর্থনীতিবিদ প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এই ভারসাম্য বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে প্রয়োজনীয়তার (ulility) সঠিক পরিমাপ করা যায় না। সেইজন্য ইঁহারা "পছন্দ ক্রম ও প্রান্তিক তাৎপর্য"-এর ভিত্তিতে ভোগকার্য ও চাহিদা বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। এই বিশ্লেষণে প্রথমেই ভোগকারী সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরিয়া লওয়া হয়: (১) ক্রেতার চাহিদা অপরিবর্তিত থাকিতেছে (২) তাহার কাছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থই আছে; (৩) বহু সংখ্যক ক্রেতাদের মধ্যে সে অন্যতম; (৪) সকল বস্তুর দামই সে জানে; (৫) একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক যেভাবে আচরণ করিয়া থাকে সেইভাবেই সে আচরণ করে—অর্থাৎ সীমাবদ্ধ আয় হইতে যতখানি তৃপ্তি লাভ সম্ভব ততখানি তৃপ্তি সে চাহিয়া থাকে।

ভোগকারীর ভারসাম্য বিশ্লেষণে কতিপয় অনুমান

এই বিষয়গুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়া অর্থনীতিবিদগণ প্রথম যে বিষয়টির সিদ্ধান্ত লাভের চেষ্টা করেন তাহা হইল ক্রেতা বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে কোন্‌টি কিনিবে তাহা কিভাবে স্থির করে। ক্রেতা তাহার উপার্জন হইতে যথাসম্ভব বেশী তৃপ্তি পাইবার জন্য হিসাব করিয়া ব্যয় করে—একটি সামগ্রীকে অপর সামগ্রী অপেক্ষা বেশী পছন্দ করিয়া উহাকে বাছিয়া লয়। যদি মনের বাসনা অনুযায়ী সব বস্তুই কিনিতে পারা যাইত তাহা হইলে খুবই ভাল হইত; কিন্তু বাস্তবে তাহা সম্ভব নহে। সেইজন্য সীমাবদ্ধ সঙ্গতি হইতে সর্বোচ্চ তৃপ্তি কিভাবে পাওয়া সম্ভব তাহা স্থির করিবার জন্য মাথা খেলাইতে হয়। যথেষ্ট সঙ্গতি না থাকিবার দরুন সর্বদাই এ-সামগ্রী বা ও-সামগ্রী ছাড়িয়া দিতে হয়। কোনও একটি সামগ্রী কিনিতে গেলেই অপর কোন না কোন সামগ্রী হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতে হয়। সুতরাং ক্রেতাকে বিভিন্ন বিকল্প সন্তুষ্টির (অর্থাৎ বিভিন্ন বিকল্প সামগ্রীর) মধ্য হইতে বাছাই করিয়া লইতে হয়। যে বস্তুটি সব থেকে কাম্য উহাকে সে বাছিয়া লয় এবং যে বস্তুটি উহার ন্যায় কাম্য নহে উহা সে পরিত্যাগ করে।

প্রশ্ন: ক্রেতা কোন সামগ্রী কেনে?
উত্তর: সব থেকে বেশী যে বস্তু কাম্য

কোন্ বস্তু বা বস্তু-সমষ্টি (Combination of goods) সব থেকে বেশী

সন্তুষ্টি দিবে এবং উহার তুলনায় কোন্ বস্তু বা বস্তু সমষ্টি কম সন্তুষ্টি দিবে এ সম্পর্কে সাধারণতঃ ক্রেতার মনে একটি পছন্দ-অপছন্দ গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে আমরা আমাদের পছন্দ যেভাবে বণ্টন করি উহা হইতে একটি পছন্দ-ক্রম রচিত হয়। সকল সময়ে এ বিষয়ে সচেতন না থাকিলেও মনে মনে এরূপ পছন্দ-ক্রম (scale of preferences) যে গড়িয়া উঠে তাহা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। যখনই আমরা কোন ব্যক্তিকে একটি বস্তু বা বস্তু-সমষ্টি না কিনিয়া অপর কোন বস্তু বা বস্তু-সমষ্টি কিনিতে দেখি তখনই বুঝিতে পারি যে, সে প্রথম বস্তুটি (বা বস্তু-সমষ্টিটি) অপেক্ষা দ্বিতীয় বস্তুটি (বা বস্তু-সমষ্টিটি) বেশী করিয়া পছন্দ করে। ব্যক্তির এই পছন্দ-ক্রমের মধ্যে সে যাহা কিছু বস্তু পাইতে চাহে সব কিছুই স্থান পায়, যে শর্তে এই সকল বস্তু পরস্পরের সহিত সমান মূল্যবান বলিয়া মনে হইবে অথবা একটি অপরের অপেক্ষা বেশী পছন্দযোগ্য বলিয়া মনে হইবে উহাও পছন্দক্রমে স্থান পায়। একদিকে নিজের পছন্দক্রম অপর দিকে নিজের আয়—এই দুইটি বিষয়ের ভিত্তিতে ক্রেতা কোন্ কোন্ বস্তু কিনিবে তাহা স্থির করে।

বস্তু বা বস্তু সমষ্টির কাম্যতা অনুযায়ী পছন্দ ক্রম রচনা করা হয়

কিন্তু কোন্ কোন্ বস্তু কিনিবে শুধু ইহা স্থির করিলেই চলিবে না, ঐ বস্তু বা বস্তুগুলি কি পরিমাণে কিনিবে তাহাও স্থির করা প্রয়োজন। একজন ক্রেতা যে বস্তু কিনিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহা কতখানি কিনিবে উহা নির্ভর করে তাহার নিকট ঐ বস্তুটির "প্রান্তিক তাৎপর্যের" (marginal significance) উপর। ক্রেতার চাহিদা তালিকা হইতে এই প্রান্তিক তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায়। যে বস্তুর বিনিময়ে ক্রেতা একটি বস্তু কিনিতেছে উহার অনুপাতে ঐ বস্তুটির প্রান্তিক তাৎপর্য সে মনে মনে হিসাব করিয়া থাকে অর্থাৎ কতখানি পাইবার জন্য কতখানি ছাড়িতেছে এবং যাহা ছাড়িতেছে তাহার অনুপাতে যাহা পাইতেছে তাহা কতখানি মূল্যবান। আমরা টাকা দিয়া বস্তু কিনি অর্থাৎ টাকা ছাড়িয়া দিয়া বস্তু লই। সুতরাং টাকার হিসাবে একটি বস্তুর তাৎপর্য কতখানি তাহার হিসাব করিতে হয়।

প্রশ্ন : ক্রেতা কাম্য বস্তু কতখানি কেনে ?
উত্তর : যতখানি কিনিলে প্রান্তিক তাৎপর্য দামের সহিত সমান হয়

১০নং রেখাচিত্র

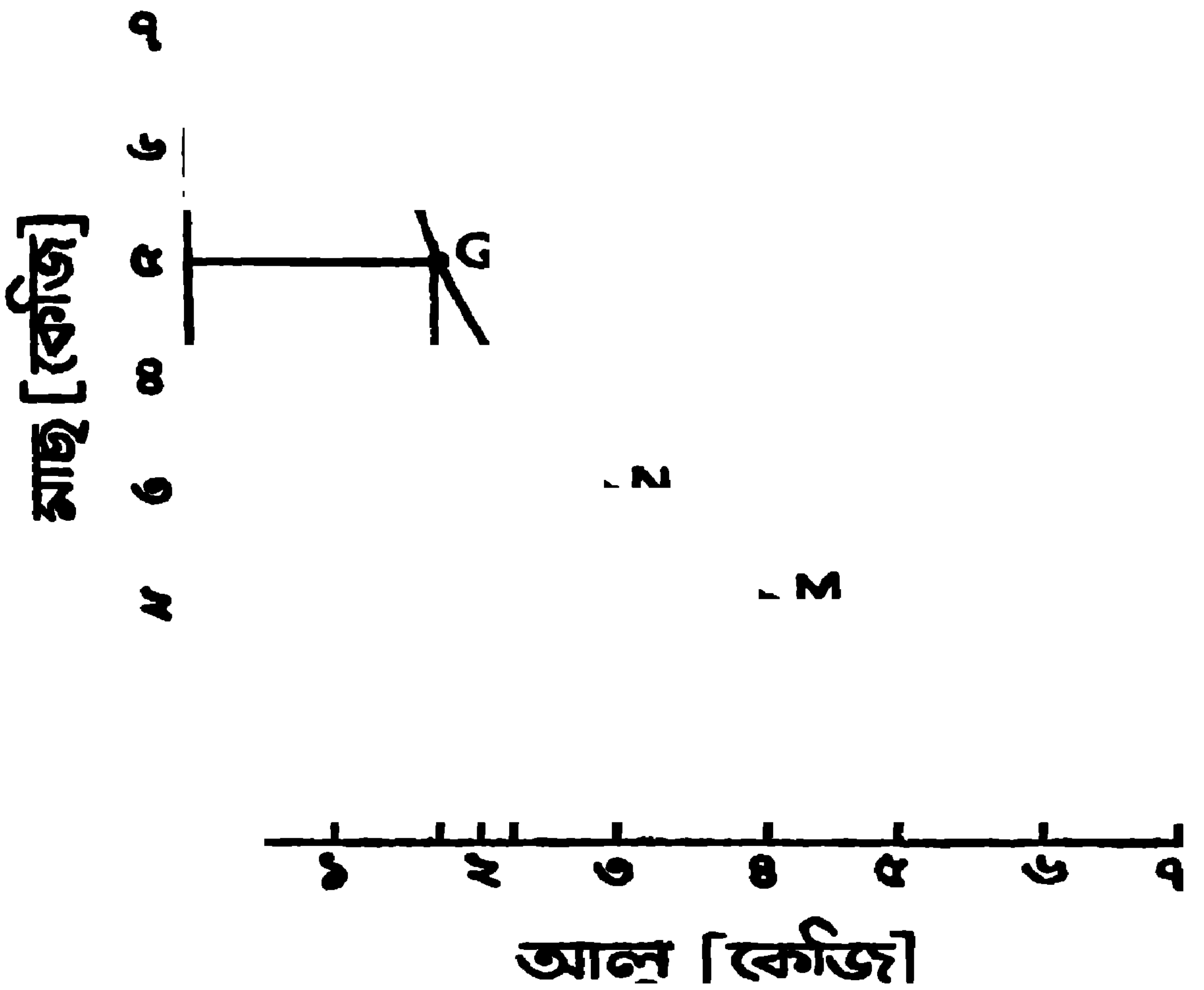

১১নং রেখাচিত্র

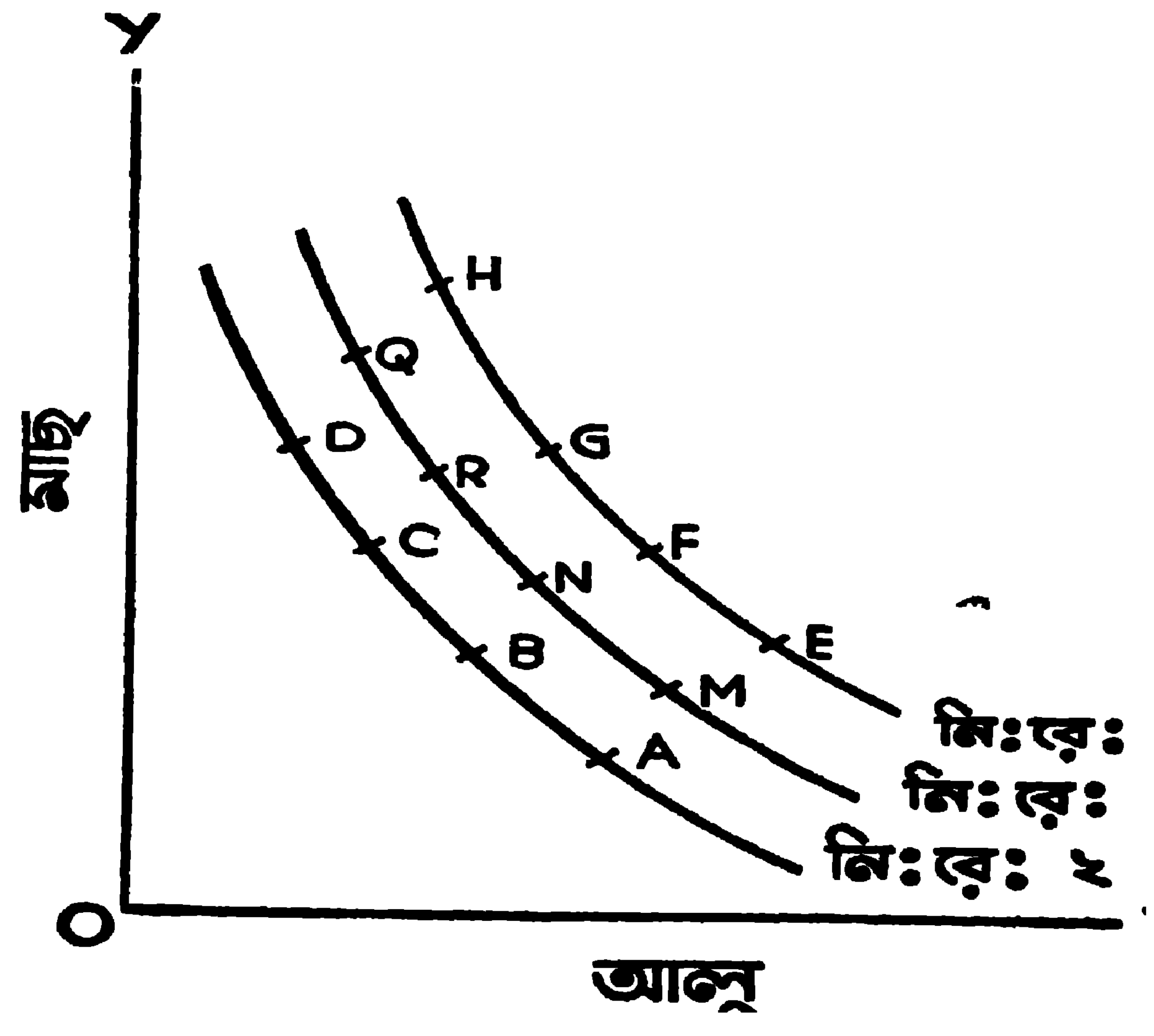

১২নং রেখাচিত্র

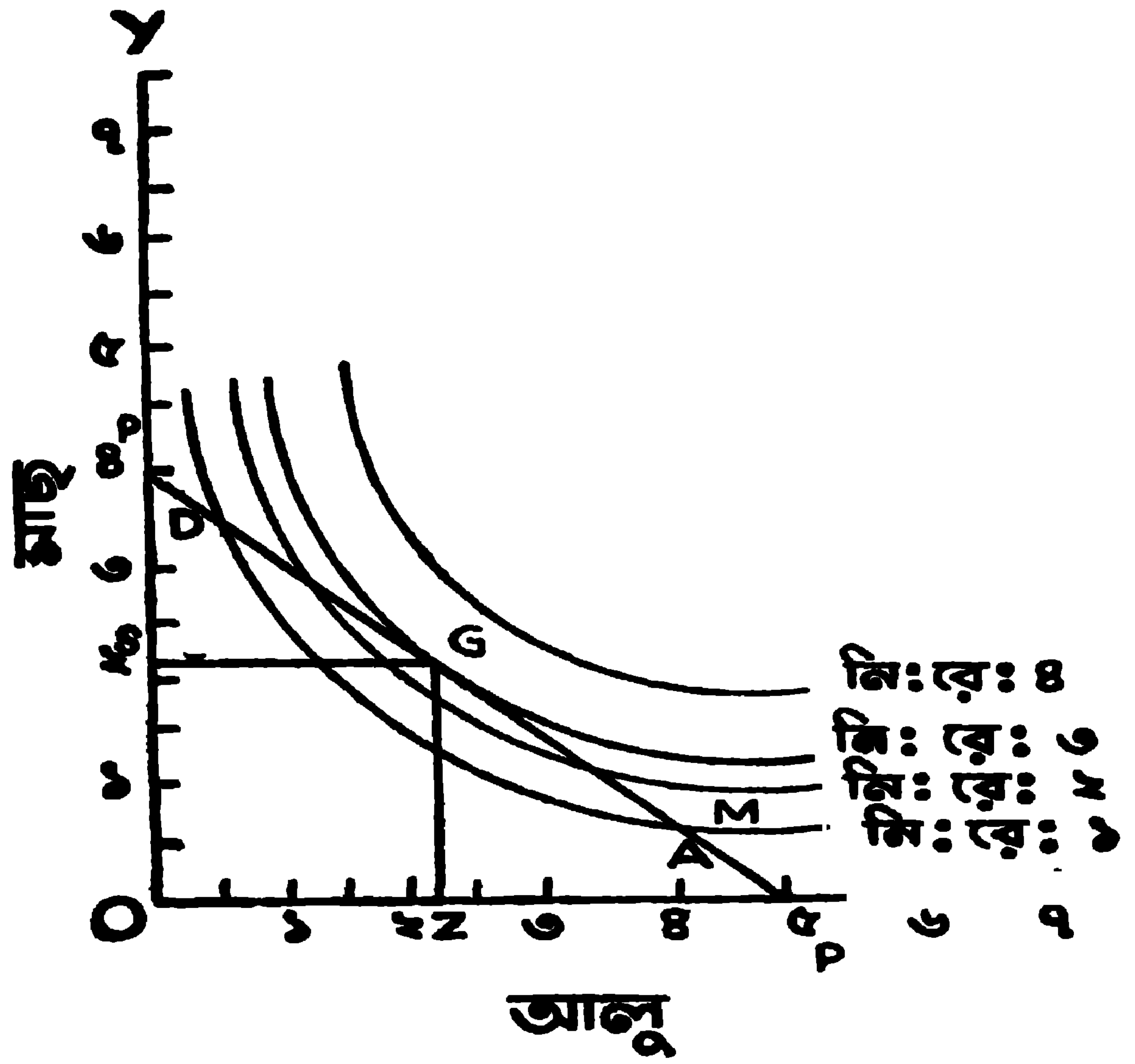

১৩নং রেখাচিত্র

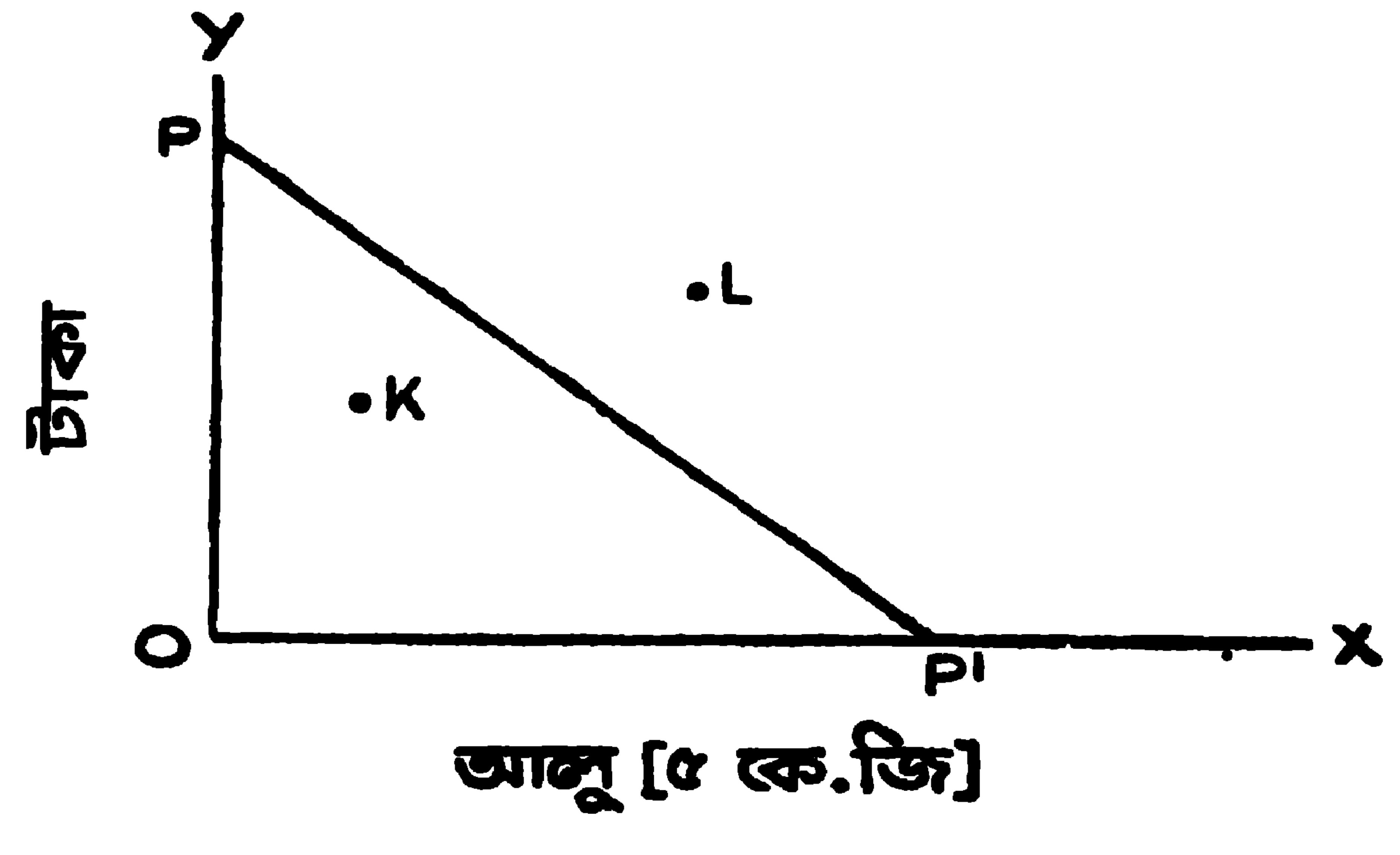

১৮নং রেখাচিত্র

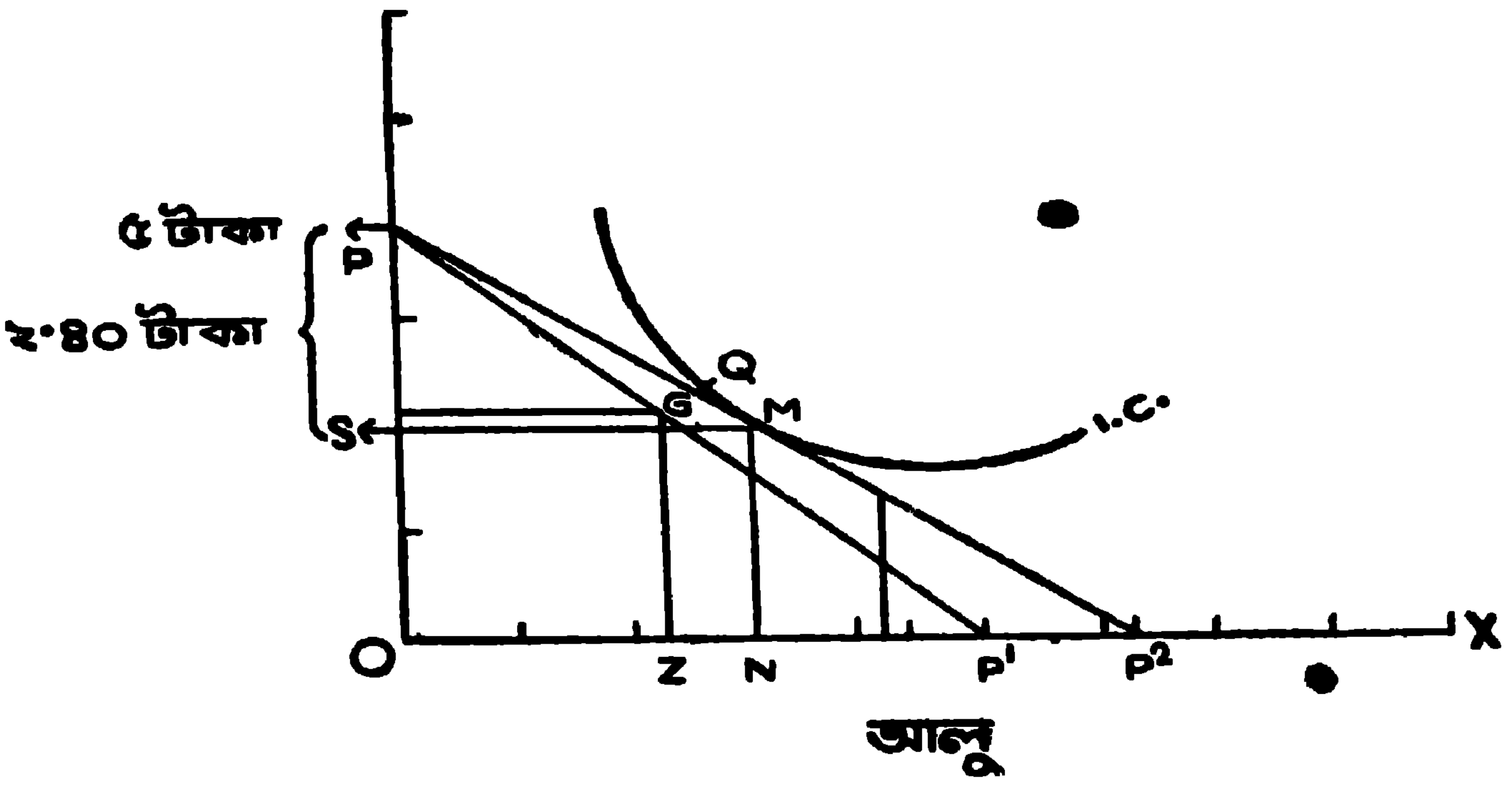

১৯নং রেখাচিত্র

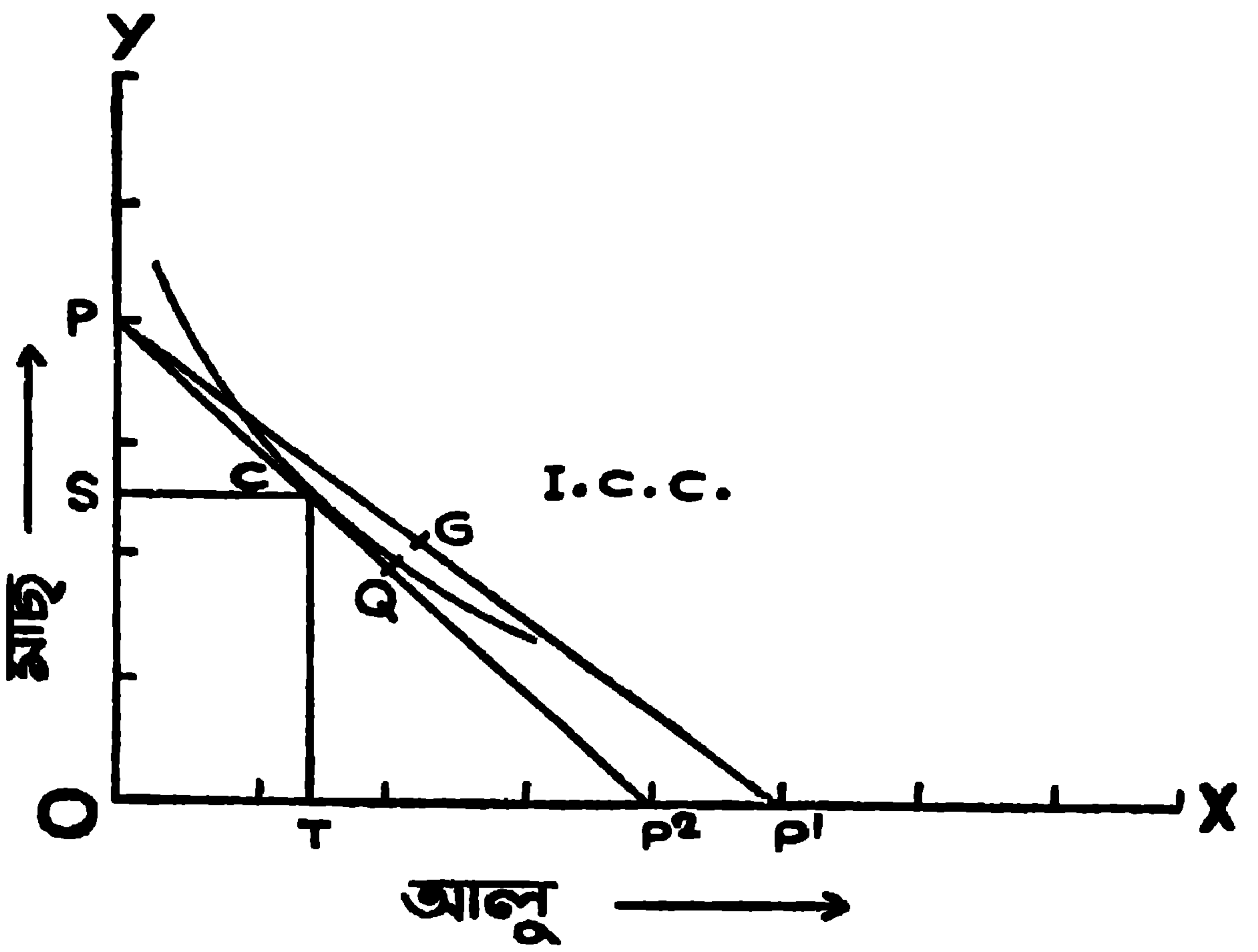

ধরা যাক ক্রেতা বাজারে কপি কিনবে এবং তাহার নিকট কপির চাহিদা তালিকা এইরূপ :

কপির দাম ১ টাকা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ২টি কপি
কপির দাম ৭৫ পয়সা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ৪টি কপি
কপির দাম ৫০ পয়সা হইলে ক্রেতা চাহিদা করিবে ৮টি কপি

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে কপির দাম যদি এক টাকা হয় তাহা হইলে ক্রেতা ১ম ও ২য় কপিটির প্রত্যেকটিকে ১টি টাকা অপেক্ষা বেশী মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেছে ; কিন্তু ৩য় কপিটি অপেক্ষা একটি টাকাকেই বেশী মূল্যবান মনে করিতেছে। কিন্তু কপির দাম যদি ৭৫ পয়সা হইয়া যায় তাহা হইলে ৩য় কপিটিকে, এবং ৪র্থ কপিটিকেও, ৭৫ পয়সা অপেক্ষা বেশী মূল্যবান মনে করিতেছে (১ম ও ২য়টিকে তো বটেই) ; কিন্তু ৫ম কপিটির অপেক্ষা ৭৫ পয়সাকেই বেশী মূল্যবান মনে বলিয়া করিতেছে। আবার কপির দাম যদি ৫০ পয়সা হয় তাহা হইলে ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম কপিগুলির প্রত্যেকটিকে সে ৫০ পয়সা অপেক্ষা বেশী পছন্দ যোগ্য বলিয়া মনে করিতেছে; কিন্তু ৯ম কপিটি অপেক্ষা ৫০ পয়সাকেই সে বেশী পছন্দযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছে। এই ৮ম কপিটি হইল তাহার প্রান্তিক খরিদ—অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট দামে যে এককটি ক্রেতা ঠিক টায়টোয় তাহার কেনা পোষায় বলিয়া মনে করে। ঐ দামে সপ্তম কপিটি পর্যন্ত ক্রেতা বিনা দ্বিধায় খরিদ করিবে। ৮ম কপিটির ক্ষেত্রে ইতস্ততঃ করিবার মাথায় ঠিক টায়টোয় পোষায় মনে করিয়া খরিদ করিবে। ৭ কপিটি হইল প্রান্তের ভিতর। ৮ম কপিটি হইল প্রান্তিক এবং ৯মটি হইল প্রান্তের বাহিরে।

প্রান্তিক তাৎপর্য কমিতে কমিতে বাজার দামের সহিত সমান হইয়া আসে

ক্রেতা সব সময়েই হিসাব করে, যে বস্তুটি দ্বারা অপর কোনও বস্তু কেনা হইতেছে তাহার অনুপাতে অপর বস্তুটির প্রান্তিক এককটি কতখানি মূল্যবান অর্থাৎ কাম্য। ক্রেতা সংশয়ান্বিত চিত্তে যদি ৮ম কপিটি কেনে এবং উহার পর আর কপি না কেনে, তাহা হইলে টাকার অঙ্কে কপির প্রান্তিক তাৎপর্য হইবে ৫০ পয়সা। সুতরাং একটি বস্তু কতখানি কেনা হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে প্রান্তিক তাৎপর্যের উপর ; যদি বস্তুটির প্রান্তিক তাৎপর্য টাকার অনুপাতে যথেষ্ট বেশী হয় তাহা হইলে সে উহা ক্রমাগত কিনিতে কিনিতে প্রান্তিক একক পর্যন্ত আগাইবে। কিন্তু ঐ সামগ্রীটি বেশী করিয়া

পাইতে থাকিলে টাকার অনুপাতে উহার প্রান্তিক তাৎপর্য তাহার নিকট ক্রমশই কমিয়া আসিবে।

ভোগকারীর ভারসাম্য (Consumer's equilibrium) কখন উপস্থিত হইবে তাহা এই প্রান্তিক তাৎপর্য হইতে—বিশেষ করিয়া প্রান্তিক তাৎপর্য কমিয়া যাইবার প্রবণতা হইতে—বুঝিতে পারা যাইবে। একই বস্তু বেশী করিয়া কিনিতে থাকিলে উহার প্রান্তিক তাৎপর্য ক্রমশঃ কমিতে থাকে, কিন্তু উহা যতক্ষণ বস্তুটির বাজার দাম অপেক্ষা বেশী থাকে ততক্ষণ ক্রেতা ঐ একই বস্তু আরও কিনিতে থাকিবে। উহা কিনিতে থাকিলে তাহার মোট সন্তুষ্টি বাড়িতে থাকে। প্রান্তিক তাৎপর্য যদি বাজার দাম অপেক্ষা কম হইয়া যায় তাহা হইলে ক্রেতা ঐ বস্তু মোটেই কিনিবে না। ঠিক যে বিন্দুতে একটি বস্তুর প্রান্তিক তাৎপর্য উহার বাজার দামের সহিত সমান হইবে ঠিক সেই বিন্দু পর্যন্ত ক্রেতা ক্রয়-কার্য চালাইয়া যাইবে। ঐ বিন্দুর পরে আর ঐ বস্তুটি কিনিবে না। ঐ বিন্দুতে উপনীত হইবার পরেও যদি আরও বেশী পরিমাণে উহা কেনা হয় তাহা হইলে ক্রেতার পছন্দক্রমে উচ্চস্থানাধিকারী বস্তুর (অর্থাৎ টাকা) পরিবর্তে নিম্নস্থানাধিকারী বস্তু গ্রহণ করা হইতেছে বুঝা যাইবে; ইহা সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন বা হিসাবী লোক করে না, কারণ উহা করিলে আর সুফল লাভ হইবে না, মোট সন্তুষ্টি কমিয়া যাইবে।

MS>P=মোট সন্তুষ্টি বাড়ে; MS<P=মোট সন্তুষ্টি কমে যায়

MS=P=মোট সন্তুষ্টি সবথেকে বেশী =ক্রেতার ভারসাম্য

ক্রেতা যখন একাধিক বস্তু কিনে, তখনও এই মূল তত্ত্বটি প্রযোজ্য। একাধিক বস্তু কিনিলে ক্রেতা প্রত্যেক বস্তুরই (টাকার অঙ্কে পরিমাপ করা) প্রান্তিক তাৎপর্যকে বাজার দামের সহিত সমতার বিন্দুতে লইয়া যায়। এইরূপ অবস্থাই হইল ক্রেতার সর্বাপেক্ষা কাম্য ভারসাম্যের (optimum equilibrium) অবস্থা। যতদিন ক্রেতার উপার্জন একই থাকিবে এবং বিভিন্ন অভাবের মধ্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব একই থাকিবে ততদিন ক্রেতা এই ভারসাম্যের বিন্দুতেই অবস্থান করিবে।

নিরপেক্ষ রেখা ও ভোগকারীর ভারসাম্য—Indifference Curve and Consumer's Equilibrium.

ভোগকারী একটি মাত্র বস্তু ব্যবহার করে না, একসঙ্গে একাধিক বস্তু ব্যবহার করে। অতএব কোন্ সামগ্রী সে কতখানি ব্যবহার করিবে উহা

তাহাকে স্থির করিতে হয়। তাহার আকাঙ্খিত সামগ্রীগুলির মধ্যে কোন্ সামগ্রীটির কত পরিমাণের সহিত অপর কোন্ কোন্ সামগ্রী কতখানি পাইলে তাহার কতখানি সন্তুষ্টি হইবে তাহা সে মনে মনে কল্পনা করিতে পারে; এইরূপ বিভিন্ন সামগ্রী সমষ্টির মধ্যে কোন্‌টি বেশী ও কোন্‌টি কম কাম্য তাহা পর পর সাজাইয়া (কাম্যতা অনুযায়ী, অর্থাৎ তৃপ্তি প্রদানের ক্ষমতা অনুযায়ী সাজাইয়া) তালিকা রচনা করিতে পারে; ইহা হইল ভোগকারীর পছন্দ-তালিকা। এই পছন্দ-তালিকা বা পছন্দ-ক্রমে (Scale of preference) বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও উহাদের যথাযথ পরিমাণ সাজানো হয়—ইহা করা হয় ভোগকারীর নিকট বিভিন্ন বস্তু-সমষ্টির (combination of goods) গুরুত্ব অনুযায়ী, অর্থাৎ ভোগকারীর পক্ষে নির্দিষ্ট অনুপাতের বিভিন্ন বস্তু সমষ্টির মধ্যে পছন্দ বণ্টন অনুযায়ী। ভোগ কারী এইরূপ পছন্দ-ক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তু কিনিবার সিদ্ধান্ত করে। ভোগকারীর ভারসাম্যের দিকে যাইবার প্রথম পদক্ষেপ হইল এই পছন্দ-ক্রম রচনা।

কোন্ বস্তু-সমষ্টি বেশী কাম্য; কোন্ বস্তু সমষ্টি কম কাম্য তাহা মনে মনে স্থির করা হয়

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে পছন্দ-ক্রম (Scale of preference) দামের উপর নির্ভর করে না। ভোগকারী মনে মনে যে পছন্দক্রম গড়ে উহা বাজার দামের উপর ভিত্তি করিয়া গড়া হয় না। উহা রচনা করা হয় কোন্ সামগ্রী সমষ্টি কতখানি তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে (কোন সামগ্রী সমষ্টি তাহার নিকট লোভনীয়) তাহার ভিত্তিতে। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে কোন্‌টির কতখানির সহিত অপর কোনটির কতখানি একসঙ্গে পাইলে কতখানি তৃপ্তি হইবে, একটি সামগ্রী-সমষ্টির (assartment of goods) তুলনায় অপর একটি সামগ্রী-সমষ্টি হইতে (যথা ৪ খানি ধুতি + ৩ সার্ট, অথবা ৫ খানি ধুতি + ২টি সার্ট) সমান তৃপ্তি পাওয়া যাইবে, কি বেশী তৃপ্তি পাওয়া যাইবে, কি কম তৃপ্তি পাওয়া যাইবে তাহা উহাদের দাম না জানিয়াই নিছক আকর্ষণযোগ্যতা বা তৃপ্তিদানের ক্ষমতার ভিত্তিতেই অনুভব করা হইবে। এই সামগ্রী সমষ্টির সবগুলিকেই যে ক্রেতা কিনিতে পারিবে তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও সমষ্টি থাকিবে যাহা তাহার ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে। বিভিন্ন বস্তুর বাজার দাম জানিবার পর ক্রেতা বুঝিতে পারিবে,

পছন্দ তালিকা নিছক আকর্ষণযোগ্যতার ভিত্তিতে রচিত হয়, দামের ভিত্তিতে নহে

কোন্ সামগ্রী-সমষ্টি ক্রয় করা তাহার পোষায় বা কোন্ সামগ্রী-সমষ্টি ক্রয় করা তাহার আয়ত্তের বাহিরে। ইহা সত্ত্বেও, দামের কথা বিবেচনা না করিয়াই নিছক তৃপ্তির ভিত্তিতেই বিভিন্ন সামগ্রী-সমষ্টি (combination) সাজাইয়া ভোগকারী তাহার পছন্দ-ক্রম গঠন করিতে পারে; শেষ পর্যন্ত এইরূপ কোন না কোন পছন্দ ক্রমের ভিত্তিতেই সে বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী কিনিতে অগ্রসর হয়।

এই পছন্দ ক্রমের উপর ভিত্তি করিয়া নিরপেক্ষ তালিকা (Indifference Schedule) রচিত বা নিরপেক্ষা রেখা অঙ্কিত হয়। নিরপেক্ষ রেখা (Indifference curve) বলিতে এরূপ একটি পছন্দক্রম বুঝায় যেখানে একাধিক বস্তু বিভিন্ন অনুপাতে চাওয়া হইতেছে অথচ এই বিভিন্ন অনুপাতের সামগ্রী সমষ্টি (combination of goods) হইতে তৃপ্তি পাওয়া যাইতেছে একই। এক্ষেত্রে এক ধরণের ক্রয় সমষ্টি হইতে যেরূপ সন্তুষ্টি পাইতে পারি অপর এক ধরণের ক্রয় সমষ্টি হইতে ঠিক অনুরূপ সন্তুষ্টিই প্রত্যাশা করি; সুতরাং বাস্তবক্ষেত্রে কোন্ সামগ্রী সমষ্টিকে ছাড়িয়া কোন্ সামগ্রী সমষ্টিকে গ্রহণ করিব সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পছন্দ আর থাকে না। তখন ঐ বিভিন্ন সামগ্রী সমষ্টির মধ্যে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা মানসিক নিরপেক্ষতার বিন্দুতে আসিয়া পৌঁছাই—পছন্দ যোগ্যতার দিক হইতে তখন একটি সামগ্রী-সমষ্টি অপর যে কোনও সামগ্রী-সমষ্টির সমান। এইভাবে সমান পছন্দ যোগ্যতা আছে এরূপ বিভিন্ন সামগ্রী সমষ্টির একটি তালিকা রচনা করিলে উহাই হইবে "নিরপেক্ষ তালিকা" (Indifferene schedule);* একটি রেখার দ্বারা এই নিরপেক্ষ তালিকাকে ব্যক্ত করিলে উহা হইবে নিরপেক্ষা রেখা (Indifference curve)।

নিরপেক্ষ তালিকা ও নিরপেক্ষ রেখা

ধরা যাক, একজন ভোগকারীর সম্মুখে দুইটি সামগ্রী রহিয়াছে, মাছ এবং আলু। ১০নং রেখাচিত্রে OY ঊর্ধ্বাধো রেখাটি মাছ এবং OX অনুভূমিক রেখাটি আলুর পরিমাণ বুঝাইতেছে। উভয়ক্ষেত্রেই ১,২,৩,৪,প্রভৃতি সংখ্যাগুলি

"An indifference schedu'e may be defined as a schedule of vaious combinations of goods that will be equally satisfactory to the individual concerned". Meyers

নির্দিষ্ট পরিমাণ (যথা কে, জি,) বুঝাইতেছে। ১০নং রেখা চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে ক্রেতা M-বিন্দুতে ৪ কেজি আলু ও ২ কেজি মাছ এই সামগ্রী সমষ্টি (Combination of goods) পছন্দ করিতেছে। কিন্তু M-বিন্দুর এই পছন্দ N-বিন্দুর (৩ কেজি মাছ ও ৩ কেজি আলু) পছন্দের সহিত, R-বিন্দুর (২$\frac{১}{২}$ কেজি আলু ও ৪ কেজি মাছ) পছন্দের সহিত, Q-বিন্দুর (১$\frac{৩}{৪}$ কেজি আলু ও ৫ কেজি মাছ) পছন্দের সহিত সমান। অর্থাৎ পছন্দযোগ্যতার বা আকর্ষণীয়তার দিক হইতে M (অর্থাৎ ২ কেজি মাছ+৪ কেজি আলু), N (অর্থাৎ ৩ কেজি মাছ+৩ কেজি আলু), R (অর্থাৎ ৪ কেজি মাছ+২$\frac{১}{২}$ কেজি আলু) এবং Q (অর্থাৎ ৫ কেজি মাছ+১$\frac{৩}{৪}$ কেজি আলু)—ইহারা পরস্পরের মধ্যে সমান। ইহাদের মধ্যে যে কোনও সামগ্রী-সমষ্টি অপর যে কোনটির স্তায় সমান সন্তুষ্টি দিবে। IC বক্ররেখাটি অসংখ্য বিন্দুতে ভাগ করা যাইতে পারে; বস্তুত: পক্ষে এইরূপ অসংখ্য বিন্দু লইয়াই IC বক্র-রেখাটি গঠিত; এই বিন্দুর প্রত্যেকটি অপর যে কোনটির সহিত সমান—অর্থাৎ প্রত্যেক সামগ্রী-সমষ্টি একই প্রকার সন্তুষ্টি দিবে, কোন্‌টি লইব এবং কোন্‌টি লইব না সে সম্পর্কে আর কোন পছন্দ অপছন্দের অবকাশ নাই। ভোগ কারীর পছন্দ এই বিভিন্ন বিন্দুর (অর্থাৎ সামগ্রীর সমষ্টির) মধ্যে নিরপেক্ষ হইয়া যায়। আর কোন পক্ষপাতিত্ব থাকে না। সেইজন্য IC বক্ররেখাটি হইল নিরপেক্ষরেখা : Indifference curve.

M=N=R=Q
সমান সন্তুষ্টি

এই নিরপেক্ষ রেখাটির নাম দেওয়া যাউক ১নং নিরপেক্ষ রেখা। ১১নং রেখাচিত্রটিতে ১ নং নিরপেক্ষরেখার নিচে একটি (২ নং) নিরপেক্ষ রেখা এবং উপরে একটি (৩ নং) নিরপেক্ষ রেখা টানা হইল।

২ নং নিরপেক্ষ রেখার A-বিন্দুতে ভোগকারী ঠিক সেইরূপ সন্তুষ্টি পাইবে যে রূপ সে ঐ রেখার B,C,D যে কোনও বিন্দু হইতেই পাইতে পারে; অর্থাৎ A,B, C,D—এই প্রত্যেক সামগ্রী-সমষ্টিরই ভোগকারীকে সন্তুষ্টি প্রদানের ক্ষমতা একই। কিন্তু এই রেখার যে কোন বিন্দু হইতে প্রাপ্য (অর্থাৎ যে কোন সামগ্রী-সমষ্টি হইতে প্রাপ্য) সন্তুষ্টি ১নং রেখার যে কোন বিন্দু (অর্থাৎ সামগ্রী-সমষ্টি) হইতে প্রাপ্য সন্তুষ্টি অপেক্ষা কম। ২ নং নিরপেক্ষ রেখাটি ১নং নিরপেক্ষ রেখাটির নিচে;

নি : রে : ২-এর যে যে কোন বিন্দুর সন্তুষ্টি নি: রে-১ এর যে কোন বিন্দুর সন্তুষ্টি হইতে কম

ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে A বিন্দুতে প্রাপ্য সন্তুষ্টি M বিন্দু অপেক্ষা বা B-বিন্দু হইতে প্রাপ্য সন্তুষ্ট N বিন্দু অপেক্ষা (এইভাবে ২নং রেখার যে কোন বিন্দুর সমষ্টি ১নং রেখার যে কোন বিন্দুর সন্তুষ্টি অপেক্ষা) কম।

অপর পক্ষে ৩নং নিরপেক্ষ রেখায় যতগুলি বিন্দু (অর্থাৎ সামগ্রী-সমষ্টি) আছে উহাদের প্রত্যেকটি ঐ রেখারই যে কোন অপরটির সমান ; E বিন্দু হইতে যে সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে উহা F বা G, বা H,—যে কোন বিন্দু হইতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু ৩ নং নিরপেক্ষ রেখাটি ১নং নিরপেক্ষ রেখার উপরে অবস্থিত ; ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে ৩নং নিরপেক্ষ রেখার যে কোন বিন্দু (সামগ্রী-সমষ্টি) হইতে প্রাপ্য সন্তুষ্টি ১নং নিরপেক্ষ রেখার যে কোন বিন্দু (সামগ্রী-সমষ্টি) হইতে প্রাপ্য সন্তুষ্টি অপেক্ষা বেশী। ২ নং রেখা ১নং রেখার নিচে, ২নং রেখা কম সন্তুষ্টির পরিচায়ক ; ৩নং রেখা ১নং রেখার উপরে, ৩নং রেখা বেশী সন্তুষ্টির পরিচায়ক।

নিঃ রেঃ ৩-এর যে কোন বিন্দুর সন্তুষ্টি নিঃ রেঃ ১এর যে কোন বিন্দুর সন্তুটি হইতে বেশী

তাহা হইলে, কাহার জন্য ১নং রেখা, কাহার জন্যই বা ২নং এবং ৩নং রেখা ? উহার উত্তর হইল যে আমি দরিদ্র, তাই আমার উপার্জন অনুযায়ী ২নং রেখাটি ভগবান আমার কপালে আঁকিয়াছেন ; আপনি আমার ন্যায় যদি দরিদ্র না হন তাহা হইলে আপনার অধিকতর উপার্জন অনুযায়ী আপনি ১নং রেখাটির দিকে হাত বাড়াইতে পারেন। আর, ৩নং রেখাটির দিকে হাত বাড়ানো তাঁহার পক্ষেই সম্ভব যাঁহার উপার্জন আপনার আমার অপেক্ষাও বেশী।

সকল ব্যক্তির আসল নিরপেক্ষ রেখা (অর্থাৎ যে নিরপেক্ষ রেখায় সে শেষ পর্যন্ত ক্রয়-কার্য সম্পন্ন করিবে তাহা) ঠিক একই স্থানে অবস্থিত নহে। কাহারও আসল নিরপেক্ষ রেখা উপরে, কাহারও আরও উপরে, কাহারও নিচে, কাহারও আরও নিচে। একজন বিশেষ ক্রেতার উপার্জন অনুযায়ী একটি বিশেষ নিরপেক্ষ রেখাই তাহার পক্ষে উপযোগী বলিয়া দেখা যাইবে। এইরূপ ভাবে অনেক ভোগকারীর অনেক নিরপেক্ষ রেখা আঁকিতে পারা যায়—অনেকগুলি নিরপেক্ষ রেখা পরপর সাজাইলে "নিরপেক্ষ রেখার মানচিত্র" (Indifference map) অঙ্কিত

নির্দিষ্ট ক্রেতার পক্ষে কোন্ নিরপেক্ষ রেখাটি প্রযোজ্য তাহার উপার্জন উহা দেখাইয়া দেয়

হয়। একটি নিরপেক্ষ রেখার মানচিত্রের মধ্যে যে বিভিন্ন নিরপেক্ষ রেখা রহিয়াছে উহাদের প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন ভোগকারীদের পক্ষে তাহাদের উপার্জন অনুযায়ী প্রযোজ্য।

আসল প্রশ্ন হইল, একজন নির্দিষ্ট আয়ের ভোগকারীর পক্ষে যে নিরপেক্ষ রেখাটি প্রযোজ্য সেই নিরপেক্ষ রেখার ঠিক কোন্ বিন্দুটিকে—অর্থাৎ ঠিক কোন্ সামগ্রী-সমষ্টিকে (combination of goods)—সে সর্বাপেক্ষা কাম্য বলিয়া মনে করিবে? একই নিরপেক্ষ রেখার সকল সামগ্রী-সমষ্টি সমভাবেই আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট সমষ্টিকেই সে সর্বাপেক্ষা কাম্য বলিয়া (সব থেকে বেশী সন্তুষ্টি প্রদায়ী বলিয়া) মনে করিবে। এই সর্বাপেক্ষা কাম্য বিন্দুই হইবে ভোগকারীর ভারসাম্যের বিন্দু।

নির্দিষ্ট নিরপেক্ষরেখার মধ্যে ভোগকারীর এই ভারসাম্যের বিন্দু নির্ভর করিতেছে সামগ্রীর দামের উপরে। উপার্জন দেখাইয়া দেয় নিরপেক্ষ মানচিত্রের মধ্যেকার বিভিন্ন নিরপেক্ষ রেখার কোন্ রেখাটি পর্যন্ত ভোগকারী অগ্রসর হইতে পারিবে। ঐ নিরপেক্ষ রেখা অনুযায়ী সামগ্রী কিনিতে অগ্রসর হইলে কোন্ সামগ্রী কি অনুপাতে সে প্রকৃত পক্ষে কিনিলে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাইবে তাহা নির্ভর করিতেছে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীগুলির দামের উপর। ধরা যাক, একজন লোক দৈনিক ৫ টাকা আয় করে এবং এই আয় সে প্রত্যহই মাছ এবং আলুর উপর ব্যয় করে (মাছ ও আলুকেই বিভিন্ন সামগ্রীর প্রতীক রূপেই ধরা যাক)। ১২নং রেখাচিত্র প্রদত্ত নিরপেক্ষ মানচিত্রে OY অক্ষ রেখাটি মাছ এবং OX রেখাটিকে আলু ধরা হইল এবং উহাদের মধ্যেকার সংখ্যাগুলি হইল উহাদের পরিমাণ একক (কেজি)। ধরা যাক, আলুর দর হইল ১ টাকা কে, জি; এক্ষেত্রে ক্রেতা যদি তাহার সম্পূর্ণ উপার্জন আলুর উপর ব্যয় করে সে OP^1 পরিমাণ (৫ কেজি) আলু কিনিতে পারে। অপরপক্ষে ধরা যাক, মাছের দাম ১'২৫ টাকা কেজি; এক্ষেত্রে ক্রেতা যদি তাহার সম্পূর্ণ উপার্জন মাছের উপর ব্যয় করে; তাহা হইলে সে OP পরিমাণ (৪ কেজি) মাছ কিনিতে পারে। এক্ষণে P এবং P^1কে যোগ করিয়া যদি একটি সরলরেখা টানা হয় তাহা হইলে উহা ১নং, ২নং, এবং ৩নং নিরপেক্ষ রেখাকে স্পর্শ

ঐ যথাযোগ্য নিরপেক্ষ রেখাটির কোন্ বিন্দুটি ঠিক ভারসাম্যের বিন্দু তাহা দেখাইয়া দেয় দাম-স্তর

দাম-রেখা একটি নিরপেক্ষ রেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি দেখাইয়া দিবে

করিয়া যাইতেছে। PP^1 রেখাটি যে যে বিন্দুতে নিরপেক্ষ রেখাগুলিকে স্পর্শ করিতেছে (D, Q, G, M, A) উহাদের মধ্যে একটি মাত্র বিন্দু আছে যাহা ক্রেতার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির বা ভারসাম্যের বিন্দু। (১২ নং রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন উঠিতে পারে PP^1 রেখাটি কোথা হইতে আসিল? PP^1 রেখাটি উদ্ভূত হইয়াছে বাজারের পরিস্থিতি (market condition) অর্থাৎ সামগ্রীর বাজার দাম, এবং ক্রেতার উপার্জন হইতে। ধরা যাক, OP হইল ৫'০০ টাকার সমান—ক্রেতার আয় (১৩নং রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য)। ধরা যাক, আলুর দাম এরূপ যে ক্রেতা সমগ্র উপার্জন (৫'০০ টাকা) ব্যয় করিলে ৫ কেজি আলু পাইতে পারে ; ১ কেজি আলুর দাম হইল $OP \div OP^1$ (১'০০ টাকা); এবং ধরা যাক ক্রেতা সমগ্র উপার্জনই কোন না সামগ্রীর উপর ব্যয় করে। এক্ষেত্রে ১.০০ টাকা কেজি দরে সে ৫ কেজি পর্যন্ত আলু কিনিয়া সব উপার্জন নিঃশেষ করিতে পারে, অথবা কিছুটা আলু কিনিয়া বাকী অর্থ অন্য সামগ্রীর (যথা মাছ) উপর ব্যয় করিতে পারে। PP_1 রেখাটি দেখাইতেছে ক্রেতা কত পরিমাণ আলু কিনিতে পারে এবং অন্য সামগ্রী কিনিবার জন্য বাকী কত অর্থ রাখিয়া দিতে পারে।

দাম রেখা দেখায় দামের দিক হইতে ভোগকার্যের কয়েকটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা

PP^1 রেখার যে কোন বিন্দু হইতে একটি সরল রেখা পাশে OY অক্ষ-এর সহিত যুক্ত করিলে এবং আর একটি সরলরেখা নিচে টানিয়া OX অক্ষ-এর সহিত যুক্ত করিলে (এবং OY রেখাটিকে টাকার পরিমাণ বলিয়া মনে করিলে : OP=৫'০০ টাকা) ঐ সংযোগ রেখাগুলি হইতে আলু ও টাকার (অর্থাৎ টাকার দ্বারা অন্যান্য যে সকল বস্তু ক্রয় করা যায় উহাদের) কত প্রকারের সংযুক্ত ক্রয় (combination) হইতে পারে তাহা বুঝা যাইবে। সেই কারণে PP^1 রেখাটিকে দামের দ্বারা নির্ধারিত সুযোগ রেখা (Price Opportunity Line) অথবা ভোগ-সম্ভাবনা রেখা (Consumption Possibility Line) অথবা দাম রেখা (Price Line) বলা হইয়া থাকে। এই দাম রেখার বাহিরে (ডানদিকে) যথা L বিন্দুতে ক্রেতা অনেক বেশী সামগ্রী কিনিতে পারে বটে কিন্তু উহা তাহার উপার্জনে কুলাইবে না। অপর পক্ষে, দাম রেখার ভিতরে (বাম দিকে) যথা

অর্থাৎ, ক্রেতা নির্দিষ্ট আয়ে কোন্ বস্তু কতখানি কিনিতে পারে

১৪নং রেখাচিত্র

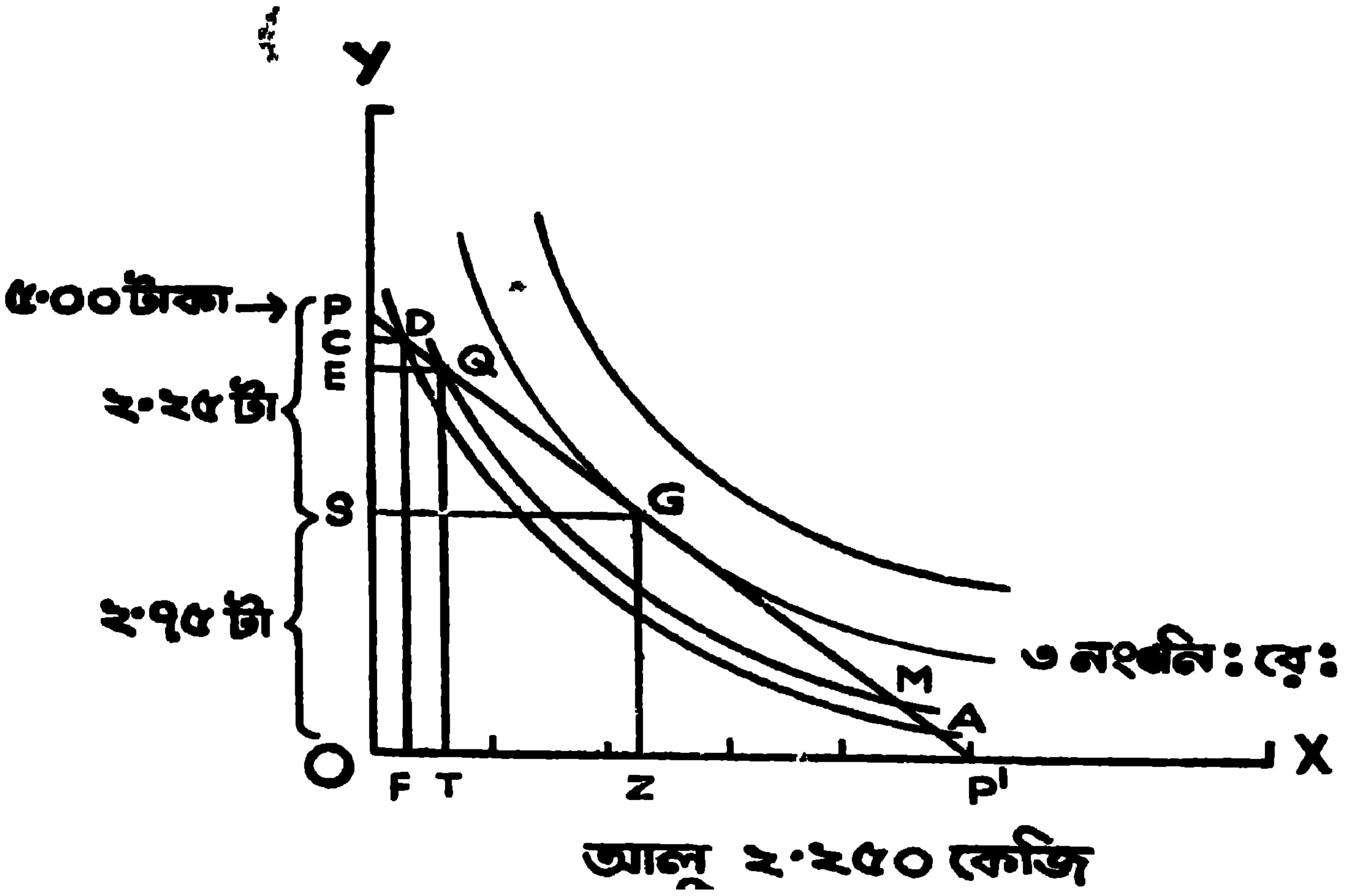

১৫নং রেখাচিত্র

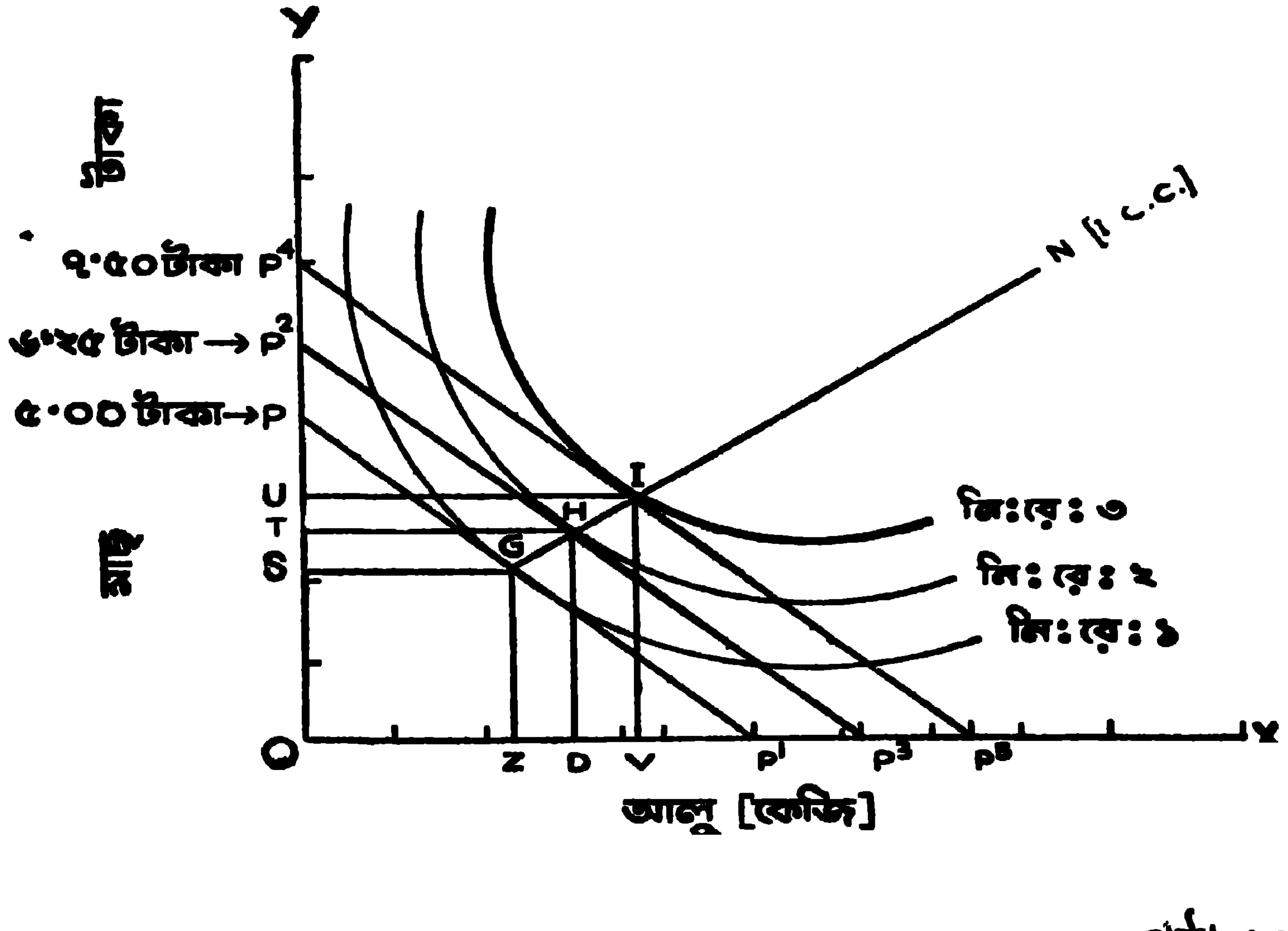

K বিন্দুতে যদি সে থাকে, আর অগ্রসর না হয়, তা হইলে ভোগ সামগ্রী ক্রয় করিয়া সে যে সন্তুষ্টি পাইতে পারিত তাহা সে পাইবে না, অর্থাৎ ভোগকার্যে যতদূর অগ্রসর হইতে পারে ততদূর অগ্রসর হইতেছে না। আলুর দাম ও নিজের উপার্জন অনুযায়ী ক্রেতা PP^1 রেখারই কোনও একটি বিন্দুতে থাকিবে উহার বাহিরও যাইবে না, ভিতরেও থাকিবে না।

নিরপেক্ষ মানচিত্রের উপর দাম রেখাকে সংস্থাপন

কিন্তু PP^1 রেখাটির (Price line) ঠিক কোন্ বিন্দুটি তাহার সর্বাপেক্ষা কাম্য বিন্দু হইবে? লক্ষ্য করা প্রয়োজন এই সর্বাপেক্ষা কাম্য বিন্দুটি তাহার পক্ষে প্রযোজ্য নিরপেক্ষ রেখাতেও অবস্থান করিতেছে। তাহার পক্ষে প্রযোজ্য নিরপেক্ষা রেখা কোন্‌টি, এবং ঐ নিরপেক্ষ রেখার মধ্যে সব থেকে কাম্য বিন্দু কোন্‌টি (এবং উহার সহিতই দাম রেখার মধ্যে অবস্থিত সব থেকে কাম্য বিন্দুই বা কোন্‌টি) তাহা পাওয়া যাইবে নিরপেক্ষ মানচিত্রের (indifference map) উপরে দাম-রেখাকে (price line) সংস্থাপন করিলে, যেরূপ ১২নং রেখাচিত্রে করা হইয়াছে।

ঐ রেখাচিত্রে, নিরপেক্ষ মানচিত্র এবং দাম-রেখাকে যুক্ত করিয়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে দাম রেখাটি (PP^1) ১নং, ২নং এবং ৩নং নিরপেক্ষ রেখাগুলিকে D, Q, G, M, A, এই পাঁচটি স্থানে ছেদ বা স্পর্শ করিতেছে। কিন্তু D বিন্দুতে তাহার যে সন্তুষ্টি হইতেছে তাহা অপেক্ষা Q বিন্দুতে বেশী সন্তুষ্টি হইবে কারণ উহা (Q) উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থিত; ঠিক অনুরূপ কারণেই G বিন্দুতে আরও বেশী সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে, কারণ G বিন্দু আরও উঁচু (৩নং) নিরপেক্ষ রেখায় রহিয়াছে। কিন্তু G বিন্দু হইতে ক্রেতা যদি M বিন্দুতে যায় তাহা হইলে সন্তুষ্টি কমিয়া গেল, কারণ M বিন্দু নিম্নতর (২নং) নিরপেক্ষ রেখায়,—A-বিন্দু তো আরও নিচে। অতএব G বিন্দু যেখানে (PP^1) দাম রেখা ৩নং নিরপেক্ষা রেখাকে স্পর্শ করিতেছে—উহাই হইবে ক্রেতার সর্বাধিক সন্তুষ্টির বিন্দু। এই বিন্দুর সহিত একদিকে OY অক্ষকে ও অপরদিকে OX অক্ষকে যুক্ত করিলে ২ কেজি ২০০ গ্রাম মাছ +২ কেজি ২৫০ গ্রাম আলু পাওয়া যাইবে। এই সামগ্রী-সমষ্টি হইতে ৫ টাকা-উপার্জনকারী ক্রেতা সবথেকে বেশী সন্তুষ্টি পাইবে।

G বিন্দু=সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির বিন্দু

একটি বস্তু ও অপরাপর সকল বস্তুর (টাকার) মধ্যে ভারসাম্য—Equilibrium between one good and other goods (Money)

এইবার টাকার এবং আলুর মধ্যে—অর্থাৎ একদিকে আলু এবং অন্যদিকে অন্যান্য সকল বস্তুর মধ্যে (কারণ টাকার দ্বারা সকল বস্তুই কেনা যায়)—ভারসাম্য আলোচনা করা যাক। ১৪নং রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে ক্রেতা টাকা ছাড়িয়া দিতেছে এবং আলু কিনিতেছে, এইভাবে D বিন্দুতে পৌঁছাইয়াছে—অর্থাৎ এই বিন্দুতে PC পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া OF পরিমাণ আলু কিনিতেছে। কিনিয়া দেখিল, টাকার হিসাবে আলুর দাম অপেক্ষা, অর্থাৎ আলুর বাজার দাম (এক টাকা কেজি) অপেক্ষা, আলুর প্রান্তিক তাৎপর্য (বাড়তি আলুর বাড়তি তৃপ্তি দানের ক্ষমতা) বেশী।

G-বিন্দুতে আলুর প্রান্তিক তাৎপর্য উহার বাজার দামের সমান

সুতরাং সে Q বিন্দুতে চলিয়া গিয়া মোট PE অর্থ ব্যয় করিয়া মোট OT পরিমাণ আলু কিনিল। এখনও সে দেখিতেছে আলুর বাজার দাম অপেক্ষা উহার প্রান্তিক তাৎপর্য বেশী। সুতরাং সে টাকা ছাড়িয়া দিয়া আলু কিনিতে লাগিল এবং ঐভাবে G বিন্দুতে পৌঁছাইল। ঐ বিন্দুতে PS পরিমাণ অর্থের (২.২৫ টাকা) বিনিময়ে OZ পরিমাণ আলু (২ কেজি ২৫০ গ্রাম) কিনিল। যতক্ষণ সে G বিন্দুতে না পৌঁছাইতেছে ততক্ষণ সে টাকা ছাড়িয়া আলু কিনিবে, কারণ আলুর তৃপ্তি প্রদানের ক্ষমতা টাকার (যত টাকা দিয়া উহা কেনা হইবে) তৃপ্তি প্রদানের ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী।

কিন্তু ক্রেতা যদি G বিন্দুর নিচে নামিয়া আসে, তাহা হইলে সে বিপরীত ফল পাইবে। M বিন্দুতে অথবা A বিন্দুতে (G হইতে P^1 পর্যন্ত যে কোন বিন্দুতে) আলুর প্রান্তিক তাৎপর্য বাজার দাম অপেক্ষা কম ; অর্থাৎ আলুর দামের তুলনায় এক্ষণে উহার তৃপ্তি প্রদানের ক্ষমতা কম। সুতরাং ক্রেতা যদি OZ পরিমাণ (২.২৫০ কেজি) আলু কিনিয়া উহার জন্য PS পরিমাণ (২.২৫ টাকা) অর্থ ব্যয় করে এবং OS পরিমাণ অর্থ (২.৭৫ টাকা) অন্য সামগ্রীর উপর ব্যয়-এর জন্য রাখে—অর্থাৎ G বিন্দুতেই থাকে তাহা হইলে তাহার নির্দিষ্ট আয় হইতে আলু কিনিয়া সন্তুষ্টি হইবে সব থেকে বেশী। সেই কারণে উহা ভারসাম্যের বিন্দু। ঐ বিন্দুতে দাম-রেখা (PP^1) ৩নং

G বিন্দুর নিচে আলুর প্রান্তিক তাৎপর্য টাকার প্রাঃ তাঃ অপেক্ষা কম

নিরপেক্ষ রেখার স্পর্শক হইতেছে। ঠিক এই স্থানে নিরপেক্ষ রেখার ঢাল (slope) এবং দাম রেখার ঢাল সমান।

ভোগকারীর ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতি—Deviations from Consumer's Equilibrium

ভোগকারী তাহার নির্দিষ্ট আয়ের ভিত্তিতে অর্থ-ব্যয় করিতে করিতে যখন দেখে যে যে-সামগ্রী সে ক্রয় করিতেছে উহার প্রান্তিক তাৎপর্য উহার বাজার-দামের সহিত সমান হইয়া গেল, তখন ঐ সামগ্রীর যে পরিমাণ ক্রয় করিয়াই সে থামিয়া যায় উহাই তাহার ভারসাম্যের বিন্দু। কিন্তু এই ভারসাম্যের বিন্দুই যে তাহার পক্ষে চিরকাল খাটিবে,—সে যে বরাবর এই ভারসাম্যের বিন্দুতেই থাকিবে—তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যে সকল ঘটনা বা মূল পরিস্থিতি এই ভারসাম্য সৃষ্টি করে উহাদের পরিবর্তন হইলেই ভারসাম্যেরও পরিবর্তন হইবে, পুরাতন ভারসাম্য তিরোহিত হইবে এবং নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে। তখন, পূর্বে যতখানি সামগ্রী কিনিয়া সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাওয়া যাইত, ঠিক ততখানি কিনিয়া সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে না; উহা অপেক্ষা কম অথবা উহা অপেক্ষা বেশী ক্রয়ের দ্বারা সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে।

যে মূল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া ভারসাম্য বিন্দু নির্ণয় করা হয় উহাদের পরিবর্তন

আয়গত ফলাফল (Income Effect)

যে সকল কারণে ভোগকারীকে পুরাতন ভারসাম্য হইতে সরিয়া গিয়া নূতন ভারসাম্যে উপনীত হইতে হয় তাহার মধ্যে একটি হইল "আয়"-এর পরিবর্তন। ভোগকারীর আয় পরিবর্তিত হইলে তাহার ভারসাম্যের উপর যে ফলাফল ঘটে, উহাকে বলা হয় আয়গত ফলাফল (income effect)। আয় পরিবর্তন হইলে পুরাতন ভারসাম্য বিনষ্ট হইয়া নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে। ১২নং রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে যে G-বিন্দুতে ক্রেতা ১ টাকা কেজি দরে ২ কে, জি, ২৫০ গ্রাম আলু এবং ১.২৫ টাকা কে, জি, দরে ২ কে,জি, ২০০ গ্রাম মাছ কিনিয়া ভোগকার্যে ভারসাম্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু উহার পিছনে এই মূল অনুমান (assumption) রহিয়াছে যে ঐ ভোগকারীর দৈনিক আয় হইল ৫ টাকা। ক্রেতার এই

আয়-এর পরিবর্তন হইলে ক্রেতা ভিন্ন নিরপেক্ষ রেখায় সরিয়া যাইবে

দৈনিক আয় ৫ টাকার পরিবর্তে যদি ৪ টাকা হয় বা ৬ টাকা হয় তাহা হইলে ঐ ভারসাম্যের বিন্দু হয় আগাইয়া আসিবে নয় পিছাইয়া যাইবে। আয় কমিয়া গেলে ভোগকারী নিচেকার নিরপেক্ষ রেখায় নামিয়া আসিবে, আয় বাড়িয়া গেলে যে উপরকার নিরপেক্ষ রেখায় উঠিয়া যাইবে। ভিন্ন নিরপেক্ষ রেখায় চলিয়া গেলে বিভিন্ন সামগ্রীর যে সমষ্টি সে পূর্বে কিনিতেছিল (বিভিন্ন সামগ্রী যে অনুপাতে সে কিনিতেছিল) তাহারও পরিবর্তন হইবে।

১৫নং রেখাচিত্রটিতে ভোগকারীর উপার্জনের পরিবর্তন হইলে তাহার পক্ষে বিভিন্ন সামগ্রী সমষ্টির ক্রয়ে কি ধরনের সম্ভাব্য পরিবর্তন ঘটিতে পারে তাহা দেখান হইতেছে। ভোগকারীর

৫ টাকা আয়-এ
G-বিন্দু

দৈনিক উপার্জন যখন ৫'০০ টাকা ছিল, তখন তাহার ভারসাম্যের বিন্দু ছিল G-অর্থাৎ ১'২৫ টাকা দরে ২'২০০ কে, জি, মাছ এবং ১'০০ কে, জি, দরে ২'২৫০ কেজি আলু। (১২ নং রেখাচিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখুন, এখানে যেটি ১নং নিঃ রেঃ ১২ নং রেখাচিত্রে সেটি ৩নং নিঃ রেঃ রূপে দেখানো হইয়াছিল কিন্তু G-বিন্দু ঠিক একই সমষ্টি বুঝাইতেছে।)

ধরা থাক, ঐ একই ভোগকারীর দৈনিক উপার্জন ৫'০০ টাকা হইতে বাড়িয়া ৬'২৫ টাকা হইল। ধরা যাক, ক্রেতা যদি সমগ্র আয়ের দ্বারা শুধু-মাত্র আলু কেনে তাহা হইলে সে উহার দ্বারা ৬'২৫০ কেজি আলু কিনিতে পারিবে—আলুর ইহাই বাজার দর (অর্থাৎ ১'০০ টাকা কেজি) ; এবং যদি সমগ্র আয়ের দ্বারা শুধুমাত্র মাছ কেনে তাহা হইলে ৫ কেজি মাছ কিনিতে পারিবে ; মাছের উহাই বাজার দর। তাহা হইলে তাহার নিকট দাম-রেখা হইল $P^{২} P^{৪}$। তাহার আয়

৬'২৫ টাকা আয়-এ
H বিন্দু

বাড়িয়াছে (দাম পূর্বেকার ন্যায়ই আছে) বলিয়া সে এখন উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় (২নং নিঃ রেঃ) চলিয়া যাইতে পারিবে। ঐ ২নং নিরপেক্ষ রেখাকে দাম-রেখা ($P^{২} P^{৪}$) H-বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে ; ঠিক ঐ বিন্দুতে দাম-রেখার ঢাল এবং নূতন নিরপেক্ষ-রেখার (২নং) ঢাল সমান। ঐ বিন্দু দেখাইতেছে যে ক্রেতা (প্রতি কেজি) ১'২৫ টাকা দরে ২ কেজি ৬০০ গ্রাম মাছ (OT) এবং ১'০০ টাকা দরে ৩ কেজি আলু (OD) কিনিতেছে। H-বিন্দু তাহার সর্বোচ্চ তৃপ্তির বিন্দু। এই বিন্দুতে সে আলু এবং মাছ উভয় সামগ্রীই বেশী করিয়া কিনিতেছে।

ধরা যাক, ঐ ভোগকারীর দৈনিক উপার্জন ৬'২৫ টাকা হইতে বাড়িয়া ৭'৫০ টাকা হইল। ধরা যাক, আলু এবং মাছের বাজার দর সমানই আছে (ভারসাম্যের উপর income effect দেখিবার জন্য ইহাই ধরিয়া লওয়া হয়)। সেক্ষেত্রে দাম-রেখা (Price line) হইল B^4 P^5; উপার্জন বাড়িয়া যাইবার দরুন ভোগকারী এখন উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় (৩নং নিঃ রেঃ) চলিয়া গেল। দাম-রেখা এই ৩নং নিরপেক্ষ রেখাকে I-বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। (দাম-রেখা ঠিক P^4 হইতে শুরু করিয়া ঠিক P^5-এ কেন স্পর্শ করিল তাহা পাঠক পাঠিকা একটু ভাবিয়া বাহির করুন)। I-বিন্দুতে দাম-রেখার ঢাল এবং যথোচিত নিরপেক্ষ রেখার ঢাল সমান। ইহাই এখন তাহার নূতন ভারসাম্যের বিন্দু হইবে। এই নূতন ভারসাম্যের বিন্দুতে ক্রেতা ১'২৫ টাকা দরে ৩ কেজি মাছ (OU) এবং ১'০০ টাকা দরে ৩ কেজি ৭৫০ গ্রাম আলু (OV) কিনিতে পারিবে এবং উহাতেই সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাইবে।

৭'৫০ টাকা আয়-এ I বিন্দু

এইভাবে ক্রেতার যতই উপার্জন বাড়িতে থাকিবে ততই সে উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় চলিয়া যাইবে এবং যে বিন্দুতে দাম-রেখা (Price-line) এই উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখার সহিত স্পর্শক হইবে সেই বিন্দুটি হইবে ঐ নির্দিষ্ট আয়ের স্তরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভারসাম্যের বিন্দু। বিভিন্ন সম্ভাব্য উপার্জনের স্তরে (দাম অপরিবর্তিত আছে ইহা ধরিয়া) সামগ্রী-সমষ্টি ক্রয়ে যে বিভিন্ন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে তাহার যদি একটি তালিকা রচনা করি তাহা হইলে উহা হইবে "আয়-নির্ভর ভোগ তালিকা" (Income Consumption Schedule); যথা,

G, H, I-কে যোগ করিলে Income Consumption Curve

১। দৈনিক ৫ টাকা উপার্জনে, ক্রেতা কিনিবে ২ কেজি ২০০ গ্রাম মাছ (১'২৫ টাকা কেজি দরে)+২ কেজি ২৫০ গ্রাম আলু (১'০০ টাকা কেজি দরে)

২। দৈনিক ৬'২৫ টাকা উপার্জনে ক্রেতা কিনিবে ২ কেজি ৬০০ গ্রাম মাছ (১'২৫ টাকা কেজি দরে)+৩ কেজি আলু (১'০০ টাকা কেজি দরে)

৩। দৈনিক ৭'৫০ টাকা উপার্জনে ক্রেতা কিনিবে ৩ কেজি মাছ (১'২৫ টাকা কেজি দরে)+৩ কেজি ৭৫০ গ্রাম আলু (১'০০ টাকা কেজি দরে)।

১৫নং রেখাচিত্রে যদি আমরা G, H, I বিন্দু-গুলিকে সংযুক্ত করিয়া

একটি রেখা টানি, ঐ রেখাটি (G, H, I······N রেখা) বিভিন্ন সম্ভাব্য আয়ের স্তরের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোথায় ভারসাম্য হইতেছে তাহা দেখাইয়া দিবে। ইহার নাম "আয় নির্ভর ভোগ রেখা" (Income Consumption Curve)। এই আয় নির্ভর ভোগরেখা ডান দিক ঘেঁসিয়া উপরে উঠিতেছে। ইহার তাৎপর্য হইল লোকের আয় বাড়িলে (দাম স্তর যদি অপরিবর্তিত থাকে) সকল প্রকার সামগ্রার চাহিদাই তাহার নিকট বাড়িয়া যাইবে। কোনও সামগ্রীর চাহিদা কম বাড়িবে, কোন সামগ্রীর চাহিদা বেশী বাড়িবে, কিন্তু অল্প বিস্তর সব সামগ্রাই সে বেশী চাহিদা করিবে, কারণ আয় বাড়িবার দরুন ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে।

আয় হ্রাস জনিত ভারসাম্য

উপরের আলোচনায় দেখানো হইয়াছে, আয় বাড়িলে নূতন ভারসাম্য কোথায় হইবে। উহার বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আয় কমিলেও, পূর্বেকার ভারসাম্য বিনষ্ট হইয়া নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে। এই নূতন ভারসাম্যে দেখা যাইবে যে ভোগকারী উভয় সামগ্রীই কম পরিমাণে কিনিতেছে, কিন্তু প্রত্যেক সামগ্রী সে ঠিক ততখানি কিনিবে যতখানি কিনিলে তাহার নিকট উহার প্রান্তিক তাৎপর্য বাজার দামের সমান হয়।

১৬নং রেখাচিত্রে দেখান হইতেছে যে ভোগকারীর আয় যখন দৈনিক ৫'০০ টাকা ছিল এবং মাছ ও আলুর দাম যথাক্রমে ১'২৫ টাকা (কেজি) ও ১'০০ টাকা (কেজি) ছিল তখন সে G বিন্দুতে-অর্থাৎ, ২ কেজি ২০০ গ্রাম মাছ + ২ কেজি ২৫০ গ্রাম আলু, এই সামগ্রী সমষ্টি ক্রয় করিয়াই সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি বা ভারসাম্য লাভ করিয়াছিল (১২নং রেখাচিত্র দেখুন)।

ধরা যাক, মাছ এবং আলুর বাজার দাম সমানই রহিল কিন্তু ঐ ভোগকারীর দৈনিক আয় কমিয়া ৩'৭৫ টাকা হইল। সে যদি তাহার সমগ্র আয় মাছের উপর ব্যয় করে তাহা হইলে প্রচলিত বাজার দরে ৩ কেজি মাছ (OP^5) বা ৩ কেজি ৭৫০ গ্রাম আলু (OP^6) কিনিতে পারে। এখন তাহার Consumption possibility line বা Price line হইল P^5P^6; এই সরলরেখাটি F বিন্দুতে নিম্নতর নিরপেক্ষ রেখাটির ঠিক স্পর্শক হইয়াছে। সুতরাং ক্রেতা OC পরিমাণ (১ কেজি ৫০০ গ্রাম) মাছ এবং OE পরিমাণ (১'৮৮০ গ্রাম)

৩'৭৫ টাকা আয়-এ F-বিন্দু

আলু কিনিয়া সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাইবে। এক্ষেত্রে তাহার আয় প্রায় আধাআধি (মাছ ১'৮৭ টাকা এবং আলু ১'৮৮ টাকা) দুইটি সামগ্রীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া সে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাইল। এখন G Fকে যোগ করিলে Income Consumption curve নিম্নাভিমুখী।

বদলব্যবহারজনিত ফলাফল (Substitution Effect)

ভোগকারী যে সকল সামগ্রী কিনিয়া থাকে সেগুলির যদি দাম পরিবর্তন হয় কিন্তু ভোগকারীর প্রকৃত উপার্জনে (real income) কোন পরিবর্তন না ঘটে—অর্থাৎ দামের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত মুদ্রা হিসাবে উপার্জনেও (money income) সমান অনুপাতেই হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে—তাহা হইলেও ভোগকারীর ভারসাম্য বিনষ্ট হইবে এবং নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে। তবে পূর্বে যে নিরপেক্ষ রেখায় ভারসাম্য সৃষ্টি হইয়াছিল এক্ষণে সেই একই নিরপেক্ষ রেখায় নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে। কারণ, সামগ্রীর দাম পরিবর্তিত হইবার সহিত ক্রেতার আয়ও ঠিক তদনুপাতেই পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া ক্রেতার আর্থিক অবস্থা অপরিবর্তিতই আছে। এক একরূপ আর্থিক অবস্থায় এক একরূপ নিরপেক্ষ রেখা প্রযোজ্য এবং একই আর্থিক অবস্থায় ক্রেতা একই নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থান করিবে।

দাম পরিবর্তনের সহিত সমান ভাবে মুদ্রা উপার্জন পরিবর্তিত হইলে

কিন্তু একই নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থান করিলেও, উহার সেই একই বিন্দুতে ক্রেতা আর থাকিবে না। ঐ নিরপেক্ষরেখার কোনও এক ভিন্ন বিন্দুতে ক্রেতার নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে। ইহার কারণ হইল, জিনিষপত্রের দামে (general prices) পরিবর্তন হইলেও সব সামগ্রীর দামে একই রূপ পরিবর্তন হয় না। কোনও সামগ্রীর দাম বেশী বাড়ে, কোনও সামগ্রার দাম কম বাড়ে। এই সকল সামগ্রীর অধিকাংশই পরস্পরের মধ্যে পরিবর্ত, সুতরাং ভোগকারী অপেক্ষাকৃত কম-দামী বস্তু বেশী করিয়া কিনিয়া বেশী দামী বস্তু কম করিয়া কিনিবে। যদিও দাম বৃদ্ধির সহিত সমান অনুপাতেই তাহার আয় বৃদ্ধি হইয়াছে (ইহাই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে) এবং সেই কারণে তাহার প্রকৃত আয় সমানই থাকিয়া গিয়াছে তথাপি সে এক্ষণে

একই নিরপেক্ষায় থাকিবে কিন্তু ভিন্ন বিন্দুতে সরিয়া যাইবে

অপেক্ষাকৃত বেশী দামী বস্তু কম করিয়া এবং কমদামী বস্তু বেশী করিয়া কিনিয়া অধিকতর সন্তুষ্টি পাইবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং পূর্বে যে সামগ্রী-সমষ্টি হইতে সে সর্বাপেক্ষা বেশী সন্তুষ্টি পাইত, এখন সে সেই একই সামগ্রী-সমষ্টি হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী সন্তুষ্টি পাইবে না। এখন ভিন্ন কোনও এক সামগ্রী সমষ্টি তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা কাম্য সামগ্রী সমষ্টি হইবে। ১৭নং রেখাচিত্রে এই ভিন্ন সর্বাপেক্ষা কাম্য ভারসাম্যের বিন্দু দেখানো হইতেছে।

এই রেখাচিত্রটিতে দেখানো হইতেছে যে জিনিষ পত্রের দাম—এক্ষেত্রে মাছ এবং আলুর (ধরা যাক, এই দুইটি বস্তু সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস-পত্রের প্রতীক) দাম—বাড়িয়া গিয়াছে। মাছের দাম (কেজি পিছু) ১.২৫ হইতে ১.৭৫ টাকায় এবং আলুর দাম (কেজি-পিছু) ১.০০ টাকা হইতে ১.১০ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড় দাম অর্থাৎ দাম-স্তর (price-level) বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২৫ ভাগ। দাম স্তর যখন কম ছিল তখন ক্রেতার উপার্জন ছিল দৈনিক ৫.০০ টাকা (OP) ; ঐ অর্থ ব্যয় করিয়া G বিন্দুতে (২ কেজি ২০০ গ্রাম মাছ+২ কেজি ২৫০ গ্রাম আলু) তাহার ভারসাম্য হইত। এখন ধরা যাক জিনিস পত্রের দাম যেমন শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়াছে, ভোগকারীর দৈনিক উপার্জনও সেইরূপ শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়াছে; অর্থাৎ ৫ টাকা হইতে বাড়িয়া ৬.২৫ টাকা হইয়াছে। সে যদি সমগ্র উপার্জনটাই মাছের উপর ব্যয় করে তাহা হইলে OP^3 পরিমাণ (৩ কেজি ৫৬৬ গ্রাম) মাছ কিনিতে পারে; আবার সে যদি সমগ্র উপার্জনটুকু আলুর উপর ব্যয় করে তাহা হইলে OP^4 (প্রায় ৫ কেজি ৭০০ গ্রাম) আলু কিনিতে পারে। সুতরাং P^3P^4 রেখাটি হইল নূতন দাম রেখা; উহা অনুমানের মধ্যেই (মাছ = ১.৭৫ টাকা ও আলু = ১.১০ টাকা) নিহিত রহিয়াছে।

সব বস্তুর দাম সমান বাড়ে নাই বলিয়া নূতন দামরেখা টানিতে হইল

এই নূতন দাম রেখা নিরপেক্ষ রেখাটিকে G-বিন্দুর পরিবর্তে H বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে। এক্ষণে G-বিন্দু আর ভারসাম্যের বিন্দু নহে, H বিন্দু হইবে ভারসাম্যের বিন্দু। পূর্বে সে মাছ কিনিত OS পরিমাণ (২.২০০ কেজি) কিন্তু এখন সে মাছ কিনিবে OT পরিমাণ (১.৭০০ কেজি)। অপর পক্ষে পূর্বে সে আলু কিনিত OZ পরিমাণ (২.২৫০ কেজি) কিন্তু এখন সে আলু কিনিবে OD পরিমাণ (৩ কেজি)।

উহা একই নিঃ রেঃ কে নূতন বিন্দুতে স্পর্শ করিল

১৬নং রেখাচিত্র

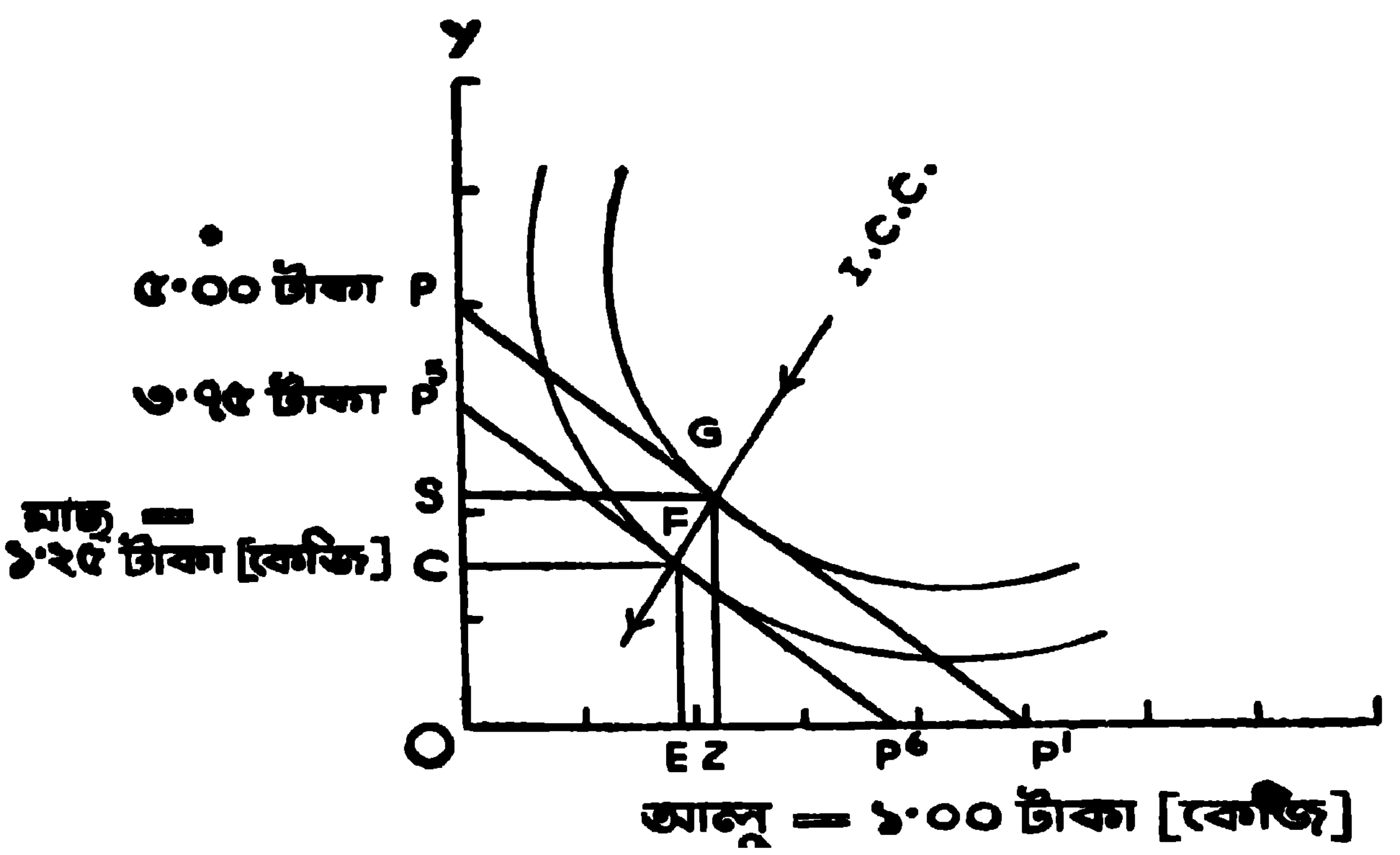

১৭নং রেখাচিত্র

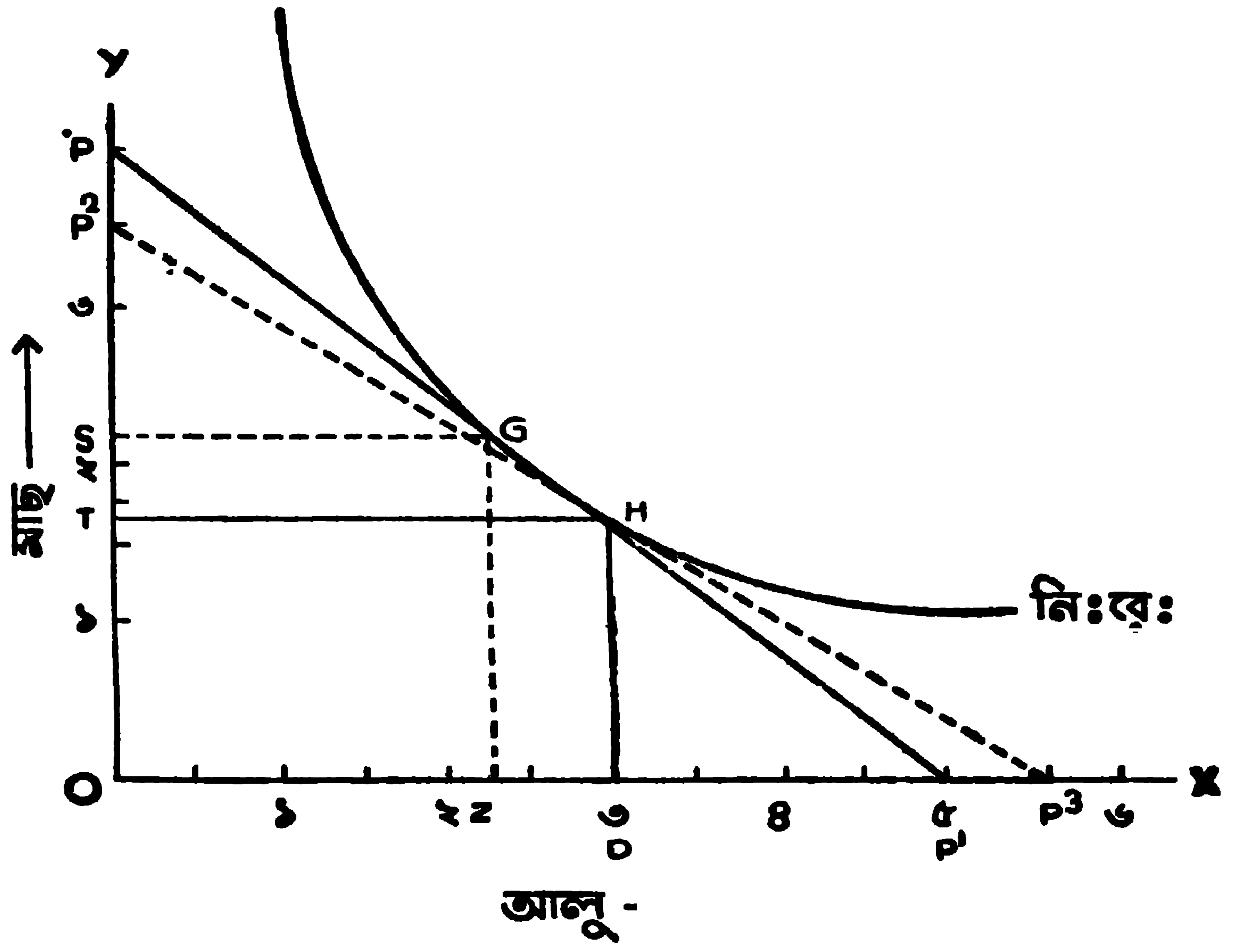

দাম স্তর বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও ক্রেতার প্রকৃত উপার্জন একই আছে কারণ তাহার দৈনিক উপার্জনও সমান অনুপাতে বাড়িয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে মাছের ক্রয় কমাইয়া দিয়াছে (OS অপেক্ষা OT কম) কিন্তু আলুর ক্রয় বাড়াইয়া গিয়াছে (OZ অপেক্ষা OD বেশী); মাছ কেনা কমাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে বেশী করিয়া আলু কিনিতেছে। কারণ, যদিও মাছ এবং আলু উভয় সামগ্রীরই দাম বাড়িয়াছে, তবুও আলুর (১০%) তুলনায় মাছের দাম (৪০%) বেশী বাড়িয়াছে। ক্রেতা তখন বেশী দামী সামগ্রীর পরিবর্তে কম দামী সামগ্রী ব্যবহার করিলেই বেশী তৃপ্তি পাইবে বলিয়া বুঝিবে। ক্রমশ: সে বেশী দামী বস্তুটি ছাড়িয়া দিয়া উহার পরিবর্তে কম দামী বস্তু কিনিতে থাকে কারণ উহাতে তাহার মোট সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে সে এরূপ একটি বিন্দুতে আসিবে যখন আর বেশী দামী বস্তুটি ছাড়িয়া দিয়া কম দামী বস্তুটি গ্রহণ করিয়া তাহার সন্তুষ্টি বাড়িবে না। এই বিন্দুটি হইল এখন তাহার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির বিন্দু। G বিন্দুর তুলনায় H বিন্দুতে ST পরিমাণ মাছ ছাড়িয়া দিয়া ZD পরিমাণ আলু বেশী কিনিয়া তবেই সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাওয়া গিয়াছে।

বেশী দামী বস্তু ছাড়িয়া কম দামী বস্তু গ্রহণ করিল

ক্রেতার প্রকৃত উপার্জন একই থাকাতে সে একই নিরপেক্ষ রেখায় থাকিয়া গিয়াছে; তবে ঐ নিরপেক্ষ রেখার এক ভিন্ন বিন্দুতে সে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাইতেছে।

দাম পরিবর্তনগত ফলাফল (Price Effect)

একজন ক্রেতা একটি বস্তু যে পরিমাণে ক্রয় করিয়া সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পায়, উহার দাম কমিলে বা বাড়িলে ঠিক সেই পরিমাণ ক্রয় করিয়া সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাইবে না। পূর্বে অন্যান্য বস্তুর সহিত ঐ বস্তুটি যতখানি মিশাইয়া ব্যবহার করিয়া সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাওয়া যাইত, দাম পরিবর্তন হইলে ঠিক ততখানি মিশাইয়া ব্যবহার করিলে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে না। সেইজন্য দাম পরিবর্তন হইলে সন্তুষ্টির বিন্দু অর্থাৎ ভোগকারীর ভারসাম্যের বিন্দু পরিবর্তন হইয়া যায়। ইহাকে দাম পরিবর্তনগত ফলাফল বলা হয়।

কিন্তু দাম পরিবর্তনের দরুন ভারসাম্যের উপর যে ফলাফল ঘটে উহা ঘটে অপর দুইটি ফলাফলের সংযোগে, আয় পরিবর্তন জনিত ফলাফল (income effect) এবং বদলব্যবহার জনিত ফলাফল (substitution effect)। বস্তুতঃপক্ষে Price effect = Income effect + Substitution effect.

দুইটি ফলাফলের সমষ্টি

ইহার কারণ হইল, সাধারণতঃ যে সকল সামগ্রীর উপরে একজন ক্রেতা তাহার অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে সে সকল সামগ্রীর কোনওটির দাম যদি (ধরা যাক) কমিয়া যায় তাহা হইলে টাকার অঙ্কে ভোগকারীর দৈনিক বা মাসিক উপার্জন একই থাকিলেও, তাহার প্রকৃত উপার্জন বাড়িয়া গেল ; কারণ সে এখন ঐ একই উপার্জনদ্বারা বেশী পরিমাণে সামগ্রী কিনিতে পারিবে। তাহার প্রকৃত উপার্জন বাড়িয়া যাওয়াতে ভোগকারী পূর্বে যে নিরপেক্ষরেখায় ভারসাম্য খুঁজিয়া পাইয়াছিল সে নিরপেক্ষ রেখা ছাড়িয়া দিবে, উহা অপেক্ষাও উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় চলিয়া যাইবে (income effect)।

১। আয়গত ফলাফল : প্রকৃত আয় বাড়িল উচ্চতর নিঃ রেখায় উঠিল

কিন্তু উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় চলিয়া গেলেও ঠিক যে অনুপাতে তাহার প্রকৃত উপার্জন বাড়িয়াছে ঠিক সেই অনুপাতেই সে বিভিন্ন সামগ্রীর ক্রয় বাড়ায় না। কারণ একটি সামগ্রীর দাম কমিলে, ঐ সামগ্রীটির তুলনায় অন্যান্য সামগ্রীগুলি বেশী দামী হইয়া পড়িল। প্রকৃত উপার্জন বাড়িলে সে উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় চলিয়া যাইবে তাহা ঠিকই অর্থাৎ সব বস্তুই সে এখন পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে কিনিবে। কিন্তু নির্দিষ্ট আয় হইতে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাইবার জন্য সে অপেক্ষাকৃত বেশী দামী সামগ্রী কম অনুপাতে* কিনিয়া কমদামী সামগ্রী বেশী অনুপাতে কিনিবে (substitution effect)। সুতরাং ভিন্ন নিরপেক্ষ রেখায় ঠিক উপার্জন ভোগ রেখার

২। বদলব্যবহার জনিত ফলাফল : অপেক্ষাকৃত দামী বস্তু কম এবং সস্তা বস্তু বেশী কিনিবে

*লক্ষ্য করা প্রয়োজন "কম অনুপাতে" এবং "কম পরিমাণে" এক কথা নহে। একটি সামগ্রী পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে কিনিলেও অন্যান্য সামগ্রীর তুলনায় "কম অনুপাতে" কেনা যাইতে পারে।

(income consumption curve) বিন্দুতেই ভারসাম্য হইবে না। ভারসাম্য বিন্দু উহা অপেক্ষাও নিচে থাকিবে। কারণ, এক্ষেত্রে উপার্জন পরিবর্তন হইবার জন্য ফলাফলও ঘটিবে, আবার এক সামগ্রীর পরিবর্তে অপর সামগ্রীর ব্যবহার করিবার দরুনও ফলাফল ঘটিবে। এই বিষয়টি ১৮নং রেখাচিত্রে দেখানো হইতেছে :

ধরা যাক, ক্রেতা দৈনিক ৫·০০ টাকা আয় করে এবং উহার দ্বারা আলু ও অন্যান্য সামগ্রী কেনে। আলুর বাজার দর ১·০০ টাকা কে.জি। এক্ষেত্রে G বিন্দুতে ক্রেতার ভারসাম্য হইয়াছে। উহাই ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দু। মোট ২·২৫ টাকা ব্যয়ে সে ২·২৫০ কেজি আলু কিনিয়াছে এবং ২·৭৫ টাকা অন্যান্য সামগ্রীর উপর ব্যয় করিয়াছে বা করিবার জন্য রাখিয়াছে অর্থাৎ কম্বিনেশন হইল ২·৭৫ টাকা+২·২৫০ কেজি আলু; ইহাই হইল ক্রেতার প্রারম্ভিক ভারসাম্য।

প্রারম্ভিক ভারসাম্য —G

এখন ধরা যাক, আলুর দাম কমিয়া গেল কিন্তু টাকার অঙ্কে ভোগকারীর দৈনিক উপার্জন ৫·০০ টাকাই রহিয়া গেল। ধরা যাক আলুর দাম হইল ৮০ পয়সা (কে.জি)। অর্থাৎ সমগ্র উপার্জন যদি আলুর উপর ব্যয় করা হয় তাহা হইলে ৬ কে.জি ২৫০ গ্রাম আলু কিনিতে পাওয়া যাইবে। এক্ষণে দাম রেখা হইবে PP_2। কিন্তু ক্রেতা তো আর তাহার সম্পূর্ণ আয় আলুর উপর ব্যয় করে না; কিছু আলুর উপর এবং কিছু অপরাপর সামগ্রীর উপর ব্যয় করে। আলুর দাম কমিয়া যাইবার দরুন, অপরাপর সামগ্রীর উপর সে বেশী করিয়া ব্যয় করিবার সুযোগ পাইবে (যদি সকল সামগ্রীরই অল্প বিস্তর দাম কমে তাহা হইলে সকল সামগ্রীই সে বেশী করিয়া কিনিবার সুযোগ পাইবে)। ইহাতে তাহার প্রকৃত উপার্জন বাড়িল। সুতরাং এখন আর সে আগেকার নিরপেক্ষ রেখায় (G-বিন্দু যে নিরপেক্ষ রেখায় ছিল: ১২ নং রেখাচিত্র দেখুন) থাকিবে না, এখন সে উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখার কোনও এক বিন্দুতে, ধরা যাক Q বিন্দুতে, চলিয়া যাইবে। নিছক প্রকৃত উপার্জন বাড়িল বলিয়া সে Q-বিন্দুতে গেল।

প্রকৃত উপার্জন বাড়িল বলিয়া ভিন্ন নিঃ রেখায় চলিয়া গেল যথা Q

মাছ+৭ সের আলুকে বেশী পছন্দ করা হইবে; অনুরূপভাবে ৩ সের মাছ+৬ সের আলুকে ৩ সের মাছ+৫ সের আলু অপেক্ষা বেশী পছন্দ করা হইবে। সুতরাং ৩ সের মাছের সহিত যত বিভিন্ন পরিমাণ আলু মিশানো যায় উহারা সকলেই ভোগকারীর পছন্দের দিক হইতে সমান হইতে পারে না। সুতরাং নিরপেক্ষ রেখা কখনও অনুভূমিক হইতে পারে না।

অনুভূমিক যেরূপ হইতে পারে না সেরূপ উর্ধ্বমুখীও হইতে পারে না। নিরপেক্ষ রেখা যদি উর্ধ্বমুখী করিয়া টানা যায় তাহা হইলে উহার আকৃতি এবং তাৎপর্য হয় ২১নং রেখাচিত্রের ন্যায়।

এই নিরপেক্ষ রেখাতে বলিবার চেষ্টা করা হইতেছে যে ৬ সের মাছ এবং ৫ সের আলু=৫ সের মাছ+৪ সের আলু=৪ সের মাছ+৩ সের আলু=৩ সের মাছ+২ সের আলু এবং সেই জন্য ক, খ, গ, এবং ঘ বিন্দুগুলি একই নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থিত। কিন্তু ইহা কি অসম্ভব নহে? একদিকে যদি ৬ সের মাছ এবং ৫ সের আলু রাখি এবং আর এক দিকে ৫ সের মাছ এবং ৪ সের আলু রাখি (অর্থাৎ মাছও কম এবং আলুও কম) এবং আপনি যদি বলেন যে ঐ দুইটি কম্বিনেশনই আপনার নিকট সমান, উহাদের কোনও একটি অপরটি অপেক্ষা বেশী লোভনীয় নহে, তাহা হইলে আপনি কি লোভ ঢাকিবার জন্য মনকে আঁখি ঠারিতেছেন না? আমি সাধারণ রক্তমাংসের লোক; সুতরাং আমি ৫ সের মাছ+৪ সের আলু ফেলিয়া ৬ সের মাছ এবং ৫ সের আলুর দিকেই হাত বাড়াইব। ঐ দুইটি সমষ্টি (combination) একই নিরপেক্ষ রেখায় থাকিতে পারে না। সুতরাং নিরপেক্ষ রেখা উর্ধ্বমুখী রেখা হইতে পারে না।

একটিতে উভয় বস্তুই কম আর একটিতে উভয় বস্তুই বেশী, ইহারা সমান নহে

দ্বিতীয়ত: নিরপেক্ষ রেখা আদি-বিন্দু O-র দিকে পিছন করিয়া বাঁকা চাঁদের মত। অর্থাৎ উত্তল (convex) আকারে অঙ্কিত হইবে, উহা খিলান সদৃশ বা অবতল (concave) রেখা হইতে পারে না। (২২নং রেখাচিত্র)

নিরপেক্ষ রেখা যে সব সময়েই উত্তল আকারের (convex) হইবে তাহার কারণ হইল যে কেবলমাত্র এই ধরনের রেখাই দেখাইতে পারে যে একটি বস্তু যদি ক্রমশঃই বেশী করিয়া ভোগ করিতে হয় তাহা হইলে ভোগকারীর নিকট উহার প্রান্তিক তাৎপর্য (marginal significance) অর্থাৎ আকাঙ্খাযোগ্যতা কমিয়া আসিতে বাধ্য। প্রান্তিক তাৎপর্য কমিয়া

আসে বলিয়াই একজন ভোগকারী কোন একটি সামগ্রীর বেশী পরিমাণ পাইবার জন্য অপর একটি সামগ্রীর কম পরিমাণ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হয়। ১০ নং রেখাচিত্র দেখিলে বিষয়টি বুঝা যাইবে। তথায় ২ কেজি মাছ+৪ কে.জি আলু=৩ কে.জি মাছ+৩ কে.জি আলু। এক্ষেত্রে ১সের আলু ছাড়িয়া দিয়া ১ সের মাছ লওয়া হইল। কিন্তু উহার পর দেখা যাইতেছে ৪ কে.জি মাছ+২½ কে.জি আলু, অর্থাৎ বাড়তি ১ কে.জি মাছের জন্য ১ কে.জি আলু ছাড়া হইল না, ছাড়া হইল ½ কে.জি আলু। অর্থাৎ মাছের প্রান্তিক তাৎপর্য পূর্বে ছিল ১ কে.জি আলু, এক্ষণে উহা কমিয়া ৭৫০ গ্রাম আলুতে দাঁড়াইল। আবার R বিন্দুর তুলনায় Q বিন্দুতে ১ কে.জি মাছের প্রান্তিক তাৎপর্য দাঁড়াইল আধ কে.জি আলু। একই বস্তু বেশী করিয়া পাইতে থাকিলে উহার প্রান্তিক তাৎপর্য এইরূপে কমিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বক্ররেখাটি যদি অবতল (concave) হইত, তাহা হইলে উহার দ্বারা দেখানো হইত, প্রান্তিক তাৎপর্য যেন ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। উহা অসম্ভব। প্রান্তিক তাৎপর্য যদি ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে তাহা হইলে ভোগকারী তাহার ভোগকার্যে কখনই ভারসাম্যের বিন্দুতে উপস্থিত হইতে পারে না। কোনও একটি বস্তুর ভোগকার্যে ভোগকারী ভারসাম্যের বিন্দুতে (equilibrium) উপস্থিত হইতে বাধ্য। একটা বিন্দুতে আসিয়া সে মনে করিতে বাধ্য যে ঐ একই বস্তু আর সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে পোষায় না; অর্থাৎ ঐ বস্তুর একমাত্রা সংগ্রহ করিবার জন্য অন্য কোন বস্তুর কণামাত্রও দেওয়া পোষায় না। বেশী করিয়া সংগৃহীত হইতে থাকিলে বস্তুর প্রান্তিক তাৎপর্য কমে বলিয়াই ইহা ঘটে।

তৃতীয়ত: দুইটি নিরপেক্ষ রেখা কখনই পরস্পরকে অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ পছন্দক্রমের মধ্যে এমন কোন একটি বিন্দু নাই যাহা একাধিক নিরপেক্ষ রেখাতে একই সঙ্গে অবস্থিত। একটি নিরপেক্ষ রেখার সকল বিন্দুই পরস্পরের সহিত সমান—কিন্তু একটি রেখার যে কোন একটি বিন্দু অপর রেখার যে কোন বিন্দু হইতে পৃথক। সুতরাং একটি নিরপেক্ষরেখা (প্রত্যেক বিন্দুতেই) অপর যে কোন নিরপেক্ষ রেখা (প্রত্যেক বিন্দুতে) হইতে পৃথক। ১১ নং রেখাচিত্রে নিরপেক্ষরেখা তিনটি দেখিলেই উহা বুঝা যাইবে।

নিরপেক্ষ রেখার উপকারিতা—Utility of Indifference Curve Analysis

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে নিরপেক্ষ রেখার কতখানি উপকারিতা আছে সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ আলোচনা করিয়া থাকেন। যে কোন দুইটি বিকল্প বস্তুর মধ্যে ভোগকারীর পছন্দ কি অনুপাতে বন্টিত হয় নিরপেক্ষ রেখা তাহাই দেখাইয়া দেয় এই দুইটি বস্তু সাধারণ ভোগ্য বস্তু হইতে পারে (যেমন ১২নং রেখাচিত্রে "আলু ও মাছ") অথবা এক দিকে উপার্জন এবং অপরদিকে একটি সামগ্রী (যেমন ১৪নং রেখাচিত্রে "টাকা ও আলু") হইতে পারে। ঐ ভাবেই একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট মজুরীর হার-এ তাহার সীমিত সময় কতখানি উপার্জনের কার্যে এবং কতখানি বিশ্রামের কার্যে প্রয়োগ করিবে, অথবা সীমিত উপার্জন কতখানি বর্তমান ভোগের কার্যে ও ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের কার্যে প্রয়োগ করিবে তাহা—অর্থাৎ যে কোন দুইটি বিকল্প কার্যের মধ্যে পছন্দ বণ্টন—যথাযথ নিরপেক্ষ রেখা অঙ্কনের দ্বারা দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষরেখা দ্বি-মাত্রা ব্যঞ্জক (two-dimensional); সুতরাং দুইটি বিকল্প বস্তুর মধ্যে পছন্দ বণ্টন ইহার দ্বারা দেখানো যাইতে পারে। এক একটি বস্তুর জন্য এক একটি মাত্রা (dimension) প্রয়োজন। অতএব অনেকগুলি বস্তুর মধ্যে কিভাবে পছন্দ বণ্টন করা হয় তাহা আর জ্যামিতিক রেখার দ্বারা দেখানো সম্ভব হয় না। উহার জন্য বীজগণিতের (Algebra) প্রয়োজন হইবে। সেইজন্য নিরপেক্ষ রেখার আলোচনা অর্থনীতির মধ্যে খুব অপরিহার্য উপকরণ বা বিশ্লেষণ পদ্ধতি নহে। তবে দুইটি বিকল্প বস্তু বা কার্যের মধ্যে পছন্দ বণ্টনের বিশ্লেষণে ইহা একটি সহজবোধ্য ও সুবিধাজনক পদ্ধতিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সেই কারণে বেনহাম বলিয়াছেন, "ইহা উপকারী তবে একান্ত অপরিহার্য নহে।"*

*"Nevertheless, the study, with the aid of indifference curves, of cases where there are only two alternatives will be found very useful to those who wish to understand the theory of choice and its implications. It is useful but it is not absolutely essential." Benham : Economics, P. 276

১৯নং রেখাচিত্র

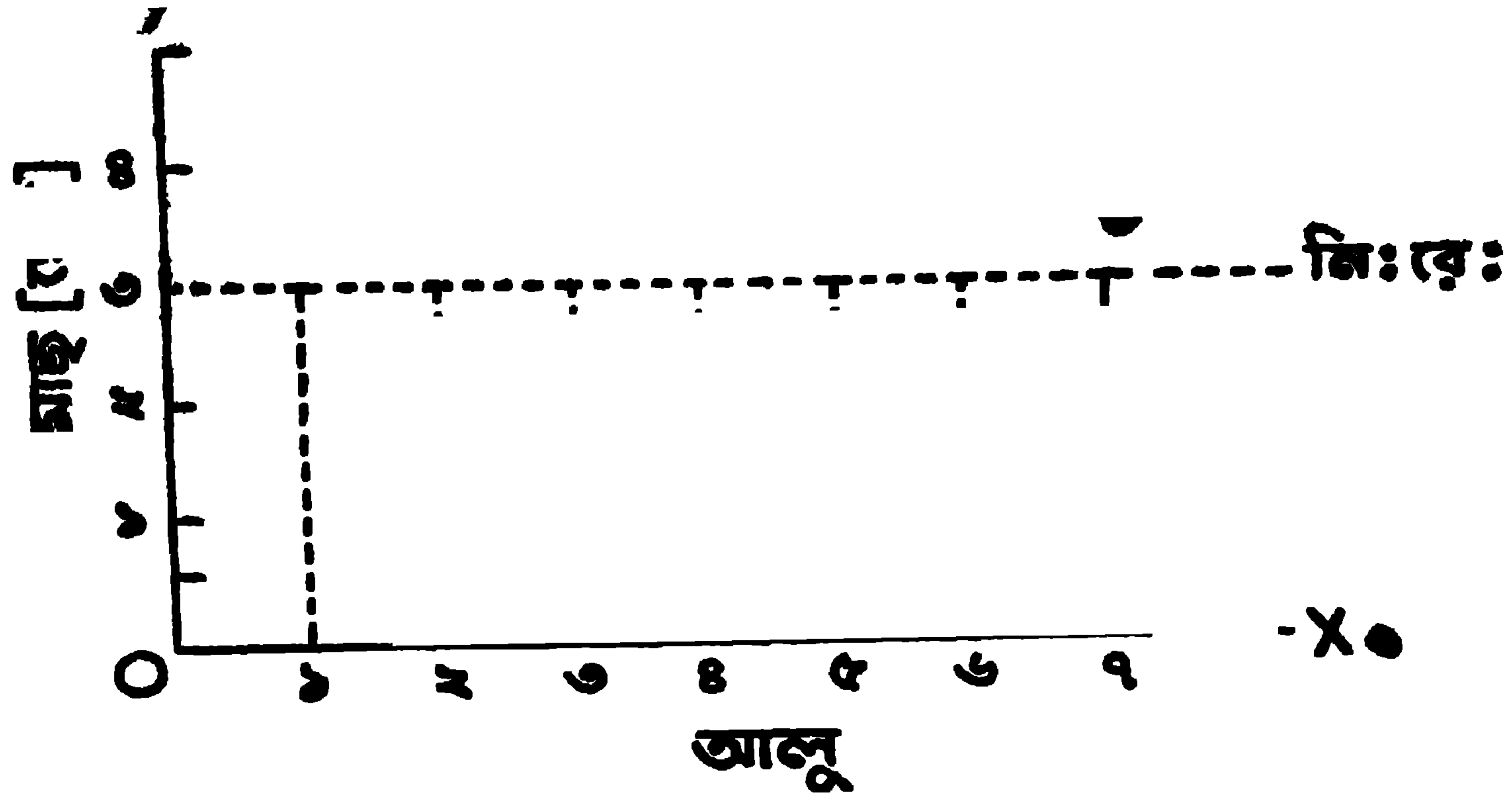

২১নং রেখাচিত্র

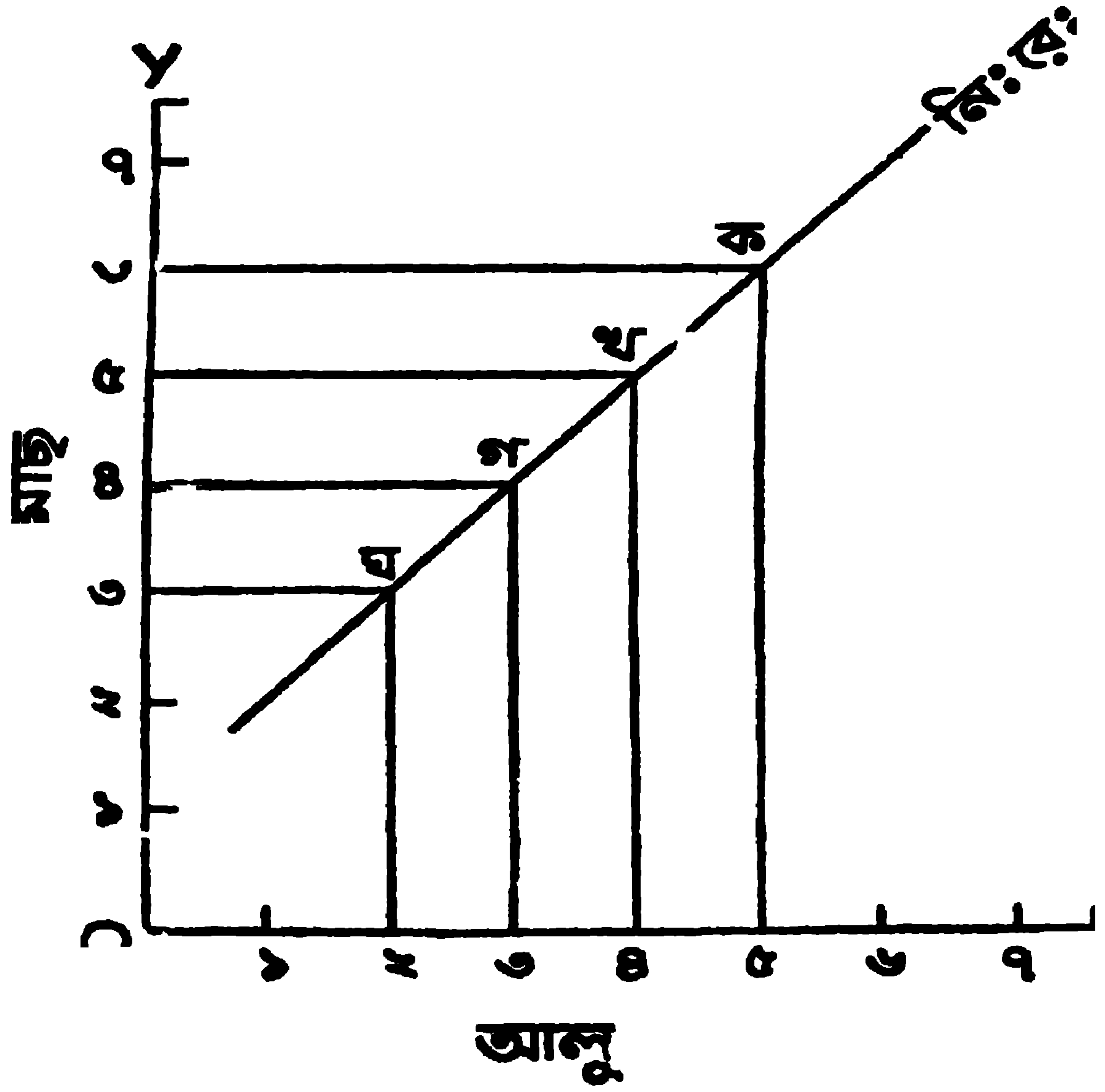

২২নং রেখাচিত্র

Questions & Hints

1. Explain the law of equimarginal returns (Burdwan 1964) [পৃষ্ঠা ৮৪-৮৬]

2. What is consumer's equilibrium? Explain the changes in a consumer's behaviour with a change in the price of the commodity. (Burd 1963)

Consumer's Equilibrium—ক্রেতা তাহার নির্দিষ্ট উপার্জন হইতে কোন্ কোন্ সামগ্রী কি পরিমাণে কিনিলে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাইবে তাহা অন্বেষণ করিয়া থাকে। ঠিক যে যে বস্তু যে পরিমাণে কিনিলে ক্রেতা তাহার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির স্তরে উপনীত হইবে উহা হইবে ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দু। একদিকে তাহার উপার্জন ও দাম অপরদিকে তাহার পছন্দক্রম ও সামগ্রীর প্রান্তিক তাৎপর্যের ভিত্তিতে ক্রেতার এই সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির বিন্দুর বা ভারসাম্যের বিন্দু নির্ধারিত হয়। ৮৬-৯০ পৃষ্ঠায় "পছন্দ ক্রম ও প্রান্তিক তাৎপর্য" শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

Changes in a consumer's behaviour due to price-change : পৃষ্ঠা ১০৫-৯ "দাম পরিবর্তনগত ফলাফল" (price effect) দ্রষ্টব্য]

3. Define the concept of the consumer's indifference curve and show how it can be used to explain the relation between a consumer's demand for a commodity and its price. (Burd. 1965)

[Indifference Curve : ৯০-৯২ পৃষ্ঠা ; Relation between consumer's demand and price : ৯৪-৯৮ পৃষ্ঠা]

4. Define the concept of "indifference curve" and "indifference map" of a consumer. Analyse the equilibrium of a consumer spending a given amount of his money income on two commodities with a fixed price ratio. (Cal. B.A. Part I 1966)

[Indifference curve and Indifference map : পৃষ্ঠা ৯০-৯৫ Equilibrium of a consumer spending a given amount of money income on two commodities of given prices : পৃষ্ঠা ৯৫-৯৭]

5. How does a consumer distribute a given amount of money in purchasing two commodities, the prices of which are given ? (Cal. B.A. Part I 1962)

[The consumer distributes a given amount of money : ইহার অর্থ হইল যে ক্রেতার কত উপার্জন তাহা নির্দিষ্ট আছে। ক্রেতার উপার্জন যদি নির্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে তাহার একটি নির্দিষ্ট নিরপেক্ষ রেখা আছে ধরিতে হইবে।

The purchaser is purchasing two commodities with given prices : প্রত্যেক সামগ্রীটির যখন দাম নির্দিষ্ট আছে তখন মোট টাকা দুইটি সামগ্রীর মধ্যে এমনভাবে ব্যয় করা হইবে যাহাতে প্রত্যেক সামগ্রীর প্রান্তিক তাৎপর্য উহার দামের সহিত সমান হইবে। ইহা ঠিক সেই বিন্দুতেই ঘটিবে যে বিন্দুতে দাম রেখা নিরপেক্ষ-রেখাকে স্পর্শ করিবে—অর্থাৎ নিরপেক্ষ রেখা ও দামরেখার ঢাল (slope) সমান হইবে। পৃষ্ঠা৯২-৯৭দ্রষ্টব্য)

6. A consumer has given money income and can buy two goods at fixed prices. Draw a diagram showing his equilibrium position. Show also the equilibrium positions after (a) a decrease in the money income and (b) rise in the price of one of the goods. (Cal. B.A. P I 1965)

[উপরে ৪নং প্রশ্নের উত্তর সংকেত দ্রষ্টব্য। New equilibrium position : ৯৯-১০০ ; ১০২-৩ ; ১০৫-৬ ; ১০৮-৯ পৃষ্ঠা]

7. If the consumer is at a point of his consumption possibility line where it crosses an indifference curve, explain why he cannot have reached equilibrium. Which way would he move ? [Cal. B.A. P I 1964)

["Consumption possibility line"-এর অর্থ হইল Price opportunity line বা সংক্ষেপে price line ; ইহা দেখাইয়া দেয় একজন নির্দিষ্ট আয়ের লোকের পক্ষে বিভিন্ন সামগ্রী কি পরিমাণে কেনা সম্ভব। এই রেখা যদি কোন নিরপেক্ষ রেখাকে অতিক্রম করিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে যে-বিন্দুতে উহা অতিক্রম করিল সে বিন্দুটি সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির বিন্দু নহে, উহার উপরে বা নিচে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির বিন্দু রহিয়াছে। ঠিক যে বিন্দুতে Consumption Possibility Line (price line) একটি নিরপেক্ষ রেখাকে

স্পর্শ করিয়া যাইবে, অর্থাৎ নিরপেক্ষ রেখার ঢাল (slope) এবং দাম রেখার ঢাল সমান হইবে ঠিক সেইখানেই ক্রেতা সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাইতেছে—অর্থাৎ তাহার নির্দিষ্ট আয় হইতে যত বেশী সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব তত বেশী সন্তুষ্টি সে পাইবে। যতক্ষণ সে উহা না পাইতেছে,ততক্ষণ সে দাম-রেখা ধরিয়া হয় নিচের দিকে (অর্থাৎ ভিন্ন নিরপেক্ষ রেখার দিকে) নামিবে অথবা উপর দিকে (ভিন্ন নিরপেক্ষ রেখার দিকে) উঠিবে।

১২নং রেখাচিত্র এবং ৯০-৯৭ পৃষ্ঠার আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

8. Explain the assumptions on which the indifference curve analysis of the theory of consumer behaviour is based. Would you agree with the view that this theory is not an essential part of Economics ? (Burd. Hons. 1962)

[Assumptions of the Indifference curve analysis : ১০৯-১১ পৃষ্ঠা ; Importance of the theory : ১১২ পৃষ্ঠা]

9. Explain what you mean by "income effect" and "substitution effect" of a change in the price of a commodity and indicate the importance of distinguishing between the two kinds of effect. (Cal. Part 1 1963). What are the ways in which you would measure the income and substitution effects of a fall in the price of a commodity ?

(Burd. 1963)

[পৃষ্ঠা৯৯-১০৫]

চতুর্থ অধ্যায়

উৎপাদন

Production

উৎপাদনের তাৎপর্য—Meaning of Production

ভোগকার্যের জন্য সামগ্রী ব্যবহার করিলে মানুষ যেরূপ কোন মূল পদার্থ ধ্বংস করিতে পারে না, উৎপাদনের ক্ষেত্রেও মানুষ সেরূপ কোনও পদার্থের কণিকা মাত্রও সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে। আমাদের ব্যবহার্য সকল সামগ্রীই লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, যে-পদার্থের দ্বারা উহারা নির্মিত হইয়াছে তাহার কোনটিই মূলতঃ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নহে। উহাদের সবগুলিই প্রকৃতিদত্ত; যথা, আমরা যখন একটি চেয়ার উৎপাদন করি তখন প্রকৃতিদত্ত গাছ হইতে কাঠ লইয়া উহাকে চেয়ারে পরিণত করি বা বস্ত্র উৎপাদন করিতে গেলে প্রকৃতিদত্ত জমির তূলা লইয়া প্রকৃতিদত্ত সামগ্রী হইতে নির্মিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বস্ত্র তৈয়ারী করি। যে মৌলিক পদার্থের সংযোজনে পৃথিবীর সকল বস্তুই সৃষ্ট, মানুষের যৎপরোনাস্তি শ্রমেও উহার কণিকা মাত্রও সৃষ্ট হইবে না।

মানুষ কোন মূল পদার্থ সৃষ্টি করে না

এক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা "উৎপাদন" বলিতে কি বুঝায়? প্রকৃতির দান ব্যতীত সকল সামগ্রীই "উৎপাদন" দ্বারাই সৃষ্ট হয়; তাহা হইলে উৎপাদনের অর্থ কি? উৎপাদনের অর্থ হইল কোনও প্রকৃতিদত্ত বস্তু বা পদার্থের আকৃতি বা প্রকৃতিতে এরূপ পরিবর্তন সাধন করা যাহাতে উহা মানুষের অভাবতৃপ্ত করিবার ক্ষমতা অধিক পরিমাণে লাভ করে, অথবা অভাবতৃপ্ত করিতে অক্ষম কোন বস্তু মানুষের কোন অভাব তৃপ্ত করিবার সক্ষমতা অর্জন করে। যথা, একটি কাষ্ঠখণ্ড আমাদের বসিবার প্রয়োজন অল্পই মিটাইতে পারে কিন্তু ছুতারের পরিশ্রম উহাকে চেয়ারে পরিণত করিয়া উহাতে মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা যোগ করে। তূলা পরিচ্ছদের অভাব মিটাইতে পারে না, তাঁতীর শ্রম উহাকে বস্ত্রে পরিণত করিয়া পরিচ্ছদের অভাব তৃপ্ত করিতে সক্ষম করিয়া দেয়। মানুষ শুধু

মানুষ উৎপাদন করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয়তা

ইহাই করিতে পারে,—আমাদের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা কম পরিমাণে আছে এইরূপ কোনও বস্তুকে তাহার প্রচেষ্টার দ্বারা অভাব তৃপ্ত করিবার অধিকতর যোগ্য করিয়া তুলে ; অথবা, অভাব তৃপ্ত করিতে অক্ষম কোন বস্তুকে অভাব তৃপ্ত করিতে সক্ষম করিয়া তুলে।

সুতরাং উৎপাদন বলিতে বুঝায় কোনও বস্তুকে মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান। মানুষের এই অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতার নাম "প্রয়োজনীয়তা" (Utility means the power of satisfying human wants) ; এক্ষেত্রে উৎপাদন বলিতে বুঝায় "প্রয়োজনীয়তার" সৃষ্টি। উৎপাদনের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন, "মানসিক বা নৈতিক জগতে মানুষ নূতন ভাবধারা সৃষ্টি করিতে পারে ; কিন্তু যখন সে বস্তু সামগ্রী উৎপাদন করে বলা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে সে উৎপাদন করে প্রয়োজনীয়সুফল, অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা" ; অথবা, অন্যরূপে বলিতে গেলে, তাহার ত্যাগ ও প্রয়াস বস্তুর গঠন বা সংযোজন এরূপভাবে পরিবর্তন করে যাহাতে উহা মানুষের অভাব তৃপ্তির কার্যে অধিকতর যোগ্য হইয়া উঠে"। [In the mental or moral woild indeed, he may produce new ideas but when he is said to produce material things, he really only produces useful results or utility ; or in other words, his efforts and sacrifices result in changing the form or arrangement to adapt it better for the satisfaction of wants"—Marshall]

প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টিই হইল উৎপাদন

এক্ষেত্রে যত বিভিন্ন উপায়ে "প্রয়োজনীয়তা" সৃষ্টি হইতে পারে, তত বিভিন্ন উপায়ে উৎপাদন কার্য সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, "আকার প্রয়োজনীয়তা" (form utility)* সৃষ্টি করিতে পারা যায়—অর্থাৎ কোন বস্তুর আকার পরিবর্তন করিয়া উহাকে মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার যোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যায়। যথা, একটি কাষ্ঠখণ্ডকে চেয়ারে পরিবর্তন।

* সেলিগম্যানের মতে, "আকার প্রয়োজনীয়তা" বলিয়া কোন পৃথক প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা উচিত নহে। তাঁহার মতে material utility বা "বস্তু মূলক প্রয়োজনীয়তা" শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। ইহার দ্বারা বুঝাইবে, "বস্তুর কোন নিজস্ব গুণের পরিবর্তন" করিয়া প্রয়োজনীয়তা উৎপাদন। তিনি বলেন, কোন একটি বস্তুর যে কেবলমাত্র আকার পরিবর্তন করিতে পারা যায় তাহা নহে ; উহার গঠন, ওজন, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ অথবা যে কোন গুণের পরিবর্তনের দ্বারা উহার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, "কাল প্রয়োজনীয়তা" (time utility) উৎপাদন করা যায়—অর্থাৎ কোন বস্তুকে ভবিষ্যৎকালের প্রয়োজনের জন্য মজুত করিয়া উহাকে মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার যোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যায়। দোকানদার যখন ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য দোকানে মাল ক্রয় করিয়া রাখিয়া দেয় এবং প্রত্যেকে তাহার ঠিক প্রয়োজনের সময়ে উহার মূল্য প্রদান করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, তখন দোকানদার "কাল প্রয়োজনীয়তা" উৎপাদন করিল। তৃতীয়তঃ, "স্থান প্রয়োজনীয়তা" (place utility) উৎপাদন করিয়াও কোন ব্যক্তি উৎপাদনের কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কোন একটি বস্তুর স্থানান্তরকরণের দ্বারা উহাকে মানুষের কোন অভাব তৃপ্তির কার্যে অধিকতর যোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যায়। এক্ষেত্রে "স্থান প্রয়োজনীয়তার" উৎপাদন ঘটে। একজন কুলী দোকান হইতে সামগ্রী গৃহে পৌঁছাইয়া দিলে অথবা একজন ঠেলাওয়ালা গুদাম হইতে মাল বাজারে লইয়া গেলে, "স্থান প্রয়োজনীয়তা" উৎপাদন করে। চতুর্থতঃ, "মালিকানা-প্রয়োজনীয়তাও" উৎপাদন করা সম্ভব। কোন সামগ্রীর মালিকানা পরিবর্তনে সাহায্য করিয়া একজন দালাল (broker) ঐ সামগ্রীটি চূড়ান্ত ভোগকারীর নিকট পৌঁছাইয়া দিতে সাহায্য করিতে পারে। এইরূপ সাহায্যও উৎপাদনের অংশ।

বিভিন্ন প্রকারে প্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি

উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারক বিষয়সমূহ—Determinants of the Volume of Production

উৎপাদনের পরিমাণ বহুবিধ বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলি মোটামুটি দুই পর্যায়ের : একটি হইল কোন দেশের বিচিত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এবং অপরটি হইল সকল দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য কয়েকটি পরিস্থিতি বা ঘটনা।

ধনতান্ত্রিক সমাজে, পুঁজিতন্ত্রবাদকে (Capitalism) উৎপাদনের পক্ষে বিশেষভাবেই সহায়ক বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। পুঁজিতন্ত্র যে সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করে উহা উৎপাদনের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের চেতনা উৎপাদনকারীদিগকে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথাসাধ্য বেশী পরিমাণে উৎপাদন করিতে প্রণোদিত করে। যোগান চাহিদার অমোঘ কিন্তু সরল নিয়ম অনুযায়ীই ইহা ঘটিয়া থাকে। তবে ব্যক্তি-

মালিকানার দরুন উৎপাদন যথাসম্ভব বেশী হইবার কারণ থাকিলেও, কখনও কখনও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে ; তখন সরকার আইন ও শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা সম্পদ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বা উৎসাহিত করেন, সম্পদ বণ্টনও কখনও কখনও নিয়ন্ত্রণ করেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনীতিতে সেই কারণে "যোগান চাহিদার নিয়ম"-এর আলোচনা এবং দামতত্ত্বের (বস্তুর দাম ও উৎপাদক উপাদানের দাম) আলোচনা বিশেষ ভাবেই করা হইয়া থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশে কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে উৎপাদনের পক্ষে সহায়ক বলিয়া মনে করা হয় না। বণ্টনের পক্ষে তো নহেই। সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্রকেই উৎপাদনের সহায়ক বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে ; এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ-গুলি সমগ্র সমাজের মালিকানায় থাকে বলিয়া, সমাজ পরিকল্পিতভাবে নিজের সব থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সব থেকে বেশী পরিমাণে উৎপাদন করিয়া লইতে পারে। কোন কোন দেশে মিশ্র অর্থ-নৈতিক কাঠামো গড়িবার নীতি গ্রহণ করা হয় ; অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প স্থাপিত হয়, আবার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেও ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প স্থাপিত হয়। যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বেশী কার্যকরী হয় সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হয়, যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ অক্ষম বা অনিচ্ছুক সেখানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্প বাণিজ্য স্থাপিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উৎপাদনের পক্ষে সুফলপ্রসূ হয়।

ধনতন্ত্রবাদ, বা সমাজতন্ত্রবাদ বা মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো

উৎপাদনের পরিমাণের উপর ফলাফল ঘটায় অপর যে সকল বিষয় সেগুলি মোটামুটি সকল দেশের পক্ষেই এবং সকল সমাজ ব্যবস্থার পক্ষেই প্রযোজ্য। প্রথমতঃ, মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অনেক-গুলি বিষয় আছে যেগুলি উৎপাদনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প ঝড় ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা উৎপাদনের পরিমাণের উপর সুদূর প্রসারী ফলাফল ঘটায়।

প্রাকৃতিক পরিস্থিতি

দ্বিতীয়তঃ, দেশের লোকসংখ্যা, জনগণের কর্মশক্তি ও দেশের প্রাকৃতিক সঙ্গতির উপরেও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও লোকসংখ্যার মধ্যে কতখানি সঙ্গতি আছে তাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা যথেষ্ট হইতে হইবে আবার খুব বেশীও হইবে না; যে কোন দিকে ইহার ব্যতিক্রম হইলে উৎপাদন কমিয়া যাইবে। আবার জনগণের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি এবং কঠোর পরিশ্রমের ক্ষমতার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে। অনুরূপভাবে জমির পরিমাণ এবং উহার উৎপাদিকা শক্তি, বিবিধ প্রকারের খনিজ সামগ্রী কি পরিমাণে পাওয়া যায়, দেশের আবহাওয়া কিরূপ—এই সকল বিষয়ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করে।

লোকসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সঙ্গতি

তৃতীয়তঃ, মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা তৈয়ারী বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী, যেগুলি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মূলধনরূপে কার্য করে, কি পরিমাণে দেশের মধ্যে সৃষ্টি করিতে পারা গিয়াছে এবং কি পরিমাণে উহারা উৎপাদনে সক্রিয় সাহায্য প্রদান করে, তাহাও দেশের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেয়। এইগুলি হইল, বিভিন্ন পর্যায়ের যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য শক্তির যোগান, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, যানবাহন ইত্যাদি।

মূলধনের সৃষ্টি ও ব্যবহার

চতুর্থতঃ, যন্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান জনসমষ্টির কতখানি করায়ত্ত আছে, উহার দ্বারাও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত, অন্ততঃ প্রভাবিত, হয়। নূতন কলাকৌশল উদ্ভাবনের দ্বারা প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়, উহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

যন্ত্রবিদ্যাজ্ঞান

উৎপাদনের পরিমাণের গুরুত্ব—Importance of the Volume of Production (Relation with Standard of Living.)

আমরা যাহা কিছু ব্যবহার করি—সামগ্রী বা কার্য—তাহা উৎপাদনের দ্বারাই সৃষ্টি করিতে হয়। *নিছক প্রকৃতির দান ছাড়া সব কিছুই মানুষকে প্রচেষ্টার দ্বারা তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়।* যথেষ্ট পরিমাণে সামগ্রী যদি সে তৈয়ারী করিয়া লইতে না পারে, তাহা হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ভোগকার্যের অবকাশ সে পায় না, সেক্ষেত্রে জীবন ধারণের মান নিচু থাকিয়া যায়। জনসমষ্টি তাহার প্রচেষ্টার দ্বারা যতই উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারে ততই ভোগকার্যের জন্য লভ্য সামগ্রী ও কার্যের পরিমাণ বাড়ে এবং জীবন যাত্রার মান উঁচু হয়। অবশ্য

উৎপাদন বাড়াইলে জীবনযাত্রার মান উঁচু হইতে পারে

জীবনযাত্রার মান (Standard of living) আরও কতিপয় বিষয়ের উপর নির্ভর করে, শুধুমাত্র দেশের সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। এই বিষয়গুলি হইল ধনবণ্টনের সাম্যবিধান, বিনিয়োগ বা অ-বিনিয়োগ, বাণিজ্যশর্ত এবং বিদেশ হইতে প্রাপ্ত দান ও ঋণ।

দেশের মধ্যে ধনবণ্টন যদি কেন্দ্রীভূত হয়, অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতেই দেশের ধনসম্পদ ক্রয় করিবার ক্ষমতা সঞ্চিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে নিছক উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই সাধারণ ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইতে পারে না। দেশের উৎপাদিত সম্পদ সর্বসাধারণের মধ্যে যত সুসম-ভাবে বণ্টন করা যাইবে, সাধারণ ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান ততই উঁচু হইতে পারিবে। ধনতান্ত্রিক সমাজে ঐ সম্পদ বণ্টনে সাম্যবিধানের অন্যতম পদ্ধতি হইল ধনীদের উপর অধিক কর আরোপ করিয়া দরিদ্রদের উপকার হয় এরূপ কার্যে উহা ব্যয় করা।

সুসম বণ্টনের প্রয়োজন

দ্বিতীয়তঃ, বিনিয়োগ-ক্ষরণের (disinvestment) দ্বারাও, উৎপাদনের বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও, জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে পারা যায়। সঞ্চিত সম্পদ হইতে টানিয়া লইয়া বর্তমানে ভোগ-কার্য বাড়ানো যাইতে পারে। যে উৎপাদক সঙ্গতি (পুঁজি, শ্রমিক ইত্যাদি) পুঁজি-সামগ্রী (Capital goods) উৎপাদনে (যথা যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ী) নিয়োজিত আছে তাহাকে ভোগসামগ্রীর উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বাড়াইতে পারা যায়। ইহা হইল বিনিয়োগ-ক্ষরণ (dis-investment)। ইহাতে জীবনযাত্রার মান বাড়িতে পারে।

বিনিয়োগ ক্ষরণ: সঞ্চয়কে বর্তমানের ভোগকার্যে ব্যবহার

তৃতীয়তঃ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের বাণিজ্য-শর্তও (terms of trade) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের মধ্যে যে সকল সামগ্রী (এবং কার্য) উৎপাদিত হয় উহাদের একাংশ দেশের মধ্যেই ভোগ করা হয় এবং একাংশ দেশের বাহিরে রপ্তানী করা হয়। এই রপ্তানীর দ্বারাই আমরা বিদেশ হইতে বিবিধ প্রকারের সামগ্রী আমদানী করিয়া ভোগ করি। সুতরাং দেশের পণ্য কতখানি দিয়া বিদেশী পণ্য কতখানি পাওয়া যাইতেছে (ইহারই নাম বাণিজ্য শর্ত) জীবনযাত্রার মান-এর ক্ষেত্রে

অনুকূল বাণিজ্যশর্তের গুরুত্ব

উহার গুরুত্ব সমধিক। বাণিজ্য-শর্ত অনুকূল হইয়া গেলে, একই রপ্তানীর দ্বারা বেশী আমদানী করিতে পারা যায়; সেক্ষেত্রে ভোগের অবকাশ বাড়ে।

চতুর্থতঃ, বিদেশ হইতে ঋণ বা দান সংগ্রহ করিতে পারিলেও ভোগকার্যের অবকাশ বাড়িবে। এইরূপ ঋণ বা দান বিদেশ হইতে বেশী করিয়া সামগ্রী সংগ্রহ করিতে সাহায্য করে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নীত করে।

বিদেশী ঋণ সংগ্রহ

কিন্তু জীবনযাত্রার মান-এর উপরে এই সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, আসল গুরুত্ব হইল উৎপাদনের পরিমাণের। দেশের মধ্যে বিবিধ প্রকারের সামগ্রী এবং কার্যের উৎপাদন যদি না বাড়ে, একই ধনসম্পদ ভালোভাবে বন্টনের দ্বারা গরীবের দুঃখ কিছুটা লাঘব হইতে পারে কিন্তু খুব বেশী নহে। প্রাচুর্যের সুসম বন্টন এবং দারিদ্র্যের সুসম বন্টনের মধ্যে পার্থক্য আছে। উৎপাদনের পরিমাণের উপরেই এই পার্থক্য নির্ভর করে। বিনিয়োগ-ক্ষরণের দ্বারা (disinvestment) যে বর্তমানে বেশী করিয়া ভোগসামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে, উহাকে কোনও নীতিরূপে বা নিয়মিত ব্যবস্থা রূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ব্যক্তির পক্ষে পুঁজি বা সঞ্চয় টানিয়া লইয়া ব্যবহার করা যেরূপ অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক, জাতির পক্ষেও সেইরূপ। দেশের মধ্যে ভোগের অবকাশের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যশর্ত (terms of trade) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইলেও ইহার গুরুত্ব সব দেশের পক্ষে সমানও নহে, খুব বেশীও নহে। যে কয়েকটি মাত্র দেশ নিজেদের উৎপাদনের অধিকাংশই রপ্তানী করে তাহাদের ক্ষেত্রেই, বাণিজ্য শর্তের গুরুত্ব বেশী। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যশর্তের গুরুত্ব ততটা নহে, যতটা গুরুত্ব উৎপাদনের পরিমাণের। বৈদেশিক ঋণ এবং দান দেশের সাময়িক দুর্দশার ক্ষেত্রে উপকারিতা দেয় কিন্তু দেশকে প্রধানতঃ নিজের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেই নজর দিতে হইবে; দেশে দেশে জীবনযাত্রার মান-এ যে তারতম্য তাহা উৎপাদনের পরিমাণের উপরেই নির্ভর করে।

আসল গুরুত্ব উৎপাদনের

উৎপাদন কি, কোন্ পদ্ধতিতে এবং কাহার জন্য :—Production :—What, How & for Whom (Central Problem of Economic Society)

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকিতে পারে কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে সকল সমাজে মূল সমস্যা হইল একই। এই সমস্যা হইল **প্রথমতঃ** দেশের উৎপাদক সঙ্গতির দ্বারা কোন্ সামগ্রী কি পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে। দেশের জমি, পুঁজি প্রভৃতি উৎপাদক সঙ্গতি বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী বা কার্য উৎপাদনে নিয়োজিত হইতে পারে। এই বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী ও কার্যের মধ্যে কোন্‌টি কি পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে, তাহা স্থির করা প্রথম সমস্যা। **দ্বিতীয়তঃ** একটি সামগ্রী বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা যাইতে পারে। যথা, আমাদের দেশে হস্তচালিত তাঁতের দ্বারা কাপড় তৈয়ারী হইতে পারে, আবার কাপড়ের কলেও কাপড় তৈয়ারী হইতে পারে; প্রথমক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণী মিলিয়া সামগ্রী উৎপাদন করে। প্রত্যেক সমাজকেই স্থির করিতে হইবে কোন্ শ্রেণীর দ্বারা এবং কোন্ পদ্ধতি অবলম্বনে সামগ্রী উৎপাদন করা হইবে। **তৃতীয়তঃ** কাহার জন্য সামগ্রী উৎপাদন করা হইবে উহাও একটি সমস্যা। যে সামগ্রী ও কার্য দেশের মধ্যে উৎপাদন করা হইবে উহার অধিকাংশই কাহার ভোগে লাগিবে,—কয়েকজন লোক সুখে থাকিবে এবং অপর সকলে দুঃখে কালাতিপাত করিবে, না, সাধারণ সকলেই মোটামুটি ভাবে সামগ্রী ভোগ করিতে পারিবে এবং মোটামুটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে পারিবে—তাহাও সমাজকে স্থির করিতে হইবে।

১। কোন্ সামগ্রী কি পরিমাণে

২। কোন পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে

৩। কাহার ভোগে লাগিবে

ধনতান্ত্রিক সমাজে,—যেখানে অনিয়ন্ত্রিত উদ্যোগ সক্রিয় থাকে—অবাধ বাজারে দাম নিরূপণের পদ্ধতির মধ্য দিয়াই এই তিনটি সমস্যার সমাধান হইয়া থাকে। অবাধ প্রতিযোগিতার বাজারে বিভিন্ন সামগ্রীর দাম উহাদের যোগান ও চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। যোগান ও চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত দামে সামগ্রী বিক্রয় করিয়া কোনও ক্ষেত্রে লাভ হয় এবং কোনও ক্ষেত্রে লোকসান হয়। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কাঠামোতে এই লাভ লোকসানের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক

প্রতিযোগিতায় সৃষ্ট লাভ লোকসানের ভিত্তিতে এই সমস্যার মীমাংসা

কাঠামোর মূল সমস্যার আপনা-আপনি সমাধান হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, কোন্ সামগ্রী উৎপাদন হইবে তাহা ভোগকারীদের ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। ভোগকারীদের এই ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাহাদের ক্রয় কার্যের মধ্য দিয়া প্রকটিত হয়। ভোগকারীরা তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগে কোনও সামগ্রী কিনিতে পারে, কোনও সামগ্রী না কিনিতেও পারে। যে সামগ্রী তাহারা কিনিল না, উহার উৎপাদনকারীরা লোকসানের সম্মুখীন হইল, উহা তাহারা আর উৎপাদন করিবে না। যে সামগ্রী ভোগকারীরা কিনিবে উহা উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া মুনাফা পাওয়া যাইবে; উৎপাদনকারীরা ঐ সামগ্রী উৎপাদনে তাহাদের উৎপাদক সম্পত্তি নিয়োগ করিবে।

১। ভোগকারীদের ভোটে উৎপাদনকারীরা চালিত হইবে

দ্বিতীয়তঃ, কি পদ্ধতিতে সামগ্রী উৎপাদিত হইবে তাহা নির্ধারিত হইবে, কোন্ পদ্ধতি বেশী ফলপ্রদ এবং কোন্ পদ্ধতি কম ফলপ্রদ তাহার ভিত্তিতে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন উৎপাদনকারী এককভাবে বাজারে প্রচলিত দামকে পরিবর্তন করাইতে পারে না। সুতরাং, দামের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া, দাম বাড়াইয়া নিজের লাভের অঙ্ক বাড়াইতে (বা লোকসানের অঙ্ক কমাইতে) পারে না। কিন্তু প্রত্যেক উৎপাদনকারী উৎপাদনের পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিয়া, উৎকৃষ্ট এবং সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইয়া, সর্বাপেক্ষা দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া, তাহার উৎপাদনের খরচা কমাইবার চেষ্টা করে। যে উৎপাদনকারী সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহার উৎপাদন খরচা কমাইতে পারিবে সে অন্যান্য উৎপাদনকারীদিগকে প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দিতে পারিবে। সেই কারণে উৎপাদনকারীগণ সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য সর্বদাই প্রতিযোগিতা করিতেছে; উৎপাদনের জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে তাহা এই প্রতিযোগিতার দ্বারাই নির্ধারিত হইয়া থাকে।

২। লাভ বাড়াইবার জন্য সর্বাপেক্ষা দক্ষ উৎপাদনের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে

তৃতীয়তঃ, কাহার জন্য এইসকল সামগ্রী উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ এই সামগ্রী

কাহার ভোগে আসিবে, তাহাও উৎপাদক উপাদানের বাজারে প্রতিযোগিতার দ্বারা উহাদের যে দাম স্থিরীকৃত হয় তাহার দ্বারাই নির্ধারিত হইয়া থাকে। জনসাধারণকে ভূস্বামী বা পুঁজিপতি বা শ্রমিক বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্যোক্তা-সংগঠনকারী, এই বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রত্যেকেই এইরূপ কোন না কোন ভূমিকাতেই উপার্জন করিয়া থাকে; কেহ ভূস্বামীরূপে খাজনা পায়, কেহ শ্রমিকরূপে মজুরী পায়, কেহ পুঁজি ধার দিয়া সুদ পায় এবং কেহ ব্যবসা করিয়া মুনাফা পায়। খাজনা, মজুরী, সুদ, মুনাফা—এইগুলি হইল তাহাদের উপার্জন। উৎপাদক উপাদানের যোগান ও চাহিদার দ্বারা উহার মালিকের উপার্জন স্থিরীকৃত হয়; অর্থাৎ ভূমির যোগান ও চাহিদার দ্বারা 'খাজনা', শ্রমের যোগানও চাহিদার দ্বারা 'মজুরী', পুঁজির যোগান ও চাহিদার দ্বারা 'সুদ' নির্ধারিত হয়; এইগুলি সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানের মালিকের উপার্জন ('খাজনা' ভূস্বামীর, 'মজুরী' শ্রমিকের, 'সুদ' পুঁজিপতির, 'মুনাফা' উদ্যোক্তা-সংগঠনকারীর উপার্জন)। দেশের উৎপাদনের কতখানি অংশ কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ শ্রেণী ভোগ করিবে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রেণীর উপার্জনের উপর নির্ভর করে এবং এই উপার্জন নির্ভর করে খোলাবাজারে উৎপাদক উপাদানের চাহিদা যোগানের উপর। এই চাহিদা যোগানের ভিত্তিতে ধনবণ্টনের যতই বৈষম্য সৃষ্টি হইবে, দেশের ধনসম্পদ বেশী করিয়া ভোগ করিবার অধিকার ততই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির করায়ত্ত হইবে।

৩। যোগান চাহিদার দ্বারা উৎপাদক উপাদানের দাম, অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আয় স্থিরীকৃত হয়

যাহার যেরূপ উপার্জন সে সেইরূপ ভোগের সুযোগ পায়

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা, ইহার ব্যবহার—Production Possibility Curve, its Uses.

বিভিন্ন প্রকার উৎপাদক সঙ্গতিকে কাজে লাগাইয়া দেশের মধ্যে নানাপ্রকার সামগ্রী ও কার্য উৎপাদিত হইতে পারে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে উৎপাদিত হইয়া থাকে। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের মধ্যেকার জমি, শ্রমশক্তি, পুঁজি-সামগ্রী প্রভৃতি উৎপাদক সঙ্গতিগুলি সীমাবদ্ধ পরিমাণেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ উৎপাদক সঙ্গতিগুলি যে নিছক একপ্রকার সামগ্রীই উৎপাদন করিতে পারে, অন্য সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে না, তাহা নহে।

উৎপাদক সংগতির বিকল্প ব্যবহার

এইগুলি বিবিধ প্রকারের সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে, বস্তুতঃপক্ষে মানুষের জীবনের বহু বিচিত্র অভাব মিটাইবার জন্য উৎপাদক উপাদান-গুলিকে বিবিধ প্রকারের সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত করা হইয়া থাকে।

কিন্তু উৎপাদক উপাদানগুলি কি পরিমাণে কোন্ সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হইবে, সমাজকে নিয়তই সেই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। মূল কারণ হইল উৎপাদক উপাদানগুলি সীমাবদ্ধ। একজন লোকের আর্থিক উপার্জন সীমাবদ্ধ বলিয়া, উহার মধ্যে কতখানি কোন্ সামগ্রী ক্রয়ে প্রয়োগ করিবে উহা তাহাকে চিন্তা করিতে হয়; যে সামগ্রী-সমষ্টির উপর আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিলে, সে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাইবে সেই সামগ্রী-সমষ্টির উপরই সে আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। অনুরূপভাবে দেশের উৎপাদক সঙ্গতি কিরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা সমাজকে চিন্তা করিতে হয়।

দুষ্প্রাপ্য উৎপাদক সঙ্গতি কোন কাযে ব্যবহার করা হইবে তাহা হিসাব করিতে হয়

এই চিন্তার ভিত্তি হইল, বিবিধ প্রকারের বিকল্প উৎপাদনের সম্ভাবনা। একই উৎপাদক সঙ্গতির দ্বারা আমরা X সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারি, অথবা Y সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারি, অথবা A সামগ্রী, অথবা B সামগ্রী, এইরূপ বহু প্রকারের বিকল্প সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারি। প্রকৃত সমস্যা হইল এই বিকল্প সামগ্রীগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ সামগ্রী কতখানি করিয়া উৎপাদন করা যায় এবং কতখানি উৎপাদন করা হইবে। যদি দেখা যায় যে একটি নির্দিষ্ট বস্তুর উৎপাদনে উৎপাদক উপাদান নিয়োগ করিয়া যতখানি প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান সামগ্রী উৎপাদন করা হইল, উহা অপেক্ষা অপর কোন বেশী প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান সামগ্রী উৎপাদন করা যায় ঐ একই উৎপাদক উপাদানের দ্বারা, তাহা হইলে উৎপাদক সঙ্গতিগুলিকে প্রথম প্রকারের সামগ্রী হইতে টানিয়া লইয়া দ্বিতীয় প্রকার সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োগ করা হইবে।

সমাজের প্রকৃত সমস্যা

অবশ্য উৎপাদক সঙ্গতি যদি অফুরন্ত থাকে তাহা হইলে এক বস্তুর উৎপাদন হইতে টানিয়া লইয়া আর এক বস্তুর উৎপাদনে উৎপাদক সঙ্গতি

নিয়োগ করার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু উৎপাদক সঙ্গতি সীমাবদ্ধ বলিয়া কোন্ বস্তুতে উহা কতখানি নিয়োগ করিলে, উহার সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু নিয়োগ হইবে তাহা বিচার করিতে হয়। ইহাই পূর্ণ-নিয়োগের পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে সমাজকে কোনও একটি সামগ্রী উৎপাদন করিতে হইলে, অন্য কোনও সামগ্রীর উৎপাদন ছাড়িতে হইবে। এক্ষেত্রে ইহাও ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে একই উৎপাদক সঙ্গতি বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারে এবং প্রায়ই সমাজকে বদল ব্যবহারের (Substitution) আশ্রয় লইতে হয়। এক ধরণের সামগ্রী উৎপাদনের পরিবর্তে ভিন্ন ধরণের সামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন সমাজকে প্রায়ই করিতে হয়, পরিকল্পিতভাবেই হউক বা অপরিকল্পিত ভাবেই হউক, প্রথম ক্ষেত্রে চাহিদা যোগান অনুমান করিয়া, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চাহিদা-যোগান অনুভব করিয়া।

উৎপাদক সঙ্গতি সীমাবদ্ধ বলিয়াই সুষ্ঠু নিয়োগের হিসাব নিকাশ করিতে হয়

ধরা যাক, (২৩নং রেখাচিত্র) সীমাবদ্ধ উৎপাদক উপাদানের প্রয়োগে যে বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহা দুই শ্রেণীর। ইহাদের একটিকে বলা যাক X এবং আর একটিকে বলা যাক Y ; ধরা যাক, সমস্ত উৎপাদক সঙ্গতি যদি আমরা X উৎপাদনে নিয়োগ করি তাহা হইলে ১০ হাজার টন X উৎপাদন করিতে পারিব, অপর পক্ষে যদি সকল উৎপাদন সঙ্গতি Y- সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োগ করি তাহা হইলে ৫০ হাজার টন Y পাইব। উৎপাদনের এই দুইটি চরম সম্ভাবনার বিন্দু (প্রত্যেক শেষ বিন্দুতে) দেখানো হইতেছে।

ধরা যাক, একই উৎপাদক সঙ্গতির দ্বারা ৫০ হাজার টন সিমেন্ট অথবা ১০ হাজার টন সার উৎপাদন করিতে পারি ; ৫০ হাজার টন (Y) সিমেন্ট উৎপাদন করিলে সার উৎপাদন হইবে শূন্য, আবার ১০ হাজার টন সার (X) উৎপাদন করিলে সিমেন্ট উৎপাদন হইবে শূন্য। এই দুইটি সম্ভাবনাই উৎপাদনের সম্ভাবনা (Production Possibility) কিন্তু একেবারে চরম সম্ভাবনার বিন্দু। ধরা যাক, সিমেন্ট উৎপাদন (৫০ হাজার টন হইতে) কিছুটা কমাইয়া কিছুটা সার উৎপাদন করা হইল—অর্থাৎ কিছুটা উৎপাদক—উপাদান সিমেন্ট উৎপাদন হইতে সরাইয়া সার উৎপাদনে প্রয়োগ করা হইল : পাওয়া গেল (B) ৪০ হাজার টন সিমেন্ট এবং ২ হাজার টন সার। এইভাবে

সিমেণ্ট কমাইয়া সার উৎপাদন বাড়াইয়া, ধরা যাক, পাওয়া যাইতে পারে—

(C) ৩০ হাজার টন সিমেণ্ট ও ৫ হাজার টন সার ; অথবা
(D) ২০ হাজার টন সিমেণ্ট ও ৮ হাজার টন সার ; অথবা
(E) ১০ হাজার টন সিমেণ্ট ও ৯ হাজার টন সার ; অথবা
(F) শূন্য পরিমাণ সিমেণ্ট ও ১০ হাজার টন সার।

এক্ষণে Y, B, C, D, E, X-এর দ্বারা সংযুক্ত রেখাটি হইল—উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (Production Possibility Curve) ; ইহার প্রত্যেক বিন্দুই দেখাইয়া দেয় যে একই উৎপাদক সঙ্গতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বণ্টন করিয়া বিভিন্ন সামগ্রী কি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। ইহাকে Transformation Curve বা রূপান্তর রেখাও বলা চলিতে পারে। উৎপাদক সঙ্গতি সিমেণ্ট উৎপাদন হইতে টানিয়া লইয়া সার উৎপাদনে প্রয়োগ করিলে সিমেণ্টকে সারে রূপান্তরিত করা হইল।

Production Possibility curve or Transformation curve

কোন্ বস্তুর পরিবর্তে অপর কোন্ বস্তু উৎপাদন করা হইবে তাহা উৎপাদনকারীদিগকে সর্বদাই বিচার বিবেচনা করিতে হয়। উৎপাদক-সঙ্গতির যে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবহার আছে ঐগুলির মধ্যে উৎপাদক সঙ্গতি কি অনুপাতে বণ্টিত হইলে কোন্ সামগ্রী কি অনুপাতে উৎপাদিত হইতে পারে তাহা এই রেখা দেখাইয়া দেয়।

কোনও এক নির্দিষ্ট সময়ে প্রকৃত উৎপাদনের বিন্দু উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ভিতরে অবস্থিত হইতে পারে। ধরা যাক প্রকৃত উৎপাদনের বিন্দু হইল M, অর্থাৎ ২০ হাজার টন সিমেণ্ট+৪ হাজার টন সার। কিন্তু এক্ষেত্রে বুঝা যাইতেছে যে উৎপাদক-সঙ্গতির অনেকখানিই অব্যবহৃত থাকিয়াছে ; উৎপাদক সঙ্গতির পরিপূর্ণ নিয়োগ হয় নাই। উৎপাদক সঙ্গতির পরিপূর্ণ নিয়োগ হইলে ২০ হাজার টন সিমেণ্টের সহিত ৮ হাজার টন সার পাওয়া যাইবে। সুতরাং প্রকৃত উৎপাদন বিন্দু উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ভিতরে অবস্থিত হইলে উৎপাদক সঙ্গতির পরিপূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না বুঝা যাইবে।

অব্যবহৃত উৎপাদক সঙ্গতি থাকিয়া যাইতে পারে

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

উৎপাদক উপাদানঃ

(Factors of Producti^^ \

১। ভূমি (Land)

অর্থনীতিতে ভূমির তাৎপর্য—Significance of Land in Economics

মানুষ যাহা কিছু ভোগ করে তাহার আদি উৎস হইল ভূমি। অর্থনীতিতে ভূমি বলিতে শুধু মৃত্তিকাবৃত স্থলভাগকেই বুঝায় না। ভূমি বলিতে বুঝায় সব কিছুই যাহা নাকি প্রকৃতির দান এবং মানুষ যাহা সম্পদ উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করে বা করিতে পারে। অধ্যাপক মার্শাল ভূমির সংজ্ঞা প্রদানে বলেন "ভূমি বলিতে বুঝায় জমি এবং জলে, বায়ু, আলো এবং উত্তাপে যে পদার্থ এবং শক্তি সমূহ প্রকৃতি অবারিত ভাবে মানুষের সাহায্যের জন্য দান করে তাহাই"। ["By land is meant the material and the forces which nature gives freely for man's aid in land and water, in air, light and heat" —Marshall] সুতরাং অর্থনীতিতে ভূমি শুধু জমিই নহে অর্থাৎ স্থলভাগের উপরের স্তরই নহে; সমুদ্র, হ্রদ, জমির অবস্থিতি, মাটির প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত সূর্যের কিরণ, খনিজ, প্রাকৃতিক উত্তাপ, অরণ্য, মৎসস্থলী, এইগুলিও ভূমির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তি

"একখণ্ড ভূমি ব্যবহারের অধিকারের অর্থ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থানের উপর, পৃথিবীর উপরিস্থ স্তরের একটি নির্দিষ্ট অংশের উপর কর্তৃত্ব।" [The right of use a piece of land gives command over a certain part of the earth's surface"—Marshall] ভূমির এই বিস্তৃতির উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। মানুষ চেষ্টা করিয়া ইহা কমাইতে বা বাড়াইতে পারে না। ভূমির এই বৈশিষ্ট্য হইতে অর্থনীতিবিদ্‌গণ উহার সীমিত বা নির্দিষ্ট যোগানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রকৃতপক্ষে যোগানের এই স্থিরতাই উহার বৈশিষ্ট্য রূপে গণ্য হয়। অবশ্য যে জমি-ক্ষয় (erosion) অথবা বন্যার দ্বারা জমির পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে অথবা আবিষ্কারের

ভূমির মধ্যে একটী অপরিবর্তনীয় উৎপাদন আছে

দ্বারা বা বাঁধ নির্মাণের দ্বারা উহা বৃদ্ধি পাইতে পারে। অপরপক্ষে অবিবেচনা-প্রসূত কার্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, আবার যথাযথ সার প্রয়োগ, সেচকার্য ইত্যাদির দ্বারা উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইতে পারা যায়। এই দিক হইতে বিচার করিলে পুঁজির (Capital) সহিত ভূমির কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই সাদৃশ্য শুধু সেই ক্ষেত্রেই ঘটে যে ক্ষেত্রে ভূমি বলিতে বুঝায় নিছক জমি বা উহার উৎপাদিকা শক্তি। কৃষক কৃষিকার্যের জন্য বা গৃহনির্মাণকারী গৃহনির্মাণের জন্য যখন ভূমি ব্যবহার করে তখন যাহা ব্যবহৃত হয় তাহা নিছক উৎপাদিকা শক্তি নহে, ব্যবহৃত হয় তাহার মালিকানার মধ্যে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট এলাকার বিস্তৃতি, জল, বায়ু, সূর্যালোক, অবস্থান। উর্বরতার পরিবর্তন ঘটিতে পারে কিন্তু জলবায়ু অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। "এইভাবে ভূমির মধ্যে আমরা দুইটি বিষয় পাই, যেগুলির পৃথকীকরণ বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব না হইলেও তত্ত্বরূপে (in theory) সর্বদাই সম্ভব। একটি হইল পরিবর্তনশীল এবং মানুষের প্রচেষ্টার ফল, অপরটি হইল অপরিবর্তনীয় এবং প্রকৃতির মুক্তদান। এই অপরিবর্তনীয় উপাদানটি…হইল ভূমি।" (কেয়ার্ণক্রস)

এই উৎপাদনের যোগান সীমাবদ্ধ

ভূমির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে উহার উৎপাদন খরচ (cost of production) নাই। প্রকৃতি ইহা বিনামূল্যে দান করিয়াছে। "ভূমি" সৃজনের জন্য কাহারও কোন অর্থব্যয় ঘটে নাই এবং কোন একখণ্ড ভূমির মালিক উহা অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিলে, এই ব্যবহারের অধিকার প্রদানের জন্য তাহাকে কোনই ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে না। শ্রম বা পুঁজির সহিত ভূমির ইহাই পার্থক্য। ভবিষ্যৎ শ্রমিককে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাহার অভিভাবকে ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। একজন শ্রমিককে নিজের জীবনধারণের অর্থাৎ শ্রমের ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। মূলধন সৃষ্টির জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় এবং এই সঞ্চয়ের জন্য মানুষকে বর্তমানের ভোগ ইচ্ছা সংযত করিতে হয়। সেই কারণে পুঁজি বা শ্রমিক ব্যবহারের জন্য কেহ না কেহ অপর কাহাকেও মূল্য প্রদান করিয়া থাকে; তাহা না হইলে উহাদের যোগান হইবেই না। কিন্তু ভূমির ব্যবহারের জন্য মূল্য প্রদান (খাজনা) যদি বিলোপ করিয়া দেওয়া হয় তাহা

নিজস্ব কোন যোগান দাম-নাই

হইলেও ঠিক একই পরিমাণ ভূমি ব্যবহৃত হইতে পারিবে। অবশ্য ভূমির উন্নয়নের জন্য ব্যয় আছে, এই ব্যয় উসুল না হইলে উন্নয়ন ব্যাহত হইবে। কিন্তু উহা হইল স্বতন্ত্র ব্যাপার। সাধারণ উর্বরতা সম্পন্ন এবং সুবিধা সম্পন্ন ভূমির যে অবস্থিতি তাহার জন্য কোন মনুষ্যের কোন ব্যয় হয় নাই। সেই কারণে ভূমির কোন যোগান দাম (supply price) নাই।

তৃতীয়তঃ, ভূমির বৈশিষ্ট হইল উহার অসমতা। (heterogeneity); যে কোন দুইটি ভূমিখণ্ডের মধ্যে, উর্বরতা এবং অবস্থান (situation)-এর দিক হইতে কিছু না কিছু পার্থক্য হইবে। কোনটি হয়তো খুব উর্বর, কোনটি হয়তো সম্পূর্ণ অনুর্বর; আবার দুইটি চরম দৃষ্টান্তের মধ্যে যে কতগুলি উর্বরতা ও অনুর্বরতার ক্রমিক স্তর থাকিতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। অবস্থানের দিক হইতেও কোনটি খুব সুবিধাজনক স্থানে এবং কোনটি সম্পূর্ণ অসুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত হইতে পারে—আবার এই দুইয়ের মধ্যে বহু স্তর থাকিতে পারে। নিছক উর্বরতার এবং অবস্থান (fertility and situation) যুক্ত করিলে কোন ভূমির সহিতই কোন ভূমির সমতা নাই।

উর্বরতা ও অবস্থানে পার্থক্য

ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম—Law of Diminishing Returns

একখণ্ড ভূমির উপর পুঁজি ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া তবেই উৎপাদন ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ভূমির উপর এই যে শ্রম ও পুঁজি প্রয়োগ করা হয় এবং তাহার দ্বারা যে উৎপাদন লাভ ঘটে—ইহার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ ভূমির ব্যবহার করিতে পারে দুই উপায়ে,—ভূমির নিছক বিস্তৃতিকেই ব্যবহার করিয়া (যথা একখণ্ড জমির উপর গৃহ নির্মাণ করিয়া) অথবা উহার স্বকীয় গুণকে, অর্থাৎ উহার উর্বরতা বা প্রাণীসম্পদকে ব্যবহার করিয়া। ভূমির বিস্তৃতি যেরূপ, উহার স্বকীয় গুণও সেইরূপ প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং একই ভূমির উপর যখন শ্রম ও পুঁজি বেশী করিয়া প্রয়োগ করা হয়, তখন একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ক্ষমতার উপর ক্রমশঃই অধিক হারে চাপ প্রদান করা হইয়া থাকে। সুতরাং একই জমির উপরে যে অনুপাতে পুঁজি ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে, সেই অনুপাতে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি না ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। একই ভূখণ্ডে শ্রম ও পুঁজি যে অনুপাতে বৃদ্ধি করা

অধিকতর বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় চাপ

হইবে, ফসল উৎপাদনের পরিমাণও যদি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে একবিঘা জমি হইতে যত ইচ্ছা ততই ফসল উৎপাদন করা যাইত—অধিক পরিমাণ জমি ক্রয় করিয়া চাষের জমির পরিধি বৃদ্ধি করিবার কোনই প্রয়োজন হইত না।

একজন ব্যক্তি একখণ্ড জমি হইতেই যে কোন পরিমাণ শস্যোৎপাদন করিতে পারে না বলিয়াই নূতন জমি ক্রয় বা ভাড়া করে। ইহার কারণ হইল, একই ভূখণ্ডে যদি শ্রম ও পুঁজির পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে মোট ফসল উৎপাদনের পরিমাণে পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু শ্রম ও পুঁজি যে অনুপাতে বৃদ্ধি করা হইয়াছে,তাহা অপেক্ষা কম অনুপাতেই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধি করা হইল যে হারে, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল তাহা অপেক্ষা কম হারে। ধরা যাক, একজন চাষী তাহার ৫ বিঘা পরিমাণ জমিতে ৫ জন মজুর এবং ৫০ টাকা ব্যয় করিয়া ৪০ মন ধান পাইল। পরের বারে সে আরও ৫ জন মজুর এবং আরও ৫০ টাকা, অর্থাৎ মোট ১০ জন শ্রমিক এবং ১০০ টাকা ব্যয় করিল এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল বটে কিন্তু উহা ৫০ হইতে ৬৫-তে পরিণত হইল। উৎপাদন বৃদ্ধি হইল কিন্তু পুঁজি ও শ্রম বৃদ্ধির তুলনায় কম।

উপাদন বৃদ্ধি পায় কম হারে

উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে এই সাধারণ অভিজ্ঞতাটুকুকে অর্থনীতিবিদ্‌গণ একটি সূত্রের আকারে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহাকে "ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম" (Law of Diminishing Returns) রূপে অভিহিত করা হয়। মার্শাল নিয়মটির এইরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন : "ভূমিতে কৃষির জন্য প্রযুক্ত পুঁজি ও শ্রম বৃদ্ধির দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ সাধারণতঃ কম অনুপাতেই বর্ধিত হয়—অবশ্য যদি সে সময়ে কৃষি-শিল্পের উন্নতি মূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়।"* লক্ষ্য করা প্রয়োজন মার্শাল এই সংজ্ঞাটির মধ্যে "সাধারণতঃ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য হইল যে সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব

দুইটি ব্যতিক্রম আছে

*"An increase in capital and labour applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in the amount of produce raised, unless it happens to coincide with the improvements in the arts of agriculture."—Marshall

অবস্থাতেই নিয়মটি যে অপরিবর্তনীয়রূপে ক্রিয়া করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। এরূপ যদি হয় যে একখণ্ড জমিতে যে পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি পূর্বে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা ঐ জমির স্বকীয় গুণ বা উর্বরতাকে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করিতে পারে না তাহা হইলে শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধির দ্বারা উহার পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হইবে; তখন ফসলের বৃদ্ধি কম হারে না হইয়া বেশী হারেই হইতে পারে। ইহা ছাড়া মার্শাল "যদি সে সময় কৃষিশিল্পের উন্নতিমূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়" এইরূপ ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রম ও পুঁজির বৃদ্ধির দ্বারা কৃষির উন্নতিমূলক কোন ব্যবস্থা, (যথা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার, রাসায়নিক সার প্রয়োগ) যদি অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে ফসলের পরিমাণ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে।

১। পূর্বে জমিটি পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় নাই

২। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এই ব্যতিক্রমগুলি চূড়ান্ত ব্যতিক্রম নহে—এইগুলি সাময়িক ব্যতিক্রম মাত্র। পুঁজি ও শ্রমের বৃদ্ধি করিতে করিতে জমির স্বকীয় গুণ বা উর্বরতা যখনই পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার হইয়া যাইবে ঠিক তাহার পর হইতেই উৎপাদনের বৃদ্ধি হইবে হ্রাসমান হারে; উপরন্তু, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একখণ্ড জমিতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যতটা উন্নতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তাহা করা হইয়া যাইবার পর ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম অবশ্যই ক্রিয়া করিতে থাকিবে। সাময়িকভাবে এই নিয়মের ক্রিয়া স্থগিত থাকিতে পারে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে ইহার ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

ব্যতিক্রম দুইটি সাময়িক

কেয়ার্ণক্রস এই নিয়মটির যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইল :

"একই আয়তনের জমিতে ক্রমান্বয়ে শ্রম ও পুঁজির নিয়োগ বৃদ্ধি করিলে, অন্যান্য বিষয় যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহার দ্বারা কম অনুপাতেই উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে।" ["Successive applications of labour and capital to a given area of land must ultimately, other things remaining the same, yield a less than proportionate increase in produce"—Cairncross]

২৪নং রেখাচিত্রটির দ্বারা শ্রম ও পুঁজি বেশী করিয়া বিনিয়োগের তুলনায় কমতি হারে বাড়তি উৎপাদন প্রাপ্তি দেখানো হইতেছে। কখ—চিহ্নিত অনুভূমিক সরলরেখাটি শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধির প্রতীক এবং কগ—চিহ্নিত উর্ধ্বাধ সরলরেখাটি বাড়তি উৎপাদনের প্রতীক। প্রথম বারে কচ পরিমাণ শ্রম ও পুঁজির দ্বারা চচ[১] পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া গেল। দ্বিতীয়বারে চছ পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধির দ্বারা ছছ[১] পরিমাণ বাড়তি উৎপাদন হইল, তৃতীয়বারের ছজ পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধির দ্বারা জজ[১] পরিমাণ বাড়তি উৎপাদন হইল। প্রথম দিকে এইরূপ বিনিয়োগে বাড়তি উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া চলিতে পারে কিন্তু কোনও এক বিন্দুতে আসিয়া এই বাড়তির প্রবণতা চলিয়া যাইবে এবং কমতি উৎপাদন শুরু হইবে; জ জ[১] হইল সেই বাড়তি উৎপাদন শেষ এবং কমতি উৎপাদন আরম্ভের বিন্দু। ইহার পর যখন জঝ পরিমাণে শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধি করা হইল তখন বাড়তি উৎপাদন হইল ঝ ঝ[১]; ঝঞ পরিমাণে শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধির দরুণ বাড়তি উৎপাদন হইল ঞঞ[১]; ঞট শ্রম ও পুঁজির বৃদ্ধিতে বাড়তি উৎপাদন হইবে টট[১]। এইভাবে বাড়তি উৎপাদন কমিতে থাকিবে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন এর নিয়মটির ব্যাখ্যায় স্যামুয়েলসন বলিয়াছেন, যে আমরা যখন কোনও একটি বিনিয়োগবস্তুকে (input) অপরিবর্তিত রাখিয়া অপরাপর বিনিয়োগবস্তুগুলিকে পরিবর্তন করি, তখন এই পরিবর্তিত বিনিয়োগবস্তুগুলি অপরিবর্তিত বিনিয়োগবস্তু গুলির সহিত কার্য করিতে বাধ্য হয়। সেইজন্য বাড়তি বিনিয়োগবস্তুগুলি মোট উৎপাদনে যে যোগসাধন করে তাহা ক্রমশঃই কমিয়া যায়। আসলে যে উৎপাদক উপাদানগুলিকে পরিবর্তন করা হইল না উহাদের যোগান পরিবর্তিত উৎপাদক উপাদানগুলির তুলনায় কমিয়াই গেল বলা চলে। সেই কারণে উৎপাদন বাড়িলেও, বাড়তি উৎপাদন পূর্বেকার তুলনায় কমিয়া যায়। কিছুদূর পর্যন্ত অবশ্য এই বাড়তি উৎপাদন বাড়িতে পারে, কিন্তু উহা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত মাত্র। ঐ নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছাইবার পর বাড়তি উৎপাদন কমিবে। "ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস"-এর নিয়মের তিনি সেই কারণে এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন: "An increase in some inputs relative to other fixed inputs will cause

total output to increase; but after a point the extra output resulting from the same additions to extra inputs is likely to become less and less. This falling off of extra returns is a consequence of the fact that the new "doses" of the varying resources have less and less of the fixed resources to work with."

বেনহাম এই নিয়মটি যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইল এইরূপ: "যখন অনেকগুলি উপাদান একসঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন কোন একটির অনুপাত বাড়াইলে, একটি সীমার পর হইতে, উহার প্রথমে প্রান্তিক, পরে গড়, উৎপাদন কমিতে থাকিবে।" ("As the proportion of one factor in a combination of factors is increased, after a point first the marginal and then the average product of that factor will diminish."—Benham)

ক্রমিক খরচা বৃদ্ধি

একখণ্ড জমিতে পূর্বাপেক্ষা বেশী শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিলে বাড়তি ফসল যদি পূর্বের তুলনায় কমিয়া যাইতে থাকে তাহা হইলে দেখা যাইবে, প্রতিটি মাত্রা ফসল উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বেকার সমপরিমাণ ফসল উৎপাদন করিতে এক্ষণে অধিক ব্যয় হইবে। সেইজন্য ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের অর্থ হইল ক্রমিক খরচা বৃদ্ধি। এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য উৎপাদন এবং খরচার তুলনা করিয়া একটি তালিকা প্রদান করা যাইতে পারে।

তালিকার ব্যাখ্যা—প্রথম বারে ২ বিঘা জমিতে মোট ৩০ টাকা (২ জন শ্রমিকের জন্য ১০ টাকা এবং ২০ টাকার পুঁজি) খরচা করিয়া ১০ মণ ধান পাওয়া গেল; এক্ষেত্রে প্রতিমণ ধান উৎপাদনের খরচা ৩ টাকা। ২য়

জমি	শ্রম ও পুঁজি		মোট খরচ (প্রতি শ্রমিকের মজুরী ৫ টাকা)	মোট উৎপাদন মণ ধান	বাড়তি উৎপাদন	বাড়তি খরচ	১ম বারের মণ প্রতি খরচ	১ম বারের পর হইতে মণ প্রতি খরচ
	শ্রমিক	পুঁজি (টাকা)						
১ । ২ বিঘা	২	২০'০০	৩০'০০	১০			৩ টাকা	
২ । ২ বিঘা	৪	৪০'০০	৬০'০০	১৮	৮ মণ	৩০ টাকা		৩ টাকা ৭৫ পয়সা ।
৩ । ২ বিঘা	৬	৬০'০০	৯০'০০	২৪	৬ মণ	৩০ ,,		৫ টাকা
৪ । ২ বিঘা	৮	৮০'০০	১২০'০০	২৮	৪ মণ	৩০ ,,		৭ টাকা ৫০ পয়সা ।
৫ । ২ বিঘা	১২	১০'০০	১৫০'০০	৩০	২ মণ	৩০ ,,		১৫ টাকা

বারে মোট ৬০ টাকা খরচায় ১৮ মণ ধান পাওয়া গেল ; সুতরাং বাড়তি ৩০ টাকায় বাড়তি উৎপাদন হইল ৮ মণ। ৩০ টাকাকে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া মণ প্রতি খরচা দাঁড়াইল ৩'৭৫ টাকা। অনুরূপভাবে ৩য় বারে মোট ৯০ টাকা খরচায় ২৪ মণ ধান পাওয়া গেল—অর্থাৎ বাড়তি ৩০ টাকায় বাড়তি উপাদান হইল ৬ মণ ; এক্ষেত্রে মণপ্রতি উৎপাদন খরচা ৫ টাকা। ঐরূপ হিসাবে ৪র্থ বারে বাড়তি উৎপাদনটুকুর মণ প্রতি উৎপাদন খরচা ৭'৫০ টাকা এবং ৫ম বারে বাড়তি উৎপাদনের মণ প্রতি খরচা ১৫ টাকা। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে বাড়তি উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে বলিয়া বাড়তি পরিমাণটুকুর মাথাপিছু উৎপাদন খরচা (cost of production per unit) ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের সহিত ক্রমিক খরচা বৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতএব প্রতি মাত্রা উৎপাদন হ্রাসের সহিত উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধির নিয়ম ক্রিয়া করিতেছে বলা যাইবে ; যদি একই পরিমাণ উৎপাদনের জন্য ক্রমশঃ বেশী করিয়া খরচা করিতে হয় তাহা হইলে উহা হ্রাসমান উৎপাদনের চিহ্ন।

২৩নং রেখাচিত্র

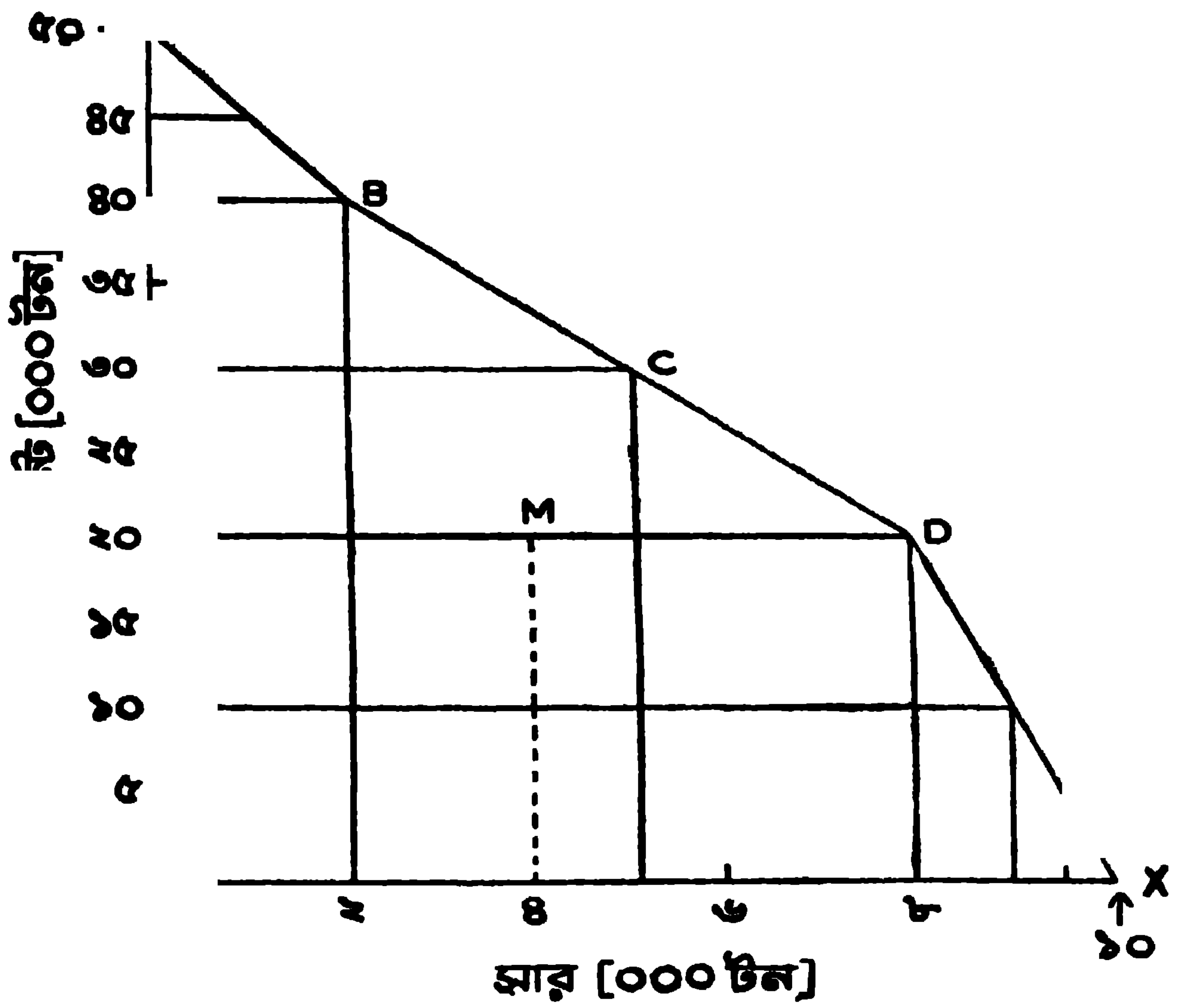

। ১২৮

২৭নং রেখাচিত্র

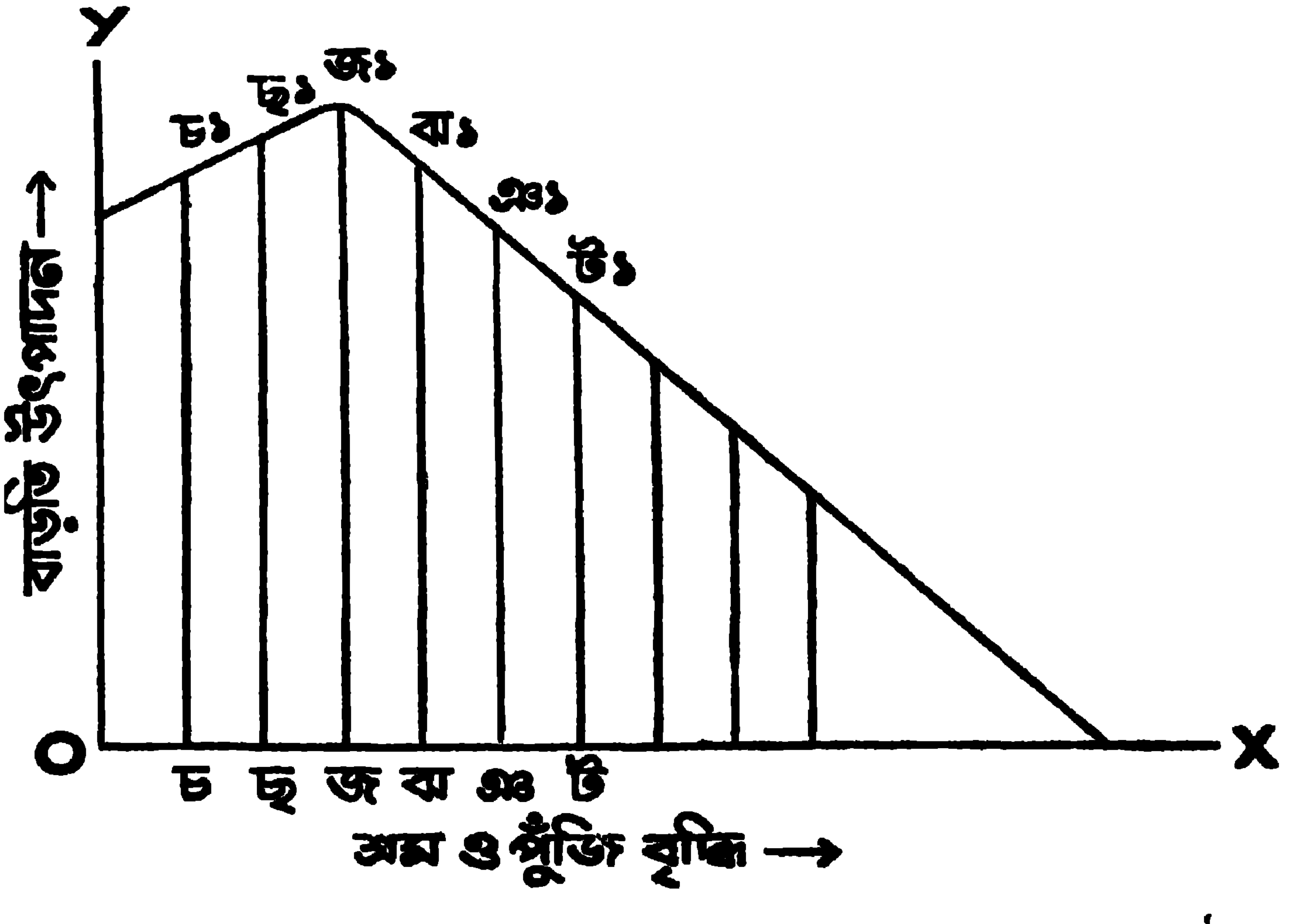

বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যতা

শুধু চাষোপোযোগী ভূমির ক্ষেত্রেই যে উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করে তাহা নহে, 'ভূমি' পর্যায়ভুক্ত অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ইহার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়:—

গৃহনির্মাণ ভূমি (Building site)—একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া একজন ব্যক্তি তাহার উপর গৃহনির্মাণ করিতে পারে কিন্তু একই গৃহের উপরে একতলার উপর আর এক তলা, এইভাবে ক্রমশঃ যতই উপরের তলা নির্মিত হইতে থাকিবে, ততই উপরের তলা নির্মাণের খরচা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। জমিটির নির্দিষ্ট বিস্তৃতি বা আয়তনের উপর ক্রমশঃই অধিকতর হারে চাপ পড়িবে। চাষের জমির উর্বরতার উপরে যেরূপ চাপ দিবার সীমা আছে, গৃহ নির্মাণ জমির বিস্তৃতির উপরেও সেইরূপ চাপ দিবার সীমা আছে। সেই সীমা লঙ্ঘন করিলেই খরচার তুলনায় সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে কম। সেই কারণে বাড়তি খাজনা বা মূল্য প্রদান করিয়াও বাড়তি জমি গ্রহণ করিতে হয়।

বিস্তৃতির উপর চাপ

মৎস্যস্থলী (Fishery)—মৎস্যস্থলীতে, যথা পুষ্করিণী বা নদীতে, মাছের চাষের কার্যে বা মাছ ধরিবার কার্যেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। একটি জলাশয়ের মধ্যে কত পরিমাণ মাছের চাষ হইতে পারে তাহার একটি সীমা আছে—এই সীমা নির্ধারিত হয় জলাশয়ের বিস্তৃতির দ্বারা এবং উহার মধ্যে মাছের উপযোগী প্রাপ্য খাদ্যের দ্বারা। এই সীমা লঙ্ঘন করিয়া অধিক শ্রম ও পুঁজি প্রয়োগ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে কম হারে, এমন কি এরূপ সময়ও আসিতে পারে যখন উৎপাদন বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনাই আর থাকে না। নদীর মধ্যেও প্রকৃতি সীমাহীন মাছ দেয় না। অতএব এক সময় আসিবেই যখন পুঁজি ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, ধৃত মাছের পরিমাণ কম অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইবে।

মৎস্য চাষ বা ধরিবার অবকাশ

খনি (Mines)—খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের ক্ষেত্রেও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করে। কোন খনিজ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে, ঐ সামগ্রী খনি হইতে অধিক পরিমাণে উত্তোলন করিবার চেষ্টা হইবে। এক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে, অধিকতর গভীর খাদে

নামিবার জন্য অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু কোনও খনিতে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক আকর্ষণ করিতে হইলে মজুরীর হার বৃদ্ধি করিতে হইবে। আবার ক্রমান্বয়ে অধিকতর গভীর খাদে নামিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য ক্রমশঃই অধিক খরচ করিতে হইবে। উপরন্তু যতই গভীর খাদে অবতরণ করা হইবে, ততই শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া, সহজেই আহরণযোগ্য এবং প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায় এরূপ খনিজ সামগ্রা বিশেষভাবেই সীমাবদ্ধ। যথা; কয়লা পৃথিবীতে বহু পরিমাণেই আছে কিন্তু অতি অল্প পরিমাণই এরূপ স্থানে অবস্থিত যেখান হইতে উহা সহজেই আহরণ করা চলে। অধিকন্তু কাঁচা আকরিক (ore) হইতে আসল ধাতু পাওয়া যায় এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচা আকরিক হইতে কত পরিমাণ ধাতু পাওয়া যাইবে তাহা আকরিকের গুণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এরূপ যদি ঘটে যে যত অধিক খনিজ বস্তু উত্তোলিত হইতেছে, ততই নিকৃষ্ট গুণের সামগ্রী পাওয়া যাইতেছে তাহা হইলে সম-পরিমাণ কাঁচা আকরিক হইতে ক্রমশঃই কম পরিমাণ ধাতু পাওয়া যাইবে। এই সকল কারণে খনিজ সামগ্রী উত্তোলনের ক্ষেত্রে একদিকে প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পায়, অপর দিকে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ, যথা কেয়ার্ণক্রস, অভিমত দেন যে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস-এর নিয়মটি সঠিকভাবে খনির পক্ষে প্রযোজ্য নহে। কেয়ার্ণক্রস বলেন যে খনির উৎপাদন জমির উৎপাদনের ন্যায় অবিরত পুনঃপ্রাপ্তব্য উপার্জন (constantly recurring income) নহে। ঠিকমত চাষ করিলে জমি উহার উর্বরতা বজায় রাখিতে পারে কিন্তু খনি হইতে যাহা উৎপাদিত হয় তাহা খনিরই অংশ। জমির চাষে, পুঁজি ও শ্রমের সাশ্রয় করিতে পারা যায়, কিন্তু খনির গভীরতর খাদে অথবা কম খনিজ-'বশিষ্ট স্তরে সাশ্রয়ের কোন অবকাশ নাই, হয় উত্তোলন করা হইবে, না-হয় উত্তোলন করা হইবে না।

২। শ্রম (Labour)

'শ্রম' এবং ইহার দক্ষতা—'Labour' & its Efficiency.

সাধারণতঃ, শ্রম বলিতে বুঝায় মেহনৎ। কিন্তু নিছক মেহনতের জন্যই যদি মেহনৎ করা হয় তাহা হইলে অর্থনীতির বিচারে উহা 'শ্রম' পদবাচ্য

নহে ; একজন ফুটবল খেলোয়াড় বা মুষ্টিযোদ্ধা নিছক আনন্দের জন্য যে মেহনৎ করিবে তাহা শ্রম নহে, এমন কি খেলায় সাফল্য লাভ করিলে পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটিবে এই আশায়ও যদি শ্রম করা হয় তাহা হইলেও উহা অর্থনৈতিক শ্রম নহে ; কারণ ঐ পুরস্কারের কোন যোগান দাম বা চাহিদা দাম (demand price or supply price) নাই। আবার কেহ যদি নিছক কর্তব্যবোধে বা স্নেহবশতঃ শ্রম করিয়া দেয় কিন্তু উহার দ্বারা কোনই উপার্জন না ঘটে তাহা হইলেও তাহার পরিশ্রম শ্রম নহে। নিছক পরিশ্রম করার আনন্দ ভিন্ন কোন পারিশ্রমিকের আশায় মানুষ যে প্রচেষ্টা করে অর্থনীতিতে তাহাই শ্রমরূপে স্বীকৃত। এই পরিশ্রম মস্তিষ্কের হইতে পারে অথবা শরীরের হইতে পারে অথবা আংশিক ভাবে মস্তিষ্কের এবং আংশিক ভাবে শারীরিক হইতে পারে।

কায়িক বা মানসিক প্রচেষ্টা

"কোন পুরস্কারের আশায় সম্পাদিত, মানুষের সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক প্রচেষ্টা শ্রমের অন্তর্ভুক্ত।" ("Labour connotes all human effort of body or mind which is undertaken in the expectation of reward"—S. E. Thomas) এস্থলে পুরস্কার (reward) বলিতে বুঝাইতেছে উপার্জন।

শ্রমিকের কর্মদক্ষতাই হইল শ্রম দক্ষতা—অর্থাৎ শ্রমিকের সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা। মোটামুটি ছয়টি বিষয়ের উপরে এই কর্মদক্ষতা নির্ভর করে—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কার্যের অবস্থা, শিল্পের ব্যবস্থা, মজুরীর পরিমাণ ও প্রদান রীতি, নৈতিক গুণাবলী।

স্বাস্থ্য—উত্তম স্বাস্থ্য না থাকিলে মানুষ পরিশ্রমে অনিচ্ছুক হয়, বা ইচ্ছা থাকিলেও অক্ষম হয়। দক্ষ হইবার জন্য শ্রমিকের পক্ষে স্বাস্থ্যবান হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য নির্ভর করে প্রথমতঃ কুলগত গুণের (racial qualities) উপর ; এক এক কুল-ভুক্ত মনুষ্য সমষ্টির (race) স্বাস্থ্যের এক এক প্রকার স্তর থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য সে যে খাদ্য গ্রহণ করে তাহার গুণ ও পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। তৃতীয়তঃ, মুক্ত বায়ু ও আলো যথেষ্ট পরিমাণে না পাইলে, অল্প পরিসর বা অপরিষ্কার পরিবেশের মধ্যে বসবাস করিলে স্বাস্থ্য ব্যাহত হয়। সুতরাং বসবাসের পারিপার্শিক অবস্থার উপরেও স্বাস্থ্য ও কর্মোদ্যম নির্ভর করে। চতুর্থতঃ, প্রাকৃতিক আবহাওয়া বা জলবায়ুর উপরেও স্বাস্থ্য নির্ভরশীল।

স্বাস্থ্যের উপাদান

শিক্ষা—নিছক অপটু শ্রমের (unskilled labour) জন্য শুধু স্বাস্থ্যের অধিকারই যথেষ্ট কিন্তু পটু শ্রম (skilled labour) বা বিশেষত্বশীল শ্রমের (specialised labour) জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। শ্রম দক্ষতার জন্য বুদ্ধি-বৃত্তির স্ফুরণ এবং কার্য সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমেই ইহা আহরিত হয়। এই শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা হইতে পারে, কারিগরী শিক্ষা হইতে পারে বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা হইতে পারে। সাধারণ শিক্ষা (general education) মানুষের চিন্তাশক্তির উন্মেষে সহায়তা করে এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগে অনুপ্রাণিত করে। উপরন্তু আধুনিক বৃহদাকার শিল্পে বহু জটিল যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদনের জটিল প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়; এই সকল যন্ত্র ব্যবহার এবং প্রক্রিয়া অবলম্বনের জন্য বিশেষ ধরণের কারিগরী শিক্ষার (technical education) প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্প পরিচালক প্রভৃতি মস্তিষ্কজীবিদিগের প্রয়োজনীয় বিশেষ যোগ্যতা আনয়নের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা (vocational education) প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা

কার্যের অবস্থা—শ্রমিকের দৈনিক কার্যকালের উপর তাহার কর্মদক্ষতা বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। "নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কার্যকাল হ্রাসের দ্বারা শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বর্ধিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়" (ফেয়ারচাইল্ড)। বহুক্ষণ ধরিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইলে শ্রমিকের কর্মোদ্যম নষ্ট হইতে বাধ্য। উপরন্তু, বেশী জবরদস্তি ও কড়া নিয়ন্ত্রণ করিলে শ্রমিকের কার্যের উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কারখানায় স্বাস্থ্যকর পারিবেশের ভিতর কাজ করিলে কর্মদক্ষতা বজায় থাকে ও বৃদ্ধি পায়।

কার্যকাল ও জবরদস্তি

শিল্পের ব্যবস্থা—(Organisation)—শ্রমপ্রেরণা বা শিল্প পরিচালকের উপরে, অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার উপরেও, শ্রমিকের কর্মদক্ষতা অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে। শিল্প পরিচালক যদি ঠিকমত শ্রম-বিভাগ করেন, উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন, উৎকৃষ্ট কাঁচা মাল সরবরাহ করেন, যে শ্রমিক যে কার্যে উপযুক্ত তাহাকে ঠিক সেই কার্য করিতে দেন এবং একখণ্ড ভূমিতে যতটা পুঁজি ও শ্রম প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা বেশী বা কম যদি নিয়োগ না করেন, তাহা হইলে

পরিচালকের দক্ষতা

শ্রমিকদের দ্বারা সর্বাধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন হওয়া সম্ভব। অন্যথায় শ্রমিকগণ অধিক উৎপাদনের দ্বারা তাহাদের দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

মজুরীর পরিমাণ ও প্রদান রীতি—(Amount and Payment of Wages) কর্মদক্ষতার জন্য আবশ্যকীয় সামগ্রী ভোগ করিতে পারা যায় এইরূপ পারিশ্রমিক না পাইলে শ্রমিকদের পক্ষে কর্মদক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নহে। উপরন্তু যে পারিশ্রমিক তাহারা পাইবে তাহা তাহাদিগের পক্ষে নিয়মিতভাবে পাওয়াও প্রয়োজন। ইহাতে অনিয়ম হইলে শ্রমিকদের কর্মোদ্যমের অভাব হইবে। তবে আসল জিনিষ হইল, মজুরীর পরিমাণের মারফৎশ্রমিকদিগকে কর্মপ্রেরণা যোগাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অনেক আধুনিক অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন যে মজুরীর উপরেও মুনাফার কিছু অংশ শ্রমিকদিগকে প্রদান করা উচিত।

যথাযথ ও নিয়মিত পারিশ্রমিক

নৈতিক গুণাবলী—(Moral qualities)—শুধু মজুরীর পরিমাণের উপরেই নহে, উহার ব্যবহার পদ্ধতির উপরেও শ্রমিকের কর্মক্ষমতা নির্ভর করে। একজন শ্রমিক তাহার মজুরীর অধিকাংশই যদি মদ্যপান ও জুয়া খেলায় ব্যয় করে তবে যত অধিক মজুরীই দেওয়া হোক না কেন উহার দ্বারা তাহার কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে না। অতএব শ্রমিকের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি (যাহাতে সে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে পারে) ও পান ভোজন সম্পর্কে সংযম ইত্যাদি নৈতিক গুণ থাকা প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন কর্মদক্ষতার জন্য শ্রমিকের সততা, আত্মসম্মান বোধ, উন্নতি করিবার আকাঙ্খা ইত্যাদি গুণও থাকা প্রয়োজন।

সংযম ও সাধুতা

লোকসংখ্যা সম্পর্কীয় মতবাদ (Theories of Population)

একটি দেশের মধ্যে কত পরিমাণ শ্রম উৎপাদনের কার্যে নিয়োগ করা সম্ভব তাহা যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে জনসংখ্যা (population) সেগুলির অন্যতম। মোট জনসংখ্যার মধ্যে অনেকে অবশ্য থাকে যাহারা পরিশ্রম করিবার মত বয়োপ্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহারা বিভিন্ন কারণে পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। তবে জনসংখ্যার উপরে শ্রমিকদের সংখ্যা নির্ভর করে এই হিসাবে যে জনসংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির সহিত শ্রমযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যাও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। মোট জনসংখ্যার একটি শতকরা নির্দিষ্ট হার শ্রমযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যারূপে

শ্রমিকের সহিত জনসংখ্যার সম্পর্ক

বিবেচিত হয় (Number of the working population is taken as a certain percentage to total population) ; সাধারণতঃ কুড়ি হইতে ষাট বৎসর বয়স্ক লোক শ্রমযোগ্য বলিয়া বিবেচ্য। ইহার মধ্যে যাহারা পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ এবং যাহারা কেবলমাত্র অপরের মেহনতের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের উপর নির্ভরশীল ইহাদের বাদ দিলে সাধারণতঃ শ্রমযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা জনসংখ্যার অর্ধেক দাঁড়ায়।

ইংরাজ অর্থনীতিবিদ মালথাস তাঁহার Essay on the Principle of Population শীর্ষক গ্রন্থে (1798) জন সংখ্যা সম্পর্কে একটি মতবাদ প্রচার করেন। এই গ্রন্থে তাহার মূল বক্তব্য ছিল যে জন সংখ্যার বৃদ্ধি অবশ্যই জীবন ধারণের উপকরণের দ্বারা সীমাবদ্ধ। জীবনধারণের উপকরণের (means of subsistence) বৃদ্ধি ঘটিলে জনসংখ্যাও অপরিহার্য ভাবে বৃদ্ধি পায়, এবং একমাত্র দুঃখ দুর্দশা ও পাপের দ্বারাই জন সংখ্যার অধিকতর ক্ষমতা অবদমিত থাকে এবং প্রকৃত জন সংখ্যা জীবন ধারণের উপকরণের সহিত সমান থাকে ("that the superior power of the population is repressed and the actual population is kept equal to the means of subsistence, by misery and vice".)।

মালথাসের প্রধান বক্তব্য ছিল যে, কোন দেশে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন খুব ঘন বসতি ঘটিলে ক্রমশঃই খাদ্য সামগ্রীর অভাব ঘটিবে। গণিত শাস্ত্র হইতে গৃহীত দুইটি শব্দ ব্যবহারের দ্বারা তিনি এই বিষয়টি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হয় গুণোত্তর অগ্রগতিতে (geometrical progression) এবং খাদ্য সামগ্রীর বৃদ্ধি ঘটে সমান্তর অগ্রগতিতে (arithmetical progression)। মালথাস সম্ভবতঃ বেঞ্জামীন ফ্রাঙ্কলিন-এর লোক সংখ্যার বৃদ্ধি সম্পর্কিত অভিমত হইতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ধারণা লাভ করিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছিলেন যে মার্কিন দেশে (জীবন ধারণের উপকরণ যেখানে প্রচুর ছিল) জন সংখ্যায় প্রতি ২৫ বৎসর অন্তর দ্বিগুণ হইবার প্রবণতা দেখা যাইত। ইহা হইতে মালথাস জনসংখ্যার গুণোত্তর প্রগতির ধারণা পাইয়া থাকিবেন যথা ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি। খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধি যদি সমান্তর অগ্রতিতে ঘটে (যথা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬...এইভাবে) তাহা হইলে কিছু কালের মধ্যেই জনসংখ্যার বৃদ্ধি খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধিকে ছাড়াইয়া যাইবে।

এইরূপ ছাড়াইয়া যাইবার প্রবণতার উপরেই মালথাস গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে সংযত না করিলে জনসংখ্যা এই ভাবেই বৃদ্ধি পাইবে, ইহাই তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন ; শেষে আসিবে প্রাকৃতিক বা "ধ্রুব নিশ্চিত বাধা" (positive checks)—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদি। "Principle of Population" নামক গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে তিনি আরও একটি নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করেন—অর্থাৎ বিলম্বে বিবাহ এবং দাম্পত্য জীবনে সংযম। ইহা হইল নিবারক বাধা (preventive checks)। তিনি মানুষকে নিবারক বাধা প্রয়োগের দ্বারা ধ্রুবনিশ্চিত বাধার ক্রিয়াকে নিষ্প্রয়োজন করিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। নৈতিক সংযমের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মকে আকার্যকর করিতে পারে এই কথা বলিয়া মালথাস তাঁহার হতাশা ব্যঞ্জক তত্ত্বের মধ্যে কিছুটা আশার আলোক সঞ্চারিত করিলেন।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে না, ইহাই ছিল মালথাস-এর মূল বক্তব্য। "ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস" (Law of diminishing returns)-এর নিয়মই যে ইহার ভিত্তি তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। জমির চাষের ক্ষেত্রে যে বেশী করিয়া লোক লাগাইলেই বেশী করিয়া উৎপাদন বাড়ে না, এই বিষয়টির উপর জোর দিয়া ইংলণ্ডে মালথাসের অনুগামীগণ মালথাসের তত্ত্বের বহুল প্রচার করেন। প্রখ্যাত দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল ১৮৪৮ সালে Principles of Political Economy নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন উহাতে তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়মের আলোচনা করেন। তিনি এবং মালথাসের অন্যান্য অনুগামীগণ এই বিষয়টির উপরেই জোর দেন যে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে যে শ্রমিকের যোগান বাড়ে উহাতে শ্রমিকের গড় উৎপাদন কমিয়া যায়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদনের জন্য ক্রমশঃই বেশী করিয়া লোক নিয়োগ প্রয়োজন হয়, কিন্তু জমির মোট আয়তন সীমাবদ্ধ বলিয়া শ্রমিক পিছু উৎপাদন কমিয়া যায় এবং জীবন যাত্রার মান নিচে নামিয়া যায়।

ম্যালথাসের মতবাদের সমালোচনা

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মালথাসের মতবাদের বিভিন্ন ভাবে সমা-

লোচন করিয়াছেন : (১) ম্যালথাস্ ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির হার নির্ণয় করিয়াছিলেন কিন্তু "সৌভাগ্যক্রমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের প্রবণতা অতিক্রম করিবার জন্য মনুষ্য সমাজ যে প্রচেষ্টা করিয়াছে তাহা এযাবৎ চমৎকারভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। নূতন খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের এলাকার আবিষ্কার, নূতন যন্ত্রচালিত শক্তির প্রয়োগ, কৃষিপদ্ধতির ক্রমোন্নয়ন, চলাচল ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিনিময় ব্যবস্থা ও সাধারণ ব্যবস্থাপনার উন্নতি—এই সকল বিষয় ক্রমিক আয় হ্রাসের পরিবর্তে ক্রমিক আয় বৃদ্ধি আনিতে এবং জীবন ধারণের উপকরণের উপর লোকসংখ্যার চাপ লাঘব করিতে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে।"

বৈজ্ঞানিক উৎপাদন পদ্ধতি

(২) রাশীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষ বহু প্রকারের বহু পরিমাণ সামগ্রী ভোগ করিতে শিখিয়াছে; ইহাতে তাহাদের জীবন যাত্রা নির্বাহের মান (Standard of living) উন্নীত হইয়াছে। জন সাধারণের জীবন যাত্রার মান যতই উন্নীত হয় ততই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় কম হারে। কারণ প্রথমতঃ জীবন-যাত্রার মান যতই উন্নীত হয় ততই মানুষ নূতন নূতন অভাব ও আকাঙ্খা সৃষ্টি করে ও সেইগুলি তৃপ্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়—সন্তানের আকাঙ্খা তাহাদের মনোযোগ কম আকর্ষণ করে; দ্বিতীয়তঃ, মানুষ দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করে এবং আধুনিক পন্থা অবলম্বনে বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে পারে।

জীবন যাত্রার মানে উন্নতি

(৩) গণিত শাস্ত্রের যে শব্দ দুইটি ম্যালথাস্ প্রয়োগ করিয়াছেন সেগুলি এক্ষেত্রে যথাযথ প্রযোজ্য নহে। লোকসংখ্যা ঠিক গুণোত্তর অগ্রগতিতে বৃদ্ধি পায় না এবং খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদনও ঠিক সমান্তর অগ্রগতির মতন বৃদ্ধি পায় না। বাস্তবক্ষেত্রে মালথাসের নৈরাশ্য ব্যঞ্জক ভবিষ্যৎবাণী উত্তরকালে প্রকৃত ঘটনার দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। মালথাস যে সময়ে লিখিয়াছিলেন সে সময়ে (১৮০০ খৃষ্টাব্দে) রাশিয়া সমেত সমগ্র ইউরোপের লোকসংখ্যা ছিল ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ, ১৯৬১ সালে ঐ লোকসংখ্যা ৬৪ কোটি ৮০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। সমগ্র আমেরিকায় ঐ সময়ে লোকসংখ্যা ছিল ৩ কোটির কম, ১৯৬১ সালে উহা ৪২ কোটি ২০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে।

গণিতিক শব্দের অপপ্রয়োগ

কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে, শিল্প এবং কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই, শ্রমিক-পিছু উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং ইউরোপ আমেরিকায় মালথাস বর্ণিত দুরবস্থা সৃষ্টি হয় নাই।

কিন্তু এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও অর্থনীতিবিদগণ স্বীকার করেন যে যে-সকল দেশ জনাধিক্যের চাপে প্রপীড়িত অথচ যাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে (যথা ভারত বা চীন) তাহাদের ক্ষেত্রে মালথাস বর্ণিত অবস্থা প্রযোজ্য।

শ্রেষ্ঠ সংখ্যার তত্ত্ব—Optimum Theory

অধ্যাপক কার-সণ্ডার্স এবং অধ্যাপক ক্যানান্ জনসংখ্যা সম্পর্কিত যে নূতন তত্ত্ব প্রচার করেন তাহাই জনসংখ্যা সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ-সংখ্যা তত্ত্ব (Optimum Theory of Population) রূপে পরিচিত। এই মতবাদ অনুযায়ী একটি দেশের জনসমষ্টি অতিরিক্ত কিনা তাহা বিচার করা হইবে মাথাপিছু আয়ের হিসাব হইতে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পত্তির ব্যবহার হইতে (অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পত্তির উপর জনসমষ্টির উৎপাদন প্রচেষ্টা প্রযুক্ত হইয়া) যে মোট সম্পদ পাওয়া যায় তাহাকে দেশের জনসংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় হিসাব করা যাইবে। এই মাথা পিছু আয়ের দ্বারাই বিচার করা হইবে একটি দেশের পক্ষে উপযুক্ত জনসংখ্যা কত,—অর্থাৎ ঐ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জনসংখ্যা (optimum population)। ঠিক যে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে দেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় হইবে সর্বোচ্চ, সেই জনসংখ্যা হইবে ঐ দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জনসংখ্যা।

মাথাপিছু আয় আসল পরিমাপক

এই দিক হইতে বিচার করিলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি মাত্রই কিছু অশুভ লক্ষণ নহে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিলে উহার সহিত যদি মাথা-পিছু আয় বর্ধিত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে দেশ আরও জনভার বহন করিতে সক্ষম; শুধু তাহাই নহে, এরূপ জনসংখ্যার বৃদ্ধিই উচিত। অপর পক্ষে জনসংখ্যার বৃদ্ধির দ্বারা মাথা-পিছু আয় যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও হ্রাস পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেশের পক্ষে যতটা উপযুক্ত, জনসংখ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া গিয়াছে; জনসমষ্টির ঠিক সেই সংখ্যাই দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত (বা শ্রেষ্ঠ) যে সংখ্যা থাকিলে জনসাধারণের মাথা পিছু আয় বর্ধিত হয় না, হ্রাস ও

পায় না। এই শ্রেষ্ঠ সংখ্যার সহিত প্রকৃত সংখ্যার যদি পার্থক্য থাকে তাহা হইলে তাহা জনসংখ্যার অসামঞ্জস্য (maldjustment of population) রূপে গণ্য।

ম্যালথাসের মতবাদের দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত জগতে "শ্রেষ্ঠ সংখ্যা মতবাদ" এর আবির্ভাব বিশেষ স্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। শ্রেষ্ঠ সংখ্যা সম্পর্কিত এই মতবাদ ম্যালথাসের মতবাদের ন্যায় জনসংখ্যার সহিত তুলনা করে নিছক খাদ্যদ্রব্যের নহে, পরন্তু সর্বপ্রকার প্রাপ্তব্য সম্পদেরই (all available kinds of wealth)। সর্বপ্রকার সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন,—ইহাই এই মতবাদ ইঙ্গিত করে; অর্থাৎ এই মতবাদ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করে জনসংখ্যার সহিত সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির। কারণ একটি দেশ খাদ্যদ্রব্য নহে এইরূপ বিবিধ প্রকারের সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ঐ সম্পদের একাংশের বিনিময়ে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে খাদ্যদ্রব্য আনিতে পারে অথচ মোট সম্পদের ক্রমান্বয় বৃদ্ধির দরুন ধনীদেশ রূপে (অর্থাৎ অধিক জনভার বহনে সক্ষম দেশরূপে) থাকিতে পারে। সুতরাং উপযুক্ত জনসংখ্যার বিচার হইল নিছক খাদ্যদ্রব্যের হিসাবে নহে, মোট সম্পদের হিসাবে। ম্যালথাসের মতবাদ ছিল নৈরাশ্যময় (pessimistic) কিন্তু শ্রেষ্ঠসংখ্যার মতবাদ মানুষের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে।

জনসংখ্যার সহিত সকল প্রকার সম্পদের সম্পর্ক

৫

তবে ইহা অনস্বীকার্য যে ম্যালথাস্ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সূত্র প্রদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ জনসংখ্যার গুণোত্তর অগ্রগতি (geometrical progression); কিন্তু শ্রেষ্ঠ সংখ্যার মতবাদ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা সম্পর্কে কোন নির্দেশ প্রদান করে না। •উপরন্তু শ্রেষ্ঠ সংখ্যার মতবাদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক পারিপার্শ্ব (economic envirorment) যদি স্থিতিশীল থাকে তাহা হইলেই জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে উহার শ্রেষ্ঠ সংখ্যা বিচার করা সম্ভব হয়।

৩। পুঁজি (Capital)

পুঁজি, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার—(Capital, its use in Different Senses)

আমরা সম্পদ সৃষ্টি করি এবং ভোগ করি কিন্তু যে পরিমাণ সম্পদ বর্তমানে

করি তাহার সবটুকুই যদি বর্তমানে ভোগ করা হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিবে না। সেই কারণে বর্তমানের উৎপাদন হইতে কিছু অংশ সঞ্চয় করা হইয়া থাকে এবং এই সঞ্চয় পুনরায় উৎপাদনের কার্যে প্রযুক্ত হয়। ইহাকেই বলা হয় পুঁজি; পুঁজি হইল উৎপাদিত সম্পদের সেই পরিমাণ যাহা পুনরায় উৎপাদনের কার্যে বিনিয়োগ করা হয়। সঞ্চয়কারী স্বয়ং উহা উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করিতে পারে অথবা উহা অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিতে পারে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও সঞ্চয়কারী উহা হইতে উপার্জন আশা করে। সমাজের কাছে এবং যে ব্যক্তি

উৎপাদিত উৎপাদক

পুঁজিকে প্রকৃতপক্ষে কার্যে প্রয়োগ করিতেছে তাহার কাছে পুঁজি হইল উৎপাদনের উপায়, যদিও যে ব্যক্তি উহা সঞ্চয় করিয়াছে তাহার কাছে উহা মূলতঃ উপার্জনের উপায় রূপেই বিবেচ্য; কিন্তু কোন সামগ্রী উৎপাদনের উপায় রূপে ব্যবহৃত হইলে তবেই উপার্জনের উপায়ে পরিণত হইতে পারে। অধিক উৎপাদনের মধ্য দিয়াই উপার্জনের সম্ভাবনা উপলব্ধি করা হইয়া থাকে। টমাস বলেন, "উৎপাদনের সহায়ক হইবার যে গুণ পুঁজির রহিয়াছে তাহাই হইল ইহার আসল বা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং উপার্জনের উপায় হইবার যে গুণ পুঁজির রহিয়াছে তাহা হইল উহার গৌণ ও প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য।" ভূমিকে পুঁজি বলা হয় না কারণ ভূমি মানুষের দ্বারা উৎপাদিত নহে। বম বওয়ার্ক (Bom Bawark) পুঁজিকে "উৎপাদিত উৎপাদনের উপায়" (Produced means of production) রূপে অভিহিত করিয়াছেন। অধ্যাপক মোরল্যাণ্ডের ভাষায়, পুঁজি বলিতে বুঝায় "ভূমি ব্যতীত সকল সম্পদ যাহাকে উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করিতে মনস্থ করা হইয়াছে" ["We may define capital as all wealth (other than land) which is intended to be used for the production of wealth."]*

"পুঁজি" শব্দটির মূল অর্থনৈতিক অর্থ জানা থাকিলেও অর্থনৈতিক আলোচনাতে ইহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১) পুঁজিসামগ্রীর (capital goods) অর্থে পুঁজি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। গৃহ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যে সকল বস্তু-সামগ্রীর দ্বারা প্রকৃত উৎপাদন

*W. A. Moreland—An introduction to Economics P, 89.

কার্য সম্পন্ন হয়, সেইগুলিকে পুঁজিসামগ্রীরূপে অভিহিত করা হয়। কেয়ার্ণক্রস্ ঠিক পুঁজি শব্দটি ব্যবহার না করিয়া **বস্তু-পুঁজি** (concrete capital) বা **সম্পত্তি** (assets) শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ঐ অর্থে পুঁজির একটি নির্দিষ্ট পর্যায় নির্ধারণ করিয়াছেন। মুদ্রামূল্য আছে এইরূপ সকল সম্পত্তিই হইল বস্তু পুঁজি (concrete capital)। এই বস্তু পুঁজিই আবার **ব্যবসায় পুঁজি** (Trade capital) রূপে সঙ্কীর্ণ অর্থে, অথবা **সামাজিক পুঁজি** রূপে (Social capital) ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে। উৎপাদনকারীদের হাতে অবস্থিত সম্পত্তি (Assets) হইল ব্যবসায় পুঁজি (Trade capital); সুতরাং ব্যবসায় পুঁজির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে (১) উৎপাদনের স্থায়ী উপকরণ (*Fixed* instruments of production), (২) নির্মীয়মান সামগ্রী (Goods *in process*) এবং (৩) সম্পূর্ণ সামগ্রীর ষ্টক (Stocks of finished goods)। ব্যবসায় পুঁজি অপেক্ষা সামাজিক পুঁজির (Social capital) সংজ্ঞা ব্যাপকতর কারণ সামাজিক পুঁজির মধ্যে ব্যবসায় পুঁজি তো থাকেই, আরও থাকে মুদ্রা-মূল্য আছে এরূপ সকল প্রকার অ-বাণিজ্য মূলক সম্পত্তি (Non-commercial assets possessing money-value)। ব্যবসায় পুঁজির ন্যায় এইরূপ অ-বাণিজ্য মূলক সম্পত্তিও উৎপাদনশীল সঙ্গতি রূপে বিবেচ্য। যে গৃহ ভাড়া দিয়া গৃহস্বামী উপার্জন করেন এবং যে গৃহ ভাড়া না দিয়া গৃহস্বামী স্বয়ং ভোগ করেন, এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য রেখা অঙ্কন করা দুরূহ; কারণ, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে গৃহস্বামীর নিজগৃহে বাস না করিলে আশ্রয় পাইবার জন্য তাঁহাকে নিয়মিত রূপে মূল্য প্রদান করিয়া যাইতে হইত—ঠিক যেরূপ প্রথম ক্ষেত্রে গৃহস্বামীকে তাঁহার ভাড়াটে মূল্য প্রদান করিয়া থাকে।

বস্তু পুঁজি দু'প্রকার

ব্যবসায় পুঁজি তিন প্রকার

কেয়ার্ণক্রস্ যাহাকে ব্যবসায় পুঁজি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে—**স্থির পুঁজি** এবং **চলতি পুঁজি** (Fixed capital and circulating capital)। যে সকল পুঁজি-সামগ্রী অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, একবার মাত্র উৎপাদনের কার্যে ব্যবহারেই যা। নিঃশেষিত হয় না, উৎপাদনের কার্যে যাহার বারংবার ব্যবহার

সম্ভব হয় এবং প্রচলিত থাকে—তাহাই স্থির পুঁজি (Fixed capital) রূপে পরিচিত। "উৎপাদনের মধ্যে ইহার করণীয় কার্য ইহা একাধিক বার সম্পাদন করিতে পারে এবং একবারমাত্র ব্যবহারের দ্বারাই ইহার প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হয় না" ["It can fulfil its office in production more than once and its utility is not exhausted by a single use.] * যথা: যন্ত্রপাতি কারখানা ইত্যাদি। অপর পক্ষে যে পুঁজি সামগ্রীর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ একবার মাত্র উৎপাদনের কার্যে ব্যবহারের দ্বারাই নিঃশেষিত হইয়া যায়—অর্থাৎ যে সামগ্রীর একই পরিমাণের দ্বারা একই সম্পদ একবারমাত্র উৎপাদিত হইতে পারে সেইগুলি চল্‌তি পুঁজি (Circulating capital) রূপে অভিহিত। "যে উৎপাদনের কার্যে ইহাকে নিযুক্ত করা হয় উহাতে চল্‌তি পুঁজি স্বীয় করণীয় কার্যের সমস্তটাই একবারমাত্র ব্যবহারের মারফতেই সম্পাদন করিয়া দেয়।" ("Circulating capital fulfils the whole of its office by a single use in the production in which it is engaged.)"—যথা কয়লা, তূলা প্রভৃতি কাঁচামাল।

স্থির পুঁজি ও চলতি পুঁজি

(২) পুঁজিকে মুদ্রাপুঁজি রূপেও বিবেচনা করা হয়; তাহার কারণ পুঁজির উপর সর্বদাই মুদ্রা-মূল্য আরোপ করা চলে—অর্থাৎ মুদ্রাহিসাবে ইহার মূল্য বিচার করা চলে। উপরন্তু পুঁজি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইলে উহা আমরা করি মুদ্রা অর্থাৎ টাকা বেশী করিয়া সংগ্রহ করিয়া। মুদ্রা নিয়তই বস্তু-পুঁজিতে রূপান্তরিত করা হইতেছে (যে বস্তু আমাদের প্রকৃত সম্পত্তির অংশ) এবং বস্তু-পুঁজিও সর্বদাই মুদ্রায় রূপান্তরিত হইতেছে। সেই কারণে পুঁজি সম্পর্কে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত আপাত দৃষ্টিতে মুদ্রা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-রূপেই প্রকটিত হয়। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু, কি ভাবে আমরা প্রকৃত সম্পত্তি (অর্থাৎ পুঁজি সামগ্রী) ব্যবহার করিব তাহার সহিতই এই সকল সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত; সুতরাং যাহাকে মুদ্রাপুঁজি বলা হয় তাহা পুঁজি

মুদ্রা পুঁজি

* S. E. Thomas—Elements of Economics.

সামগ্রীরই আচ্ছাদন। "টাকার সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে আমরা যে সকল সিদ্ধান্ত করি সেই সকল সিদ্ধান্ত প্রকৃত পক্ষে বস্তু পুঁজি (Concrete capital) কি পরিমাণে এবং কোন আকারে থাকিবে তাহারই সহিত সম্পর্কিত"—(কেয়ার্ণক্রস)।

(৩) ঋণ পুঁজি রূপেও (Debt capital) পুঁজির একটি পর্যায় বিবেচনা করা হয়; পুঁজিকে যখন উপার্জন প্রদাতা বস্তুরূপে বিবেচনা করা হয়, তখন প্রকৃত পুঁজি সামগ্রীর ন্যায় (Real capital) ঋণ পুঁজিও আমাদের মনোযোগ সমান ভাবেই আকর্ষণ করিতে পারে। ঋণ প্রদাতার নিকট ঋণের টাকা হইল পুঁজি,—কারণ ঐ ঋণের টাকা হইতে সে উপার্জন আশা করিয়া থাকে। এই উপার্জন করিতে সে সক্ষম হয়, কারণ তাহার সঞ্চিত অর্থ অপর কেহ উৎপাদন কার্যে বিনিয়োগ করিয়া সম্পদ উৎপাদন করে এবং উহার দ্বারা উপার্জন সৃষ্টি (income creating) করে। এই উপার্জন সৃষ্টির ব্যবস্থা হইতে টাকা খাটাইয়া উপার্জন প্রাপ্তির সম্ভাবনা উপলব্ধি হয়। ঋণ-প্রদাতা এই উৎপাদনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে এবং উহার কারণেই নিজের উপার্জন প্রাপ্তির সম্ভাবনা উপলব্ধি করে; সেই কারণে তাহার দ্বারা প্রদত্ত ঋণের পরিমাণকে ঋণ-পুঁজির (Debt Capital) পর্যায়ে স্থাপন করিয়া পুঁজি-রূপে বিবেচনা করা হয়।

ঋণ-পুঁজি

(৪) পুঁজি শব্দটি কখনও কখনও আটক পুঁজি (Sunk capital) এবং ভাসমান পুঁজি (Floating capital) রূপে ব্যবহার করা হয়। যে পুঁজি এরূপ ধরণের যে একবার উহাকে যে কার্যের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে শুধু সেই কার্যই উহা সম্পাদন করিতে পারিবে—কোন ভিন্ন ধরণের কার্যের পক্ষে উহার উপযোগিতা নাই তাহাকে আটক পুঁজি (Sunk capital) রূপে অভিহিত করা হয়, যথা—কারখানার উনান। অপর পক্ষে যে পুঁজি বিভিন্ন শিল্পে বা বিভিন্ন ধরণের উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা সম্ভব তাহাকে বলা হয় ভাসমান পুঁজি (Floating capital) যথা কাঠ, তুলা ইত্যাদি। প্রায় অনুরূপ ভিত্তিতে, মুক্ত পুঁজি (Free-capital) এবং প্রকৃত পুঁজি (Real capital)—এইরূপ দুইভাগে পুঁজিকে বিভাগ করাও হইয়া থাকে। যে পুঁজি বিবিধভাবে রূপান্তরিত হইবার

আটক ও ভাসমান

যোগ্য তাহাই মুক্ত (Free capital); অর্থাৎ মুক্ত পুঁজি তাকে যে কোন প্রকারেই ব্যবহার করা যায় এমন সম্পত্তি (Liquid resources) রূপে। ইহার দ্বারা যে কোনরূপ প্রকৃত পুঁজি (Real capital), (অর্থাৎ কল কারখানারূপ পুঁজি-সামগ্রী) সংগ্রহ করিতে পারা যায়। "ঋণ-প্রদত্ত টাকা কখন কখন মুক্ত পুঁজিরূপে অভিহিত হয়। ইহা প্রধানতঃ শিল্পে ও ব্যবসায়ে ব্যবহৃত স্থায়ী সামগ্রী এবং মজুদ সামগ্রী ক্রয় করিতে বা তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হয়। এই সামগ্রীগুলি কখন কখন প্রকৃত পুঁজিরূপে অভিহিত হয়।"—(Benham)

মুক্ত পুঁজি ও ভাসমান পুঁজি

মুদ্রা কি পুঁজি ?—Is Money Capital ?

কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ মুদ্রাকেই পুঁজি বলিয়া গণ্য করেন। ইঁহাদের মতে মুদ্রা ও পুঁজি অভিন্ন। ইঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ বলেন, একজন ব্যক্তির নিকট মুদ্রা হইল চল্‌তি পুঁজি (Circulating capital) কারণ যে মুদ্রার দ্বারাএকবার কোন সামগ্রী কেনা হইয়াছে তাহা ঐব্যক্তির কাছে নিঃশেষ হইয়াছে; কিন্তু সমগ্র সমাজের নিকট মুদ্রা হইল স্থির পুঁজি (Fixed capital) কারণ মুদ্রা হইল দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং একই মুদ্রা বারংবার সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ব্যবহার হইতে পারে।

কেহ কেহ মুদ্রা ও পুঁজি অভিন্ন বলিয়া মনে করেন

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মুদ্রা ও পুঁজি একই বস্তু বলিয়া যাঁহারা অভিমত দেন তাঁহারা এ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। মুদ্রা (টাকা) হইল মূলতঃ বিনিময়ের বাহন এবং পুঁজি হইল উৎপাদনের উপাদান। নিছক বিনিময়ের বাহন হিসাবে মুদ্রা উৎপাদনক্ষম সামগ্রী হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। অবশ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজের পুঁজির হিসাব টাকার অঙ্কেই করিবে। মূলধন জোগাড় করিতে গেলে মুদ্রার মারফতেই করা হয়, কতখানি পুঁজির দ্বারা কতখানি উৎপাদন পাওয়া গেল তাহাও মুদ্রার অঙ্কেই হিসাব করা হয়। কিন্তু ইহার একমাত্র কারণ হইল যে সাধারণ বিনিময়ের বাহনরূপে মুদ্রার মাধ্যমে হিসাব রাখা সুবিধাজনক, মুদ্রার দ্বারা যে কোন পুঁজি সামগ্রী খরিদ করা যায় এবং পুঁজি সামগ্রীর দ্বারা উৎপাদিত যে কোন সাধারণ সামগ্রী মুদ্রার হিসাবে বিক্রয় করা হয়। ব্যবসায় জগতে পুঁজি সম্পর্কে নিয়তই যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়া থাকে সেগুলি

কিন্তু পুঁজি বলিতে নিছক টাকাই বুঝায় না

বাহ্যতঃ মুদ্রার সহিতই সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বলিয়া যে মনে হয় তাহা ঠিকই; ব্যবসায়ীগণ নিয়তই মুদ্রাকে বস্তু পুঁজিতে এবং বস্তুপুঁজিকে মুদ্রাতে পরিবর্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে এই সকল সিদ্ধান্ত আমরা প্রকৃত সঙ্গতি (real resources) কি পরিমাণে ব্যবহার করিব তাহার সহিতই সম্পর্কিত। মুদ্রা যেন একটি ভূমিখণ্ডকে বেষ্টন করিয়া স্থাপিত (কিন্তু অপসারণ-যোগ্য) বেড়া এবং আমাদের যেন সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে কোন্ সময় ঐ বেড়া কোথায় থাকা উচিত। যদি পরিবেষ্টিত এলাকাটি বৃদ্ধি করিতে চাই তাহা হইলে বেড়া ক্রমশঃই আগাইয়া লইতে হইবে এবং যদি সঙ্কুচিত করিতে চাই তাহা হইলে বেড়া পিছাইয়া লইতে হইবে। এই আগাইয়া লওয়া বা পিছাইয়া লওয়া সিদ্ধান্তগুলি যেন বেড়ার সহিত সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বলিয়াই মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু উহা পরিবেষ্টিত ভূমিখণ্ডটিরই সহিত সম্পর্কিত। পুঁজি যেন পরিবেষ্টিত ভূমি আর মুদ্রা হইল উহার বেড়া। আরও একটি বিষয় বিবেচ্য রহিয়াছে। মুদ্রা ও পুঁজি যদি অভিন্ন বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে মুদ্রা ও ভূমিকেও অভিন্ন বলিয়া ধরিতে হয় এবং মুদ্রা ও শ্রমকেও অভিন্ন ধরিতে হয়; কারণ ভূমি এবং শ্রমও মুদ্রার বিনিময়ে কেনা যায়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহাদিগকে একই বলিয়া গণ্য করা সম্ভব নহে। উপরন্তু একজন ব্যক্তি তাহার সাধারণ ভোগ সম্পদের হিসাব রাখিতে গেলেও মুদ্রার মাধ্যমেই হিসাব রাখিবে; যে কোন ভোগ সামগ্রী মুদ্রার দ্বারাই কেনা যায় কিন্তু তাই বলিয়া তো মুদ্রা ও ভোগ-সামগ্রী একই বস্তু নহে; মুদ্রা প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করা সম্ভব নহে, ইহা ভোগ-সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের উপকরণ মাত্র।

যদিও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে

মুদ্রাকে ব্যক্তির নিকট চল্‌তি পুঁজি এবং সমাজের নিকট স্থির পুঁজি এইভাবে অভিহিত করাও বিভ্রান্তিকর। একজন ব্যক্তি কিছু টাকা ব্যয় করিয়া যন্ত্রপাতি কিনিলে ঐ টাকাকে চল্‌তি পুঁজি বলা হইবে কোন যুক্তিতে? যদি বলা হয়, ঐ টাকা একবার মাত্র ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে বলা যায় যে যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিয়া টাকা উঠাইয়া লইয়া ঐ টাকা ব্যবহার করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের দিক হইতেও মুদ্রাকে স্থির পুঁজি বলা চলে না। পুঁজি হইল মূলতঃ সামগ্রী, কেবলমাত্র

মুদ্রাকে ব্যক্তির চল্‌তি ও সমাজের স্থির পুঁজি বলা ভুল

সামগ্রীর দ্বারাই সামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারে। দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সঙ্গে সঙ্গে স্থির পুঁজির কণামাত্রও বৃদ্ধি পাইবে না, বা মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইলে স্থির পুঁজির কিছুমাত্রও সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায় না।

পুঁজির কার্যকারিতা—Functions of Capital

পুঁজির সাহায্যে উৎপাদন এবং পুঁজি ব্যতিরেকে উৎপাদন, এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য হইল যে প্রথম ক্ষেত্রে সামগ্রী উৎপাদিত হয় ঘোরালো পথে যাইয়া। আদিম শিকারী তাহার শিকার তাড়া করিত বা ঝোপে লুকাইয়া থাকিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে ভারী কোন সামগ্রীর সাহায্যে শিকার হত্যা করিত। সভ্যতার পরবর্তী স্তরে হয়তো কোন প্রস্তরখণ্ডকে তীক্ষ্ণ করিবার কার্যে কিছুটা সময় সে ব্যয় করিল এবং ইহার সাহায্যেই সে শিকার করিল। প্রস্তরখণ্ড তীক্ষ্ণ করিবার কার্যের দ্বারা যাহা সে করিল তাহা হইল সহায়ক পুঁজির (instrumental capital) সৃষ্টি। আবার এই সহায়ক পুঁজি সৃষ্টির জন্য সে যে সময় ব্যয় করিবে সেই সময়ের মধ্যে শিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিতে সে বাধ্য। সুতরাং এই সময়টুকুর মধ্যে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার মত যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য তাহাকে পূর্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। যখনই সে প্রত্যক্ষভাবে শিকারের চেষ্টা না করিয়া প্রথমে শিকারের অস্ত্রনির্মাণে ব্যাপৃত হইবে তখনই তাহাকে এই পূর্ব-সঞ্চিত সামগ্রীর উপরে ভরণপোষণের জন্য নির্ভর করিতে হইবে। ইহাই তাহার ভোগপুঁজি (consumer's capital)। সভ্যতা বিস্তারের সহিত উৎপাদনের পদ্ধতি ক্রমশঃই ঘোরালো হইতে থাকে—প্রথমে প্রচলিত উপার্জন হইতে সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়ের দ্বারা পুঁজিসামগ্রী উৎপাদন এবং সেই পুঁজি-সামগ্রীর সাহায্যে বহুগুণ অধিক উপার্জন। চ্যাপমানের ভাষায়, "পুঁজির সাহায্যে উৎপাদন হইল ঘোরালো প্রক্রিয়া" (production with capital is a round about process")। যে জনসমষ্টি অধিক পুঁজির সাহায্যে উৎপাদন করে উহার মূল বৈশিষ্ট্য এই নহে যে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য উহা প্রচুর পরিমাণে ভোগসামগ্রী রাখিয়া দিয়াছে ; উহার মূল বৈশিষ্ট্য হইল যে জনসমষ্টির মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি যন্ত্রাদি নির্মাণে এবং যন্ত্রাদি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্মাণে এবং ঐ যন্ত্রাদি স্থাপন এবং সারাইয়ের কার্যে নিয়োজিত

ঘোরালো উৎপাদন পদ্ধতি

মধ্যে থাকে। ইহার তুলনায় পুঁজিবিহীন জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য হইল যে উহার অধিকাংশ ব্যক্তি ভোগসামগ্রী উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকে। পুঁজি ব্যবহারক জনসমষ্টির (capitalistic community) দ্বারা ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন কিন্তু পুঁজি-বিহীন সমাজের ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন অপেক্ষা অনেক বেশী ; ঘোরালো পথে উৎপাদন প্রক্রিয়া অধিক উৎপাদনক্ষম। যে সময় ও প্রচেষ্টা সরাসরি ভোগসামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত না হইয়া পুঁজি-সামগ্রী উৎপাদনেই নিয়োজিত থাকে সেই সময় ও প্রচেষ্টার দ্বারা যত ভোগসামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারিত তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভোগসামগ্রী ঐ পুঁজিসামগ্রীর সাহায্যে উৎপাদিত হইবে, কিন্তু অনেক অল্প সময়ে এবং অনেক অল্প প্রচেষ্টায়। একবার পুঁজি সামগ্রী উৎপাদিত হইবার পর বহুগুণ অধিক উৎপাদনের দ্বারা (পুঁজির সাহায্যে) উহাতে ব্যয়িত প্রচেষ্টা ও সময়ের ক্ষতিপূরণ হইয়াও বহু লাভ থাকিয়া যায়। উৎপাদন কারীগণ যে ঋণ করিয়া সুদ প্রদানে প্রস্তুত থাকেন তাহা এই বিলম্বিত ও ঘোরালো উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিশেষ সুবিধার জন্যই।*

এই পদ্ধতি অধিক উৎপাদনক্ষম

বিভিন্ন প্রকার পুঁজির পৃথক পৃথক কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করিয়া সামগ্রিকভাবে পুঁজির দ্বারা প্রদত্ত উপকার হিসাব করা যায় ;

প্রথমতঃ, স্থির পুঁজি বলিতে আমরা যে ধরণের পুঁজি বুঝিয়া থাকি উহা দুই ধরণের কার্য প্রদান করে : (ক) ইহা অসম্ভব উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সম্ভব করিয়া তুলে এবং (খ) ইহা অকিঞ্চিৎকর উৎপাদনকে যথেষ্ট করিয়া তুলে। (ক) অনেকগুলি সামগ্রী আছে পুঁজি না থাকিলে সেগুলি আদৌ উৎপাদন করা সম্ভবই নহে ; করাত, বাটালি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি না থাকিলে ছুতার একখানি চেয়ারও উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে না। এক্ষেত্রে যে কার্য অন্যথায় অসম্ভব হইত পুঁজি তাঁহাকে সম্ভব করিয়া তুলিতেছে। (খ) আবার অনেকগুলি সামগ্রী আছে পুঁজি না থাকিলেও যাহাদের উৎপাদন অসম্ভব নহে, কিন্তু ঐ সামগ্রীর সামান্য

স্থির পুঁজিরূপে

*"Output can be increased by the use of more "capitalistic" or "round-about" methods of production ; that is, of methods. involving the use of more capital. Of course, not allround-about methods are more productive than direct methods, but people choose only those which are." Benham, Economics.

পরিমাণ উৎপাদনের জন্য এত অধিক পরিমাণ শ্রম করিতে হইত যে উহা উৎপাদন করা পোষাইত না। জাল বা ছিপ না থাকিলেও কোন সামান্য পরিমাণ জলা জায়গায় শুধু হাত দিয়া মাছ ধরা হয়তো একান্ত অসম্ভব নহে, কিন্তু উহাতে এতই কম উৎপাদন হইবে যে পরিশ্রম করা পোষাইবে না। এক্ষেত্রে সামান্য একটু পুঁজি ব্যবহার করিলে উৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ভোগপুঁজিরূপে (Consumer's capital) একরূপ পুঁজি বর্ণিত হইয়া থাকে; ইহা উৎপাদনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান পূরণ করে। উৎপাদন কার্য আরম্ভ হওয়া এবং শেষ হওয়া—এই দুইটির মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে। এই সময়ের মধ্যেও শ্রমিকদের খাইয়া পরিয়া জীবিত ও কর্মক্ষম থাকিতে হইবে, অন্যথায় উৎপাদন হইবেই না। উৎপাদন শুরু ও শেষের মধ্যে এই যে সময়ের ব্যবধান উহা ভোগপুঁজির (বা তলব পুঁজির) আকারে পুঁজি পূরণ করিয়া দেয়।

ভোগ পুঁজিরূপে

তৃতীয়তঃ উৎপাদন বলিতে যেক্ষেত্রে বস্তু সামগ্রীর উৎপাদন বুঝাইবে সে ক্ষেত্রে উৎপাদনের অর্থ হইল কোন প্রাথমিক বস্তু লইয়া উহার আকার বা গুণ পরিবর্তনের দ্বারা নূতন ধরণের কোন সামগ্রী সৃষ্টি করিয়া দেওয়া। এই প্রাথমিক বস্তুকে বলে কাঁচামাল—যথা বস্ত্রের কাঁচা মাল তুলা, টেবিলের কাঁচা মাল কাঠ। এই কাঁচামালকে চল্‌তি পুঁজি বলা হয়। কৃষির ক্ষেত্রেও বীজ হইল চল্‌তি পুঁজি। এই চল্‌তি পুঁজির যোগান না হইলে উৎপাদনের প্রক্রিয়া আটকাইয়া যাইবে। সুতরাং চল্‌তি পুঁজি সরবরাহ করিয়া উৎপাদন সম্ভব করাও পুঁজির কার্য।

চল্‌তি পুঁজিরূপে

পুঁজির আরও একাধিক কার্যকারিতা রহিয়াছে। (ক) বাড়তি কোনও প্রচেষ্টা না করিয়াই নিছক কালক্ষেপে সহায়তা করা—যথা বৃক্ষের বৃদ্ধি বা মদ পুরাতন হওয়া। এক্ষেত্রে প্রকৃতি যখন কাজ করে পুঁজি তখন মানুষকে কালক্ষেপ করিতে সাহায্য করে। (খ) প্রাচুর্যের সময় হইতে দুষ্প্রাপ্যতার সময় পর্যন্ত অথবা অল্প চাহিদার সময় হইতে অধিক চাহিদার সময় পর্যন্ত সামগ্রী ধরিয়া রাখিতে পুঁজি সাহায্য করে। (গ) পুঁজি আমাদিগকে জরুরী প্রয়োজনের সামগ্রী অবিলম্বে লাভ করিতে সাহায্য করে। নিজেদের যথেষ্ট পরিমাণে

আরও তিনটি উপকারিতা

পুঁজি নাই বলিয়া অপরের নিকট হইতে আমরা ঋণ গ্রহণ করি; ঋণদাতা অপেক্ষা (waiting) করিবার দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করে বলিয়া সুদ প্রদানের দ্বারা আমরা তাহার ক্ষতিপূরণ করি।*

পুঁজি—সঞ্চিত শ্রম ভিন্ন অন্য কিছু কি?—Capital—anything different from stored labour?

সাম্যবাদীগণ পুঁজিকে স্বতন্ত্র উৎপাদক উপাদানের মর্যাদা প্রদান করেন না। তাঁহাদের মতে মানুষের শ্রম এবং প্রকৃতির দান—এই দুইটিই হইল আদিম উৎপাদক উপাদান। ইঁহাদের সংমিশ্রণেই যেরূপ সাধারণ ব্যবহার্য সম্পদ সৃষ্টি হইয়াছে সেইরূপ পুঁজিও সৃষ্টি হইয়াছে। কার্ল মার্কস সেই কারণে বলিয়াছেন যে উৎপাদনক্ষম উপাদান আছে মাত্র দুইটি,—শ্রম ও প্রকৃতির শক্তি। পুঁজি কোন স্বাধীন উপাদান নহে; কোন ঋণ শিল্পের উৎপাদনে কিছুই যোগ করিতে পারে না। ঋণের টাকা যদি পুঁজি সামগ্রী বা কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাইবে যে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রকৃতির দান এবং মানুষের শ্রমের সংমিশ্রণেই উদ্ভূত। একটি যন্ত্র কিরূপে উৎপাদিত হয়? কোন একটি খনিজ সামগ্রীর দ্বারা মানুষ উহা উৎপাদন করে অপর কোন যন্ত্রের সাহায্যে। এই অপর যন্ত্রটি আরও অপর কোন যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত হইয়াছিল কিন্তু মানুষের দ্বারা। এই ভাবে যন্ত্রের বংশ পরিচয় ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে যখন দেখা যাইবে যে যন্ত্র হইল প্রাকৃতিক শক্তির ও সম্পদের সাহায্যে মানুষের শ্রমের দ্বারাই প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদিত বস্তু। সুতরাং উপর হইতে নিচে নামিতে থাকিলে দেখা যাইবে, শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত আদিম যন্ত্রটি হইল প্রাকৃতিক দান ও শ্রমিকের শ্রমের সংমিশ্রণ; কিন্তু প্রকৃতি তাহার দানের জন্য দাবী করে শুধু মানুষের প্রচেষ্টা—আর কোন মূল্য দাবী করেনা। সেই প্রচেষ্টা করিল শ্রমিক, সুতরাং আদিম যন্ত্রটির উপর যদি কাহারও দাবী থাকে তাহা একমাত্র শ্রমিকের। যন্ত্রটি হইল জমাটবাঁধা বা সঞ্চিত শ্রম (Stored

প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত শ্রমের সংমিশ্রণে পুঁজি সৃষ্টি হয়

* Cairncross—Economics

labour)। এই যন্ত্রের দ্বারা অপর যে যন্ত্র উৎপাদিত হইবে তাহা হইবে সঞ্চিত শ্রম এবং প্রকৃতির দানের (প্রথম যন্ত্র এবং কাঁচা মালের) সংমিশ্রণ। এইভাবে যতই যন্ত্র উৎপাদিত হউক না কেন, দেখা যাইবে যে সকল যন্ত্রই সঞ্চিত শ্রম। সুতরাং এই পুঁজির সাহায্যে যে সাধারণ সামগ্রী উৎপাদিত হয়, উহার উপর একমাত্র দাবী থাকে শ্রমিকের। অপর যদি কাহারও দাবী থাকে সে হইল প্রকৃতি; প্রকৃতি দাবী করে শুধু প্রচেষ্টা; যে দাবী শ্রমিকই মিটাইয়া দিয়াছে। সাম্যবাদীগণ এইরূপ যুক্তিতেই মানুষের শ্রমকেই আসল উৎপাদক উপাদান বলিয়া গণ্য করেন।

সুতরাং পুঁজি হইল পূর্বেকার জমাট বাঁধা শ্রম

আপাত দৃষ্টিতে এই যুক্তি যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই যুক্তি শ্রমিকের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি বিশেষ ত্রুটিও থাকিয়া গিয়াছে। ত্রুটি হইল, সময়ের যে উপকারিতা আছে তাহা এই যুক্তি ভুলিয়া যায়। উৎপাদনকারীদিগকে এবং ভোগকারীদিগকে পুঁজি যে উপকারিতা প্রদান করে তাহা ঠিক এই সমন্বয় সম্পর্কিত উপকারিতা। প্রায় সকল প্রকার উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই উৎপাদনের কার্য সুরু করা এবং উৎপাদিত সামগ্রী ভোগ করা, এই দুইয়ের মধ্যে কিছু না কিছু সময়ের ব্যবধান থাকে। এই সময়ের ব্যবধান থাকিবার দরুন উৎপাদন-মূলক প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু এই অপেক্ষা করা সম্ভব হয় কেবলমাত্র তখনই যখন কেহ না কেহ সঞ্চয় করে। "কাজ করা যেরূপ, অপেক্ষা করাও সেইরূপ; উৎপাদনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ"। সুতরাং অপেক্ষা হইতে উদ্ভূত হয় যে পুঁজি তাহা, কাজ সম্ভব হয় যে শ্রমের দ্বারা সেই শ্রমের ন্যায়ই, একটি অপরিহার্য উৎপাদক উপাদান। বেনহাম বলেন; "সকল পুঁজিকেই ভূমি ও শ্রমের ফল বলিয়া গণ্য করা চলে। ভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়েছে কারণ কাঁচা মালের উৎপাদনের জন্য সম্ভবতঃ ভূমি প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি যেগুলি নিজেরই পুঁজি, পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হইতে পারে, কিন্তু ঐ যন্ত্রপাতিগুলি নিজেরাই ভূমি ও শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত। কিন্তু পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে গেলেই "অপেক্ষা" করা প্রয়োজন হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় আপাততঃ ভোগকার্য হইতে বিরত থাকা। কোন কোন লোক যতখানি অন্যথায় পারে তাহা অপেক্ষা কম করিয়া ভোগ করে, যাহাতে পুঁজি সৃষ্টি হয়।

সময়ের উপকারিতা ভুলিয়া যায়

অপেক্ষা করিবার উৎসাহ আসে এই কারণে যে 'পুঁজি ব্যবহার জনক' বা 'ঘোরালো' উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়।"

পুঁজিগঠন—Capital Formation

ভবিষ্যতে বেশী পাইবার আশায় বর্তমানের ভোগ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার কার্যের উপরেই, অর্থাৎ সঞ্চয়ের উপরেই, পুঁজির সৃষ্টি নির্ভর করে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

ভোগের উপর উৎপাদনের বাড়তিটুকু সঞ্চয় করা হয় এবং সেই সঞ্চয় উৎপাদনের কার্যে নিয়োগ করা হয়। শুধু এই ভাবেই পুঁজি গঠন ও বৃদ্ধি সম্ভব। সুতরাং পুঁজি নির্ভর করে প্রথমতঃ সঞ্চয় এবং দ্বিতীয়তঃ বিনিয়োগের উপরে।

সঞ্চয় নির্ভর করে সঞ্চয়ের স্পৃহা, সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও সঞ্চয়ের নিরাপত্তা,—এই তিনটি বিষয়ের উপরে। সঞ্চয়-স্পৃহা না থাকিলে, সঞ্চয়ের ক্ষমতা

সঞ্চয়ের ইচ্ছা

থাকিলেও, সেই ক্ষমতা কাজে লাগেনা। সঞ্চয়ের স্পৃহা ব্যক্তিগত গুণ ও মানসিক প্রবণতার উপর নির্ভর করে। সাধারণ লোকের মধ্যে যে সকল বিষয়ের দ্বারা সঞ্চয়ের স্পৃহা জাগরূক হয়, সেগুলি হইল দূরদর্শিতা, উচ্চাকাঙ্খা, পারিবারিক স্নেহ। দূরদর্শিতার সাহায্যেই সাধারণ লোকে অনুমান করে যে ভবিষ্যতে তাহার কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে, সুতরাং বর্তমানে কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারাও ভবিষ্যতের মঙ্গল বিধানের আয়োজন প্রয়োজন। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সম্পদ মানুষকে প্রতিপত্তি দান করে। এই প্রতিপত্তি লাভের জন্য অধিকতর সঞ্চয়ের দ্বারা অধিকতর সম্পদশালী হইবার উচ্চাকাঙ্খা সাধারণ মানুষকে প্রলোভিত করে। পারিবারিক স্নেহও সঞ্চয়ে অনুপ্রেরণা দেয়।

সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপরেও সঞ্চয়ের সম্ভাবনা নির্ভরশীল। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যেই সঞ্চয়ের সম্ভাবনা—অর্থাৎ যে পার্থক্যের দ্বারা একটি উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যদি ঘাট্‌তি হয়, এমনকি উহাদের মধ্যে যদি সমতাও থাকে, তাহা হইলেও সঞ্চয় সম্ভব নহে। সুতরাং সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য আয়বৃদ্ধি অথবা ব্যয় হ্রাস, অথবা উভয়ই প্রয়োজন। আয় বৃদ্ধি

সঞ্চয়ের ক্ষমতা

নির্ভর করে রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার, সরকারের কর্মকুশলতা, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকের দক্ষতার উপরে। ব্যয়হ্রাস নির্ভর করে সামগ্রীর দামস্তরের উপর এবং জনসাধারণের ভোগ সংযমের উপরে।

সঞ্চয়ের নিরাপত্তার অভাবে সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও সঞ্চয়ের স্পৃহা উভয়েই হ্রাস পায়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে মোট সঞ্চয়ের একটা বৃহদংশ যৌথ পুঁজি কারবার (Joint stock companies) সমূহের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই কোম্পানীগুলি তাহাদের দ্বারা অর্জিত মুনাফার সমগ্র পরিমাণই অংশীদারদিগের মধ্যে বণ্টন না করিয়া উহার কিয়দংশ সম্পত্তি (Assets) বৃদ্ধি করিবার কার্যে প্রয়োগ করে। এসকলক্ষেত্রে অবশ্য ব্যক্তিগত অংশীদারদিগের সঞ্চয়ের ইচ্ছাই কোম্পানীগুলির সঞ্চয়ের মধ্যে প্রতিভাত হয়, কারণ কোম্পানীগুলি সঞ্চয় করে যেহেতু অংশীদারগণ ইহাতে আপত্তি করেন না। সংখ্যাধিক অংশীদার যদি আপত্তি করিতেন তাহা হইলে এ সঞ্চয় সম্ভব হইত না।

প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয়

পুঁজি নিছক সঞ্চয়ের উপরেই নির্ভরশীল নহে; সঞ্চিত সম্পদ এরূপভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে উহা হইতে উপার্জন ঘটে, তবেই সঞ্চয় পুঁজিতে পরিণত হইবে। সঞ্চিত সম্পদের দ্বারা অন্যান্য সম্পদ উৎপাদিত হইবে—সেই উৎপাদন সঞ্চয়কারী স্বয়ং করুক অথবা অন্য কেহ করুক। সঞ্চয়কে উপার্জনপ্রসূ করিবার নাম বিনিয়োগ। বিনিয়োগ সঞ্চয়কে পুঁজির পর্যায়ে উন্নীত করে। কি ভাবে কোথায় কোন্ শিল্পে সঞ্চয় বিনিয়োগ করিতে হইবে তাহা জনসাধারণ সকল সময়ে জানে না। ইহার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক ও বীমাকোম্পানী এইরূপ প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্ক ও বীমাকোম্পানী সাধারণের সঞ্চয় গ্রহণ করিয়া শিল্পে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে, উভয়ই নিরাপত্তা দেয়। ব্যাঙ্ক ও বীমাকোম্পানী ব্যতীত যৌথ পুঁজি কারবারগুলিও শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির দ্বারা বিনিয়োগে সাহায্য করে।

সঞ্চয় বিনিয়োগ হইতে হইবে

"শিল্পের সিকিউরিটি, সরকারী কাগজ, জীবনবীমা পলিসি প্রভৃতির উপরে সঞ্চয় ব্যয় হইতে পারে। সঞ্চয় যদি নগদরূপেই রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাকে আমরা অলস সঞ্চয় (hoarding) বলি। কারবারের পক্ষে, নীট আয় এবং ডিভিডেণ্ডরূপে প্রদত্ত অর্থের মধ্যে পার্থক্য হইল সঞ্চয়।...কোন একটি নির্দিষ্ট কালে, ঐ কাল আরম্ভ হইবার পূর্বে যে পুঁজি সামগ্রী ও সরঞ্জামাদি ছিল, তাহার উপর যে

নীট যোগ হয়, তাহাই হইল বিনিয়োগ। এক্ষেত্রে পরিকল্পিত বিনিয়োগ হইল উপার্জনকাল অপেক্ষাও বেশীদিন স্থায়ী হইবে এইরূপ নূতন পুঁজি সামগ্রীর ক্রয়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে নিছক সিকিউরিটি ক্রয়ের দ্বারাই এক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয় না। নূতন কারবার সিকিউরিটি বিক্রয় করিলে ঐ অর্থ পুঁজি সামগ্রী ব্যবহারে প্রযুক্ত হইতে পারে। এইরূপ পুঁজি সামগ্রার ক্রয় হইবে "বিনিয়োগ"। যদি কোন পুরাতন কারবার নূতন সিকিউরিটি বিক্রয় করে তাহা হইলে ঐ অর্থ উহা নূতন বাড়তি পুঁজি সামগ্রী ক্রয়ে ব্যবহার করিতে পারে (বিনিয়োগ) অথবা পুরাতন ঋণ পরিশোধের কার্যে ব্যবহার করিতে পারে (পুনরর্থনিয়োগ—refinaning)। একজন লোক পুরাতন সিকিউরিটি ক্রয় করিলে, বিক্রেতা ঐ অর্থ ভোগকার্যে ব্যবহার করিতে পারে।" (মেয়াস´)

তবে এক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে দেশের মধ্যেই শিল্প বাণিজ্যে (শেয়ার সিকিউরিটি বিক্রয়ের দ্বারা বা অন্য কোন পদ্ধতিতে) বেশী করিয়া টাকা আসিলেই দেশের মধ্যে বেশী করিয়া মূলধন গঠন হয় না। কারণ, টাকা কোন উৎপাদক বস্তু নহে—মূলধনী বস্তু বা পুঁজি-সামগ্রীই (capital goods) হইল উৎপাদক বস্তু। টাকার বিনিয়োগের দ্বারা এই পুঁজি-সামগ্রীর উৎপাদন না বাড়াইলে দেশের মধ্যে প্রকৃত বিনিয়োগ বাড়ে না। হয় দেশের টাকা দিয়া বিদেশ হইতে পুঁজি সামগ্রী কিনিয়া আনিতে হইবে, অথবা দেশের মধ্যেই পুঁজি-সামগ্রী নির্মাণ করিতে হইবে। ইহার জন্য অপেক্ষা করারও প্রয়োজন হয়, আবার প্রকৃত সামগ্রীর উৎপাদন কার্যে ব্রতীও হইতে হয়।

পুঁজি-সামগ্রী উৎপাদনের দ্বারা পুঁজি গঠন হয় বটে। কিন্তু একবার পুঁজি গঠন করিলেই হয় না, যে পুঁজি সামগ্রী উৎপাদন করা হইয়াছে উহাকে বজায় রাখিতে হয় এবং যাহাতে পুঁজিভাঙিয়া খাওয়া না হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। যে সকল পুঁজি-সামগ্রী দেশের মধ্যে উৎপাদিত হয় সেগুলি সাধারণ ভোগ সামগ্রী (যথা সার্ট বা সাবান) অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু ক্রমাগত উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হইতে হইতে উহারাও ক্ষয় পাইতে থাকে এবং কিছুকাল পরে উহাদের উৎপাদক শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়। উহা আর পুঁজি-সামগ্রীরূপে কাজ দিতে পারে না। সুতরাং দেশের পুঁজিকে অক্ষত অবস্থায় রাখিতে হইলে

আগে হইতে থাকিয়া যাওয়া পুঁজিসামগ্রী-সমূহ নষ্ট হইবার পূর্বেই উহাদের স্থান গ্রহণ করিতে পারে এরূপ পুঁজিসামগ্রী তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং একবার উৎপাদক উপাদান সঞ্চয় ও সংগ্রহ করিয়া পুঁজিসামগ্রী গঠন করিলেই চলিবে না। প্রতিবৎসরই দেশের উৎপাদক উপাদানের একাংশকে ভোগসামগ্রীর উৎপাদন হইতে সরাইয়া লইয়া পুঁজিসামগ্রীর উৎপাদনে নিয়োগ করিতে হইবে। পুরাতন পুঁজি-সামগ্রীকে এইভাবে অক্ষত রাখিয়া যদি তাহার উপরেও নূতন পুঁজি-সামগ্রী নির্মাণ করা যায়। তবেই দেশের মধ্যে পুঁজি গঠন বৃদ্ধি পায়।

পুঁজি-গঠন বৃদ্ধির জন্য এবং পুঁজি বজায় রাখিবার জন্য আরও একটি বিষয়ের প্রয়োজন; উহা হইল চল্‌তি ভোগের কাজে পুঁজিকে না লাগানো। যে পরিমাণ শ্রম ও অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের দ্বারা দেশের পুঁজিসামগ্রীর সারাই-কাজ (repairs) এবং বদলীকরণ (replacements) প্রভৃতি কাজ হয়—অর্থাৎ বর্তমান পুঁজিকে বজায় রাখা হয়—উহাকে যদি ঐ কাজ হইতে টানিয়া লইয়া সাধারণ ভোগসামগ্রীর উৎপাদনে লাগানো হয়, তাহা হইলে বর্তমানেই ভোগসামগ্রীর উৎপাদন অনেক বাড়ানো যায় এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উন্নীত হয়। কিন্তু জীবনযাত্রার মান-এর এই উন্নয়ন বেশীদিন টিকিতে পারে না। কল-কারখানা ক্রমশঃই ক্ষয় পাইতে থাকিবে। উহাদের স্থানে নূতন কল-কারখানা গড়িয়া উঠিবে না। এক সময় আসিবে যখন ভোগসামগ্রীর উৎপাদন সহসা কমিতে থাকিবে। তখন উঠিয়া যাওয়া জীবনযাত্রার মান আবার কমিতে থাকিবে। ইহাকেই বলা হয় পুঁজি খাইয়া ফেলা (capital consumption)। এইভাবে বর্তমানের পুঁজি খাইয়া ফেলিয়া বর্তমানের ভোগকার্যের পরিধি বাড়ানো যায় বটে কিন্তু উহাতে দেশের ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়া যায়। কখনও কখনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পুঁজি-সামগ্রী নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ইহা ঘটিলে চলতি বিনিয়োগ হইলেও পুঁজি-গঠন ব্যাহত হয়। একটি দেশে এক বৎসরে পুঁজি-গঠন (capital formation) বাড়িয়াছে কিনা তাহা বিচারের জন্য ঐ সময়ের মধ্যে কতখানি "নীট বিনিয়োগ" (net investment) বাড়িয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। বৎসরের শেষে দেশের মধ্যে যতটা মোট "বাস্তব সম্পত্তি" (physical assets) আছে তাহার মূল্য হিসাব

করিয়া বৎসরের প্রথমে যত মূল্যের ঐরূপ সম্পত্তি ছিল তাহা উহা হইতে বাদ দিতে হইবে। অবশিষ্টাংশ যাহা থাকিবে তাহা হইবে ঐ বৎসরের "নীট বিনিয়োগ।" এই নীট বিনিয়োগ বাড়িলে তবেই পুঁজি বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা চলিবে।

৪। ব্যবস্থাপনা ঃ আঁত্রেপনা (Organisation : Enterprise)

আধুনিক অর্থনৈতিক সংগঠনে আঁত্রেপ্রণার গুরুত্ব—Importance of the Entrepreneur in the Modern Economic Organisation.

এক সময় ছিল যখন শ্রমিক নিজেই ছিল মালিক। নিজের শ্রম, ভূমি ও পুঁজির সাহায্যে সামগ্রী উৎপাদন করিত। সামগ্রী উৎপাদন হইত অল্প পরিমাণেই—উৎপাদনকারীর নিজের প্রয়োজন মত বা খরিদ্দারের বরাত (Order) অনুযায়ী। উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য এবং উৎপাদনের পদ্ধতি সরল থাকায়, কি পরিমাণে এবং কি পদ্ধতিতে উৎপাদক উপাদান প্রয়োগ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে জটিল চিন্তা বা পরিশ্রম প্রয়োজন হইত না; যেটুকু চিন্তা বা শ্রম প্রয়োজন হইত তাহা শ্রমের অংশ বলিয়াই গণ্য হইত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানোদ্ভূত যন্ত্রযুগে অর্থনৈতিক অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে। উৎপাদনের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে এবং পদ্ধতি জটিল হইয়াছে; বিরাট বাজারের বিক্রয়-সম্ভবনা অনুমান করিয়াই উৎপাদনের কার্য সুরু করিতে হয়। বহু দূর হইতে বহু পরিমাণ কাঁচামাল সংগৃহীত হয়, বহু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয় এবং বহু পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ হয়। উৎপাদনও হয় বিপুল পরিমাণ সামগ্রী—নিছক পারিবারিক ভরণ-পোষণের প্রয়োজন হিসাবে বা খরিদ্দারের বরাত অনুযায়ী নহে। পুঁজির যথাযথ ব্যবহার, কাঁচামালের অনুপাত, উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রমিকের মধ্যে শ্রমবিভাগ (Division of labour), শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থানিকতা (Localisation)—উৎপাদনের ব্যবস্থাপনার মধ্যে এই ধরণের বহু জটিল ও ব্যাপক বিষয় নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালনা এবং সুষ্ঠু সংগঠন করা বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনা সাপেক্ষ এবং বিশেষ গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য। সাধারণ শ্রমিকদিগের এই কার্য

এখন রাশীকৃত উৎপাদনের যুগ

সম্পাদনের যোগ্যতা ও সুযোগ নাই। সেই জন্যই স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ঘটে। উৎপাদনের পরিধি যতই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হয় এবং পদ্ধতি যতই জটিল হইতে জটিলতর হয় ততই আঁত্রেপ্রণা যে চূড়ান্ত দায়িত্ব বা ঝুঁকি বহন করেন তাহা ক্রমশঃই গুরুভার হইয়া উঠে।

আঁত্রেপ্রণার কার্যকলাপ—Functions of the Entrepreneur

(১) **শিল্পের স্থাপন বা সংগঠন**—কোন্ সামগ্রী বা সেবা (Services) উৎপাদন করা হইবে তাহা আঁত্রেপ্রণাই সিদ্ধান্ত করেন—অর্থাৎ উৎপাদন-যোগ্য সামগ্রীর প্রকৃতি নির্ণয় আঁত্রেপ্রণার প্রধান কার্য। কোন একটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে; তবে এই বিবিধ সামগ্রীর অবশ্য অনেকটা পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কিত থাকাই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এই বিবিধ সামগ্রীর কোন্টি কি অনুপাতে উৎপাদন করা বিধেয়। আবার শিল্পের স্থানিকতা নির্ধারণও আঁত্রেপ্রণার সমস্যা। ঠিক কোন্ স্থানে শিল্প স্থাপিত হইলে সর্বাধিক সুবিধা পাওয়া যাইবে তাহার বিচারও আঁত্রেপ্রণার দ্বারা করণীয়। শিল্পের স্থানিকতা নির্ধারণ এবং ঠিক ঐরূপ স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

শিল্পের প্রকৃতি এবং স্থান নির্বাচন

(২) **ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা**—উৎপাদনের জন্য কিরূপ আকারের এবং কি প্রকারের যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে হইবে তাহাও আঁত্রেপ্রণাই সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্তের উপর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানটির আয়তন নির্ভর করে। যদি বৃহৎ এবং আধুনিক (যাহা সাধারণতঃ অধিক মূল্যবান) যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা হইলে বৃহৎ পরিধির (Large scale production) উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং সঠিক কত পরিমাণ উৎপাদন বিধেয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য। ঐ পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কি পরিমাণে ভূমি, শ্রম, কাঁচামাল ইত্যাদি উৎপাদনের উপাদান প্রয়োজন হইবে এবং উপাদানগুলি কি ভাবে সংমিশ্রণ করিলে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু উৎপাদনের আয়োজন হইবে তাহাও তিনি স্থির করিবেন। শিল্প ব্যবস্থাপক বা আঁত্রেপ্রণা যথাযথ শ্রম বিভাগ করিয়া দেন, কোন্ শ্রমিক কার্যে ব্যাপৃত থাকিবে তাহা স্থির করিয়া দেন,

উৎপাদক উপাদান সংগ্রহ, শ্রম বিভাগ ও তদারক

যথাযথ ভাবে সকলে কাজ করিতেছে কিনা—তাঁহার ব্যবস্থামত সকল কার্য সম্পন্ন হইতেছে কিনা, ইহার তত্ত্বাবধান করাও তাঁহার পক্ষে কর্তব্য। উপরন্তু একই সামগ্রী উৎপাদনের বিবিধ প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন্‌টি কি অনুপাতে গ্রহণীয় তাহাও আঁত্রেপ্রণা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

(৩) **বিক্রয় বন্দোবস্ত**—সামগ্রী উৎপাদিত হইলে উহার বিক্রয় ব্যবস্থাও একটি সমস্যা। বিক্রয়ের জন্য উহা কোন্ স্থানে প্রেরিত হইবে এবং কত পরিমাণে প্রেরিত হইবে তাহা আঁত্রেপ্রণা হিসাব করিবেন এবং সেইমত দরাদরিতে অগ্রসর হইবেন; অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন দর নির্ধারণেও অগ্রসর হইতে পারেন। বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য অন্যান্য স্থানে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন ঘটিতে পারে এবং আঁত্রেপ্রণা এইরূপ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে মনযোগী হইতে পারেন।

দাম ও বাজার

(৪) **বণ্টন**—শিল্প ব্যবস্থাপক ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি, পুঁজিপতির নিকট হইতে পুঁজি (আঁত্রেপ্রণা নিজের পুঁজিও বিনিয়োগ করেন) এবং শ্রমিকের নিকট হইতে শ্রম গ্রহণ করেন এবং ইহাদের যথাযথ সংমিশ্রণে সামগ্রী উৎপাদন করেন। সুতরাং উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যের মধ্যে ভূমি, পুঁজি, শ্রম এই তিনটি উৎপাদক উপাদানের প্রাপ্য অংশ (আঁত্রেপ্রণার দ্বারা প্রাপ্য অংশ ব্যতীতও) থাকে। সুতরাং উৎপাদিত সামগ্রীর উৎপাদনে যে সকল উৎপাদক উপাদান অংশ গ্রহণ করে উহাদের মধ্যে উহার মূল্য বণ্টন করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। আঁত্রেপ্রণাই ইহা করিয়া থাকেন।

অন্যান্যের প্রাপ্য মিটান

(৫) **ঝুঁকি বহন**—আধুনিক শিল্প ব্যবস্থায় বহু প্রকারের ঝুঁকি থাকে। খরিদ্দারের বরাত (order) অনুযায়ী উৎপাদন করিলে অথবা যেরূপ চাহিদা হইতে পারে সে সম্পর্কে যথা সম্ভব সুনিশ্চিত হইয়া উৎপাদন করিলে শিল্প প্রচেষ্টায় ঝুঁকি থাকিতই না বলা চলে। কিন্তু আধুনিক বৃহদায়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠান পূর্ব হইতেই খরিদ্দারের বরাত সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হয় না; বাজারে সম্ভাবিত চাহিদার আনুমানিক হিসাবের উপর নির্ভর করিয়াই শিল্প উৎপাদনে ব্যাপৃত হইতে হয়। মেয়ার্স ইহাকে অনুমিত চাহিদা (Estimated demand) বলিয়াছেন। উৎপাদন শেষ হইবার পর প্রকৃত চাহিদার সহিত এই অনুমিত চাহিদার যদি তারতম্য ঘটে তাহা হইলে লোকসান হইয়া যাইবে এবং এই লোকসানের

অনুমান জনিত ঝুঁকি

দায়িত্ব আঁত্রেপ্রণাকেই বহন করিতে হইবে। অপর পক্ষে অনুমিত চাহিদা অপেক্ষা প্রকৃত চাহিদা যদি অধিক হয় এবং উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের দ্বারা অপ্রত্যাশিত লাভ ঘটে তাহা হইলে উহা আঁত্রেপ্রণারই প্রাপ্য। এই অপ্রত্যাশিত লাভ লোকসানের দায়িত্বকে বলা হয় ঝুঁকি এবং এই ঝুঁকি বহন করা হইল আঁত্রেপ্রণার কার্য।

ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি গ্রহণ, ইহারা কি উৎপাদক উপাদান? Organisation and Enterprise—Are these Factors of Production ?

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর অভিমত হইল যে ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি গ্রহণ, ইহাদিগকে স্বতন্ত্র উৎপাদক উপাদানের (Factor of production) মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নহে। কেয়ার্ণক্রস, ফেয়ারচাইল্ড প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্‌গণ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে ভুমি, শ্রম এবং পুঁজি এই তিনটিই হইল উৎপাদক উপাদান; ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি বহন শ্রমের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। কেয়ার্ণক্রস বলেন, অনেক ব্যক্তিই আছেন যাঁহারা শিল্প পরিচালক, বা ব্যবস্থাপক-রূপে নিজদিগকে অভিহিত করেন। সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা ইঁহাদের সংগঠনী ক্ষমতা (Organising ability) অথবা সংগঠনীক্ষমতা প্রয়োগের অবকাশ, অধিক থাকিতে পারে। কিন্তু তবুও ইঁহারা একটি পৃথক শ্রেণী নহেন। ইঁহারাও শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত, কারণ শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল পরিশ্রম নহে, বিচার বুদ্ধি। কেহ অপর মানুষের উপর সংগঠনী ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছে; কেহ বা উহা প্রয়োগ করিতেছে জড় পদার্থের উপর। নিছক যান্ত্রিক কাজেই পরিপূর্ণরূপে নিযুক্ত নহে এরূপ প্রত্যেক শ্রমিকই তাহার উপার্জনের অন্ততঃ কিয়দংশও লাভ করিয়া থাকে কিছু না কিছু ব্যবস্থাপনার কার্য হইতে! "শ্রম হইল সংগঠন ও পরিশ্রমের সংমিশ্রণ" ("Labour is a blend of toil and organising"—Cairn-cross)। উপরন্তু যে অর্থে শ্রম, পুঁজি এবং ভূমি উৎপাদক-উপাদানরূপে বিবেচিত ঠিক সেই অর্থে ঝুঁকি বহনও উৎপাদক-উপাদানরূপে গণ্য হইতে পারে না। কেয়ার্ণক্রস বলেন, শুধুই যে শিল্পের মালিক ঝুঁকি গ্রহণ করেন তাহা নহে—ঝুঁকি গ্রহণ শ্রমিককেও করিতে হয় (বেকার সমস্যার ঝুঁকি,

শ্রমের মধ্যেই কি সংগঠন আছে?

বিপজ্জনক কার্যে লিপ্ত থাকিবার ঝুঁকি); ভূস্বামীও ঝুঁকি গ্রহণ করিতে পারেন, যখন নাকি জমি হইতে প্রাপ্য আয় সঠিক অনুমান করা যায় না।

উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্য হইতে শিল্প-ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি বহনকে বাদ দিবার প্রস্তাব আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে সকলেই অনুমোদন করেন না; যদিও ব্যবস্থাপনার কার্য বেতনভোগী উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে তবুও ঝুঁকি গ্রহণকারীদিগের হাতে ব্যবস্থাপনার চূড়ান্তক্ষমতা থাকিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারাই ব্যবসায় জগতে নেতার (Business leader) উদ্ভব ঘটে। নাইট (Knight) তাঁহার "ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা এবং মুনাফা" শীর্ষক পুস্তকে বলেন, সুসংগঠিত কারবারে আসল সিদ্ধান্ত হইল সিদ্ধান্ত করিবার মত লোক নির্বাচন—স্বয়ং প্রকৃত আদেশ প্রদান করা নহে, অপর কাহাকেও আদেশ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা। এই চূড়ান্ত দায়িত্ব যে বহন করে তাহাকেই সকল ঝুঁকি বহন করিতে হয়, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য তাহাকে সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হয়।

আসলে ঝুঁকি বহনকারীকেই ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত দায়িত্ব লইতে হয়

ঝুঁকি বহন ও ব্যবস্থাপনা ভিন্নহাতে

বর্তমান যুগ বৃহৎ পরিধির উৎপাদনের যুগ। বৃহৎ আয়তনে উৎপাদন সম্ভব করিবার জন্য যৌথ পুঁজি কারবার (Joint stock company) গড়িয়া উঠিয়াছে। যৌথ পুঁজি শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন সংগ্রহ করা হয় বহু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে; ইহারা হইল শেয়ার হোল্ডার। কারবারে লাভ লোকসানের উপরেই যখন ঝুঁকি প্রতিফলিত হয়, তখন যৌথ পুঁজি কারবারের ঝুঁকি শেয়ারহোল্ডারদের উপরেই বর্তায়। লাভ হইলে তাহারা ডিভিডেণ্ড পায়; লাভ না হইলে তাহাদের টাকা বৃথাই বিনিয়োগ করা থাকে, উহা হইতে কোনই উপার্জন ঘটে না। কারবারটি যদি ফেল পড়ে তাহা হইলে শেয়ারহোল্ডারের বিনিয়োগ একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে।

তত্ত্বগতভাবে সকল শেয়ারহোল্ডারই কারবারটির মালিক এবং কারবারটির পরিচালনায় অংশ গ্রহণের অধিকারী। বাস্তব ক্ষেত্রে তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে ডিরেক্টর নির্বাচন করিয়া দেয়। ডিরেক্টররাই কারবার পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করেন, উৎপাদনের ও বিক্রয়ের পরিকল্পনা করেন, কারবারটি যখন যেরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়,

উহা সমাধানের পথ বাৎলাইয়া দেন, এককথায়, আন্ত্রেপ্রণার সকল কাজ করিয়া থাকেন। ডিরেক্টারবর্গ প্রতি বৎসরই শেয়ারহোল্ডারের নিকট হিসাব নিকাশ প্রদান করিয়া থাকেন, এবং কারবারটির কার্য-বিবরণীও প্রদান করেন। কিন্তু ইহারা শেয়ার হোল্ডারদের যে সংবাদ ও তথ্য নিজে হইতে না দিবেন অথবা যে নীতিগত প্রশ্নের নিজ হইতে অবতারণা না করিবেন তাহা শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে জানা সম্ভব নহে। শেয়ার-হোল্ডারগণ কারবারের মালিক এবং আসল ঝুঁকি বহনকারী হওয়া সত্ত্বেও কারবারের পরিচালনায় কোনই বাস্তব ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না। তাহারা যেন ঘরের লোক হইয়াও বাহিরে অবস্থান করে। যদিও ডিরেক্টরগণ তাহাদের দ্বারাই নির্বাচিত হইয়া থাকে তথাপি ডিরেক্টরদের উপর সঠিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবার অবকাশ তাহাদের পক্ষে খুবই কম। ডিরেক্টরগণও শেয়ার হোল্ডার, কিন্তু সুসংবদ্ধ ও সক্রিয়। অন্যান্য শেয়ার হোল্ডারগণ অসংখ্য ও পরস্পরের মধ্যে পরিচিত নহে। সুতরাং ডিরেক্টরগণ স্বনামে বেনামে শেয়ার কিনিয়া এবং আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবদের হাত করিয়া নিজদিগকে নির্বাচিত করিয়া লইবার ব্যবস্থা করে। ইহারাই শেয়ার হোল্ডারকে কোটি কোটি টাকার কারবার পরিচালনার দায়িত্ব বহন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে। কিন্তু যাহারা আসলে টাকা যোগাইয়াছে এবং ঝুঁকি বহন করিতেছে তাহারা কারবার পরিচালনা করে না। ঝুঁকিবহন এবং পরি-চালনা এখন আর একহাতে নাই।

অতিবৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে ডিরেক্টরদের নিজেদের কার্য আরও সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। এই সকল শিল্পে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিরেক্টরগণ নিছক নীতি নির্ধারণের কার্যে নিজদিগকে সীমাবদ্ধ রাখেন, তত্ত্বাবধানের কাজ উচ্চপদস্থ বেতনভুক কর্মচারীদের হাতে ছাড়িয়া রাখা হয়। এই ম্যানেজারগণই শিল্প প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কর্মপরিচালনার সকল দায়িত্ব বহন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এমন কি, কোন্ সামগ্রী উৎপাদন করা হইবে, কোথা হইতে কি দরে কাঁচামাল ক্রয় করা হইবে, কতজন শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে, কি ভাবে উহাদের কার্য বণ্টন করা হইবে, কি ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইবে, কি দামে এবং কি পদ্ধতিতে (সরাসরি না এজেণ্ট মারফৎ) উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করা হইবে—এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেতনভুক ম্যানেজারগণই স্থির করেন। ডিরেক্টরগণ উহাতে হস্তক্ষেপ

করেন না। অনেক সময়ে ডিরেক্টরগণ খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে নিজদিগকে অবহিত রাখিতে পারেন না, রাখিতে ইচ্ছুকও হন না। কর্মচারীদের হাতে এ সকল বিষয়ের দায়িত্ব দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। অনেক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ঘটিত প্রশ্নেও কর্মচারীদের উপর দায়িত্ব ছাড়িয়া না রাখিয়া উপায় থাকে না। ফলে বৃহৎ বৃহৎ শিল্পে একদল স্বায়ত্তশাসনভোগী কর্মচারীর উদ্ভব হইয়াছে বলা চলে। ইহারা পুঁজিও দেয় না, ঝুঁকিও নেয় না। কিন্তু পুঁজি যাহারা দেয় ও ঝুঁকি নেয় তাহাদের ভাগ্য ইহাদের সংবুদ্ধি, সততা ও কর্মনিষ্ঠার উপর নির্ভর করে।

Questions and Hints

1. The law of diminishing returns is only one phase of the universal law of variable proportions. Elucidate fully (Cal. B. Com. 1951). Explain why the law of diminishing returns prevails in agriculture and the law of increasing returns mainly in manufacture. (Cal. B. A. 1952.)

[উৎপাদনের জন্য যে সকল বিভিন্ন বস্তু প্রয়োজন সেগুলিকে কিরূপ অনুপাতে মিশানো হইতেছে, কোন্‌টিকে কতখানি লইয়া অপরের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজে লাগানো হইতেছে তাহার উপরেই নির্ভর করে উৎপাদন অধিক হইবে না অল্প হইবে। শিল্প ব্যবস্থাপক যদি উৎপাদক উপাদানগুলির পরিমাণ ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতে পারেন তাহা হইলে যে ভাবে সর্বাপেক্ষা ভালফল পাওয়া যাইবে—অর্থাৎ সব থেকে বেশী উৎপাদন হইবে—সেই ভাবেই তিনি ঐগুলিকে মিশাইতে পারিবেন। যখনই কোন একটি উপাদান বৃদ্ধি করা যাইবে না তখনই বুঝিতে হইবে যে উৎপাদনের ব্যবস্থাপনার উপর শিল্প ব্যবস্থাপকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নাই; এবং সেহেতু তিনি সর্বাপেক্ষা ভাল ফল লাভ করিতে পারেন না। এক্ষেত্রে উৎপাদন চালাইতেথাকিলেউৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন এক সময় আসিবেই যখন ব্যয়ের অনুপাতে আয় হইবে কম।

অতএব আসল কথা হইল উৎপাদক উপাদানগুলির অনুপাতে পরিবর্তন। এই অনুপাতে যথাযথভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব হইলে বিনিয়োগের তুলনায় উৎপাদন বেশী হারে বৃদ্ধি পাইবে। উহাকে তখন বলা হইবে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু ঐ অনুপাত যথাযথভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব না হইলে কোনও একটি বিশেষ উপাদানের অপরিবর্তিত পরিমাণের সহিত অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের পরিবর্তিত পরিমাণ মিশানো হইবে (mixing unchanged quantity of a particular factor with changed quantities of other factors) ৷ অতএব ঐ অপরিবর্তিত উপাদানটির উপরে বে-আনুপাতিক (disproportionate) চাপ পড়িবে এবং অন্যান্য উপাদান বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বটে কিন্তুএকটিউপাদানেরআনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটিল না বলিয়া উৎপাদনের বৃদ্ধি হইবে মোট বিনিয়োগের অনুপাতে কম।

কৃষির ক্ষেত্রে যে ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করে তাহার কারণ হইল, মাটির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস নহে, পরন্তু জমি রূপ উৎপাদক উপাদানের বৃদ্ধি না ঘটা। জমির পরিমাণে বৃদ্ধি না ঘটাই স্বাভাবিক, কারণ জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং যেটুকু যোগান আছে তাহার মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে ইচ্ছামত বাড়তি জমি সংগ্রহ করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে জমির ভূমিকা নগণ্য, সুতরাং বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের মধ্যে যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটানো সহজ সাধ্য।

ইহার বিস্তারিত আলোচনার জন্য, নিম্নে "সংগঠনের বা ব্যবস্থাপনার সমস্যা" শীর্ষক অধ্যায়ে "যন্ত্রশিল্প ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম" দ্রষ্টব্য।]

2. Explain the law of diminishing returns with suitable examples. Is the law applicable under all conditions and in all industries? (Cal. B A. 1963) [পৃষ্ঠা ১৩১-৩৫ ; ১৩৭-৩৮]

3. "A scientific law is a generalisation that is universally valid." (Benham) To what extent does this apply to the law of diminishing returns? [পৃষ্ঠা ১৩২-৩৫ ; ১৩৭-৩৮]

4. Does Malthus' theory hold good in the present day world? On what basis is the maladjustment of population calculated? [পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৬]

5. Is Capital anything different from stored labour? [পৃষ্ঠা ১৫৬-৫৭]

6. Discuss the factors governing capital formation? [পৃষ্ঠা ১৫৮-৬১]

7. Discuss the importance of the enterpreneur in the modern economic organisation. [পৃষ্ঠা ১৬২-৬৫]

8. Are Organisation and Enterprise to be deemed to be separate factors of production? [পৃষ্ঠা ১৬৫-৬৬]

9. What is managerial revolution? What have been its effects in the sphere of industrial organisaton and management? ["ঝুঁকি বহন ও ব্যবস্থাপনা ভিন্ন হাতে" পৃষ্ঠা ১৬৬-৬৮]

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকারের কারবার সংগঠন

(Types of Business Organisation)

উৎপাদনের ব্যবস্থা বিভিন্ন উপায়ে হইতে পারে অর্থাৎ কারবার নানাভাবে সংগঠিত হইতে পারে ; এই নানাভাবে সংগঠিত হইবার অর্থ হইল কারবারের মালিকানা কেন্দ্রীভূত থাকা বা বিক্ষিপ্ত থাকা অথবা কারবারের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিভাজন। কারবারের মালিকানা যদি একের হস্তে থাকে তাহা হইলে উহা এক-মালিকানা কারবার, যদি কতিপয় সহযোগীর মধ্যে থাকে তাহা হইলে উহা অংশীদারী কারবার, যদি বহু ব্যক্তির মধ্যে ছড়াইয়া থাকে উহা যৌথপুঁজি কারবার। ইহা ছাড়া সমবায় ব্যবস্থাও আছে, রাষ্ট্রীয় কারবারও আছে।

এক মালিকানা বা এক আঁত্রেপ্রেণা কারবার—Single Proprietorship or Single Entrepreneur System.

এক-মালিকানা বা এক-আঁত্রেপ্রেণা কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকেন সমগ্র কারবারটি যাঁহার একচ্ছত্র অধিকারে। কারবারটির সাফল্যে একমাত্র তিনি লাভবান এবং অসাফল্যে একমাত্র তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত। শিল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যাহা কিছু কর্তব্য তাহা মালিক স্বয়ং সম্পাদন করেন এবং শিল্পোদ্যোগের যাহা কিছু ঝুঁকি তাহা তিনিই স্বয়ং বহন করেন। এক-মালিকানা কারবার শিল্প জগতের রাজতন্ত্র,—ক্ষমতা ও দায়িত্ব যেখানে চূড়ান্তভাবে মাত্র একজনের হস্তেই কেন্দ্রীভূত।

সব কিছু একাই করেন

গুণ : (১) মালিক শুধু নিজের কাছেই দায়ী বলিয়া অপর কোন সহযোগীর পরামর্শ বা সম্মতি গ্রহণ তাঁহার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং যে অবস্থায় যেরূপ ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় সে অবস্থায় সেইরূপ ব্যবস্থাই তিনি অবলম্বন করিতে পারেন।

আশু ব্যবস্থা

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত একাধিক গোপন বিষয় (trade secrets) থাকিতে পারে ; এইগুলির গোপনীয়তা রক্ষা মালিকের স্বার্থের অনুকূল। ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সুবিধা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু গোপনীয় বিষয় যখন একজনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে তখনই উহাকে

গোপনীয়তা

ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তিনি যে কোন ত্যাগ স্বীকারেই প্রস্তুত থাকেন।

খরিদ্দারের রুচি

(৪) যে সকল সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যক্তিগত রুচি বা ফ্যাসানের দিকে মনোযোগ দিতে হইবে তাহাদের ক্ষেত্রে এক-মালিকানা কারবার বিশেষ ফলপ্রদ কারণ, এক-মালিকানা কারবার সাধারণতঃ ক্ষুদ্র আয়তনের কারবার (Small-scale business) হয় বলিয়া মালিক এবং তাঁহার কর্মচারীরা খরিদ্দারের ব্যক্তিগত রুচির দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারেন।

পুঁজির অভাব

দোষ: (১) আধুনিক শিল্পে যে পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করা প্রয়োজন হয় একজন মাত্র ব্যক্তি সে পরিমাণ পুঁজি নিয়োগে সক্ষম হয় না।

অসীম দায়িত্ব

(২) একজন মাত্র ব্যক্তি বৃহদায়তন কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করিতে সক্ষম হইলেও উহা করিতে সে সাহসী হয় না; কারণ অসাফল্যের সমস্ত দায়িত্ব একেলা তাহাকেই বহন করিতে হইবে এবং পুঁজি যত অধিক হইবে এই দায়িত্বও হইবে তত ব্যাপক।

ব্যবস্থাপনার বাধা

(৩) শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন একটু বৃহৎ হইলে, শুধু দায়িত্ব বা পুঁজির দিক হইতে নহে, ব্যবস্থাপনার দিক হইতেও একজন মালিকের পক্ষে শিল্প পরিচালনার সকল দিকে দৃষ্টি দেওয়া কষ্টকর হইয়া পড়ে। মালিক সকল দিকেই সমান দৃষ্টি দিয়া চলিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে কারবার ক্রমশঃই খারাপ হইয়া যায়।

যোগ্য উত্তরাধিকারীর নিশ্চয়তা নাই

(৪) এক-মালিকী কারবারে মালিকের মৃত্যুর পরই কারবারের ধ্বংস ঘটিতে পারে। কারণ এইরূপ কারবারের ক্ষেত্রে মালিকের মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী কারবারটির মালিক হয় কিন্তু এই উত্তরাধিকারীর যে মৃত মালিকের ন্যায় ব্যবসায় বুদ্ধি এবং ব্যবসায় পরিচালনার দক্ষতা থাকিবে তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকারের কারবার সংগঠন

(Types of Business Organisation)

উৎপাদনের ব্যবস্থা বিভিন্ন উপায়ে হইতে পারে অর্থাৎ কারবার নানাভাবে সংগঠিত হইতে পারে ; এই নানাভাবে সংগঠিত হইবার অর্থ হইল কারবারের মালিকানা কেন্দ্রীভূত থাকা বা বিক্ষিপ্ত থাকা অথবা কারবারের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিভাজন। কারবারের মালিকানা যদি একের হস্তে থাকে তাহা হইলে উহা এক-মালিকানা কারবার, যদি কতিপয় সহযোগীর মধ্যে থাকে তাহা হইলে উহা অংশীদারী কারবার, যদি বহু ব্যক্তির মধ্যে ছড়াইয়া থাকে উহা যৌথপুঁজি কারবার। ইহা ছাড়া সমবায় ব্যবস্থাও আছে, রাষ্ট্রীয় কারবারও আছে।

এক মালিকানা বা এক আঁত্রেপ্রণা কারবার—Single Proprietorship or Single Entrepreneur System.

এক-মালিকানা বা এক-আঁত্রেপ্রণা কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকেন সমগ্র কারবারটি যাঁহার একচ্ছত্র অধিকারে। কারবারটির সাফল্যে একমাত্র তিনিই লাভবান এবং অসাফল্যে একমাত্র তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত। শিল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যাহা কিছু কর্তব্য তাহা মালিক স্বয়ং সম্পাদন করেন এবং শিল্পোদ্যোগের যাহা কিছু ঝুঁকি তাহা তিনিই স্বয়ং বহন করেন। এক-মালিকানা কারবার শিল্প জগতের রাজতন্ত্র,— ক্ষমতা ও দায়িত্ব যেখানে চুড়ান্তভাবে মাত্র একজনের হস্তেই কেন্দ্রীভূত।

সব কিছু একাই করেন

গুণ : (১) মালিক শুধু নিজের কাছেই দায়ী বলিয়া অপর কোন সহযোগীর পরামর্শ বা সম্মতি গ্রহণ তাঁহার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং যে অবস্থায় যেরূপ ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় সে অবস্থায় সেইরূপ ব্যবস্থাই তিনি অবলম্বন করিতে পারেন।

আশু ব্যবস্থা

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত একাধিক গোপন বিষয় (trade secrets) থাকিতে পারে ; এইগুলির গোপনীয়তা রক্ষা মালিকের স্বার্থের অনুকূল। ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সুবিধা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু গোপনীয় বিষয় যখন একজনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে তখনই উহাকে

গোপনীয়তা

গোপনীয় রাখা সহজ। বেশী লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে গোপন বিষয় আর গোপন থাকা দুরূহ হইয়া উঠে।

দক্ষতা

(৩) উৎপাদনকারী মালিক যতদূর সম্ভব দক্ষতা ও সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের দ্বারা যথা-সম্ভব অল্পব্যয়ে অধিক উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট থাকেন কারণ সমগ্র লাভ লোকসান তাঁহারই। ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তিনি যে কোন ত্যাগ স্বীকারেই প্রস্তুত থাকেন।

খরিদ্দারের রুচি

(৪) যে সকল সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যক্তিগত রুচি বা ফ্যাসানের দিকে মনোযোগ দিতে হইবে তাহাদের ক্ষেত্রে এক-মালিকানা কারবার বিশেষ ফলপ্রদ কারণ, এক-মালিকানা কারবার সাধারণতঃ ক্ষুদ্র আয়তনের কারবার (Small-scale business) হয় বলিয়া মালিক এবং তাঁহার কর্মচারীরা খরিদ্দারের ব্যক্তিগত রুচির দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারেন।

পুঁজির অভাব

দোষ: (১) আধুনিক শিল্পে যে পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করা প্রয়োজন হয় একজন মাত্র ব্যক্তি সে পরিমাণ পুঁজি নিয়োগে সক্ষম হয় না।

অসীম দায়িত্ব

(২) একজন মাত্র ব্যক্তি বৃহদায়তন কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করিতে সক্ষম হইলেও উহা করিতে সে সাহসী হয় না; কারণ অসাফল্যের সমস্ত দায়িত্ব একেলা তাহাকেই বহন করিতে হইবে এবং পুঁজি যত অধিক হইবে এই দায়িত্বও হইবে তত ব্যাপক।

ব্যবস্থাপনার বাধা

(৩) শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন একটু বৃহৎ হইলে, শুধু দায়িত্ব বা পুঁজির দিক হইতে নহে, ব্যবস্থাপনার দিক হইতেও একজন মালিকের পক্ষে শিল্প পরিচালনার সকল দিকে দৃষ্টি দেওয়া কষ্টকর হইয়া পড়ে। মালিক সকল দিকেই সমান দৃষ্টি দিয়া চলিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে কারবার ক্রমশঃই খারাপ হইয়া যায়।

যোগ্য উত্তরাধিকারীর নিশ্চয়তা নাই

(৪) এক-মালিকী কারবারে মালিকের মৃত্যুর পরই কারবারের ধ্বংস ঘটিতে পারে। কারণ এইরূপ কারবারের ক্ষেত্রে মালিকের মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী কারবারটির মালিক হয় কিন্তু এই উত্তরাধিকারীর যে মৃত মালিকের ন্যায় ব্যবসায় বুদ্ধি এবং ব্যবসায় পরিচালনার দক্ষতা থাকিবে তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই।

অংশীদারী কারবার—Partnership Business

অংশীদারী কারবার বলিতে বুঝায় কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিতভাবে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে। এই কয়েকজন ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে একটি কারবারের প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করে, কারবার পরিচালনায় তাহারা যুক্তভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং কারবারের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি তাহারা যুক্তভাবেই বহন করে। ইহাতে অগ্রেপ্রণা থাকে একাধিক কিন্তু বহু নহে; ইহা যেন শিল্প সংগঠনে অভিজাততন্ত্র, শিল্পোদ্যোগের ক্ষমতা ও দায়িত্ব যেখানে একের অধিক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত কিন্তু বহুর মধ্যে প্রসারিত নহে। সাধারণতঃ অংশীদারী স্থাপনের উদ্দেশ্য, উহার কার্য্যকাল, উহা ভাঙ্গিয়া দিবার পদ্ধতি, অংশীদারদিগের পারস্পরিক ক্ষমতা ও বাধ্যবাধকতা নির্দিষ্ট দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে উহা মৌখিক বুঝাপড়ার মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে। অংশীদারদিগের কারবারের ঋণদায়িত্ব অসীম (unlimited liability) অর্থাৎ কারবারটি ঋণ পরিশোধ অক্ষম হইলে উহার প্রত্যেক মালিক ব্যক্তিগত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দিয়াও উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য।

একাধিক ব্যক্তি পুঁজি দেয় ও ঝুঁকি লয়

গুণ: (১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃহদায়তন কারবার স্থাপিত হইলে তবেই প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হয়। একজন মাত্র ব্যক্তি অপেক্ষা একাধিক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে অধিক পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করিতে সক্ষম হয়। ইহা হইল সম্মিলিত সঙ্গতি—এইজন্য সম্মিলিত সঙ্গতি দ্বারা বৃহদায়তন কারবার গঠন করা সম্ভব হয়।

অধিকতর পুঁজি

(২) শুধু সম্মিলিত সঙ্গতিই (combination of resources) নহে, ব্যক্তির সম্মিলিত দায়িত্বও (combination of liability) বৃহদায়তনের শিল্পোদ্যোগের পক্ষে সহায়ক। অনেকেরই দায়িত্ব থাকে বলিয়া অংশীদারী কারবার, বাহির হইতে (যথা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে) অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

দায়িত্বের সমন্বয়

(৩) দক্ষতার সংযোগও (combination of abilities) অংশীদারী কারবারের একটি বিশেষ সুবিধা। কারবারের এক একজন অংশীদার (Partner) উহার এক একটি দিক ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ হইতে পারেন এবং এই দক্ষতার বণ্টনে সমগ্র কারবারটির ব্যবস্থাপনা হয় খুব উচ্চ স্তরের।

দক্ষতার সংযোগ

দোষঃ (১) বর্তমানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিতে যে প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সহমালিকানা কারবারও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের যথাযোগ্য আয়তন গড়িয়া তুলিতে পারে না। প্রকৃত বৃহৎ আয়তনের শিল্পের জন্য বৃহৎ পরিমাণে পুঁজি সংগ্রহ করা প্রয়োজন, অংশীদারী কারবারে উহা সম্ভব নহে। বহুসংখ্যক সহমালিক থাকিবে (শেয়ারহোল্ডার নহে) এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে অল্প পরিমাণে কিছু কিছু পুঁজি সংগ্রহ করা হইবে, ইহাও যেরূপ সম্ভব নহে, সেইরূপ অল্প কিছু সংখ্যক সহমালিকের নিকট হইতে বৃহৎ পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহও অসম্ভব।

বৃহৎ শিল্পের যুগে পুঁজির দুষ্প্রাপ্যতা

(২) অংশীদারী কারবারে স্থায়িত্বের অভাব ঘটে; কোন একজন অংশীদার যদি মারা যায় অথবা জীবদ্দশাতেই তাহার মালিকানার অংশ প্রত্যাহার করিতে চাহে, তাহা হইলে অবশিষ্ট অংশীদারদিগকে ঐ অংশ ক্রয় করিয়া লইতে হইবে অথবা উহাদের পছন্দমত কোন ব্যক্তি যেন উহা ক্রয় করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, অন্যথায় অংশীদারী কারবার ভাঙ্গিয়া যাইবে।

অ-স্থায়িত্ব

(৩) প্রত্যেক অংশীদারকে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে কারবারের ঋণের জন্য দায়ী থাকিতে হয়; উপরন্তু এই ঋণ দায়িত্ব অসীম (Unlimited liability)। ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বারাও কারবারের ঋণ পরিশোধের, এমন কি সমগ্র ঋণ পরিশোধের, বাধ্যকতা প্রত্যেক অংশীদারকে বহন করিতে হয়। এই কারণে অংশীদারী কারবারে যোগদান করিতে লোকে ভয় পায়। ["The feature of unlimited liability reveals why partnerships tend to be confined to small, homogeneous, personal enterprises. When it becomes a question of placing their personal fortunes in jeopardy, people are ordinarily very reluctant to put their capital into complex ventures over which they can exercise little control"—P. Samuelson].

অসীম ঋণ-দায়িত্ব

(৪) অতি গভীরভাবে পরিচিত এবং পরস্পরের মধ্যে অতি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের দ্বারাই অংশীদারী স্থাপিত হইতে পারে; কারণ যে কোন একজন অংশীদারের দ্বারা সম্পাদিত

ঝুঁকি

চুক্তি সমগ্র কারবারের পক্ষে প্রযোজ্য হয়। এক্ষেত্রে একের অবিবেচনায় বা অসাধুতায় কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।*

যৌথ পুঁজি কারবার—Joint Stock Company

বহুসংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু কিছু পুঁজি সংগ্রহ করিয়া, ঐ বহু সংখ্যক ব্যক্তির মালিকানায়, যৌথ পুঁজির কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজি সংগ্রহ করা হয় অংশপত্র বা share বিক্রয়ের দ্বারা এবং অংশপত্রীগণ (shareholders) থাকে কারবারটির মালিক। তাহারা সকলেই কারবারটির নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং তাহাদিগের সকলকেই কারবারটির ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়। তবে এইঝুঁকি সীমাবদ্ধ ঋণ দায়িত্বের (limited liability) দ্বারা সীমান্বিত। ঋণভারে প্রপীড়িত কারবার বিনষ্ট হইলে অংশীদারের দায়িত্ব শুধু অংশপত্রেই (share) সীমাবদ্ধ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর কোনই টান পড়িবে না। অংশপত্রীগণ সংখ্যায় বহুশত, এমন কি বহু সহস্রও হইতে পারে, একই দেশের অধিবাসী বা বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হইতে পারে। কিন্তু সমগ্র কারবারটির একটি পৃথক সত্ত্বা থাকে—ইহা যেন তাহার পৃথক ব্যক্তিত্ব। ইহা শিল্প জগতের গণতন্ত্র,—ক্ষমতা ও দায়িত্ব যেখানে বহুর মধ্যে প্রসারিত এবং বহুর পক্ষ হইতে জনকয়েক ব্যক্তির দ্বারা প্রযুক্ত। কেয়ার্ণক্রসের সংজ্ঞা অনুযায়ী "একদল অংশপত্রীর মালিকানাভুক্ত হইয়া এবং একটি পরিচালক সংসদের ব্যবস্থাপনার অধীন হইয়া কারবারে লিপ্ত আছে এইরূপ একটি যৌথ কর্তৃত্ব বিশিষ্ট মিলিত সঙ্ঘের নাম যৌথ পুঁজি কারবার।" ["A body corporate with a common seal, carrying on business under the management of a Board of Directors and owned by a group of shareholders"]

বহু ব্যক্তির একত্রিত পুঁজি দ্বারা গঠিত

যৌথ পুঁজি কারবারকে কোম্পানী-বিধিতে প্রদত্ত বিভিন্ন বিধান অনুযায়ী কার্য করিতে হয়। কারবার স্থাপনের সময়ে ইহার উদ্যোক্তাগণ একটি স্মারকলিপি এবং সঙ্ঘবদ্ধতার নিয়ম সমূহ (Memorandum and Articles

*"According to the doctrine of mutual agency involved in the law of partnership each partner has rather broad powers to act as an agent to commit the whole partnership"—Samuelson, "Economics".

of Association) প্রণয়ন করে এবং ইহাদের একটি প্রতিলিপি(copy) কোম্পানী সমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রদান করে। ইহার পর কারবারটি রেজিষ্ট্রী হয় এবং হইবার পর ইহা কতিপয় আইনগত বিশেষ সুবিধা অর্জন করে। স্বত্বাধিকারী অংশপত্রীগণ জনকয়েক ব্যক্তিকে পরিচালক (Director) নির্বাচন করিয়া দেয়; এই পরিচালকদিগকে সমবেতভাবে পরিচালক সঙ্ঘ (Board of Directors) বলা হয়। স্বত্বাধিকারীদের নিকট চূড়ান্তভাবে দায়ী থাকিয়া এই পরিচালক সঙ্ঘই কারবারটি পরিচালনা করিয়া থাকে।

পরিচালক সঙ্ঘ

গুণঃ (১) আধুনিক কারবার সংগঠনের অনেক কিছু সমস্যা যৌথ পুঁজি কারবারের দ্বারা সমাধান করা হইয়াছে। নানা পদ্ধতিতেই ইহা বৃহৎ কারবার গঠনের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। যৌথ পুঁজি কারবারে বহুসংখ্যক অপরিচিত ব্যক্তির সংযোগেও কারবার স্থাপন সম্ভব হয়। অপরাপর অংশীপত্রীদের সাধুতা বা দক্ষতা সম্পর্কে কিছু না জানিয়াও প্রত্যেক অংশপত্রী কারবারে যোগদান করিতে পারে অথচ উহার দরুন কোনরূপ মানসিক অশান্তি ভোগ করিবার প্রয়োজন হয় না। কোন অংশপত্রীর ব্যক্তিগত কোন কার্যের দ্বারা কোম্পানী আবদ্ধ থাকে না। কোম্পানীর কোন পদস্থ কর্মচারীও কতখানি ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে তাহা সীমান্বিত থাকে। কর্মচারীগণ নিজেদের ক্ষমতা ছাড়াইয়া গিয়া কোন চুক্তি করিলে উহার দ্বারা অংশপত্রীগণের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপিত হইবে না। ["Any officer of the company, unlike any partner, is strictly limited in his legal ability to to act as an agent for the other owners and to commit them financially."—Samuelson]

বহু অপরিচিত লইয়া গঠিত

(২) কোন অংশপত্রী তাহার অংশ প্রত্যাহার করিতে চাহিলে তাহার একমাত্র করণীয় হইল তাহার অংশপত্রটির ক্রেতার সন্ধান করিয়া উহা বিক্রয় করিয়া দেওয়া। ইহাতে কারবারটির স্থায়িত্ব বা উহার ধারাবাহিকতা (continuity) ক্ষুণ্ণ হয় না।

শেয়ার বিক্রয়

(২) বহু সংখ্যক ব্যক্তি অল্প অল্প করিয়া পুঁজি প্রদান করে বলিয়া আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিরাট পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়—ইহা বিন্দুর দ্বারা সিন্ধু রচনা।

বিরাট পুঁজি

(৪) এই কারবার বিভিন্ন উপায়ে পুঁজি সংগ্রহ করে বলিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির লোক তাহাদের মানসিক প্রবণতা এবং আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে কারবারে পুঁজি নিয়োগের সুযোগ পায়। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের স্পৃহা জাগরূক হয়।

বিনিয়োগ স্পৃহা

(৫) বিভিন্ন কারণে যৌথ পুঁজি কারবারে ঝুঁকিবহুল শিল্পস্থাপনা সম্ভব হয়। বহুসংখ্যক মালিক থাকার দরুন প্রত্যেকের ঝুঁকি হয় নগণ্য, আবার যেটুকু ঝুঁকি থাকে তাহাও সীমাবদ্ধ ঋণ-দায়িত্বের (limited liability) দ্বারা সীমায়িত।

ঝুঁকি লইতে সক্ষম

দোষ: (১) যৌথ পুঁজি কারবার যদি শিল্প জগতের গণতন্ত্র হয় তাহা হইলে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ন্যায়ই ইহা গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে অভিজাততন্ত্র। কারবারের পরিচালনায় অংশপত্রীগণ যে অংশ গ্রহণ করেন তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগণ্য; পরিচালক সঙ্ঘ নামত: সকল অংশপত্রীদের দ্বারা নির্বাচিত হন কিন্তু কার্যত: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা স্ব-নির্বাচিত। কয়েকজন অল্প সংখ্যক কিন্তু সুসংবদ্ধ অংশপত্রী পরিচালক সঙ্ঘ গঠনে সক্ষম হন এবং ইঁহাদিগকে স্থানচ্যুত করা বাস্তব ক্ষেত্রে অতিশয় দুরূহ।*

অংশপত্রীদের নিয়ন্ত্রণ নামে পত্র

(২) পরিচালকসঙ্ঘ অসাধু হইলে অংশপত্রীগণ প্রবঞ্চিত হইবে এবং কারবারটিও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে।

প্রবঞ্চনা

(৩) পরিচালকবর্গ সজ্জন হইলেও তাহারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য এবং দৈনন্দিন তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত থাকে এক শ্রেণীর বেতনভুক কর্মচারীর উপর। কিন্তু মালিক কারবারের প্রতি যে আকর্ষণ বোধ করিবে এবং যে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান প্রয়োগ করিবে এইসকল বেতনভোগী কর্মচারীদের নিকট তাহা আশা করা যায় না।

বেতনভোগী কর্মচারী

---

* "It still remains true that there is no fully effective democratic control of management by the stock holders. Political parties may go in and out of office, but most corporation managements are self-perpetuating."—Samuelson

(৪) যৌথ-পুঁজি কারবারের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত পরিচয় থাকে না—একে অপরকে বুঝে না। সেইজন্য এইরূপ কারবারে শ্রমিক মালিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে বেশী। অধিকন্তু পরিচালকগণ কারবারের যত বেশী লাভ দেখাইতে পারিবেন ততই তাঁহারা শেয়ারহোল্ডারদিগের নিকট জনপ্রিয় হইবেন ও ততই নিজদিগকে ক্ষমতায় আসীন রাখিতে পারিবেন। সুতরাং শ্রমিকের স্বার্থ অবহেলা করিয়া কারবারের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধির জন্যই তাঁহারা চেষ্টিত থাকেন। ফলে শ্রমিক অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়।

শ্রমিক বিক্ষোভ

যৌথ পুঁজি কারবারে ঝুঁকি হ্রাসের কারণ—Reduction of Risk in Joint-stock Companies.

আধুনিক কারবার মাত্রই ঝুঁকি বহুল। কারবারের আয়তন যত বর্ধিত হয় ঝুঁকি হয় তত বেশী। অধিকতর লাভের আশায় লোকসানের সম্ভাবনার সম্মুখীন হইবার নামই ঝুঁকি। যৌথ পুঁজির ভিত্তিতে সংগঠিত কারবারে কিন্তু বিবিধ কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের এবং অর্থ-বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

প্রথমতঃ, পরিচালকদিগের মধ্যে বিশেষত্বশীলতার (Specialisation) বিধান করা হয়। বহু ব্যক্তি আছে যাহারা পুঁজির মালিক কিন্তু যাহাদের শিল্প পরিচালনায় দক্ষতা নাই; বহুব্যক্তি আছে যাহারা শিল্প পরিচালনায় দক্ষ কিন্তু যাহাদের বিরাট শিল্প সংগঠনের আর্থিক সঙ্গতি নাই। যৌথ-পুঁজি কারবার একদিকে মালিকানা, অপরদিকে পরিচালনা, এই দুইয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিধান করে, উভয়ের কার্যের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে অথচ উভয়ের সহযোগিতার দ্বারা কারবার সংগঠনের যে সুন্দর সম্ভাবনা থাকে তাহা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে। সুতরাং কারবারের অসাফল্যের সম্ভাবনা বহু পরিমাণে তিরোহিত হয়।

পরিচালনায় বিশেষত্বশীলতা

দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কারবারে ঝুঁকি গ্রহণের স্পৃহায় নানা পার্থক্য থাকে; এই পার্থক্যগুলিকে ঝুঁকি গ্রহণ প্রবণতার বিভিন্ন স্তর রূপেও কল্পনা করা যায়। যাহারা খুব কম ঝুঁকি লইবে—প্রায় কোন ঝুঁকি না লইবার সমান, তাহারা যৌথ পুঁজি কারবারের ডিবেঞ্চার ক্রয়

ঝুঁকি গ্রহণ স্পৃহার সহিত সামঞ্জস্য

করিবে। যাহারা যথারীতি ঝুঁকি গ্রহণে অগ্রসর হইবে তাহারা অংশপত্র (Share) ক্রয় করিয়া পুরাদস্তুর অংশপত্রী (share-holder) হইবে। কিন্তু যাহারা অংশপত্রী হইবে তাহাদিগের মধ্যেও আবার অল্প ঝুঁকি গ্রহণে এবং অধিক ঝুঁকি গ্রহণে পার্থক্য থাকিতে পারে। সাধারণ অংশীদারগণ সর্বাপেক্ষা অধিক ঝুঁকি গ্রহণ করে। অগ্রদাবী অংশীদারগণ (Preference Shareholder) তাহা অপেক্ষা কম ঝুঁকি বহন করে। ইহাতে যে যাহার ইচ্ছামত অর্থ বিনিয়োগের ঝুঁকি লয়।

বহু ব্যক্তির মধ্যে ঝুঁকি বণ্টিত

তৃতীয়তঃ, যৌথ পুঁজি কারবারে মালিকের সংখ্যা বহু; সুতরাং কারবারে ঝুঁকি বহু ব্যক্তির মধ্যে বণ্টিত হইয়া গেলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর পৃথকভাবে উহার একটি নগণ্য অংশই পড়ে। বিনিয়োগকারীর দিক হইতেও পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে একজন ব্যক্তি তাহার মোট পুঁজি বিভিন্ন যৌথ পুঁজি কারবারের অংশ ক্রয় করিয়া বহুবিধ কারবারের মধ্যে ছড়াইয়া রাখিতে পারে; ইহাতে পুঁজি হারাইবার সম্ভাবনা প্রায়ই হ্রাস পায়।

বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান

চতুর্থতঃ, যৌথ পুঁজি কারবারের ভিত্তিতে গঠিত একাধিক অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থাকে যাহারা অল্প পরিমাণে বহু ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করে এবং একসঙ্গে অধিক পরিমাণে উহা শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হইল ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী, ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট ইত্যাদি। ইহারা বিশেষ পর্যবেক্ষণের পর (যে প্রকারের পর্যবেক্ষণ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইত না) উপযুক্ত শিল্পে পুঁজি সরবরাহ করিয়া থাকে।

যৌথ পুঁজি কারবারে পুঁজি সংগ্রহের পদ্ধতি—Methods of raising Capital in Joint-Stock Companies.

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট হইতে যৌথ পুঁজি কারবার উহার পুঁজি সংগ্রহ করিয়া থাকে। মোটামুটি পুঁজি সংগৃহীত হয় দুই উপায়ে—ডিবেঞ্চার বিক্রয় এবং অংশপত্র (Share) বিক্রয়। *

* ডিবেঞ্চারগুলিকে Bond এবং অংশপত্র বা শেয়ারগুলিকে Stock ও বলা হইয়া থাকে।

যাহারা ডিবেঞ্চার (Debentures) ক্রয় করে তাহারা কারবারকে প্রদত্ত অর্থের জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ পাইয়া থাকে, তাহাদের প্রদত্ত অর্থ কারবারটিকে প্রদত্ত ঋণমাত্র। সুতরাং ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের কারবারটির উপর কোন মালিকানা স্বত্ব নাই। কারবারের পরিচালনায় তাহাদের কোন ক্ষমতা প্রয়োগের অবকাশ নাই। লোকসান হইলেও যেরূপ তাহারা উহার দায়িত্ব ভোগ করিবে না, লাভ হইলেও সেরূপ তাহারা লভ্যাংশ গ্রহণে সক্ষম হইবে না। কিন্তু কারবার গুটাইয়া লইলে ইহাদের প্রাপ্য অগ্রে মিটাইতে হইবে।

ডিবেঞ্চার

যাহারা অংশপত্র ক্রয় করে তাহারা কারবারকে কিছু পরিমাণ পুঁজি সরবাহ করিয়া উহার নিদর্শন স্বরূপ একটি করিয়া অংশ-পত্র (share) গ্রহণ করে। এই অংশ-পত্র ক্রয়কারীগণ, অর্থাৎ অংশীদারগণ, হইল কারবারের মালিক। মালিক হিসাবে কারবারের উপর তাহাদের কোন পূর্বধার্য দাবী আরোপিত থাকে না—উহা নির্ভর করে কারবারের লাভ লোকসানের উপর। কারবারের লাভ হইলে উহা হইতে তাহারা লভ্যাংশ (dividend) গ্রহণ করে; লোকসান হইলে তাহাদের কিছুই প্রাপ্য থাকে না। যে অংশীদার যত টাকার অংশ-পত্র ক্রয় করিয়াছে তাহার লভ্যাংশ প্রাপ্তি ঘটে সেই অনুপাতে। কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও এবং ফেল করিলে কারবারটির ঋণের জন্য অংশীদারগণ দায়ী থাকে, তবে ব্যক্তিগত ও পৃথকভাবে নহে—সমষ্টিগতভাবে কারবারটির মধ্য দিয়া। কারবারের পরিচালনাতেও অংশীদারগণ অংশ গ্রহণ করে। তবে এই অংশগ্রহণ করা হয় পরিচালকবর্গ মনোনয়নের দ্বারা এবং তাহাদের প্রদত্ত বিবরণী অনুমোদনের দ্বারা।

অংশ-পত্র

অংশ পত্র কিন্তু মাত্র এক প্রকারেরই নহে; মোটামুটি দুই প্রকারের অংশ-পত্র আছে—সাধারণ অংশ (Ordinary Share or Common Stock) এবং অগ্রদাবী অংশ (Preference Share or Preferred Stock)। অগ্রদাবী অংশীদারগণ তাহাদের অংশের দরুন কত পরিমাণ লভ্যাংশ পাইবে তাহা পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুত থাকে; বলা বাহুল্য, কারবারটির যদি লাভ হয় তবেই এই প্রতিশ্রুত লভ্যাংশ দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট করা থাকে বলিয়া সাধারণ অংশের উপর প্রদত্ত লভ্যাংশ অপেক্ষা অগ্রদাবী অংশের লভ্যাংশ অপেক্ষাকৃত কমই হয়। সাধারণ অংশের উপর কোনরূপ

লভ্যাংশ ঘোষণার পূর্বে অগ্রদাবী অংশের দরুন লভ্যাংশ প্রদান করিতে হইবে। তবে কোন বিশেষ বৎসরে যদি নির্দিষ্ট লভ্যাংশ বন্টন করা যায়, এরূপ উপার্জন কোম্পানীর না ঘটে তাহা হইলে অগ্রদাবী অংশীদারদিগকেও লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। পরবৎসর যদি বিশেষ অধিক পরিমাণ উপার্জন ঘটে তাহা হইলেও অগ্রদাবী অংশীদারগণ নির্দিষ্ট হারের বেশী লভ্যাংশ পাইবে না, এবং পূর্ব বৎসরের ঘাটতিও মিটাইয়া দেওয়া হইবে না। তবে অগ্রদাবী অংশ কখনও কখনও পূরণ-মূলক (Cumulative) হইতে পারে; এইরূপ পূর্ণি-মূলক অগ্রদাবী অংশের (Cumulative Preference Share) ক্ষেত্রে পূর্ব বৎসরের ঘাটতি পরবর্তী বৎসর পূরণ করা হয়। (কারবার গুটাইয়া লইলে কারবারের সম্পত্তি হইতে অগ্রে অগ্রদাবী অংশীদারের শেয়ারের টাকা শোধ করিতে হইবে।) অগ্রদাবী অংশীদারদিগের লভ্যাংশ বন্টন করিবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহাই সাধারণ অংশীদারদিগের মধ্যে বন্টন করা হইবে। সুতরাং অগ্রদাবী অংশীদারের প্রাপ্য লভ্যাংশ অপেক্ষা সাধারণ অংশীদারের প্রাপ্য লভ্যাংশ অল্প হইতে পারে অথবা অধিকও হইতে পারে। কারবারটির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে সাধারণ অংশীদারগণ এবং অংশীদারের সভায় ভোট দিবার অধিকার থাকে শুধুমাত্র সাধারণ অংশীদারদিগেরই।*

অগ্রদাবী এবং সাধারণ অংশপত্র

সমবায়—Co-operation

সাধারণ কারবার সংগঠনে শ্রমিকগণ শ্রম প্রদান করে এবং উদ্যোগী ও ব্যবস্থাপকরূপে কার্য করেন আঁত্রেপণা নামক বিশেষ শ্রেণী। অনেক ক্ষেত্রে পুঁজিপতি স্বয়ং আঁত্রেপণার কার্য করেন। পুঁজিপতি স্বয়ং আঁত্রেপণার কার্য করুন বা নাই করুন, কারবারের মুনাফার অংশ গ্রহণে শ্রমিকগণ সক্ষম হয় না; পুঁজিপতি আঁত্রেপণাই উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রমিকদের ভাগ্যে মজুরী হিসাবে অল্প কিছু অংশই প্রাপ্য হয়। এরূপ ব্যবস্থা হইতেই সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূত হইয়াছিল। যাহারা পরিশ্রম করিয়া সামগ্রী উৎপাদন

*অগ্রদাবী অংশীদারগণ কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে ভোট প্রদান করিতে পারে—যথা তাহাদের প্রতিশ্রুত লভ্যাংশ যদি বাকী পড়িয়া থাকে, বা তাহাদের অধিকার যদি পরিবর্তন করিতে হয়, অথবা কারবারটি যদি গুটাইয়া লইতে হয়।

করিতে পারে সমবায়ের মধ্য দিয়া তাহারা কারবারের ব্যবস্থাপনার কার্য করিতে নিজেরাই সচেষ্ট হয়। "সাধু উপায় অবলম্বনের দ্বারা কোন একটি সাধারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্ঘবদ্ধতার নামই সমবায়" (Strickland)। সমবায় উৎপাদনমূলক বা বণ্টনমূলক হইতে পারে। উৎপাদনমূলক সমবায়ে একদল ব্যক্তি পরস্পরের সহিত সহযোগিতার দ্বারা উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। তাহাদের দ্বারা নির্বাচিত একটি সংস্থার দ্বারা কারবারটি পরিচালিত হয়। কারবারের জন্য যে পুঁজি প্রয়োজন হয় তাহা আংশিক ভাবে শ্রমিকগণই দেয় এবং আংশিকভাবে তাহারা অপরের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করে। এইরূপ ঋণ যে-ব্যক্তি প্রদান করে কারবারটির উপর তাহার কোন মালিকানা স্বত্ব থাকে না; সে শুধু নির্দিষ্ট হারে সুদ পাইবার অধিকারী। এক্ষেত্রে আঁত্রেপণারূপ বিশেষ শ্রেণী বা পুঁজিপতি-আঁত্রেপণাকে বাদ দেওয়া হইল। শ্রমিকগণ স্বয়ং মালিক, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক। বণ্টনমূলক সমবায়ে কয়েকজন ব্যক্তি ভোগকারী (Consumers) হিসাবে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া দোকান স্থাপন করে এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই দোকান হইতে ক্রয় করিয়া লয়। দোকানের মালিক এবং খরিদ্দার অভিন্ন। মধ্যবর্তী-ব্যবসায়ীকে যে মুনাফা তাহারা দিতে বাধ্য হইত, সেই মুনাফা তাহারা নিজেদেরই নিকট রাখিয়া দিতে পারে। উৎপাদনমূলক সমবায়ে পুঁজিপতি-মালিককে বাদ দিয়া শ্রমিক-উৎপাদকগণ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পরিহার করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেরাই উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা করে; বণ্টনমূলক সমবায়ে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীকে পরিহার করিয়া এবং উহার সহিত নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও পরিহার করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের প্রয়োজনীয় ভোগসামগ্রী নিজেরাই সরবরাহ করে। এইদিক হইতে বিচার করিয়া সেলিগ্ম্যান সমবায় বলিতে বুঝাইয়াছেন "বণ্টনে ও উৎপাদনে প্রতিযোগিতার পরিহার।" ["Co-operation······ means the abandonment of competition in distribution and production"—Seligman.]

সমবায়ের উদ্দেশ্য

শ্রমিক এবং মালিক ও ব্যবস্থাপক

সমবায় কিন্তু সাধারণ কারবারী প্রতিষ্ঠান নহে, ইহার মধ্যে একটি উন্নততর উদ্দেশ্যের সন্ধান করা হয়। সেই উদ্দেশ্য হইল ঐকান্তিক এবং

স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা বৈষয়িক এবং নৈতিক উন্নতি বিধানের প্রয়াস। সুতরাং সমবায়ের কতিপয় মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত থাকা অপরিহার্য। এই মূল নীতিগুলি হইল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঙ্ঘবদ্ধতা, সমষ্টি বোধ, সান্নিধ্য, ব্যয়সংক্ষেপ। বর্তমানে সমবায়ের বিশেষ প্রসার লাভ ঘটিয়াছে; উহা শুধু সামগ্রী উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে; পশুপালন, সেচকার্য, গৃহ নির্মাণ, ছোটখাটো উৎপাদনকারীদিগের পণ্যবিক্রয়, গো-বীমা (Cattle Insurance) প্রভৃতি উন্নয়ন মূলক বিবিধ কার্যে সমবায় ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

উচ্চতর উদ্দেশ্য

সমবায়ের সুবিধা : (১) সমবায় সমিতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম। শুধু সাধারণ ব্যক্তিদিগেরই নহে, শ্রমিকদিগেরও আন্তরিকতা ও আনুগত্য আকর্ষণে ইহা সক্ষম হয়।

সাধারণের সহানুভূতি

(২) সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে মালিক ও শ্রমিকের পৃথক অস্তিত্বের অবকাশ নাই। সুতরাং শ্রমিক মালিকের বিরোধের যে সম্ভাবনা, এবং উহা হইতে উদ্ভূত যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, তাহার উদ্ভব ঘটে না।

শ্রমিক মালিক বিরোধ নাই

(৩) অল্পসঙ্গতির ব্যবসায়ীগণ সমবায়ের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতা পরিহার করিতে পারে। যে সকল প্রতিযোগিতার দ্বারা সামাজিক অপচয় ঘটে উহাদের পরিহার বিশেষ লাভজনক।

প্রতিযোগিতা পরিহার

(৪) সাধারণ ব্যক্তি ইহার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অথচ পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। সাধারণ শ্রমিকের পক্ষে বা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ আত্মনির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা শিক্ষালাভের অবকাশ সাধারণ কারবারের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নহে। বৃহৎ যৌথ পুঁজি কারবারে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কার্যের মধ্যে যে সমন্বয় ঘটে উহা বহু পরিমাণেই আরোপিত সমন্বয়—স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির দ্বারা সৃষ্ট নহে। সুতরাং সমবায়ের দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যের যে সমন্বয় সাধন হয় তাহার একটি স্থায়ী ভিত্তি স্থাপিত হইয়া যায়। অল্পকালের মধ্যে উহার বাস্তব সুফল প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না বটে কিন্তু উহার মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা নিহিত

স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও আত্মনির্ভরশীলতা

থাকে তাহার উপলব্ধি প্রয়োজন—যেরূপ শিশুর মধ্যে বলবানের সম্ভাবনা, অঙ্কুরের মধ্যে মহীরুহের সম্ভাবনা।

(৫) আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে কারবার সংগঠনের যে অভিজ্ঞতা সাধারণ ব্যক্তি অর্জন করিতে পারে তাহা যথাযথ ব্যবস্থার দ্বারা পরিপোষণ ও বৃদ্ধি করিলে শ্রমিকগণ বৃহৎ পরিধির কারবার পরিচালনায় একদিন দক্ষতা অর্জন করিবে। সেদিন বৃহত্তর এবং সুসংগঠিত পরিসরের কারবারেও শ্রমিক-মালিক পার্থক্য তিরোহিত হইবে। পুঁজি থাকিবে, পুঁজিপতি থাকিবে না আর শ্রমিক তাহার শ্রমের সম্ভাবনা পরিপূর্ণ ভাবেই উপলব্ধি করিবে। দেশে দেশে সাধারণ মানুষের আজ যাহা স্বপ্ন, সমবায়ের যথাযথ প্রসারের দ্বারা তাহা সত্যে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে।

শ্রমিক কর্তৃক ব্যবসায় অভিজ্ঞতা অর্জন

(৬) নিজেদের জন্য কার্য করিতেছি, এই অনুভূতিতে শ্রমিকগণ যে আন্তরিকতার সহিত কার্য সম্পাদন করিবে সাধারণ যৌথপুঁজি কারবারের মধ্যে সে আন্তরিকতার দ্বারা শ্রমিকগণ উদ্বুদ্ধ হইবে না। সুতরাং সমবায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কারবারে অধিকতর দক্ষ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে।

আন্তরিকতা

(৭) যৌথ পুঁজি কারবার এবং সমবায় সমিতির মধ্যে এই সাদৃশ্য থাকে যে উহাদের উভয়েরই পরিচালন ক্ষমতা অংশীদারদিগের বা তাহাদের মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা নিযুক্ত বেতনভুক-কর্মচারীদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহাদের ক্ষেত্রে পুঁজি সরবরাহকারী অংশীদার এবং পণ্যক্রয়কারী ক্রেতা অভিন্ন। এক্ষেত্রে, মুনাফা অন্বেষণকারী অংশীদার এবং সুলভ সামগ্রী সন্ধানকারী ভোগকারী, ইহাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটে না। সমন্বয়ের কার্য সরল হয় অথচ একান্ত ভাবে তাহার স্বার্থের পরিপোষক সঙ্ঘের ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারাও ভোগকারী লাভবান হয়।

উৎপাদনকারী ও ক্রেতার স্বার্থে বিরোধ নাই

সমবায়ের অসুবিধা: (১) সমবায় সমিতির সঙ্গতি অল্প হওয়ায় এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সঙ্গতির লোকের পারস্পরিক সহায়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমবায় সমিতির পক্ষে ঝুঁকি বহুল শিল্পে ব্যাপৃত হওয়া বাস্তব ক্ষেত্রে সকল সময়ে সম্ভব নয়।

ঝুঁকি বহুল শিল্প হয় না

ব্যবস্থাপনার সমস্যা

(২) আত্মেষণা শ্রেণীকে পরিহারের দরুন একটু বৃহদায়তনের কারবার হইলেই ব্যবস্থাপনার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে।

যথেষ্ট পুঁজি পাওয়া যায় না

(৩) প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক জগতে যে বৃহদায়তন শিল্প স্থাপনের প্রয়োজন তদনুযায়ী যথেষ্ট পুঁজি সংগ্রহ করা সমবায় কারবারে সম্ভব হইয়া উঠে না। ইহা ধনীব্যক্তিদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজি আকর্ষণ করিতে পারিবে এরূপ নিশ্চয়তা নাই।

রাষ্ট্রীয় কারবার—State Enterprise

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহার মূল বক্তব্য ছিল যে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে না এবং বেসরকারী উদ্যোগে যে সকল শিল্প বাণিজ্য স্থাপিত হইবে উহাতে রাষ্ট্র যথাসম্ভব কম হস্তক্ষেপ করিবে। বিংশ শতাব্দীতে, বস্তুতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই, এই মত পরিত্যক্ত হইতে থাকে এবং কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে, এবং কিছুটা পারিপার্শিক অবস্থা ও ঘটনার চাপে, বিভিন্ন দেশেই সরকারী উদ্যোগে শিল্প প্রচেষ্টা শুরু

রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রকৃতি

হইয়াছে। অবশ্য সাম্যবাদী অর্থাৎ কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে সকল শিল্প বাণিজ্যই রাষ্ট্রের দ্বারা স্থাপিত এবং পরিচালিত। কিন্তু যে সকল দেশ সাম্যবাদীরূপে পরিগণিত নহে, এমনকি পুঁজিতন্ত্রী সমাজ কাঠামোর জন্য (Capitalistic Social Structure) যে সকল দেশ অহংকার বোধ করে, সে সকল দেশেও কিছু কিছু রাষ্ট্র উদ্যোগে স্থাপিত শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কোন ব্যক্তিগত মালিক নাই আবার ইহার কর্মীগণও ইহার মালিক নহে। এই সকল শিল্পের মালিক সমগ্র জনসমষ্টি এবং জনসমষ্টির পক্ষ হইতে দেশের সরকার এই মালিকানা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। সেইজন্য এইরূপ শিল্প সংগঠনকে একটি বিশেষ ধরণের সংগঠনের পর্যায়ে স্থাপন করা হইয়া থাকে। এইরূপ রাষ্ট্রশিল্প প্রথম শুরু হয় লোকহিতকর সেবাকার্য (Public Utility Services) সরবরাহের উদ্দেশ্যে। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এরূপ সেবাকার্যের যোগান সমাজকে উপকার দিয়াছে আবার সরকারের অর্থাগমও ঘটাইয়াছে, যথা ডাক ও তার বিভাগ। এরূপ দৃষ্টান্তে

অনুপ্রাণিত হইয়া সরকার ক্রমশঃ অন্যান্য শিল্প বা কারবার স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় শিল্পবাণিজ্যের পরিচালনা—(Management of State Enterprises)—রাষ্ট্র কোন শিল্প বা কারবারের মালিক হইলেই উহা রাষ্ট্রীয় কারবারের পর্যায়ে পড়িল। কিন্তু এইরূপ কারবার পরিচালনার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে ; অর্থাৎ মালিকানায় কোন পার্থক্য না থাকিলেও পরিচালনায় বিভিন্ন পার্থক্য থাকিতে পারে। সেই কারণে এইরূপ শিল্প পরিচালনার বিভিন্ন আকৃতি বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়।

রাষ্ট্রের স্বত্বাধীন কিন্তু কোম্পানী পরিচালিত

প্রথমতঃ, অনেক শিল্প আছে যেগুলির মালিক হইল রাষ্ট্র কিন্তু যেগুলি সাধারণ কোম্পানীর দ্বারা রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে পরিচালিত হইয়া থাকে ; যথা, আমাদের দেশে পূর্বেকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, সাউথ্ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, জি, আই, পি, রেলওয়ে প্রভৃতি রেলপথগুলিকে ভারত সরকার স্বীয় মালিকানায় আনিয়াছিলেন কিন্তু কোম্পানী পরিচালনায় রাখিয়া দিয়াছিলেন।

সরকারী কর্মচারীদের লইয়া গঠিত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী

দ্বিতীয়তঃ, সরকার কোনও শিল্প স্থাপন করিয়া উহার পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ ধরণের প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী গঠন করিয়া দিতে পারেন। এই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং একটি বোর্ড অফ্ ডিরেক্টর থাকেন। আমাদের দেশে যে সকল সরকারী শিল্প স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এইরূপ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী গঠন করিয়া পরিচালনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিশেষ আইন-সৃষ্ট সংস্থা

তৃতীয়তঃ, আইনের দ্বারা বিশেষ সংস্থা সৃষ্টি করিয়া (Statutory Corporations) উহার উপর রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। এই সংস্থাকে সাধারণতঃ স্বাধিকারভোগী প্রতিষ্ঠান (autonomous body) রূপে গড়িয়া দেওয়া হয় এবং উহার অর্থ সংগ্রহের নির্দিষ্ট ব্যবস্থাও করিয়া দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট আইনে ইহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্দিষ্টভাবে বিবৃত করা থাকে। ইহার দৈনন্দিন পরিচালনায় সরকার হস্তক্ষেপ করেন না। আমাদের দেশে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এইরূপ পরিচালনা পদ্ধতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার সরকারী প্রতিনিধি এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া গঠিত বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টরস্ এর হস্তে অর্পিত হইতে পারে। এই বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টস্ কিন্তু সরকারের সকল নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য, যদিও এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক পুঁজি-অংশ যে সরকারেরই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। এইরূপ বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টরস্ এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সরকারের দ্বারাই নিযুক্ত হন। ভারতের ইনড্রাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন্ এই ধরণের সংগঠন।

বিশেষ ধরণের বোর্ড অব ডাইরেক্টস

পঞ্চমতঃ, কোন কোন রাষ্ট্রীয় কারবার সরকারের কোন নির্দিষ্ট দপ্তরের দ্বারা, সম্পূর্ণরূপে ঐ দপ্তরের কর্মচারীদিগের মধ্য দিয়া, পরিচালিত হইতে পারে।

সরকারী বিভাগ

ষষ্ঠতঃ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড সৃষ্টি করা যায় অথচ উহাকে সরকারী দপ্তরের পরিচালনাধীনে রাখিতে পারা যায়, যথা ভারতের রেলপথগুলি পরিচালনার ভার রেলওয়ে বোর্ডের উপর ন্যস্ত আছে। রেলওয়ে বোর্ড একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, সাধারণ মামুলি-ধরণের কমিটি বা পরামর্শদাতা সংসদ নহে, তথাপি কিন্তু ইহা রেল মন্ত্রকের অধীনে।

উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বোর্ড

কোন্ সংগঠনটি শ্রেষ্ঠ?—রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালনার এইরূপ বিভিন্ন পদ্ধতি থাকিলেও ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি যে শ্রেষ্ঠ তাহা অবস্থা নিরপেক্ষভাবে (irrespective of particular circumstances) বলা যায় না। কারবারের প্রকৃতি, প্রয়োজন এবং সাধারণ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া সরকার উহার পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। কোন্ পদ্ধতিটি শ্রেষ্ঠ বা উপযুক্ত হইতে পারে তাহা বিচারের জন্য ভারতের ফিসক্যাল কমিশন তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঠামো এবং ক্রিয়াকলাপ এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে (ক) সমাজ জানিতে পারে ইহাদের কার্যের জন্য কতখানি ব্যয় হইতেছে (খ) এই ব্যয় সুসমভাবে বণ্টিত হইতেছে ইহা জানিয়া সমাজ যেন নিশ্চিত হইতে পারে এবং (গ) সরকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তগুলি যেন গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গৃহীত হয়।

তিনটি বিচার্য বিষয়

সরকারী কারবারকে দক্ষ এবং সমাজসেবার যোগ্য রাখিবার পদ্ধতি—সরকারী কারবারগুলি যাহাতে লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানরূপে থাকিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে চারিটি কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করা যায়। (ক) কোন যোগ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা ইহাদের কর্মপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করানো এবং যোগ্যতার মান বিচার করানো। (খ) ইহারা যে বস্তু উৎপাদন ও বিক্রয় করে সেই বস্তুর ক্রেতাদের লইয়া একটি কাউন্সিল গঠন করা। এই কাউন্সিল ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে কিনা দেখিবে। (গ) পরিবহনের জন্য টিকিটের ভাড়া বা মাশুলের হার যুক্তি সঙ্গত কিনা তাহা বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাইতে পারে। (ঘ) প্রত্যেক সরকারী কারবার সঠিক কারবারের ভিত্তিতে বাজেট রচনা করিবে, আধুনিক প্রণালীতে হিসাবপত্র রাখিবে এবং এই হিসাব কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হইবে। মোটকথা সরকারী কারবার গুলিতে সমগ্র সমাজের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং এই কারবার পরিচালনায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং সকল প্রকার অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা থাকিবে।

দক্ষতার জন্য চারিটি পদ্ধতি

উৎপাদনকারীদের সঙ্ঘবদ্ধতা (অভিপ্রায়)—Combination of Producers (Motives)

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে একাধিক উৎপাদনকারী নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ক্রমান্বয়ে বর্ধিত আয়তনের কারবার স্থাপনে যত্নবান হয়। বিবিধ কারণ ও উদ্দেশ্যে ইহা করা হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ, উৎপাদন খরচা হ্রাসের অভিপ্রায় (Economy motive)। উৎপাদনের পরিধি বৃহত্তর হইলে অর্থাৎ একসঙ্গে বহু অধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিলে উৎপাদনের খরচা হ্রাস পায়। এইরূপে বৃহদায়তন উৎপাদনের দ্বারা যে সাশ্রয় হয় তাহার সুবিধা লাভের জন্য একাধিক উৎপাদনকারী নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে।

সাশ্রয়ের অভিপ্রায়

দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবার স্থাপনের অভিপ্রায় (Monopoly motive)। একই সামগ্রী উৎপাদনে বা বণ্টনে ব্যাপৃত একাধিক ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উৎপাদিত সামগ্রীর সমগ্র পরিমাণ, অন্ততঃ

অধিক পরিমাণ, নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তাহারা একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিতে পারে। এইরূপ একচেটিয়া কারবার স্থাপনের উদ্দেশ্য হইতে পারে অধিক পরিমাণে মুনাফা অর্জন, কারণ ভোগকারীগণ অন্য কোথাও হইতে ঐ সামগ্রী সংগ্রহ করিতে না পারিলে অধিক মূল্যে উহা কিনিতে বাধ্য হইবে। আবার নিছক আত্মরক্ষার জন্যও, অর্থাৎ কোন নবাগত প্রতিযোগীদের হাত হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, পারস্পারিক সহযোগিতার দ্বারা একচেটিয়া কারবার স্থাপনের অভিপ্রায় জাগিতে পারে।

একচেটিয়া কারবারের অভিপ্রায়

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায় (Power motive)। কারবার শুধু মুনাফা অর্জনেরই উপায় নহে, পার্থিব জগতে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও নেতৃত্ব প্রয়োগের ইহা অবকাশ প্রদান করে। ইহা প্রদান করে ক্রীড়ার উত্তেজনা এবং বস্তুতান্ত্রিক জগতে কিছু কৃতিত্ব অর্জনের তৃপ্তি, এমন কি শিল্পপতি বংশ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা শক্তিশালী কারবার স্থাপন করিয়া শিল্পপতিরা শক্তির অংশীদার হইবার জন্য লালায়িত হইতে পারে।

ক্ষমতালাভ

চতুর্থতঃ, আর্থিক অভিপ্রায় (Financial motive)। একাধিক কারবারের মধ্যে সংযোগ সাধনের নিছক কার্যটি হইতে কোন কোন ব্যক্তির আর্থিক লাভ ঘটিতে পারে; সেই কারণে ইহারা উৎপাদনকারীগণ যাহাতে সঙ্ঘবদ্ধ হয় তাহার জন্য চেষ্টিত থাকে। এই ব্যক্তিগণ হইল বাজারের অর্থ বিশেষজ্ঞ (Financiers)। এই অর্থ বিশেষজ্ঞগণ কখনও কখনও জনসাধারণের আশাবাদিতাকে কাজে লাগায় এবং তাহাদের সম্মুখে প্রলোভন তুলিয়া ধরে; শিল্প-সঙ্ঘবদ্ধতার সম্ভাবনা এইরূপ একটি শক্তিশালী প্রলোভন। "প্রকৃত যৌক্তিকতা না থাকিলেও শিল্প সংহতি সাধন হইতে যে ভূরি পরিমাণ মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে তাহার দ্বারা এইঅর্থবিশেষজ্ঞগণ এইরূপ সংহতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়"। ["Financiers trade on the optimism of the investing public and are always on the look-out for bait. There is no better bait than an amalgamation"— Cairncross]

আর্থিক লাভ

এই অভিপ্রায়গুলি কি সমাজ বিরোধী?

সংহতি সাধনের পিছনে যে সকল অভিপ্রায় ক্রিয়া করে তাহাদের কোন

কোনটি সমাজের পক্ষে হিতকর এবং কোন কোনটি সুনির্দিষ্টভাবেই সমাজ বিরোধী। ব্যয় সঙ্কোচের জন্য, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদনের জন্য, যখন শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃহত্তম আয়তন গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে অপর শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত একীভূত হয় তখন উহার দ্বারা সমাজ লাভবান হইয়া থাকে। কারণ এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পটির উৎপাদন খরচা কম হইবার দরুন উহার পক্ষে বাজারে ঐ সামগ্রীটি অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রয় করা সম্ভব হয়। ক্রেতা-সাধারণ কম দামের সুবিধা লাভ করে অথচ এই দাম হ্রাসের দ্বারা শিল্পটির লোকসান হয় না। কিন্তু একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন সমগ্র শিল্পটিতে একচেটিয়া কারবার স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সঙ্ঘবদ্ধ হয় তখন উহাতে সমাজের অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কারণ একচেটিয়া কারবার স্থাপনের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে প্রধানতম হইল বাজারকে যথাসম্ভব শোষণ করা—যথাসম্ভব দাম বৃদ্ধি করিয়া বাজার হইতে যথাসম্ভব অধিক অর্থ আদায় করিয়া লওয়া। সেই কারণে একচেটিয়া কারবার স্থানের অভিপ্রায় সাধারণতঃ সমাজ বিরোধী। কিন্তু এই অভিপ্রায় যে সর্বক্ষেত্রেই সমাজ-বিরোধী মনোবৃত্তির পরিচায়ক হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ প্রতিযোগিতা (বা উহার আশু সম্ভাবনা) দূরীভূত হইলে অনেক সময়ে সত্যকার ব্যয়-সঙ্কোচ করা সম্ভব হয় এবং শিল্পটি উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হইতে পারে। সমগ্র বাজারটির উপর যদি একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহা হইলে উহা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে; দামী উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি বসাইয়া উন্নত ধরণের পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে ব্যাপৃত হইতে পারে। অধিকন্তু প্রতিযোগিতা না থাকিলে নিশ্চিন্ত মনে গঠনমূলক বা প্রকৃত উন্নয়নমূলক কার্যে ব্যাপৃত হইতে পারা যায় ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অধিকন্তু যে সকল শিল্পের ওভারহেড খরচা খুব বেশী তাহারা যখন সীমাবদ্ধ বাজারের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে তখন দাম, উৎপাদন এবং মুনাফায় দ্রুতগতিতে পরিবর্তন ঘটে। প্রতিযোগিতার মধ্যে অবস্থিত শিল্পের ইহা ছাড়াও অনেক ঝুঁকি আছে,—যথা ছোট-খাটো প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি একবার কারবারে ঢুকিতেছে আবার কারবার হইতে বাহিরে

সাশ্রয় সাধনের অভিপ্রায় সমাজের উপকারী

একচেটিয়া অভিপ্রায়ের মধ্যে শোষণের ইচ্ছা

একচেটিয়া কারবারেরও উপকারিতা আছে

যাইতে বাধ্য হইতেছে এরূপ প্রায়ই ঘটিতে থাকিলে বাজারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং কারবারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। একচেটিয়া কারবার গঠিত হইলে এই সকল ঝুঁকি অপসারণের দ্বারা উহা সমাজের পক্ষে হিতকর হইয়া উঠে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায় সমাজের বিশেষ কোন উপকারে আসে না। বরং ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায় অর্থনৈতিক জীবনে আধিপত্য বিস্তারে সহায়তা করিয়া সমাজ বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, কারণ ক্ষমতার লোভ মানুষকে অসৎ উপায় অবলম্বনে যতটা প্রণোদিত করে অন্য কিছুই ততটা করে না। আর্থিক অভিপ্রায় দ্বারা সমাজের বিশেষ কোন উপকার হয় না, বরং উহার দ্বারা কৃত্রিম ভাবে শেয়ারের দাম চড়াইয়া জনগণকে প্রতারিত করিতে পারা যায়। অর্থ-বিশেষজ্ঞগণ কোন কারবারের সংহতি সাধনের দ্বারা কি সুফল পাওয়া যাইতে পারে তাহা ফলাও করিয়া প্রচারের দ্বারা ঐ কারবারের শেয়ারের দাম চড়াইয়া দেয় যে ক্ষেত্রে হয়তো ঐরূপ আশাবাদিতার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্প সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা ঠিক সমাজ হিতকর কার্য নহে।

ক্ষমতার অভিপ্রায় মহৎ উদ্দেশ্য নহে

শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পায় মাত্র

সঙ্ঘবদ্ধতার প্রকারভেদ—Different Kinds of Combination

উৎপাদনকারীদিগের সঙ্ঘবদ্ধতা বিভিন্ন আকার গ্রহণ করিতে পারে—অর্থাৎ বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই সঙ্ঘবদ্ধতা সৃষ্টি হইতে পারে। কোন কোন প্রকার সঙ্ঘবদ্ধতা একটু শিথিল ধরণের, আবার কোন কোন প্রকার সঙ্ঘবদ্ধতা পরিপূর্ণ সংহতি হইয়া দাঁড়ায়। সঙ্ঘবদ্ধতার বিভিন্নরূপ হইল দামচুক্তি, বাজার বখরা, শিল্প সংগ্রাহক, কার্টেল এবং ট্রাস্ট।

(১) দাম চুক্তি—(Price Agreement)—পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা যাহাতে সামগ্রীর বাজার দাম হ্রাস না পায় সেই উদ্দেশ্যে একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে পারে। এই ঐক্য স্থাপনের দ্বারা আর কিছুই করা হয় না, শুধুমাত্র সামগ্রীর দাম নির্ধারিত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ একই সামগ্রী উৎপাদন করে এইরূপ একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ঐ সামগ্রীটি কি দামে বিক্রয় করা হইবে তাহা নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়া লয়; উহার কম দামে সামগ্রীটি বিক্রয় হয় না।

দাম স্থির করা

(২) **বাজার বখ্‌রা**—(Sharing the market)—একই কারবারে লিপ্ত একাধিক প্রতিষ্ঠান একই বাজারে প্রতিযোগিতা করিয়া সকলেরই স্বার্থের হানি যাহাতে না ঘটায় সেই উদ্দেশ্যে তাহারা নিজদিগের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে। এই চুক্তির দ্বারা সামগ্রীটির সমগ্র বাজারকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় এবং এইরূপ এক একটি অঞ্চলে কারবার চালাইবার একচ্ছত্র অধিকার এক একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়। জাহাজী কোম্পানীগুলি এইরূপভাবে বিভিন্ন পথ অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দর নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লয়।

বাজার ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লওয়া

(৩) **শিল্প সংগ্রাহক**—(Industrial pool)—অনেক সময়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার দ্বারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি অতিরিক্ত উৎপাদন করিয়া ফেলে। এইরূপ অতিরিক্ত উৎপাদনের দ্বারা সামগ্রীর দাম হ্রাস পায় এবং শেষকালে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইরূপ সম্ভাবনা পরিহারের জন্য একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান এরূপ একটি সঙ্ঘ গঠন করিতে পারে যাহার মাধ্যমে তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত করা থাকিবে। কোন্ প্রতিষ্ঠানটি কতখানি উৎপাদন করিবে তাহা স্থির করিয়া লওয়া হয়। উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত করিবার দরুন অধিক উৎপাদনের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। সেক্ষেত্রে দাম স্থির রাখা সম্ভব ও সহজ হয়।

উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ

(৪) **কার্টেল** (Cartel)—বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এরূপ একটি সংগঠন সৃষ্টি করিতে পারে যাহা নিছক দাম নির্ধারণই করে না, পরন্তু উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের একচ্ছত্র অধিকার ইহারই থাকে। "কার্টেল বলিতে মূলতঃ বুঝায় স্বাধীন উৎপাদনকারীদের পক্ষ হইতে কার্য করিতেছে এইরূপ একচেটিয়া অধিকার ভোগকারী বিক্রয় প্রতিষ্ঠান।" অর্থাৎ কার্টেল হইল উহার সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির একটি অভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্র। সামগ্রীর ক্রেতাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বরাত (order) এই বিক্রয় প্রতিষ্ঠান (selling agency) উহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। সামগ্রীটির বিক্রয় এই বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানের (selling agency) মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলিয়া সামগ্রীটির দাম নির্ধারণও ইহার দ্বারা হইয়া

অভিন্ন বিক্রয় প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন বণ্টন ও দাম নির্ধারণ

থাকে। এইরূপ একক বিক্রয় বন্দোবস্তের দ্বারা যে লাভ লোকসান হয় তাহা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টিত হয়। তবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারবারগুলির উপর এই অভিন্ন বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানের কোন-নিয়ন্ত্রণ থাকে না; কার্টেল প্রতিষ্ঠার দ্বারা উৎপাদন ও বিক্রয় এইদুইটির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিধান করা হয়।

(৫) ট্রাষ্ট (Trust)—ট্রাস্ট হইল বিভিন্ন কোম্পানীর সংহতির দ্বারা সৃষ্ট একটি বৃহদাকারপ্রতিষ্ঠান। যখন ট্রাস্ট্ গঠিত হয় তখন যেপ্রতিষ্ঠানগুলির একত্রীকরণে ইহা গঠিত হয় সেই প্রতিষ্ঠানগুলির সঠিক স্বাতন্ত্র্য আর থাকে না। ট্রাস্ট একটি মাত্র কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার এই নূতন কোম্পানী বা ট্রাস্টের উপর অর্পিত হয়। সংযুক্ত কোম্পানীগুলির সকল শেয়ার ট্রাস্ট্ গ্রহণ করে এবং উহাদের পরিবর্তে নূতন শেয়ার ছাড়িয়া থাকে। যে পৃথক কোম্পানীগুলির সংযোগে ট্রাস্ট্ গঠিত হয় উহাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারা যায় বটে কিন্তু উহা সম্পূর্ণভাবে ট্রাস্টের ইচ্ছাধীন। ট্রাস্ট ইচ্ছা করিলে কোনও প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ রাখিয়া অপর প্রতিষ্ঠানকে চালাইতে পারে অথবা একটি কোম্পানীর যন্ত্রপাতি অপর কোম্পানিতে লইয়া যাইতে পারে। মোট কথা ট্রাষ্ট্ হইল সংযুক্ত সকল কোম্পানীগুলির একমাত্র মালিক ও নিয়ামক।

বিভিন্নশিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ একীকরণ

কার্টেল ও ট্রাষ্টের গুণাগুণ—Merits and Defects of Cartels and Trusts

কার্টেলের গুণঃ (১) একাধিক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিবার একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করায় কার্টেল অধিককাল স্থায়ী হয়। পণ্যের নিছক ন্যূনতম মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিবার জন্য যে সকল সঙ্ঘ গঠিত হয় সেগুলি যে অধিককাল স্থায়ী হয় না, তাহা প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু কার্টেল শুধু মূল্য নির্ধারণেরই নহে, বিক্রয় করিবারও অধিকারী; এই ধরণের সঙ্ঘবদ্ধতা কিছু বেশী দিন টিকিয়া থাকে।

অধিকতর স্থায়ী

(২) একটি কার্টেল গঠন ট্রাস্টের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়সাপেক্ষ; বিভিন্ন প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে কার্টেলের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করিবার ব্যয় নগণ্য। ইহা অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেও গঠন করা যায়।

কম ব্যয়

(৩) কার্টেল গঠিত হইলে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা বা পুঁজি স্থানচ্যুত হয় না; আগেকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সবগুলিই থাকিয়া যায়। সুতরাং নূতনভাবে বা নূতন আকারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটে না এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্রয় করিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না।

নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীর সৃষ্টি হয় না

(৪) কার্টেলের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতা বাদ দেওয়া হয় না। সুতরাং একই শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে। এইপ্রতিযোগিতায় নূতন উৎপাদন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইতে পারে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস হইতে পারে।

কিছুটা প্রতিযোগিতার সুফলও পাওয়া যায়

কার্টেলের দোষ: (১) কার্টেলের মধ্যে সম্পূর্ণ অ-পক্ষপাতভাবে কার্য করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না। অধিক ক্ষমতাশালী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ইহাতে আধিপত্য করিতে পারে, সেক্ষেত্রে কার্টেল ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

পক্ষপাতিত্ব

(২) এই সম্ভাবনা আর এক দিক হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়; এই বিষয়টি হইল আইনগত বাধা। অধিকাংশ দেশে কার্টেল গঠন আইন বিরুদ্ধ, সুতরাং কার্টেল গঠনের চুক্তি বলবৎ করা কঠিন।

আইনের বাধা

(৩) ট্রাস্টের তুলনায় কার্টেলের পক্ষে অধিক পুঁজি সংগ্রহ করা কষ্ট-কর—অথচ শিল্প সম্প্রসারণের জন্য অধিক পুঁজি বিনিয়োগ করা অনেক সময়েই প্রয়োজন হইতে পারে।

পুঁজি সংগ্রহ

ট্রাস্টের গুণ: (১) ট্রাস্ট হইল পরিপূর্ণ সংহতি; যেখানে বৃহদায়তন উৎপাদনের বিভিন্ন সুবিধা পাইবার আশা থাকে সেখানে ট্রাস্ট্ অধিকতর উপকারী হয়। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে কোন একটি কারবারকে যদি বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাইতে হয় তাহা হইলে প্রয়োজন হইল যে উহার অভ্যন্তরীণ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে কোন ব্যাপারেই নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিবার পরিপূর্ণ অবকাশ থাকিতে হইবে; ট্রাস্টের মধ্যে এইরূপ পরিপূর্ণ অবকাশ পাওয়া যায়।

বৃহদায়তনের সুবিধা

(২) যেক্ষেত্রে উৎপাদনকারীদের স্বার্থে বিশেষ ব্যবধান থাকে সেক্ষেত্রে

প্রতিষ্ঠানটির যে মুনাফা গ্রহণের সুযোগ ইহা দিতেছিল তাহা ইহা নিজের কাছেই রাখিয়া দিতে সক্ষম হয়। নির্দিষ্ট ভাবে বলিতে গেলে, অপর কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ উহা ক্রয় করিয়া লইয়া) সংযুক্ত প্রক্রিয়ার সুবিধা (Economy of linked process) অথবা সহায়ক কার্য গ্রহণের সুবিধা (Economy of auxiliary service) ইহা পাইতে পারে।

(২) উর্দ্ধাধ সংহতি দ্বারা বিশেষ ধরনের ঝুঁকির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারা যায়। কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন কাঁচামাল (Raw material) সরবরাহে যদি অনিশ্চয়তা থাকে, তাহা হইলে ঐ কাঁচামাল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রয় করিয়া লইলে অনেক অনিশ্চয়তার হাত হইতে উহা পরিত্রাণ পায়।

অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

(৩) একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজ সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অপর কোন প্রতিষ্ঠানের সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে। কিন্তু ঐ অপর শিল্প প্রতিষ্ঠানটি হয়তো উৎকৃষ্ট সামগ্রী সরবরাহ করিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠানটি তাহার নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিজেই উৎপাদন করিলে নিজের উৎকৃষ্ট সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারিবে।*

উৎকৃষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ সম্ভব

অসুবিধা : (১) বৃহৎ উৎপাদনকারীগণ যদি নিজেদের প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী নিজেরাই উৎপাদন করে বা প্রয়োজনীয় সকল কার্য নিজেরাই সম্পাদন করে তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়তনের উৎপাদনকারীগণ টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। যাহারা অপর শিল্পের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে উর্দ্ধাধ সংহতি বিশেষ অসুবিধাজনক।

ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে বিপদজনক

(২) উর্দ্ধাধ সংহতি হইতে এরূপ বিরাট একচেটিয়া কারবার স্থাপিত

---

*"Integration enables the conflicting interests of the various stages of production to be reconciled, each firm's special knowledge, and the profits which result from its use, can be pooled in the combine and new processes of common advantage can be introduced."—Cairncross.

হইতে পারে যাহাতে জনসাধারণ অধিক দামে সামগ্রী ক্রয়ে বাধ্য হইবে।

ক্রেতাদিগকে শোষণ

কারণ যে সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ ঊর্দ্ধাধ সংহতি করা সঙ্গতিতে কুলাইবে না তাহারা প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া ঐ শিল্প হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে।

অনুভূমিক সংহতি (Horizontal Combination)—যখন একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান একই সামগ্রা উৎপাদনকারী অপর কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ক্রয় করিয়া লয় অথবা উভয়ে সম্মিলিত হইয়া যায়, তখন উহাকে বলা হয় অনুভূমিক সংহতি ; যথা দুইটি ইস্পাত উৎপাদনকারী কোম্পানী পরস্পরের মধ্যে সংযুক্ত হইতে পারে। অনুভূমিক সংহতির দ্বারা কোন কারবারের প্রকৃতিতে পরিবর্তন হয় না—পরিবর্তন হয় আয়তনে মাত্র। একটি ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়া কোন কোম্পানী ঐ ক্ষেত্রেই বিস্তার লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলে অনুভূমিক সংহতির জন্য সচেষ্ট হয়।

একই ধরণের শিল্পের একীকরণ

সুবিধা ঃ (১) অনুভূমিক সংহতির দ্বারা বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যায়। একই সঙ্গে অধিক সামগ্রী উৎপাদন করিলে প্রতিটি সামগ্রী অপেক্ষাকৃত অল্প খরচায় উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

বৃহদায়তন

(২) অনুভূমিক সংহতির দ্বারা শিল্প পরিচালনায় সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা শিল্প পরিচালিত হইতে পারে। সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অভিজ্ঞতা একত্রিত ভাবে কার্যকরী হয়।

একত্রিত প্রতিভা

অসুবিধা ঃ (১) কোন একটি শিল্পের ক্ষেত্রে নিছক অনুভূমিক সংহতির দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচামাল পাইবার অসুবিধা হইতে পারে, কারণ এক্ষণে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইবে এবং কাঁচামালে টান পড়িবে।

কাঁচামাল

(২) অনুভূমিক সংহতির বৃদ্ধি ঘটিলে অতি-উৎপাদন (over-production) ঘটিতে পারে এবং বাণিজ্য-সঙ্কট (crisis) উপস্থিত হইতে পারে।

অতি উৎপাদন

(৩) ইহার দ্বারা অল্প আয়তন উৎপাদনকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহারা ক্রমশঃই অনুভূমিক পদ্ধতির দ্বারা যুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ছোট শিল্পের অসুবিধা

সঙ্ঘবদ্ধতা বজায় রাখিবার প্রতিবন্ধ—Difficulties of Maintaining Combinations

একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইয়া যে একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করে উহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যখন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ একীভূত না হইয়া নিছক একচেটিয়া অধিকার ভোগের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব রাখিয়াও পরস্পরের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হয় মাত্র, তখন এই একচেটিয়া সঙ্ঘবদ্ধতা বজায় রাখিবার (Monoplisitic combination) পথে নানা প্রতিবন্ধ সৃষ্টি হয়। মোটামুটি এই প্রতিবন্ধ দুই প্রকারের—অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক।

অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধ ((**Internal difficulty**)—যতই দিন যায় ততই ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির আনুগত্য বজায় রাখা দুরূহ হইয়া উঠে। অতীতে যে কোম্পানী মোট উৎপাদনের অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিত, উহা ভবিষ্যতেও তাহাই করিতে চাহিবে। যে কোম্পানী বৃদ্ধিকামী, উহা অতীতে অধিক উৎপাদন করিয়া থাকুক বা নাই থাকুক, বর্তমানে মোট উৎপাদন বা বিক্রয়ের অধিক অংশ গ্রহণ করিতে চাহিবে। যাহাদের অধিক স্থায়ী পুঁজি ছিল কিন্তু পূর্বে তদনুপাতে অধিক উৎপাদন করিতে পারে নাই—সুদিনের সময়ে উৎপাদনের অধিক অংশ তাহারা দাবী করিতে থাকিবে। কোন কোম্পানী হয়তো দেখিতে পাইবে যে জনসাধারণ ঠিক তাহারই বিশেষ সামগ্রী দাবী করিতেছে কিন্তু তাহার নির্ধারিত পরিমাণ (quota) অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণের বরাত (order) অন্য কোম্পানীকে সরবরাহের জন্য বলা হইতেছে। ইহাতে প্রথম কোম্পানীটির গাত্রদাহ হওয়া স্বাভাবিক।

১। আনুগত্য বজায় রাখা দুরূহ

উপরন্তু, সঙ্ঘবদ্ধতার পরেও উন্নতধরণের উৎপাদন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্য, উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষত্বশীল জ্ঞান প্রয়োগের প্রচেষ্টা, ক্রমাগতই করা হইয়া থাকে। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষত্বশীল জ্ঞানের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা উন্নতি করিয়াছে, কোন না কোন সময়ে সে মনে করিবেই যে সঙ্ঘের বাহিরে যাইয়া কম দামে সামগ্রী বিক্রয় করাই তাহার পক্ষে অধিকতর লাভজনক। কখনও কখনও সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইলে উৎপাদন হ্রাস করিতে হয় এবং উহার দ্বারা অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা (unused capacity) থাকিয়া যায়।

২। বিশেষত্বশীল জ্ঞান প্রয়োগ

এইরূপ অবস্থা কোন বিশেষ কোম্পানীর মধ্যে সঙ্ঘের বাহিরে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা স্বভাবতঃই জাগরূক হইতে পারে ; অব্যবহৃত ক্ষমতা পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করিয়া অধিক সামগ্রী অল্প দামে বিক্রয় করিয়াও লাভবান হইবে বলিয়া সে মনে করিতে পারে। এই ধরণের সঙ্ঘ এই ভাবেই অপেক্ষাকৃত কমসময়ের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং নূতন করিয়া "কোটা" স্থির করিয়া (অর্থাৎ কোন্ কোম্পানী কতখানি উৎপাদন করিবে) উহার পুনর্গঠন প্রয়োজন হয়।

অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের ইচ্ছা

বাহ্যিক প্রতিবন্ধ (External difficulty)—যে সকল কোম্পানী সঙ্ঘবদ্ধতায় যোগদান না করিয়া উহার বাহিরে অবস্থান করে তাহাদের বিরোধিতা সঙ্ঘবদ্ধতার প্রতিবন্ধকরূপে ক্রিয়া করে। সঙ্ঘটি উৎপাদন সঙ্কোচ করিয়া একচেটিয়া দাম বজায় রাখে, কিন্তু সঙ্ঘের বাহিরের কোন কোম্পানী উৎপাদন সঙ্কোচ না করিয়া ঐ একচেটিয়া দামের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং এইরূপ বাহিরের কোম্পানী যথাসাধ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া যায় এবং ইহারা উৎপাদন যত বৃদ্ধি করিতে থাকে সঙ্ঘ তাহার উৎপাদন ততই হ্রাস করিতে বাধ্য হয়, কারণ উৎপাদন হ্রাস না করিলে উচ্চহারে দাম বজায় রাখা সঙ্ঘের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু এই চাপ বহন করা অধিক দিন সম্ভব হয় না এবং সঙ্ঘের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

সঙ্ঘের বাইরের প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা

একচেটিয়া মূলক সঙ্ঘবদ্ধতার শর্ত—Conditions of Monopolistic Combination

একমাত্র কতিপয় বিশেষ অবস্থার মধ্যেই (সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা) একচেটিয়া কারবার স্থাপন করা যাইতে পারে। **প্রথমতঃ**, একচেটিয়া সংহতি হইল পূর্বে স্বাধীনভাবে উৎপাদন করিত এইরূপ একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘবদ্ধতা। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধতা তখনই গঠিত হইতে পারে যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আয়তনে কিছুটা সমতা থাকে। দু-একটি প্রতিষ্ঠান যদি বৃহদাকার হয় এবং অপর দু-একটি প্রতিষ্ঠান যদি ক্ষুদ্র আয়তনের হয় তাহা হইলে প্রথম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সংযুক্ত না হইয়া উহাকে ঘোরতর প্রতিযোগিতার দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা

সমান আয়তনের প্রতিষ্ঠান হইতে হইবে

ভোগের দ্বারা বৃহৎ কোম্পানীগুলি ক্ষুদ্র কোম্পানীগুলি অপেক্ষা কম দামে সামগ্রী বিক্রয় করিতে পারিবে এবং অবশেষে উহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে। ইহাতে অবশেষে একচেটিয়া কারবার স্থাপিত হইতে পারে কিন্তু উহা হইবে সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা নহে, প্রতিযোগিতার দ্বারা। সুতরাং সংহতির মাধ্যমে একচেটিয়া কারবার স্থাপন হইতে পারে শুধু মাত্র তখন যখন সমান ক্ষমতা সম্পন্ন কতিপয় প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সম্মুখীন হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শুধু আয়তনে বা ক্ষমতাতেই সমতা নহে, উহাদের উৎপাদিত সামগ্রীতেও সমতা থাকিতে হইবে, অন্যথায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কোন অভিন্ন সঙ্ঘে যোগদান করিবার প্রয়োজন বা অনুপ্রেরণা বোধ করিবে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত সামগ্রীতে যদি পার্থক্য থাকে এবং এই পার্থক্যের দরুন এক একটি সামগ্রীর এক এক প্রকারের বাজার থাকে (চেম্বারলীন্ ইহাকে পণ্যপার্থক্য, Product differentiation, বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন), তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি সংহতি দ্বারা একটি অভিন্ন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া কোনরূপ লাভবান হইবে না। লাভবান না হইবার কারণ হইল যে পূর্ব হইতেই তাহাদের বিশেষত্বশীল বাজার (sepcialised market) রহিয়াছে। সংহতি সাধনের দ্বারা বিশেষত্বশীল বাজারকে একটি সাধারণ বিশেষত্বহীন সামগ্রীর দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার প্রচেষ্টা উহাদের কাহারও পক্ষেই লাভজনক হইবে না।

একই সামগ্রীর উৎপাদক প্রতিষ্ঠান

তৃতীয়তঃ, সংহতিতে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যায় অল্প হইলে তবেই সংহতি গঠন করা সম্ভব হয়। যেখানে সংখ্যা হয় অধিক সেখানে নিয়ন্ত্রণ হয় কষ্টসাধ্য এবং বন্ধন হয় শিথিল। অনেক বেশী কোম্পানী থাকিলে উহাদের সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন অনুভব করা এবং সঙ্ঘবদ্ধতা ঘটানো কষ্টকর।

সংখ্যায় অল্প হইতে হইবে

চতুর্থতঃ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির নৈকট্য (nearness) উহাদের সংহতিতে সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যদি বিচ্ছিন্নভাবে বহুদূরবর্তী স্থানে অবস্থান করে তাহা হইলে উহাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা গঠন করা সহজ হয় না। পরস্পরের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত হইলে সংহতি গঠনের

নিকট অবস্থিতি প্রয়োজন

আলোচনা সুরু করা এবং ঐ আলোচনার সাফল্যজনক সমাপ্তি ঘটানো সম্ভব হয়।

পঞ্চমতঃ, কোন একটি সামগ্রীর প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল যদি এইরূপ হয় যে তাহার সমগ্র পরিমাণের উপর একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করা অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে একচেটিয়া মূলক সংহতি গঠন করা সম্ভব হয়।

কাঁচামালের উপর নিয়ন্ত্রণ

ষষ্ঠতঃ সরকারী সমর্থন পাইলে বা আইনগত অনুমোদন লাভ করিলেও একচেটিয়া সংহতি গঠন করা সম্ভব হইতে পারে। সাধারণতঃ সমাজের হিতের জন্য সব থেকে দক্ষতার সহিত এবং কম ব্যয়ে যাহাতে উৎপাদন সম্ভব হয় তাহার জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের প্রয়োজন হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে সরকার বা আইনপরিষদ উহাদের একীকরণের দ্বারা যাহাতে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে তাহার জন্য উৎসাহ দিতে পারেন।

সরকারী সমর্থন

একচেটিয়া কারবারের গুণাগুণ—Merits and Demerits of Monopoly

একচেটিয়া কারবার নানাভাবেই সাধারণ ব্যক্তির ও সমাজের অপকার করিয়া থাকে, কারণ এইরূপ কারবারের প্রধান উদ্দেশ্যই হয় যেমন করিয়াই হউক কারবারীর নিজের লাভের অঙ্ক বাড়াইয়া লওয়া। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার সমাজের উপকার করিতেও পারে এবং সমগ্র সমাজের স্বার্থে সেই কারণে একচেটিয়া কারবার গঠন করিয়া দিবার প্রয়োজন হয়।

একচেটিয়া কারবারের দোষগুলি নিম্নরূপ :—

(১) একচেটিয়া কারবারের দ্বারা সমাজের মধ্যে ধনবণ্টনের অসাম্য বর্ধিত হয়। ক্রমশঃই বৃহদায়তনের উৎপাদনকারীগণ বাজার দখল করিয়া লয় এবং স্বাধীন বা অল্লায়তনের উৎপাদনকারীগণ কারবার পরিচালনায় অক্ষম হইয়া বিদায় গ্রহণ করে। অল্প কয়েকজন ব্যক্তির হাতে অর্থ কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে এবং অন্যান্য সকলে নিছক শ্রমিকের স্তরে নামিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

ধনবণ্টনের অসাম্য

(২) একচেটিয়া কারবারের মধ্যে নূতন উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি স্থাপন করা

বাধা পায়। সমগ্র সমাজের দিক হইতে ইহা ক্ষতিকর। কোন একচেটিয়া কারবারী পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নূতন উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি কেবলমাত্র তখনই স্থাপন করিবে যখন নূতন যন্ত্র ক্রয়ের খরচা, উহার ক্রয়ের জন্য গৃহীত পুঁজির সুদ এবং উহা চালাইবার খরচা এই তিনটি মিলিয়া যে যন্ত্রপাতি রহিয়াছে উহা চালাইবার খরচা (cost of working) অপেক্ষা কম হইবে। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে সে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবে না এবং উৎকৃষ্ট উৎপাদনও হইবে না। একচেটিয়া কারবার যদি না থাকিত তাহা হইলে হয়তো নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া ঐ শিল্পে যোগদান করিতে পারিত। কারণ পুরাতন যন্ত্রপাতি অকেজো হইয়া পড়িবে ইহা বিবেচনা করা নূতন শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন হয় না।

যান্ত্রিক উন্নতির সহিত তাল রাখা হয় না

(৩) একচেটিয়া কারবারে বিভিন্ন উপায়ে উৎপাদনের পরিমাণ কৃত্রিম ভাবে কম করিয়া রাখা হয়; উৎপাদন কম করিয়া রাখিবার দুএকটি পদ্ধতি আছে যেগুলি, সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, বিশেষ আপত্তিজনক। একচেটিয়া কারবারী উৎপাদনক্ষম উপাদানের (productive resources) বিনিয়োগ বর্ধিত করে না আবার অপর কাহারও শিল্পোদ্যোগ ঐ কারবারে প্রবেশ করিতে পারে না; তখন সমাজ হয় ক্ষতিগ্রস্ত। কখন কখন একচেটিয়া কারবারী নিজের যেটুকু উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি আছে তাহার সবটুকুর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে না; আবার কখন এরূপও হয় যে সামগ্রী উৎপাদিত হইবার পর দাম যাহাতে কমিয়া না যায় সে উদ্দেশ্যে মোট উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়।

কৃত্রিম ভাবে উৎপাদন কম

(৪) একচেটিয়া কারবার ভোগকারীর সার্বভৌমত্ব (Sovereignty of the consumer) ব্যাহত করে; জনসমষ্টির পছন্দমত সামগ্রী উৎপাদন এবং বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উৎপাদক উপাদানগুলির (Factors of production) যথাযথ বণ্টন ব্যাহত হয়।*

ক্রেতার পছন্দ গ্রাহ্য করা হয় না

* (Monopolistic restrictions of output must mean that the assortment of goods and services produced is not the assortment which consumers want most. The barriers of monopoly prevent available factors of production from being distributed among different uses in complete accordance with the preference of consumers". Benham).

প্রথমত: বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একচেটিয়া কারবারকে যে যুক্তিতে সমর্থন করা যায় সেগুলি হইল নিম্নরূপ :

বৃহৎ শিল্প বৃহদায়তন উৎপাদনের (Large scale production) যে সুবিধাগুলি ভোগ করিতে পারে একচেটিয়া কারবারী (Monopolist) বা একচেটিয়ামূলক সংহতি (Monopolistic combination) সেই সুবিধাগুলি আরও অধিক পরিমাণে লাভ করিতে সক্ষম হয়; ঊর্ধ্বাধ সংহতিতে (Vertical combination) ইহা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করা হয়।

১। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা

দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারের মধ্যে নূতন উদ্ভাবন যে প্রয়োগ করা হয় না তাহা সকল ক্ষেত্রে সত্য নহে। বরং একচেটিয়া কারবারী নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি স্থাপনে এবং নব উদ্ভাবিত উৎপাদন কৌশল অবলম্বনে অধিকতর আগ্রহশীল হইবে এমনও হইতে পারে; কারণ একচেটিয়া কারবারী জানে যে নূতন যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিলে তাহার প্রাথমিক ব্যয় খুব বেশী হইবে কিন্তু পরে তাহার উৎপাদন খরচা অনেক কমিয়া যাইবে। উৎপাদন খরচা কমিয়া গেলেও একচেটিয়া শক্তির প্রয়োগে কৃত্রিম ভাবে চড়া দর বজায় রাখা তাহার পক্ষে সহজ সাধ্য। নূতন পদ্ধতির সুফল লাভে অপর কেহ অংশ গ্রহণ করিবে না, বরং উহার দ্বারা উৎপাদন খরচা কমাইতে পারিলে তাহার একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা অধিকতর সম্ভব হইবে,—এই চেতনা একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে (একক ব্যবসায়ী হউক বা সঙ্ঘবদ্ধতাই হউক) নূতন নূতন পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করিতে পারে। যেক্ষেত্রে এইরূপ ঘটে সেক্ষেত্রে সমাজ কোন না কোন সময়ে ব্যয়সঙ্কোচমূলক এবং দক্ষ উৎপাদনের (Economical and efficient production) সুবিধা লাভ করিতে পারে।

২। উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়া অবলম্বনে উৎসাহ

তৃতীয়তঃ, কতিপয় শিল্প আছে যেগুলির ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের অধিকার না থাকিলে শিল্পটির যথাযথ সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না। যথা, কেহ যদি নূতন সামগ্রী আবিষ্কার করে কিন্তু ঐ সামগ্রী উৎপাদনের অধিকার যে-কেহই প্রয়োগ করিতে পারে এরূপ হয়, তাহা হইলে উহা আবিষ্কারের জন্য কোনরূপ উৎসাহ আসিবে না; ঐ শিল্প গড়িয়া উঠিবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে

এরূপ ঘটিতে পারে যে কোন একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদন করিতে হইলে প্রথমেই অত্যধিক ব্যয়-সাপেক্ষ এবং বিশেষত্বশীল পুঁজি-সামগ্রী স্থাপন প্রয়োজন হয়। বিশেষত্বশীল পুঁজি সামগ্রী (Specialised capital) বলিতে বুঝি এরূপ পুঁজি-সামগ্রী যাহা শুধুমাত্র একটি বিশেষ সামগ্রীই উৎপাদন করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের সুযোগ না পাইলে কোন একটি প্রতিষ্ঠান (এমন কি সংযুক্তভাবে একাধিক প্রতিষ্ঠানও) অর্থ বিনিয়োগ করিতে অগ্রসর হইতে পারে না। রেলপথ হইল এইরূপ একটি শিল্প; ইহার প্রাথমিক বিনিয়োগ করিতে হয় অতি বিশেষত্বশীল পুঁজি সামগ্রীতে, যথা ইস্পাতের রেলের উপর দিয়া শুধুই ট্রেনই চলিবে, মোটর যান চলিতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব বেশী লাভের আশা না থাকিলে ঐ শিল্পে অর্থ বিনিয়োগে কেহই অগ্রসর হইবে না।*

৩। একচেটিয়া অধিকার থাকিলে তবেই শিল্পে সম্প্রসারণ হইবে

জনসাধারণের স্বার্থে সরকারী হস্তক্ষেপ—Government Intervention in Public interest

সাধারণতঃ প্রতিযোগিতার মধ্যে বহু লোক একই সামগ্রী বেচিতে চাহে বলিয়া উহার দাম কমতির দিকে যায় কিন্তু একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে ইহা ঘটে না। সাধারণতঃ কোন দ্রব্যের একচেটিয়া কারবার থাকিলে উহার উপর একছত্র নিয়ন্ত্রণ জনসাধারণের স্বার্থের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতে পারে। সেইজন্য জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারের দ্বারা একচেটিয়া কারবারে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ একাধিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ হইতে পারে।

*"একটি মাত্র কারখানা হইতে সমগ্র বাজার সরবরাহ করিবার সুবিধা এত অধিক হইতে পারে যাহাতে একচেটিয়া কারবার গড়িয়া উঠা অপরিহার্য হয়। জনস্বার্থ সম্পর্কিত শিল্পগুলি (Public utilities) "এইরূপ প্রকৃতির বলিয়া অনেক সময়ে দাবী করা হয় এবং ইহাদের ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠান, যদি ধরা যাউক একটি জেলার গ্যাস্ সরবরাহ করিবার জন্য, প্রতিযোগিতা করে তাহা হইলে অত্যধিক যন্ত্রপাতি এবং পাইপের দরুন অপচয় হইবে এবং অচিরেই ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইবে অথবা উহাদের মধ্যে একটি অপরগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে বা বিতাড়িত করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিযোগী শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে দামে সামগ্রী সরবরাহ করিতে পারিত একচেটিয়াকারবার হয়তো তাহা অপেক্ষা কম দামেই উহা সরবরাহ করিতে পারিবে।"—(বেনহাম)

(১) সংহতি বিরোধী আইন প্রণয়নের দ্বারা একচেটিয়া কারবারে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৮৯০ সালের ট্রাস্ট বিরোধী আইন এইরূপ পর্যায়ের। অবশ্য একচেটিয়া কারবার গঠনে যতগুলি কারণ ক্রিয়া করে সংহতি-বিরোধী আইন প্রণয়নের দ্বারা তাহাদের সবগুলি অপসারিত করা যে বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সংহতি বিরোধী আইন

(২) সামগ্রীটি সম্পর্কে শিক্ষা বা জ্ঞান বিস্তারের দ্বারা সরকার একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। এই জ্ঞান বিস্তারের ব্যবস্থা দুই প্রকারের হইতে পারে; (ক) সামগ্রীটির আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহারা ভোগকারীদিগকে অধিকতর তথ্য সরবরাহ করিতে পারেন এবং (খ) উৎপাদক উপাদানগুলির মালিকদিগকে, বিশেষ করিয়া শ্রমিকদিগকে বিভিন্ন কারবারে নিয়োগের পারিশ্রমিক সম্পর্কে অধিকতর তথ্য প্রদান করিত পারেন।

শিল্প শিক্ষা বিস্তার

(৩) যথাযথ করধার্য করিয়া এবং অর্থ-সাহায্য দিয়া একচেটিয়া কারবারের কুফল দূরীভূত করা যায়। "তত্ত্বের দিক হইতে সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা কর ধার্য এবং অর্থ সাহায্য প্রদান একচেটিয়া কারবারের অপচয় দূরীভূত করিবার একটি পরিপূর্ণ উপায়।" ["The use of taxes and subsidies by a public body is theoretically a complete method of removing the wastes of monopoly"—J. E. Meade.)

করধার্য ও অর্থসাহায্য

(৪) যে সকল একচেটিয়া কারবার সমাজের পক্ষে অপরিহার্য—জনসাধারণের স্বার্থের জন্য বিশেষ কারণে যে ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার থাকা প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী যাহাতে উহার সুযোগে জনসাধারণের উপর অবিচার করিতে অগ্রসর না হয়, সরকার সেই উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। সামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণ এইরূপ ব্যবস্থাসমূহের অন্যতম। সামগ্রীর দাম যদি সাফল্যের সহিত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায় তাহা হইলে একচেটিয়া হইলেও কোন কারবার একচেটিয়া হইবার দরুন সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে যদি সরকার ঐরূপ কারবারে সর্বোচ্চ মুনাফার হার নির্ধারিত করিয়া দেন, এই নির্ধারিত মুনাফার হার অতিক্রান্ত

দাম নিয়ন্ত্রণ

হইলে অতিরিক্ত মুনাফা তাঁহারা বাজেয়াপ্ত করিবেন অথবা অত্যধিক হারে করধার্য করিবেন এইরূপ নিয়ম রচনা করেন।

মুনাফা নিয়ন্ত্রণ

জনস্বার্থ সম্পর্কিত এইরূপ কারবার সরকার স্বয়ং স্থাপন করিতেও পারেন এবং উহা নিজেরা পরিচালনা করিতে পারেন অথবা তাঁহাদের তদারকীর মধ্যে অপর কোন কোম্পানীকে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা দিতে পারেন। সরকার এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোনও বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন কোম্পানী একচেটিয়া কারবার চালাইতে পারিবে কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে সরকার ঐ কারবারটি কিনিয়া নিতে পারিবেন। কোম্পানী যদি অন্যায়ভাবে কার্য পরিচালনা করে তাহা হইলে সরকার নির্দিষ্ট সময়ের শেষে ঐ কারবার কিনিয়া লইবেন।

সরকারী কারবার স্থাপন

Questions and Hints

1. Examine the merits and demerits of the following forms of business units : (a) Individual proprietorship, (b) Partnership and (c) Corporation or joint stock company. [পৃষ্ঠা ১৭০-৭১ ; পৃষ্ঠা ১৭২-৭৩ ; পৃষ্ঠা ১৭৫-৭৭]

2. What are the different kinds of shares issued by joint stock companies ? In what respects is a joint stock company superior to a partnership ? (Cal. 2-year : 1962)

[পৃষ্ঠা ১৭৯-৮০ ; ১৭৫]

3. Discuss the merits and drawbacks of joint stock companies as a from of business organisation. (Cal 2-year : 1964) [পৃষ্ঠা ১৭৫-৭৭]

4. Consider how far the co-operative form of business organisation is an improvement upon the joint stock type. [পৃষ্ঠা ১৮২-৮৩]

5. Analyse the reasons why risk of business is reduced in the joint stock company. [পৃষ্ঠা ১৭৭-৭৮]

6. Discuss the different methods for managing state enterprises. Which method do you think to be the best ? [পৃষ্ঠা ১৮৫-৮৬]

7. Discuss the motives that lead producers to combine. Are these motives anti-social ? [পৃষ্ঠা ১৮৭-৮৯]

8. Distinguish between a trust and a cartel and discuss their respective merits and demerits. (Cal. B. Com. 2-year : 1953) [পৃষ্ঠা ১৯১-৯৫]

9. What are vertical and horizontal combinations ? Dicuss their merits and demerits ? [পৃষ্ঠা ১৯৫-৯৭]

10. Discuss the causes and effects of combinations in industry ? (Cal. 2-year : 1952).

[Causes of Combination বলিতে বুঝাইতেছে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘবদ্ধতা গঠনের উদ্দেশ্যগুলি। এই উদ্দেশ্যগুলিকে উপরে "অভিপ্রায়" রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। [পৃষ্ঠা ১৮৭-৮৮]

Effects of Combination বলিতে বুঝায় এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা সমাজ কি সুবিধা বা অসুবিধা পাইতে পারে। [পৃষ্ঠা ১৯২-৯৬]

11. Distinguish between the chief types of industrial combinations and indicate the factors which favour their growth. (Cal. B. A. 2-year. 1961) [Chief Types : পৃষ্ঠা ১৯০-৯২] Conditions favouring growth : পৃষ্ঠা ১৯৯-২০১]

12. Discuss the difficulties of maintaining a strong industrial combination. [পৃষ্ঠা ১৯৮-৯৯]

13. Is monopoly good or bad for society ?

"There are important industries in which monopoly is a technical necessity." Do you agree ? [পৃষ্ঠা ২০১-২০৩]

14. Summarise 'the economic case against monopolies. (Cal. B. Com. Part I 1963) [পৃষ্ঠা২০১-২০২]

সপ্তম অধ্যায়

সংগঠনের সমস্যা

Problems of Organisation

শ্রম বিভাগ ও সহযোগিতা—Division of Labour and Co-operation

জন ষ্টুয়ার্ট মিল মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতাকে দুই পর্যায়ে ভাগ করিয়াছিলেন—সরল সহযোগিতা (Simple co-operation) এবং মিশ্র সহযোগিতা (Complex co-operation)। যে কার্য একজন ব্যক্তির দ্বারা কোনরূপেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে এবং সেই কারণে একই সাথে একাধিক ব্যক্তির সংযুক্ত শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন হয়—যথা, খুব গুরুভার কোন সামগ্রী স্থানান্তরে বহন করা—সেই কার্যে সরল সহযোগিতার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অপর পক্ষে মিশ্র সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী নির্মাণে ব্যাপৃত থাকে যথা—পরিধেয়ের অভাব তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে কেহ জুতা, কেহ বস্ত্র, কেহ জামা প্রভৃতি পৃথক পৃথক সামগ্রী উৎপাদনে ব্যাপৃত হয়; অথবা একাধিক ব্যক্তি একই সামগ্রীর, বিভিন্ন অংশ নির্মাণে ব্যাপৃত হয়, যে অংশগুলির সংমিশ্রণের দ্বারা সমগ্র সামগ্রীটির নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হইবে যথা—বস্ত্র উৎপাদনের জন্য কেহ তুলা উৎপাদন করে, কেহ সূতা বয়ন করে, আবার অপর কেহ ঐ সূতা হইতে বস্ত্র বয়ন করে। এইরূপ মিশ্র সহযোগিতার নাম শ্রম বিভাগ (Division of labour)। একজন ব্যক্তি তাহার জীবন ধারণের জন্য যতগুলি সামগ্রীর প্রয়োজন বোধ করে উহাদের প্রত্যেকটির উৎপাদন কার্যে ব্যাপৃত না হইয়া কোন একটি সামগ্রী উৎপাদনের কার্যে অথবা কোন সামগ্রীর কোন একটি মাত্র অংশ নির্মাণের কার্যেই প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে।

সরল ও মিশ্র সহযোগিতা

মিশ্র সহযোগিতা হইলে শ্রম বিভাগ

এই মিশ্র সহযোগিতা, বা উহা হইতে উদ্ভূত শ্রম বিভাগের, বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, শিল্পে ব্যবসায়ে বা বৃত্তিতে বিভাগ (Division into Industries, trades or professions)—এই ধরনের শ্রম বিভাগ খুব প্রাচীন সমাজেও দেখিতে পাওয়া যায়—কেহ গৃহ নির্মাণ করিত, কেহ শুধু কৃষিকার্য করিত, কেহ পশুপালন করিত। বর্তমানে এই ধরণের শ্রম বিভাগের খুব প্রসার ঘটিয়াছে।

শ্রমবিভাগের বিভিন্ন রূপ: ১। শিল্পে বা বৃত্তিতে ভাগ

দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় শ্রম বিভাগ (Division into complete processes)—এক একজন ব্যক্তি এইরূপ এক একটি পৃথক সামগ্রী নির্মাণ করিতে পারে যাহা সরাসরিভাবে ভোগ করা যায় না কিন্তু যাহার দ্বারা অপর কোনও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্মাণ করা যায়। ঐ উদ্দেশ্যে যে কোন সম্পূর্ণ সামগ্রীর ন্যায় উহা বাজারে ক্রয় করা হয়। একজন ব্যক্তি তুলা উৎপাদন করিয়া উহা একটি সম্পূর্ণ সামগ্রীর ন্যায় বাজারে বিক্রয় করে, অপর এক ব্যক্তি ঐ তুলা ক্রয় করিয়া উহা হইতে সুতা কাটে আর একজন হয়তো ঐ সুতা ক্রয় করিয়া উহার দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিয়া বিক্রয় করে; ইহাতে প্রত্যেকেই তাহার উৎপাদিত সামগ্রী একটি সম্পূর্ণ সামগ্রীর ন্যায় বাজারে বিক্রয় করিতে পারে—প্রত্যেকেই উৎপাদন কার্যের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিল; কিন্তু তাহাদের সকলের শ্রমের সহযোগে একটি মাত্র ভোগসামগ্রী উৎপাদিত হইল।

২। স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভাগ

তৃতীয়তঃ, অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় শ্রমবিভাগ (Division into incomplete-processes)—কোন একটি সামগ্রী উৎপাদনের জন্য যখন বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন হয় কিন্তু কোন একটি প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ কোন সামগ্রী উৎপাদিত হয় না তখন তাহাকে অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় শ্রম-বিভাগ বলে।

৩। অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভাগ

চতুর্থতঃ, আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ (Territorial division of labour)—বিভিন্ন কারণে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনের সুবিধা থাকে। এই অঞ্চল একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে

পারে—সে ক্ষেত্রে ইহাকে বলা হয় শিল্পের স্থানিকতা (Localisation of industries); অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশও হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে ইহাকে বলা হয় আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ (International division of labour)। এই আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International trade) উদ্ভূত হয়। "প্রত্যেক জাতি বিশেষ ভাবে সেই সামগ্রীর উৎপাদনে নিযুক্ত হয় যাহা উৎপাদনের জন্য ঐ জাতির মাটি, আবহাওয়া বা তাহার বিশেষ কুলগত গুণ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।" ["Each nation devoting itself more specially to the production of what seemed best adapted to its soil, its climate or its peculiar racial characteristics"—Gide]

৪। আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এক একজন ব্যক্তি এক একটি নির্দিষ্ট শিল্পে বা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলে উহার দ্বারা সে বিশেষত্বশীলতা (specialisation) অর্জন করে; কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকিলে এই বিশেষত্বশীলতার কোনই সার্থকতা নাই। কোন সামগ্রী উৎপাদনের কার্য বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে তাহাদের সকলের মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে একটি সম্পূর্ণ ভোগসামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারে না। আবার ভোগ সামগ্রীর নিছক উৎপাদনও যথেষ্ট নহে, ঐ সামগ্রীগুলি নিজেদের মধ্যে বণ্টন বা বিনিময় করিয়া লওয়া প্রয়োজন, কারণ একজন ব্যক্তি এক প্রকারের কার্যই সম্পন্ন করে কিন্তু কোন ব্যক্তিই শুধুমাত্র এক প্রকারের সামগ্রী ব্যবহার করিয়াই জীবন ধারণ করিতে পারে না। বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজন। পেন্‌সন্‌ সেই কারণেই বলেন "আমরা এই প্রক্রিয়াকে শ্রমের বিভাগ বলিব না শ্রমের সহযোগিতা বলিব সেই বিচারের কোন গুরুত্ব নাই। উহা নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গির উপর।"

শ্রমবিভাগের মধ্যেই সহযোগিতার প্রয়োজন নিহিত

ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে শুধু বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমই নহে, যে কোন সামগ্রী উৎপাদনের জন্য একাধিক উপাদানের (Factors of production) সংমিশ্রণপ্রয়োজনহয়। এইরূপ বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের সহযোগিতাতেই শিল্প প্রচেষ্টা পরিচালিত হইয়া থাকে। কেহ ভূমি দেয়, কেহ পুঁজি দেয়,

কেহ শ্রম দেয় আবার কেহ বা ঐগুলির যথাযথ সংমিশ্রণ বা সংগঠনের দ্বারা উৎপাদনের কাজ করে।

শ্রম বিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা—Advantages and Disadvantages of Division of Labour

সুবিধা: (১) শ্রমবিভাগের অর্থ হইল একজন ব্যক্তি বহু প্রকারের কার্যে লিপ্ত না থাকিয়া একটিমাত্র কার্যে ব্যাপৃত থাকে; সুতরাং একই কার্যে ক্রমান্বয়ে নিযুক্ত থাকিয়া একজন শ্রমিক তাহার নিজস্ব কার্যে দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করিতে পারে। প্রত্যেকেই তাহার নিজ কার্যে এইরূপ দক্ষতা অর্জন করিলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ হইবে খুবই অধিক।

ক্রমাগত অনুশীলনে দক্ষতা

(২) শ্রমবিভাগের দ্বারা, শ্রমিকের ব্যক্তিগত সামর্থ বা উপযোগিতার (Fitness) সহিত তাহাকে প্রদত্ত কার্যের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়; অর্থাৎ শ্রমিকের বুদ্ধি, নৈপুণ্য বা শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী যে ব্যক্তি যে কার্যের জন্য উপযুক্ত তাহাকে সেই কার্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায়।

উপযুক্ততা অনুযায়ী কার্য

(৩) ইহার দ্বারা সময়ের সাশ্রয় করা হয়। সময়ের সাশ্রয় ঘটিতে পারে দুই ভাবে। প্রথমতঃ, একজন ব্যক্তি একটি কার্য ছাড়িয়া অপর কার্যে যাইতে স্থান পরিবর্তনের জন্য অনেক সময় ব্যয় করিতে বাধ্য হইত বা একটি কার্য ছাড়িয়া অপর কার্য ধরিতে যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের জন্যও তাহার সময় চলিয়া যাইত। শ্রম বিভাগের দরুন স্থান পরিবর্তন বা যন্ত্র পাতি পরিবর্তন নিষ্প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ, একটি কার্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয় বলিয়া কার্যের জটিলতা কমিয়া যায় এবং ঐ একটি মাত্র প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতে শ্রমিকের পক্ষে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না।

সময়ের সাশ্রয়

(৪) শ্রম বিভাগ হইতে নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব হয় কারণ শ্রম বিভাগ করিতে করিতে এক একটি কার্য এরূপ পর্যায়ে উপনীত হয় যে স্থানে উহা স্বয়ং চালিত প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়; তখন যন্ত্র ব্যবহার করিবার সময় আসে। শ্রম বিভাগের দ্বারা কেবলমাত্র যে যন্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত সময় আসে তাহাই নহে অনেক সময়ে

যন্ত্রের আবিষ্কার

একই প্রকার একঘেয়ে কার্যের বন্দোবস্ত হইতে নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের প্রয়োজন বোধ আসে।

(৫) আঞ্চলিক শ্রম বিভাগের দ্বারা যে স্থানে যে দ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত সেই স্থানেই সেই দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। এইরূপ শ্রমবিভাগের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও পক্ষপাতিত্বের সহিত নিজের কার্যের সামঞ্জস্য বিধান করে।

স্থান অনুযায়ী উৎপাদন

"শ্রমের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া, উহার দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া, পুঁজির অধিকতর ফলপ্রসূ ব্যবহার করিয়া শ্রম বিভাগের এই সকল ফল উৎপাদন বাড়াইয়া দেয়। একই পরিমাণ পরিশ্রমের দ্বারা অভাবতৃপ্ত করিতে পারে এরূপ সামগ্রী ও কার্য বেশী পরিমাণে সৃষ্টি করা হয়। অথবা আর এক দিক হইতে বিচার করিয়া বলিতে পারা যায় যে শ্রম-বিভাগ অপেক্ষাকৃত কম প্রচেষ্টা প্রয়োগের দ্বারা একই পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন সম্ভব করে এবং এই ভাবে শিল্পোৎপাদিত সামগ্রী ভোগের অধিকতর অবকাশ সৃষ্টি করিয়া দেয়।" ফেয়ারচাইল্ড

মর্ম কথা হইল অধিক উৎপাদন

অসুবিধা: (১) মানুষ যেখানে কেবলমাত্র একপ্রকার কার্য করিতেই সক্ষম হয় অপর কোন কার্যের যোগ্যতা অর্জন করে না, সে স্থানে সমগ্র সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। গাইড্ বলেন "যে সমাজ তাহার সদস্যদিগকে দিয়া বিভিন্ন কাজ করাইতে পারে সেই সমাজ চলমান ও প্রগতিশীল সমাজ।" ["To be able to turn its members to manifold uses is the mark of a dynamic and progressive society"—Gide]

অন্যকাজের পক্ষে যোগ্য হয় না।

(২) শ্রমিকগণ তাহাদের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট হইতে কার্য বুঝিয়া লয় এবং তাহার নিকটেই কার্য বুঝাইয়া দেয়। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে না—ইহাতে শ্রমিক মালিক মনোমালিন্যের অবকাশ ঘটে।

মালিকের সহিত সম্পর্ক থাকে না

(৩) একজন শ্রমিক দিনের পর দিন একই সামগ্রী উৎপাদনের একই কার্য পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে—অচিরেই ঐ কার্য তাহার নিকট একঘেয়ে হইয়া যায়। কার্যের মধ্যে কোনরূপ আনন্দ পাওয়া তো সম্ভব হয়ই না, বরং

এইরূপ একঘেয়ে কার্যের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের অবকাশ কমিয়া যায়।

কাজে একঘেয়েমি

"অল্প কয়েকটি সরল কার্যক্রম সম্পাদনেই যে ব্যক্তির সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইয়াছে সে সাধারণতঃ মানুষের পক্ষে যতখানি হওয়া সম্ভব ততখানি নির্বোধ ও অজ্ঞ হইয়া যায়।" ["The man whose whole life is spent in performing a few simple operations generally becomes as stupid and as ignorant as it is possible for human creature to become". Adam Smith]

(৪) কোন কারণে একটি শিল্প হইতে কোন শ্রমিককে যদি কর্মচ্যুত হইতে হয় তাহা হইলে অপর কোন শিল্প হইতে জীবিকা অর্জন করা তাহার পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক বা কষ্টকর হয়। জীবনের অধিকাংশ সময় যে ব্যক্তি একটি মাত্র কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াছে তাহার পক্ষে অন্য কার্যে পরিবর্তন করা অতিশয় দুঃসাধ্য। শ্রমের গতিশীলতা (Mobility of labour) রূপে যাহা অভিহিত হয় তাহা শ্রম বিভাগের দ্বারা কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়।

কর্মচ্যুত হইলে অসুবিধা

(৫) শিল্প সামগ্রী শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন; ইহা শিল্পীর সৃজনী প্রতিভার পরিচায়ক। কিন্তু শ্রম বিভাগের দ্বারা একজন ব্যক্তি একটি সামগ্রীর একটি অংশ মাত্র নির্মাণ করে। সমগ্র সামগ্রীটি নির্মাণের জন্য পরিপূর্ণ ভাবে একজন শিল্পী দায়ী থাকে না। সেই কারণে শ্রম বিভাগের মধ্যে শিল্পী তাহার সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে না; শ্রম বিভাগ শিল্প চাতুর্যের ও শিল্প প্রেরণায় অবনতি ঘটায়।

সৃজনী প্রতিভার অবকাশ নাই

শ্রমিকের বিশেষত্বশীলতার ঝুঁকি সম্পর্কে কেয়ার্ণক্রস বলেন যে যাহারা একটি মাত্র সামগ্রী উৎপাদনে বা একটি মাত্র কার্য সম্পাদনে বিশেষত্বশীলতা অর্জন করে তাহারা বিপুল ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। নিজেদের সামগ্রী বিক্রয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য তাহারা অন্যের উপর নির্ভরশীল। নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা উৎপাদন করে তাহা অপরকে দিয়া অপরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদিত সামগ্রী গ্রহণ করিবে; সুতরাং সব কিছুই নির্ভর করে বিনিময়ের উপরে। বিনিময় যদি শীঘ্রই এবং সহজেই

সবকিছু বিনিময়ের উপর নির্ভর করে

করা যায় তাহা হইলে বিশেষত্বশীলতার সুফলই পাওয়া যাইবে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে বিনিময় করা ব্যয়-সাপেক্ষ এবং বিপজ্জনক। ঠিক মত বিনিময় করিতে না পারিলেই প্রচুর লোকসানের সম্ভাবনা থাকে।

শ্রম বিভাগ ও বাজারের বিস্তৃতি—Division of Labour and the Extent of the Market

শ্রম বিভাগের দ্বারা উৎপাদন খুব বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই বৃদ্ধি সম্ভব করিবার জন্য, অর্থাৎ শ্রম বিভাগের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্য, বহু সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন। সামান্যতম শ্রম বিভাগের জন্যও একজন শ্রমিকের স্থলে দুইজন শ্রমিক প্রয়োজন এবং যতই অধিক শ্রম-বিভাগ করা হইবে, অর্থাৎ একটি সামগ্রী নির্মাণের কার্য যত বেশী খণ্ডে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির বা ব্যক্তি-সমষ্টির উপর অর্পণ করা হইবে, ততই ক্রমাগত অধিকতর সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হইবে। আবার, নিছক শ্রমিক নিয়োগ করিলেই চলিবে না, যে অনুপাতে শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে সেই অনুপাতে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা গৃহ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হইবে। সুতরাং যতই শ্রম বিভাগ করা হইবে ততই প্রাথমিক ব্যয় প্রয়োজন হইবে অনেক বেশী। এইরূপ অত্যধিক প্রাথমিক ব্যয়ের দ্বারা একসাথে অনেক বেশী পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হইবে।

বাজার ছোট হইলে শ্রমবিভাগ বেশী হইতে পারে না

কিন্তু নিছক উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন হয় না—উৎপাদন করা হয় বিক্রয়ের জন্য; সকল সামগ্রীই অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিলেই যে অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইবে এরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই। যে সামগ্রীর যেরূপ চাহিদা, অর্থাৎ যেরূপ বাজার সেই সামগ্রী সেই অনুপাতেই বিক্রয় হইবে। কোন্ সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ সম্ভব তাহা নির্ভর করে ঐ শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারের উপর। বাজার যদি বিস্তৃত হয় তাহা হইলেই অধিক পরিমাণ শ্রম বিভাগ সম্ভব হইবে। কিন্তু বাজার যদি হয় সঙ্কুচিত তাহা হইলে অধিক পরিমাণ শ্রম বিভাগের অবকাশ থাকে না। সেইজন্য এ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছেন "বাজারের বিস্তৃতির দ্বারা শ্রম বিভাগ সীমাবদ্ধ"। ("Division of labour is limited by the extent of the market"—Adam Smith)

বেন্‌হাম বলেন, "যে ডাক্তারের কার্য একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাঁহার পক্ষে তাঁহার ডাক্তারী শাস্ত্রের কোন বিশেষ শাখা সম্পর্কে বিশেষত্বশীল জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নহে। বস্তুতঃ পক্ষে এরূপও হইতে পারে যে তাঁহার ডাক্তারীর উপার্জন অন্য কোন কার্যের দ্বারা বর্ধিত করিতে হইবে। আবার যে দ্বীপ কলা উৎপাদনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত কিন্তু উহা রপ্তানী করিতে অক্ষম তাহা কলা ছাড়াও উহার অধিবাসীদিগের দ্বারা আকাঙ্খিত অপরাপর বস্তু উৎপাদনে নিয়োজিত হইবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও এই নীতির চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হইল বিশেষত্বশাল এবং ব্যাপক যন্ত্রপাতির ব্যবহার (Specialised and elaborate equipment)। একই পরিমাণ শ্রম এবং পুঁজির দ্বারা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা যত পরিমাণ জুতা উৎপাদন করিতে পারে ইহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ জুতা উৎপাদন করিতে পারে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী একটিমাত্র বৃহৎ কারখানা। কিন্তু উহার বিক্রয় যদি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহা হইলে অধিকাংশ সময়ের জন্যই যন্ত্রপাতি অকেজো থাকিবে; জুতা উৎপাদনের অধিকতর সরল যন্ত্রপাতিতে আরো কম পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করিয়া এবং অবশিষ্ট পুঁজি অপরাপর কার্যে ব্যবহার করিয়া ঐরূপ ক্ষুদ্র অঞ্চলের অধিবাসীগণ অধিকতর পরিপূর্ণভাবে তাহাদের অভাব তৃপ্ত করিতে পারিত"।

শিল্প স্থানিকতা—Localisation of Industries

একই সামগ্রী উৎপাদন করে অথবা একই সামগ্রী বিক্রয় করে এইরূপ একাধিক ব্যক্তি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান একই স্থানে অবস্থান করিতে পারে। ইহাকে বলা হয় শিল্পের স্থানিকতা (localisation of industries)। শ্রম বিভাগ যেরূপ শ্রমিকের বিশেষত্বশীলতা, শিল্পের স্থানিকতা সেইরূপ স্থানের বিশেষত্বশীলতা (specialisation of territory)। শিল্পমাত্রই যে নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; গোটা কয়েক বিশেষ কারণ থাকিলে অর্থাৎ সুবিধা পাওয়া গেলে এই স্থানিকতা ঘটে। এই সুবিধাগুলিকে কেয়ার্ণক্রস চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন:

*Benham—Economics (Ed. F. W. Paish) P.97.

(১) প্রাকৃতিক সুবিধা (২) প্রাপ্ত সুবিধা (৩) আপেক্ষিক সুবিধা (৪) একত্রীভূত সুবিধা।

(১) **প্রাকৃতিক সুবিধা** (Natural Advantages) প্রকৃতি কোন কোন স্থানে শিল্পের পক্ষে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। চালনশক্তির প্রাপ্যতা (availability of power), বাজারের সান্নিধ্য এবং কাঁচামালের নৈকট্য—এইগুলির দ্বারাই প্রাকৃতিক সুবিধা নির্ধারিত। তবে বাজারের সান্নিধ্য এবং কাঁচামালের নৈকট্য—এই দুইটি বিষয় পরস্পর বিরোধী হইতে পারে; একটি সামগ্রী উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যেস্থানে পাওয়া যায় তথা হইতে ঐ সামগ্রী বিক্রয়ের বাজার বহু দূরে অবস্থিত হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন্ স্থানে শিল্পটি অবস্থিত হইবে—বাজারের নিকট না কাঁচামালের নিকট উহা নির্ভর করিবে সামগ্রীটি উৎপাদনে কাঁচামাল কি অনুপাতে প্রয়োজন এবং কাঁচামালের কিরূপ প্রকৃতি তাহার উপর। কাঁচামাল যদি ওজনে বেশী হয় এবং উহার বহন খরচা অধিক হয় তাহা হইলে কাঁচামাল উৎপাদন স্থলের নিকটেই শিল্পটি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শক্তি, বাজার ও কাঁচামাল

(২) **প্রাপ্ত সুবিধা** (Acquired Advantages)—প্রাকৃতিক সুবিধার সহিত ক্রমশঃ প্রাপ্ত সুবিধা যোগ হইতে থাকে। ক্রমশঃই পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে অথবা পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত থাকিলে উহা অধিকতর উন্নত হইতে থাকে। ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সহায়ক অন্যান্য কারবারও প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকগণ শিল্প কৌশলের সহিত পরিচিত হইতে থাকে এবং উৎপাদনকারীগণ পারস্পরিক অভিন্ন স্বার্থের সমস্যা আলোচনার সুযোগ লাভ করে। ফলে অনেক উন্নয়নমূলক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। ঐ অঞ্চলটি খরিদ্দার আকর্ষণ করিবার মত একটি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। ইহার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজার অথবা ইহার উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার সুসংগঠিত হয়। ইহার প্রয়োজনীয় অংশ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন উপশিল্প গড়িয়া উঠে। শিল্পের এইরূপ উন্নত অবস্থায় বিভাজন-বিশেষত্বশীলতার উদ্ভব ঘটে। এই বিভাজন-বিশেষত্বশীলতা দুই প্রকারের: ঊর্ধ্বাধ বিভাজন এবং পার্শ্বিক বিভাজন।

পারিপার্শিক এবং সহায়ক অবস্থার উন্নতি

(ক) **ঊর্ধ্বাধ বিভাজন** (Vertical Disintegration)—শিল্প যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৃহৎ হইতে থাকে ততই উহার উৎপাদিত সামগ্রীর বিভিন্ন অংশ বিশেষত্বশীল উৎপাদনের আওতার মধ্যে পড়িয়া যায়। একটি সম্পূর্ণ সামগ্রীর প্রয়োজনীয় একাধিক অংশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপাদিত হইতে পারে, যদিও মূল অংশটি মূল প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই উৎপাদিত হইতে থাকে। ইহার কারণ, শিল্পটি ছোটখাটো ব্যাপারে ততটা মনোযোগ না দিয়া যদি বৃহত্তর এবং জটিলতর বিষয়গুলিতেই মনোযোগ প্রদান করে তাহা হইলে নিজের সম্পূর্ণ সামগ্রীটি উহা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে নির্মাণ করিতে পারে। এক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তাহার ছোটখাটো প্রয়োজনীয় অংশগুলি সে কিনিয়া লইতে পারে; এই ছোটখাটো অংশের নির্মাণকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ অংশ সমূহ অধিকতর দক্ষতার সহিত নির্মাণ করিয়া যোগান দিতে পারিবে। ইহাতে মূল শিল্পটি লাভবান হয়; যথা মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প। যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান মোটরগাড়ী নির্মাণ করে তাহারা গাড়ীর ইঞ্জিন, কাঠামো প্রভৃতি নির্মাণ করে কিন্তু টায়ার, ব্যাটারী প্রভৃতি সামগ্রী নিজে তৈয়ারী না করিয়া অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লয়।

ছোটখাটো অংশ, অন্যান্য শিল্পে উৎপাদিত হয়

(খ) **পার্শ্বিক বিভাজন** (Lateral Disintegration)—স্থানিকতা-বিশিষ্ট শিল্পে উৎপাদন অনুযায়ী যে বিভাজন ঘটে উহাকে পার্শ্বিক বিভাজন রূপে বিবেচনা করিতে পারা যায়। নিকটবর্তী একাধিক অঞ্চল, অথবা পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বাজারের জন্য বিভিন্নসামগ্রী উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা অর্জন করিতে পারে; অথবা বিভিন্ন শিল্প একই কাঁচামাল হইতে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে। যথা—পশম শিল্প। একস্থানের পশম শিল্প সূতা তৈয়ারী করিতে দক্ষ, আর একস্থানের পশম শিল্প সার্জ তৈয়ারী করিতে দক্ষ, আর একস্থানের পশম শিল্প হয়তো শুধু সোয়েটার তৈয়ারী করিতে দক্ষ।

পৃথক বাজারের জন্য পৃথক সামগ্রী উৎপাদনে বিশেষত্ব-শীলতা

(৩) **আপেক্ষিক সুবিধা** (Comparative Advantages)—একটি অঞ্চল প্রাকৃতিক অথবা প্রাপ্ত সুবিধার দিক হইতে একটি শিল্পের জন্য উপযুক্ত হইতে পারে কিন্তু হয়তো দেখা যাইবে ঐ স্থানটি এই শিল্পের জন্য উপযুক্ত

হইলেও অপর কোন একটি শিল্পের জন্য উহা অধিকতর উপযোগী। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শিল্পটি ঐ স্থান হইতে প্রথম শিল্পটিকে বিতাড়িত করিয়া নিজেকে ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকিবে। কোন একটি অঞ্চলে সেই শিল্পেরই স্থানিকতা ঘটিবে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় যাহার ঐ স্থানে অধিকতর সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। এই কারণেই যে সকল শিল্পের অধিক জায়গা প্রয়োজন হয় সেগুলি শহরাঞ্চলের বাহিরে স্থানান্তরিত হয়; যে শিল্পগুলি অল্প জায়গার মধ্যে অধিক মূল্যের ব্যবসা করে সেগুলির পক্ষে শহরাঞ্চলের মধ্যে স্থান সংগ্রহ করা পোষাইয়া থাকে।

একটি স্থান যে শিল্পের জন্য বেশী উপযোগী সেই শিল্প তথায় গড়িয়া উঠিবে

(৪) **একত্রীভূত সুবিধা** (Cumulative Advantage)—কোন কারণে কোন একটি স্থানে শিল্পের স্থানিকতা ঘটিলে—অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আপেক্ষিক স্থানিকতার পরিবর্তন ঘটিলে,—নূতন শ্রমিক ঐ স্থানে আসিবার দরুন ঐ স্থানিকতা আরও বৃদ্ধি পায়। সম্প্রসারণশীল অঞ্চল-গুলিতে নূতন শ্রমিকের আগমন ঘটে এবং সঙ্কোচনশীল অঞ্চলগুলি হইতে পুরাতন শ্রমিকের প্রস্থান ঘটে। এই আসা যাওয়া হইতে সম্প্রসারণশীল অঞ্চলগুলি ক্রমশঃ বেশী করিয়া সুবিধা পাইতে থাকে। কারণ, ঐ অঞ্চলে যে নূতন শিল্প স্থাপিত হয় উহারা অপেক্ষাকৃত কম খরচেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, আবার বেশী করিয়া লোক আসিবার দরুন নিজেদের পণ্যের ক্রেতা পাইয়া থাকে।

শিল্প স্থানিকতার সুবিধা ও অসুবিধা—Advantages and Disadvantages of Localisation.

শিল্পের স্থানিকতা ঘটিলে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা শ্রেণী উহার দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে। শিল্প স্থানিকতার এই উপকার বা সুবিধা নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যায়:

(১) একটি শিল্পের সকল দিক বিবেচনা করিয়া যে স্থান সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় সেই স্থানেই উহার স্থানিকতা ঘটে। সুতরাং ঐ শিল্প সামগ্রী যতটা সম্ভব সস্তায় উৎপাদন করা যায়; ইহাতে জনসাধারণ তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। উপরন্তু শিল্প স্থানিকতার দরুন, ঠিক কোথায় যাইলে কোন্ সামগ্রী অল্প আয়াসে পাওয়া যাইবে সে

ক্রেতাদের পক্ষে সুবিধা

সম্পর্কে জনসাধারণ অবগত থাকিতে পারে; ইহা ক্রেতাসাধারণের পক্ষে সুস্পষ্টরূপে লাভজনক।

(২) কোন একটি স্থানে একই সামগ্রী উৎপাদনকারী একাধিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান থাকিলে সমগ্র স্থানটির আবহাওয়া ঐ বিশেষ শিল্পের দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকে; শ্রমিকগণ শিশুকাল হইতেই একটি বিশেষ শিল্পের আবহাওয়ার মধ্যে লালিত হয়। সুতরাং কিছু পরিমাণে তাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তির মত শিল্প-নৈপুণ্য লাভ করে। অধিকন্তু কোন একজন শ্রমিক যে শিল্পে কার্য করিবার জন্য উপযুক্ত বলিয়া নিজেকে মনে করে সেই শিল্প সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান কোথায় অবস্থিত আছে তাহা সে সহজে জানিয়া লইতে পারে। সুতরাং শ্রমের বাজার সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন শ্রমিকের কর্মাভাব ঘটে না।

শ্রমিকের পক্ষে সুবিধা

(৩) যেহেতু ক্রেতাসাধারণ সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র সম্পর্কে অবহিত থাকিতে পারে সেহেতু স্থানিকতার আওতার মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিত বাজার সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। আবার যেহেতু বিশেষ শিল্পে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক শ্রমিক তাহার কার্যের বাজার সম্পর্কে অবহিত থাকিতে পারে, সেহেতু উৎপাদনকারী নিয়মিত শ্রমিকের সরবরাহ লাভ করিতেও পারে। উৎপাদনকারীগণ পাশাপাশি থাকায় সস্তায় উৎকৃষ্ট সামগ্রী উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়; ইহার দ্বারা নূতন নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার সম্ভব হয়। উপরন্তু এক একটি স্থানের শিল্প বিশেষ সুনাম অর্জন করে এবং ঐ স্থানে অবস্থিত যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই ঐ সুনামের অংশ গ্রহণ করিয়া লাভবান হয়।

উৎপাদকের সুবিধা

(৪) কোন অভিন্ন সামগ্রীর সহিত সম্পর্কিত বহু ফার্ম কোন অভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐ স্থানে ঐ শিল্পের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায়ক শিল্প (subsidiary industries) গড়িয়া উঠে। সহায়ক-শিল্পগুলির উপস্থিতির দরুন মুখ্য শিল্পটির বিশেষ সুবিধা লাভ ঘটে। উপরন্তু, একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে একত্রিত ভাবে গড়িয়া উঠে, ব্যাঙ্কসমূহ সেই স্থানে তাহাদের শাখা স্থাপন করিতে পারে। ইহাতে ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে ঋণ পাওয়া সুবিধাজনক হয়।

সহায়ক শিল্প গড়িয়া উঠে

কিন্তু শিল্পস্থানিকতার অনেকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে :

(১) তাহারা পাশাপাশি অবস্থিত বলিয়া ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সহজেই জোট বাঁধিবার সম্ভাবনা থাকে। ইহাতে তাহারা একজোটিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া সামগ্রীর দাম চড়া করিয়া রাখিতে পারে। উপরন্তু কোন নির্দিষ্ট স্থানের সুনামের সুযোগ গ্রহণ করিয়া অসাধু ব্যবসায়ী জনসাধারণকে প্রতারিত করিতে পারে।

কৃত্রিমভাবে দাম বাড়াইতে পারে

(২) শিল্প স্থানিকতার দরুন একটি বিশেষ স্থানের ভাগ্য একটি বিশেষ শিল্পের সহিত জড়িত হইয়া থাকে। কোন কারণে ঐ বিশেষ শিল্পে মন্দা উপস্থিত হইলে সংশ্লিষ্ট সমগ্র অঞ্চলটির অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে।* অধিকন্তু শিল্প স্থানিকতার দরুন একটি অঞ্চলে হয়তো কেবলমাত্র একধরণের শ্রমই প্রয়োজন হয়; সুতরাং পরিবারের সকলে মিলিয়া যে যাহার সামর্থ অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার কার্য করিয়া উপার্জন করিবে তাহার আর উপায় থাকে না। আবার শিল্পস্থানিকতায় মালিকগণ জোট বাঁধিয়া শ্রমিকদের দাবী প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হয়, উহা শ্রমিকদের পক্ষে অমঙ্গলজনক।

(৩) স্থানিকতার দরুন নূতন কারবারী অনেক সময়ে হঠকারিতার পরিচয় দেয় এবং বিপন্ন হইয়া পড়ে। পূর্ব হইতেই যেখানে বহু উৎপাদনকারী একত্রিত হইয়া রহিয়াছে নূতন উৎপাদনকারী অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সেখানেই কারবার স্থাপন করিতে পারে, শেষে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কারবার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হয়। ভালোভাবে পরিকল্পনা করিয়া যেখানে প্রতিযোগী নাই এরূপ অপর কোন স্থানে তাহার কারবার স্থাপন করিলে হয়তো সে সাফল্য অর্জন করিতে পারিত।

আর একদিক দিয়াও শিল্পস্থানিকতা উৎপাদনকারীদিগের পক্ষে (নতুন হউক বা পুরাতন হউক) অসুবিধাজনক। একই প্রকার কার্যে নিযুক্ত বহু শ্রমিক একই স্থানে বাস করায় সহজেই নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে। ইহাতে সামান্য কারণেই শ্রমিক বিক্ষোভ ঘটিতে পারে এবং উৎপাদনকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

* "A district which is dependent chiefly on one industry is liable to extreme depression, in case of falling off in the demand for its produce, or of a failure in the supply of the raw material which it uses"—Marshall

বৃহদায়তন উৎপাদন—Large Scale Production

বর্তমান শিল্প সংগঠনের মধ্যে অল্প পরিমাণে সামগ্রী উৎপাদন না করিয়া এক সঙ্গে বহু পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম বৃহদায়তন উৎপাদন। ইহাকে রাশীকৃত উৎপাদনও (Mass Production) বলা হয়। শ্রমবিভাগ এবং যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা এইরূপ বৃহদায়তনের উৎপাদন সম্ভব হয়। শুধু তাহাই নহে, যন্ত্রের ব্যবহার ও শ্রম বিভাগ যতই করা হয়, রাশীকৃত উৎপাদনের প্রয়োজনও ততই বৃদ্ধি পায়। আবার এই বৃহদায়তনে উৎপাদনের জন্য উৎপাদিত পণ্যের বড় বাজারও থাকা প্রয়োজন; লাভজনকভাবে বিক্রয় করিতে না পারিলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন করা এবং সেই প্রক্রিয়া কাজে প্রয়োগ করিবার মত কেহই চেষ্টা করিবে না। অবশ্য বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটিকে যন্ত্রে উৎপাদনযোগ্য এবং মান নির্ধারণ যোগ্য (capable of standardisation) হইতে হইবে।

মার্শাল বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধাগুলিকে মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন; (১) অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ (Internal economies) এবং (২) বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ (external economies)।

অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ বা সুবিধা (internal economies) হইল সেই সুবিধাগুলি যেগুলি কোন একটি কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান নিজের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের মধ্য হইতেই পাইয়া থাকে। এই সুবিধা শিল্প প্রতিষ্ঠানটির আয়তন বৃদ্ধির দ্বারাই পাওয়া যায়। উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া এই ধরনের সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয় না। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা বিভিন্ন কারণে নানাপ্রকার সাশ্রয় ঘটে এবং উৎপাদন খরচা কমিয়া যায়। যে সকল বিভিন্ন প্রকার সুবিধায় অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ ঘটে সেগুলি নিম্নরূপ:

(১) শ্রমিকের বা নৈপুণ্যের ব্যয়সংকোচ (Economies of labour and skill)—বহু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয় বলিয়া একটি সামগ্রীর উৎপাদন কার্যকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া এক একটি অংশ উহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শ্রমিকের নিকট দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষ নিপুণ বা বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিককে অধিক মজুরী দিয়াও নিয়োগ করিয়া তাহাদের বিশেষ নৈপুণ্য বা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। একটি বৃহৎ কারখানা

শ্রমিকের কার্যের সদ্ব্যবহার

ইহার শ্রমিককে সব থেকে যে দুরূহ কার্যের পক্ষে সে উপযুক্ত সেই কার্যে নিয়তই নিযুক্ত রাখিতে পারে অথচ তাহার কার্যের পরিধি এরূপ ভাবে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারে যাহাতে দীর্ঘকাল ব্যাপী একই কাজ করিবার অভ্যাস হইতে যে পারদর্শিতা ও উৎকর্ষ লাভ করা যায় উহা লাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। ["It can contrive to keep each of its employees constantly engaged in the most difficult work of which he is capable and yet so to narrow the range of his work that he can attain the facility and excellence which come from long continued practice"—Marshall]

(২) **যন্ত্রের ব্যয় সংক্ষেপ** (Economies of machinery)—বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের দামী বিশেষত্বশাল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হয়। অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ পুঁজি থাকিবার দরুন বৃহদায়তন উৎপাদনকারী আধুনিক এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি কিনিতে সক্ষম হয়; তাহার পক্ষে এরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব যাহার প্রত্যেকটি কেবলমাত্র এক প্রকারের কার্যেই ব্যবহার হইতে পারে এবং এই কার্য অতি দ্রুত এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। এইরূপ বিশেষত্বশাল যন্ত্রকে বৃহদায়তন উৎপাদনকারী কোন সময়েই অলসভাবে ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হইবে না, কারণ উৎপাদনের বৃহৎ পরিধির দরুন উৎপাদন সর্বদাই চালু রাখা যায়।

দামী ও উৎকৃষ্ট যন্ত্রের ক্রমাগত ব্যবহার

(৩) **ক্রয় বিক্রয়ের ব্যয় সংক্ষেপ** (Economies of buying and selling)—প্রত্যেক উৎপাদনকারী প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করে এবং উৎপাদিত সামগ্রী বাজারে বিক্রয় করে। বৃহদায়তন উৎপাদনকারীর পক্ষে কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণেই প্রয়োজন; এক সঙ্গে বহু পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করিবার দরুন অপেক্ষাকৃত সস্তায় উহা ক্রয় করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। উপরন্তু বৃহৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক সঙ্গে অনেক সামগ্রী বিক্রয়ের প্রয়োজন করিতে হয় বলিয়া বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং খরিদ্দারকে বিবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজনও হয়, সম্ভবও হয়।

কাঁচামাল ক্রয়ে ও পণ্য বিক্রয়ে সুবিধা

(৪) **বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রয়োগ পরীক্ষা** (Research and experiment)—উৎপাদনের যতই নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইবে

গবেষণা ও প্রয়োগ-পরীক্ষার ব্যয় পোষায়

ততই উৎপাদনের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তি ঘটিবে। কিন্তু উহার জন্য যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রয়োগ-পরীক্ষা প্রয়োজন তাহা কেবলমাত্র বৃহদায়তন উৎপাদনকারীর পক্ষেই সম্ভব। কোনও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ গবেষণার জন্য অর্থব্যয় করা সম্ভব হয় না।

(৫) **ব্যাপক নীতি সম্পর্কিত প্রশ্ন** (Broad question of policy) —বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা তাঁহার কারবারের ব্যাপক নীতি নির্ধারণ এবং মূল সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতে পারেন।

কর্মকর্তাগণ উচ্চতর বিষয়ে ব্যস্ত থাকিতে পারেন

তুচ্ছ এবং বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কে সময় অতিবাহিত করিবার এবং উদ্যম অপচয় করিবার প্রয়োজন তাঁহার ঘটে না। কারবারের সর্বাপেক্ষা দুরূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করিবার মত সতেজ ও পরিষ্কার মন বজায় রাখিতে তিনি সক্ষম হন। ["He can keep his mind fresh and clear for thinking out the most difficult and vital problems of his business"—Marshall]

কেয়ার্ণক্রস আভ্যন্তরীণ ব্যয়সঙ্কোচগুলি নিম্নরূপ পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করিয়াছেন। এইগুলি হইল: (১) কৌশলগত ব্যয় সঙ্কোচ (Technical economies), (২) ব্যবস্থাপনাগত ব্যয়সঙ্কোচ (Managerial economies), (২) ক্রয় বিক্রয়ের ব্যয়সঙ্কোচ (Marketing economies), (৪) কর্জ সংক্রান্ত ব্যয়সঙ্কোচ (Financial economies), এবং (৫) ঝুঁকি-বহন সংক্রান্ত ব্যয়সঙ্কোচ (Risk bearing economies)।

১। **কৌশলগত ব্যয়সঙ্কোচ** (Technical economies)—কৌশলগত সুবিধা বলিতে বুঝায় যে বৃহৎ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে তাহা ছোট শিল্পের দ্বারা অবলম্বিত প্রক্রিয়া

কৌশলগত ব্যয় সঙ্কোচ চার প্রকার

অপেক্ষা উন্নততর হইবে। এই কৌশলগত সুবিধা আবার চার রকমের আছে। **প্রথমতঃ**, উন্নততর পদ্ধতির সুবিধা (economies of superior technique); যথা কোন ছোট খাটো ছাপাখানার জন্য রোটারি যন্ত্র বা লাইনো টাইপ যন্ত্র বসানো পোষাইতে পারে না—ইহা কেবলমাত্র বৃহৎ ছাপাখানাতেই পোষাইবে। **দ্বিতীয়তঃ**, বৃহৎ আকার প্রাপ্তির সুবিধা

(economies of increased dimensions); বৃহৎ আকারের যন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা কতিপয় নিছক যান্ত্রিক সুবিধা ভোগ করিতে পারা যায়। যেমন একটি বৃহৎ বয়লার একটি ছোট বয়লারের আয়তনের তুলনায় দ্বিগুণ হইতে পারে কিন্তু ছোট বয়লার অপেক্ষা কাজ দিবে হয়ত চারগুণ বেশী। অথবা একটি ছোট রেল ইঞ্জিনে যতগুলি ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যান লাগিবে ততগুলিই একটি বড় ইঞ্জিনেও লাগে, অথচ বড় ইঞ্জিনটি ছোট ইঞ্জিন অপেক্ষা কাজ দিবে অনেক বেশী। তৃতীয়তঃ, সংযুক্ত প্রক্রিয়ায় সুবিধা (economies of linked processes) পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনের প্রক্রিয়া একই কারখানার মধ্যে অবলম্বিত হইলে উহার দরুন কতিপয় বিশেষ ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন কার্য একই কারখানায় চালাইলে সংশ্লিষ্ট কারখানাটি যে বিশেষ সুবিধা পাইতে পারে তাহা হইল (ক) নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু অপরের নিকট হইতে ক্রয় না করিয়া নিজেই তৈয়ারী করিয়া লইলে উহার গুণাগুণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। (খ) অনেক সময় এবং পরিবহন খরচার সাশ্রয় হয়; ইহার কারণ হইল অপর শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে সামগ্রী ক্রয় না করিয়া নিজেই উহা তৈয়ারী করিয়া লইলে ঐ সামগ্রী দূর হইতে লইয়া আসিতে কোন বাড়তি খরচা করিতে হইবে না বা সময় অপচয় করিতে হইবে না। (গ) একই জ্বালানী (Fuel) এবং চালক শক্তি (Power) দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদিত হইলেও অনেক সাশ্রয় হয়। (ঘ) সংযুক্ত পদ্ধতির মধ্যে উপ-উৎপাদন (By product) অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। একটি সামগ্রী উৎপাদন করিতে গেলে অনেক সময় অন্য কোন আনুষঙ্গিক দ্রব্য উৎপাদিত হইয়া যায়। বৃহদায়তনের শিল্প এই আনুষঙ্গিক দ্রব্যগুলিকে কাজে লাগাইতে পারে। চতুর্থতঃ, উন্নততর বিশেষত্বশীলতার সুবিধা (economies of increased specialisation)—বৃহদায়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়ে বর্ধিত বিশেষত্বশীলতার সুবিধা লাভ করিয়া থাকে, যথা ছোট শিল্প অপেক্ষা বড় শিল্পে অনেক বেশী পরিমাণে শ্রমবিভাগ ঘটে।

২। ব্যবস্থাপনাগত ব্যয় সঙ্কোচ (Managerial Economies)

কারবার যদি ছোট হয় তাহা হইলে উহার মালিককে কারবারের ছোট বড় সকল কাজের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখিয়া চলিতে হয়, কারণ মালিকের

এবং শ্রমিকের মাঝখানে কোন উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা ছোট খাটো মালিকের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে নানা বিষয়ে নজর দিতে গিয়া অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় বিষয়েই মালিক বেশী মনোযোগ দিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। সেক্ষেত্রে মালিকের সংগঠনী প্রতিভা (organising ability), দূরদৃষ্টি এবং ব্যবসায়-বুদ্ধির অপচয় ঘটে। কিন্তু কারবার যখন একটি বৃহৎ আয়তনে উপনীত হয় তখন শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী কর্মচারী নিয়োগ করা পোষায়। তখন কারবারের মালিকগণ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের, এবং যে শিল্পের সহিত তাঁহাদের কারবার সম্পর্কিত সেই শিল্পেরও, বৃহত্তর সমস্যার পর্যবেক্ষণ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারেন, ঐ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টিত হইতে পারেন, প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন বিভাগের কার্যের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি আবিষ্কারে নিযুক্ত হইতে পারেন—অর্থাৎ নানাভাবেই বাহিরের পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া এবং ভিতরের অবস্থা পরিকল্পনা করিয়া তাঁহারা শিল্প প্রতিষ্ঠানটির প্রতযোগিতার ক্ষমতা (Competitive strength) বৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত হইতে পারেন। তবে কোনও একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ধরাবাঁধা খুঁটি-নাটি কাজগুলি (Routine business) যে গুরুত্বপূর্ণ নহে একথা বলা চলে না; ইহাদেরও যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। কিন্তু একজন জামসেদ্‌জী টাটা বা হেন্‌রীফোর্ড যদি টাইপের কাজে বা চিঠি লেখালেখির কাজে বা কে কোনখানে দাঁড়াইয়া কাজ করিবে তাহা স্থির করিবার কাজে ব্যাপৃত হইতেন তাহা হইলে উহা প্রতিভার প্রকাণ্ড অপচয়ই হইত। উচ্চস্তরের শিল্প সংগঠকের যোগ্য লোক বাছাই করিয়া দেওয়াই আসল ক্ষমতা; এইরূপ যোগ্য লোক বাছাই করিয়া দিয়া তাহাদের উপর সাধারণ ধরনের মামুলি কাজ কর্মের ভার ছাড়িয়া দিলে শিল্প সংগঠক বৃহত্তর ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন। উহাতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানটি উন্নতির প্রচুর অবকাশ পাইবে। কেয়ার্ণক্রস্ ইহাকে খুঁটি-নাটি বিষয়ে ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of details) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপনাগত ব্যয় সঙ্কোচ দুই প্রকার

১। খুটিনাটি বিষয় দেখিবার ভার অপরকে অর্পণ

আর এক প্রকার ব্যবস্থাপনাগত সাশ্রয় হইল, কর্মগত বিশেষত্বশীলতা (Functional specialisation); ইহা উচ্চ পর্যায়ের কর্মের মধ্যে

অনুভূমিক ভাবে (Horizontally) শ্রমবিভাগ। ইহার অর্থ হইল যে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেকগুলি পৃথক পৃথক দপ্তর সৃষ্টি করিতে পারা যায় এবং সমগ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা কারবার কার্য এই দপ্তর-গুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেকটি দপ্তর একজন সুদক্ষ কর্মাধ্যক্ষের অধীনে স্থাপন করিলে সমগ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হইবে। একজন বিশেষজ্ঞ (Expert) উৎপাদনের দিকে, আর একজন বিক্রয়ের দিকে, অপর একজন পরিবহনের দিকে, কেহ বা যন্ত্রপাতি ও কারখানার রক্ষণাবেক্ষণের দিকে—অর্থাৎ এক-একজন বিশেষজ্ঞ কারবারের এক একদিকে নজর দিতে পারিবেন। শুধু কর্মাধ্যক্ষের দিক হইতেই নহে, যে সকল পরিচালক লইয়া বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টরস গঠিত তাঁহাদের মধ্যেও এইরূপ কর্ম বিভাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ধরনের কর্ম বিভাগ একমাত্র বৃহৎ কারবারের পক্ষে করাই সম্ভব ; সুতরাং কর্ম-বিভাগ হইতে যে সুবিধা অর্জন বা সাশ্রয় লাভ ঘটে তাহা ছোট কারবারের ভাগ্যে জোটা সম্ভব নহে। অধিকন্তু বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ ধরনের বা বিশেষত্বশীল কার্যের জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে পারে। প্রয়োগ-পরীক্ষা এবং গবেষণা (Experiment and Research) হইল এইরূপ একটি কার্য। বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি বহু অর্থ ব্যয় করে অথচ তাহাদের মোট ব্যয়ের মধ্যে এই ব্যয় একটি নগণ্য অংশ মাত্র। কিন্তু ইহা হইতে তাহারা উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদনে সহায়তা পাইয়া প্রচুর ভাবে লাভবান হইয়া থাকে। প্রয়োগ-পরীক্ষার মধ্যে টেঁকসই-পরীক্ষাও (Testing) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যথা, জেনারেল মোটর কর্পোরেশন নামে যে মোটর উৎপাদনের কার-খানা আছে তাহারা নিজেদের গাড়ী কতখানি টেকসই তাহা পরীক্ষা করি-বার জন্য বিভিন্ন প্রকারের রাস্তা তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে, কোনটি কাঁকরের কোনটি কাদার, কোনটি ধূলার। ঐ রাস্তাগুলিকে ঐরূপ রাখিয়া দিবার জন্য তাহারা বহু অর্থ ব্যয় করে কিন্তু ঐ ব্যয় তাহাদের মোট ব্যয়ের একটি নগণ্য অংশ মাত্র।

২। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মধ্যে কার্য্য বণ্টন

৩। ক্রয় বিক্রয়ের ব্যয় সঙ্কোচ (Marketing Economies)

বৃহদায়তনের কারবার উহার কাঁচা মাল ক্রয়ে এবং পণ্য বিক্রয়ে যে

বিশেষ ধরণের সুবিধা অর্জন করে তাহাকেই কেয়ার্ণক্রস্ Marketing economics রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন কাঁচা মাল ক্রয় করে তখন কি দরে উহা ক্রয় করিতে পারিয়েছে উহার উপর তাহার ভবিষ্যতে কত লাভ থাকিবে তাহা নির্ভর করে। কাঁচা মাল কিনিতে যদি বেশী দাম পড়িয়া যায় তাহা হইলে কারবারটি তেমন লাভজনক হইবে না। যে সকল বস্তুর উৎপাদন খরচার মধ্যে কাঁচামালের দাম একাই অনেকখানি, সে সকল ক্ষেত্রে কাঁচা মাল কি দরে কেনা হইতেছে তাহার উপরে সব কিছু নির্ভর করিতেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাঁচামাল সংগ্রহের খরচা যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল এবং অন্যান্য উপকরণ বৃহৎ পরিমাণে সংগ্রহ করিবে এবং সেক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে অপেক্ষাকৃত কম দামেই উহা পাইবে। ইহার কারণ, কাঁচামালের সরবরাহকারী একসঙ্গে যে বেশী পরিমাণ কিনিবে তাহাকে সাধারণ অপেক্ষা বেশী হারে কমিশন বা ডিস্কাউন্ট দিবে। বড় কারবারী রেল কোম্পানী বা অন্যান্য পরিবহন কোম্পানীর নিকট হইতেও মাল যাতায়াতের সুবিধাজনক সর্ত লাভ করিতে পারিবে। কখনও কখনও একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে মাল সরবরাহ করিয়া অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে; এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানটি প্রথম শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে সমীহ করিয়া চলিবে। এইভাবে বৃহদায়তনের কারবার সস্তায় মাল সংগ্রহ করিয়া তাদের লাভের অঙ্ক বাড়াইতে পারে। কখনও কখনও বড় কারবারী বেশী বরাত পাইলে অন্য কারবার তাহার নিজের প্রয়োজনীয় উপকরণ সস্তায় উৎপাদন করিতে পারিবে বলিয়া সস্তায় যোগান দিতে পারিবে। ইহাতে প্রথম কারবারটি লাভবান হইবে এবং উহার খরচা কম হইবে।

১। কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে সাশ্রয় ও সুবিধা

বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বৃহদায়তনের কারবার একাধিক সুবিধা অর্জন করিতে পারে। ইহার কারণ, যে কারবার একসঙ্গে বহু পরিমাণ সামগ্রী বিক্রয় করে সে তাহার বিক্রয় বিভাগকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে পারিবে। খরিদ্দারগণ যে অনুপাতে বেশী পরিমাণ সামগ্রী ক্রয় করিবে সেই অনুপাতে বেশী সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে না। অধিকন্তু বড় কারবার পরস্পরের সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী বিক্রয় করিতে পারে।

২। পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা

৪। **অর্থ সংক্রান্ত সুবিধা (Financial Economies)**—প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে বৃহদায়তনের কারবার যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে তাহাকে কেয়ার্ণক্রস্ আর্থিক সুবিধা বলিয়াছেন। যাহারা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে অথবা সাধারণভাবে শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে বৃহদায়তনের কারবারের খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি বেশী।

সহজেই পুঁজি সংগ্রহ করিতে পারে

বৃহৎ কারবারের মূল্যবান সম্পত্তি থাকায় ব্যাঙ্কগুলি ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সহজ সর্তে ধার দেয়, প্রয়োজনবোধে ইহারা সহজেই শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। ইহাদের খ্যাতি থাকায় শেয়ার হোল্ডারগণ তাহাদের শেয়ার যে কোন সময়ে বিক্রয় করিয়া দিতে পারে বলিয়া ইহাদের শেয়ার কিনিতে প্রস্তুত থাকে। আবার একটি প্রতিষ্ঠানকে বেশী পরিমাণ অর্থ ঋণ দেওয়া ঋণ প্রদাতার পক্ষেও সুবিধা মনে করিয়া ঋণ প্রদাতা অপেক্ষাকৃত কম সুদে বড় কারবারীকে ঋণ দিতে পারে।

৫। **ঝুঁকিবহন সম্পর্কিত সুবিধা (Risk bearing economies)**

বৃহদায়তনের প্রতিষ্ঠান ছোট কারবারের তুলনায় নিজেও ঝুঁকি কমাইয়া লইতে পারে। বস্তুত পক্ষে আধুনিক শিল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইল যথাসম্ভব ঝুঁকি ছড়াইয়া দেওয়া। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ঝুঁকি ছড়াইয়া দিলে (Spreading the risk) বাস্তব পক্ষে উহা কমিয়াই যায়। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান চারিটি উপায়ে তাহাদের ঝুঁকি ছড়াইয়া দিতে পারে।

চারপ্রকার বৈচিত্র বিধানের দ্বারা ঝুঁকি ছড়াইয়া রাখা যায়

(ক) উৎপাদনের বৈচিত্র্য বিধান করিয়া (Diversification of output) —কোন একটি বিশেষ সামগ্রীর চাহিদা কমিয়া গিয়া ক্ষতি হইবে এরূপ যদি সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে সহজেই উৎপাদন করা যায় এরূপ অন্যান্য বিবিধ সামগ্রী উৎপাদনের দিকে ঐ প্রতিষ্ঠানটি দৃষ্টি প্রদান করিবে। এইভাবে একটি পণ্যের কম চাহিদা অপর পণ্যের ভাল চাহিদা দ্বারা পূরণ করিয়া লওয়া যাইবে। কোন কারণে যদি একটি সামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হয় তাহা হইলে অপর সামগ্রী উৎপাদন করিয়া কাজ কারবার চালান যাইবে।

১। উৎপাদন

(খ) বাজারের বৈচিত্র্য বিধান (Diversification of market)—একটি বৃহদায়তনের কারবার তাহার

সামগ্রীর বিভিন্ন প্রকারের চাহিদা মিটাইয়া চাহিদার ধারাবাহিকতা (continuity of demand) বজায় রাখিতে পারিবে। চাহিদার ধারাবাহিকতা বজায় থাকিলে যোগানের এবং উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়; যথা, বিভিন্ন প্রকার কার্যের জন্যই বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করা যায়। ইহাতে বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা অব্যাহত থাকে, সুতরাং চাব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয় ও পোষায়।

২। বাজার

(গ) উপকরণ সংগ্রহের উৎসের বৈচিত্র্য বিধান (Diversification of sources of supply)—বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার প্রয়োজনীয় উপকরণ বিভিন্ন সূত্র হইতে সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা রাখিতে পারে। সুতরাং একটি উৎস যদি বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে অপর একটি উৎস হইতে তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে পারিবে।

৩। উপকরণ সংগ্রহ

(ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার বৈচিত্র্য বিধান (Diversification of Process of manufacture)—একটি বৃহৎ কারবার বিভিন্ন উৎপাদনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে পারে, যদি কোন একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা অসুবিধাজনক বা অসম্ভব হইয়া পড়ে তাহা হইলে অপর প্রক্রিয়ায় তাহার কাজ চালাইয়া যাওয়া তখনও সম্ভব থাকিবে।

৪। উপাদান প্রক্রিয়া

ব্যহ্যিক ব্যয় সংকোচ: বৃহদায়তনে উৎপাদন হইতে প্রাপ্য এই অভ্যন্তরীণ সুবিধাগুলির উপরেও, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ বা সাশ্রয় (External Economies) লাভ সম্ভব হয়। সমগ্র ভাবে শিল্পের সাধারণ অগ্রগতি হইতে, এবং একই প্রকারের কারবার করে এরূপ বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থান হইতে, এই "বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচ" উদ্ভূত হয়। দেশের মধ্যে একই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান যত অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইবে ততই ঐ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম বেশী করিয়া প্রয়োজন হইবে এবং বেশী করিয়া ঐগুলি উৎপাদন করা পোষাইবে। কিন্তু ঐ যন্ত্র ও সরঞ্জামী সামগ্রীগুলি যত বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হইবে ততই উহাদের উৎপাদনে অভ্যন্তরীন ব্যয় সংকোচ (Internal economies) পাওয়া যাইবে; সেই কারণে, ঐ সামগ্রী কম খরচে উৎপাদন করা এবং কমদামে বিক্রয় করা পোষাইবে। অতএব যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই সকল সামগ্রী ক্রয় করে, তাহাদের ঐ বাবদ খরচা, অর্থাৎ উৎপাদন খরচা, হ্রাস পাইবে।

ইহা ছাড়াও, একই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান একই স্থানে অবস্থিত হইলে, শিল্প স্থানিকতার সকল সুবিধা প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই পাইতে পারে। শিল্প স্থানিকতার এই সুবিধাগুলি পাইলে স্বতন্ত্রভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচা হ্রাস পায়।

সুতরাং একটি সামগ্রীর সহিত সম্পর্কিত সমগ্র শিল্পটি যতই বৃহত্তর হইবে ততই ঐ শিল্পে নিযুক্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সস্তায় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সামগ্রী ক্রয় করিতে পারিবে। এইভাবে সমগ্র শিল্পের প্রসারের দ্বারা প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান যে সুবিধা লাভ করে উহাদের সমষ্টিই হইল "বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচ।"

কেয়ার্ণক্রস তিন প্রকার বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচের কথা উল্লেখ করিয়াছেন: **প্রথমতঃ,** শিল্প-সমাবেশ বা শিল্পের একত্রীকরণের ব্যয় সংকোচ (Economies of concentration); শিল্প সম্প্রসারণের দ্বারা যেখানে শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটে (Localistion) সেখানে প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানটি অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের সুবিধা গ্রহণ করিয়াথাকে; সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটিতে সহজেই শ্রমিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে, উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়, প্রয়োজনমত শ্রমিক পাওয়া সম্ভব হয় এবং অন্যান্য বিশেষ ধরণের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।

১। শিল্প স্থানীয় করণের সুবিধা

দ্বিতীয়তঃ তথ্য সরবরাহের ব্যয় সংকোচ (Economies of information)—বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিলে ঐ শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয় সম্পর্কে সাময়িক পত্র বা পুস্তিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়। ইহাতে উৎপাদনের পদ্ধতি, বাজারের প্রবণতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা হইতে উদ্ভূত নানারূপ বিষয়- বস্তু প্রকাশিত হয়। ফলে শিল্পপতিদিগকে স্বতন্ত্রভাবে ঐ কার্যের জন্য পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হয় না।

২। তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা

তৃতীয়তঃ, বিভাজনের ব্যয় সংকোচ (Economies of Disintegration)—কোন শিল্প বড় হইলে উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলিকে পৃথক করিয়া লইয়া কোন কোন প্রক্রিয়াকে বিশেষত্বশীল আওতায় স্থাপন করিলে লাভবান হওয়া যাইতে পারে; কারণ ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় অংশ সস্তায় পাওয়া যাইবে।

৩। একটি শিল্পের প্রয়োজনীয় বস্তু অপর শিল্পে সস্তায় উৎপাদন

যথা মোটর গাড়ী নির্মাণের শিল্প যদি বড় হয় তাহা হইলে উহার টায়ার, ব্যাটারী, বৈদ্যুতিক সামগ্রী যথা লাইট, সুইচ্‌ প্রভৃতি বস্তু পৃথক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপাদিত হইতে পারে এবং মোটর নির্মাণের কারখানাটি ঐ সকল বস্তু সস্তায় কিনিয়া লাগাইয়া দিতে পারিবে।

কারবার প্রসারের সীমা—Limits to extension of Business.

সব শিল্পেই বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় না কেন তাহার তিনটি কারণ নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ কোন কারবারের ক্রমাগত প্রসারের ক্ষেত্রে মোটামুটি তিন প্রকারের বাধা দেখিতে পাওয়া যায়।

১। পরিচালনাগত বাধা

প্রথম হইল পরিচালনাগত প্রতিবন্ধ (Managerial obstacles); ছোট কারবার অপেক্ষা বড় কারবারে ব্যবস্থাপনার জটিলতা অনেক বেশী। যে সকল শিল্পে ক্রমাগত তদ্বির তদারক করিতে হইবে, খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি মালিককে স্বয়ং নজর দিতে হইবে, খরিদ্দারদের বিশেষ প্রয়োজন ও রুচি লক্ষ্য করিতে হইবে,—এমনকি খরিদ্দারদের সহিত মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে—সে সকল শিল্পের ক্ষেত্রে বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাগত অসুবিধা শীঘ্রই প্রকটিত হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া একজন ব্যবসায়ী (অথবা একদল ব্যবসায়ী) কতগুলি সমস্যার এবং কত জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে তাহারও একটা সীমা আছে। এই সীমাও পরিচালনাগত প্রতিবন্ধ। তবে ব্যবসায়-প্রতিভা যদি খুব উচ্চ স্তরের হয় তাহা হইলে এই সীমা অনেক পিছাইয়া থাকিবে। কিন্তু উচ্চস্তরের ব্যবসায় প্রতিভা অত্যন্ত বিরল, অন্ততঃ উহা সুলভ নহে।

২। ক্রয় বিক্রয়ে বাধা

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধ হইল ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবন্ধ (Market obstacles); পণ্য বিক্রয়ের অবকাশ যদি সঙ্কীর্ণ হয় তাহা হইলে বৃহদায়তনের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে না। বাজারের এই সীমাবদ্ধতা মোটামুটি দুই প্রকার—একটি হইল ভৌগোলিক (Geographical) আর একটি হইল মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) (ক) ভৌগোলিক বাধা বলিতে বুঝায় আঞ্চলিক ব্যবধানের বাধা যথা, ইঁটের চাহিদা। ইঁট যেখানে তৈয়ারী হয় সেখান হইতে খুব বেশী দূরে বিক্রয় হইতে পারে না। কলিকাতার নিকটে উৎপাদিত ইঁট বোম্বাইতে বিক্রয় হইতে পারে না। সুতরাং সন্নিহিত অঞ্চলে যতখানি চাহিদা হইতে

পারে ঠিক ততখানির বেশী উৎপাদন করা পোষাইবে না। আবার শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল যদি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া থাকে এবং ঐ সকল বিভিন্ন অঞ্চল হইতে একস্থানে কাঁচা মাল আনিয়া জড়ো করা যদি ব্যয়-বহুল হয় তাহা হইলে চারিদিকে ছোট ছোট শিল্প গড়িয়া তোলাই লাভজনক হইবে কোন একটি কেন্দ্রীয় স্থানে বৃহৎ শিল্প গড়িয়া তোলা সুবিধাজনক হইবে না। (খ) মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধ বলিতে বুঝায় খরিদ্দারদের বিভিন্ন প্রয়োজন এবং রুচি সন্তুষ্ট করিবার অসুবিধা। খরিদ্দারদের পছন্দ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এক একটি বাজার সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং কোন একটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি সম্প্রসারিত হইতে চাহে তাহা হইলে উহাকে অপরের বাজার আক্রমণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহা সব সময় সহজ নহে। অপরের বাজারে ঢুকিতে গেলে অনেক বাড়তি ব্যয় করিতে হয় এবং বাজারের অনিচ্ছাকে (Market resistance) অতিক্রম করিতে হয়। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই ইহা করিতে না পারিয়া বৃহদায়তনে পৌঁছাইতে পারে না।

তৃতীয় প্রতিবন্ধ হইল আর্থিক প্রতিবন্ধ (Financial obstacles)—কারবার ছোট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া বড় হয়। একবার বড় হইবার পর তাহার পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করা সহজ হয় কিন্তু বড় না হওয়া পর্যন্ত ছোট থাকার সময়ে যথোচিত পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করা খুব কষ্টকর। ছোট কারবারের পক্ষে নিজের ক্ষুদ্র লাভ হইতে অথবা মালিকদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় হইতে সম্প্রসারণের আর্থিক সঙ্গতি জোগাড় করিয়া লইতে হয়—ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগকারীদিগের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু এইভাবে কারবারের বৃদ্ধি ঘটাইয়া বৃহৎ কারবার গঠন করা কষ্টকর।

৩। অর্থসংগ্রহের অসুবিধা

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন—Small Scale Production

বৃহদায়তনের শিল্প হইতে বিভিন্ন প্রকারের এবং সুনির্দিষ্ট সুবিধালাভ সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও, একাধিক শিল্পে ছোটখাটো উৎপাদনকারী বেশ ভালভাবেই নিজেদের কারবার বজায় রাখিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ, শিল্পের যতই আয়তন বৃদ্ধি হইবে ততই যে কারবারের সুবিধা হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির সীমা আছে।

কিন্তু নিছক বৃহদায়তন কারবারের সীমাবদ্ধতার জন্যই যে ছোট উৎপাদনকারীরা টিকিয়া থাকে তাহাই নহে, ছোটখাটো উৎপাদনকারীদের নিজেদের কয়েকটি বিশেষ গুণ ও সুবিধা আছে।

ছোট কারবার চলে কেন?

(১) ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনকারী খরিদ্দারদিগের প্রয়োজনের দিকে ব্যক্তিগত ভাবে মনোযোগ প্রদান করিতে পারে। অনেক সামগ্রী আছে যেগুলি ব্যক্তিগত বরাত অনুযায়ী (according to order) উৎপাদন করিবার প্রয়োজন হয়। এইরূপ সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও ক্রেতার মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদন ব্যবস্থা থাকিলে উৎপাদনকারীর পক্ষে খরিদ্দারদিগের ইচ্ছা বা পছন্দমত সামগ্রী উৎপাদন করিয়া জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জন করা সম্ভব হয়।

ব্যক্তিগত দৃষ্টি

(২) ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনকারী নিজের কারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্য নিজেই তত্ত্বাবধান করিতে পারে। ইহাতে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান হয় এবং মালিকের উপস্থিতির দরুন শ্রমিকগণ কার্যে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে উৎসাহিত হয়, বাধ্যও হয়।

ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান

(৩) এইরূপ কারবারের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সংযোগ রাখা সম্ভব হয়। মালিক কি চাহে তাহা শ্রমিক বুঝিতে পারে এবং শ্রমিক কি চাহে তাহা মালিক বুঝিতে পারে। সুতরাং শ্রমিক মালিকের মধ্যে সহসা বিরোধ উপস্থিত হয় না, হইলেও তাহা গুরুতর আকার ধারণ করে না। শ্রমিক-মালিক বিরোধের দ্বারা শিল্পোৎপাদনের কার্যে যে প্রভূত বিঘ্ন সৃষ্টি হয় ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে তাহার সম্ভাবনা থাকে কম।

শ্রমিক মালিকের সৌহার্দ্য

(৪) বহুবিধ সামগ্রী আছে যেগুলিতে বিশেষ কারুকার্য প্রয়োজন, আবার কতকগুলি বস্তু যেগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু না কিছু বৈচিত্র্য থাকিতে হইবে; ঐরূপ বৈচিত্র্যের জন্যই উহাদের চাহিদা। কিন্তু কারুকার্য খচিত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ দ্রব্য যন্ত্রের সাহায্যে রাশী পরিমাণে উৎপাদিত হইতে পারে না। এই সকল শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনকারী তাহার স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে।

কারুকার্য ও বৈচিত্র্য

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তনের নির্ধারক বিষয়—Factors Determining the Size of Business Units

প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই চাহিবে সামগ্রীর দামের সহিত উহার উৎপাদন খরচার যতটা সম্ভব পার্থক্য সৃষ্টি করিতে। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার মধ্যে সামগ্রীর দামের উপর একটি প্রতিষ্ঠান বিচ্ছিন্ন ও একক ভাবে বিশেষ কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কারণ, প্রতিযোগিতার বাজারে একটি পণ্যের মোট যোগানের মধ্যে একটি মাত্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ একটি নগণ্য অংশ মাত্র। সুতরাং প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার অভ্যন্তরীণ ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা পণ্য উৎপাদনের গড়পড়তা খরচা হ্রাস করিতে সচেষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা উৎপাদনের পরিধি যথাসম্ভব বাড়াইতে থাকে—সাধারণতঃ উৎপাদনের পরিধি যতই বাড়ানো হয়, মাত্রাপিছু উৎপাদন খরচা ততই কমিতে থাকে। কিন্তু আয়তন বাড়াইতে বাড়াইতে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এরূপ অবস্থায় উপনীত হইবে যখন অধিকতর আয়তন বৃদ্ধির দ্বারা সুবিধা যেটুকু হইবে অসুবিধা হইবে তাহা অপেক্ষা বেশী। সুতরাং সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্যের বিন্দুতে আসিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানটি তাহার সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা থামাইবে। ঠিক এই বিন্দুতে উপনীত হইলে তাহার দ্বারা প্রাপ্য নীট সুবিধা হইবে সবথেকে বেশী। সুতরাং এই বিন্দুতে যে শিল্প প্রতিষ্ঠান উপনীত হইয়াছে সে তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত আয়তনে পৌঁছাইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ-আয়তনী প্রতিষ্ঠান (**optimum firm**) এবং উহার আয়তনকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ-আয়তন (**optimum size**)। যতদিন প্রতিষ্ঠানটি এই আয়তনের কমে থাকিবে ততদিন উহার উৎপাদন খরচা অপেক্ষাকৃত বেশী থাকিবে, আবার এই আয়তনের সীমা অতিক্রম করিলেও উহার উৎপাদন খরচা বাড়িয়া যাইবে।

আয়তনবৃদ্ধিতে সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্যের বিন্দু

কিন্তু কারবারের আয়তন নির্ধারণে ইহাই একমাত্র কার্যকরী বিষয় নহে। ইহার কারণ, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট উৎপাদন খরচাই একমাত্র বিবেচ্য নহে। বাজারে তাহার উৎপাদিত পণ্য কত পরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে তাহার উপরেও শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। যে সামগ্রী অধিক পরিমাণে বাজার গ্রহণ করিবে না, সেই সামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া উৎপাদন খরচা কমাইবার কোন সার্থকতা নাই। ইহাকে বাজারের প্রতিরোধ

বাজার প্রতিরোধ

(Market resistance) রূপে অভিহিত করা হয়। বাজারের এই প্রতিরোধ যেখানে শুরু হইবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন সেইখানে আসিয়া থামিতে হইবে। কারণ উহার উপরেও আয়তন বৃদ্ধি করিলে অবিক্রীত পণ্যের দরুন কারবারটির লোকসান হইবে।

ইহা ব্যতীতও প্রতিযোগিতামূলক শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টাও শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারক বিষয়রূপে ক্রিয়া করে। ইহা সকল সময়েই ক্রিয়া করে না বটে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা বিশেষ সক্রিয় হইয়া উঠে। ইহার অর্থ হইল যে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার শ্রেষ্ঠ আয়তন লাভ করিবার পরেও আয়তন বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়াইয়া যায়। আপাততঃ ইহাতে তাহার লাভের আশা না থাকিলেও উহার দ্বারা ভবিষ্যতে তাহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। ভবিষ্যতের এই প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে কারবারের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া একটি নির্দিষ্ট সীমানায় আনিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে।

প্রতিযোগিতার ক্ষমতা অর্জন

আর একটি নির্ধারক বিষয় হইল রাষ্ট্রের প্রভাব। আধুনিক যুগে সমগ্র সমাজের হিতার্থে রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব অর্থনৈতিক নীতি থাকে। রাষ্ট্রের সাধারণ অর্থনৈতিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাহার দ্বারা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারিত হইতে বাধ্য। অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র যতই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে, এই বিষয়টি ততই শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারণে সক্রিয় হইয়া উঠিবে।

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ

সুতরাং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারক বিষয়গুলি হইল মোটামুটি চারিটি: (১) শ্রেষ্ঠ আয়তন লাভের প্রচেষ্টা; (২) বাজার প্রতিরোধ; (৩) প্রতিযোগিতামূলক শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা এবং; (৪) সরকারের অর্থনৈতিক নীতি। কেয়ার্নক্রস এ সম্পর্কে বলিয়াছেন, "অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠ আয়তনে পৌঁছায় না বা পৌঁছাইবার চেষ্টাও করে না। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল মুনাফা অর্জন করা, সর্বাধিক দক্ষতা সহকারে উৎপাদন করা নহে। যে আয়তনে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিবে উৎপাদন খরচা তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করে না· তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদন খরচার উপরে দামের আধিক্য। দাম কমাইয়া বাজারের উপরে অধিকতর

উৎপাদন না চাপাইয়া তাহারা বরং শ্রেষ্ঠ আয়তনের নিচেই থাকিয়া যাইতে পারে ; অথবা প্রতিযোগিতামূলক শক্তি অর্জনের জন্য তাহারা শ্রেষ্ঠ আয়তন ছাড়াইয়াও যাইতে পারে।"*

ক্রমিক উৎপাদনবৃদ্ধির নিয়ম—**Law of Increasing Returns**

কোন কোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রম ও পুঁজি নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে উৎপাদনের পরিমাণ বর্ধিত হয় উহা অপেক্ষা অধিক হারে। শ্রম ও পুঁজি যে অনুপাতে বর্ধিত করা হইল তাহা অপেক্ষা অধিক অনুপাতে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিল। একজন আঁত্রেপ্রণা হয়তো দশটাকা পুঁজি ও দশজন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ১০০টি কলম উৎপাদন করে, পরের বার হয়তো সে আরও ১০ পুঁজি ও আরও ১০ জন শ্রমিক, মোট ২০ পুঁজি ও ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ২৫০টি কলম, উৎপাদন করিতে পারিল। এক্ষেত্রে তাহার শ্রম ও পুঁজি দ্বিগুণ করাতে কলমের উৎপাদন হইল দ্বিগুণেরও অধিক। ধরা যাউক পরের বারে সে আরও ১০ পুঁজি ও আরও ১০ জন শ্রমিক—মোট ৩০ পুঁজি ও ৩০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ৫০০টি কলম উৎপাদন করিতে পারিল ; এক্ষেত্রেও পুঁজি ও শ্রম যে হারে বৃদ্ধি করা হইল উৎপাদনের বৃদ্ধি হইল তাহা অপেক্ষা অধিক হারে।

শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধির অনুপাতে উৎপাদন বেশী বৃদ্ধি

এইরূপ ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ হইল মোটামুটি দুই পর্যায়ের :

প্রথমতঃ, উৎপাদন কার্যে অধিকতর পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ করিলে অধিকতর শ্রম-বিভাগ করা সম্ভব হয়, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও আধুনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কার্যে নিয়োগ করা যায় এবং উৎপাদনের পরিধি যতই বিস্তৃত হয় ততই বৃহদায়তন উৎপাদনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সঙ্কোচ সমূহ (Internal and external economies) লাভ করা সম্ভব হয়। আর একভাবে বলিতে গেলে, অধিকতর শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ

*[Most firms neither do, nor try to, reach their optimum size. Their aim is to make profits, not to produce with the greatest possible efficiency. It is not cost but the excess of price over cost, that controls the size to which firms grow. They may stop short of the optimum rather than force a large output on the market at a lower price ; or push beyond the optimum for the sake of competitive strength."— Cairncross]

করিলে ব্যবস্থাপনা বা সংগঠনের (Organisation) উন্নতি বিধান করা সম্ভব হয় এবং উন্নতধরণের ব্যবস্থাপনা করা হইলে শ্রম ও পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া মার্শাল ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়মটির এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন : "পুঁজি ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা সাধারণতঃ উন্নততর ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হয়, যাহা পুঁজি ও শ্রমের কার্যকে অধিকতর উৎপাদনক্ষম করিয়া তুলে।" ["An increase of capital and labour leads generally to an improved organisation which increases the efficiency of the work of capital and labour"—Marshall.]

১। ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটে

দ্বিতীয়তঃ, এই নিয়ম ক্রিয়া করিবার আর একটি কারণ হইল যে অনেক ক্ষেত্রে কোন একটি সামগ্রীর উৎপাদনের আয়োজন করিতে হইলে কোন কোন "অবিভাজ্য উৎপাদক উপাদান" (Indivisible factors of production) ব্যবহার করা প্রথম হইতেই প্রয়োজন হয় : অবিভাজ্য উৎপাদক উপাদানের সমস্ত অংশটুকু প্রথমেই পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য উৎপাদক উপাদান সামান্য কিছু বাড়াইলে ঐ অবিভাজ্য উপাদানটিকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়, সেই কারণে ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি হয় বেশী। যথা, দুইটি স্থানের মধ্যে একটি রেলপথ নির্মাণ করিলে একজন যাত্রী চলাচল করুক বা এক হাজার যাত্রী চলাচল করুক, ইস্পাতের রেলপথ, ইঞ্জিন, ষ্টেশন প্রভৃতি কতিপয় পুঁজি-সামগ্রী বা পুঁজি সম্পদ প্রথম হইতেই স্থাপন করা প্রয়োজন। এইগুলি অবিভাজ্য, কারণ ইহাদের একটি ন্যূনতম আয়তন আছে যাহা অপেক্ষা কম আয়তনে ইহারা স্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং যতই বেশী যাত্রী বহন করা হইবে ততই এই অবিভাজ্য সামগ্রীগুলিকে বেশী করিয়া কাজে লাগানো যাইবে এবং খরচা যদিও বৃদ্ধি হইবে তবুও, অবিভাজ্য পুঁজির অধিকতর ব্যবহারের জন্য, উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে।

২। অবিভাজ্য সামগ্রী বিনিয়োগ

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থ হইল যে উৎপাদনের ব্যয় ক্রমশঃই কমিয়া যায়। একই ব্যয়ের দ্বারা যদি বেশী উৎপাদন ঘটে তাহা হইলে উৎপাদিত সামগ্রীর প্রতিমাত্রা (unit) উৎ-

পাদনের খরচা হইবে পূর্বাপেক্ষা কম। উপরের প্রথম দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাউক এবং ধরা যাউক একজন শ্রমিকের পারিশ্রমিক হইল ৯ টাকা। আঁত্রেপ্রণা ১০ জন শ্রমিক ও ১০ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া অর্থাৎ মোট ১০০ টাকা ব্যয় করিয়া ১০০টি কলম উৎপাদন করিল। এক্ষেত্রে প্রতিটি কলম উৎপাদনের খরচা পড়িল ১ টাকা। পরের বার আঁত্রেপ্রণা ২০ জন শ্রমিক ও ২০ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া কলম উৎপাদন করিল ২৫০টি; এক্ষেত্রে প্রতিটি কলম উৎপাদনের খরচা পড়িল ৮০ পয়সা; পরের বার আঁত্রেপ্রণা ৩০ জন শ্রমিক ও ৩০ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া ৫০০ টি কলম উৎপাদন করিল এবং প্রতিটি কলম উৎপাদনের খরচা ৬০ পয়সা এইভাবে উৎপাদনের পরিধি বৃদ্ধির দ্বারা (১) অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ (internal and external economies) ঘটিবার দরুন এবং (২) অবিভাজ্য উৎপাদক উপাদানের (Greater utilisation of indivisible factors of production) অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবহারের দরুন বাড়তি ব্যয়ের তুলনায় বাড়তি উৎপাদন হয় অধিক এবং প্রতিমাত্রা উৎপাদনের খরচা হ্রাস পায়।

প্রতিমাত্রা উৎপাদনের খরচা কম

বৃহদায়তন উৎপাদন ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম—Large Scale Production and the Law of Diminishing Returns,

বৃহদায়তন উৎপাদন হইতে আমরা বিভিন্ন প্রকার বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকি; এইগুলি বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা (economies of large scale production)। সাধারণতঃ শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রচুর অবকাশ থাকে এবং যতই বেশী পরিমাণে উৎপাদন হয় ততই উৎপাদন খরচা কম হয়। একদিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহার সহিত ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের কোনই সম্পর্ক নাই। কারণ কেয়ার্ণক্রসের ভাষায় "যে দুষ্প্রাপ্যতা হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মের উদ্ভব, উহার সহিত উৎপাদনের পরিধির যে সুবিধা হইতে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের সৃষ্টি হয় তাহার কোন সম্পর্ক নাই।" ["Scarcity in which the law of decreasing returns originates has no connection with economies of scale which give rise to increasing returns."—Cairncross] সেই কারণে গড়পড়তায় শিল্পসমূহ ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করে।

কিন্তু তাই বলিয়া যদি মনে করা হয় যে উৎপাদনের পরিধি বৃদ্ধির বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়া শিল্পের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন (diminishing returns) ঘটিবে না তাহা হইলে ভুল হইবে। কারণ উৎপাদনের পরিধি যতই বৃদ্ধি পাক তাহারও একটা সীমা আছে। এই সীমা তখনই উপস্থিত হইবে যখন অন্যান্য উৎপাদক উপাদান বাড়াইলেও একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ বাড়ানো যাইবে না। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের অনুপাত নষ্ট হইয়া যাইবে। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে একটি উৎপাদক উপাদান যতখানি বাড়াইতে পারা যায় ততখানি বাড়াইবার পর অন্যান্য উৎপাদক উপাদান বাড়াইলে উহার উপর আনুপাতিকভাবে অত্যধিক চাপ পড়ে। ক্রমাগত উৎপাদনের পরিধি বৃদ্ধির দ্বারা আর কিছুর উপর বে-আনুপাতিক (disproportionate) চাপ পড়ুক বা নাই পড়ুক, সংগঠনী ক্ষমতার বা ব্যবস্থাপনার (organisation) উপর চাপ পড়িতে থাকে খুব বেশী। সেই কারণে ব্যবসায়ের পরিধি একটি সীমায় পৌঁছাইবার পর আরও বাড়াইতে চাহিলে হ্রাসমান উৎপাদনের সম্মুখীন হইতে হইবে। বস্তুতঃ পক্ষে, শিল্পের ক্ষেত্রে হ্রাসমান উৎপাদনের সম্ভাবনা পদে পদেই রহিয়াছে এবং শিল্পপতি উৎপাদনের পরিধি বাড়াইয়া এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে। সুতরাং বৃহৎ পরিধির উৎপাদন থাকিলেই হ্রাসমান উৎপাদনের কোনই সম্ভাবনা নাই, বৃহদায়তন উৎপাদনের সহিত হ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম অসঙ্গতিপূর্ণ—এইরূপ ধারণা করিবার কারণ নাই। বৃহৎপরিধির উৎপাদনের মধ্যেও হ্রাসমান উৎপাদন আসিয়া যাইতে পারে।

একটি উৎপাদক উৎপাদনের উপর আনুপাতিক চাপ পড়ে

ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস নিয়মের উৎপাদক অবস্থা—Condition Leading to Diminishing Returns

ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়মের এই আলোচনা হইতে কোন্ অবস্থার মধ্যে এই নিয়ম ক্রিয়াশীল হয় বুঝিতে পারা যায়। জমিতে উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করে, কারণ কৃষিকার্যে জমির প্রয়োজন সব থেকে বেশী অথচ জমি হইল একান্তই দুষ্প্রাপ্য বস্তু। জমির দুষ্প্রাপ্যতার জন্য আমরা জমির পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া পুঁজি এবং শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হই। সুতরাং শীঘ্রই একদিকে জমি এবং অপর দিকে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে যথাযথ

অনুপাত (proper proportion) নষ্ট হইয়া যাইবে এইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

যদি শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধির সহিত জমিও বৃদ্ধি করিতে পারা যাইত তাহা হইলে এই যথাযথ অনুপাত নষ্ট হইত না। জমি প্রকৃতির দান, সুতরাং মানুষের ইচ্ছানুযায়ী ইহা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। সেই জন্যই কৃষিকার্যে শীঘ্রই ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস ক্রিয়া করে। মূলগত ঐ একই কারণে শিল্পের ক্ষেত্রেও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস ক্রিয়া করিতে পারে। সেই কারণটি হইল কোন একটি উৎপাদক উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা। যখনই আমরা যে-কোন একটি উৎপাদক উপাদনকে অপরিবর্তিত রাখিয়া অন্যান্য উৎপাদক উপাদান বৃদ্ধি করি তখনই উহাদের মধ্যে যথাযথ অনুপাত নষ্ট হয় এবং উৎপাদনের অনুপাতিক হ্রাস ঘটে। কিন্তু একটি উৎপাদক উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখি কেন? উহার কারণ হইল ঐ উৎপাদক উপাদানটি অপরাপর উৎপাদক উপাদানের তুলনায় দুষ্প্রাপ্য (scarce)। এই আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার (relative scarcity) জন্যই এক্ষেত্রে হ্রাসমান উৎপাদন ঘটিতেছে।

মূলগত কারণ একই উৎপাদক উপাদানের কার্য হয় না

কিন্তু এই "আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার" জন্য ক্ষতি হইত না, যদি উৎপাদক উপাদানগুলি পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বদল ব্যবহারযোগ্য (substitutable) হইতে পারিত। জমির পরিবর্তে যদি পুঁজি বৃদ্ধি করিলে সমান কাজ হইত, পুঁজির পরিবর্তে যদি বেশী শ্রমিক নিয়োগ করিলে সমান কাজ হইত বা শ্রমিকের পরিবর্তে পুঁজি বৃদ্ধি করিলে সমান কাজ হইত বা পুঁজির পরিবর্তে জমি বৃদ্ধি করিলে সমান কাজ হইত—তাহা হইলে কোন একটি উৎপাদক উপাদান (factor of production) অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য হইলেও অসুবিধার কোন কারণ থাকিত না : দুষ্প্রাপ্য উপাদানটির পরিবর্তে সহজলভ্য উপাদান প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে এরূপ সংমিশ্রণ ঘটানো যাইত যাহাতে উৎপাদন আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি পায়—অন্ততঃ হ্রাস না পায়। ইহা করিতে পারা যায় না বলিয়াই অসুবিধা ঘটে। যে অনুপাতে একটি উৎপাদক উপাদানের স্থলে আরএকটি উৎপাদক উপাদান প্রয়োগ করিয়া কাজ চালানো যায় সেই অনুপাতে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস ঘটে না। সুতরাং উৎপাদক উপাদানগুলির ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস ঘটে ঐগুলিকে পরস্পরের বদলে ব্যবহার করা যায় না বলিয়াই।

একটি উপাদানের দ্বারা অপর উপাদানের কায হয় না

আরও একটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। হয়তো একটি উৎপাদক উপাদানের স্থলে আর একটি উৎপাদক উপাদান কিছু পরিমাণ পর্যন্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু 'ক'-উপাদানের স্থলে 'খ'-উপাদান অধিক করিয়া প্রয়োগ করিতে গেলে, 'খ'-উপাদানের চাহিদা বাড়িয়া দাম বাড়িবে। সুতরাং ঐরূপ পরিবর্তব্যবহার সম্ভব হইলেও উহার দ্বারা উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইলে উহার দ্বারা আনুপাতিকভাবে উৎপাদন হ্রাস হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে; উৎপাদনের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পাইলেই পূর্বেকার সমান খরচায় কম উৎপাদন পাওয়া যাইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অন্য উপাদান ব্যবহার করিলেও খরচা বাড়িয়া যাইতে পারে

যন্ত্রশিল্প ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম—Manufacturing Industries and the Law of Diminishing Returns.

পূর্বেই দেখিয়াছি কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করে। শিল্প সামগ্রীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষই বেশী অংশ গ্রহণ করে, যেমন প্রকৃতি অংশ গ্রহণ করে বেশী কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে। মানুষ তাহার উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের দ্বারা শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নততর ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করে যাহাতে ব্যয়ের অনুপাতে উৎপন্নের পরিমাণ হইতে পারে অধিক; সেই কারণে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের পরিবর্তে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়।

শিল্পের উন্নততর ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়

কিন্তু সকল অবস্থাতেই এবং সকল সময়েই শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়মই যে ক্রিয়া করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভূমিতে উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়াশীল হইবার মূল কারণ ভূমির নির্ধারিত বিস্তৃতির সহিত পরিবর্তনীয় অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের সংমিশ্রণ, অর্থাৎ ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া উহাতে প্রযোজ্য অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তন করা। উহা হইতে এই মূল কথাটি বুঝা যায় যে একটি উৎপাদক উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির পরিমাণ বাড়াইলে কোন না কোন সময়ে এরূপ এক পরিস্থিতির উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী যখন উৎপাদনের জন্য অর্থব্যয়ের তুলনায়

একটি উপাদান অপরিবর্তিত থাকিলে

উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িবে কম অনুপাতে। সুতরাং কৃষিকার্যের ক্ষেত্রেই হউক বা যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেই হউক, ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন হইবে, কি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন হইবে, তাহা নির্ভর করে কি ভাবে উৎপাদক উপাদান-গুলিকে মিশানো হয় তাঁহার উপরে। আঁত্রেপ্রণা উৎপাদক উপাদানগুলির পরিমাণ যদি ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতে পারে তাহা হইলে যে ভাবে সব থেকে ভাল ফল পাওয়া যাইবে সেইভাবেই ঐ গুলিকে মিশাইতে পারিবে। যখনই কোন একটি উৎপাদক উপাদান সাময়িক ভাবেও বাড়ানো যাইবে না তখনই বুঝিতে হইবে যে উৎপাদনের ব্যবস্থাপনার উপর সংগঠনকারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লোপ পাইতেছে এবং সেহেতু সব থেকে ভাল ফল লাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উৎপাদন চালাইতে থাকিলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে এরূপ এক সময় আসিবেই যখন ব্যয়ের অনুপাতে উৎপাদন হইবে কম। যথা—পুঁজির (যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মাল) পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া আঁত্রেপ্রণা যদি ভূমি ও শ্রমের পরিমাণ বাড়ায় তাহা হইলে এরূপ অবস্থা আসিতে পারে যখন দেখা যাইবে যে যে-অনুপাতে ভূমি ও শ্রমের পরিমাণ বাড়ানো হইয়াছে উৎপাদন বাড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণে। সুতরাং অবস্থা বিশেষে যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করিতে পারে।

ব্যয়ের অনুপাতে উৎপাদন হইবে না

তবে একথা ঠিক যে কৃষিকার্যের তুলনায় যন্ত্রশিল্পে এই নিয়মের ক্রিয়া কম। ইহার কারণ হইল যে ভূমির বিস্তৃতি প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ, সেই কারণে ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি মানুষের সাধ্যাতীত। অপরাপর যে সকল উৎপাদক উপাদান আছে সেগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি কিন্তু কিছু পরিমাণে মানুষের আয়ত্তাধীন। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে বেশী সংক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ভূমি, কিন্তু যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ভূমি প্রয়োজন হইলেও অধিক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে অপরাপর উৎপাদক উপাদনগুলি। সেই কারণে কৃষিকার্যে মানুষের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উহার শেষ সীমায় খুব শীঘ্রই পৌছাইয়া যায় কিন্তু যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগের দ্বারা ব্যবস্থাপনার দক্ষতার শেষ সীমানায় পৌছানো যথেষ্টই বিলম্বিত করা যাইতে পারে। মার্শাল বলেন, "মোটামুটিভাবে আমরা বলিতে পারি, যখন নাকি উৎপাদনের ক্ষেত্রে

যন্ত্রশিল্পে উৎপাদক উপাদান বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ

প্রকৃতি যে অংশ গ্রহণ করে তাহাতে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়, মানুষ যে অংশ গ্রহণ করে তাহাতে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা প্রদর্শিত হয়"। ["We say broadly that while the part which nature plays in production shows a tendency to diminishing return, the part which man plays shows a tendency to increasing return".—Marshall]

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ঠিক যেভাবে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থ হইল ক্রমিক ব্যয় হ্রাস সেইভাবেই ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের অর্থ হইল ক্রমশঃই প্রতিটি সামগ্রী উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি।

সমানুপাত আয়ের নিয়ম—Law of Constant Return

কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিতে পারে যে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইলে উহার বৃদ্ধি ঘটে ঠিক সেই অনুপাতে যে অনুপাতে উৎপাদনে নিয়োজিত সঙ্গতির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। শ্রম ও পুঁজি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিলে উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়, তিনগুণ বৃদ্ধি করিলে উৎপন্নের পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। যে সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধি দ্বারা একদিকে উন্নততর ব্যবস্থাপনা ঘটে আবার অপরদিকে কোন না কোন কারণে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের প্রবণতা ঘটে, সেক্ষেত্রে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস, এই দুইটির প্রবণতা পরস্পরের মধ্যে কাটাকুটি হইয়া সমানুপাত উৎপাদনে পরিণত হইতে পারে। মার্শাল বলেন, "ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের" নিয়মের ক্রিয়ায় যদি ভারসাম্য হয় তাহা হইলে আমরা সমানুপাত উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম পাই এবং বর্ধিত আয় পাওয়া যায় ঠিক সমানুপাতে শ্রম ও ত্যাগ বৃদ্ধির দ্বারা।" ["If the actions of the laws of increasing and diminishing returns are balanced, we have the law of constant return and an increased produce is obtained by labour and sacrifice increased just in proportion". —Marshall] এস্থলেও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে সমানুপাত উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থই হইল উৎপাদনের পরিমাণ যতই বর্ধিত করা হউক, প্রতিটি মাত্রা উৎপাদনের খরচা অপরিবর্তিতই থাকে। ব্যয় দ্বিগুণ করিয়া উৎপন্ন যদি হয় দ্বিগুণ বা ব্যয় তিনগুণ করিয়া উৎপন্ন যদি হয় তিনগুণ, তাহা হইলে প্রতিটি সামগ্রীর উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধিও পায় না, হ্রাসও পায় না।

উৎপাদন হ্রাস ও বৃদ্ধির কাটাকুটি

Questions & Hints

1. "*Division of labour is limited by the extent of the market*". Discuss the statement. [পৃষ্ঠা ২১৪]

2. Indicate the chief types of internal and external economies with suitable examples. (B A. 1962) [পৃষ্ঠা ২২১-২৫]

3. Distinguish between internal and external economies with suitable examples. Do these economies continue indefinitely? Give reasons for your answer. (Cal. B A. 1959 ; Burd. 1963). [পৃষ্ঠা ২২১-২৫ ;]

Distinguish between the internal and external economies of a firm giving suitable examples of both. (Cal. B. Com. Part I 1962 [পৃষ্ঠা ২২১-২৫]

4. Discuss the factors determining the size of business units. (B. A. 1958 ; 1963 ; B Com. Part I 1963) and state the conditions under which small scale units may succssfully compete with large scale units. (B. A. 1958) [পৃষ্ঠা ২৩৩-৩৬ এবং পৃষ্ঠা ২৩২-৩৩]

5. Explain carefully the factors which tend to set a limit to the growth of a firm (Cal. B. A. 1960 ; B. A. Part I 1964) [পৃষ্ঠা ২৩১-৩২]

6. What are the advantages of large scale production? How do you explain the persistence of small scale production in some lines? (B. A. Part I 1963) [পৃষ্ঠা ২২১-২৫ ; ২৩২-৩৩]

7. "The laws of increasing and decreasing returns are often cited as if they were in some wav parallel to one another". Explain this statement. (B. A. 1960 ; B. A. Part I 1964) [পৃষ্ঠা ২৩৬-৪১]

8. "The law of diminishing returns is only one phase of a more universal law of variable proportions." Discuss (Burd. 1963) [পৃষ্ঠা ১৩১-৩৫ ; ২৩৯-৪১]

9. Define external economies and diseconomies and give examples. (Cal. B. A. PI 1967)

[External economies পৃষ্ঠা ২২৯-৩০]
External diseconomies : পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

অষ্টম অধ্যায়

যোগান ও উৎপাদন খরচা

(Supply and Cost of Production)

"যোগান" শব্দের অর্থ—Meaning of "Supply"

যখন কোন বস্তু বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা হয় তখন উহার "যোগান" হইয়া থাকে "(Supply means the quantity offered for sale by producers"—Cairncross)।

বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত পরিমাণ, তিনটি বৈশিষ্ট্য

এ সম্পর্কে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ, কোন একটি বস্তু ঠিক যতখানি বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা হইবে, ঠিক ততখানি হইবে উহার যোগান; অর্থাৎ যোগান বলিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণকে বুঝাইবে। দ্বিতীয়তঃ, যোগানের কথা বলিলেই একটি নির্দিষ্ট সামগ্রীর কথা বুঝাইবে—অর্থাৎ ঠিক কোন্ সামগ্রীটির কতখানি পরিমাণ বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, কোনও একটি সামগ্রী কতখানি বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত হইবে উহা সামগ্রীটির দামের উপর নির্ভর করে। কম দামে কম যোগান, বেশী দামে বেশী যোগান—ইহাই ঘটা স্বাভাবিক। এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া **ওয়াকার** বলিয়াছেন: "যোগান বলিতে বুঝায় একটি নির্দিষ্ট সামগ্রীর সেই পরিমাণ যাহা একটি নির্দিষ্ট দামে পাওয়া যাইতে পারে।"*

বেন্‌হাম ইহার সহিত সময়ের যোগ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে যোগান হইল "একটি নির্দিষ্ট কাল-পিছু বিক্রয়ার্থে উপস্থাপিত পরিমাণ" (amount offered for sale per unit of time)। ইহা যে দামের উপর নির্ভর করে সে কথাও বেনহাম উল্লেখ করিয়াছেন।

যোগানের নিয়ম—Law of Supply

চাহিদা এবং দামের সহিত সম্পর্কের দ্বারা যেমন চাহিদার নিয়ম উদ্ভূত হয়, সেইরূপ দাম ও যোগানের সম্পর্কের দ্বারা 'যোগান'-এর নিয়মও উদ্ভূত হয়। চাহিদা ও দামের সম্পর্ক হইল বিপরীতমুখী। কিন্তু যোগান ও

* "Supply means the quantity of a given article which could be had at a given price."—Walker.

দামের সম্পর্ক হইল প্রত্যক্ষ। ইহার কারণ, যোগানের পিছনে ক্রিয়া করে লাভলোকসানের সম্ভাবনা আবার এই লাভ লোকসানের সম্ভাবনা নির্ভর করে সামগ্রীর দাম এবং উৎপাদন খরচার উপর। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হইল লাভ বা লোকসান। উৎপাদন খরচা যদি সমান থাকে, তাহা হইলে দাম বাড়িলে লাভের সম্ভাবনা বাড়ে, দাম কমিলে লাভের সম্ভাবনা কমে বা লোকসানের সম্ভাবনা বাড়ে। লাভের সম্ভাবনা বাড়িলে যোগান হইবে বেশী, লাভের সম্ভাবনা কমিলে যোগান হইবে কম। সুতরাং দাম বাড়িলে যোগান বাড়িবে এবং দাম কমিলে, যোগান কমিবে; ইহাই হইল "যোগানের নিয়ম"। যে সকল সামগ্রী বারবার উৎপাদন হইতে পারে, দাম বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের উৎপাদন বাড়িয়া যোগান বাড়িবে; এবং যে সকল সামগ্রী বারবার উৎপাদন হইতে পারে না (যথা কোন দুষ্প্রাপ্য শিল্পকলার নিদর্শন) তাহাদের দাম বাড়িলে যোগান বাড়িবার কারণ হইল যে মালিক বর্ধিত দামে উহা বিক্রয় করিলে বেশী অর্থ পাইবে, সেই অর্থের বিনিময়ে অন্যান্য সামগ্রী বেশী করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবে, সুতরাং নিজের জিনিস ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা কমিয়া যাইবে।

যোগান তালিকা—Supply Schedule

কোনও বস্তুর যোগান যদি উহার দামের উপর নির্ভরশীল হয়, দাম অনুযায়ী যদি যোগান পরিবর্তনশীল হয়—তাহা হইলে ঐ সামগ্রীর যত বিভিন্ন দাম সৃষ্টি হইতে পারে, ঐ বিভিন্ন দামের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ঐ সামগ্রীর যোগন ভিন্নরূপ হইবে। একটি সামগ্রার যত বিভিন্ন দাম হইতে পারে (বা আমরা কল্পনা করিতে পারি) তাহাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে যোগান হইবে এক এক প্রকার। অতএব একই সামগ্রীর বিভিন্ন দামে উহার যোগান কিরূপ বিভিন্ন হইবে তাহা প্রদর্শন করিয়া একটি তালিকা রচনা করা চলে; ইহাকে বলা হয় যোগান তালিকা। সুতরাং যোগান তালিকা বলিতে বুঝায় কোনও একটি সামগ্রীর বিভিন্ন দামে যে বিভিন্ন যোগান হয় বা হইতে পারে সেই দাম ও সেই যোগানের হিসাব সমন্বিত তালিকা। যথা,

বস্ত্রের দাম যখন ৪ টাকা তখন যোগান ৩,০০০টি হইবে
বস্ত্রের দাম যখন ৬ টাকা তখন যোগান ৭,০০০টি হইবে

বস্ত্রের দাম যখন ৮ টাকা তখন যোগান ১২,০০০টি হইবে
বস্ত্রের দাম যখন ১০ টাকা তখন যোগান ১৭,০০০টি হইবে
বস্ত্রের দাম যখন ১৩ টাকা তখন যোগান ২৫,০০০টি হইবে
বস্ত্রের দাম যখন ১৬ টাকা তখন যোগান ৩৫,০০০টি হইবে
বস্ত্রের দাম যখন ২০ টাকা তখন যোগান ৫০,০০০টি হইবে

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা—Elasticity of Supply

দামের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের ব্যাপকতা যেমন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দেখাইয়া থাকে তেমনি "যোগানের স্থিতিস্থাপকতা" দাম পরিবর্তনের দরুন যোগানের পরিবর্তনের ব্যাপকতা দেখাইয়া থাকে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন এবং চাহিদার পরিবর্তন বিপরীতমুখী, যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে উহাদের পরিবর্তন একই দিকে ঘটে। কিন্তু "চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা" যেরূপ দামের পরিবর্তনের শতকরা হার এবং চাহিদার পরিবর্তনের শতকরা হারের দ্বারা হিসাব করা হয়, যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও সেইরূপ উভয়ের শতকরা হারের হিসাব হইতে বিচার করা হয়। অর্থাৎ,

$$\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{যোগান পরিবর্তনের শতকরা হার}}{\text{দাম পরিবর্তনের শতকরা হার}}$$

$$E\,(\text{Supply}) = \frac{\text{Percentage change in Supply}}{\text{Percentage change in Price}}$$

ভাগফল যদি ১ হয় তাহা হইলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা না বেশী, না কম; উহা সমহার বিশিষ্ট (unitary elasticity)। একটি কলমের দাম যদি শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ে, এবং বাজারে উহার যোগানও যদি শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ে তাহা হইলে উহার যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সমহার বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য। লৈখিক অঙ্কনের (graphical representation) দ্বারা ইহাকে বুঝাইতে চাহিলে আদি বিন্দুর মধ্য দিয়া সরলরেখা টানিয়া ইহাকে বুঝানো যাইতে পারে। ২৫ নং রেখাচিত্রে C^3 সরলরেখাটি O রূপে আদি-বিন্দুর মধ্য দিয়া চলিয়াগিয়াছে; উহার দ্বারা সমহারবিশিষ্ট স্থিতিস্থাপকতা বুঝাইতেছে। এই সমহার স্থিতিস্থাপকতাকে মাঝখানে রাখিয়া আমরা দুইটি চরম বিপরীতমুখী পরিস্থিতি কল্পনা করিতে পারি। একটি হইল সম্পূর্ণ অস্থিতি-

একক স্থিতিস্থাপকতাকে (unit elasticity) মাঝখানে রাখিয়া দুইটি চরম পরিস্থিতি কল্পনা করা যায়

স্থাপকা (completely inelastic supply); যদি এরূপ ঘটে যে দাম যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, সামগ্রীটির আর উৎপাদন বাড়িবে না এবং যোগানও বাড়িবে না তাহা হইলে উহার যোগান সম্পূর্ণরূপেই অস্থিতিস্থাপক। এইরূপ পরিপূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগানের দৃষ্টান্ত বিরল বটে, কিন্তু একেবারে নাই এরূপও নহে। পুনরুৎপাদনাযোগ্য (non-reproducible) সামগ্রী এইরূপ। যথা বিখ্যাত অঙ্কনবিদ-এর দ্বারা অঙ্কিত চিত্র অস্থিতিস্থাপক যোগানের দৃষ্টান্ত। ২৫ নং রেখাচিত্রে C^1 ঊর্ধ্বাধ রেখাটি এইরূপ সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক যোগান দেখাইতেছে। দাম যতই বাড়ুক না কেন, যোগান একই ৬ এককে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অপরদিকে আমরা একটি নিখুঁত ভাবে স্থিতিস্থাপক যোগান (perfectly elastic supply) কল্পনা করিতে পারি। দাম যদি একটুখানি কমিলেই যোগান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায় বা দাম একটুখানি বাড়িলেই যোগান প্রায় অফুরন্ত ভাবেই বাড়িয়া যায় তাহা হইলে উহার যোগান অফুরন্ত ভাবেই স্থিতিস্থাপক (infinitely elastic)। ঐ রেখা চিত্রে C^2 অনুভূমিক সরলরেখার (horizontal straight line) দ্বারা ইহা বুঝানো হইতেছে। এইরূপ অফুরন্তভাবে স্থিতিস্থাপক যোগান-এর দৃষ্টান্ত বিরল; সম্পূর্ণ নিখুঁত প্রতিযোগিতায় একটি সংক্ষিপ্তকালের মধ্যে এরূপ ঘটিতে পারে।

সাধারণতঃ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সম্পূর্ণরূপে ঊর্ধ্বাধ (vertical) নহে, C^1-এর ন্যায়; আবার সম্পূর্ণরূপে অনুভূমিকও (horizontal) নহে, C^2 রেখার ন্যায়। সাধারণতঃ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সমহার বিশিষ্ট স্থিতিস্থাপকতার বাঁদিকে অথবা ডান দিকে যায় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ঊর্ধ্বাধ বা সম্পূর্ণরূপে অনুভূমিক হয় না। ২৬নং রেখাচিত্রে C^4 সরলরেখা এবং C^5 সরলরেখার দ্বারা উহা দেখানো হইতেছে। দাম যে অনুপাতে বাড়ে (বা কমে) যোগান যদি তাহা অপেক্ষা বেশী অনুপাতে বাড়ে (বা কমে), যথা কলমের দাম শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িলে, উহার যোগান শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িল এরূপ যদি হয়, তাহা হইলে ঐ যোগান স্থিতিস্থাপক। ২৬নং রেখাচিত্রে লৈখিক ভাবে C^5 সরলরেখা দ্বারা উহা দেখানো যাইতেছে। অপর পক্ষে, দাম যে অনুপাতে বাড়ে (বা কমে) যোগান যদি তাহা অপেক্ষা কম অনুপাতে বাড়ে (বা কমে), যথা কলমের দাম শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িলে

সাধারণভাবে স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা

২৫নং রেখাচিত্র

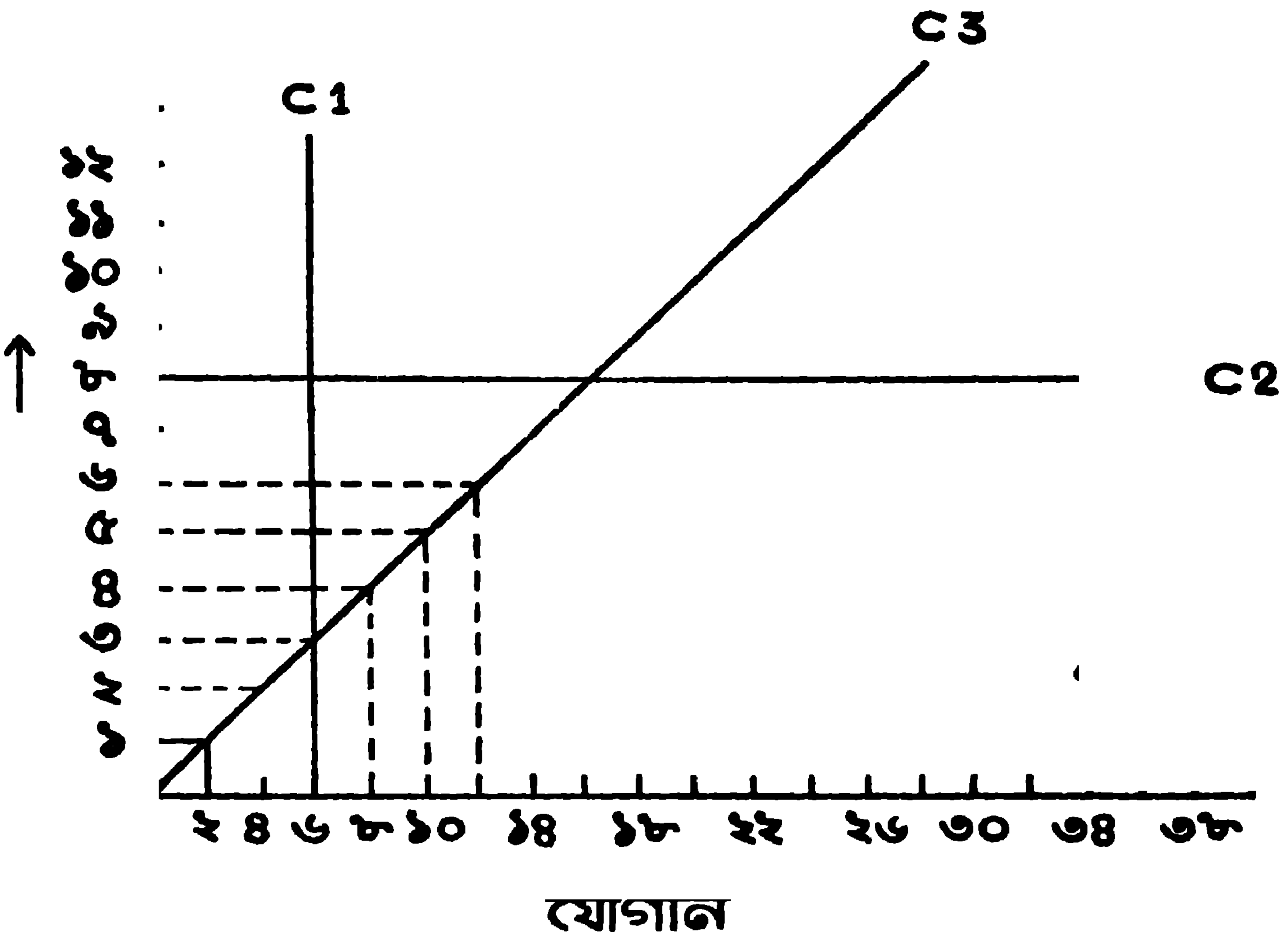

২৬নং রেখাচিত্র

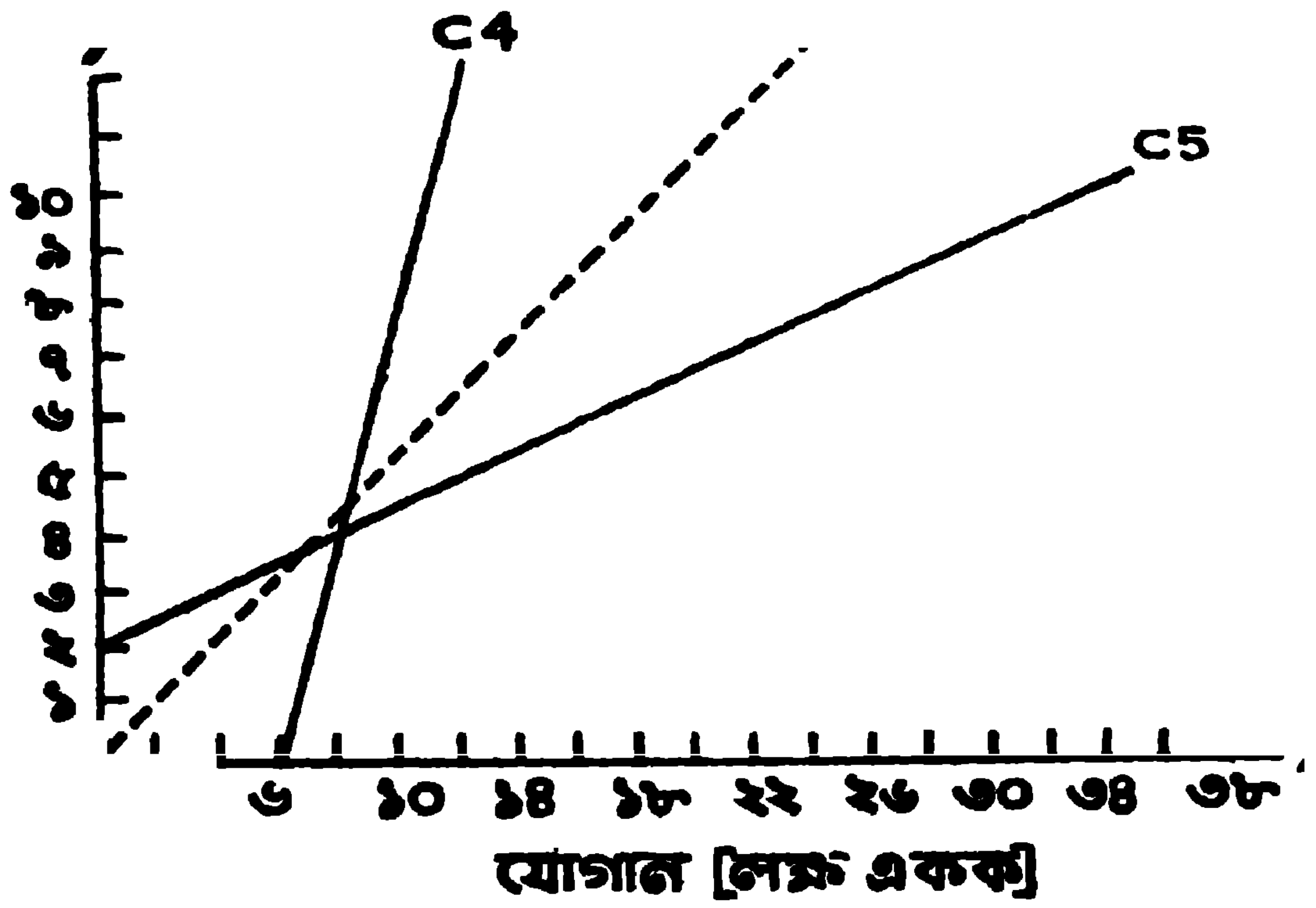

উহার যোগান শতকরা ২০ ভাগ বাড়িল, তাহা হইলে ঐ যোগানকে সাধারণভাবে অস্থিতিস্থাপক বলা হইয়া থাকে। ঊর্ধ্বমুখী কিন্তু একটু ডান দিকে হেলানো C^4 সরলরেখাটির দ্বারা এইরূপ অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা দেখানো হইতেছে।

যে সকল সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি অধিক অংশ গ্রহণ করে সেই সকল সামগ্রীর যোগান সংকোচ প্রসার বিহীন এবং যে সকল সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের সংগঠনী প্রতিভাই অধিক সক্রিয় সেই সকল সামগ্রীর যোগান সংকোচ প্রসারক্ষম (স্থিতিস্থাপক)। আর একভাবে বলিতে গেলে, সেইরূপ সামগ্রীর যোগান সংকোচ প্রসার বিহীন যে সামগ্রীর উৎপাদনে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম (Law of diminishing returns) ক্রিয়া করে, যথা খনিজ সামগ্রী, কৃষি সামগ্রী ইত্যাদি; এবং যে সকল সামগ্রীর ক্ষেত্রে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম (Law of increasing returns) ক্রিয়া করে সে সকল সামগ্রীর যোগান সংকোচ প্রসারক্ষম, যথা কলম, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্প সামগ্রী। আবার অতিক্রমনীয় সময়ানুযায়ী একই সামগ্রীর যোগান এক সময়ে সংকোচ প্রসার বিহীন এবং অপর এক সময়ে সংকোচ প্রসারক্ষম হইতে পারে। যথা, এই বৎসর বাজারে আমের দাম বৃদ্ধি পাইলে যে পরিমাণ আম ফলিয়াছে তাহার উপর যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে, এমন কি দুই চারি বৎসরের জন্যও যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু এই দাম বৃদ্ধি যদি অধিককাল স্থায়ী হয় তাহা হইলে অন্য ফলের পরিবর্তে আমের চাষই বেশী করা হইবে, ফলে ভবিষ্যতে আমের যোগান বৃদ্ধি পাইবে। অনুরূপভাবে একাধিক সামগ্রী আছে, বিশেষ করিয়া শিল্প সামগ্রী, যে সামগ্রীগুলির দাম বৃদ্ধি পাইলে অতি অল্প কালের মধ্যেই যোগান খুব বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ এক সময় আসিবে যখন উহার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করিবে। শিল্প-সামগ্রীর উৎপাদনের ক্ষেত্রেও "ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস"-এর নিয়ম কোন না কোন সময়ে (উৎপাদনের পরিধি ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে) ক্রিয়া করিবে। তখন ঐ সামগ্রীর যোগান অস্থিতিস্থাপক হইবে।

মানুষ যেখানে বেশী সক্রিয় সেখানে যোগান সংকোচ প্রসারক্ষম

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির বাস্তব গুরুত্ব

কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ বলেন যে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির বাস্তব গুরুত্ব বিশেষ কিছুই নাই। অন্ততঃ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণার তুলনায় ইহার গুরুত্ব অনেক কম। স্টোনিয়ার ও হেগ্ বলেন, "যোগানের স্থিতিস্থাপকতার প্রত্যয়টি হইল অনাবশ্যক।" ("The concept of the elasticity of supply is superfluous") ইহার কারণ ব্যাখ্যায় তাঁহারা বলেন যে চাহিদার ক্ষেত্রে মোট খরচ (ক্রেতাদের দিক হইতে) বা "মোট রাজস্বের" (বিক্রেতাদের দিক হইতে) হিসাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়; চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে "মোট খরচ" (total outlay) বা "মোট রাজস্ব" (total revenue) বাড়িয়া যায়। যদি মোট রাজস্ব না বাড়ে, দাম পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও মোট রাজস্বের পরিমাণ একই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমহারবিশিষ্ট (unitary)। বিক্রেতা তাহার পণ্যের দাম বেশী হারে বাঁধিল না কমহারে বাঁধিল, ইহা তাহার কাছে খুব বড় কথা নহে, বড় কথা হইল কোন্ দামে তাহার মোট মুনাফা হইবে সব থেকে বেশী। সুতরাং দাম কমাইলে ক্রেতাদের মোট ব্যয় (অর্থাৎ বিক্রেতাদের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ) বাড়িয়া যাইবে, না কমিয়া যাইবে, না ঠিকই থাকিবে বিক্রেতার নিকট ইহার অসীম গুরুত্ব। মোট ব্যয় একই থাকিয়া যাইবার যে গুরুত্ব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে আছে। অনুরূপ কোন গুরুত্ব যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে নাই। স্যামুয়েলসনও বলেন, "যোগানের স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণার ন্যায় ততটা প্রয়োজনীয় নহে।" ["Supply elasticity is not so useful a concept as is demand elasticity"—Samuelson]

চাহিদার স্থিতি-স্থাপকতার ন্যায় যোগানের স্থিতি-স্থাপকতা গুরুত্বপূর্ণ নহে

কিন্তু যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও, ইহার একেবারে যে গুরুত্ব নাই তাহাও বলা চলে না। যোগান যদিও শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের উপর নির্ভর করে, তবুও 'যোগান' ও 'উৎপাদন' একই কথা নহে। বস্তু উৎপাদিত হইয়া যদি মজুদ-ভাণ্ডার (stock)-এ চলিয়া যায় এবং বাজারে বিক্রয়ার্থে উপস্থাপিত না হয় তাহা

একেবারে গুরুত্বহীন নহে

হইলে অর্থনীতির সংজ্ঞায় উহা 'যোগান' নহে। বাজারে বিক্রয়ার্থে উপস্থাপিত পরিমাণ হইল যোগান। সামগ্রীর দাম কি পরিমাণে বাড়াইলে মজুদ-ভাণ্ডার হইতে উহার কতখানি বাজারে বাহির হইয়া আসিবে তাহার হিসাব একেবারে গুরুত্বহীন নহে।

মজুদ-ভাণ্ডার (stock) এবং উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও শেষ পর্যন্ত যোগান নির্ভর করে উৎপাদনের উপরে। দাম বাড়িলে লাভ বাড়ে, বেশী করিয়া উৎপাদন করা প্রয়োজনও হয়, পোষায়ও। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে উৎপাদন যতখানি বাড়ানো সম্ভব দীর্ঘকালের মধ্যে তার থেকে বেশী বাড়ানো সম্ভব। সেই কারণে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা স্বল্প কালের মধ্যে কম এবং দীর্ঘকালের মধ্যে বেশী। অতিক্রমণীয় কাল অনুযায়ী যোগান এর উপর দামের প্রতিক্রিয়া একটি লক্ষণীয় বিষয়। দামের পরিবর্তন হইলে যোগান কতখানি এবং কতদ্রুত পরিবর্তিত হইতে পারে তাহার উপর নির্ভর করে কোন্ বিন্দুতে এবং কতদ্রুত নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে। যোগানের উপর দামের এই প্রতিক্রিয়ার—অর্থাৎ যোগানের স্থিতিস্থাপকতার,—উপর লক্ষ্য রাখা সেই জন্য প্রয়োজন হয়।

উৎপাদন খরচা—Cost of Production

চাহিদার পিছনে যেরূপ কাজ করে "প্রয়োজনীয়তা" (utility) সেইরূপ যোগানের পিছনে কাজ করে "দুষ্প্রাপ্যতা" (scarcity)। কোন সামগ্রীর চাহিদা থাকিলেই উহা যে অর্থের বিনিময়ে কেনাবেচা হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই ; চাহিদা থাকিয়াও যদি অফুরন্ত যোগান থাকে তাহা হইলে বস্তুটির কোনই দাম থাকিবে না। যোগান যদি সীমাবদ্ধ হয় তবেই লোকে দাম দিয়া উহা কিনিতে বাধ্য হইবে। যত কিছু বস্তু দাম দিয়া বেচাকেনা হয় তাহাদের সকলেরই যোগান কম বেশী সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ হইবার কারণ হইল যে উহা উৎপাদন করিতে কিছু না কিছু ব্যয় হইবে—হয় নগদে ব্যয় হইবে, না হয় মেহনৎ-এ ব্যয় হইবে। ইহাই হইল উৎপাদন খরচা। প্রত্যেক সামগ্রীরই এইরূপ কিছু না কিছু উৎপাদন খরচা আছে বলিয়াই সামগ্রীর যোগান সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ এই উৎপাদন খরচা হিসাব করিয়াই উৎপাদনকারী তাহার সামগ্রীর দাম আদায় করিবার জন্য চেষ্টিত হয়। পূর্ণ-প্রতিযোগিতায় যদি দামের উপর কর্তৃত্ব করিতে না পারে তাহা হইলে উৎপাদনকারী উৎপাদন খরচার তারতম্য ঘটাইয়া লাভ বাড়াইবার বা

লোকসান কমাইবার জন্য চেষ্টিত হয়। সামগ্রীর দাম এবং উৎপাদন খরচার মধ্যে সেই কারণে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন খরচ

উৎপাদন খরচার মধ্যে নানারূপ অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপাদন খরচা বলিতে শুধু এক ধরণের খরচাই বুঝায় না, বিভিন্ন প্রকার খরচার সংমিশ্রণে উৎপাদন খরচার হিসাব করা হইয়া থাকে। আবার উৎপাদন খরচাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিতে পারা যায়। এই কারণেউৎপাদন খরচাকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) মুদ্রাখরচ, প্রকৃত খরচ এবং সুযোগ খরচ—(Money cost, Real cost and Opportunity cost)—একটি বস্তুর মোট যত পরিমাণ উৎপাদন করা হইয়াছে তাহার দরুন বিভিন্ন উৎপাদক উপাদান এবং উপকরণের জন্য মোট কত পরিমাণ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে (উৎপাদনের সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত যত পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়াছে) তাহা মুদ্রার হিসাবে সকল প্রকার খরচা যোগ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহাকে উৎপাদনের মুদ্রাগত খরচ বা money cost বলা হইয়া থাকে।

মোট মুদ্রা ব্যয়

কিন্তু মুদ্রার অঙ্কে আমরা খরচার হিসাব রাখিলেও, এই খরচাকেই ঠিক আসল খরচারূপে গণ্য করা যায় না বলিয়াই অর্থনীতিবিদগণ অভিমত দিয়া থাকেন। কোনও একটি সামগ্রী উৎপাদন করিতে হইলেই উহার জন্য কাহাকেও না কাহাকেও কোন না কোন প্রচেষ্টা করিতে এবং ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়; এই সকল প্রচেষ্টা এবং ত্যাগ স্বীকার হইল প্রকৃত কষ্ট এবং এই প্রকৃত কষ্টই হইল আসল উৎপাদন খরচা। মার্শাল বলেন, "সামগ্রীটির উৎপাদনে বহু প্রকারের শ্রম এবং বিভিন্ন আকারের পুঁজির যে প্রয়োজন হইবে, ইহা আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে যত প্রকারের শ্রম ইহার উৎপাদনে নিয়োজিত হয় তাহার দরুণ মেহনৎ; এবং ইহার উৎপাদনে নিয়োজিত পুঁজি সঞ্চয়ের জন্য যে ভোগসংযম (abstinence) বা অপেক্ষা (waiting) প্রয়োজন হয়—এই সকল প্রচেষ্টা এবং ত্যাগের সমন্বয়কে, উৎপাদনের প্রকৃত খরচারূপে অভিহিত করা যায়।"

মোট প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার

বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের সংমিশ্রণে কোন একটি সামগ্রী উৎপাদিত হয়। কিন্তু প্রত্যেক উৎপাদক উপাদান (factor of production) এই সামগ্রীটি উৎপাদন না করিয়া অপর কোন সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হইতে পারিত। ঐ অপর সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে ঐ উৎপাদক উপাদানটি কিছু না কিছু উপার্জন করিতে পারিত। অন্য বস্তু উৎপাদনে একটি উৎপাদক উপাদন যে পরিমাণ উপার্জন করিতে পারিত, এই বস্তু উৎপাদনে তাহাকে টানিতে হইলে অন্ততঃ সেই পরিমাণ টাকা তাহাকে পূর্ব হইতেই দিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে—অন্যথায় এই সামগ্রী উৎপাদনে উহার যোগান হইবে না। অপর যে সামগ্রীর উৎপাদনে নিয়োজিত হইবার সুযোগ আছে সেই সামগ্রীর উৎপাদনে নিয়োজিত না হইয়া উৎপাদক উপাদানগুলি যাহাতে এই সামগ্রীর উৎপাদনে আকৃষ্ট হয় সেই উদ্দেশ্যে উৎপাদক উপাদানগুলিকে যে পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে উহাই হইবে সুযোগ খরচা (opportunity cost)। উৎপাদক উপাদানগুলি অন্য কার্যে নিযুক্ত হইলে উহা হইতে যতটা উপার্জন করিতে পারিত ইহা হইবে তাহার সমান—পরিত্যক্ত বিকল্প নিয়োগের উপার্জনের সমান (income from relinquished alternative employment)।

উৎপাদক উপাদান অন্য কার্য হইতে যতটা উপার্জন করিতে পারিত

(২) **স্থিতি খরচা ও চলতি খরচা**—(Supplementary or Overhead Cost and Prime or Variable Cost)—কারবারের মধ্যে কতিপয় খরচা আছে যেগুলি প্রারম্ভিক অথচ দীর্ঘস্থায়ী, যে খরচা উৎপাদিত সকল সামগ্রীগুলিকেই বহন করিতে হইবে অথচ উৎপাদন সাময়িক ভাবে বন্ধ হইলেও যে খরচা থামিয়া যাইবে না। কারখানা গৃহের ভাড়া, পুঁজির সুদ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন, যন্ত্রপাতি ঠিক নিখুঁতভাবে বজায় রাখিবার খরচা, বীমা করা থাকিলে উহার প্রিমিয়াম, সংকারকে প্রদেয় কয়েক প্রকারের কর প্রভৃতি খরচা হইল এই পর্যায়ের। কারখানা যদি চালু অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ কারখানায় যদি উৎপাদন কার্য যথারীতি চলিতে থাকে, তাহা হইলে আলোচ্য খরচাগুলি হইতে থাকিবে ; আবার যদি কোন কারণে সাময়িকভাবে উৎপাদন থামিয়া যায় তাহা হইলেও এই ধরনের খরচা নির্বাহ করিয়া যাইতে হইবে। এই খরচাকে বলা হয় "স্থিতি

উৎপাদনের পরিমাণ যাহাই হউক স্থিতি খরচা চলিতে থাকিবে

খরচা" (Supplementary cost)। অপর পক্ষে কতিপয় খরচা আছে যেগুলি উৎপাদন চালু থাকিলে তবেই বহন করিবার প্রয়োজন হয়; উৎপাদন থামিয়া গেলেই এই খরচা করিবার আর প্রয়োজন থাকে না। এই ধরনের খরচাকে 'চল্‌তি খরচা' (prime cost) বলা হয়। এই খরচা উৎপাদন চলিলেই চলিবে, উৎপাদন থামিলেই থামিবে। যথা কাঁচামাল কিনিবার খরচা এবং যখন ইচ্ছা নিয়োগ করা যায় এবং যখন ইচ্ছা ছাড়াইয়া দেওয়া যায় এইরূপ শ্রমিকের মজুরী বাবদ খরচা।

চল্‌তি খরচা উৎপাদনের সহিত পরিবর্তন হইবে

স্থিতি খরচা ও চল্‌তি খরচা—এই দুই পর্যায়ের খরচার যোগফল হইল মোট খরচা। এই দুইটির যোগফল যে দামের দ্বারা উসুল করা যায় সেই দামকে মার্শাল "যথোচিত দাম" ("sufficient price") রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং যথোচিত দাম বলিতে বুঝাইয়াছেন সেই দাম "যাহা শুধু মাত্র বিশেষ, প্রত্যক্ষ বা চল্‌তি খরচাই উসুল করিবে না, পরন্তু কারবারের সাধারণ ব্যয়ের ন্যায্য অংশও বহন করিবে; এবং এই গুলিকে (সাধারণ ব্যয়গুলিকে) আমরা ইহার স্থিতি খরচারূপে অভিহিত করিতে পারি। যুক্তভাবে এই দুইটি বিষয় হইল "মোট খরচা।" আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ Supplementary cost ও Prime cost নাম দুইটির পরিবর্তন করিয়া স্থায়ী খরচা (Fixed cost or overhead cost) এবং পরিবর্তনশীল খরচা (variable cost) এই শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে খরচাগুলি উৎপাদনের পরিমাণের সহিত পরিবর্তনশীল সেইগুলি হইল পরিবর্তনশীল খরচা (variable cost) এবং যে খরচাগুলি উৎপাদনের পরিমাণ নিরপেক্ষভাবে স্থায়ী, সেইগুলি হইল, স্থায়ী খরচা (Eixed or overhead cost)।

মোট খরচ, গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ (Total Cost, Average Cost, Marginal Cost)

উৎপাদনকারী কোন একটি সামগ্রীর মোট যত পরিমাণ (যতগুলি একক) উৎপাদন করিয়াছে উহার জন্য সর্বসাকুল্যে যত টাকা তাহার খরচ পড়িয়াছে তাহা হইল উৎপাদনকারীর মোট উৎপাদন খরচা। এই মোট উৎপাদন খরচকে, উৎপাদনের মোট পরিমাণের (এককের সংখ্যার) দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হইবে উহা হইবে গড় উৎপাদন খরচা

(Average cost of production)। ধরা যাক একজন উৎপাদনকারী মোট ২০০ টাকা ব্যয় করিয়া ১০টি কলম উৎপাদন করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাহার মোট খরচ হইল ২০০ টাকা এবং গড় খরচ হইল ২০ টাকা। গড় খরচ মোট খরচ হইতেই আসে, সুতরাং মোট খরচ-এর মধ্যে যে যে উপাদান থাকে গড় খরচ এর মধ্যেও সেই সেই উপাদান থাকে। কিন্তু উৎপাদন বাড়াইবার জন্য যদি মোট খরচ বাড়ে তাহা হইলে গড় খরচ যে বাড়িবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বাড়িতেও পারে, কমিতেও পারে। মোট খরচ যে অনুপাতে বাড়িয়াছে, মোট উৎপাদন যদি তাহা অপেক্ষা বেশী অনুপাতে বাড়ে তাহা হইলে গড় খরচ কমে। ২০০ টাকা ব্যয়ে ১০টি কলম উৎপাদন করিলে গড় উৎপাদন খরচ ২০ টাকা। কিন্তু ৪০০ টাকা ব্যয়ে ২৫ টি কলম উৎপাদন করিলে গড় খরচ ১৬ টাকা। বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মোট খরচ যে অনুপাতে বাড়ে, মোট উৎপাদন যদি তাহা অপেক্ষা কম অনুপাতে বাড়ে তাহা হইলে গড় খরচ বাড়ে। ৪০০ টাকা ব্যয়ে যদি ১৬টি কলম উৎপাদিত হয় (যেখানে ২০০ টাকা ব্যয়ে ১০টি হইত) তাহা হইলে গড় খরচা বাড়িয়া ২৫ টাকা হইবে।

সুতরাং মোট খরচা বাড়িলেই গড় খরচা বাড়িবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। আসল ব্যাপার হইল,বাড়তি উৎপাদনের জন্য বাড়তি খরচা বাড়িতেছে, না কমিতেছে। এক একক উৎপাদন বাড়াইলে মোট খরচা যতটুকু বাড়ে ততটুকুই বাড়তি উৎপাদন খরচা। এক একক বাড়তি উৎপাদন করিলে উহা হইবে প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal product) বা প্রান্তিক একক (Marginal unit)। এই প্রান্তিক এককের জন্য ঠিক যতখানি বাড়তি খরচা হইল—ঐ প্রান্তিক এককটি উৎপাদনের জন্য মোট উৎপাদন খরচ ঠিক যতটুকু বাড়িল—উহা হইল প্রান্তিক উৎপাদন খরচ (Marginal cost of production)। ইহাকে বিপরীত দিক হইতেও দেখা যায়। এক একক উৎপাদন কমাইয়া দিলে মোট উৎপাদন খরচ যতটুকু কমিয়া যায় উহাও প্রান্তিক খরচ। ৯টি কলম উৎপাদন করিলে মোট উৎপাদন খরচা যদি ১৯০ টাকা হয় এবং ১০টি কলম উৎপাদন করিলে মোট উৎপাদন খরচ যদি ২০০ টাকা হয় (অথবা ১০টি কলম উৎপাদনের মোট খরচ যদি ২০০ টাকা হয় কিন্তু একটি কলম কম উৎপাদন করিলে মোট উৎপাদন খরচা যদি ১৯০ টাকা হয়) তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা হইবে ১০ টাকা।

এই প্রান্তিক উৎপাদন খরচার হ্রাস বৃদ্ধির প্রবণতার উপর গড় খরচার হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে। উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত যতক্ষণ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা কমে ততক্ষণ গড় খরচাও কমে কিন্তু যখনই প্রান্তিক খরচা বাড়ে তখনই গড় খরচাও বাড়ে।

গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ—Relation between Average Cost & Marginal Cost

গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ, উভয় খরচ-এর হিসাবই মোট খরচ হইতে বাহির করা হইয়া থাকে। প্রান্তিক একক উৎপাদনের খরচা হইল প্রান্তিক খরচ। যদি মোট খরচ এবং প্রান্তিক খরচের একটি করিয়া রেখাচিত্র অঙ্কন করা যায় তাহা হইলে মোট খরচার রেখা হইতেই প্রান্তিক খরচার রেখা উদ্ভূত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মোট খরচা রেখার প্রত্যেক পরবর্তী বিন্দুটিই (প্রত্যেক একক উৎপাদনকেই যদি একটি করিয়া বিন্দুর দ্বারা বুঝানো হয় তাহা হইলে) হইবে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা—অর্থাৎ সকল প্রান্তিক উৎপাদন খরচাগুলিকে যোগ করিলে মোট উৎপাদন খরচা দাঁড়াইবে। আবার এই মোট উৎপাদন খরচা হইতেই গড় খরচা পাওয়া যায়; মোট উৎপাদন খরচাকে উৎপাদনের মোট পরিমাণের দ্বারা ভাগ করিলে গড় খরচা পাওয়া গেল।

গড় খরচা এবং প্রান্তিক খরচা উভয়েরই রেখাচিত্র ইংরাজি অক্ষর ইউ-এর ন্যায় দেখিতে হইবে। প্রথম যখন উৎপাদন সুরু করা হয় তখন নানারূপ অসুবিধাথাকে—সুতরাং প্রথম দিকে উৎপাদনের খরচা থাকে অপেক্ষাকৃত বেশী কিন্তু ক্রমশঃই কারবারের অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয় এবং উৎপাদনের কি পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ও উৎপাদক উপাদানগুলিকে কিভাবে মিশাইলে সব থেকে ভালো ফল পাওয়া যাইবে (সব থেকে কম খরচায় উৎপাদন করা যাইবে) তাহা বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িবার সহিত ক্রমশঃ উৎপাদন খরচা কমিতে থাকে। কিন্তু একস্থানে আসিয়া খরচা হ্রাস থামিয়া যায়, ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির (law of increasing returns) নিয়মের কার্যকারিতা শেষ হইয়া যায়। তখন উৎপাদন বাড়াইতে গেলে নানাবিধ অসুবিধা সৃষ্টি হইতে থাকে এবং এই সকল অসুবিধার চাপে প্রতিমাত্রা উৎপাদন খরচা (cost of production per unit) বাড়িতে থাকে।

খরচার রেখা U-এর মতন

এই যে প্রতিমাত্রা উৎপাদন খরচার কথা বলা হইল—ইহা কোন্ উৎপাদন খরচা ? প্রান্তিক না গড় ? ইহার উত্তর হইল যে গড় এবং প্রান্তিক, উভয় প্রকার উৎপাদন খরচাই এই ধরনের—প্রথমে কমিতে থাকে এবং পরে বাড়িতে থাকে। কিন্তু গড় খরচা যখন কমিতে থাকে তখন প্রান্তিক খরচা গড় খরচার নিচে অবস্থান করে। গড় খরচা যখন কমে তখন প্রান্তিক খরচাও কমিতেছে দেখিতে পাওয়া যায় ; গড় খরচা অপেক্ষা প্রান্তিক খরচা কম।

প্রথমে প্রান্তিক খরচা গড় খরচা অপেক্ষা কম

কিন্তু গড় খরচার বক্ররেখা যখন নিম্নতম সীমায় পৌঁছায় ঠিক সেই নিম্নতম সীমায় প্রান্তিক খরচার রেখা গড় খরচার রেখাকে স্পর্শ করিবে। ইহার পর যখন গড় খরচার রেখা উপরে উঠিতে থাকিবে তখন প্রান্তিক খরচার রেখাও উপরে উঠিতে থাকিবে। কিন্তু গড় খরচার রেখা যখন উপরে উঠিবে তখন প্রান্তিক খরচার রেখা গড় খরচারও উপরে থাকিবে—অর্থাৎ প্রান্তিক খরচা তখন গঃ খঃ অপেক্ষা বেশী হইবে।

পরে বেশি

২৫ নং রেখাচিত্রে OY হইল উৎপাদন খরচা এবং OX হইল উৎপাদনের পরিমাণ। উৎপাদন যত বাড়ানো হইতেছে, গঃ খঃ প্রথমে ততই কমিতে থাকিবে। এক স্থানে আসিয়া উহা সব থেকে কম হইবে ; সেই স্থান হইবে T বিন্দু। তখন উৎপাদনের পরিমাণ হইবে OM। উহার পরেও যদি উৎপাদন বাড়ানো হয় তাহা হইলে গঃ খঃ ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে থাকিবে। T-বিন্দুর বাম দিকে প্রাঃ খঃ রহিয়াছে গঃ খঃ এর নিচে, কিন্তু T বিন্দুর ডান দিকে প্রাঃ খঃ রহিয়াছে গঃ খঃ এর উপরে। উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত গড় খরচা যতক্ষণ কমে. প্রান্তিক খরচা ততক্ষণ গড় খরচা অপেক্ষাও কম থাকে। ইহার কারণ হইল গড় খরচার মধ্যে স্থিতি খরচা (Fixed or Supplementary cost) ধরা রহিয়াছে কিন্তু প্রান্তিক খরচার (বাড়তি মাত্রাটুকু উৎপাদনের জন্য বাড়তি খরচা) মধ্যে শুধু চলতি খরচা (variable or prime cost) ধরা হয়। আর একটি কারণ হইল, কারবারের আয়তন বৃদ্ধি করিলে যে বাড়তি সুবিধা বা ব্যয়সঙ্কোচ পাওয়া যায় তাহা প্রান্তিক খরচার উপর পুরাপুরি প্রতিফলিত হয় কিন্তু গড় খরচার ক্ষেত্রে ঐ বাড়তি সুবিধা সকল একক গুলির মধ্যে ভাগ হইয়া যায়—সুতরাং গড় খরচায় খুব বেশী হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত যখন গড় খরচা বাড়িতে থাকে, প্রান্তিক খরচাকে তখন গড় খরচা অপেক্ষা

বেশী বলিয়া দেখা যায়। ইহার কারণ হইল, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার দরুন যে ব্যয় সংকোচ (economics of scale) পাওয়া যায় তাহা যে বিন্দুতে (T) শেষ হইল উহার পর উৎপাদন বাড়াইলে প্রথমেই প্রান্তিক খরচা বাড়িয়া যাইবে এবং প্রাঃ খঃ বাড়িতেছে বলিয়াই গড় খরচা বাড়িবে। কিন্তু প্রাঃ খঃ অপেক্ষা গঃ খঃ কম হইবার কারণ হইল যে গড় খরচার ক্ষেত্রে বাড়তি খরচাটুকু অনেকগুলি এককের মধ্যে ভাগ হইয়া যাইবে। অতএব গড়ে প্রতি একক পিছু কম খরচা দেখা যাইবে। ঠিক যেখানে প্রান্তিক খরচা গড় খরচার সহিত মিশিল (T) ঠিক সেই খানে গঃ খঃ সব থেকে কম।*

শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় খরচার রেখা —Short Run and Long Run Average Cost Curves of a Firm

মোট উৎপাদন খরচকে উৎপাদনের পরিমাণের দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যায় উহাই যে গড় উৎপাদন খরচ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই গড় উৎপাদন খরচার প্রকৃতি আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, নিয়মিত ভাবে কোন বস্তু যে দামে ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা শেষ পর্যন্ত এই গড় উৎপাদন ব্যয়-এর দ্বারাই স্থির হয়।

এই গড় উৎপাদন খরচ-এর মধ্যে সব থেকে বড় কথা হইল সময়ের বিবেচনা। উৎপাদনের পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা করিবার জন্য কতখানি সময় পাওয়া যাইতেছে তদনুযায়ী গড় উৎপাদন ব্যয় কখনও বেশী হইবে, কখনও কম হইবে। কম সময় পাওয়া গেলে উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম ঠিকই রাখিয়া শুধু কাঁচা মালের পরিমাণ, মজুরের সংখ্যা প্রভৃতি বাড়াইবে; কিন্তু সময় যদি আরও বেশী পাওয়া যায় তাহা হইলে শুধু কাঁচা মাল ও শ্রমিকই নহে, পরন্তু মূলধনী সামগ্রী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতি সব উপাদানই বাড়াইবে। চাহিদার পরিবর্তন যদি বেশীদিন স্থায়ী হইবে না বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে উৎপাদনের পরিবর্তন করা হইবে শুধুমাত্র চলতি খরচার

সময়ের বিবেচনা: উৎপাদনের স্বল্পকালীন পরিবর্তন করা হইবে চলতি খরচ পরিবর্তনে; দীর্ঘকালীন পরিবর্তন করা হইবে চলতি খরচ ও স্থিতি খরচ, উভয়ের পরিবর্তনে

*"When average cost is falling, marginal cost is below average cost. Similarly when average cost is rising, marginal cost is greater than average cost. So at the moment when average cost stops falling but has not yet begun to rise, the marginal cost curve passes through the average cost curve in order to be above it, when average cost starts to rise again".—Stonier & Hague, Text Book of Economic Theory, P 101;

(prime cost or variable cost) পরিবর্তন করিয়া, স্থিতি খরচা (যথা—যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয়) যেরূপ ছিল সেইরূপই রাখা হইবে। কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন যদি অনেক কাল যাবৎই থাকিবে বলিয়া মনে করা হয় তাহা হইলে উৎপাদনের পরিবর্তন করা হইবে চলতি খরচা (variable cost) এবং স্থিতি খরচা (fixed cost) উভয় প্রকার খরচারই পরিবর্তন করিয়া। চলতি খরচার পরিবর্তন করিলেও গড় খরচার পরিবর্তন হইবে; স্থিতি খরচা ও চলতি খরচা উভয়ের পরিবর্তন করিলেও গড়খরচার পরিবর্তন হইবে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে গড় খরচার পরিবর্তন হইবে কম; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গড় খরচার পরিবর্তন হইবে বেশী।

যোগান বাড়াইতে গেলে গড় খরচা (গড় উৎপাদন ব্যয়) কমিতেও পারে, বাড়িতেও পারে।* উৎপাদন সুরু করিতে গেলে কতিপয় পুঁজি খরচা (capital expenditure) প্রথমেই করিতে হয় (যথা যন্ত্রপাতি ক্রয়) এবং কতিপয় স্থায়ী ব্যয় করিয়া যাওয়া হইবে বলিয়া প্রথম হইতেই প্রস্তুত বা প্রতিশ্রুত থাকিতে হয় (যথা উচ্চতর কর্মচারীদের বেতন, বাড়ীভাড়া, বীমার জন্য প্রিমিয়াম ইত্যাদি)। ইহাদের একটি ন্যূনতম এবং অবিভাজ্য পরিমাণ আছে যাহার কমে নিয়োগ করা যায় না। যেমন, একটা গোটা যন্ত্র বসাইতে হইবে, কম উৎপাদন করা হইবে বলিয়া আধখানা বা সিকিখানা যন্ত্র বসানো যাইবে না। এক্ষেত্রে উৎপাদন কম হইলে ইহাদের পুরাপুরি কাজে লাগানো যায় না। বেশী মজুর নিয়োগ করিয়া বেশী কাঁচামাল কিনিয়া যদি উৎপাদন বাড়ানো হয় তাহা হইলে জমি বা যন্ত্রপাতি বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরূপ অবিভাজ্য উৎপাদক উপাদানকে বেশী করিয়া কাজে লাগানো সম্ভব হয় এবং উহাতে বাড়তি উৎপাদনের খরচা পূর্বেকার তুলনায় কমিয়া যায়। বাড়তি উৎপাদনের জন্য যে বাড়তি খরচা হয় উহা হইল প্রান্তিক খরচা; প্রথম দিকে, উৎপাদন বাড়াইতে থাকিলে এই প্রান্তিক উৎপাদন খরচা কমিতে থাকে।

ন্যূনতম বা অবিভাজ্য উৎপাদক উপাদানকে বেশী করিয়া কাজে লাগাইলে উৎপাদন খরচা কমে

ইহার কারণ হইল, উৎপাদন বাড়াইলে স্থিতি খরচা অনেক বেশী সংখ্যক

* এইখানে গড় উৎপাদন খরচার সহিত গড় আয় এর পার্থক্য। গড় আয় (*average revenue*), অর্থাৎ দাম, যোগান বৃদ্ধির সহিত বাড়ে না, কমে।

সামগ্রীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং গড় স্থিতি খরচা ক্রমাগতই কমিতে থাকে। একটি ২০ হাজার টাকা দামের যন্ত্রে যদি ১ হাজারটি কলম উৎপাদিত হয় তাহা হইলে প্রতি কলম পিছু ঐ যন্ত্র বাবদ খরচা হয় ২০ টাকা; কিন্তু ঐ একই যন্ত্রকে বেশী করিয়া কাজে লাগাইয়া যদি ৫ হাজারটি কলম উৎপাদিত হয় তাহা হইলে কলম পিছু গড় স্থিতি খরচা হইবে ৪ টাকা, যদি ১০ হাজার কলম উৎপাদিত হয়, তবে কলম পিছু গড় স্থিতি খরচা হইবে ২ টাকা। এইভাবে স্থিতি খরচার উপকরণকে যতই বেশী করিয়া কাজে লাগানো হইবে গড় স্থিতি খরচা ততই কমিতে থাকিবে।

উৎপাদন বাড়াইলে গড় স্থিতিখরচা কমে; বাড়তিউৎপাদনের জন্য আর বাড়তি যন্ত্রপাতি দরকার হয় না

স্বল্পকালে স্থিতিখরচা উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধির সহিত কমানো বাড়ানো যায় না কিন্তু চলতি খরচা (prime cost) কমানো বাড়ানো যায়। এইজন্যই এইগুলিকে পরিবর্তনযোগ্য খরচা (variable cost) বলা হয়। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িলেই মোট চলতি খরচা বাড়িবে কিন্তু এককপিছু চলতি খরচা বা গড় চলতি খরচা (average variable cost) বাড়িবে না, বরং উৎপাদন বাড়িতে থাকিলে প্রথম দিকে আরও দক্ষতা সহকারে উৎপাদন সম্ভব হইবে বলিয়া, স্থির পুঁজিকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হইবে বলিয়া, গড় চলতি খরচা কমিতে থাকিবে। ইহা অপেক্ষাও বড় কথা হইল অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ (internal economies) লাভ। একটি প্রতিষ্ঠান তাহার উৎপাদনের পরিধি যখন বাড়াইতে থাকে, একই সামগ্রী বেশী করিয়া উৎপাদন করিতে থাকে, তখন উহা নানা প্রকার অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ বা বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা (advantages of large scale production) পাইয়া থাকে, যথা, কৌশলগত ব্যয়-সঙ্কোচ, ব্যবস্থাপনাগত ব্যয়-সঙ্কোচ, ক্রয় বিক্রয়ে ব্যয়-সঙ্কোচ, কর্জ-সংক্রান্ত ব্যয়-সঙ্কোচ, ঝুঁকি বহন সম্পর্কিত ব্যয়-সঙ্কোচ ইত্যাদি। অবিভাজ্য উৎপাদক উপাদান বেশী করিয়া কাজে লাগানো হয় বলিয়া এবং বৃহদায়তনে উৎপাদন করিলে নানারূপ অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ বা সাশ্রয় লাভ সম্ভব হয় বলিয়া, গড় চলতি খরচা প্রথম দিকে কমিতে থাকে।

মাল মশলা ও শ্রমিক (চলতি খরচা) বাড়ানো হয়;

মোট চলতি খরচা বাড়ে কিন্তু গড় চলতি খরচা কমে: কারণ অভ্যন্তরীণ ব্যয়সঙ্কোচ

উৎপাদন বাড়াইতে বাড়াইতে এবং উহার সহিত উৎপাদন খরচা কমিতে কমিতে শেষ পর্যন্ত এরূপ এক স্তরে আসিয়া পৌঁছাইবে যেখানে দেখা যাইবে যে স্থিতিখরচার (বা অবিভাজ্য) উপকরণগুলির সহিত পরিবর্তনশীল উৎপাদক উপাদানগুলির সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু সমন্বয় বা সংমিশ্রণ হইয়াছে; ঠিক ঐ স্তরে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা (অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচ) পাওয়া যাইবে সব থেকে বেশী। উৎপাদনের এই স্তরকে বলা হয় "সর্বাপেক্ষা কাম্য উৎপাদন" (Optimum Production)। উৎপাদনের ঠিক এই স্তরেই উৎপাদক উপাদানগুলির সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হইতেছে।

সর্বাপেক্ষা কাম্য উৎপাদনের স্তর ছাড়াইয়া যাইবার পর গড় চলতি খরচা ও গড় মোট খরচা বাড়তি থাকিবে

কিন্তু স্থিতিখরচা অপরিবর্তিত রাখিয়া (স্বল্পকালে* স্থিতিখরচা অপরিবর্তিতই থাকে) যদি ইহার পরেও চল্‌তি খরচা বাড়ানো হয়, একই যন্ত্রপাতি রাখিয়া, কাঁচামাল, শ্রমিক প্রভৃতি বাড়ানো হয়—তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচের পরিবর্তে ব্যয়-বাহুল্য ঘটিতেছে; অর্থাৎ ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম (law of increasing returns)-এর পরিবর্তে উৎপাদন হ্রাস (Law of Diminishing returns) এর নিয়ম ক্রিয়া করিতেছে। কাম্য উৎপাদনের বিন্দু অতিক্রম করিয়া উৎপাদন বাড়াইতে থাকিলে বাড়তি একক উৎপাদনের খরচা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে: চলতি খরচা একই পরিমাণে বাড়াইলে বাড়তি উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা কম হইবে। গড় স্থিতি খরচা অবশ্য কমিতে থাকিবে। কিন্তু উহা যে অনুপাতে কমিবে গড় পরিবর্তনশীল খরচা (average variable cost) তাহা অপেক্ষা বেশী অনুপাতে বাড়িবে। ফলে গড় মোট খরচ (average total cost) ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে।

খ-বিন্দু=সর্বাপেক্ষা কাম্য-বিন্দু

২৮ নং রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে যখন ১৯০টি একক উৎপাদন করা হইতেছে তখন (একক পিছু অর্থাৎ) গড় উৎপাদন খরচা হইবে OC (২.৩০) টাকা ('ক' বিন্দু); যখন ২৭০টি একক উৎপাদন করা হইতেছে তখন গড় উৎপাদন খরচা OC^1 ১.৫০) টাকা ('খ' বিন্দু), যখন ৩৩৫ একক উৎপাদিত হইতেছে তখন গড় উৎপাদন খরচা OC^2 (১.২৫) টাকা ('গ' বিন্দু), ৫০০টি উৎপাদিত হইতেছে, তখন গড় উৎপাদন খরচা

হইবে OC^4 (১'০৬) টাকা (ঘ বিন্দু)। এই বিন্দু হইল সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু উৎপাদনের বিন্দু। এই বিন্দুতে গড় উৎপাদন খরচা (১'০৬ টাকা) সর্বাপেক্ষা কম। উৎপাদনের পরিমাণ অর্থাৎ ৫০০ (OM^1) হইল সর্বাপেক্ষা কাম্য বিন্দু।

উৎপাদনের পরিমাণ যদি ইহা অপেক্ষা আরও বাড়ানো হয়, তাহা হইলে স্থিতিখরচার উপকরণগুলির তুলনায় (স্বল্পকালের মধ্যে এইগুলিকে বাড়ানো যায় না) চল্‌তি খরচার উপকরণ বেশী হইয়া যাইবে। যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর অত্যন্ত চাপ পড়িবে। ফলে উৎপাদনের কাজ ভাল হইবে না; বৃহদায়তন উৎপাদনের সুফল পাওয়া যাইবে না, বরং কুফল ফলিবে, প্রথমে অল্প কুফল, পরে বেশী কুফল,—অর্থাৎ গড় উৎপাদন খরচা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। উৎপাদনের পরিমাণ ৬০০ হইলে গড় উৎপাদন খরচা বাড়িয়া ১'১২ টাকা হইবে (ঙ বিন্দু), উৎপাদনের পরিমাণ ৬৪০ হইলে গড় উৎপাদন খরচা বাড়িয়া ১'২৫ টাকা (চ বিন্দু) এইভাবে ঐ একই উৎপাদনের বহরে উৎপাদন বাড়াইলে ক্রমশঃই গড় উৎপাদন খরচা বাড়িতে থাকিবে।

ঙ হইল ক্রমবর্ধমান খরচার বিন্দু

ঐ রেখাচিত্রে (২৮ নং) দেখা যাইতেছে যে ঘ বিন্দুর বাঁ দিকে উৎপাদন বাড়িলে গড় উৎপাদন খরচা কমে, উহার ডান দিকে উৎপাদন বাড়িলে গড় উৎপাদন খরচা বাড়ে। গড় উৎপাদন খরচা যে বাড়িতেছে তাহার মূল কারণ হইল, স্থিতিখরচার উপর ক্রমশঃই বেশী করিয়া চাপ পড়িতেছে। কিন্তু চলতি খরচার উপকরণ বৃদ্ধির সহিত স্থিতিখরচার উপকরণও বাড়াইলে, গড় উৎপাদন খরচা বাড়ে না। অল্পকালে ইহা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু দীর্ঘকালে ইহা সম্ভব হয়। দীর্ঘকাল বলিতে বুঝায় এমন একটি কাল যাহার মধ্যে কারবারের আয়তন ও সংগঠন পরিবর্তন করা যায়, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন যাহাতে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে করা যায় সেই উদ্দেশ্যে কারবারের বহর (scale of operations) পরিবর্তন করা যায়। অল্পকালে স্থিতিখরচা কমাইয়া ফেলা যায় না। সুতরাং কম করিয়া উৎপাদন করা হইলে পড়তা বেশী পড়ে। বেশী সময় পাইলে কিন্তু স্থিতি খরচা কমাইয়া ফেলা যায়, আবার প্রয়োজন বোধে

দীর্ঘকালে উৎপাদনের বহর পরিবর্তন করিয়া গড় খরচা কমানো যায়

বাড়ানোও যায়। অল্পকালে বেশী উৎপাদন করিতে গেলে সংগঠনের যে সমস্যা সৃষ্টি হয় দীর্ঘকালে উৎপাদনের বহর বাড়াইয়া সে সমস্যার সমাধান করা যায়। অল্পকালে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে স্থায়ী পুঁজি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতার উপর যে চাপ পড়ে, দীর্ঘকালে উৎপাদনের বহর পরিবর্তন করিয়া সে চাপ লাঘব করা যায়; অর্থাৎ দীর্ঘকালে আনুপাতিক ভাবে সব উৎপাদক উপাদান বাড়াইয়া ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধি (increasing returns) লাভ করা যায়।

আনুপাতিক ভাবে সকল উৎপাদক উপাদান বাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব

২৯ নং রেখাচিত্রে গঃ খঃ ১ রেখাটি পূর্বেকার অর্থাৎ ২৮ নং রেখাচিত্রের গড় উৎপাদন খরচার সমান। উৎপাদন যখন OM^1 (৫০০) উৎপাদন খরচা তখন OC^3 (ঘ বিন্দু), অর্থাৎ সর্বনিম্ন। ইহার উপরেও উৎপাদন বাড়ানো যায় কিন্তু বাড়াইলে গড় উৎপাদন খরচা বাড়িতে থাকে। উৎপাদন যখন OM^2 তখন গড় উৎপাদন খরচা OC^2তে উঠিয়া গিয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী হইবে বলিয়া মনে করিলে উৎপাদনকারী শ্রমিক, কাঁচামাল প্রভৃতি চলতি খরচার সহিত যন্ত্রপাতি, সুপারভাইজর প্রভৃতি বাবদ স্থিতি খরচাও আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি করিবে। সকল প্রকার খরচাই আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি করিলে উৎপাদনের বহর (Scale of production) বাড়িবে এবং দক্ষ সংগঠন সৃষ্টি হইবে। উহাতে একটি সম্পূর্ণ নূতন গড় উৎপাদন খরচার রেখা (গঃ ঘঃ ২) সৃষ্টি হইবে। উৎপাদন বাড়াইলে গড় উৎপাদন খরচা কমিতে থাকিবে। গড় খরচ কমিতে কমিতে এমন এক বিন্দুতে আসিবে যেখানে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন স্তরে (গঃ ঘঃ রেঃ ২) গড় উৎপাদন খরচা হইবে সর্বনিম্ন; উপরের রেখা চিত্রে জ বিন্দুতে উৎপন্ন হইবে OM এবং গড় উৎপাদন খরচা হইবে OC^4 (১৫ পঃ)। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট স্থির পুঁজির উপর ভিত্তি করিয়া, অর্থাৎ উৎপাদনের বহর একই রাখিয়া, যদি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চলতি খরচা বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে পুনরায় গড় উৎপাদন খরচা বাড়িতে থাকিবে; যথা OM^3 পরিমাণ উৎপন্ন হইলে (১২৩০টি) গড় উৎপাদন খরচা OC^5 ১ টাকা (ঝ বিন্দু)।

২নং গড় খরচা রেখায় উৎপাদন খরচা কমিয়া সর্বনিম্ন বিন্দুতে গেল, পুনরায় বাড়িল

এখন উৎপাদনকারী পুনরায় উৎপাদনের বহর বাড়াইতে পারে—

স্থিতিখরচার উপকরণ পুনরায় বাড়াইয়া এবং বর্ধিত স্থিতিখরচার সহিত চলতি খরচা বাড়াইয়া।

ইহাতে তাহার গড় খরচা পুনরায় কমিয়া যাইবে। যন্ত্র-পাতি বাড়াইয়া উহার সহিত অন্যান্য উপকরণ বাড়াইতে থাকিলে, একই যন্ত্র ভালভাবে কাজে লাগানো যাইবে বলিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত গড় উৎপাদন খরচা কমিতে থাকিবে। ৬০ নং রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য।

ঞ বিন্দুতে আসিলে দেখা যাইবে উৎপন্নের পরিমাণ OM^4 (১৪০০) হইলে গড় উৎপাদন খরচা হইবে সর্বনিম্ন, OC^6 (৮০ পয়সা) অর্থাৎ ঐ উৎপাদনের বহরের ক্ষেত্রে (অঃ গঃ খঃ ৩) সর্বনিম্ন। কিন্তু ঐ একই স্থিতি খরচায় পরিবর্তনশীল খরচ বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়াইলে পুনরায় গড় উৎপাদন খরচা বাড়িবে; ট বিন্দু, ঠ-বিন্দু, ড বিন্দু হইল ক্রমশঃ গড় উৎপাদন খরচ বাড়িবার বিন্দু।

এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনের বহরে (Scale of operations) উৎপাদন বাড়াইলে গড় উৎপাদন খরচা সর্বনিম্ন বিন্দুতে কমিয়া গিয়া পুনরায় বাড়িতে থাকিবে। স্থিতি খরচার পরিবর্তন করিয়া পুনরায় উৎপাদনের বহর পরিবর্তন করিলে গড় উৎপাদন খরচা পুনরায় কমিতে কমিতে ঐ উৎপাদনের বহরে একটি সর্বনিম্ন বিন্দুতে আসিবে; কিন্তু ঐ একই উৎপাদনের বহরে উৎপাদন বাড়াইলে সর্বনিম্ন বিন্দু ছাড়াইয়াও গড় উৎপাদন খরচা পুনরায় বাড়িতে থাকিবে। এক একটি উৎপাদনের বহরে এক একটি কাম্য উৎপন্ন এবং ন্যূনতম উৎপাদন খরচার বিন্দু আছে, ঘ, জ, ঞ। কিন্তু প্রথম দিকে পরবর্তী ন্যূনতম বিন্দু (জ) উহার আগেকার ন্যূনতম বিন্দু (ঘ) অপেক্ষা কম, কিন্তু তাহার পরের ন্যূনতম বিন্দু (ঞ) আগেকার ন্যূনতম বিন্দু (জ) অপেক্ষা বেশী; অর্থাৎ উৎপাদনের বহর বাড়াইলে উৎপাদন খরচা কমিবে বটে কিন্তু উৎপাদনের বহর বাড়াইয়া বাড়াইয়া গড় উৎপাদন খরচা ক্রমাগত কমানো যাইবে না। ইহার কারণ হইল যে একটি নির্দিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিছু উৎপাদক উপাদান থাকিবেই যেগুলি অবিভাজ্য (indivisible)—যেগুলি ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করা যায় না, আবার যাহাকে বাড়ানো যায় না। উৎপাদনের বহর পরিবর্তন করিলেও একটি নির্দিষ্ট সীমার পর উহারা অপরিবর্তিত থাকিবে। সংগঠন

দীর্ঘকালীন গড় উৎপাদন খরচার রেখাও ঊর্ধ্বগামী—তবে আরও চ্যাটালো, নৌকাকৃতি বিশিষ্ট

২৭নং রেখাচিত্র

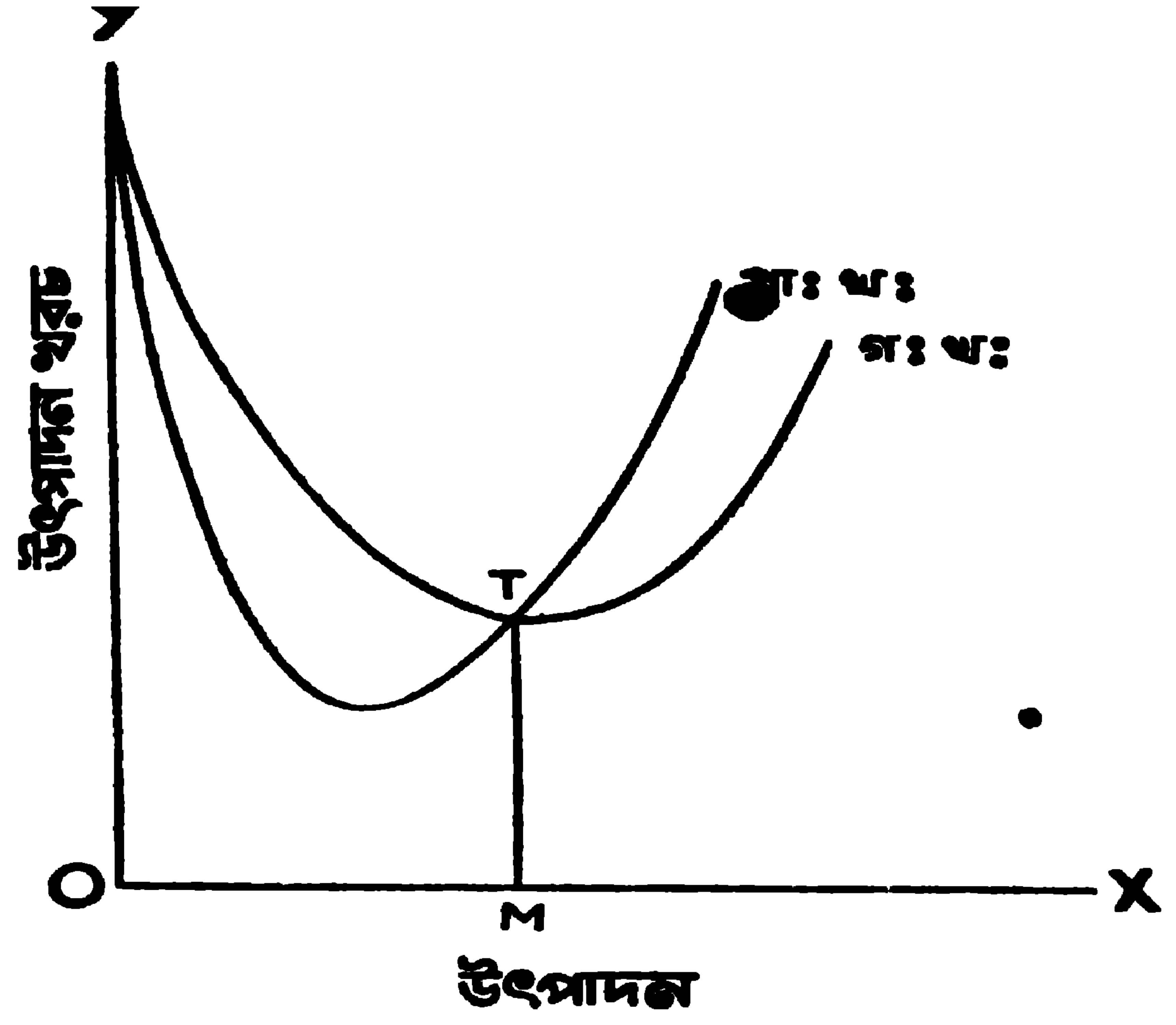

পৃষ্ঠা ২৫৭

১৮নং রেখাচিত্র

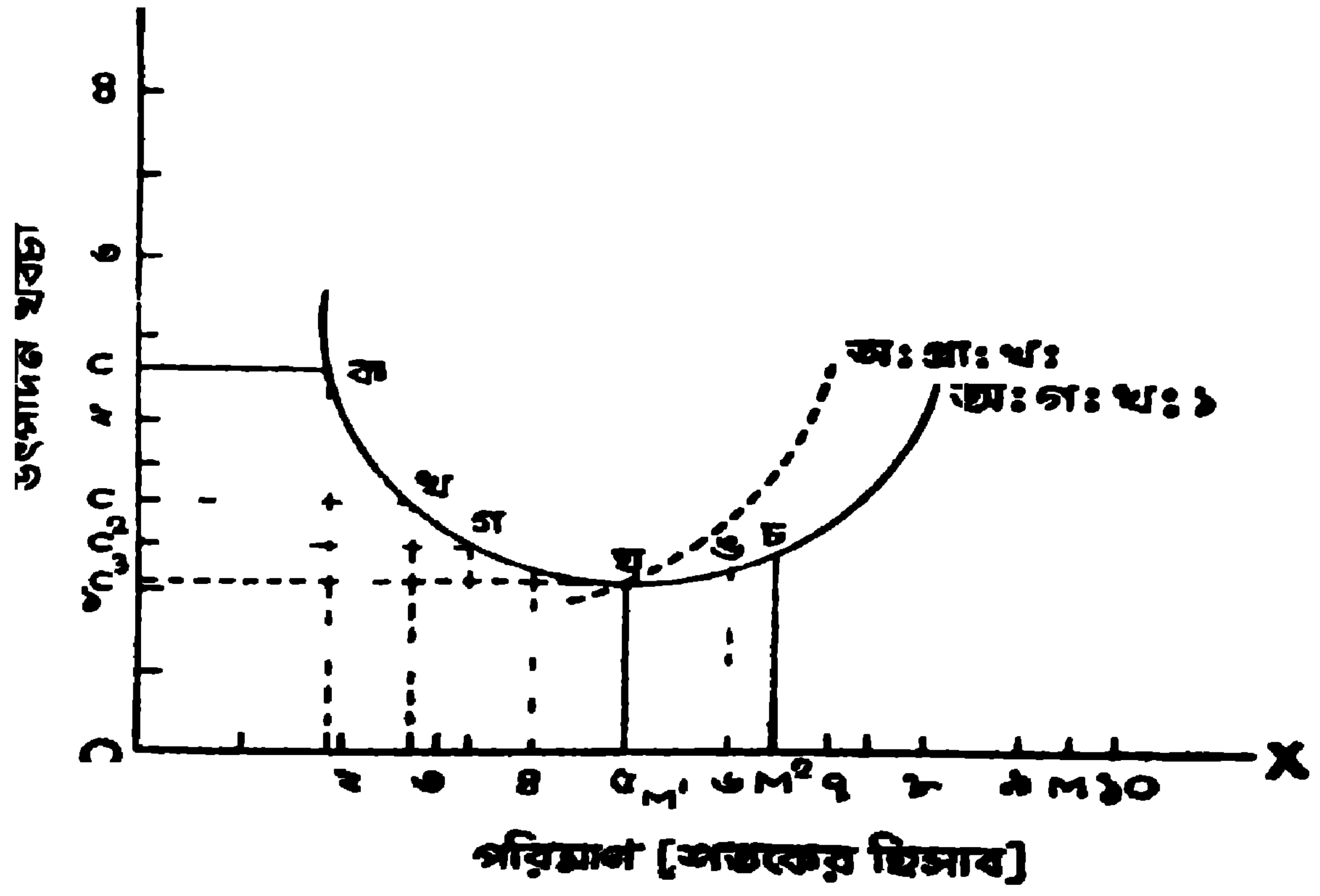

পৃষ্ঠা ২৬২

২৯নং রেখাচিত্র

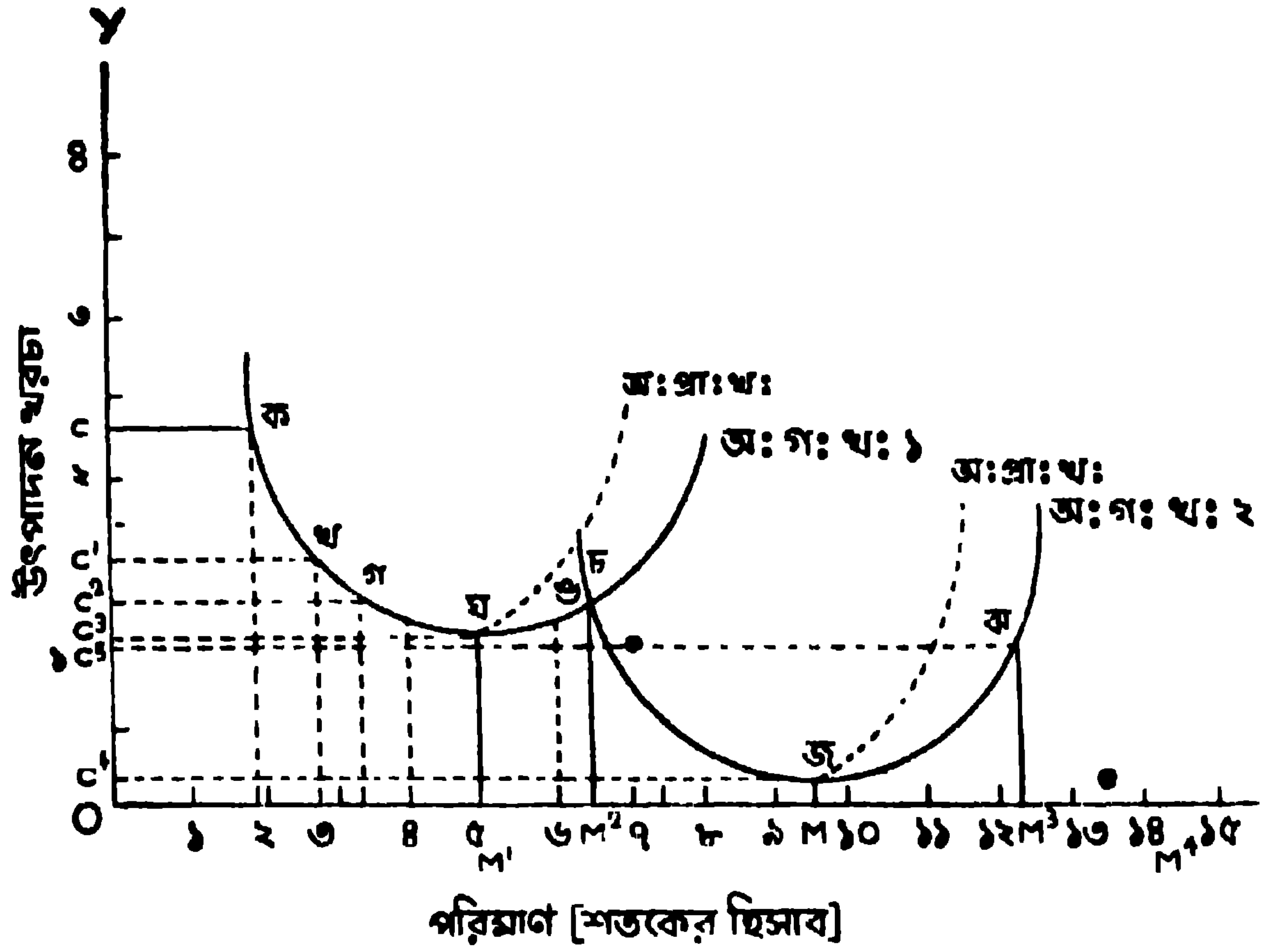

৩০নং রেখাচিত্র

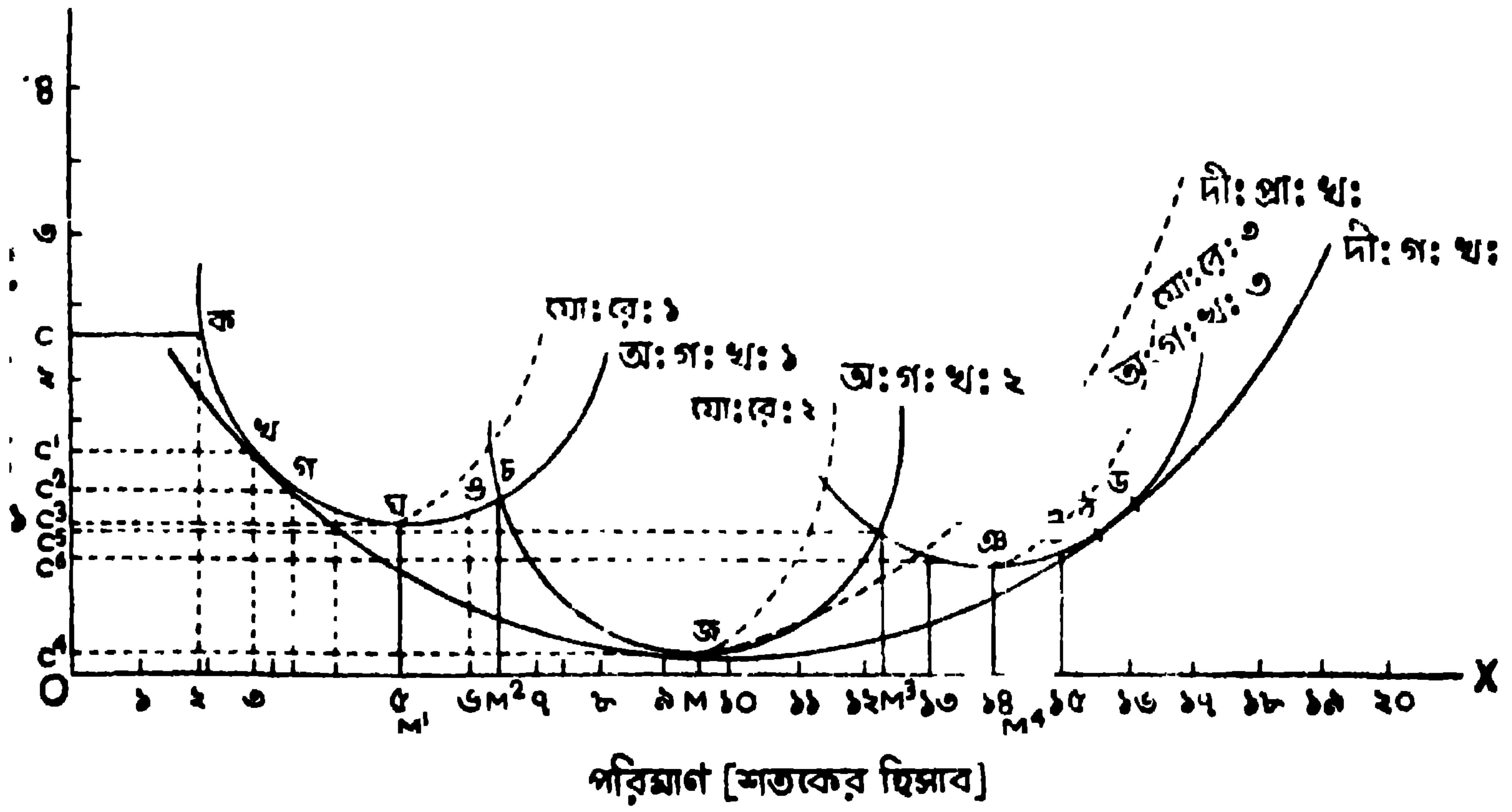

হইল এইরূপ উপাদান। উৎপাদন বাড়াইবার সময়ে উৎপাদনের বহর পরিবর্তন করিলে অল্পকালীন গড় খরচা কমিলেও শেষ পর্যন্ত ন্যূনতম গড় উৎপাদন খরচা বাড়িবে। আবার উৎপাদন বাড়াইতে গিয়া যদি অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের চাহিদা বাড়িয়া উহাদের বাজার দাম বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহাও দীর্ঘকালীন গড় উৎপাদন খরচা বাড়িবার অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং অল্পকালে উৎপাদনের বহর পরিবর্তন করিয়া গড় উৎপাদন খরচা কমিবে বটে কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া উহা ক্রমাগত কমিবে না। অল্পকালীন গড় উৎপাদন রেখাগুলি যোগ করিয়া দীর্ঘকালীন গড় উৎপাদন খরচার বক্ররেখা (long run average cost curve) পাওয়া যাইবে। অল্পকালীন গড় উৎপাদন খরচার রেখার ন্যায় উহাও ইংরাজী 'U' অক্ষরের আকৃতি পাইবে, তবে উহা আরও চ্যাটালো—অর্থাৎ নৌকার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট।* এইরূপ নৌকার আকৃতি বিশিষ্ট দীর্ঘকালীন গড় উৎপাদন খরচার রেখাকে "লেফাপা" ও (Envelope) বলা হইয়া থাকে।

ফার্ম-এর যোগান রেখা—Supply Curve of a Firm

অল্পকালীন যোগান রেখা

একটি নির্দিষ্ট ফার্ম যে আয়তনে বা বহরে কারবার করিতেছে (scale of operations) উহা অল্পকালের মধ্যে তাহার পক্ষে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। অল্পকাল বলিতে এরূপ একটি সময়ের ব্যাপ্তি বুঝাইতেছে যে-সময়ের মধ্যে স্থায়ী পুঁজি-সামগ্রী (কলকারখানা) বা বিশেষত্বশীল জ্ঞানবিশিষ্ট শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নহে। কলকারখানা নির্মাণ করিতে সময় লাগে, যন্ত্রকুশলী শ্রমিক গড়িয়া তুলিতেও সময় লাগে। এককভাবে একটি ফার্ম বেশী করিয়া অর্থবিনিয়োগ করিয়া নূতন যন্ত্রপাতির বাজারে প্রতিযোগিতা করিয়া নূতন যন্ত্রপাতি কিনিতে পারে বটে, বা যন্ত্রকুশলী শ্রমিকের বাজারে প্রতিযোগিতা করিয়া বেশী দামে নূতন শ্রমিক

স্বল্পকালের মধ্যে নূতন যন্ত্রপাতি কেনা এবং উচ্চস্তরের শ্রমিক গড়িয়া তুলা সম্ভব নহে

* "One can safely make the generalisation that long run average cost curves will normally be 'U'-shaped, just as short run ones will, but that they will invariably be flatter than short run ones". Stonier & Hague.

আনিতে পারে বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে ইহা করা পোষায় না বলিয়াই সে মনে করিবে।

সুতরাং অল্পকালের মধ্যে উৎপাদনের খুব বেশী বৃদ্ধি ঘটা সম্ভব নহে। আবার উৎপাদনের একেবারেই যে বৃদ্ধি ঘটিবে না, তাহাও নহে। উৎপাদনের যাহা কিছু বৃদ্ধি ঘটিবে উহা ঘটিবে কলকারখানা যন্ত্রপাতিরূপ স্থির পুঁজি, এবং উচ্চপদস্থ স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখিয়া। যন্ত্রপাতি ঠিক রাখিয়া বেশী করিয়া কাঁচামাল ও অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইয়া এবং পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রপাতি ও নিযুক্ত শ্রমিক বেশী করিয়া কাজে লাগাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইবে। অপরিবর্তিত উৎপাদক উপাদানের উপর অত্যধিক চাপ পড়িবার দরুন (যতই উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হইবে ততই এই চাপ বাড়িবে) পূর্বেকার সমপরিমাণ খরচা হইতে ক্রমশঃ কম উৎপাদন পাওয়া যাইবে; অর্থাৎ ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করিবে। একক পিছু উৎপাদন খরচা ইহাতে বাড়িয়া যাইবে। প্রত্যেক বাড়তি একক উৎপাদনের বাড়তি খরচা, অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা (marginal cost of production) ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে।

কাঁচামাল, অস্থায়ী শ্রমিক প্রভৃতি বাবদ চলতি খরচা বাড়ানো হইবে

শুধু ইহাই নহে, প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বাড়িবার, খাড়াইভাবে চড়িয়া যাইবার, অতিরিক্ত কারণ আছে। বাড়তি উৎপাদন বিক্রয় করিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়া তবেই বিভিন্ন ফার্ম নিজের নিজের উৎপাদন বাড়াইতে অগ্রসর হয়। সুতরাং সকল অথবা অধিকাংশ ফার্ম যখন উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন প্রত্যেক ফার্মই অপরাপর ফার্ম-এর সহিত শ্রমিক, কাঁচামাল প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা করে। উহাতে ঐ উপকরণগুলির বাজারে ক্রমশঃ দাম বাড়িয়া যায়। প্রত্যেক ফার্মকে বাড়তি দাম দিয়া এই উপকরণগুলিকে সংগ্রহ করিতে হয়; ক্রমশঃ এমন অবস্থা আসে যে ভালো দাম দিয়াও ভালো জাতের মিস্ত্রিমজুর, কাঁচামাল কিনিতে পাওয়া যায় না। চড়া দাম দিয়াও বাজারের বাড়তি-পড়তি মাল কিনিয়া উৎপাদন বাড়াইতে হয়। পরিমাণ ও গুণের দিক

কলকারখানার উপর অত্যধিক চাপ পড়িবার দরুন এবং উৎপাদক উপাদানের চাহিদা, সুতরাং দাম, বাড়িবার দরুন, যোগান রেখা খাড়াইভাবে উপরে উঠিবে

দিয়া উৎপাদন ক্রমশঃই খারাপ হয়। যতই এই অবস্থার দিকে কারবারী আগাইয়া যায়, ততই তাহার প্রান্তিক উৎপাদন খরচা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। প্রান্তিক উৎপাদন খরচা যতই বাড়িবে ততই সামগ্রীটির দাম চড়িতে থাকিবে; অর্থাৎ এক একক বাড়তি যোগান আকর্ষণ করিবার জন্য দামকে ক্রমাগত বাড়িতে হইবে।

৩১ নং রেখাচিত্রে একটি কারবারীর সম্ভাব্য যোগান রেখা কি আকৃতি লইতে পারে তাহা দেখানো হইতেছে। প্রথমে S S রেখাটি লক্ষ্য করা যাক। ইহার দ্বারা প্রান্তিক উৎপাদন খরচা সূচিত হইতেছে, মোট উৎপাদন খরচা নহে। ইহাতে দেখানো হইতেছে ৫টি একক উৎপাদনের সময়ে ৫ম এককটির উৎপাদন খরচা (অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা) হইল ৩ টাকা (A); ৬টি একক উৎপাদনের সময়ে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা ৪ টাকা (B) অর্থাৎ (৬ষ্ঠ এককটির উৎপাদন খরচা); ৭টি উৎপাদনের সময়ে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা ৫ টাকা (C)—এইভাবে প্রত্যেক বাড়তি এককের উৎপাদন খরচা বাড়িয়া যাইতেছে। (পাঠক OX অক্ষ-এর যে কোন বিন্দু হইতে উপরদিকে সরলরেখা টানিয়া S S রেখার সহিত যোগ করুন এবং ঐ যোগবিন্দু হইতে OX-অক্ষের সহিত অনুভূমিকভাবে সরলরেখা টানিয়া OY অক্ষের সহিত যোগ করুন; তাহা হইলে প্রত্যেক একক পিছু প্রান্তিক উৎপাদন খরচা কত তাহা বুঝা যাইবে। বস্তুতঃপক্ষে OX এবং OY অক্ষদুইটি হইতে যথাক্রমে উর্দ্ধাধ এবং অনুভূমিক সরল রেখা টানিয়া সংযুক্ত করিলে যে বিন্দু হইবে, এইরূপ অসংখ্য বিন্দুকে যোগ করিয়াই S S রেখাটি গঠিত)। প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহার অর্থ হইল, একমাত্র বর্ধিত দামেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে। আর একভাবে বলিতে গেলে, দাম বৃদ্ধি পাইলে তবেই বেশী করিয়া উৎপাদন করা এবং যোগান দেওয়া পোষাইবে। যোগান রেখা সেই কারণে প্রান্তিক উৎপাদন খরচার সমান।

SS রেখাটি ক্রমবর্দ্ধমান প্রান্তিক খরচার সূচক

এবার S′S′ রেখাটি লক্ষ্য করা যাক। হিসাব না করিয়া সাধারণ নজরেই দেখা যাইতেছে যে এই রেখাটি পূর্বেকার SS রেখা অপেক্ষা আরও খাড়াই। যদি বিভিন্ন ফার্ম-এর প্রতিযোগিতায় শ্রমিক কাঁচামাল প্রভৃতির যোগানের উপর চাপ পড়িয়া উহাদের দাম বাড়িয়া যায় (অল্পকালে ইহা ঘটা একান্তই

S S′ রেখাটি আরও খাড়াই

স্বাভাবিক) তাহা হইলে যেকোন একটি ফার্ম-এর প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বাড়িবার যে সাধারণ কারণ আছে (নির্দিষ্ট কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনার উপর বে-আনুপাতিক চাপ সৃষ্টি হইয়া হ্রাসমান উৎপাদন-এর নিয়ম কাজ করিবে) তাহার উপরেও অতিরিক্ত কারণ যুক্ত হইবে। এক্ষেত্রে ৭ম একক উৎপাদনের সময়ে উৎপাদন খরচা হইবে ৬ টাকা (D), ঐভাবে পূর্বেকার অপেক্ষা প্রান্তিক উৎপাদন খরচা আরও বেশী হইবে।

দীর্ঘকালীন যোগান রেখা (Long run supply curve)

ঐ যোগান রেখা বা প্রান্তিক উৎপাদন খরচার রেখা হইল অল্পকালীন যোগান রেখা (short run supply curve)। কিন্তু একটি উৎপাদনকারী সংস্থা (firm) অল্পকালের মধ্যে যে সকল বাধাবিপত্তির মধ্যে কাজ করে, দীর্ঘকাল সময় পাইলে সেই সকল বাধাবিপত্তির অনেকগুলি (যেগুলিকে diseconomies বলা হয়) এবং অনেকখানিই সে কাটাইয়া উঠিতে পারে। ইহা সে করে উৎপাদনের বহর পরিবর্তনের দ্বারা বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করিয়া। যতই বেশী সময় পাওয়া যাইবে ততই বারংবার উৎপাদনের বহর পরিবর্তন করিয়া উৎপাদক উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হইবে—যোগান রেখার ঊর্ধ্বগামী হইবার প্রবণতাকে সংযত করা হইবে। প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বাড়ে বলিয়া যোগান রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়, ঊর্ধ্বগামী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তবে ইহার প্রবণতা রোধের চেষ্টা করা হয় ইহা বলিবার অর্থ কি? অর্থ হইল, পূর্বেকার উৎপাদনের বহরে যোগান রেখা যেখান দিয়া গিয়াছিল, পরবর্তী উৎপাদনের বহরে যোগান রেখা উহার ডানদিকে সরিয়া যাইবে। ৩০ নং রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য। যোগান রেখা ১, যোগান রেখা ২ যোগান রেখা ৩, ইহাদের দেখিতে একই প্রকার বলিয়া মনে হইলেও কিন্তু এক নহে; ২নং যোগান রেখা ১নং-এর ডান দিকে, ৩নং যোগান রেখা ২নং-এর আরও ডান দিকে। ইহারা ক্রমশঃ বেশী উৎপাদন দেখাইতেছে। (পাঠক পাঠিকাগণ একটু খতাইয়া দেখুন)। প্রত্যেক যোগান রেখাটি এক একটি পৃথক অল্পকালীন গড় খরচার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই বিভিন্ন অল্পকালীন গড় খরচার যোগে যে দীর্ঘকালীন গড় খরচা হয় উহাও ৩০ নং রেখাচিত্রে দেখানো হইতেছে। ঐ দীর্ঘকালীন গড়

দীর্ঘকালীন যোগান রেখা S^2S^2 ঊর্ধ্বগামী কিন্তু আরও চ্যাটালো

খরচার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য **দীর্ঘকালীন প্রান্তিক উৎপাদন খরচা** বাহির করা যায়, যেমন করা হইয়াছে ৩০ নং রেখাচিত্রে। উহা হইবে কারবারীর দীর্ঘকালীন যোগান রেখা '(long run supply curve of a firm)। "দীর্ঘকালীন যোগান রেখা" দীর্ঘকালীন গড় খরচা অপেক্ষা খাড়াই (steep) কিন্তু অল্পকালীন যোগান রেখা অপেক্ষা চ্যাটালো (flat)।

শিল্পের যোগান রেখা—The Supply Curve of an Industry

নিখুঁত প্রতিযোগিতার মধ্যে সমগ্রভাবে একটি শিল্পের যোগান রেখা কি আকৃতির হইবে উহা নির্ভর করে উৎপাদন পরিস্থিতির (production conditions) উপর। প্রথমে ধরা যাক, প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রেই, সকল এককই সমজাতীয়, অর্থাৎ দক্ষতার দিক হইতে সমান। একই দামে একটি উৎপাদক উপাদানের যতখুশী বেশী একক সংগ্রহ করিতে পারা যায়। অর্থাৎ শুধু পণ্যের বাজারেই নহে, উৎপাদক উপাদানের বাজারেও নিখুঁত প্রতিযোগিতা আছে ধরা যাক। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে এই অনুমানের তাৎপর্য হইল যে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ফার্ম-এর প্রান্তিক উৎপাদন খরচ (সুতরাং গড় উৎপাদন খরচও) সমান। অল্পকালের মধ্যে (নিখুঁত প্রতিযোগিতায়) প্রত্যেক ফার্ম-এর যোগান রেখা উহার অল্পকালীন প্রান্তিক খরচার (short run marginal cost curve) সমান (৩১ নং রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য); উৎপাদন বাড়াইতে চাহিলে ফার্মকে তাহার অল্পকালীন প্রান্তিক উৎপাদন খরচার রেখা ধরিয়াই আগাইতে হইবে। সুতরাং যদি বাজারে চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং উহার দরুন উৎপাদন বাড়াইবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ঐ বর্ধিত উৎপাদনের জন্য SS রেখা ধরিয়া প্রান্তিক উৎপাদন খরচা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিবে (৩১ নং রেখাচিত্রের A বিন্দু, B বিন্দু, C বিন্দু)। আমাদের অনুমান অনুযায়ী, সকল ফার্মই একই, অর্থাৎ খরচ রেখা সমান। ধরা যাক তিনটি ফার্ম লইয়া একটি শিল্প গঠিত ক, খ ও গ ফার্ম। (৩২ নং রেখাচিত্র)

সব ফার্মের সব উৎপাদক উপাদান সমান বলিয়া ধরিলে

দাম যখন OP (৫ টাকা) তখন ক ফার্ম-এর উপাদান OM (৫টি), খ ফার্ম-এর উৎপাদনও OM এবং গ ফার্ম-এর উৎপাদনও OM এবং এই উৎপাদানের স্তরে MC=MR হইয়াছে S বিন্দুতে। দাম যদি বাড়িয়া

সমগ্র শিল্পটির অল্প-কালীন যোগান রেখা যে কোন ফার্ম-এর অল্পকালীন যোগান রেখার ন্যায় ঊর্ধ্বমুখী হইবে

OP^1 হয় তাহা হইলে ঐ ফার্মগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে OM^1 উৎপাদনের বিন্দুতে প্রান্তিক খরচা এবং প্রান্তিক আয় সমান হইবে। আমাদের অনুমান অনুযায়ী প্রত্যেক ফার্মই যখন সমান (৩২ নং রেখাচিত্রে তাহাই দেখানো যাইতেছে) তখন দাম OP হইতে OP^1 এ উঠিলে, প্রত্যেকের বাড়তি উৎপাদনকে মোট ফার্ম-এর সংখ্যার দ্বারা গুণ করিলে (যথা $MM^1 \times 3$) ঐ গুণফল হইবে সমগ্র শিল্পের বাড়তি উৎপাদন। প্রত্যেক ফার্ম-এর যোগান রেখা পাশাপাশি রাখিয়া যোগ করিলে (lateral summation) সমগ্র শিল্পের যোগান রেখা পাওয়া যাইবে। এভাবেই ৩৩ নং রেখাচিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে দেখানো হইতেছে দাম P হইতে P′-এ বাড়িলে ৩টি ফার্ম-এর মোট উৎপাদন OM (১৫) হইতে OM^1 (১৮)-এ বাড়িয়াছে এবং OP^1 দামে প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় সমান হইয়াছে C^1 বিন্দুতে। এইভাবে তিনটি ফার্ম-এর যোগান-রেখাকে যোগ করিয়া সমগ্র শিল্পের যোগান-রেখা পাওয়া গেল—যদি অনুমান করি, শিল্পটির উৎপাদক উপাদানগুলি সমান এবং একই দামে যত-খুশী পাওয়া যায়, অর্থাৎ সকল ফার্ম-এর খরচ-রেখা সমান, একই উৎপাদনের বিন্দুতে একই প্রান্তিক খরচা। এ ক্ষেত্রে অল্পকালের মধ্যে ফার্মগুলির যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী, সুতরাং শিল্পের যোগান রেখাও ঊর্ধ্বমুখী হইবে। শিল্পের এই যোগান রেখা কতখানি খাড়াই (steep) হইবে উহা নির্ভর করে ফার্মগুলির প্রান্তিক খরচরেখা কতখানি স্থিতিস্থাপক (elastic) অর্থাৎ কতখানি খাড়াই তাহার উপর।

এখন দেখা যাক শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান রেখা কিসের উপর নির্ভর করে। দীর্ঘকালকে এরূপ সময়ের ব্যাপ্তি বলিয়া ধরা যাক যখন ঐ শিল্পে

মূল অনুমানটি ধরিয়া রাখিলে, শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান রেখা যে কোন একটি ফার্ম-এর দীঃ যোঃ রেখার ন্যায় কম খাড়াই বিশিষ্ট ঊর্ধ্বগামী রেখা হইবে

নূতন ফার্ম-এর প্রবেশ ঘটা সম্ভব নহে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলির পক্ষে উৎপাদনের পরিধি বাড়ানো সম্ভব। মূল অনুমানটি এখনও ধরিয়া রাখা যাক যে প্রত্যেক ফার্ম-এর খরচ রেখা সমান। প্রত্যেক ফার্ম তাহার উৎপাদনের বহর (scale of operations) পরিবর্তন করিয়া (অল্পকালে যেরূপ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা হয় তাহা অপেক্ষা) প্রান্তিক উৎপাদন খরচাকে কমাইয়া ফেলিতে পারে। বড়

বহরে উৎপাদন করিলে উৎপাদনের যে ব্যয়-সংকোচ (economies of scale) হয় উহাই ফার্ম-এর [1] দীর্ঘকালীন প্রান্তিক খরচা রেখাকে (long run marginal cost curve) অল্পকালীন খরচা রেখা অপেক্ষা কম খাড়াই (less steep) করে (৩০ নং রেখাচিত্রে MC রেখা)। সুতরাং অল্প কালে যোগান বেশী করিয়া আকর্ষণ করিবার জন্য দাম যতটা বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন হয় দীর্ঘকালে দাম ততটা বৃদ্ধি না পাইলেও যোগান বাড়ে। এ ক্ষেত্রে সমগ্র শিল্পটির যোগান রেখাও উর্ধ্বমুখী হইবে কিন্তু অল্পকালীন যোগান রেখার মতন অত খাড়াই হইবে না। এক্ষেত্রে শিল্পের মধ্যে কিন্তু বাড়তি মুনাফা পাওয়া সম্ভব (অর্থাৎ $P=MC$ কিন্তু $P>AC$)।

এখন এরূপ সময়ের ব্যাপ্তি বিবেচনা করা যাক যখন প্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলি উৎপাদনের বহর পরিবর্তন করিতে পারে, আবার নূতন ফার্মও ঐ শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে। যতদিন ঐ শিল্পের মধ্যে বাড়তি মুনাফা পাওয়া যাইবে ততদিন ঐ শিল্পে নূতন ফার্ম-এর প্রবেশ ঘটিবে; অর্থাৎ যতদিন না যোগান বাড়িতে বাড়িতে মুনাফা উবাইয়া দেয় ততদিন নূতন ফার্ম আসিয়া পুরাতন ফার্ম-এর সহিত প্রতিযোগিতা করিবে। আমাদের মূল অনুমান এখনও রহিয়াছে, সুতরাং নূতন ফার্মগুলি দক্ষতায় পুরাতন ফার্মগুলির সমান। ইহাদের ক্রমাগত প্রতিযোগিতায় বাজার দাম কমিয়া যাইবে, ধরা যাক OP^1 টাকা হইতে OP টাকায়; প্রত্যেকের যোগান তখন OM^1 হইতে OM-এ কমিয়া যাইবে। PP রেখার দ্বারাই প্রত্যেকের প্রান্তিক আয় (MR) বুঝাইবে। কিন্তু প্রত্যেক ফার্ম তাহার পুরাতন (অল্প কালীন) ভারসাম্যে ফিরিয়া গেলেও সমগ্র শিল্পটির মোট উৎপাদন হইবে এখন অনেক বেশী, কারণ ফার্ম-এর সংখ্যা এখন অনেক বেশী। সুতরাং শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান রেখা হইল অনুভূমিক সরল রেখা (horizontal straight line); তবে ইহার পিছনে এই অনুমান রহিয়াছে যে সকল ফার্ম-এর সকল উৎপাদক উপাদান সমজাতীয়, সমান দক্ষ।

সমান দক্ষতা সম্পন্ন নূতন ফার্ম যদি প্রবেশ করে, দাম পূর্বেকার স্তরে নামিবে কিন্তু শিল্পের মোট, উৎপাদন বাড়িবে

এই অনুমানটিকে এখন উঠাইয়া লইয়া আলোচনাটিকে আরও বাস্তব-ধর্মী করা যাক। শিল্পটির সকল উৎপাদক উপাদান সমজাতীয়, সকলেই

সমানভাবে দক্ষ এরূপ হইতে পারে না। ধরা যাক, অন্যান্য সকল উৎপাদক উপাদান সমান কিন্তু উদ্যোক্তা-সংগঠনকারীদের মধ্যে দক্ষতায় পার্থক্য আছে। এক্ষেত্রে এক একটি ফার্ম-এর অল্পকালীন যোগান রেখা এক এক প্রকার হইবে, কারণ উৎপাদনকারীর দক্ষতার পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বিভিন্ন হইবে। প্রত্যেক ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদন খরচা দামের সহিত সমান হইবে; এবং প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের দাম যখন একই তখনপ্রত্যেক ফার্ম-এর প্রান্তিক উৎপাদন খরচা একই। কিন্তু ক ফার্ম-এর যে উৎপাদনের বিন্দুতে প্রান্তিক খরচা = বাজার দাম, খ-ফার্মের-এর উহা অপেক্ষা বেশী উৎপাদনের বিন্দুতেপ্রান্তিক খরচা = বাজার দাম হইবে, গ ফার্ম-এর উহা অপেক্ষা আরও বেশী উৎপাদনের বিন্দুতে প্রান্তিক খরচা = বাজার দাম হইতে পারে। সংগঠনকারীর দক্ষতার পার্থক্য অনুযায়ী এই পার্থক্য। (৩৪ নং রেখাচিত্র)

অন্যান্য উৎপাদক উপাদান সমজাতীয় হইলেও, উদ্যোক্তাদের দক্ষতায় যদি পার্থক্য থাকে তাহা হইলে বিভিন্ন ফার্মে-এর MC এক হইলেও উৎপন্নের পরিমাণ বিভিন্ন হইবে

সমগ্র শিল্পটির অল্প-কালীন যোগান রেখা বাহির করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলির যোগান রেখা পাশাপাশি যোগ করিলেই উহা পাওয়া যাইবে, তবে এখন যোগের প্রক্রিয়া আরও একটু জটিল। কারণ ৩২নং রেখাচিত্রেপ্রত্যেক ফার্মের একই উৎপাদনের স্তরে একই প্রান্তিক খরচা দেখানো হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে (৩৪ নং রেখাচিত্র) বিভিন্ন ফার্ম-এর প্রান্তিক উৎপাদন খরচা সমান হইলেও উৎপন্নের পরিমাণ বিভিন্ন। যথা—

ক ফার্ম = উৎপাদন ৫ একক → প্রান্তিক খরচা = দাম
খ ফার্ম = ,, ৬ → প্রান্তিক খরচা = দাম
গ ফার্ম = ,, ৭ ,, → প্রান্তিক খরচা = দাম

আসলে যে শুধুমাত্র উৎপাদনকারীদের দক্ষতাতেই পার্থক্য থাকে এবং অন্যান্য সকল উৎপাদক উপাদানগুলি সমজাতীয় তাহা নহে। প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রেই দক্ষতার পার্থক্য আছে। শ্রমিকদের মধ্যে কেহ বেশী, কেহ বা কম পটু; জমির মধ্যে কোনটি বেশী, কোনটি কম উর্বর; যন্ত্রের মধ্যে কোনটি বেশী, কোনটি কম উৎপাদক। সুতরাং সমগ্র শিল্পটিতে যদি উৎপাদন বাড়াইতে হয় তাহা হইলে প্রত্যেক ফার্মকেই ক্রমশঃ কম দক্ষ উৎপাদক উপাদান

সকল উৎপাদক উপাদানের দক্ষতায় পার্থক্য থাকিলে অল্পকালীন যোগান রেখা খাড়াই ভাবে উপরে উঠিবে

৩১নং রেখাচিত্র

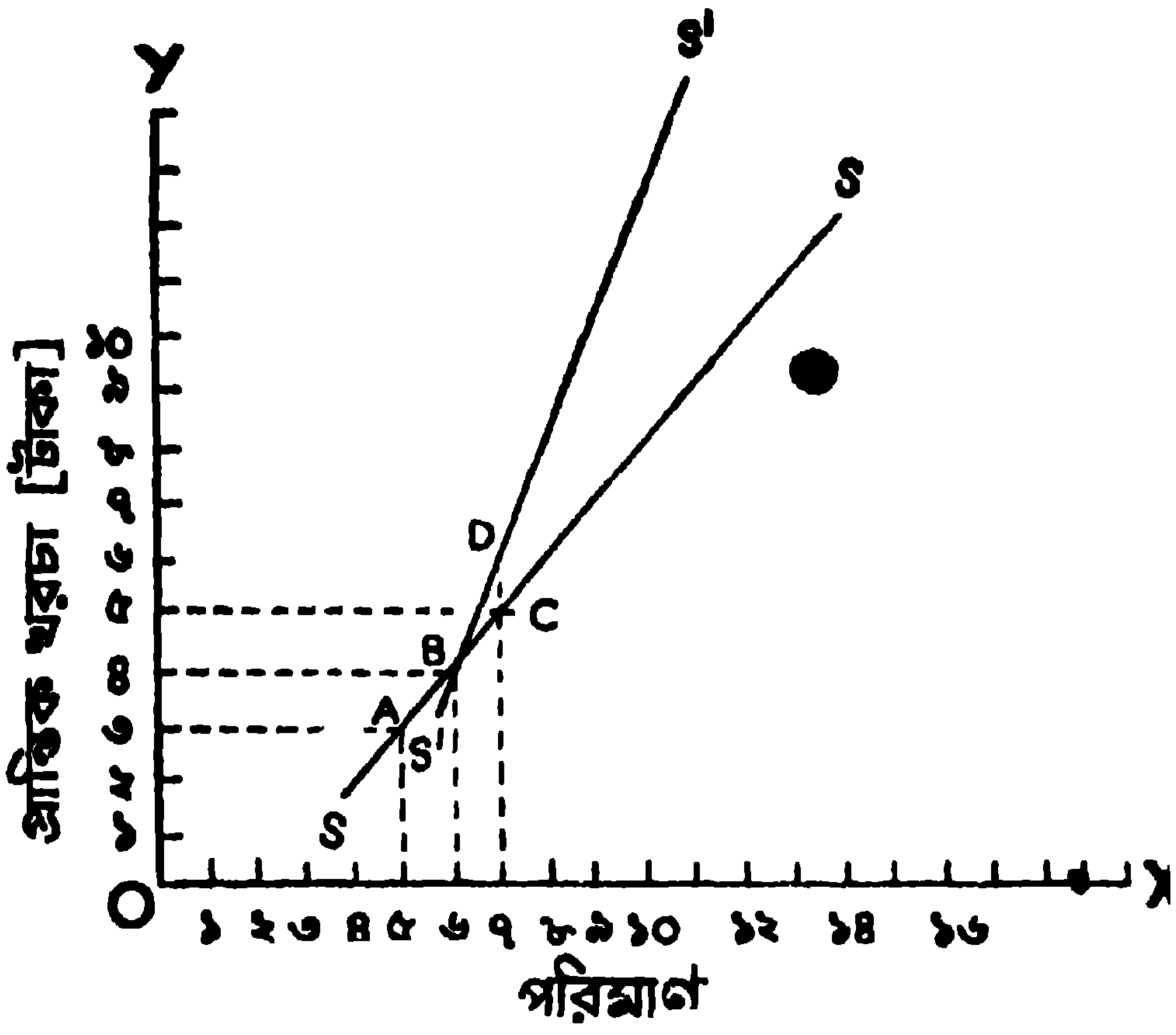

৩২নং রেখাচিত্র

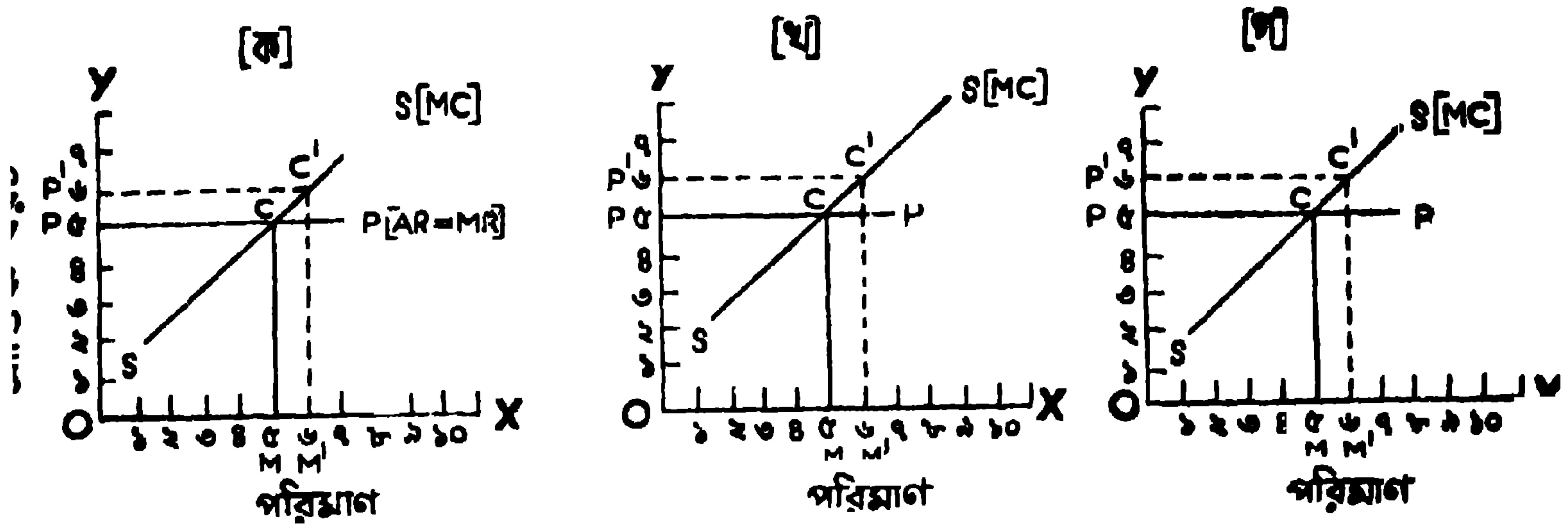

৩৩নং রেখাচিত্র

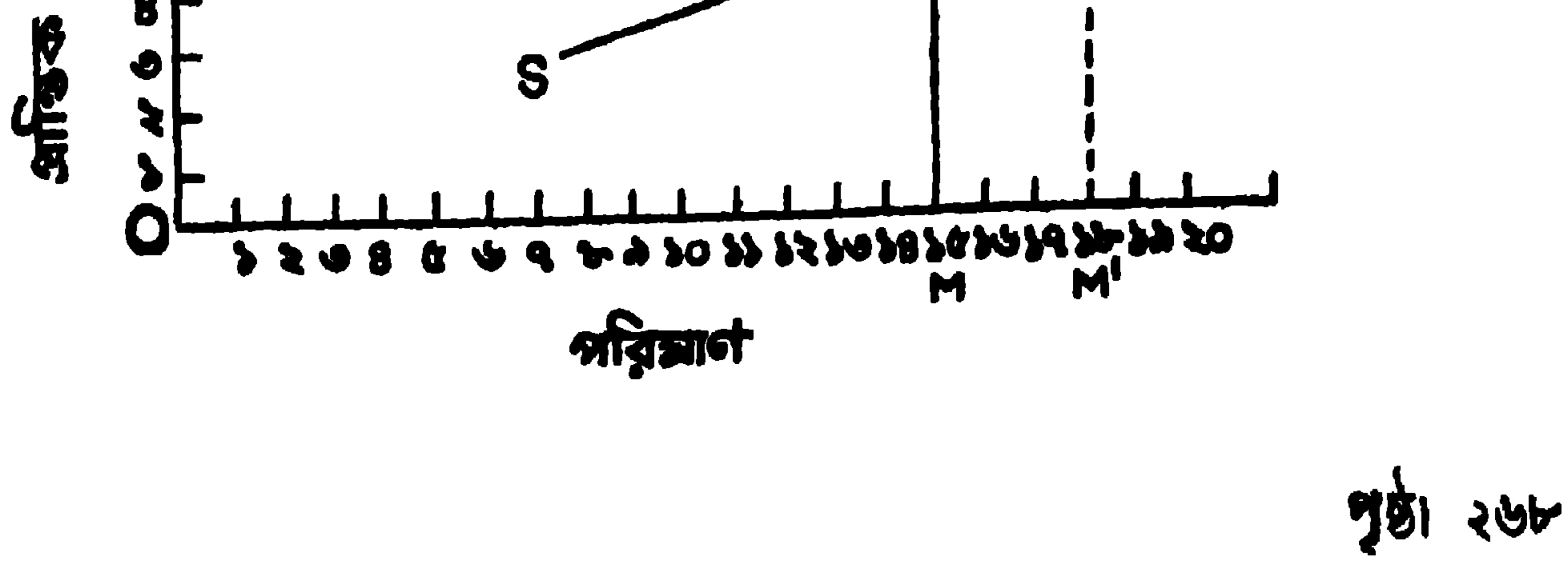

নিয়োগ করিতে হইবে, দক্ষ উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক বাড়িয়া যাইবে; অর্থাৎ একই খরচায় উৎপন্ন পাওয়া যাইবে কম। প্রত্যেক ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদন খরচা, সুতরাং যোগান রেখা, বেশ কিছুটা খাড়াই ভাবে উপরে উঠিবে। (৩১ নং রেখাচিত্রে S'S' রেখাটি লক্ষ্য করুন)। ইহাতে সমগ্র ভাবে শিল্পটির অল্পকালীন যোগান রেখা খাড়াই ভাবে উপরে উঠিবে (৩৫নং রেখাচিত্র); সমগ্রভাবে শিল্পটি যেন বাহ্যিক ব্যয় বাহুল্যের (External Dis-economies) ধাক্কায় পড়িবে।

দীর্ঘকালীন যোগান রেখা

এখন সমগ্রভাবে একটি শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা কি আকারের হইতে পারে দেখা যাক। দীর্ঘকালের মধ্যে আগে হইতেই প্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলি উহাদের উৎপাদন বাড়াইতে পারে এবং নূতন নূতন ফার্ম ঐ শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে। যদি উৎপাদক উপাদানগুলি সমজাতীয় হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের বিভিন্ন এককগুলি সমান ভাবে দক্ষ হয়) তাহা হইলে দীর্ঘকালে সমগ্রভাবে শিল্পটির যোগানরেখা হইবে অনুভূমিক (Supply curve will be horizontal)। তবে এই অনুমান বাস্তব নহে। বিভিন্ন ফার্ম-এর মধ্যে অন্ততঃ উদ্যোক্তার দক্ষতায় পার্থক্য থাকে; বিশেষ করিয়া যে সকল নূতন ফার্ম ঐ শিল্পে প্রবেশ করিবে তাহাদের উদ্যোক্তারা কম অভিজ্ঞ, উহারা পুরাতন ফার্ম-এর উদ্যোক্তাদের ন্যায় দক্ষ হইবে না। সুতরাং এই নূতন ফার্মগুলির, এবং পুরাতন ফার্মগুলির মধ্যে যে সকল ফার্ম-এর উদ্যোক্তারা অপেক্ষাকৃত অ-দক্ষ উহাদের, প্রান্তিক উৎপাদন খরচা অন্যান্যদের তুলনায় বেশী হইবে। সুতরাং সমগ্রভাবে শিল্পটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচা (যোগান রেখা) দক্ষিণদিক ঘেঁসিয়া উর্ধ্বমুখী হইবে। তবে শিল্পের অল্পকালীন যোগানরেখা যতটা খাড়াইভাবে উপরে উঠিবে, দীর্ঘকালীন যোগানরেখা ততটা খাড়াইভাবে উপরে উঠিবে না। কারণ দীর্ঘকালে একদিকে অনেক ফার্ম অনেক দিকেই ব্যয় সাশ্রয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিবে (Economies of scale); অপরদিকে কোন কোন ফার্ম তাহাদের উৎপাদন কমাইয়া প্রান্তিক উৎপাদন খরচা কমাইতে পারে

উৎপাদক উপাদানগুলির দক্ষতায় পার্থক্য থাকিলে শিল্পের যোগান রেখা ডান দিক ঘেঁসিয়া উর্ধ্বমুখী হইবে, কিন্তু চ্যাটালো ভাবে

(দীর্ঘকাল সময় পাইলে "স্থিতি খরচা" Supplementary cost কমাইয়া দেওয়া যায়)। ইহারা উৎপাদন কমাইলেও, অন্যান্য ফার্মের উৎপাদন বাড়ে বলিয়া এবং নূতন ফার্মের প্রবেশ ঘটে বলিয়া সমগ্রভাবে শিল্পের উৎপাদন দীর্ঘকালে বাড়ে। মোট কথা, অল্পকালে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা যতখানি বাড়ে, দীর্ঘকালে ততখানি উৎপাদন বাড়াইতে গেলে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা ততখানি বাড়ে না।

কখনও কখনও যোগান রেখা নিচে নামিতে পারে

তবে এরূপ যদি হয় যে একটি শিল্পের মধ্যে পুরাতন ফার্ম যত উৎপাদন বাড়াইতেছে এবং নূতন নূতন ফার্ম যতই উহাতে প্রবেশ করিতেছে ততই ক্রমান্বয়ে বেশী করিয়া "বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ" পাওয়া যাইতেছে তাহা হইলে শিল্পটির মধ্যে যতই উৎপাদন বাড়িবে ততই যোগানরেখা ডান দিক ঘেসিয়া নিচে নামিয়া আসিবে, অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা কমিতে থাকিবে।

Questions & Hints

1. Explain the nature of the short run and the long run average cost curves of a firm and the relationship between the two. (B. A. Part I 1962) [পৃষ্ঠা ২৫৮-৬৫]

2. How is the short run supply curve of a firm determined ? (B. A. P I 1965) [পৃষ্ঠা ২৬৫-৬৯]

3. Explain fully how the costs of individual firms affect the industry's supply curve under conditions of perfect competition. (Burd. 1965) [পৃষ্ঠা ২৬৯-৭৩]

4. What do you mean by a supply curve ? Explain how it is related to firms' costs in a competitive market ? (B. A. Part I 1967)

[Supply curve : বাজারে কোন একটি সামগ্রীর কি দামে কতখানি যোগান দেওয়া পোষায় উহা যে রেখা দেখাইয়া দেয় তাহাই হইল যোগান রেখা। কি দামে কতখানি যোগান দেওয়া সম্ভব এবং পোষায় উহা প্রান্তিক উৎপাদন খরচাই দেখাইয়া দেয়। সুতরাং supply curve = Marginal cost curve.

How it is related to firms' costs : পৃষ্ঠা ২৬৫-৬৯]

নবম অধ্যায়

নিখুঁত প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণ
(Pricing under Perfect Competition)

খাঁটি ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা—Pure & Perfect Competition

বাজারে কোন একটি সামগ্রীর অবাধ প্রতিযোগিতা না থাকিলে যে ভাবে দাম নির্ধারিত হয় প্রতিযোগিতা থাকিলে ঠিক সেইভাবেই দাম নির্ধারিত হইতে পারে না। আবার প্রতিযোগিতা থাকিলেও সব ধরনের প্রতিযোগিতাই এক প্রকারের নহে। অর্থনীতিতে সেই কারণে প্রতি-যোগিতার অর্থ এবং উহার বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করা হয়।

প্রথমেই অর্থনীতিবিদগণ "খাঁটি প্রতিযোগিতা" (Pure competition) বলিতে কি বুঝায় তাহার আলোচনা করিয়া থাকেন। খাঁটি প্রতিযোগিতায় যে কোন একটি ফার্ম-এর দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা খুবই স্থিতিস্থাপক (elastic) হইবে। দাম একটু কমাইলে সকল খরিদ্দার উহার নিকট চলিয়া আসিবে এবং দাম একটু বাড়াইলে সকল খরিদ্দারই উহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। সুতরাং যে কোন ফার্ম তাহার দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের সমগ্র পরিমাণই চল্‌তি বাজার দামে বিক্রয় করিতে পারে কিন্তু নিজের কোন কার্যের দ্বারা ঐ দাম বদ্‌লাইতে পারে না। ["We speak of the pure competition where demand for the product of the individual firm is infinitely elastic so that the firm can sell all it wishes at the existing market price, but is unable to alter the price by its own actions."—Stonier and Hague] অধ্যাপক মেয়াস´ বলেন যে খাঁটি প্রতিযোগিতার জন্য দুইটি বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন: প্রথমতঃ, কোন্ বিক্রেতার নিকট হইতে সামগ্রী ক্রয় করিতেছে এ সম্পর্কে ক্রেতাদিগের কোন পছন্দ অপছন্দ নাই—যতক্ষণ অবশ্য বিভিন্ন বিক্রেতা একই সামগ্রীর জন্য একই দাম চাহিবে। যদি ক্রেতাগণ একজন বিক্রেতা অপেক্ষা অপর একজন বিক্রেতাকে অধিক পছন্দ করে তাহার একমাত্র কারণ হইবে কম দাম। দ্বিতীয়তঃ,

কোন একটি ফার্মের মালের চাহিদা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক

একই সামগ্রীর একই দাম ও অসংখ্য বিক্রেতা

সামগ্রীটির এতই অধিক বিক্রেতা থাকিবে যে কোন একজন বিক্রেতা তাহার একক নিজস্ব বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া বা বাড়াইয়া বাজার দামে কোনই তারতম্য ঘটাইতে পারে না।*

এইরূপ খাঁটি প্রতিযোগিতা আছে কিনা তাহা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটি উৎপাদন করে এরূপ কারবার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক হইতে হইবে। একই সামগ্রী উৎপাদন করে এরূপ বহু প্রতিষ্ঠান থাকিলে তবেই যে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের তারতম্যে সমগ্র শিল্পটির উৎপাদনের এমন কিছু হ্রাসবৃদ্ধি বুঝা যাইবে না। যেখানে বহু সংখ্যক উৎপাদনকারী রহিয়াছে সেখানে একজন উৎপাদনকারী কতখানি উৎপাদন বাড়াইল কমাইল তাহাদ্বারা বাজার দামে কোনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন উৎপাদনকারী যে সামগ্রী উৎপাদন করিতেছে উহা একই সামগ্রী হইতে হইবে; যে কোন উৎপাদনকারীর সামগ্রী, ক্রেতাদের চক্ষে, অপর যে কোন উৎপাদনকারীর সামগ্রীর সহিত অভিন্ন, এইরূপ হইলে তবেই একজন উৎপাদনকারী তাহার সামগ্রীর জন্য সাধারণ বাজার দাম অপেক্ষা বেশী দাম দাবি করিতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ, যে কোন প্রতিষ্ঠান এই শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে এরূপ হইবে—অর্থাৎ যে কোন ব্যবসায়ী ইচ্ছা করিলেই এই সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারিবে। শিল্পে প্রবেশে কোন বাধা থাকিবে না।†

কিন্তু খাঁটি প্রতিযোগিতা হইলেই যে নিখুঁত প্রতিযোগিতা হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

"খাঁটি প্রতিযোগিতা" এবং "নিখুঁত প্রতিযোগিতা"—এই দুইটির মধ্যে

---

* "Two conditions are essential for pure competition to exist: (1) Buyers must be completely indifferent as to which seller they purchase from as long as the different sellers' prices are the same. Or...a lower price is the only element which will lead buyers to prefer one dealer to another under pure competition. (2) The amount which each individual seller can offer for sale must constitute so small a proportion of the total supply that he acting alone is powerless to affect the price by varying the amount which he offers."—A. L. Meyers.

† "These three conditions—large numbers of firms, homogeneous products and free entry,—between them ensure that there is pure competition in the sense that there is competition which is completely free from any monopoly elements." Stonier & Hague

অর্থনীতিবিদগণ পার্থক্য করিয়া থাকেন। নিখুঁত প্রতিযোগিতা হইল খাঁটি প্রতিযোগিতা হইতেও আর একটু উচ্চ স্তরের। নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকিতে হইলে খাঁটি প্রতিযোগিতার যে বৈশিষ্ট্যগুলি উপরে আলোচিত হইল সেগুলি তো থাকিতেই হইবে, উহা ছাড়া আরও তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকিতে হইবে। প্রথমতঃ, সকল ক্রেতা এবং সকল বিক্রেতা সামগ্রীটির বাজারের অবস্থা সম্পর্কে—অর্থাৎ সামগ্রীটি কোথায় কি দামে বিক্রয় হইতেছে সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদক উপাদানগুলি যখন ইচ্ছা একটি শিল্প পরিত্যাগ করিয়া আর একটি শিল্পে চলিয়া যাইতে পারে এরূপ হইতে হইবে। তৃতীয়তঃ, একই সামগ্রী উৎপাদন করে এরূপ বিভিন্ন উৎপাদনকারী পরস্পরের এত নিকটবর্তী থাকিবে যে উহাদের খরিদ্দারদের পক্ষে মাল ক্রয়ে পরিবহন খরচার কোন পার্থক্য থাকিবে না। পরিবহন খরচার কোন পার্থক্য না থাকিলে তবেই ক্রেতাদের নিকট দুইজন উৎপাদনকারীর সামগ্রী অভিন্ন সামগ্রী রূপে গণ্য হইবে। পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি বিচার করিতে হইলে, শুধু খাঁটি প্রতিযোগিতা বিচার করিলেই চলবে না, নিখুঁত প্রতিযোগিতার বিচার করিতে হইবে।

নিখুঁত প্রতিযোগিতা খাঁটি প্রতিযোগিতা অপেক্ষাও উচ্চ স্তরের

নিখুঁত প্রতিযোগিতায় একই বস্তুর একই দাম—Same Price for the Same Commodity in Perfect Competition

নিখুঁত প্রতিযোগিতার মধ্যে যে কোন এক সময়ে একই বাজারে একই সামগ্রীর একই প্রকার দাম থাকিতে বাধ্য—নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে একই সামগ্রীর বিভিন্ন দাম থাকিতে পারে না। ক্রেতাগণ যদি কোন একজন বা কয়েকজন বিক্রেতার নিকট হইতে অধিক দামে সামগ্রীটি ক্রয় করিতে থাকে তাহা হইলে সকল বিক্রেতাই তাহাদের সামগ্রীর দাম ঐ পরিমাণে বাড়াইয়া দিবে; কারণ অন্যান্য বিক্রেতারা মনে করিবে যে জিনিষ যখন একই, অথচ ক্রেতারা কোন একজন দুজন বিক্রেতাকে অধিক দাম দিতেছে, তখন নিশ্চই ক্রেতারা ঐ সামগ্রীটি বেশী করিয়া পছন্দ করিতে সুরু করিয়াছে এবং বেশী দাম দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই ধারণা অমূলকও নহে, কারণ নিখুঁত প্রতিযোগিতায় ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে সামগ্রীটি অভিন্ন; তাহা হইলে গণিত শাস্ত্রের দিক হইতেই দামের পার্থক্য হইতে

পারে না। কারণ, দাম হইল একটি নির্দিষ্ট বস্তু এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের মধ্যে বিনিময় হার। যথা $X=M$, যখন X হইল একটি বস্তুর এক মাত্রা এবং M হইল কিছু পরিমাণ অর্থ। এক্ষণে, এরূপ যদি হয় যে $X=Y$ এবং $X=M$ তাহা হইলে $Y=M$ হইতে বাধ্য। সুতরাং $M=X=Y$; অর্থাৎ দুইটি বস্তুর দাম একই হইতে বাধ্য। কিন্তু প্রশ্ন হইল, কোন একজন দুইজন বিক্রেতার মাল খরিদ্দারেরা বেশী দাম দিয়া কিনিতেছে, ইহা সকল বিক্রেতা জানিবে কি করিয়া? ইহার উত্তর হইল যে নিখুঁত প্রতিযোগিতায় ধরিয়া লওয়া হয় যে ক্রেতা এবং বিক্রেতাগণ সকলেই বাজারের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

সুতরাং যদি দেখা যায় যে একই বাজারে একই সামগ্রী বিভিন্ন দামে বিক্রয় হইতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উহারা একই সামগ্রী নহে। একই সামগ্রী যদি হইত তাহা হইলে খরিদ্দারেরা বেশী দাম যে চাহিতেছে তাহার নিকট না গিয়া সকলেই কম দাম যে চাহিতেছে তাহার নিকট যাইবে। কারণ প্রত্যেক ক্রেতাই চাহিবে সব থেকে কম দামে সামগ্রী কিনিতে কারণ দাম যত কম হইবে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে ততই বেশী। সুতরাং যখন কম দাম চাহে এরূপ বিক্রেতার নিকট সকলেই উপস্থিত হইতে থাকিবে, তখন যাহারা বেশী দাম চাহিতেছিল তাহাদের সম্মুখে দুইটি করণীয় থাকিবে; (১) তাহারা নিজেদের মাল যদি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকে তাহা হইলে দাম কমাইয়া বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে অথবা (২) বাজার হইতে মাল প্রত্যাহার করিয়া ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া দিবে। বিক্রেতা যদি ২য় পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা হইলে ভবিষ্যতে সে বেশী দামে বিক্রয় করিতে পারিবে; কিন্তু তখন আবার কম দামে কেহ বিক্রয় করিবার মত থাকিবে না। যদি থাকে তাহা হইলে ইহার পক্ষে বেশী দামে বিক্রয় করা তখনও সম্ভব হইবে না। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া হৌনিয়ার ও হেগ বলিয়াছেন:

"When economists discuss the determination of the price of a good in a market they deduce that one can legitimately expect the price of the commodity traded to tend to a single uniform price throughout the market; for example, economists deduce that if the same kind of fruit is dearer on some stall in a market than on others, buyers acting rationally will buy only the cheap fruit and the sellers of the dear

fruit will have to lower their prices in order to dispose of the stocks, for since all buyers and sellers in the market are in close touch with each other, every one will have a shrewd idea what everyone else is doing or thinking. It is only reasonable to draw the conclusion that all buyers and sellers will know all the time what the price of the good traded is." (Stonier & Hague)

সাধারণ মূল্যতত্ত্ব (ভারসাম্য)—General Theory of Value (Equilibrium)

কোন সামগ্রীর দাম উদ্ভূত হইতে গেলে দুইটি বিষয় প্রয়োজন—একদিকে উহার ক্রেতা থাকিবে এবং অপর দিকে থাকিবে উহার বিক্রেতা। ক্রেতা করে সামগ্রীর চাহিদা এবং বিক্রেতা দেয় উহার যোগান। অতএব কোন সামগ্রীর দাম থাকিতে হইলে একদিকে উহার চাহিদা থাকিবে অপর দিকে উহার যোগান থাকিবে। সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর যোগানকারী সামগ্রীটির জন্য যে দাম দাবি করিবে সেই দাম দিয়াই যদি চাহিদাকারী উহা ক্রয় করিয়া লয় তাহা হইলে দাম নিরূপণের মধ্যে কোন সমস্যাই থাকে না; অথবা সামগ্রীর চাহিদাকারী নিছক স্বেচ্ছায় যে দাম প্রদান করিতে অগ্রসর হয় যোগানকারী যদি সেই দামেই তাহার সামগ্রী বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে তাহা হইলেও দাম নির্ধারণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় না। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু চাহিদাকারী এবং যোগানকারী প্রত্যেকেই সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ে নিছক নিজ নিজ স্বার্থ সন্ধানেই ব্যাপৃত থাকে এবং ইহাদের স্বার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ।

ক্রেতা বিক্রেতার স্বার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ

সামগ্রীর ক্রেতা উহা হইতে যতখানি প্রয়োজনীয়তা (utility) প্রত্যাশা করে সেই অনুপাতে উহার দাম প্রদানে সম্মত হয়; এই প্রত্যাশিত প্রয়োজনীয়তার অপেক্ষা অধিক দাম ঐ সামগ্রীটির জন্য সে প্রদান করিবে না। অতএব ক্রেতার নিকট সামগ্রীর যেরূপ প্রয়োজনীয়তা উহা হইবে সামগ্রীটির সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দাম (Maximum possible price)। আসল যে দামে সামগ্রীটি ক্রয় করা হইবে তাহা এই সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দামের বেশী হইতে পারে না; ক্রেতার নিকট যে সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা ২০ টাকা, ক্রেতা সেই সামগ্রীটির জন্য খুব জোর ২০ টাকা পর্যন্ত দিতে পারে, উহার বিন্দুমাত্র অধিক দাম

ক্রেতা প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা বেশী দাম দিবে না

দিবে না। তবে ক্রেতা চেষ্টা করিবে উহা অপেক্ষা কত কম দামে পাওয়া যায় তাহা দেখিবার জন্য, কারণ প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা যতই কম দাম প্রদান করা যাইবে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত (consumer's surplus) হইবে ততই অধিক। অপর পক্ষে সামগ্রীর যোগানকারী সামগ্রীটির জন্য একটি ন্যূনতম সম্ভাব্য দাম মনে মনে হিসাব করিয়া রাখে। এই ন্যূনতম সম্ভাব্য দাম সাধারণতঃ উৎপাদন খরচার হিসাবেই হিসাব করা হয় কিন্তু সকল সময়েই যে ইহা উৎপাদন খরচার দ্বারা হিসাব করা হয় এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অবশ্য বিক্রেতা তাহার অনুমিত ন্যূনতম দাম অপেক্ষাও যথা সম্ভব অধিক দাম আদায়ের চেষ্টা করিবে কারণ উহার উপর নির্ভর করিবে তাহার মুনাফার (Profits) সম্ভাবনা।

বিক্রেতা একটি ন্যূনতম দাম হিসাব করিবে

এই দুইটি সীমারেখার মধ্যেই দামের অবস্থিতি ঘটিবে; ঠিক কোথায় উহা ঘটিবে তাহা নির্ভর করিবে সমষ্টিগত ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক গরজের উপর। এই গরজ নির্ণয়ের জন্য দর কষাকষি হইবে। ক্রেতা দেখাইতে চেষ্টা করিবে যে তাহার কিনিবার গরজ কম, আর বিক্রেতা দেখাইতে চেষ্টা করিবে তাহার বিক্রয় করিবার গরজ কম। এই গরজের লড়াইতে যাহার পরাজয় ঘটিবে দাম তাহার পক্ষেই হইবে অসুবিধাজনক। এই পরাজয় পরিহার করিবার জন্য দর কষাকষি যতই চলিতে থাকিবে সম্ভাব্য দাম ততই দ্রুতগতিতে উঠিতে পড়িতে থাকিবে।

দর কষাকষি

কিন্তু দামের এই দ্রুত হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যে এইরূপ একটি বিষয় ক্রিয়া করিতে থাকে যাহা, কোন একটি নির্দিষ্ট দামে ঠিক যে পরিমাণ সামগ্রীর চাহিদা হইতেছে ঠিক সেই পরিমাণ সামগ্রারই যোগান হইতেছে, এইরূপ অবস্থা আনিয়া দেয়। সেই বিষয়টি হইল যোগানের নিয়ম (Law of supply) এবং চাহিদার নিয়ম (Law of demand)। দামের পরিবর্তনের সহিত যোগানেরও পরিবর্তন হইবে আবার চাহিদারও পরিবর্তন হইবে। কিন্তু যোগানের পরিবর্তন হইবে দাম যেদিকে পরিবর্তন হইবে সেই দিকে এবং চাহিদার পরিবর্তন হইবে দাম যেদিকে পরিবর্তন হইবে তাহার বিপরীত দিকে।

সুতরাং সম্ভাব্য দামের পরিবর্তনের দ্বারা যোগান ও চাহিদার বিপরীতমুখী

৩৭নং রেখাচিত্র

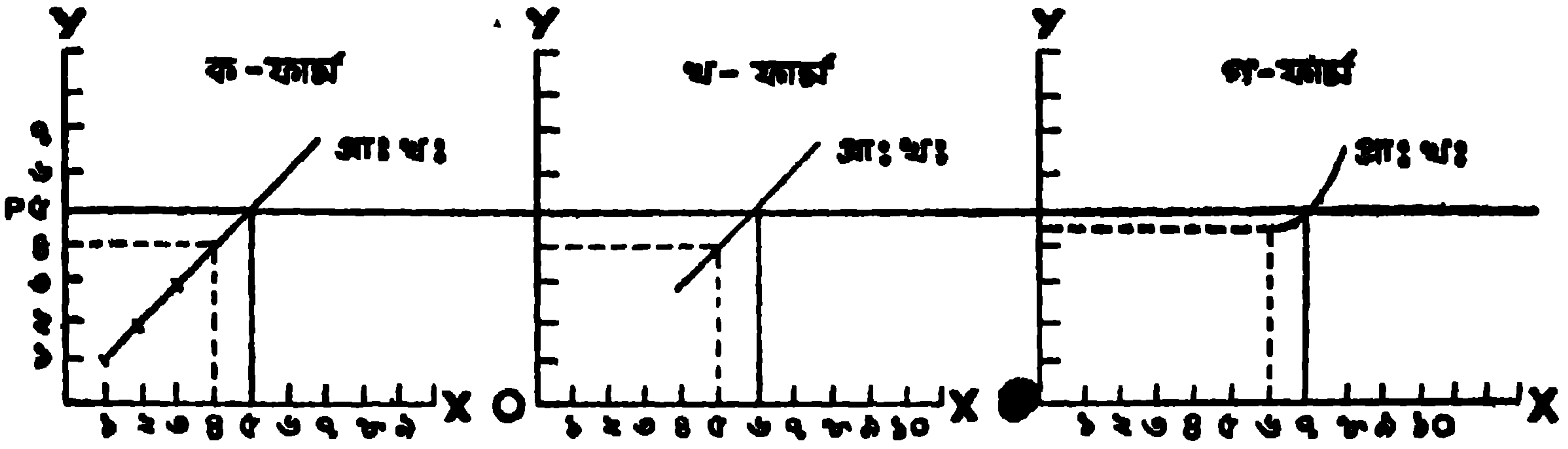

৩৫নং রেখাচিত্র

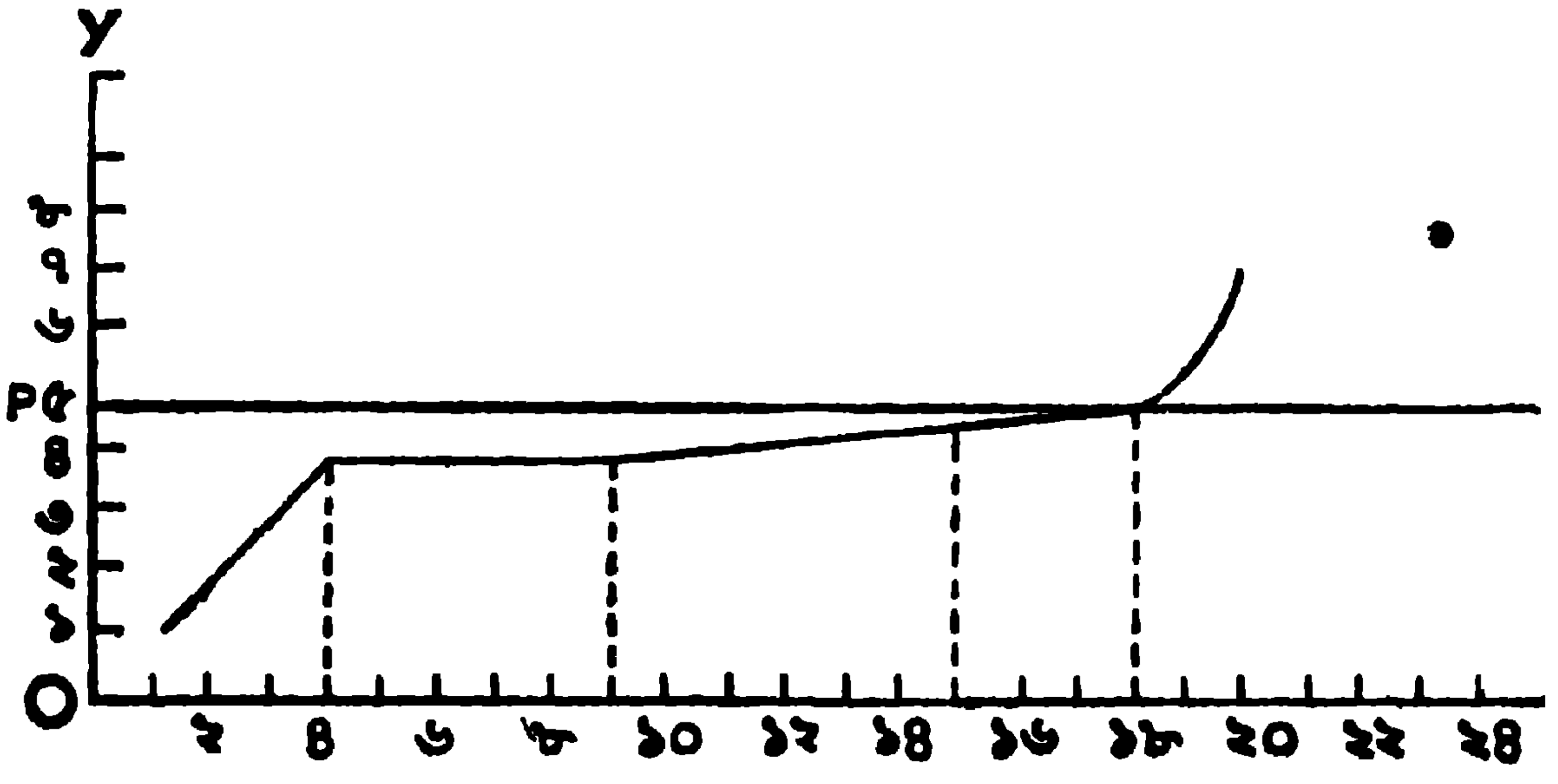

৩৬নং রেখাচিত্র

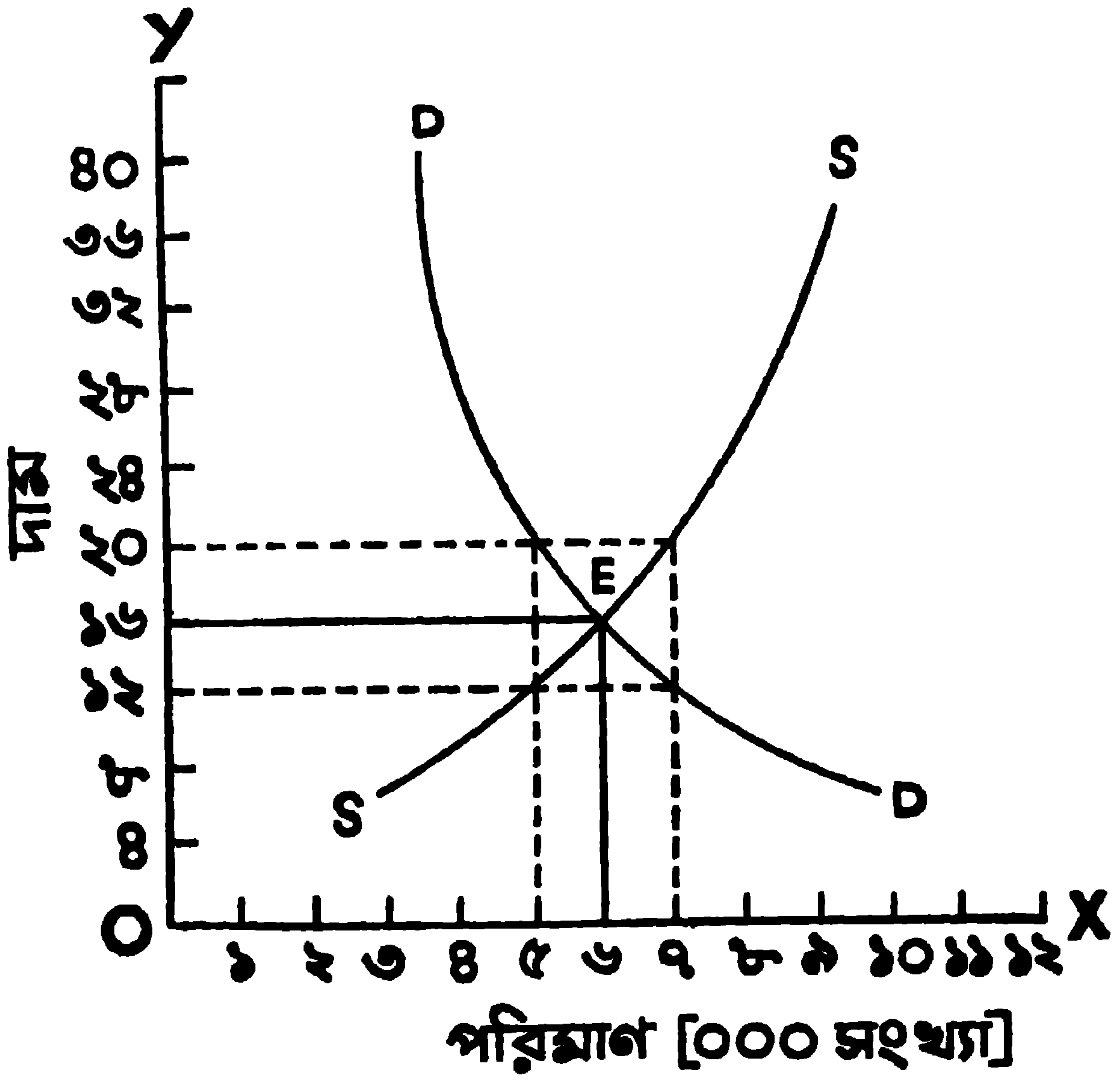

গতির দ্বারা একস্থানে যোগান চাহিদার সমতা উপস্থিত হইবে। ঠিক যে স্থানে, অর্থাৎ যে দামে, যোগান ও চাহিদার এই ভারসাম্য (Equilibrium) উপস্থিত হইবে সেই দামে সেই সময়ে সামগ্রীটির প্রকৃত ক্রয় বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে চাহিদার বক্ররেখা হইল নিম্নগামী এবং যোগানের বক্ররেখা হইল ঊর্ধ্বগামী; সুতরাং চাহিদা এবং যোগানের বক্ররেখা একস্থানে পরস্পরকে অতিক্রম করিবে। পরিমাণের দিক হইতে কোন একটি সামগ্রীর চাহিদা তালিকা (Demand schedule) এবং যোগান তালিকা (Supply schedule) একত্রিতভাবে সন্নিবিষ্ট করিলে এই ভারসাম্যের অবস্থা সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে :

যোগান ও চাহিদার পরিবর্তন

বস্ত্রের দাম যখন ৪০ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৩,০০০ কিন্তু যোগান হইবে ১,২৫০
বস্ত্রের দাম যখন ৩৬ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৩,২৫০ কিন্তু যোগান হইবে ১,০০০
বস্ত্রের দাম যখন ২৮ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৩,৭৫০ কিন্তু যোগান হইবে ২৮,২০০
বস্ত্রের দাম যখন ২০ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৫,০০০ কিন্তু যোগান হইবে ৭,০০০
বস্ত্রের দাম যখন ১৬ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৬,০০০ যোগানও হইবে ৬,০০০
বস্ত্রের দাম যখন ১২ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৭,০০০ এবং যোগান হইবে ৫,০০০
বস্ত্রের দাম যখন ৮৲ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৯,০০০ কিন্তু যোগান হইবে ৩,০০০

এস্থানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন বস্ত্রের দাম যখন ১২ টাকা তখন উহার চাহিদা বেশ অধিক কিন্তু যোগান তাহা অপেক্ষা অল্প, আবার উহার দাম যখন ২০ টাকা তখন উহার যোগান অধিক কিন্তু চাহিদা অল্প। ঠিক ১৬ টাকা দামে বস্ত্রের চাহিদা এবং যোগানে সমতা উপস্থিত হয় এবং ঐ দামটিই হইবে সামগ্রীর বাজার দাম (Market Price)।

সাধারণ মূল্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় কেয়ার্ণক্রস বলেন, "দামের পরিবর্তনে যোগান এবং চাহিদা উভয়েরই পরিবর্তন হইবে,—ইহার অর্থ হইল যে একটি যথাযথ দাম বাঁধিলে যোগান এবং চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য উপস্থিত হইবে। দাম যত বেশী হইবে, যোগান হইবে ততই বেশী এবং চাহিদা হইবে ততই কম; দাম যত কম হইবে, যোগান হইবে ততকম এবং চাহিদা হইবে ততই বেশী। সুতরাং দাম বাড়াইয়া এবং কমাইয়া যোগান এবং চাহিদার মধ্যে যদি কোন ফাঁক থাকে তাহা পূরণ করা হইবে।...কোন নির্দিষ্ট চাহিদার অবস্থায় এবং যোগানের অবস্থায় এরূপ একটি দাম থাকিবে (ভারসাম্য দাম) যে দামে

এই অর্থে যোগান এবং চাহিদার ভারসাম্য হইবে যে চলতি দামে প্রত্যেক ক্রেতা যত পরিমাণ চাহে তত পরিমাণ পাইবে এবং প্রত্যেক বিক্রেতা যত পরিমাণ বিক্রয় করিতে চাহে তত পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবে, এবং প্রতিযোগিতাই দামকে ভারসাম্যের বিন্দুতে উপনীত করিবে।" *

ভারসাম্য দামের প্রকৃতি একটি বক্ররেখার দ্বারা অঙ্কন করা যাইতে পারে। ৩৬নং রেখাচিত্রটিতে OX রেখাটি পরিমাণের এবং OY রেখাটি দামের সূচক। OX রেখাটির প্রতিটি সংখ্যা হাজার বলিয়া ধরা যাক—যথা ১ মানে ১০০০, ২ মানে ২০০০ ইত্যাদি; OY রেখাটির প্রতিটি সংখ্যা টাকা বলিয়া ধরা যাউক,—যথা ৪ মানে ৪ টাকা, ৮ মানে ৮ টাকা। SS হইল যোগান রেখা এবং DD চাহিদা রেখা। E হইল এই দুইরেখার সংযোগ বিন্দু। সামগ্রীটির দাম যখন ১৬'০০ টাকা তখন অর্থাৎ P বিন্দুতে চাহিদাও ৬০০০টি যোগানও ৬০০০টি সামগ্রী। ১৬'০০ টাকা দামে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য উপস্থিত হইল।

যোগান ও চাহিদার নিয়ম—Law of Supply and Demand

যোগানের নিয়ম এবং চাহিদার নিয়ম এই দুইটিকে পরস্পরের সহিত গ্রথিত করিয়া "যোগান-চাহিদার নিয়ম" রচিত হইয়া থাকে। কোন সামগ্রীর যে পরিমাণ যোগান করা হয় তাহা অপেক্ষা চাহিদা যদি অধিক হয় তাহা হইলে বিক্রেতার বিক্রয়ের গরজ অপেক্ষা ক্রেতার ক্রয় করিবার গরজ হয় অধিক; তখন সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায় (If demand is greater than supply, price will rise)। অপর পক্ষে, কোন সামগ্রীর যে পরিমাণ চাহিদা থাকে যোগানের পরিমাণ যদি তাহা অপেক্ষা অধিক হয়

---

* The fact that supply and demand both respond to changes in price means that supply and demand can be balanced if an appropriate price is charged. The higher the price, the more will be supplied and the less demanded; the lower the price the less will be supplied and the more demanded. Any gap between supply and demand can be closed therefore by raising or lowering the price...Given the state of demand (demand conditions) and the state of supply (supply conditions) there will be one price (equilibrium price) at which demand and supply can be made to balance in the sense that every buyer is able to obtain as much as he wants and every seller to sell as much as he wants at the current price, and competition will drive the price to the balancing point."—Cairncross.

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ক্রেতার ক্রয়ের গরজ অপেক্ষা বিক্রেতার বিক্রয়ের গরজ অধিক এবং সেক্ষেত্রে দাম হ্রাস পাইবে (If supply is greater than demand price will fall)। ইহাকে "ভারসাম্যের নিয়মও" (Law of price equilibrium) বলা হয় এবং এই নিয়মটি সঠিক ভাবে ব্যক্ত করিতে গেলে পাঁচটি সূত্রের আকারে ব্যক্ত করিতে পারা যায়:

(১) ক্রেতাসাধারণ প্রচলিত দামে একটি সামগ্রীর যে পরিমাণ ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবে তাহা যদি উহার বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ দাম না কমা সত্ত্বেও চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায়, দাম বাড়িবে। (২) ক্রেতাসাধারণ প্রচলিত দামে একটি সামগ্রীর যে পরিমাণ ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবে তাহা যদি উহার বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ অপেক্ষা অল্প হয় তাহা হইলে দাম হ্রাস পাইবে। অর্থাৎ দাম বৃদ্ধি না পাওয়া সত্ত্বেও চাহিদা যদি হ্রাস পায়, দাম কমিবে। (৩) বিক্রেতাগণ প্রচলিত দামে একটি সামগ্রীর যে পরিমাণ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবে তাহা যদি উহার ক্রয়যোগ্য পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে দাম কমিবে। অর্থাৎ, দাম না বাড়া সত্ত্বেও, যোগান যদি বাড়ে, দাম কমিবে। (৪) বিক্রেতাগণ প্রচলিত দামে একটি সামগ্রীর যে পরিমাণ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবে তাহা যদি উহার ক্রয়যোগ্য পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, দাম না কমা সত্ত্বেও যোগান যদি কমে, দাম বাড়িবে। (৫) ভারসাম্যের স্থলে, দাম "চাহিদার" পরিমাণকে ও "যোগান"-এর পরিমাণকে সেই বিন্দুতে আনিয়া দেয় যে স্থানে ক্রেতাসাধারণ যে পরিমাণ ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে উহা যে পরিমাণ বিক্রয়ার্থে উপস্থিত হয় তাহার সমান হইয়া যায়। ইহা হইল ভারসাম্য দাম (equilibrium price) এবং যে পরিমাণটুকু ক্রয়বিক্রয় হইল তাহা হইল ভারসাম্যের পরিমাণ (equilibrium amount)। ৩৬ নং রেখাচিত্রে ৬০০০ হইল ভারসাম্যের পরিমাণ এবং ১৬.০০ টাকা হইল ভারসাম্য দাম।

পাঁচটি সূত্র

স্থিতিশীল ভারসাম্য—Stable Equilibrium

চাহিদা এবং যোগানের পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে ভারসাম্যের বিন্দু হইতে কোন কারণে বিচ্যুতি ঘটিলে, আপনা-আপনি ঐ বিচ্যুতি

সংশোধিত হইয়া যাইবে এবং বাজার দাম পুনরায় ভারসাম্যের বিন্দুতে ফিরিয়া আসিবে তাহা হইলে ঐ ভারসাম্য স্থিতিশীল বলিয়া গণ্য হইবে। কোন কারণে যদি প্রকৃত দাম ভারসাম্য বিন্দুর উপরে উঠিয়া যায় তাহা হইলে ঐ বাড়তি দামে যোগান বাড়িয়া যাইবে (Law of supply) এবং চাহিদা কমিয়া যাইবে (Law of Demand)। চাহিদার তুলনায় যোগান বাড়িয়া যাইবার দরুন প্রকৃত দাম পুনরায় কমিতে থাকিবে এবং ভারসাম্যের বিন্দুতে ফিরিয়া আসিবে। অপরপক্ষে, প্রকৃত দাম যদি কোন কারণে ভারসাম্য বিন্দুর নিচে নামিয়া যায় তাহা হইলে ঐ কমতি দামে যোগান কমিয়া যাইবে (Law of supply) এবং চাহিদা বাড়িয়া যাইবে (Law of demand)। চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়ায় প্রকৃত দাম পুনরায় বাড়িতে থাকিবে এবং ভারসাম্যের বিন্দুতে ফিরিয়া আসিবে।

২৮১ পৃষ্ঠার চাহিদা ও যোগানের তালিকা হইতে এবং ৩৬ নং রেখাচিত্র হইতে স্থিতিশীল ভারসাম্যের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে। ৬০০০ একক যোগান এবং ৬০০০ একক চাহিদার বিন্দুতে ভারসাম্য দাম হইবে ১৬ টাকা। কিন্তু কোন কারণে দাম যদি বাড়িয়া ২০ টাকা হইয়া যায় তাহা হইলে যোগান বাড়িয়া ৭০০০ হইবে কিন্তু চাহিদা কমিয়া ৫০০০ হইবে। সেক্ষেত্রে দাম কমাইতেই হইবে। অপর পক্ষে দাম যদি কোন কারণে কমিয়া ১২ টাকা হয় তাহা হইলে চাহিদা বাড়িয়া ৭০০০ হাজার এবং যোগান কমিয়া ৫০০০ হইবে; তখন চাহিদার চাপে দাম পুনরায় উঠিয়া ভারসাম্যের বিন্দুতে যাইবে।

সুতরাং ভারসাম্য বিন্দুর অল্প বামদিকে চাহিদা-দাম যদি যোগান দামের বেশী হয় এবং ঐ বিন্দুর সামান্য ডান দিকেও যোগান-দাম যদি চাহিদা দামের বেশী হয়, তাহা হইলে ভারসাম্য স্থিতিশীল হইবে। আবার এরূপ যদি হয় যে ভারসাম্য দাম অপেক্ষা একটু বেশী দাম হইলেই যোগান অপেক্ষা চাহিদা কম হইয়া যাইবে বা একটু কম দাম হইলেই যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী হইয়া যাইবে, তাহা হইলে ভারসাম্য স্থিতিশীল হইবে। এইসকল শর্ত পূরণ হইলে ভারসাম্য বিন্দু অপেক্ষা প্রকৃত দাম বেশী বা কম হইয়া গেলেই ভারসাম্যের স্তরে ফিরিয়া আসিবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে।

কত দ্রুত এইরূপ ভারসাম্যের বিন্দু ফিরিয়া আসিবে তাহা নির্ভর করে একদিকে চাহিদার ও অপরদিকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। যেখানে

যোগানের ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা খুব কম সেখানে ভারসাম্য দাম হইতে প্রকৃত দাম সরিয়া গেলে উহা পুনরায় ভারসাম্য দামে ফিরিয়া আসিতে অনেক সময় লাগিবে। যথা আলপিনের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক ; এক্ষেত্রে একটুখানি দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে খুবই সামান্য,দাম বেশ কিছুটা কমিয়া গেলে তবেই চাহিদা বাড়িতে পারে এবং উহাও সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু আমের চাহিদা স্থিতিস্থাপক, দাম একটু কমিলে চাহিদা অনেক বাড়িতে থাকিবে, সেক্ষেত্রে প্রকৃত দাম দ্রুতগতিতে ভারসাম্য দামের দিকে ছুটিবে। অনুরূপভাবে উহা (অর্থাৎ কত তাড়াতাড়ি ভারসাম্য দাম ফিরিয়া আসিবে) যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপরেও নির্ভর করে ; যোগান যদি স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে দাম একটু কমিলেই যোগান খুব তাড়াতাড়ি কমিয়া যাইবে এবং যোগানে শীঘ্রই টান পড়িয়া দাম উঠিতে থাকিবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দাম বাড়িলে (যোগান স্থিতিস্থাপক হইলে) তাড়াতাড়ি যোগান বাড়িয়া দাম পুনরায় কমিয়া ভারসাম্যে ফিরিয়া আসিবে। সেই কারণে কৃষিজ ও খনিজ সামগ্রীর দামে তারতম্য ঘটে খুব বেশী, ইহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক হওয়ায়, দাম কমিলে সহসা যোগান কমানো বা দাম বাড়িলে সহসা যোগান বাড়ানো যায় না। ইহাদের তুলনায় শিল্পজাত সামগ্রীর দাম অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ; ইহাদের দাম হ্রাসবৃদ্ধির সহিত যোগান কমানো বাড়ানো সম্ভব হয়। এই কারণে কেয়ার্নক্রস বলিয়াছেন : "চাহিদারই হউক বা যোগানেরই হউক, স্থিতিস্থাপকতা দামের স্থিতিশীলতা আনিয়া দেয়।" [Elasticity, whether of demand or of supply, makes for stability of prices."]

বাজার দাম ও নিয়মিত দাম—Market Price and Normal Price.

চাহিদা এবং যোগানের ভারসাম্যের দ্বারা দাম নিরূপিত হইলেও, যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে দাম থাকে, যে দাম সামগ্রীটির যোগানে পরিবর্তনের দ্বারা পরিবর্তিত হইতে পারে না, সেই দামকে ঐ সময়ে ঐ সামগ্রীর "বাজার দাম" বলা হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে দাম বিবেচনা করা হয়—অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে যে দাম নির্ধারিত থাকে—তাহাকেই বলা হয় বাজার দাম।

এই বাজার দাম নির্ধারণে যোগান এবং চাহিদা—উভয় বিষয়েই

ক্রিয়াশীল থাকিলেও, যোগান অপেক্ষা চাহিদাই অধিকতর কার্যকরী অংশ গ্রহণ করে। ইহার কারণ হইল, অল্প সময়ের মধ্যে কোন একটি সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়া উঠে না। যোগান বৃদ্ধি করা সময় সাপেক্ষ। সেই কারণে বাজারে উহার যোগান যেরূপ ছিল সেইরূপই থাকিয়া যায়। সুতরাং চাহিদার যেরূপ পরিবর্তন হয় দামেরও সেইরূপ পরিবর্তন হইতে থাকে। চাহিদা যদি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে সীমাবদ্ধ যোগানের উপর বর্ধিত চাহিদার চাপ পড়িবে; অর্থাৎ বিক্রেতার বিক্রয় করিবার গরজ অপেক্ষা ক্রেতার ক্রয় করিবার গরজ হইবে বেশী। সুতরাং বিক্রেতাগণ সামগ্রীটির জন্য বেশী দাম আদায় করিতে পারিবে। অপরপক্ষে চাহিদা যদি কমিয়া যায়, উৎপাদিত হইয়াছে এবং যোগান করা হইয়াছে এরূপ সামগ্রীর উপর চাহিদার চাপ লাঘব হইবে; অর্থাৎ ক্রেতার ক্রয় করিবার গরজ অপেক্ষা বিক্রেতার বিক্রয় করিবার গরজ হইবে বেশী। সুতরাং বিক্রেতাগণ কম দামে বিক্রয় করিলে তবেই তাহাদের সামগ্রী বিক্রয় হইতে পারিবে।

স্বল্পকালের মধ্যে চাহিদা অধিক সক্রিয়

উভয় ক্ষেত্রেই সামগ্রীর চাহিদাই দাম নির্ধারণে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল, কারণ যোগান নিজেকে হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া হ্রাসমান বা বর্ধিত চাহিদার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। নিত্যকার বাজারের দৃষ্টান্তে আমরা ইহার বহু উদাহরণ পাই। যথা, মাছের বাজারে একদিন হঠাৎ যদি কোন কারণে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ নূতন মাছ ধরিয়া বাজারে মাছের যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না; সুতরাং সেইদিন মাছের দামও অনেক চড়িয়া যায়। আবার কোনদিন হঠাৎ কোন কারণে যদি মাছের চাহিদা কমিয়া যায় তাহা হইলে ধৃত মাছগুলিকে পচিবার পূর্বেই বিক্রয় করিয়া দিতেই হইবে—সুতরাং সেই দিন মাছের দাম অনেক কমিয়া যায়।

বাজার দাম হইল চাহিদা ও যোগানের অস্থায়ী ভারসাম্য (Temporary equilibrium), ইহা গরজের সংগ্রামে একপক্ষের সাময়িক আত্মসমর্পণ। কিন্তু সাময়িক ভাবে অনেক কিছু ঘটে যাহা নিয়মিতভাবে ঘটে না, কারণ সময়ের ব্যবধানে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়। সুতরাং সাময়িক যোগান ও চাহিদার দ্বারা যে বাজার দাম নিরূপিত হয় তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। বাজার দামে পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা যে সকল ব্যবসায়ীদের বাড়তি লাভ

হইয়া থাকে, অর্থাৎ দাম যাহাদের উৎপাদন খরচা অপেক্ষা অধিক, তাহারা অধিক লাভের আশায় সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াইবে; ফলে সামগ্রীর যোগান বাড়িবে। যখন এই বাড়তি যোগান বাজারে আসিবে তখন পূর্বের চাহিদার তুলনায় যোগান হইবে বেশী এবং যোগান-চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী দাম কমিয়া যাইবে, পূর্বেকার ভারসাম্যের দাম আর থাকিবে না। কিন্তু দাম কমিয়া কোন্ স্তরে উপনীত হইবে? উহা উপনীত হইবে সামগ্রীটির উৎপাদন খরচার স্তরে। কারণ, দাম যতক্ষণ উৎপাদন খরচার বেশী থাকিবে ততক্ষণ উৎপাদনকারীর বাড়তি লাভ থাকিবে এবং যতক্ষণ বাড়তি লাভ থাকিবে ততক্ষণ যোগান বৃদ্ধি পাইবে।

যথেষ্ট সময় পাইলে হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে

অপর পক্ষে চাহিদার উপরেও যোগান যদি ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহার দ্বারা এতই বেশী যোগান হইয়া যায় যে ব্যবসায়ীরা যে দামই পাইবে তাহাতেই বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইবে, তাহা হইলে সামগ্রীর দাম উৎপাদন খরচা অপেক্ষাও কম হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু দাম উৎপাদন খরচার কম হইবার অর্থ হইল, উৎপাদনকারী পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা উহার উৎপাদন খরচা তুলিতে অক্ষম এবং তাহাকে লোকসান ভোগ করিতে হইতেছে। এই লোকসান অধিক দিন চলিতে পারে না। যাহাদের লোকসান হইতেছে তাহারা উৎপাদন কমাইয়া বা থামাইয়া দিতে বাধ্য হইবে। যোগানের সেই কারণে হ্রাস প্রাপ্তি অপরিহার্য। যোগান হ্রাস পাইলে চাহিদার উপরে যোগানের যে আধিক্য ছিল তাহা কমিয়া আসিবে এবং দাম পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। দাম এইরূপে বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন খরচার সমান হইবে।

এইরূপ যোগান বৃদ্ধি ও হ্রাস যে সময়-সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমেয়. কারণ সামগ্রীর উৎপাদন হইতেও সময় লাগে, আবার যাহা উৎপাদিত হইয়াছে তাহা নিঃশেষিত হইতেও সময় লাগে। সময়ের ব্যবধানে যোগানের পরিবর্তনের দ্বারা, দাম বৃদ্ধি পাইয়া বা হ্রাস পাইয়া যখন উৎপাদন খরচার সহিত সমান হয়, তখন সেই দামকে নিয়মিত দাম বলা হয়। নিয়মিত দাম (Normal Price)-এর ক্ষেত্রেও চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যই সৃষ্টি হইল কিন্তু ইহাতে যোগান নিজেকে চাহিদার সহিত খাপ খাওয়াইয়া

যোগানের হ্রাস বৃদ্ধিতে দাম উৎপাদন খরচার সমান হয়

লইল। বাজার দাম (Market price) নির্ধারিত হয় যোগান ও চাহিদার সাময়িক ভারসাম্যের বিন্দুতে, নিয়মিত দাম হইল সময়ের ব্যবধানে যে স্থায়ী ভারসাম্যের পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহাই, অর্থাৎ উৎপাদন খরচার সহিত দামের সমতা।

কিন্তু উৎপাদনকারীর খরচ-খরচা বাদে নিজের জন্য যদি কিছু না থাকে তাহা হইলে তাহার কারবার করিয়া লাভ কি? নিয়মিত দাম যদি ঠিক উৎপাদন খরচার সমান হয় তাহা হইলে উৎপাদনকারীর নিজের জন্য তো কিছু থাকে না। তাহা হইলে উৎপাদন করা হইবে কেন? ইহার উত্তর হইল যে যে-উৎপাদন খরচার কথা উপরে বলা হইয়াছে উহার মধ্যে যেরূপ অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের প্রাপ্য ধরা হইয়াছে, সেইরূপ উৎপাদনকারী স্বয়ং নিজের একটি প্রত্যাশিত বা "নিয়মিত মুনাফা" উহার মধ্যে ধরিয়া লইয়াছে। উৎপাদনকারীর নিয়মিত বা প্রত্যাশিত মুনাফা (যে মুনাফার সমান অর্থ উসুল করিতে না পারিলে উৎপাদনকারী ঐ কারবারে থাকিবে না) উৎপাদন খরচার মধ্যে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। উহার উপরে যদি কিছু আসে তাহা বাড়তি লাভ। এই বাড়তি লাভ পাইলে উৎপাদন বাড়াইবার প্রলোভন সৃষ্টি হইবে কিন্তু বাড়তি লাভ না পাইলেও পূর্বেকার মত উৎপাদন চালাইয়া যাওয়া পোষাইবে।

বলা হইল, সময়ের ব্যবধানে দাম যে স্তরে উপনীত হয় তাহাই নিয়মিত দাম; কিন্তু সময় বলিতে, কোনও নির্দিষ্টকালকে বুঝায় না। এক মুহূর্ত অপেক্ষা দুই মুহূর্ত অধিক,—এক মাস অপেক্ষা দুই মাস অধিক, এক বৎসর অপেক্ষা দুই বৎসর অধিক; কিন্তু চার মুহূর্ত অপেক্ষা দুই মুহূর্ত কম, আবার চার মাস অপেক্ষা দুই মাস কম, আবার চার বৎসর অপেক্ষা দুই বৎসর কম। অর্থনীতিবিদ্‌গণ সেই কারণে শুধুই যে বাজার দাম (Market price) ও নিয়মিত দাম (Normal price) এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য বিধান করেন তাহাই নহে, পরন্তু নিয়মিত দামকেও সময় অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত করেন (১) অল্পকালীন নিয়মিত দাম (short-run normal price) এবং (২) দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম (long run normal price)।

অল্পকালীন নিয়মিত দাম ও দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম

যখন চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য করাইবার জন্য যোগানের পরিবর্তন করা

সম্ভব অথচ এই পরিবর্তনের দ্বারা কারবারের স্থায়ী পুঁজির পরিবর্তন হয় না অথবা ঐ শিল্পে কোন নূতন প্রতিষ্ঠানেরও উদ্ভব ঘটে না তখন উহাকে বলা হয় অল্পকালীন নিয়মিত সময়। ঐ সময়ের মধ্যে যে দাম নির্ধারিত হয় তাহা হইল অল্পকালীন নিয়মিত দাম। সামগ্রীর চাহিদা যখন বেশী থাকে, তখন ঐ চাহিদার সহিত বর্তমানে যে পরিমাণ সামগ্রী রহিয়াছে তাহার সামঞ্জস্য বিধান ঘটে চড়া দামে। কিন্তু এইরূপ চড়া দামে উৎপাদন খরচার উপরেও বাড়তি লাভ থাকিয়া যায়। সেই কারণে প্রত্যেক উৎপাদনকারী তাহার যে উৎপাদক উপাদান রহিয়াছে সেগুলিকে আরও অতিরিক্ত খাটাইয়া অতিরিক্ত উৎপাদন করিবে; কিন্তু নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার অথবা নূতন কারখানা স্থাপন করিবার সময় নাই। কিন্তু পুরাতন যন্ত্রপাতিকে বাড়তি খাটাইতে গেলে অন্য কিছু না কিছু উৎপাদক উপাদান (factor of production) নিয়োগ বাড়াইতে হইবে; অন্ততঃ বেশী করিয়া শ্রমিক নিয়োগও করিতে হইবে। বাড়তি শ্রমিক ঐ শিল্পে টানিবার জন্য এবং ধরিয়া রাখিবার জন্য মজুরীর হার বাড়াইতে হইবে। আবার পুরাতন যন্ত্রপাতি বেশী করিয়া চালানো হইতেছে বলিয়া উহাদের চালাইবার খরচা এবং ক্ষয়ক্ষতির খরচা বেশী হইবে। সুতরাং প্রত্যেক বাড়তি একক উৎপাদনের বাড়তি ব্যয় বাড়িতে থাকিবে; অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু দাম যতক্ষণ প্রান্তিক উৎপাদন খরচার উপরে থাকিবে ততক্ষণ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বাড়িলেও উৎপাদনকারীর "নীট লাভ" বাড়িতে থাকিবে। প্রান্তিক উৎপাদন খরচা দামের অতিরিক্ত হইয়া গেলে উৎপাদনকারী উৎপাদন কমাইয়া দিবে; কারণ এক্ষেত্রে উৎপাদন কমাইয়া দিবার দরুন তাহার আয়ও কমিবে এবং ব্যয়ও কমিবে কিন্তু আয়ের অপেক্ষা ব্যয় কমিবে বেশী।* এদিকে সকল উৎপাদনকারী এইভাবে উৎপাদন

বর্তমান উৎপাদক সঙ্গতির অধিকতর প্রয়োগ

প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বাড়িবে

*"Marginal cost is the amount an additional unit of output adds to total cost; price is the amount it adds to total receipts. As long as price exceeds marginal cost, the entrepreneur will expand output, since then he will be adding to total receipts more than to total cost. When marginal cost exceeds price, he will contract output for then he will be reducing total receipts less than he reduces total cost."—Stigler,—The Theory of price.

বাড়াইতেছে বলিয়া বাজারে যোগান বাড়িয়া দাম কমিতে থাকিবে। চাহিদা বৃদ্ধির দরুন দাম যেরূপ চড়া হইয়াছিল তাহা থাকিতে পারে না। একদিকে দাম পূর্বাপেক্ষা কমিবে, অপর দিকে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা পূর্বাপেক্ষা বাড়িবে। অতএব একস্থানে আসিয়া হ্রাসমান দাম এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচা সমান হইবে। তখন আর উৎপাদন বাড়ানো হইবে না এবং সেই দামটি হইবে অল্পকালীন নিয়মিত দাম। অল্পকালীন নিয়মিত দাম হইল প্রান্তিক উৎপাদন খরচার সমান, অর্থাৎ সেই "দাম যাহা চাহিদার পরিমাণের সহিত যোগানের পরিমাণের সমতা আনয়ন করে সেইরূপ পরিস্থিতিতে যেখানে প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই উহার যোগানের পরিমাণ নির্ধারিত হয় প্রান্তিক খরচা ও দামের সমতার দ্বারা" ["The price which equates quantity suupplied to quantity demanded where quantity supplied by each firm is established by equating marginal cost to price."—Stigler]

যখন এইরূপ দীর্ঘসময় বিবেচনা করা হয় যাহাতে বর্তমানের কারখানাগুলি নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া উৎপাদন করিতে পারিবে এবং নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইতে পারিবে তখন **দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম** (Long run normal Price)-এর উদ্ভব ঘটে। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন গড় খরচ (Long run average cost) যদি ক্রমাগত কমিতেই থাকে তাহা হইলে উহা যতই কারখানার প্রসার করিবে ততই প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জন করিবে। কিন্তু গড় খরচা ক্রমান্বয়ে কমিলে অবশেষে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ঘটিবে; একচেটিয়া কারবার এবং প্রতিযোগিতা হইল বিপরীত এবং হ্রাসমান দীর্ঘকালীন গড় খরচা হইতে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং গড় খরচার ক্রমাগত হ্রাস এবং প্রতিযেগিতা এই দুইটি হইল পরস্পর বিরুদ্ধ; সেই কারণে প্রতিযোগিতার আওতায় দাম নিরূপণের ক্ষেত্রে ইহাই অনুমান করিয়া লওয়া হয় যে উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি দ্বারা (increasing the scale of Production) উৎপাদনকারীকে কিছুকালের মধ্যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, দীর্ঘকালের দিক হইতেও, একই শিল্পের মধ্যে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়। অথচ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সময় পাইলে তাহার যন্ত্রপাতি বা কারখানা বৃদ্ধি করিবে। পুরাতন কারবারে যন্ত্রপাতি বৃদ্ধির দরুন, এবং নূতন কারবার

স্থাপনের দরুন, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং দীর্ঘকালীন পরিস্থিতিতে গড় খরচ এবং সামগ্রীর দাম সমান হইবে। উৎপাদক উপাদানগুলি কোন একটি বিশেষ কারবারে নিয়োজিত না হইয়া অন্যত্র নিয়োজিত হইলে যে পরিমাণ উপার্জন করিতে পারিত তাহাই হইল ঐ বিশেষ কারবারে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিবার খরচা; কোন একটি শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর দাম যদি ঐ সামগ্রীর গড় উৎপাদন খরচ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে উৎপাদক উপাদানগুলি ঐ শিল্পে অধিক উপার্জন করিতে পারিবে এবং ঐ শিল্পের মধ্যে নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ ঘটিবে। ইহাদের দ্বারা সামগ্রী উৎপাদিত হইলে মোট উৎপাদন বর্ধিত হইবে; তখন আর দাম পূর্বেকার স্তরে থাকিবে না, দাম কমিয়া ন্যূনতম খরচার সমান হইবে। অপর পক্ষে কোন কারণে দাম যদি ন্যূনতম গড় খরচা অপেক্ষা কম হইয়া যায় তাহা হইলে একাধিক প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্প হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে কারণ উৎপাদক উপাদানগুলি অন্যত্র অপেক্ষাকৃত অধিক উপার্জন করিতে পারিবে; এক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া দাম বাড়াইয়া দিবে। সুতরাং দীর্ঘকাল সময় থাকিলে দাম হইবে দীর্ঘকালীন গড় খরচার (Long run average cost) সমান। ["In the long run, average cost must equal price"—Stigler.]

নূতন উৎপাদক সঙ্গতির সৃষ্টি

অল্পকালীন নিয়মিতদাম (Short run normal price)এবং দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম (Long run normal price), এই দুইটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হইল সময়ের ব্যবধানের দ্বারা কাজ কারবার বৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রথম ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িবে পুরাতন কারখানার পুরাতন যন্ত্রপাতি ও সঙ্গতি অধিক ব্যবহারের দ্বারা এবং উৎপাদন কমিবে উহাদের ব্যবহার কমাইয়া; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িবে পুরাতন কারখানায় পুরাতন উৎপাদক উপাদান বেশী কাজে লাগাইয়া এবং নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও নূতন উপাদান সংগ্রহ করিয়া এবং নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়া; উৎপাদন হ্রাস পাইবে কারখানার সংখ্যা এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ হ্রাসের দ্বারা।

মার্শাল কর্তৃক প্রদত্ত দৃষ্টান্ত—মার্শালের দ্বারা প্রদত্ত দৃষ্টান্ত হইতে বাজার দাম (market price), অল্পকালীন নিয়মিত দাম (Short run

normal price) এবং দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম (Long run normal price)—এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করা সম্ভব হইবে। কোন একদিন মৎস্যজীবীগণ বাজারে যে পরিমাণ মাছ যোগান দিয়াছে, সহসা চাহিদা বাড়াইলে যদি দাম বাড়ে, তাহা হইলেও উহা অপেক্ষা অধিক যোগান দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং অতি বর্ধিত দামে চাহিদা ও যোগানের সমতা হইবে এবং ইহা হইবে বাজার দাম (Market price)। কিন্তু ঐ বর্ধিত দাম যদি আরও দুই চারিদিন প্রচলিত থাকে তাহা হইলে উৎপাদনকারীগণ তাহাদের মৎস্য ধরিবার উপকরণ (যথা জাল, নৌকা) বেশী করিয়া ব্যবহার করিবে, কিন্তু ঐ উৎপাদক উপাদানগুলির পরিমাণ, বিশেষ করিয়া স্থায়ী পুঁজি, বাড়াইবে না। তাহারা জাল বা নৌকা বৃদ্ধি করিবে না, কেবল মাত্র যে জাল বা নৌকা আছে তাহার দ্বারাই বেশী মাছ ধরিবার চেষ্টা করিবে; মাছের যোগান বাড়িলে উহার দাম কমিতে থাকিবে এবং দাম প্রান্তিক উৎপাদন খরচার সমান হইবে; ইহা হইবে অল্পকালীন নিয়মিত দাম (Short run normal price)। কিন্তু এইরূপ দাম কমিতে থাকিলেও পূর্বেকার তুলনায় উহা যদি বেশী হয় (কারণ চাহিদা বাড়িয়াছে) তাহা হইলে মৎস্যজীবিগণ নূতন জাল ও নৌকা নির্মাণ করিবে এবং অনেকে অপর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া মাছের ব্যাবসায়ে নামিবে। ইহাতে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং যোগান বৃদ্ধি পাইয়া দাম আরও কমিবে। দাম তখন গড় খরচার সমান হইবে এবং এই দামই দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম (Long run normal price)।

মার্শালের দ্বারা প্রদত্ত মাছের দৃষ্টান্ত

বিভিন্ন প্রকার যোগান রেখার ক্ষেত্রে চাহিদার বৃদ্ধি—Increase in Demand in relation to Different Supply curves

যোগান অপেক্ষা চাহিদা বাড়িয়া গেলেই দাম বাড়িয়া যাইবে। দাম বাড়িয়া গেলে উহার চাপে যোগান বাড়িবে এবং ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ প্রথমে যেরূপ ছিল তাহা অপেক্ষা বেশী হইবে। কিন্তু চাহিদা বাড়িবার দরুন দাম কতখানি বাড়িবে এবং উহার দরুন ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ কতখানি বাড়িবে তাহা যোগান রেখার প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতেছে। যোগান

দাম ও যোগানের পরিবর্তন যোগান রেখার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল

রেখার প্রকৃতি বলিতে বুঝাইতেছে, দাম বাড়িলে যোগান বাড়ানো আদৌ সম্ভব কি না, সম্ভব হইলে, একক পিছু উৎপাদন খরচা একই থাকে, না বাড়ে, না কমে।

২৫নং রেখাচিত্রে যোগানের স্থিতি স্থাপকতার রেখাচ লক্ষ্য করুন। এ রেখাচিত্রে C^1 রেখার দ্বারা দেখানো হইতেছে যে যোগান সম্পূর্ণই অস্থিতিস্থাপক। সম্পূর্ণরূপেই হউক বা বেশ কিছু কালের জন্যই হউক, দামের বৃদ্ধি ঘটিলেও যোগান বাড়ানো সম্ভব নহে। এইরূপ যোগান রেখা হইবে উর্ধ্বাধ। এইরূপ উর্ধ্বাধ রেখাকে চাহিদা রেখা প্রথম যেখানে অতিক্রম করিবে, প্রাথমিক দাম-নিরূপণ সেইখানে ঘটিবে। ৩৭নং রেখাচিত্রে A বিন্দুতে উর্ধ্বাধ যোগান রেখা (SS) এবং নিম্নগামী চাহিদারেখার (DD) সমতা ঘটিয়াছে। দাম হইয়াছে P (৬ টাকা)। এখন চাহিদা যদি বাড়ে, অর্থাৎ সমগ্র চাহিদারেখাটি ডান দিকে সরিয়া যায়, তাহা হইলে একই যোগান রেখাকে ঐ নূতন চাহিদা-রেখা (D^1D^1) আরও উপরের দিকে অতিক্রম করিবে। ঐ রেখাচিত্রে (৩৭নং) B বিন্দুতে (SS) রেখাকে D^1D^1 রেখা অতিক্রম করিতেছে। B হইবে নূতন ভারসাম্য বিন্দু এবং দাম হইবে P^1 (৯ টাকা)। এক্ষেত্রে চাহিদা বাড়িলে একমাত্র ফল হইবে দাম বাড়িয়া যাইবে এবং যোগানদারের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত লাভ হইবে, ইহা অনর্জিত বৃদ্ধি (unearned increment) বা খাজনা। ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণে কোনই পরিবর্তন ঘটিবে না।।

শিল্পের উর্ধ্বাধ যোগান রেখা : D বাড়িলে শুধু P বাড়িবে, S বাড়িবে না

২৫নং রেখাচিত্রে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার রেখাটি (C^2) লক্ষ্য করুন। ঐ C^2 রেখাটির দ্বারা দেখান হইতেছে যে যোগান পরিপূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic)। যোগান যেখানে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (fully inelastic) (যথা C^1 সরলরেখা) সেখানে যোগানের সহিত উৎপাদন খরচার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। অন্য সকল ক্ষেত্রেই যোগানের সহিত উৎপাদন খরচার সম্পর্ক আছে। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে (অর্থাৎ উৎপাদন বাড়াইয়া যোগান বাড়াইতে গেলে) একক পিছু উৎপাদন খরচা একই থাকিতেছে, না বাড়িয়া যাইতেছে, না কমিয়া যাইতেছে তাহার উপর নির্ভর করিবে যোগান-রেখার আকৃতি

শিল্পের অনুভূমিক যোগান রেখা : S বাড়িবে কিন্তু একই গড় উৎপাদন খরচায়

(shape of the supply-curve), অর্থাৎ দাম বাড়িলে যোগান কোন্ দামে কতখানি বাড়িতে পারে। C^2 রেখার দ্বারা যদি পরিপূর্ণ স্থিতিস্থাপক যোগান দেখানো হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে একক পিছু উৎপাদন খরচা (cost of production per unit) একই থাকিয়া গিয়াছে। একই গড় খরচায় যতখুশী উৎপাদন করা যায় এবং যোগান বাড়ানো যায়।

এইবার ৩৮নং রেখাচিত্র লক্ষ্য করুন। ২৫নং রেখাচিত্রে যে সরল রেখাটিকে C^2 বলা হইয়াছিল উহাকেই এখন SS বলা হইল। ধরা যাক প্রথমে চাহিদা রেখা DD ঐ SS রেখাকে A-বিন্দুতে ছেদ করিয়াছিল। অর্থাৎ ৮ টাকা দামে ৬ লক্ষ একক যোগান ও চাহিদা হইয়াছিল। এখন

SS যদি horizontal হয়, D বাড়িলে S বাড়িবে কিন্তু P বাড়িবে না

যদি চাহিদা-রেখা ডান দিকে সরিয়া গিয়া D^1D^1 হয়, অর্থাৎ চাহিদা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে নূতন করিয়া যোগান-চাহিদার ভারসাম্য হইবে B বিন্দুতে। ঐ বিন্দুতে যোগান বাড়িয়া ১৪ লক্ষ হইবে কিন্তু গড় উৎপাদন খরচা সমানই আছে (প্রান্তিক উৎপাদন খরচাও সমানই আছে) এবং দামও অপরিবর্তিত আছে। (প্রতিযোগিতার মধ্যে দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে দাম=গড় উৎপাদন খরচা, ইহা সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে।) এক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যোগান বাড়িল কিন্তু দাম একই রহিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, উৎপাদন বাড়াইতে গেলেই, উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করিবার পরেই, প্রান্তিক উৎপাদন খরচা, সুতরাং গড় উৎপাদন খরচা, ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। অল্পকালীন ক্ষেত্রে ইহা খুব দ্রুত বাড়ে, কারণ অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদনের বহরের কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন

সাধারণতঃ যোগান বাড়াইতে গেলে দীর্ঘকালেও গড় উৎপাদন খরচা কিছুটা বাড়িতে থাকে

করা সম্ভব হয় না ; একই ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে একই আয়তনের কলকারখানায় কিছু মজুরের সংখ্যা, কাঁচামালের পরিমাণ প্রভৃতি চলতি খরচার উপাদান বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়ানো হয়। উহাতে অপরিবর্তিত উৎপাদক উপাদানের উপর বে-আনুপাতিক চাপ পড়ে এবং প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন খরচা বাড়িতে থাকে। দীর্ঘকালে অবশ্য স্থিতি-খরচার উপকরণ (যথা কলকারখানা, উচ্চ বেতনের কর্মচারী) প্রভৃতি বাড়ানো যায় এবং বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়।

কিন্তু দীর্ঘকালেও উৎপাদনের উপকরণ বাড়াইতে বাড়াইতে এমন এক সময় আসিবে যখন কারবারের তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উপর বে-আনুপাতিক চাপ পড়িতে দেখা যাইবে, তখন উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত গড় উৎপাদন খরচা বাড়িবে।

এরূপ অবস্থায় যদি চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উহা মিটাইবার জন্ম যোগান বৃদ্ধি পায়, (যোগান বাড়িবেই, কারণ চাহিদা বৃদ্ধির চাপে দাম বাড়িবে এবং দাম বৃদ্ধির চাপে যোগান বাড়িবে) তাহা হইলে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে, কিন্তু দাম বাড়িয়া যাইবে; যোগান বাড়িয়া বর্ধিত চাহিদার সহিত সমান হইল বটে, কিন্তু দাম পূর্বের স্তরে ফিরিয়া যাইতে পারে না। ৩৭নং রেখাচিত্রে উহা দেখান হইতেছে। এই রেখাচিত্রে যোগান রেখা SS ডানদিকে হেলিয়া উপরে উঠিতেছে; যোগানের পরিমাণ যত বাড়িতেছে একক-পিছু উৎপাদন খরচা তত বাড়িতেছে। প্রাথমিক চাহিদা DD ঐ SS রেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করিয়াছিল; ৪ টাকা দামে ক্রয়-বিক্রয়-এর পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ একক। এখন ধরা যাক, চাহিদা বাড়িয়া গেল এবং চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া গিয়া D^1D^1 হইল। উর্ধ্বগামী SS রেখাকে D^1D^1 রেখা B বিন্দুতে ছেদ করিল। মোট ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ১৪ লক্ষ একক হইল এবং দাম হইল ৬·৫০ টাকা।

গড় উৎপাদন খরচা বাড়িলে, SS রেখা ক্রমশঃ উর্ধ্বগামী হইবে

উৎপাদনকারীগণ যদি মনে করেন যে ঐ চাহিদা বৃদ্ধি অনেকদিন যাবৎ থাকিবে তাহা হইলে তাঁহারা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ম উৎপাদনের বহরই পরিবর্তন করিয়া দিবেন। সেক্ষেত্রে যোগান রেখা সম্পূর্ণতঃ ডান দিকে সরিয়া আসিবে। কিন্তু উৎপাদনের বহরের পরিবর্তন সাধন করিয়া বর্ধিত উৎপাদক উপাদানের সমন্বয় সাধন করিলেও গড় উৎপাদন খরচ বাড়িবে; স্বল্পকালীন উৎপাদন খরচার মতন খাড়াইভাবে (অর্থাৎ দ্রুত) বাড়িবে না, আরও চ্যাটালোভাবে (অর্থাৎ মন্থর গতিতে) বাড়িবে। উৎপাদন খরচা বেশী বাড়িবে না বলিয়া, দাম B বিন্দু হইতে নামিয়া আসিবে কিন্তু A বিন্দুতে আসিবে না। S^1S^1 রেখা D^1D^1 রেখাকে C বিন্দুতে ছেদ করিবে। C-বিন্দু A এবং B-র মধ্যে কিন্তু উৎপাদনের ও

SS ক্রমশ উর্ধ্বগামী হইলে চাহিদাবাড়িলে উৎপাদন এবং দাম উভয়ই বাড়িবে; যোগানরেখাকে সম্পূর্ণ সরাইয়া দেওয়া গেলে, যেমন S^1S^1, উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়িবে কিন্তু দাম ততটা বাড়িবে না

বিক্রয়ের পরিমাণ A, ও B বিন্দু অপেক্ষা বেশী। C বিন্দুতে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে ২০ লক্ষ, পূর্বেকার যে কোন বিন্দু অপেক্ষা বেশী কিন্তু দাম হইবে ৫ টাকা, অর্থাৎ A বিন্দুর অপেক্ষা বেশী কিন্তু B বিন্দুর অপেক্ষা কম।

ফার্ম-এর ভারসাম্য—Equilibrium Position of a Firm

প্রত্যেক ফার্ম বা কারবার প্রতিষ্ঠান তাহার নির্দিষ্ট আয়তনের কারবার হইতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য চেষ্টিত হয়। "সর্বোচ্চ মুনাফা" উপার্জনের চেষ্টা একান্ত স্বাভাবিক। এই সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের চেষ্টায় কেহ সফল হয়, কেহ সফল হয় না; কিন্তু ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রত্যেক কারবারী যাহাতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় তাহার জন্য চেষ্টিত হয়।

সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের চেষ্টা

উৎপাদনকারীর একটি নির্দিষ্ট বহরের উৎপাদনের মধ্যে (scale of production) এমন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু আছে যেখানে নীট মুনাফা হইবে সব থেকে বেশী। সহজেই এই নির্দিষ্ট বিন্দু আবিষ্কার করিবার জন্য আমাদের তিনটি বিষয় স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ধরিয়া লইতে হইবে: (১) কারবারী যথাসম্ভব কম খরচে উৎপাদন করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে; (২) উৎপাদনকারী একটি মাত্র পণ্য উৎপাদন করিতেছে; (৩) উৎপাদনকারী যতই উৎপাদন বাড়াইতে চাহুক না কেন, নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকে সে বিভিন্ন উৎপাদক উপাদান যতই প্রয়োজন ততই সংগ্রহ করিতে পারিবে।

এই অনুমানগুলির ভিত্তিতে অগ্রসর হইলে, কোন্ উৎপাদনের স্তরে একজন কারবারীর সর্বোচ্চ মুনাফা হয় তাহা বাহির করা সহজ হয়। অত্যন্ত সরলভাবে বলিতে গেলে, মুনাফা (profits) হইল একদিকে আয় এবং অপরদিকে ব্যয়, এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে উৎপাদনের ব্যয় এবং বিক্রয় লব্ধ আয় যদি সমান হয় তাহা হইলে কোনই মুনাফা থাকে না। ব্যয় এবং আয় এর মধ্যে যদি ধনাত্মক ফাঁক (positive gap) হয় তাহা হইলে মুনাফা অর্জিত হয়; উহাদের মধ্যে ঋণাত্মক ফাঁক (negative gap) থাকিলে লোকসান হয়। সুতরাং মোট মুনাফা সর্বোচ্চ হইবে এরূপ উৎপাদনের স্তর বাহির করিতে হইলে একদিকে দেখিতে হইবে,

মুনফা—মোট আয় এবং মোট ব্যয় এর মধ্যে পার্থক্য

৩৭নং রেখাচিত্র

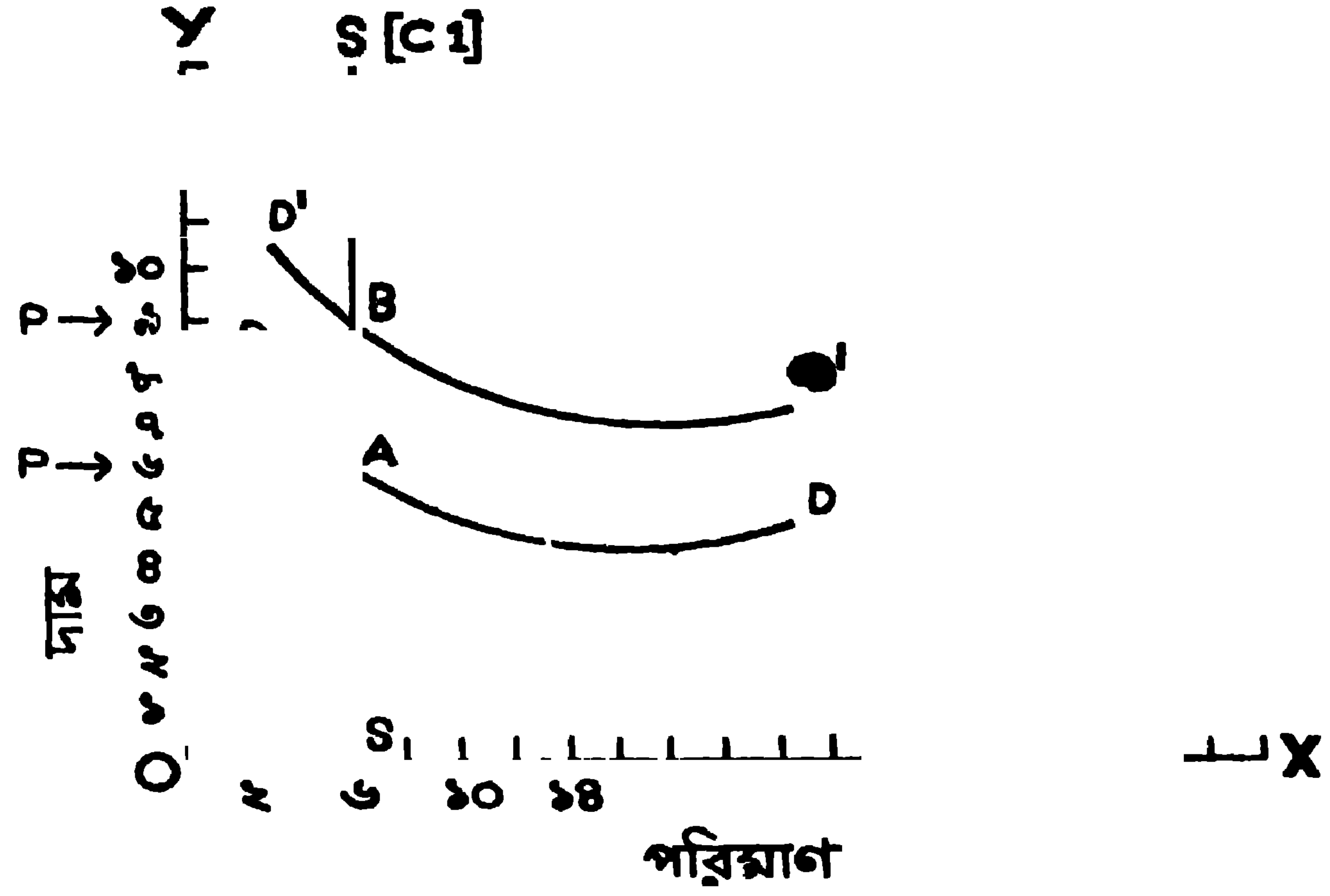

৩৮নং রেখাচিত্র

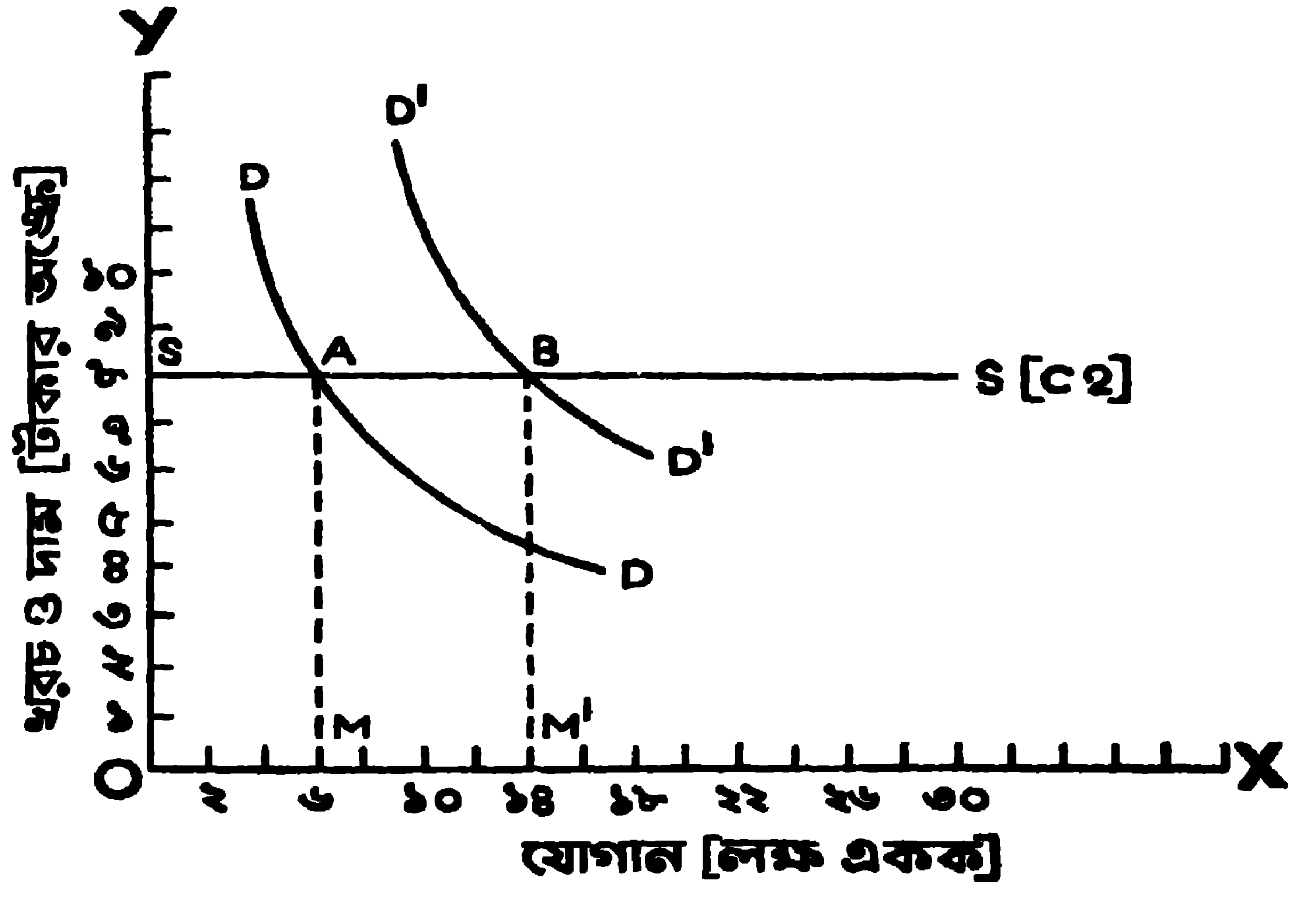

৩৯নং রেখাচিত্র

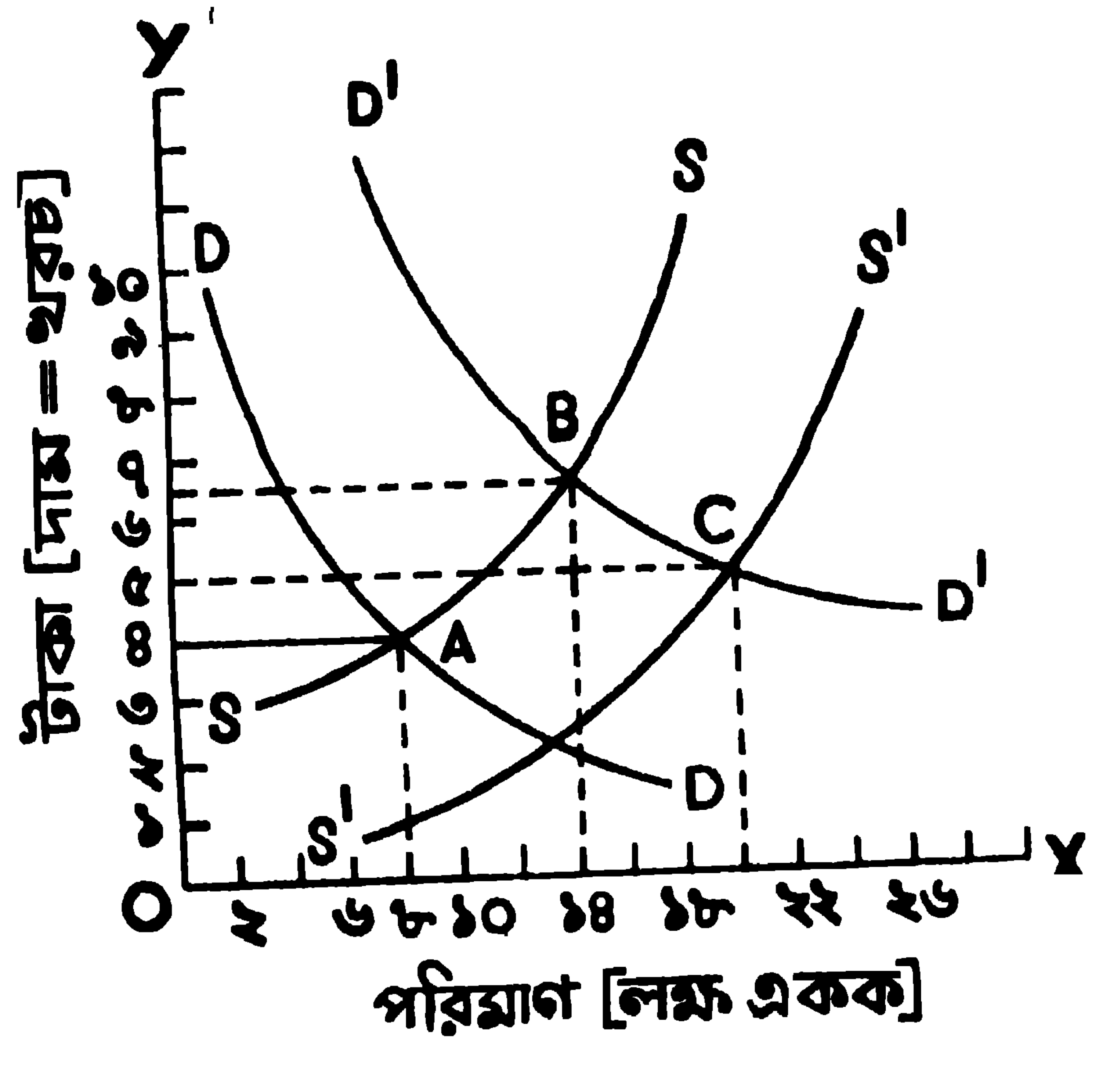

Y
D'
S
S'
D
B
C
D'
A
S
D
S'
O
X
১০
৯
৮
৭
৬
৫
৪
৩
২
১
২
৬
৮
১০
১৪
১৮
২২
২৬
টাকা [দাম = একক]
পরিমাণ [লক্ষ একক]

৪০নং রেখাচিত্র

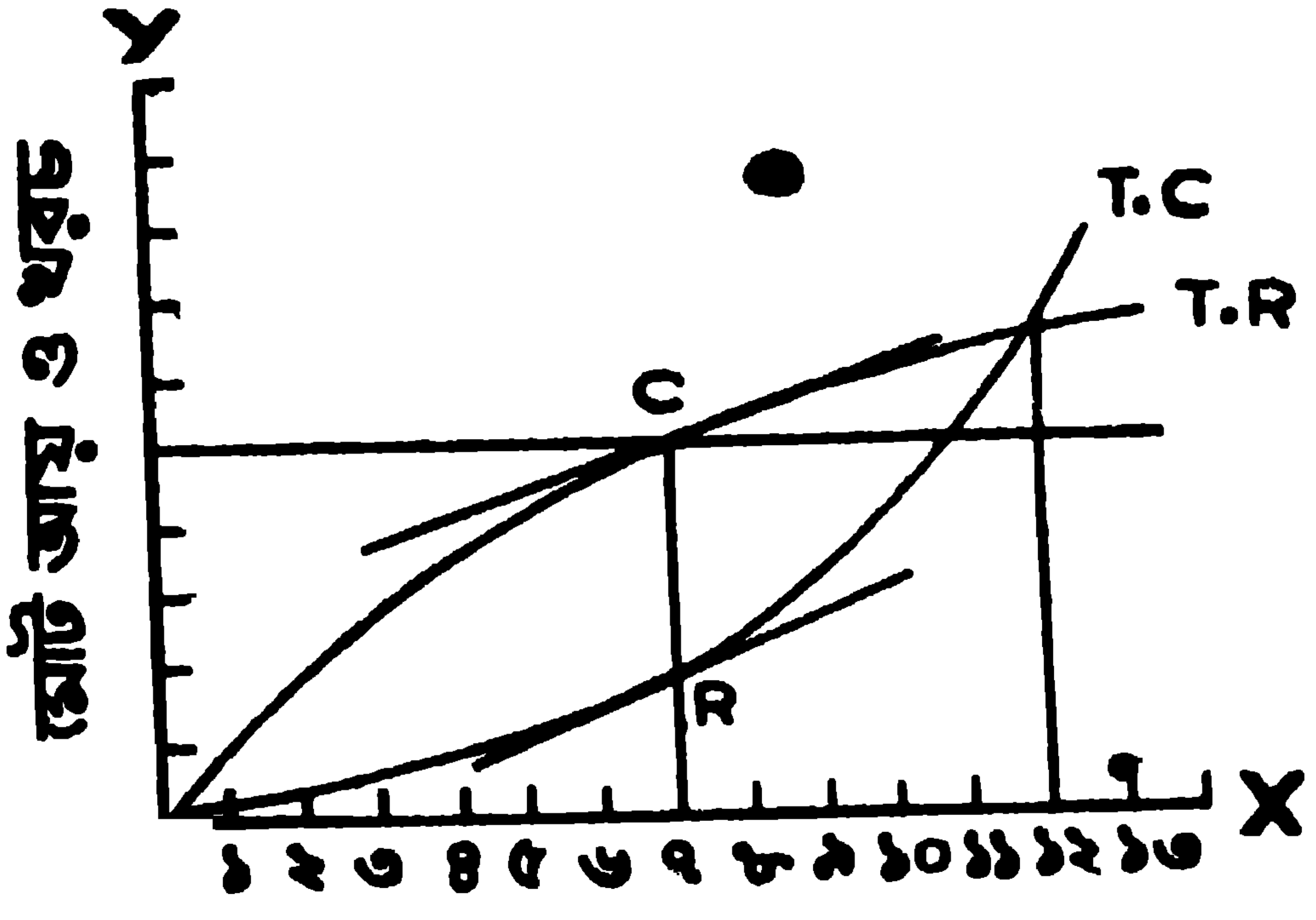

৪১নং রেখাচিত্র

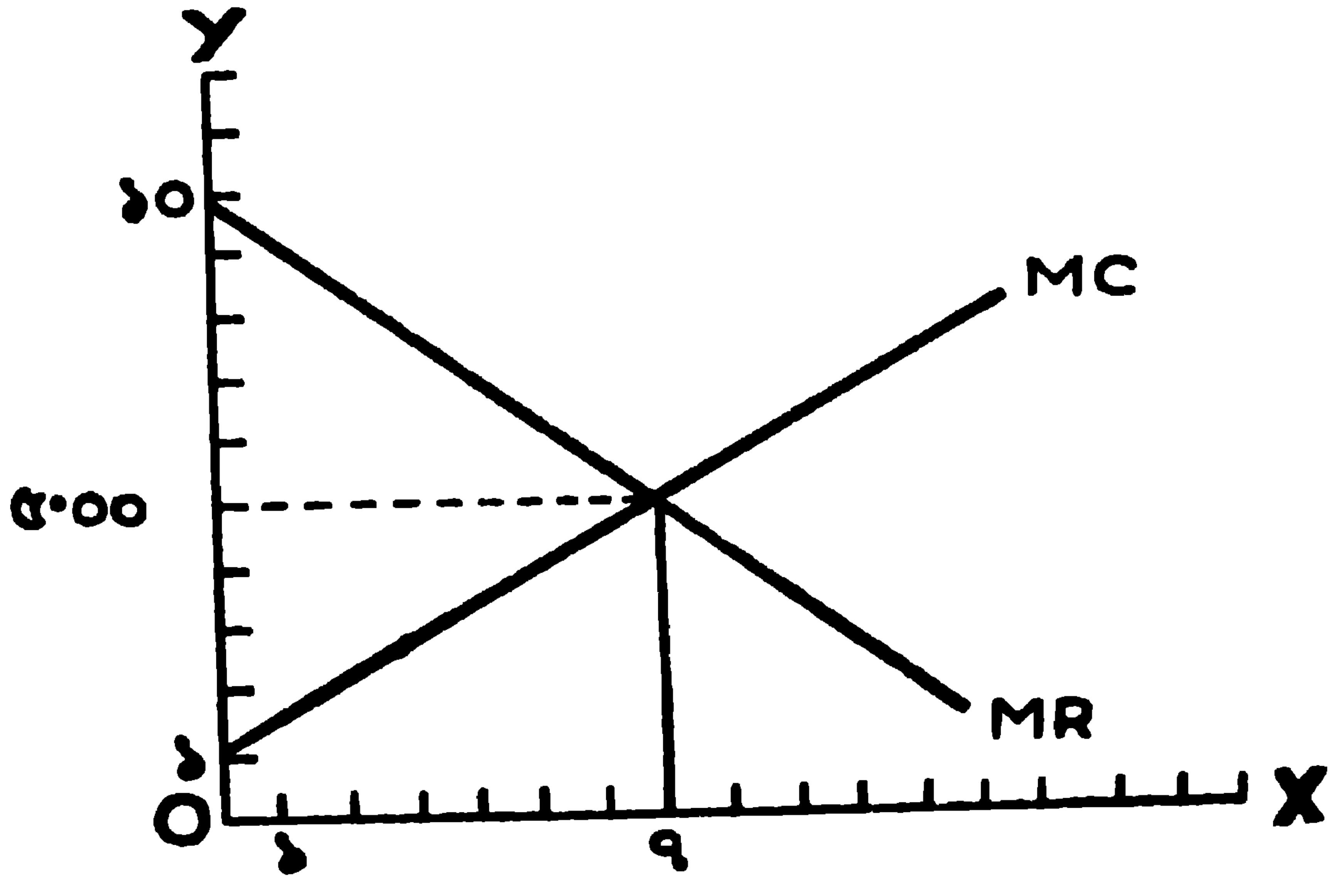

৪২নং রেখাচিত্র

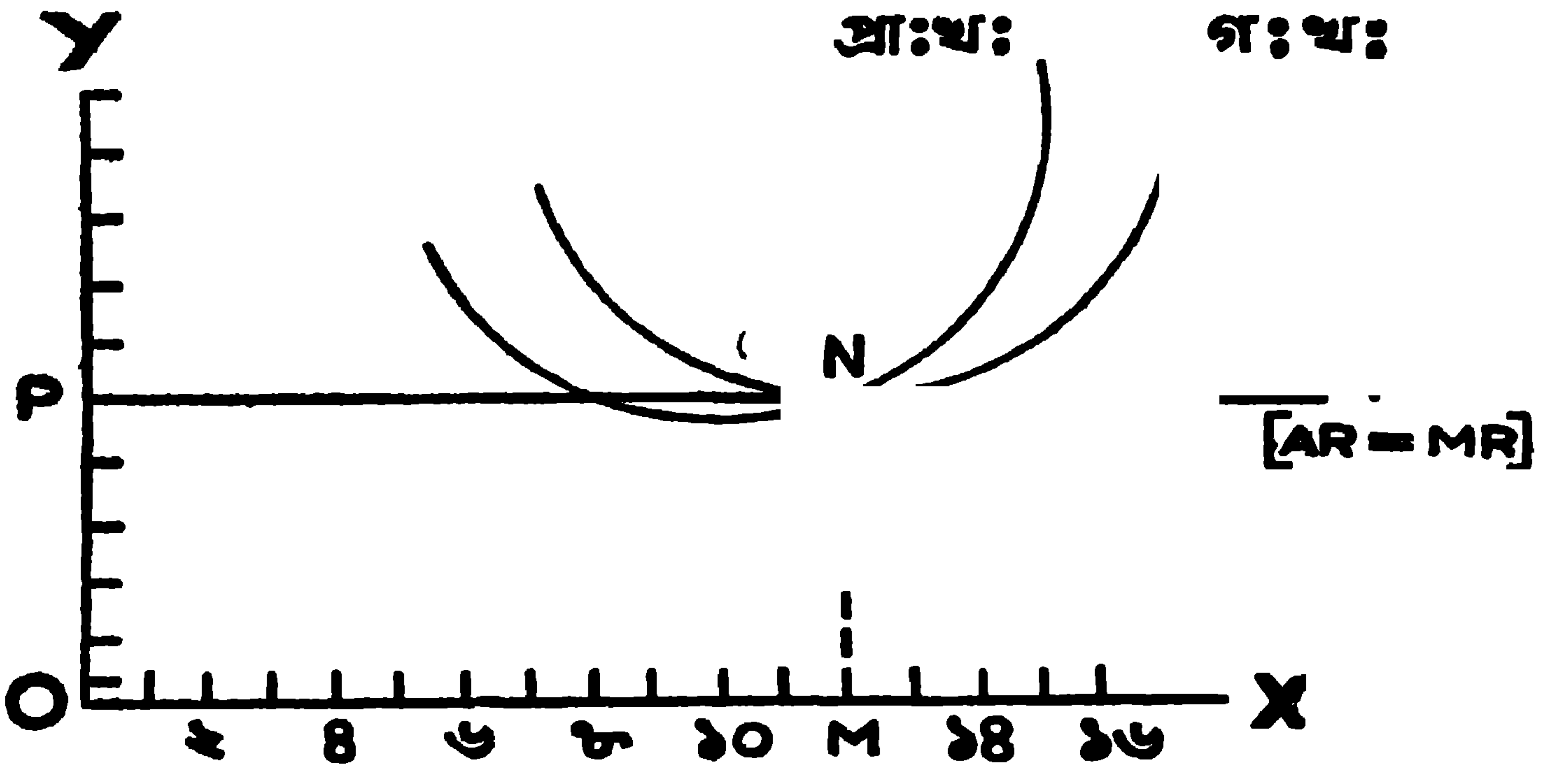

৪৩নং রেখাচিত্র

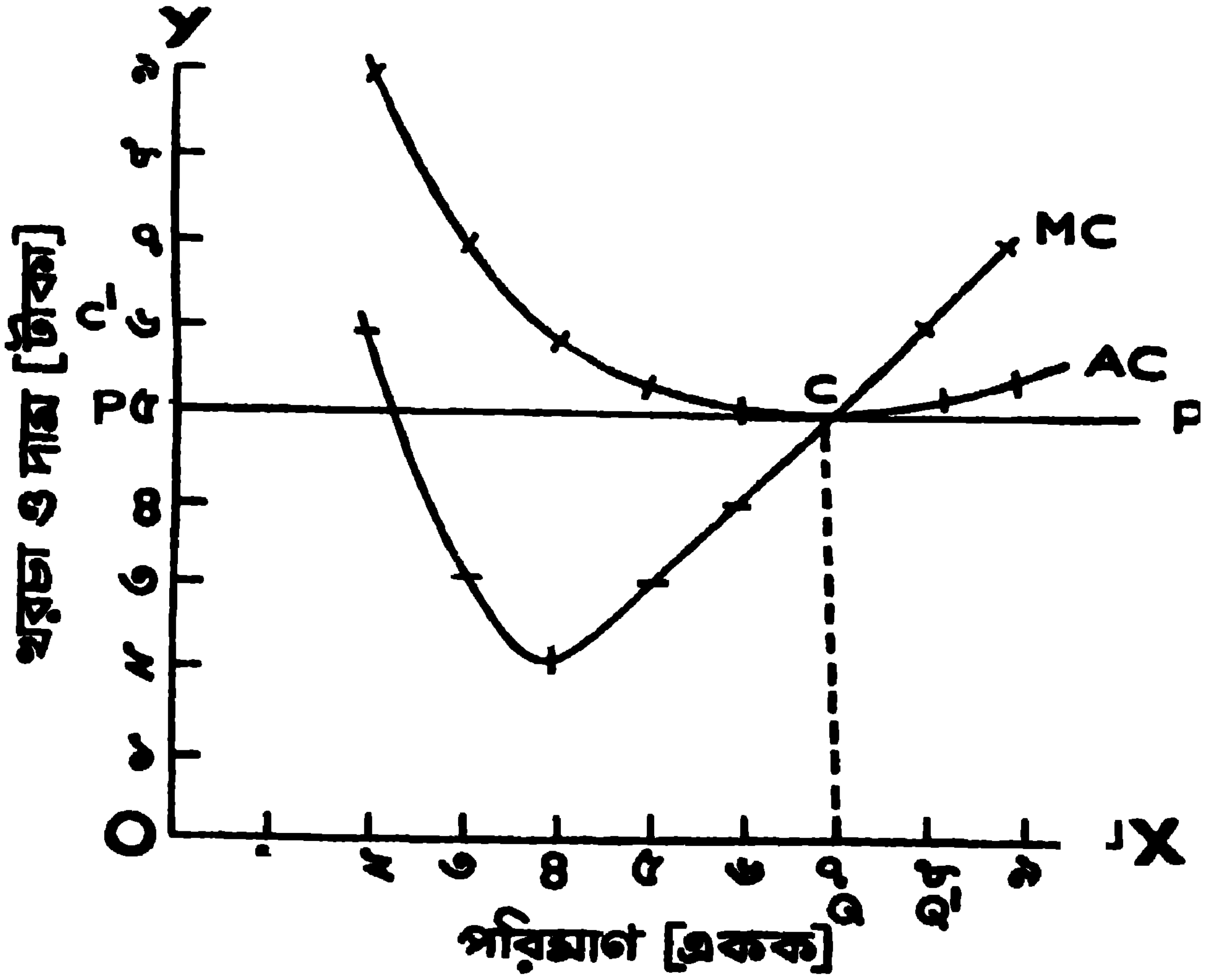

উৎপাদনের বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রয়ের দ্বারা মোট রাজস্বের পরিমাণ কত হইতেছে; অপরদিকে হিসাব করিতে হইবে, ঐ বিভিন্ন পরিমাণের প্রত্যেকটির বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন খরচা কত হইবে। উৎপাদন যত বাড়ানো হইবে ততই মোট উৎপাদন খরচ বাড়ে, আবার মোট রাজস্ব বা বিক্রয়লব্ধ অর্থও বাড়ে; উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত এই দুইটাই বাড়িতে থাকে এবং দুইটাই বাড়িতে বাড়িতে এরূপ সীমায় পৌছায় যখন উহাদের মধ্যে ফাঁক হয় সব থেকে বেশী।

মোট আয় রেখা ও মোট ব্যয় রেখার বিপরীত মুখী হাল সমান—ইহাদের মধ্যে ফাঁক বৃহত্তম

৪০নং রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে প্রথম দিকে উৎপাদন যত বাড়িতেছে ততই মোট ব্যয় ও মোট আয় বাড়িতেছে। ১২টি একক যখন উৎপাদিত হইতেছে তখন মোট আয় এবং মোট ব্যয় সমান হইয়া যাইতেছে; উহার পর উৎপাদন হইলে প্রতিটি একক বাড়তি উৎপাদনের জন্য লোকসান হইবে। কিন্তু ঐ পরিস্থিতি উদ্ভব হইবার অনেক আগেই—যখন ৭টি একক উৎপাদিত হইতেছে তখনই মোট আয় (TR) এবং মোট ব্যয় (TC) এর মধ্যে ফাঁক হইতেছে সর্বাপেক্ষা বেশী। এই বিন্দুতে TR রেখা ও TC রেখার ঢাল (slope) সমান; ঐ দুইটি রেখায় দুইটি স্পর্শক টানিলে, এবং স্পর্শকতার বিন্দু দুটিকে যোগ করিলে, ঐ বিন্দু দুটির দূরত্ব (CR) হইবে সর্বাপেক্ষা বেশী। উৎপাদন হইবে ৭টি এবং মোট মুনাফা হইবে CR—এত মুনাফা অন্য কোন উৎপাদনের স্তর হইতে (৭টির কম অথবা ৭টির বেশী) পাওয়া যাইবে না। ঐ উৎপাদনের বিন্দুতে ফার্ম-এর ভারসাম্য হইবে।

ক্রমবর্ধমান MC এবং হ্রাসমান MR সমান হইলে নীট মুনাফা হইবে সর্বোচ্চ

সর্বোচ্চ মুনাফার এই বিন্দু আরও সহজে এবং আরও স্পষ্টভাবে পাওয়া যাইতে পারে কারবারটির প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক ব্যয় তুলনা করিয়া। ধরা যাক ঐ ফার্মটি যে বস্তু তৈয়ারী করিতেছে তাহা অন্য কেহ করে না। উহার যোগানই মোট যোগান। সে ক্ষেত্রে বেশী উৎপাদন করিয়া যোগান করিতে গেলে পরবর্তী এককের জন্য যাহা পাওয়া যাইবে তাহা পূর্ববর্তী এককের জন্য যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা কম হইবে (চাহিদা যোগানের নিয়ম অনুযায়ী)—বাড়তি আয় অর্থাৎ প্রান্তিক আয় কমিয়া যাইবে। অপর পক্ষে বেশী উৎপাদন করিতে গেলে একটা নির্দিষ্টস্তর অতিক্রম

করিবার পর প্রতি বাড়তি একক উৎপাদন করিবার বাড়তি খরচা, প্রান্তিক ব্যয় বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় এর মধ্যে যে ফাঁক উহা হইল বাড়তি মুনাফা; সুতরাং উৎপাদন বাড়াইলে (ঐ ফাঁক কমিয়া আসিলেও) মোট নীট মুনাফায় একটু একটু করিয়া যোগ হইতে থাকিবে—অর্থাৎ মোট মুনাফা বাড়িতে থাকিবে। ৪১ নং রেখাচিত্রটিতে একটি MC ও একটি MR আঁকা হইয়াছে। উৎপাদন যত বাড়িতেছে তত MC রেখা উপরে উঠিতেছে (প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বাড়িতেছে) এবং MR রেখা নিচে নামিতেছে (প্রান্তিক আয় কমিতেছে) ; ইহাতে প্রত্যেক আগেকার একক অপেক্ষা পরের একক হইতে নীট আয় কম হইতেছে কিন্তু মোট মুনাফায় কিছু না কিছু নীট যোগ হইতেছে। যেখানে MC এবং MR সমান হইয়া গিয়াছে উহার পরে উৎপাদন করিলে মোট মুনাফায় কিছু যোগ না হইয়া বিয়োগ হইয়া যাইবে। সুতরাং যেখানে MC=MR ঠিক সেই বিন্দুতে মোট মুনাফা সর্বোচ্চ।

ঐ রেখাচিত্রটিতে (৪১ নং) প্রান্তিক আয়-এর রেখাকে ডান দিকে নিম্ন-গামী (sloping downwards to the right) রূপে আঁকা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যে একক ভাবে কোন একটি ফার্ম বা কারবার সংস্থার পণ্যের প্রান্তিক আয় এরূপ নিম্নগামী হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে এক একক বাড়তি পণ্য বিক্রয় করিলে যে বাড়তি অর্থাগম হয় উহা হইল "প্রান্তিক আয়" (marginal revenue)। এক্ষণে, এই বাড়তি অর্থাগম (marginal revenue) একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই কমিতে পারে যে ক্ষেত্রে এক একক বেশী বিক্রয় করিলেই বাজার দাম কমিয়া যাইবে। ইহা কিন্তু ঘটিতে পারে একমাত্র একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোনও

নিখুঁত প্রতিযোগিতায় গড় আয়ও যা, প্রান্তিক আয়ও তাহাই MR=AR

একজন কারবারীর নিকট বাজার দাম স্থিরই থাকে। একটু বেশী বিক্রয় করিলেও ঐ একই দামে বিক্রয় করা যাইবে, একটু কম বিক্রয় করিলেও ঐ একই দামে বিক্রয় হইবে। অর্থনীতির ভাষায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন একজন কারবারী যে পণ্য উৎপাদন করে বাজারে (অর্থাৎ ভোগকারীদের নিকট) উহার চাহিদা রেখা অনুভূমিক (horizontal), অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক (infinitely elastic)। একই দামে উৎপাদনকারী বাড়তি পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। দাম (Price) মানে গড় আয় (AR) ;

একই দামে বাড়তি উৎপাদন বিক্রয় হইলে বুঝিতে হইবে MR=AR; সুতরাং MR অনুভূমিক সরলরেখা, অর্থাৎ অপরিবর্তিত।

৪২ নং রেখাচিত্রে একটি ফার্ম-এর পণ্যের দাম রেখা PP অনুভূমিক (horizontal); উহাকে উপরে উঠাইয়া দিবার উপায় তাহার নাই, আবার উহা নিচে নামিয়া যাইবারও তাহার আশঙ্কা নাই। সুতরাং কারবারী মোট মুনাফা বাড়াইবার জন্য উৎপাদন বাড়াইয়া চলে। উৎপাদন বাড়াইলে কিন্তু প্রান্তিক খরচা বাড়ে। প্রান্তিক খরচা বাড়িলেও উহা যদি নির্দিষ্ট দাম অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে বাড়তি একক উৎপাদন করিয়া নীট আয় আগের মত হইবে না বটে কিন্তু কিছু নীট আয় হইবে। অর্থাৎ নীট মুনাফায় কিছু যোগ হইবে, নীট মুনাফা বাড়িবে। উৎপাদন বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমশঃ প্রান্তিক উৎপাদন খরচাও বাড়িয়া বাড়িয়া দাম-রেখা অর্থাৎ গড় আয় রেখার (অর্থাৎ প্রান্তিক আয় রেখার) দিকে ধাবিত হয়। M বিন্দুতে উৎপাদন পৌঁছাইলে অর্থাৎ ১২টি একক উৎপাদিত হইলে প্রান্তিক খরচা ঠিক দামের সমান হয়। ইহার পর উৎপাদন করিলে বাড়তি এককের জন্য যে আয় হইবে তাহা অপেক্ষা উহার উৎপাদন ব্যয় বেশী হইয়া যাইবে। সুতরাং নীট মুনাফা কমিয়া যাইবে। ঠিক N বিন্দুতে প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক আয় সমান হইয়াছে; কিন্তু ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক আয় এর সহিত ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক ব্যয়-এর সমতা না ঘটিয়া (যেরূপ ৪১ নং রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে) স্থির প্রান্তিক আয়-এর সহিত ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক ব্যয়-এর সমতা ঘটিয়াছে (যেরূপ ৪২ নং রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে)।

সুতরাং স্থির প্রান্তিক আয়-এর সহিত ক্রম-বর্ধমান প্রান্তিক খরচার সমতা ঘটিবে

পূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি কারবার সংস্থা যে উৎপাদনের স্তরে ভারসাম্যে উপনীত হয় উহার আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হয়। একজন কারবারী ঠিক "নিয়মিত মুনাফা" অর্জন করিতেছে, না, উহা অপেক্ষা কম কি বেশী মুনাফা অর্জন করিতেছে, উহার উপর নির্ভর করে উৎপাদনকারী তাহার ভারসাম্যের বিন্দুতে স্থিতু হইয়া বসিবে, না উৎপাদনের পরিমাণ কমাইবার বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। সে যদি নিয়মিত মুনাফার বেশী মুনাফা পায় তাহা হইলে বাড়তি মুনাফার লোভে উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াইবে

দাম প্রান্তিক ও গড় খরচা, উভয়েরই সমান

ও যদি নিয়মিত মুনাফার কম মুনাফা পায় তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ কমাইবে। সুতরাং যদি দেখা যায় যে উৎপাদনকারী উৎপাদনের পরিমাণের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে উপস্থিত হইয়া স্থিতু হইয়া বসিয়া আছে (যথা M-বিন্দুতে) তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ বিন্দুতে উৎপাদনকারী ঠিক টায়টোয়ে নিয়মিত মুনাফা অর্জন করিতেছে।

উৎপাদন বাড়াইতে বাড়াইতে যখন গড় উৎপাদন খরচা (কমিয়া কমিয়া) ঠিক দামের সমান হয় তখন উৎপাদনকারা ঠিক "নিয়মিত মুনাফা" অর্জন করে, বেশী নহে, কমও নহে; সুতরাং average cost (AC) = Price (P) হইয়া দাঁড়ায়। এদিকে প্রান্তিক ব্যয় বাড়িতে বাড়িতে দাম-এর সহিত সমান হইয়াছে (MC = P)।

সুতরাং P = AC (N বিন্দু)

আবার P = MC (N বিন্দু)

আবার একটি নির্দিষ্ট বিন্দু আছে যেখানে প্রান্তিক খরচ গড় খরচ এর সমান হইয়াছে—অর্থাৎ AC-কে MC ছেদ করিয়াছে। ৪২ নং রেখা-চিত্রটি একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে AC-কে MC ছেদ করে AC-র নিম্নতম বিন্দুতে; অর্থাৎ, গড় খরচ যেখানে সব থেকে কম সেখানে গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ সমান হয় (N বিন্দুতে)। AC-র ঐ নিম্নতম বিন্দুতে

$$P = MC = AC$$

P যেহেতু AR এবং যেহেতু পূর্ণ প্রতিযোগিতায় AR = MR

সেহেতু AC = AR = MC = AR.

অতএব পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি কারবার সংস্থার ঠিক সেই উৎপাদনের স্তরে ভারসাম্য সৃষ্টি হয় যেখানে তাহার

গড় উৎপাদন খরচ = দাম = গড় আয় = প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয়।

দাম, প্রান্তিক খরচ এবং গড় খরচ-এর সম্পর্ক—Relation between Price, Marginal Cost and Average Cost.

দাম, প্রান্তিক খরচ এবং গড় খরচের মধ্যে সম্পর্ক আর একটু বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করা যাক। বাজারে কোন একটি সামগ্রীর মোট যোগান এবং মোট চাহিদার দ্বারা যে দাম স্থির হইয়া থাকে নিখুঁত প্রতিযোগিতায়

মধ্যে একক ভাবে কোন উৎপাদনকারী উহাতে তারতম্য ঘটাইতে পারে না, কারণ নিখুঁত প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্যই হইল যে বাজারে যোগানদারদের এবং চাহিদাকারীদের সংখ্যা বহু। একজন যোগানদার বা উৎপাদনকারী অসংখ্য উৎপাদনকারীদের মধ্যে একজন; তাহার নিজস্ব যোগান বাজারে মোট যোগানের অতি নগণ্য অংশ। সুতরাং নিজের যোগানের হেরফের করিয়া যখন সে বাজার দামের কোন তারতম্য ঘটাইতে পারে না, তখন বাজারে প্রচলিত দামকে সে অমোঘ নিয়তির ন্যায় গ্রহণ করিতে বাধ্য। সে যত কমই উৎপাদন করুক, উহা ঐ একই দামে বিক্রয় করিতে হইবে; আবার যতই বেশী উৎপাদন করুক, উহাও একই দামে বিক্রয় করিতে পারিবে। সুতরাং এককভাবে, একজন উৎপাদনকারীর সম্মুখে যে গড় আয় রেখা (AR) বা দাম রেখা থাকে তাহা ৪৩নং রেখাচিত্রে PP সরল রেখাটির ন্যায় অনুভূমিক। ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে, যে কোন একটি ফার্ম-এর পণ্যের চাহিদা-রেখা পরিপূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক। যেকোন একটি ফার্ম এক একক যোগান বাড়াইলে, পূর্ববর্তী এককটির জন্য যতটুকু বাড়তি আয় পাইয়াছিল পরবর্তী এককটির জন্য ঠিক ততটুকু বাড়তি আয় পাইবে, কারণ পণ্যের দাম একই রহিয়াছে।

এককভাবে কোন ফার্ম দামের তারতম্য ঘটাইতে পারে না।

স্বভাবতঃই উৎপাদনকারী চাহিবে যেন তাহার সবথেকে বেশী মুনাফা হয়। কিন্তু মুনাফা বৃদ্ধি করিবার জন্য যখন সে দামের তারতম্য ঘটাইতে পারে না, তখন তাহার একমাত্র করণীয় হইল উৎপাদন খরচার তারতম্য ঘটানো। উৎপাদন খরচার তারতম্য ঘটানো যাইবে কিনা, এবং যাইলে কতখানি যাইবে উহা নির্ভর করে উৎপাদনের পরিমাণের উপর। উৎপাদন বাড়াইলে, মোট খরচ (total cost) বাড়িতে থাকে কিন্তু গড় খরচ প্রথম দিকে কমিতে থাকে। গড় খরচ কমিবার কারণ হইল প্রান্তিক খরচ-এর হ্রাস। উৎপাদন যখন খুব কম স্তর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ স্তরে বাড়িতে থাকে, তখন নানাপ্রকার ব্যয়সঙ্কোচ পাওয়া যায় বলিয়া প্রান্তিক খরচা কমিতে থাকে। একমাত্রা উৎপাদন বাড়াইলে মোট খরচ যে পরিমাণে বাড়ে উহা হইল প্রান্তিক খরচ। উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত প্রথমে ইহা কমিলেও কিন্তু কিছুকাল পর হইতে (অর্থাৎ উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছাইবার পর হইতেই) ব্যয় সঙ্কোচের পরিবর্তে ব্যয়বাহুল্য সৃষ্টি হয়

কিন্তু উৎপাদন খরচার তারতম্য ঘটাইতে পারে

এবং প্রান্তিক ব্যয় উর্ধ্বমুখী হইতে থাকে। কিন্তু নিখুঁত প্রতিযোগিতায় একজন উৎপাদনকারীর নিকট প্রান্তিক খরচা যখন বাড়ে তখন দাম অবিচলিতভাবে একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে, কমে না। এই স্থির দাম যতক্ষণ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা অপেক্ষা বেশী থাকে ততক্ষণ একমাত্রা বেশী উৎপাদন করিলে খরচা যে অনুপাতে বাড়ে, আয় বাড়ে তাহা অপেক্ষা বেশী। সুতরাং প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা দাম যতক্ষণ বেশী থাকে ততক্ষণ উৎপাদন বাড়িতে থাকে, কারণ উহাতে বাড়তি লাভ কমিলেও মোট লাভ বাড়ে। কিন্তু প্রান্তিক খরচ দাম-এর সহিত সমান হইয়া গেলে আর উৎপাদন বাড়াইলে, প্রতি বাড়তি এককের লোকসান হইবে এবং মোট লাভ কমিয়া যাইবে।

৪৩ নং রেখাচিত্রটিতে দেখানো হইতেছে যে বাজারে সামগ্রীটির দাম ৫ টাকা। উৎপাদন যতই বাড়ানো হইতেছে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ততই কমিতেছে। ২টি একক উৎপাদনের সময়ে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা ৬ টাকা, কিন্তু উহার পর হইতে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত (উৎপাদন বাড়াইবার দরুন ব্যয়সঙ্কোচ পাওয়া যাইল বলিয়া) প্রান্তিক উৎপাদন খরচা এইভাবে কমিতে থাকিল:

৩টি	একক	উৎপাদনের	সময়ে	প্রান্তিক	উৎপাদন	খরচা	৩'০০ টাকা
৪টি	„	„	„	„	„	„	২'০০ টাকা

কিন্তু উহার পর হইতে ব্যয় সঙ্কোচের শক্তি ফুরাইয়া গেল; কয়েকটি সীমাবদ্ধ উৎপাদক সঙ্গতির উপরে বেশী করিয়া চাপ পড়িতেছে বলিয়া, উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত প্রান্তিক উৎপাদন খরচা এইভাবে বাড়িতে লাগিল:

৫টি	একক	উৎপাদনের	সময়ে	প্রান্তিক	উৎপাদন	খরচা	৩'০০	টাকা
৬টি	„	„	„	„	„	„	৪'০০	„
৭টি	„	„	„	„	„	„	৫'০০	„
৮টি	„	„	„	„	„	„	৬'০০	„
৯টি	„	„	„	„	„	„	৭'০০	„

৭ম এককটি উৎপাদিত না হওয়া পর্যন্ত দেখা যাইতেছে যে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে বটে কিন্তু নির্দিষ্ট দাম ৫'০০ টাকা অপেক্ষা উহা কম। পঞ্চম এককটি উৎপাদনের সময় হইতে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বাড়িতে আরম্ভ করিলেও (নির্দিষ্ট) দাম এবং (ক্রমবর্ধমান)

প্রান্তিক খরচ-এর মধ্যে একটি ফাঁক থাকিতেছে। এই ফাঁক লাভের অঙ্ক বাড়াইয়া দিতেছে। এই ফাঁক কমিয়া যাইতেছে বটেকিন্তু কমিয়া গেলেও উহা নীট লাভ বাড়াইতেছে এবং উৎপাদন বাড়াইয়া মোট মুনাফা বাড়িতেছে। কিন্তু OQ (৭ম এককটি) উৎপাদন করিয়াদেখা গেল যেউহার প্রান্তিক খরচ ৫'০০ টাকা এবং দামও ৫'০০ টাকা। উহা উৎপাদন করিয়া মোট মুনাফায় কোন নীট যোগসাধন হইল না বটে কিন্তু উহা দেখাইয়া দিল যে উহার পর OQ^1 (যথা ৮ম একক) উৎপাদনকরিলে বাড়তি খরচা হইবে OC^1 (৬'০০ টাকা) কিন্তু বাড়তি আয় হইবে OP ৫'০০ টাকা (দাম নির্দিষ্ট), সুতরাং মোট মুনাফা কমিয়া যাইবে। সুতরাং MC রেখা যে বিন্দুতে PP রেখাকে ছেদ করিল (MC=P হইল) সেই OQ বিন্দু পর্যন্ত (৭টি একক) উৎপাদনকারী উৎপাদন করিয়া যাইবে।

যে উৎপাদনের স্তরে MC=P হইবে ঠিক সেই স্থানে সর্বোচ্চ মুনাফা

কিন্তু প্রান্তিক খরচার সহিত গড় খরচার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে উৎপাদন বাড়িবার সহিত গড় খরচাও প্রথমে কমিতে থাকে, পরে উহা বাড়িতে থাকে। কিন্তু গড় খরচা কমিতে থাকিলেও প্রান্তিক খরচা উহা অপেক্ষাও কম থাকে। এমন কি, প্রান্তিক খরচা বাড়িতে থাকিলেও প্রথম দিকে উহা গড় খরচা অপেক্ষা কম থাকে। ইহার প্রধান কারণ হইল প্রান্তিক খরচার মধ্যে স্থিতি খরচার কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কিন্তু গড় খরচার মধ্যে স্থিতি-খরচার (fixed cost) ধরা থাকে। মোট খরচার মধ্যে স্থিতিখরচা বাদ দিলে যে পরিবর্তনশীল বা চলতি খরচা (variable or prime cost) থাকে, উহার গড় হিসাব করিলে, ঐ গড় চলতি খরচা অপেক্ষাও প্রান্তিক খরচ কম থাকে। কারণ, এক একক বাড়তি উৎপাদন করিলে যে বাড়তি সুবিধা (economy) পাওয়া যায়, তাহা প্রান্তিক খরচার মধ্যে পুরাপুরি প্রতিফলিত হয়, কিন্তু গড় চলতি খরচার হিসাব করিতে গেলে ঐ সাশ্রয় বা বাড়তি সুবিধা সব এককগুলির উপর ছড়াইয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত প্রান্তিক খরচা বাড়িতে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ প্রান্তিক খরচা গড় খরচা অপেক্ষা কম থাকে, ততক্ষণ উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত গড় খরচা কমিতে থাকে। প্রান্তিক খরচা বাড়িতে বাড়িতে উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে আসিয়া গড়

গড় খরচার সর্ব-নিম্ন বিন্দুতে প্রান্তিক খরচা =গড় খরচা হইবে

খরচাকে ছেদ করে। প্রান্তিক খরচা যে বিন্দুতে গড় খরচাকে ছেদ করে উহা হইবে গড় খরচার নিম্নতম বিন্দু। (২৭ নং রেখাচিত্র দেখুন) গড় খরচা যেখানে আসিয়া সব থেকে কম হয় সেখানে গড় খরচা ও প্রান্তিক খরচা সমান; C-বিন্দুতে (৪৩ নং রেখাচিত্রে) গড় খরচা সব থেকে কম, ঠিক ঐ বিন্দুতে MC রেখা AC রেখাকে ছেদ করিয়াছে; ইহার পর গড় খরচা (AC) যে ক্রমশঃ বাড়িতেছে তাহার কারণ হইল প্রান্তিক খরচা বাড়িতেছে। MC উপরে উঠিতেছে বলিয়া AC-কে উপরে তুলিতেছে। কিন্তু AC বাড়িলেও MC যতটা বাড়িতেছে ততটা বাড়িতেছে না। কারণ, এক একক বাড়তি উৎপাদনের বাড়তি ব্যয় পুরাপুরি এক এককের খরচার উপর প্রতিফলিত হইতেছে, কিন্তু গড় খরচার ক্ষেত্রে উহা সকল এককগুলির উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে।

P (দাম) শুধুই যে MC এর সমান হইবে তাহা নহে, দাম AC-রও সমান হইতে হইবে। কারবারী যে "নিয়মিত মুনাফা" (normal profits) উপার্জন করিয়া থাকে, ঠিক যে পরিমাণ মুনাফা পাইলে সে কারবারের আয়তন বাড়াইবেও না, কমাইবেও না, উহা স্থিতি খরচার অংশরূপে তাহার উৎপাদন খরচার মধ্যে ধরা থাকে। সুতরাং মোট খরচাকে মোট উৎপাদনের দ্বারা ভাগ করিয়া যে গড় উৎপাদন খরচা হিসাব করা হয় উহার মধ্যে নিয়মিত মুনাফা ধরা থাকে। একটি একক বিক্রয় হইলেই উহা হইতে নিয়মিত মুনাফার একটু অংশ উঠিয়া আসিল এবং সব এককগুলি বিক্রয় হইলে নিয়মিত মুনাফা পুরাপুরি উঠিয়া আসিবে। গড় খরচ যদি দাম এর থেকে বেশী হয় তাহা হইলে কারবারীর লোকসান হইতেছে। তখন তাহাকে উৎপাদন কমাইতে হইবে; অপর পক্ষে গড় খরচ যদি দাম এর থেকে কম হয় তাহা হইলে কারবারীর নিয়মিত মুনাফার উপরেও ফালতু লাভ হইতেছে। তখন সে উৎপাদন বাড়াইবে; উৎপাদন না বাড়াইবার অর্থ হইল যে কারবারী ইচ্ছা করিয়া নিজেকে বাড়তি লাভ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। কিন্তু উৎপাদন বাড়াইলে গড় খরচা বাড়ে। গড় খরচা যখন দাম এর সমান হয় তখন আর উৎপাদন বাড়ানোর বা কমানোর প্রয়োজন হয় না। AC=P হইলে নিয়মিত মুনাফা ঠিক উঠিয়া থাকে অথচ বাড়তি মুনাফা থাকে না।

গড় খরচার সর্বনিম্ন বিন্দুতে গড় খরচ= দাম

সুতরাং একদিকে MC=P অপর দিকে AC=P; অর্থাৎ দাম প্রান্তিক উৎপাদন খরচারও সমান, আবার গড় উৎপাদন খরচারও সমান। তাহা যদি হয় তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা এবং গড় উৎপাদন খরচা পরস্পরের মধ্যে সমান হইবে ঃ

$$P=MC$$

$$P=AC$$

$$\therefore MC=AC$$

কিন্তু প্রান্তিক খরচ (MC) এবং গড় খরচ (AC) সমান হইতে পারে কখন? উহারা সমান হইতে পারে একটি মাত্র বিন্দুতে—ঠিক যে বিন্দুতে প্রান্তিক খরচ (MC) গড় খরচকে (AC) ছেদ করিয়া থাকে। MC গড় খরচকে ছেদ করে গড় খরচ-এর নিম্নতম বিন্দুতে (২৭ নং রেখা চিত্র দেখুন)। AC কে MC ছেদ করিয়া উপরে উঠিতে থাকিলে উহারপর হইতেই AC উপরে উঠিতে থাকে (এবার ৩৭ নং রেখা চিত্র দেখুন।*)

শিল্পের ভারসাম্য—Equilibrium of Industry

নিখুঁত প্রতিযোগিতায় সমগ্রভাবে একটি শিল্পকে ভারসাম্য পাইতে হইলে মোটামুটি দুইটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ উহার মধ্যেকার প্রত্যেক কারবার সংস্থা (firm) ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে এরূপ হইতে হইবে; স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ফার্মের উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বিন্দুতে প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক ব্যয় সমান হয় সেই বিন্দুতে উহা ভারসাম্যে উপনীত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্রভাবে শিল্পটিকেও ভারসাম্যের বিন্দুতে উপনীত হইতে হইবে। সমগ্রভাবে একটি শিল্প ভারসাম্যের বিন্দুতেউপনীত হইতেপারে যখন উহার অন্তর্গত কোন ফার্ম উহার বাহিরে চলিয়া যাইবার জন্য বা বাহির হইতে কোন ফার্ম উহার ভিতরে ঢুকিবার জন্য ঝুঁকিবে না। সকল ফার্মের মালিকই ঐ শিল্পে থাকিয়া যাইবার মতন যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেছে, অথচ বাহিরের কোন উদ্যোক্তা ঐ শিল্পে প্রবেশ করিলে যথেষ্ট উপার্জন করিতে পারিবে বলিয়া মনে করেন না। ইহা ঘটিতে পারে যদি শিল্পটির

দুইটি শর্তঃ প্রত্যেক ফার্মকে এবং সমগ্র শিল্পটিকে ভারসাম্য পাইতে হইবে

*"If price and average cost are equal and at the same time price and marginal cost are equal, average and marginal cost must also be equal and this condition is fulfilled only when average cost is at a minimum." Cairncross

মধ্যেকার প্রত্যেক উদ্যোক্তা অন্তত: "নিয়মিত মুনাফা" অর্জন করে। "নিয়মিত মুনাফা"র সংজ্ঞাই দেওয়া হয় এই বলিয়া যে উহা হইল উদ্যোক্তার সেই পরিমাণ মুনাফা যাহাতে সে ঐ শিল্পের মধ্যে থাকিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে ঠিক টায়টোয়ে পোষায় বলিয়া মনে করে। এইরূপ হইতে পারে এবং হওয়া স্বাভাবিক যে শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন উদ্যোক্তার বিভিন্ন দক্ষতা, সুতরাং কোনও উদ্যোক্তা বেশী এবং কোনও উদ্যোক্তা কম উপার্জন করে। সমগ্র শিল্পটির জন্য "নিয়মিত মুনাফার" একটি সাধারণ হার থাকিতে পারে কিন্তু শিল্পটির ভিতরে উদ্যোক্তাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যান্যদের অপেক্ষা বেশী উপার্জন করিতে পারিবে।

শিল্পের মধ্যে প্রত্যেক ফার্ম অন্তত: নিয়মিত মুনাফা অর্জন করিবে

এরূপ ক্ষেত্রে কোন শিল্পের মধ্যেকার উদ্যোক্তাদের সকলেরই যদি প্রকৃত মুনাফা "নিয়মিত মুনাফা"র সাধারণ স্তর অপেক্ষা বেশী হইয়া যায় তাহা হইলে বাহির হইতে নূতন উদ্যোক্তা ঐ শিল্পে প্রবেশ করিবে, ঐ শিল্পে কারবার সংস্থার সংখ্যা বাড়িবে। (শুধু দুই একজন সর্বাপেক্ষা দক্ষ উদ্যোক্তা "বাড়তি মুনাফা" অর্জন করিলে উহা দেখিয়া বাহির হইতে নূতন উদ্যোক্তা ঐ শিল্পে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না।) অপরপক্ষে শিল্পের মধ্যেকার প্রত্যেক উদ্যোক্তার মুনাফা যদি "নিয়মিত মুনাফা" অপেক্ষা কম হইয়া যায় তাহা হইলে ঐ শিল্পে কারবার সংস্থার সংখ্যা কমিয়া যাইবে; কোন কোন কারবারী দেউলিয়া হইয়া গিয়া নিয়মিত মুনাফার সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। অন্যান্য কারবারীরা সুদিনের আশায় কারবার আঁকড়াইয়া থাকিবে। একটি শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্ম যখন সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করিতেছে এবং নূতন কোনও ফার্ম ঐ শিল্পে প্রবেশ করিতেছে না, পুরাতন কোন ফার্ম ঐ শিল্প হইতে প্রস্থানও করিতেছে না, তখনই বুঝিতে হইবে যে সমগ্রভাবে ঐ শিল্পটি ভারসাম্যের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

সকল ফার্ম সর্বোচ্চ উপার্জন করে কিন্তু কোন নূতন ফার্ম প্রবেশ করে না, পুরাতন ফার্ম প্রস্থানও করে না

এইরূপ পরিস্থিতিতে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ফার্মকে অন্তত: নিয়মিত মুনাফা অর্জন করিতেই হইবে। সুতরাং যে মোট উৎপাদন খরচাকে মোট উৎপাদনের পরিমাণের দ্বারা ভাগ করিলে গড় উৎপাদন খরচ পাওয়া যায় উহার মধ্যে এই নিয়মিত মুনাফা অন্তর্ভুক্ত করা থাকে বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহা স্থিতিখরচার মতন; এই পরিমাণ অর্থ উদ্যোক্তা নিজের কারবার

হইতে উঠাইবেই। উৎপাদনের পরিমাণ যদি কম থাকে তাহা হইলে গড়ে একক পিছু উৎপাদন খরচা এই কারণেও অনেক বেশী পড়িয়া যায়। উৎপাদন বাড়াইলে যে গড় উৎপাদন খরচা কমে তাহার অন্যতম কারণ হইল এই নির্দিষ্ট নিয়মিত মুনাফা (নানাবিধ স্থিতিখরচার ন্যায়) অনেকগুলি এককের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে; উৎপাদন বাড়িলে একক পিছু নিয়মিত মুনাফা কমিয়া যায় কিন্তু উৎপাদন যাহাই হউক না কেন নিয়মিত মুনাফার মোট পরিমাণ সমানই থাকে।

নিয়মিত মুনাফা স্থিতি খরচার ন্যায় গড় খরচার অন্তর্ভুক্ত

সুতরাং দাম যদি গড় উৎপাদন খরচার সমান হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ গড় উৎপাদন খরচার মধ্যে "নিয়মিত মুনাফা" ধরা আছে। কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে দাম গড় উৎপাদন খরচার সহিত সমান, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে না। গড় উৎপাদন খরচা ঠিক যে বিন্দুতে সর্ব-নিম্ন, দাম সেই বিন্দুতে গড় উৎপাদন খরচার সমান। ৪২ ও ৪৩ নং রেখাচিত্রে উহাই দেখানো হইয়াছে। যে পরিস্থিতিতে একটি ফার্ম-এর গড় উৎপাদন খরচার রেখা (যাহার মধ্যে নিয়মিত মুনাফা ধরা আছে) উহার নিম্নতম বিন্দুতে গড় আয় রেখার (অনুভূমিক রেখা) সহিত স্পর্শক হইতেছে একমাত্র সেই পরিস্থিতিতেই উহা ভারসাম্যে উপনীত হয়। গড় আয় রেখা, গড় উৎপাদন খরচা রেখার এই নিম্নতম বিন্দু অপেক্ষা যদি কম হয় তাহা হইলে ফার্মের "নিয়মিত মুনাফা" উঠিতেছে না এবং উহা কিছু কালের মধ্যেই শিল্প হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে; এ অবস্থায় শিল্পের ভারসাম্য সৃষ্টি হইতে পারে না। অপর পক্ষে, গড় আয় রেখা যদি গড় খরচার নিম্নতম বিন্দু অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে ঐ আধিক্যটুকু নিয়মিত মুনাফার উপরেও বাড়তি আয়। সে ক্ষেত্রে ঐরূপ ফার্ম উৎপাদন বাড়াইতে থাকিবে এবং নূতন ফার্ম ঐ শিল্পে প্রবেশে উদ্যত হইবে। এ অবস্থাতেও শিল্পের ভারসাম্য সৃষ্টি হইতে পারে না। সমগ্র শিল্পটিতে ভারসাম্য সৃষ্টি হইবার জন্য প্রয়োজন হইল যে উহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ফার্ম-এর গড় খরচা রেখা গড় আয় রেখার সহিত স্পর্শক হইবে।

প্রত্যেক ফার্ম-এর গড় খরচ রেখা গড় আয় রেখার অর্থাৎ দামের সহিত সমান হইবে

এই পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে এবং কোন্ অবস্থায় শিল্পে ভারসাম্য সৃষ্টি হইতে পারে তাহা অনুসন্ধান করা যাক। ফার্ম-এর ভারসাম্যের ন্যায়

শিল্পের ভারসাম্যও অল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন এই দুইভাগে ভাগ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

শিল্পের অল্পকালীন ভারসাম্য

তিনটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে অল্পকালীন ভারসাম্য কিরূপ হয় তাহা দেখিলে এই ভারসাম্য ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। **প্রথমতঃ** ধরা যাক, ঐ শিল্পে ব্যবহৃত সকল উৎপাদক উপাদান সমজাতীয় (homogeneous), অর্থাৎ একটি উৎপাদক উপাদানের সব একক সমানদক্ষ ; প্রত্যেক উদ্যোক্তাই কোনও একটি উৎপাদক উপাদান যে পরিমাণেই কিনুক না কেন, উহা একই দামে কিনিতে পারিবে। প্রত্যেক উদ্যোক্তাই ন্যূনতম খরচায় মোট উৎপাদন করিয়া থাকে ইহা ধরিয়া লইলে প্রত্যেকের গড় খরচ রেখা একই আকারের হইবে। এরূপ অবস্থায় ফার্মগুলি যদি প্রচলিত দামে প্রান্তিক আয় (অর্থাৎ গড় আয়)—এর সহিত প্রান্তিক খরচার সমতা আনিয়া দেখে যে গড় আয় (দাম) অপেক্ষা গড় উৎপাদন খরচা কম (অর্থাৎ ফার্মগুলি যদি নিয়মিত মুনাফার উপরেও বাড়তি মুনাফা অর্জন করিতে থাকে) তাহা হইলে ফার্মগুলি ভারসাম্যে থাকিবে (অবশ্য short run equilibrium) কিন্তু সমগ্র শিল্পটির জন্য ভারসাম্য সৃষ্টি হইতে পারে না। কারণ শিল্পটির মধ্যে বাড়তি মুনাফা অর্জিত হইতেছে, নূতন ফার্ম প্রবেশ করিয়া এই বাড়তি মুনাফা উবাইয়া দিতে পারিতেছে না। ("অল্পকাল" বলিতে ইহাই বুঝায়)। অপর পক্ষে প্রচলিত দাম যদি এরূপ হয় যে ফার্মগুলির প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয়ের (অর্থাৎ গড় আয়ের বা দামের) সমান কিন্তু এই সমতার বিন্দু ন্যূনতম গড় খরচ (minimum average cost) অপেক্ষাও কম (কিন্তু এই লোকসান ন্যূনতম) তাহা হইলে সাময়িকভাবে ফার্মগুলির ভারসাম্য হইবে (উৎপাদনের তারতম্য করিলে লোকসান আরও বাড়িবে); কিন্তু সমগ্রভাবে শিল্পটির পূর্ণ ভারসাম্য হইতে পারে না। যদি ফার্মগুলি অল্পকালে তাহাদের উৎপাদন খরচ ঠিক

১। উৎপাদক এ উপাদানের সকল একক সমজাতীয় বলিয়া ধরা যাক : এক্ষেত্রে MC=MR হইলেও যদি P>AC হয়, তাহা হইলে ফার্ম এর অনুপস্থালনে ভারসাম্য হইবে. শিল্পের হইবে না

একটি ফার্ম-এর ন্যূনতম লোকসানের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য হইতে পারে কিন্তু শিল্পের নহে

টায়টোয়ে উঠাইতে পারে অথচ ঠিক "নিয়মিত মুনাফা" অর্জন করে (অল্পকালে ইহা সচরাচর ঘটে না) তবেই সমগ্রভাবে শিল্পটি ভারসাম্যে উপনীত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ধরা যাক অন্যসকল উৎপাদক উপাদান একজাতীয় (homogeneous) (অর্থাৎ যে ফার্ম যতটাই উৎপাদক উপাদান প্রয়োগ করুক উহা একই দামে পাইবে) কিন্তু উদ্যোক্তা (Enterpreneur) রূপ যে উপাদান আছে উহা ভিন্ন জাতীয় (অর্থাৎ উদ্যোক্তাদের মধ্যে কর্মদক্ষতায়, অতএব উপার্জনে, পার্থক্য আছে)। এক্ষেত্রে দক্ষতর উদ্যোক্তা অদক্ষ উদ্যোক্তার তুলনায় একই পরিমাণ উৎপাদন আরও কম খরচে করিতে পারিবে। এরূপ অবস্থায় কোনও কোনও ফার্ম-এর প্রান্তিক খরচা বাজার দামের (প্রান্তিক আয়ের) সহিত সমান হইবে কিন্তু দেখা যাইবে সমতার বিন্দু গড় খরচা অপেক্ষা বেশী; উহারা "নিয়মিত মুনাফার" উপরে বাড়তি মুনাফা (supernormal profits) অর্জন করিবে। কোনও কোনও ফার্ম-এর ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে উহাদের ক্ষেত্রে P=MC=AC, অর্থাৎ ইহারা ঠিক নিয়মিত মুনাফা পাইতেছে, কিন্তু বাড়তি মুনাফা কিছু নাই। আবার কোনও ফার্মের ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে উহাদের MC=P বটে কিন্তু যে বিন্দুতে এই সমতা ঘটিল, AC উহা হইতে অনেক উপরে কিন্তু ঐ দামে গড় পরিবর্তনশীল খরচা (AVC) পুরাপুরি উঠিয়া আসিতেছে; এই ফার্মের লোকসান হইতেছে (কারণ "নিয়মিত মুনাফা" উঠানো যাইতেছে না) কিন্তু ঐ লোকসান ন্যূনতম (কারণ স্থিতি খরচা না উঠিলেও চলতি খরচা, variable cost, উঠিয়া আসিতেছে)। আবার সব থেকে কম দক্ষ উদ্যোক্তা যাহারা তাহাদের ক্ষেত্রে যে বিন্দুতে MC=AC অথবা MC=AVC উহা প্রচলিত দাম অপেক্ষা বেশী। ইহারা অল্প কালের মধ্যে, স্থিতি খরচাতো নয়ই, চলতি খরচাও উঠাইতে পারে না। বিভিন্ন ফার্ম-এর মধ্যে অল্পকালে লাভ লোকসানের এইরূপ পার্থক্য থাকিলে, সমগ্রভাবে শিল্পটি ভারসাম্য পাইতে পারে না।

২। যদি ধরি, সকল উৎপাদক উপাদান সমজাতীয় কিন্তু উদ্যোক্তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে:

সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ফার্ম-এর লাভ লোকসানে প্রভূত পার্থক্য সৃষ্টি হইবে, সুতরাং সমগ্র-শিল্পটির ভারসাম্য সৃষ্টি হইতে পারে না

৩তঃ, ধরা যাক (এবং ইহাই বাস্তব জগতে সত্য) যে প্রত্যেক

উৎপাদক উপাদানের মধ্যেই ভিন্ন-জাতীয়তা আছে। শ্রমিকের মধ্যে দক্ষতার পার্থক্য আছে, জমির মধ্যে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ভেদ আছে, যন্ত্রপাতির মধ্যেও এরূপ ভেদ আছে, উদ্যোক্তা-দের মধ্যে তো আছেই। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ফার্ম-এর খরচ রেখায় প্রভূত পার্থক্য থাকিবে। যে উৎপাদনকারী নিজে সব থেকে দক্ষ এবং সব থেকে দক্ষ উৎপাদক উপাদান প্রয়োগ করিতে পারিবে সে সব থেকে কম খরচে উৎপাদন করিতে পারিবে। ইহার সহিত তুলনায় অন্যান্য উৎপাদনকারীদের নিজ নিজ দক্ষতা অনুযায়ী উৎপাদন খরচা বেশী। সুতরাং কোনও ফার্ম বেশ কিছু বাড়তি মুনাফা অর্জন করিবে, কোনও ফার্ম আবার মুনাফা দূরের কথা, খরচাই তুলিতে পারিবে না। এক্ষেত্রেও সমগ্রভাবে শিল্পটিতে স্থিতিশীলতা বা ভারসাম্য আসিতে পারে না।

৩। যদি প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন এককের মধ্যে দক্ষতায় পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে বিভিন্ন ফার্ম-এর লাভ লোকসানে পার্থক্য আরও বেশী হইবে; শিল্পের ভারসাম্য হওয়া অসম্ভব

শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

নিখুঁত প্রতিযোগিতায় ফার্ম-এর এবং উৎপাদক উপাদানের পরিপূর্ণ সচলতা (mobility) আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সুতরাং দীর্ঘকাল সময় থাকিলে, যে কোন নূতন ফার্ম শিল্পের মধ্যে ঢুকিতে পারে এবং যে কোন পুরাতন ফার্ম এ শিল্প ছাড়িয়া অন্য শিল্পে চলিয়া যাইতে পারে। দীর্ঘকালের মধ্যে এইরূপ প্রবেশ ও প্রস্থান চলিতে থাকিবে। যখন কোন ফার্মই ঐ শিল্পে নূতন করিয়া ঢুকিয়া নিয়মিত মুনাফা উপার্জন করিতে পারিবে না বলিয়া মনে করিবে, আবার যে ফার্মগুলি উহার মধ্যে আছে সকলেই নিয়মিত মুনাফা অর্জন করিবে কিন্তু বাহিরে চলিয়া গিয়া অর্জন করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ, তখন সমগ্র শিল্পটির ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে। অল্পকালীন ভারসাম্যের আলোচনার ন্যায় এক্ষেত্রেও উৎপাদক উপাদানগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া আলোচনা করিলে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইবে। প্রথমে ধরা যাক একটি উৎপাদক উপাদানের সব এককই সমজাতীয়, একই প্রকার একক একই দামে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ফার্ম এরূপ পরিমাণ উৎপাদন করিবে যেখানে প্রান্তিক খরচ=প্রান্তিক

১। প্রত্যেক ফার্ম-এরই খরচ রেখা একই হইলে প্রত্যেকের LMC =LMR=LAC=LAR হইবে; সমগ্র শিল্পে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে

আয় (MC=MR) অর্থাৎ দীর্ঘকালীন প্রান্তিক খরচ (৩০নং রেখাচিত্র)= দীর্ঘকালীন প্রান্তিক আয়। কিন্তু প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয়-এর সমতা যেখানে হইবে সেখানে দীর্ঘকালীন গড় খরচ ও দীর্ঘকালীন গড় আয়-এর ও সমতা হইবে। যতক্ষণ না ফার্মগুলির ঠিক নিয়মিত মুনাফা অর্জন ঘটে ততক্ষণ ঐ শিল্পের মধ্যে আসা যাওয়া চলিতে থাকিবে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক ফার্মেরই দীর্ঘকালীন প্রাঃ খরচ=দীর্ঘকালীন প্রাঃ আয়=দীঃ গড় খরচ=দীঃ গড় আয় হইবে। একটি ফার্ম-এর এরূপ হইলে, প্রত্যেক ফার্ম-এরই এইরূপ হইবে, কারণ এক্ষেত্রে অনুমান করা হইয়াছে যে প্রত্যেক ফার্ম-এর খরচ রেখা একই প্রকার।

দ্বিতীয়তঃ ধরা যাক, অন্য সকল উৎপাদক উপদানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক একক সমজাতীয় কিন্তু উদ্যোক্তা বা সংগঠনকারীর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে, অর্থাৎ শিল্প সংগঠকদের মধ্যে দক্ষতায় পার্থক্য আছে। এক্ষেত্রে দীর্ঘকালেও সকল ফার্মই নিয়মিত মুনাফা পাইবে এবং কোন কোন ফার্ম সংগঠনকারীদের দক্ষতা অনুযায়ী নিয়মিত মুনাফার উপরেও বাড়তি মুনাফা পাইবে, কারণ সংগঠনকারীর দক্ষতার ভেদে উৎপাদন খরচার ভেদ হইবে। যে কারবার সংস্থাটি প্রচলিত দামের ভিত্তিতে ঠিক নিয়মিত মুনাফাই পাইতেছে উহার কমও নহে, বেশীও নহে উহা হইল প্রান্তিক ফার্ম (দাম যদি কমিয়া যায়, ইহারই সর্ব প্রথম বিদায় লইবে এবং সমগ্র শিল্পটির ভারসাম্য বিনষ্ট হইবে)। প্রান্তোর্ধ্ব ফার্মগুলি কতখানি প্রান্তোর্ধ্ব তাহা উদ্যোক্তা সংগঠনকারীর দক্ষতার উপর নির্ভর করিবে।

২। যদি শুধুমাত্র উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে দক্ষতার পার্থক্য থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক ফার্ম ও প্রান্তোর্ধ্ব ফার্মের পার্থক্য সৃষ্টি হইবে

তৃতীয়তঃ ধরা যাক শুধুমাত্র উদ্যোক্তা সংগঠনকারীর ক্ষেত্রেই যে দক্ষতায় পার্থক্য আছে তাহা নহে, প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন এককের মধ্যে দক্ষতায় পার্থক্য আছে ; যেমন কোন শ্রমিক বেশী নিপুণ, কেহ বা কম নিপুণ, কোন জমি বেশী উর্বর, কোনটি কম উর্বর। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অনুমানের ফলাফলেরই অনুরূপ ফলাফল ঘটিবে। কোন কোন ফার্ম ঠিক নিয়মিত মুনাফাই পাইবে কিন্তু যে সকল ফার্ম অধিকতর দক্ষ উৎপাদক উপাদান প্রয়োগ করে তাহারা বাড়তি মুনাফা পাইবে। তবে এক্ষেত্রে নিয়মিত মুনাফার সহিত বাড়তি মুনাফার

৩। যদি সকল উৎপাদক উপাদানের দক্ষতায় পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে প্রান্তিক ও প্রান্তোর্ধ্ব ফার্মের মধ্যে মুনাফার পার্থক্য আরও বেশী হইবে

যে তারতম্য তাহা অনেক বেশী হইবে। কারণ সকল উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ভেদ আছে বলিয়া ইহারা সকলেই (শুধুমাত্র উদ্যোক্তা সংগঠনকারীই নহে) উৎপাদন খরচায় তারতম্য ঘটাইবে।

সকল ক্ষেত্রেই শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে। গড় আয় অর্থাৎ দামের সহিত প্রান্তিক ফার্মগুলির দীর্ঘকালীন প্রান্তিক খরচা সমান হইবে কিন্তু যে সকল দক্ষ উৎপাদনকারী ঐ দামে সামগ্রী বেচিবে কিন্তু কম গড় খরচে ঐ সামগ্রী উৎপাদন করিবে তাহারা বাড়তি মুনাফা অর্জন করিবে। অতএব দীর্ঘকালীন ভারসাম্যেও বিভিন্ন ফার্মের মুনাফায় পার্থক্য থাকিতে পারে।

দাম এবং সুযোগ খরচ-এর মধ্যে সম্পর্ক—Relation between Price and Opportunity Cost.

দামের সহিত প্রান্তিক উৎপাদন খরচার সম্পর্ক সুবিদিত। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বল্প কালে (short run) দাম প্রান্তিক উৎপাদন খরচার সমান; দীর্ঘকালে দাম নিম্নতম গড় উৎপাদন খরচার সমান হয়, কিন্তু গড় উৎপাদন খরচা নিম্নতম হয় ঠিক সেই বিন্দুতে যেখানে উহা ঠিক প্রান্তিক উৎপাদন খরচার সমান। (২৯৯ পৃষ্ঠায় আলোচনা এবং ৪২ নং রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য)। দীর্ঘকালে দাম যে-প্রান্তিক উৎপাদন খরচার সমান হয় তাহা অবশ্য অল্পকালীন প্রান্তিক উৎপাদন খরচা অপেক্ষা কম।

দাম প্রান্তিক উৎপাদন খরচার সমান

প্রান্তিক উৎপাদন খরচ বলিতে বুঝায় একটি সামগ্রীর এক একক বাড়তি উৎপাদনের জন্য যে বাড়তি উৎপাদন খরচা হয় তাহাই। অনেক ক্ষেত্রেই এই বাড়তি উৎপাদন খরচাকে সুযোগ খরচার (opportunity cost) হিসাবে হিসাব করা যায়। বিকল্প কোন সামগ্রীর এক একক উৎপাদন করিতে যে খরচা পড়িত (ঐ এক এককের জন্য উহার উৎপাদক উপাদানগুলিকে যে পারিশ্রমিক দিতে হইত) আলোচ্য সামগ্রীটির বাড়তি এক একক উৎপাদনের জন্য উহার সমান অর্থব্যয় করিতে হইবে; নতুবা উহার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মাল-মশলা ও উৎপাদক উপাদান পাওয়া যাইবে না। আর একভাবে বলিতে গেলে, অপর কোন সামগ্রীর এক একক উৎপাদন করিয়া।

প্রান্তিক উৎপাদন খরচ=বিকল্প সামগ্রীর উৎপাদন খরচ

উৎপাদক উপাদানগুলি যে উপার্জন করিতে পারে (যে বিকল্প উপার্জনের সুযোগ তাহাদের আছে) আলোচ্য সামগ্রীর এক একক উৎপাদন হইতে অন্ততঃ তাহার সমান উপার্জন তাহাদের করিতেই হইবে। একটি কলম বেশী উৎপাদনের জন্য যদি ১০টি পেন্সিল উৎপাদনের মালমশলা ও উৎপাদক উপাদান টানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে ১০টি পেন্সিল উৎপাদন হইতে ঐ মালমশলা ও উৎপাদক উপাদানগুলি যে রোজগার করিতে পারিত তাহা ঐ একটি বাড়তি কলম উৎপাদন করিতে গেলে তাহাদিগকে দিতে হইবে।

একটি সামগ্রীর চাহিদা কমিয়া অপর সামগ্রীর চাহিদা বাড়িলে প্রথম সামগ্রী হইতে দ্বিতীয় সামগ্রীর উৎপাদনে উৎপাদক উপাদানগুলি চলিয়া যাইতে থাকিবে

ক্রেতারা যদি পেন্সিল অপেক্ষা কলমকেই বেশী করিয়া পছন্দ করে, পেন্সিলের তুলনায় কলমের চাহিদা বাড়ায়, তাহা হইলে তাহারা পেন্সিলের দামের তুলনায় কলমের দাম বেশী করিয়া দিতে প্রস্তুত হইবে। কলম শিল্পে যে সকল উৎপাদক সংস্থা বা ফার্ম আছে তাহারা তাহাদের উৎপাদন বাড়াইবে, নূতন উৎপাদক সংস্থাও ঐ শিল্পে প্রবেশ করিবে, অর্থাৎ কলম উৎপাদনের জন্য নূতন নূতন ফার্মও প্রতিষ্ঠিত হইবে। অপরদিকে পেন্সিল উৎপাদনের শিল্প সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। পেন্সিল শিল্পের তুলনায় কলম শিল্প শ্রমিক ও অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলিকে বেশী করিয়া কর্ম সংস্থানের সুযোগ দিবে। ইহাতে পেন্সিল শিল্প হইতে কলম শিল্পে শ্রমিক ও উৎপাদক উপাদানগুলি চলিয়া যাইতে থাকিবে। উৎপাদক উপাদানের এইরূপ চলিয়া যাওয়া চলিতেই থাকিবে, যতক্ষণ না ভারসাম্যে উপনীত হওয়া যায়।

যতক্ষণ না দাম উৎপাদন খরচা সুযোগ হয়—অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়

ভারসাম্য বলিতে এখানে কি বুঝায়? ভারসাম্য বলিতে বুঝায় এরূপ এক অবস্থা যখন কোন উৎপাদক উপাদানই এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে চলিয়া গিয়া বেশী উপার্জন করিতে পারিবে না, অর্থাৎ বেশী মূল্য সৃষ্টি করিতে পারিবে না। এই ভারসাম্যের অবস্থায় বিভিন্ন সামগ্রীর দাম এরূপ বিন্দুতে আসে যে পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক সামগ্রীরই যোগান উহার চাহিদার সহিত সমান হইয়া যায়। কোন উৎপাদক উপাদানের পক্ষেই এক শিল্প ছাড়িয়া অন্য শিল্পে যাইবার কোনই তাড়া থাকিবে না। দাম যদি উৎপাদন খরচার সহিত সমান হয়, তাহা হইলে এরূপ ভারসাম্যের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য) বুঝিতে

হইবে যে সামগ্রীর দাম "সুযোগ খরচার" (opportunity cost) সহিত সমান হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন সামগ্রীর দামের ক্ষেত্রে, সুযোগ খরচার সহিত দামের সমান হইবার প্রবণতা দেখা যায়। ("Prices tend to reflect opportunity costs"—Benham) ইহা শুধুই যে সামগ্রীর দামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহাই নহে, উৎপাদক উপাদানের দামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এ সকলই ঘটে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হইলে তবেই, নতুবা নহে। পেন্সিল শিল্পের তুলনায় কলম শিল্প আর বেশী লাভজনক নহে, এরূপ যদি ঘটে (কলম শিল্পের উৎপাদন অনেক বাড়িয়া বাজারে কলমের ছড়াছড়ি এবং বাজারে কলমের দাম কমিয়া গিয়াছে কিন্তু পেন্সিল শিল্পে উৎপাদন খুব কমিয়া গিয়া পেন্সিলে টান পড়িয়াছে এবং পেন্সিলের দাম বাড়িয়া যাইতেছে এবং এইভাবে চলিতে চলিতে উভয় শিল্পেই লাভযোগ্যতা সমান হইয়া গিয়াছে) তাহা হইলে একটি উৎপাদক উপাদান পেন্সিল শিল্প হইতে যে পারিশ্রমিক পাইবে, কলম শিল্প হইতেও সেই একই পারিশ্রমিক পাইবে। কলমের দাম যদি উহার বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিকের সমান হয় (দাম=উৎপাদন খরচা বলিতে তাহাই বুঝায়) তাহার অর্থ হইবে কলমের দাম সুযোগ দামের সমান। কিন্তু যদি কলম শিল্পের লাভযোগ্যতা পেন্সিল শিল্পের লাভযোগ্যতার থেকে বেশী হয়, কলম শিল্পে সংগঠনী ক্ষমতা ও মূলধন ফেলিলে পেন্সিল শিল্পের তুলনায় বেশী আগম (returns) হয়, তাহা হইলে কলম শিল্পের উৎপাদক উপাদানগুলির পারিশ্রমিক বিকল্প শিল্প হইতে (যথা, পেন্সিল শিল্প হইতে) তাহারা যে উপার্জন করিতে পারিত তাহা অপেক্ষা বেশী হইবে। এক্ষেত্রে বিকল্প শিল্প হইতে যে উপার্জন করা যায় উহা হইবে উৎপাদক উপাদানের ন্যূনতম যোগান দাম (minimum supply price); প্রকৃত যে দামে উৎপাদক উপাদানগুলিকে নিয়োগ করা হইবে উহা ঐ ন্যূনতম যোগানদাম (অর্থাৎ সুযোগ-দাম) অপেক্ষা বেশী হইবে। মূল কারণ হইল, যে শিল্প অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা বেশী লাভজনক সে শিল্প বেশী দাম দিয়া অন্যান্য উৎপাদক উপাদান টানিয়া লইবে। সেইজন্য বেনহাম বলিয়াছেন, "ভারসাম্যাভাবের পরিস্থিতিতে, দাম সমূহ পুরাপুরি সুযোগ খরচাগুলিকে প্রতিফলিত করেনা।"

অন্য শিল্পের তুলনায় কোনও একটি শিল্পের লাভযোগ্যতা যদি বেশী হয় তাহা হইলে উহার উৎপাদন খরচ "সুযোগ খরচ" অপেক্ষা বেশী হইবে। ইহা ভারসাম্যাভাব

(In a situation of disequilibrium, prices do not fully reflect "opportunity costs".)

যে ভারসাম্যের অবস্থায় বিভিন্ন সামগ্রীর দাম উহাদের সুযোগ খরচার সমান হইবে বলিয়া ধারণা করা হয় ঐ ভারসাম্যের একটি বৈশিষ্ট্য এইবার লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই ভারসাম্য সৃষ্ট হইবার জন্য প্রয়োজন হইল যে উৎপাদক উপাদানগুলি এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে চলিয়া যাইতে পারিবে। ইহা কখন ঘটিতে পারে? ইহা ঘটিতে পারে একমাত্র খাঁটি প্রতিযোগিতার মধ্যে। সুতরাং যেখানে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, একটি শিল্প অপেক্ষাকৃত বেশী লাভ করিলেও নূতন ফার্ম ঢুকিতে পারে না। (অপর শিল্প হইতে উৎপাদক উপাদান অবাধে ঐ শিল্পে চলিয়া আসিতে পারে না), সেখানে বিভিন্ন সামগ্রীর দাম সুযোগ খরচার সহিত সমান হয়না। আর একটি বিষয় হইল পূর্ণ নিয়োগ (Full employment); সকল উৎপাদক উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ ঘটিয়া গেলে তবেই এক শিল্পে উৎপাদন বাড়াইতে হইলে অন্য শিল্প হইতে উৎপাদক উপাদান টানিয়া লইতে হয়, তখন সুযোগ দামের গুরুত্ব হয়। উৎপাদক উপাদান যদি বেকার থাকে, তাহা হইলে বিকল্প নিয়োগ হইতে উহা কি পাইতে পারে সে বিবেচনার ততটা গুরুত্ব থাকে না। সুতরাং "পূর্ণ প্রতিযোগিতা" হইতে বিচ্যুতি এবং "পূর্ণ-নিয়োগ" হইতে বিচ্যুতি—এই দুইটি বিষয়ের দ্বারা "ভারসাম্যাভাব" (disequilibrium) সৃষ্টি হয়।

একমাত্র খাঁটি প্রতিযোগিতার মধ্যে উৎপাদক উপাদান গুলির mobility থাকে এবং সেই কারণে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হইতে পারে

স্থিতি খরচা ও চলতি খরচার সম্পর্কে দাম—Price in Relation to Overhead Cost and Variable Cost.

উৎপাদনকারী তাহার কারবারের বহরের একটি আন্দাজ করিয়া লয় এবং সেই মত কতিপয় প্রাথমিক থোক্ ব্যয় করে; এই থোক ব্যয়গুলি করিলে তবেই বাস্তব উৎপাদনের কার্য সুরু হইতে পারে। এইগুলি হইল স্থিতি খরচা; অতঃপর উৎপাদন সুরু হইলে যে বিশেষ খরচা সুরু হইবে তাহা হইল চল্‌তি খরচা। স্থিতি খরচা পণ্য বিক্রয়ের দু-এক বৎসরের মধ্যে উসুল করা যায় না—উহা ধীরে ধীরে উঠাইতে হয়। কাঁচামালের দাম, সাধারণ

শ্রমিকের মজুরী, বিদ্যুৎশক্তির জন্য ব্যয় প্রভৃতি চল্‌তি খরচা (Prime cost) প্রত্যেকবারই পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা তুলিতে হইবে। উৎপাদনকারী কাঁচামালের জন্য বা শ্রমিকের জন্য যে খরচা করিয়াছে সংশ্লিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা যদি সেই খরচা তুলিতে না পারে তাহা হইলে ঐ পণ্য উৎপাদন করা তাহার স্বার্থানুকূল নহে। যতবার পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করা হইবে ততবার চল্‌তি খরচা উসুল করিতে হইবে, কারণ চল্‌তি খরচা হইল ঐ নির্দিষ্ট উৎপাদনের জন্য বিশেষ খরচা।

প্রতিবারই চল্‌তি খরচা তুলিতে হইবে

কিন্তু বাজার যদি মন্দা হয় (যাহাতে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করিয়া চল্‌তি খরচা উসুল করা যাইতেছে না) তাহা হইলে যাহা উৎপাদিত হইয়া গিয়াছে তাহা যে দামেই পাওয়া যায় তাহাতেই বিক্রয় করিয়া দেওয়া যাইবে বটে কিন্তু নূতন করিয়া ঐ পণ্য আর উৎপাদন করা হইবে না। যে পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করা হইবে না সেই অনুপাতেই উৎপাদনকারী তাহার "চল্‌তি খরচা" এড়াইতে পারিবে। অবশ্য ঐ পণ্য বিক্রয় করিয়া যে দাম পাওয়া যাইত তাহা হইতে উৎপাদনকারীকে বঞ্চিত হইতে হইবে কিন্তু তাহাতে আক্ষেপের কিছু নাই, কারণ কম পরিমাণ অর্থ হইতে "বঞ্চিত" হইতে হইবে, কিন্তু বেশী পরিমাণ অর্থের ধাক্কা "এড়ানো" যাইবে (the producer avoids more than he sacrifises)। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে চল্‌তি খরচা হইল এমন খরচা যাহা ইচ্ছা করিলে এড়ানো যাইতে পারে। যখনই দেখা যাইবে যে পণ্যের দামে উহার চলতি খরচা পোষায় না তখনই উৎপাদনকারী চল্‌তি খরচা বন্ধ করিয়া নিজেকে বাঁচাইবে। খরচা যদি এই ভাবে বাঁচানো যায় তাহা হইলে খরচা পরিহার করা (avoid) গেল। যদি এড়াইয়া (avoid) চল্‌তি খরচা বাঁচানো যায় এবং এড়াইতে না চাহিলেই চল্‌তি খরচা করা যায়, তাহা হইলে চল্‌তি খরচা সত্যকার বা আসল খরচা (true cost) বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। যাহা সত্যকার খরচা বাজারে পণ্য বিক্রয় করিয়া তাহা উসুল করিতেই হইবে। চল্‌তি খরচা যে আসল খরচা তাহা কাল-নিরপেক্ষ; অল্পকাল বা দীর্ঘকাল উভয়ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। যখনই উৎপাদন করা হইবে তখনই এই চলতি খরচা করা হইবে এবং যখনই ইচ্ছা

চল্‌তি খরচ এড়ানো যাইতে পারে

সেই জন্য চল্‌তি খরচাই আসল খরচা

করা হইবে তখনই ইহা পরিহার করা যাইবে। প্রতিবারই উৎপাদনের সহিত নিয়মিতভাবে এই খরচা করা হইবে—এবং প্রতিবারই পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা উহা পুরোমাত্রায় উৎসুল করা হইবে—অল্পকাল দীর্ঘকালের পার্থক্যে ইহাতে কোনই তারতম্য ঘটিবে না।

কিন্তু স্থিতিখরচার ক্ষেত্রে এ কথা খাটিবে না। স্থিতি খরচার প্রকৃতিই এইরূপ যে ইহা একবার করিলে বেশ কিছুকালের জন্য আটকাইয়া গেল। উৎপাদনকারী প্রথমেই একসঙ্গে এই খরচাগুলি করে—যথা যন্ত্রপাতির দাম, বাড়ীভাড়া বা লিজের সেলামী; কতিপয় খরচা বরাবর করিয়া চলিবার জন্য প্রতিশ্রুত থাকে। এই স্থিতিখরচাও পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা উঠাইয়া লওয়া হইবে কিন্তু দুই একবৎসরের উৎপাদন হইতে স্থিতিখরচার সমস্তটা উঠাইয়া লওয়া সাধারণতঃ সম্ভব নহে। স্থিতিখরচাকে অনেক বৎসর যাবৎ ছড়াইয়া রাখিয়া প্রতিবৎসর কিছু কিছু করিয়া উসুল করিতে হয়। যে সময়ের মধ্যে এইভাবে ধীরে ধীরে স্থিতিখরচাকে উঠাইয়া লইতে হইবে (পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা) সেই সময়ের মধ্যে ঐ খরচাকে এড়ানো যাইবে না; ঐ খরচা হইয়া গিয়াছে এবং উৎপাদন বন্ধ করিলেও উহা পরিহার করা সম্ভব নহে। চাহিদা যদি খুব কমিয়া গিয়া দাম কমিয়া যায় তাহা হইলেও স্থিরখরচা বন্ধ করা যাইবে না। লোকসানের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য উৎপাদনকারী যে খরচা কমাইয়া দিবে—তাহা স্থিতিখরচার ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। উৎপাদনকারী যে দামের ভিত্তিতে বা প্রত্যাশায় কোনও একটি সামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন করিয়াছিল এবং উহার নিমিত্ত স্থিতিখরচা নির্বাহ করিয়াছিল, প্রকৃত বাজার দাম যদি তাহা অপেক্ষা কমিয়া যায় তাহা হইলে উৎপাদনকারী কি করিবে? অর্থাৎ উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে কিনা? ইহার উত্তর হইল যে বাজার দাম যদি সাময়িকভাবে কমিয়া যায় তাহা হইলে স্থিতিখরচা না পোষাইলেও উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে না। স্থিতিখরচা যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিয়া ঐ খরচা বন্ধ করা সম্ভব নহে। অধিকন্তু, স্থিতিখরচা উসুল হইবে অনেক দিন ধরিয়া, অতএব সাময়িকভাবে দাম যদি এরূপ কমিয়া যায় যাহাতে স্থিতিখরচা উসুল হইতেছে না তাহা হইলেও উৎপাদন চালাইয়া যাওয়া হইবে—যদি অবশ্য দামের দ্বারা চলতি খরচা

স্থিরখরচা এড়ানো সম্ভব নহে

স্থিতিখরচার সমস্তটা না উসুল হইলেও উৎপাদন চলিবে

উসুল হয়। অল্পকালের মধ্যে দাম যদি এরূপ কমিয়া যায় যে চল্‌তি খরচা আদায় হইতেছে কিন্তু স্থিতিখরচার সবটুকু আদায় হইতেছে না তাহা হইলেও উৎপাদনকারীর পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

শুধু যে সম্ভব হইবে তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রে স্থিতিখরচার ন্যায্য অংশ উঠাইতে না পারিলেও, উৎপাদনকারীর পক্ষে উৎপাদন চালাইয়া যাওয়া প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ একাধিক: প্রথমতঃ ভবিষ্যতের আশা। উদ্যোক্তা আশা করে বাজার আবার উঠিবে এবং তখন ছড়াইয়া দেওয়া স্থিতিখরচা আবার উঠাইয়া লওয়া সম্ভব হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কিছুটা স্বাভাবিক আত্মম্ভরিতা। প্রত্যেক কারবারী শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিবে, যাহাতে লোকে বুঝিতে না পারে যে তাহার কারবার অচল-সচলের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিল, পূর্ব হইতেই দুর্বল ছিল। তৃতীয়তঃ, একবার বন্ধ করিয়া দিয়া পুনরায় (বাজার তেজী হইলে) কারবার খোলা অনেক অসুবিধাজনক। ব্যবসায়িক সম্পর্ক বন্ধ করিয়া দিয়া পুনরায় উহা স্থাপন করা খুব অসুবিধাজনক। চতুর্থতঃ, সাময়িকভাবে কারবার বন্ধ করিলে স্থিতিখরচা যখন বন্ধ করা যাইবে না, তখন কারবার বন্ধ করিলে এখনই কোন উপকার হইবে না বলিয়া ব্যবসায়ী মনে করিবে।

এই সকল কারণে, অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন যে অল্প সময়ের মধ্যে স্থিতি-খরচাগুলিকে "যথার্থ খরচা" বলিয়া মনে করা যায় না। তখন চল্‌তি খরচাই হইল যথার্থ খরচা। যথার্থ খরচা কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যায় কেয়ার্ণক্রস্‌ বলেন যে, যে-খরচা এড়াইতে পারা যাইবে তাহাই যথার্থ খরচা—যাহা এড়ানো যাইবে না, উৎপাদন হউক না হউক যাহা চলিতে থাকিবে, তাহা যথার্থ খরচা নহে।* এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার ভাবে বলা যায় যে যে-খরচা যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করে,—যে খরচার উপর যোগান নির্ভর করে—সেই খরচা হইল যথার্থ খরচা। স্থিতিখরচা অল্পকালের মধ্যে এড়ানো যাইবে না—ঐ অল্পকালের মধ্যে স্থিতিখরচা যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করে না, কারণ সাময়িকভাবে স্থিতিখরচা উসুল না হইলেও, পণ্যের যোগান হইতে পারে।

---

*"A cost can only be a cost if it is something which can be avoided"—Cairncross.

কিন্তু যখনই নিছক সাময়িক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা না করিয়া দীর্ঘ সময়ের কথা বিবেচনা করা হইবে তখনই স্থিতিখরচার প্রকৃতি ভিন্ন রূপ লইবে। সাময়িকভাবে যাহা সম্ভব, দীর্ঘতর সময়ে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং স্থিতিখরচা না উঠিলেও দীর্ঘকাল ধরিয়া জিনিষের যোগান চলিতেছে এরূপ হইতে পারে না। দাম যদি এরূপস্তরে নামিয়া যায় যেখানে শুধু চল্‌তি খরচাই উসুল হইতেছে, স্থিতি খরচা উসুল হয় না, হইলেও সামান্ত অংশ মাত্র হয় এবং ঐরূপ কম্‌তি দামই দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে এক সময়ে আসিতে বাধ্য যখন যোগান হ্রাস পাইবে। দীর্ঘতর সময়ের মধ্যে—অর্থাৎ কিছুটা দীর্ঘতর কাল শেষ হইবার পরে—স্থিতি খরচাও পরিহারযোগ্য খরচায় পরিণত হইবে। তখনও বাজার মন্দা চলিতে থাকিলে এবং চল্‌তি খরচার সহিত স্থিতিখরচা উসুল হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে স্থিতিখরচার জন্য ব্যয় করা হইবে না; স্থিতিখরচার ব্যয় করা না হইলে সামগ্রী উৎপাদন করা হইবে না এবং যোগান হইবে না। অতএব বর্তমানে স্থিতিখরচা এড়ানো না গেলেও ভবিষ্যতে এড়ানো যাইবে। যখনই ঐ খরচা এড়ানো যাইবে তখনই যোগানের উপর উহার পূর্ণ প্রতিক্রিয়া ঘটিবে। ঐ খরচা নির্বাহ করিলে যোগান হইবে, ঐ খরচা পরিহার করিলে যোগান হইবে না।

দীর্ঘতর সময়ে স্থিতি-খরচা পরিহারযোগ্য, সুতরাং আসল খরচা

কিন্তু দীর্ঘতর কালে কি করিয়া এই খরচা পরিহার করা যাইবে? ইহার উত্তর অত্যন্ত সরল। দীর্ঘতর কালেও যদি স্থিতি খরচা উসুল না হয় তাহা হইলে উৎপাদনকারী তাহার পণ্য উৎপাদনের বহর (scale of production) কমাইয়া দিবে; যন্ত্রপাতির আয়ু ফুরাইলে, যে সকল যন্ত্রপাতি বাড়তি হইবে তাহা পুনরায় বসানো হইবে না, উচ্চ বেতনের কর্মচারী অবসর গ্রহণ করিলে (বা চুক্তি ফুরাইলে) সে পদ খালি রাখা হইবে, বাড়তি জায়গা-জমির লীজ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, সম্পত্তির মূল্যায়ণ (valuation of assets) কমাইয়া বীমার প্রিমিয়াম কমানো হইবে। এমন কি, উৎপাদনের বহর কমাইবার জন্য কারখানায় যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম বিক্রয় করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যতে স্থিতি খরচা একেবারে পরিহার করাও যাইবে (কারবার বন্ধ করিয়া দিয়া), কমানো বাড়ানোও যাইবে (কারবারের বহর

কমাইয়া)।* অতএব দীর্ঘতর সময়ে, চলতি খরচার সহিত স্থিতিখরচাও অর্থাৎ মোট খরচা, যদি না উঠে তাহা হইলে যোগান কমিয়া যাইবে। যতক্ষণ মোট খরচা পোষায় এরূপভাবে দাম পুনরায় না উঠিবে ততক্ষণ যোগান কমিতে থাকিবে; অতএব দীর্ঘতর সময়ের দিক হইতে, দামের দ্বারা মোট খরচা উসুল হইতেই হইবে।

সমভঙ্গ ও কারবার বন্ধ-বিন্দু (Break-even and shut down points).

ঠিক যে বিন্দুতে সামগ্রীর দাম, উহার গড় উৎপাদন খরচা এবং প্রান্তিক উৎপাদন খরচা সমান হয় ঠিক সেই বিন্দুতে যত পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হইতেছে তত পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিয়া ও বিক্রয় করিয়া কারবারী তাহার নিয়মিত মুনাফা সমেত মোট খরচা (স্থিতি ও চলতি উভয় প্রকার খরচাই) উঠাইয়া লয়। উহাই দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম। কিন্তু বাজার দাম যে ঐ বিন্দুতেই থাকিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যে দামে উৎপাদনকারীর স্থিতি খরচা ও চলতি খরচা উঠিয়া আসিতেছে নানাবিধ কারণেই উহা অপেক্ষা বাজার দাম কমিয়া যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রান্তিক খরচার সহিত বাজার দামের সমতা হইতে পারে বটে, কিন্তু গড় খরচার সহিত বাজার দামের সমতা হইবে না। ইহার তাৎপর্য ৪৪ নং রেখাচিত্রে দেখানো হইতেছে।

মোট খরচা উঠাইতে পারা যাইতেছে না এইরূপ ভাবে বাজার দাম কমিয়া যাইতে পারে

ঐ রেখাচিত্রে বাজার দামকে OP (৬ টাকা) ধরা হইয়াছে। উদ্যোক্তার প্রান্তিক খরচ A বিন্দুতে বাজার দামের সহিত সমান হইয়াছে। লক্ষ্য

---

* বস্তুতঃ পক্ষে যখন দীর্ঘসময় বিবেচনা করা হয় তখন চলতি খরচা (prime cost) এবং স্থিতিখরচা (supplementary cost)এর মধ্যে পার্থক্য তিরোহিত হইতে থাকে। যতই দীর্ঘ সময় বিবেচনা করিব ততই স্থিতিখরচাগুলি চলতি খরচার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে। সেইজন্য দীর্ঘকালের মধ্যে চলতি খরচার ন্যায় স্থিতিখরচাগুলিরও সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়। ["Total fixed cost can vary to a considerable extent over long periods, whereas in the short run its amount is absolutely fixed. In other words, the longer the period under consideration, the fewer costs are fixed and the more costs become variable."—Stonier & Hague, "A Text Book of Economic Theory," P 116]

করিলে দেখা যাইবে MC (প্রান্তিক) খরচা বক্ররেখাটি AVC (গড় চলতি খরচা) বক্ররেখাটি অপেক্ষা উঁচু; অর্থাৎ MC হইল AVC অপেক্ষা বেশী। দাম যদি MC-র সমান হয় তাহা হইলে উৎপাদক তাহার চলতি খরচা উঠাইয়াও আরও একটু বেশী পাইতেছে, স্থিতি খরচার কিছুটা উসুল করিয়াও কারবার চালাইতেছে; অল্পকালে (short run) ইহা সম্ভব। ধরা যাক বাজার দাম আরও কমিয়া OP^1 তে (৩ টাকা) নামিল, এক্ষেত্রে B^1 বিন্দুতে বাজার দামের সহিত MC (প্রান্তিক উৎপাদন খরচা) সমান হইতেছে। এখানেও MC হইল AVC অপেক্ষা বেশী যদিও OP দামে MC এবং AVC-র মধ্যে যে ফাঁক ছিল তাহা এখন কমিয়া গিয়াছে। কমিয়া গেলেও একটুখানি ফাঁক আছে বলিয়া এখানেও চলতি খরচার উপরেও স্থিতি খরচার সামান্য একটু অংশ পাওয়া যাইতেছে। কারবারী এক্ষেত্রেও ভবিষ্যতের আশায় কিছুকাল কারবার চালাইয়া যাইবে। কিন্তু বাজার দাম যদি OP^2-তে (১.৫০ টাকা) কমিয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ঐ দাম প্রান্তিক খরচা অপেক্ষা তো কম বটেই, উহা গড় চলতি খরচা অপেক্ষাও কম। বক্ররেখা AVC অনুভূমিক রেখা P^2 অপেক্ষা বেশী। এক্ষেত্রে স্থিতি খরচা (যথা ঘরভাড়া, যন্ত্রপাতির দাম ইত্যাদি) তো কিছু মাত্র উঠিতেছে না, এমন কি বৈদ্যুতিক শক্তি বাবদ খরচা, কাঁচা মালের দাম, দৈনিক শ্রমিকের মজুরি, এইরূপ চলতি খরচাও উঠিতেছে না। এইরূপ ক্ষেত্রে কারবারী আর সুদিনের আশায় বসিয়া থাকিতে পারিবে না। তাহাকে শিল্প হইতে বিদায় লইতে হইবে। ইহা হইল তাহার কারবার বন্ধের বিন্দু (পাঠক পাঠিকা হিসাব করুন ২ একক উৎপাদন করিলে তাহার MC কত এবং P^2 দামে ২য় একবটি বিক্রয় করিয়া তাহার কত টাকা লোকসান হইতেছে)। বস্তুতঃ পক্ষে ২ টাকার কম যে কোন দামেই কারবারীর Shut down point আসিয়া যাইবে।

Shut down point = যে দামে স্থিতিখরচার বিন্দু মাত্রও নহে চলতি খরচাও পুরা উসুল হইতেছে না

দাম যদি আবার ২টাকা অপেক্ষা বাড়িতে থাকে তাহা হইলে যে বিন্দুতে P = MC হইবে, সেই বিন্দুতে MC হইবে AVC অপেক্ষা বেশী (MC > AVC) চলতি খরচা উঠিয়াও স্থিতি খরচার একটু উঠিবে। একটু উঠিলেও কিন্তু স্থিতি খরচার পুরাপুরি না উঠিলে নিয়মিত মুনাফা পাওয়া যাইবে না, এবং ফার্ম এর ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে না। ঐ ভারসাম্য সৃষ্টি হইতে পারে একমাত্র P^3 তে।

১০টাকা দামে P=MC=AC; ঐ দামে স্থিতি খরচা ও চলতি খরচা উভয়ই পুরাপুরি উঠিয়া আসিতেছে। লোকসানতো নাই-ই, সব খরচ উঠিয়া নিয়মিত মুনাফা উঠিয়া আসিতেছে। ইহাকে সমভঙ্গ বিন্দু (Break even point) বলা হইয়াছে। দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে দামকে এই সমভঙ্গ বিন্দুতে আসিতেই হইবে। কিন্তু এই বিন্দুর পরেও যদি দাম বাড়িয়া যায়' তাহা হইলে উদ্যোক্তার বাড়তি মুনাফা থাকিবে। ধরা যাক দাম P^4 (১৪ টাকা হইয়াছে)! এক্ষেত্রে দাম প্রান্তিক খরচার সমান হইয়াছে কিন্তু ঐ প্রান্তিক খরচা (১৪ টাকা) গড় খরচা (১০.৫০ টাকা) অপেক্ষা বেশী। ১১ টি একক (Break even point-এ উৎপাদনের পরিমাণ) উৎপাদিত হইবার পর আরও ২টি একক উৎপাদিত হইবে এবং ইহাদের প্রতিটি এককে বাড়তি লাভ থাকিবে ৩.৫০ টাকা।

Break even point—স্থিতি খরচা ও চলতি টায়টোয়ে উঠিয়া আসিতেছে

প্রতিযোগিতা-ভারসাম্য ও ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধি—Competitive Equilibrium and Increasing Returns.

কোন সামগ্রীর উৎপাদনে যদি "ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম" (Law of Increasing Returns) ক্রিয়া করে তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে উৎপাদন খরচা কমিবে। যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সর্বাপেক্ষা দক্ষ তাহার প্রান্তিক উৎপাদন খরচা হইবে সর্বাপেক্ষা কম এবং সেই অনুপাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে যাহার দক্ষতা যত কম তাহার উৎপাদন খরচা তত বেশী। এক্ষেত্রে সমস্যা হইল, কোন্ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচার দ্বারা সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটির দাম নির্ধারিত হইবে? সব থেকে বেশী দক্ষ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচার দ্বারা যদি দাম নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান-গুলিকে কারবার গুটাইয়া লইতে হইবে এবং তখন যাহা উদ্ভব হইবে তাহা হইল একচেটিয়া কারবার; উহা এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আবার সর্বাপেক্ষা অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচার দ্বারা দাম নির্ধারিত হইতে পারে না কারণ সেক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান যতই অদক্ষ হউক সামগ্রী বিক্রয়ের দ্বারা সে তাহার উৎপাদন খরচা তুলিয়া লইতে পারিবে এবং কোন কারবারকে কোন দিনই দক্ষতাহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না; কিন্তু ঐরূপ ঘটা অস্বাভাবিক, বহু প্রতিষ্ঠানই থাকিবে যাহারা দক্ষ প্রতিষ্ঠানের সহিত তাল রাখিতে না পারিয়া প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতে থাকিবে।

ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির আওতায় দামনিরূপণের এই সমস্যা সমাধানের জন্য মার্শাল "প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান" (Representative firm) এর ধারণা প্রবর্তন করিয়াছেন। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হইল কোন একটি শিল্পের মধ্যে সাধারণ সুযোগ সুবিধা পায় এরূপ প্রতিনিধি স্থানীয় একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান ; ইহা অত্যধিক মাত্রায় সাফল্য অর্জনও করে না আবার অসাফল্যের দ্বারাও বিপদ্‌গ্রস্ত নহে। মার্শালের ধারণানুযায়ী প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হইল সেই প্রতিষ্ঠান "যাহা মোটামুটি দীর্ঘকাল স্থায়ী আছে এবং মোটামুটি সাফল্য অর্জন করিয়াছে, যাহা সাধারণ দক্ষতার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট মোট উৎপাদন হইতে উদ্ভূত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সুবিধাগুলি যাহা সাধারণতঃ পাইয়া থাকে"। ["which has a fairly long life and fair success, which is managed with normal ability and which has normal access to the economies, external and enternal, which belong to the aggregate volume of production"—Marshall] এইরূপ প্রতিনিধি স্থানীয় কারবারের যাহা প্রান্তিক উৎপাদন খরচা, দাম হইবে তাহারই সমান।

প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান

আধুনিক অর্থনীতিবিদদিগের অনেকেই এইরূপ প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ধারণার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। মার্শাল কর্তৃক প্রদত্ত তত্ত্বের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যেও প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য (competitive equilibrium) উপস্থিত হইতে পারে—অর্থাৎ সমগ্র শিল্পটি একটি ভারসাম্যের অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে (নিয়মিত মুনাফার ভিত্তিতে নিয়মিত উৎপাদন হইতেছে) অথচ একই জিনিষ উৎপাদন করে এরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতেছে। কিন্তু ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে এইরূপ প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়াই অনেকে মনে করেন। ইঁহারা বলেন, ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা ক্রমিক খরচা হ্রাস পাইলে একচেটিয়া কারবারই হইবে উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। প্রতিনিধি মূলক প্রতিষ্ঠানটি কোন্ দিক্ হইতে প্রতিনিধিমূলক—কারখানার আয়তনের দিক্ হইতে না উৎপাদন কৌশলের দিক হইতে, না কারবার সংগঠনের দিক হইতে,—তাহাও বলা নাই। অধিকন্তু এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে একটি মাঝামাঝি রকমের প্রতিষ্ঠান বলা হইয়াছে. আবার উহা দীর্ঘকালীন বিবেচনাতে মুনাফা অর্জন

করে ইহাও ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে মাঝামাঝি রকমের নহে, এরূপ প্রতিষ্ঠানও (অর্থাৎ কম দক্ষ) দীর্ঘকাল ধরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইহা কিভাবে সম্ভব হইবে ? কারণ এইরূপ প্রতিষ্ঠান লোকসান খাইতে পারে অথচ দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকসান খাইয়া চলা সম্ভব নহে। কিন্তু এইসব বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও মার্শালের ধারণাটি যে কিছুটা কার্যকরী ইহা স্বীকার করিতে হইবে। মার্শালের মূল বক্তব্য ছিল যে ব্যবসায় জগতে ক্রমাগত ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে—উহার মধ্য হইতে স্থায়ী প্রবণতা দেখাইতে পারে এরূপ প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করা যায়।

আসলে হ্রাসমান খরচা যে কারণে হইয়া থাকে, উৎপাদন বাড়াইতে থাকিলে নির্দিষ্ট সীমার পর সেই কারণ তিরোহিত হয়। তখন ব্যয় সঙ্কোচ (economies) না ঘটিয়া ব্যয়াধিক্য (dis-economies) ঘটিতে থাকে। সুতরাং খরচা হ্রাসের একটি সীমা আছে। যে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যাইবে, কোন কোন উৎপাদনকারী হয়তো সেই সীমায় পৌঁছাইয়াছে এবং কেহ কেহ সেই সীমায় পৌঁছায় নাই। যাহারা পৌঁছায় নাই তাহাদের খরচা তখনও অপেক্ষাকৃত বেশী ; ইহাদেরও উৎপাদন যদি সমাজের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে দাম ইহাদের উৎপাদন খরচার সমান হইবে। অর্থাৎ খরচার রেখা ইউ আকৃতির (U-shaped) বলিয়াই শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য সৃষ্টি হইতে পারে। অন্যথায় খরচা যদি অবিরত কমিতেই থাকে তাহা হইলে উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইবে একচেটিয়া কারবার। তবে অনেক কিছু নির্ভর করে চাহিদার উপর। একদিকে যেরূপ উৎপাদন খরচা কমে অপরদিকে যদি চাহিদাও বাড়ে তাহা হইলে উৎপাদন খরচা ক্রমাগত কমিলেও একাধিক উৎপাদনকারী ঐ কারবারে থাকিতে পারিবে—অর্থাৎ একাধিক কারবারী একই সামগ্রী লইয়া একই বাজারে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিবে। প্রত্যেকেরই উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত উৎপাদন খরচা কমিতেছে—কিন্তু সকলেরই একই ভাবে কমিবে এবং কমিয়া সমান হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। প্রত্যেকের উৎপাদন খরচা কমিলেও বিভিন্ন উৎপাদনকারীর দক্ষতা অনুযায়ী উৎপাদন খরচার পার্থক্য থাকিবে। চাহিদা যদি এরূপ হয় যে উহাদের সকলের উৎপাদনই বিক্রয় হইয়া যাইবে—(অর্থাৎ চাহিদা যদি খুব elastic, সঙ্কোচ প্রসারক্ষম, হয় যাহাতে উৎপাদন বাড়াইলে উৎপাদন খরচা কমিবে এবং কম দামে বিক্রয় হইবে, কম দামে বিক্রয় হইলে

চাহিদা খুব বাড়িয়া যাইবে)—তাহা হইলে দক্ষ অদক্ষ অনেকেই ঐ কারবারে থাকিতে পারিবে (উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম কাজ করা সত্ত্বেও)। সেক্ষেত্রে "দাম" সব থেকে কম দক্ষ উৎপাদনকারীর উৎপাদন খরচার সমান হইবে। তবে ইহা অল্পকালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

Questions & Hints

1. Elasticity, whether of demand or of supply makes for stability of prises." Discuss the statement. [পৃষ্ঠা ২৮৪-৮৫]

2. Consider the following three types of an industry supply curve : (a) horizontal (b) rising (c) vertical. How will the price and quantity change if there is an increase in demand ? (B. A. P. II 1965) [পৃষ্ঠা ২৯২-৯৬]

3. What is the equilibrium condition of a firm seeking maximum profits ? What are the further conditions if the firm is a perfect competitor ? (B. A. P I O. R. 1966) [পৃষ্ঠা ২৯৮-৩০০]

4. Discuss the relation between marginal cost, average cost and price (B. Com P I 1962) Discuss the relation between price, marginal cost and average cost in a perfectly competitive market both in the short and in the long run. (B. Com. P. I 1965) [পৃষ্ঠা ৩০০-৩০৪]

5. Explain the assumptions of perfect competition and show why marginal cost will equal price under perfect competition. (B. Com. P. I 1964) [পৃষ্ঠা ২৭৫-৭৭ ; ২৯৯-৩০০]

6. Discuss the conditions under which an industry can reach equilibrium ? Can an industry reach equilibrium in the short run ? [পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৯]

7. What do you mean by opportunity cost ? "In a situation of disequilibrium, prices do not fully reflect opportunity costs." Explain the statement. (B. A. Part I 1963) [পৃষ্ঠা ৩১২-১৫]

8. What do you understand by the term "cost of production ?" Distinguish between prime cost and supple-

mentary cost and examine the bearing of this distinction on the theory of value. (B. Com P I 1963)

[Cost of production : পৃষ্ঠা ২৫১ ; ২৫৩ Prime & Supplementary cost vis-a-vis value determination পৃষ্ঠা ৩১৫-২০]

9. What are overhead costs ? Is it correct to say that such costs are true costs only in the long run ? (B. A. 2yr 1959) [পৃষ্ঠা ২৫৩ ; ৩১৫-২০]

10. Explain the concepts (a) shut down point and (b) break-even point How are they related to an industry supply curve ? (B. A. Part I 1965) [পৃষ্ঠা ৩১৯-২২]

11. Discuss the problem of competitive prices under increasing returns ? (P I, 1965) [পৃষ্ঠা ৩২২-২৫]

12. Define briefly average total cost; average variable cost and marginal cost.

Prepare a table of average variable cost, marginal cost, and average total cost, if fixed costs were Rs 100 and average variable costs were constant at Rs 10/ per unit of output and give a graphical analysis. (B. A. Part I 1966) [পৃষ্ঠা ২৫৪-৫৬]

Units	F. C.	T. V. C	A. V. C.	T. C.	A. T. C.	M.C
1	100	10	10	110	110	—
2	100	20	10	120	60	10
3	100	30	10	130	$43\frac{1}{3}$	10
4	100	40	10	140	35	10
5	100	50	10	150	30	10
6	100	60	10	160	$26\frac{2}{3}$	10
7	100	70	10	170	$24\frac{2}{7}$	10
8	100	80	10	180	$23\frac{1}{2}$	10
9	100	90	10	190	$21\frac{1}{9}$	10
10	100	100	10	200	20	10

13. "If there is free competitive entry of new firms, price must fall to the level of minimum average costs." Show why price cannot in the long run be lower or higher than this equilibrium level. (B. A. P. I 1966) [পৃষ্ঠা ৩০০-৩০৫]

14. Discuss the importance of the element of time in the theory of value. (B. A. Part I 1964) [পৃষ্ঠা ২৮৫-৯১]

দশম অধ্যায়

প্রতিযোগিতা ঃ পরস্পর নির্ভরশীল দাম

Competition : Inter-relation of Prices

মিশ্র যোগান—Composite Supply

যখন একই অভাব বিভিন্ন বস্তুর দ্বারা পূরণ করিতে পারা যায় তখন ঐ বিভিন্ন বস্তুর যোগানকে একসঙ্গে মিশ্র যোগান বলা হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুর প্রত্যেকটির দ্বারা একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। স্পষ্টই বুঝা যায়, এই বিভিন্ন বস্তুগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগী—ইহারা নিজেদের মধ্যে বদল সামগ্রী (substitutes)। দুইটি সামগ্রীর মধ্যে একটি যখন অপরটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে তখন ইহাদের প্রত্যেকটি হইল পরস্পরের বদল দ্রব্য (substitutes) বদল যথা দুধ ও হরলিকস্ অথবা চা ও কফি, গুড় ও চিনি, সন্দেশ ও রসগোল্লা ইত্যাদি। এক অর্থে, আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক নাই এরূপ বহু বস্তুই পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগী। আমাদের অভাব অসীম এবং আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং বহুবিধ সামগ্রীই সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতাকে আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু উহাকে মিশ্র যোগান বলা যাইবে না। একই অভাব তৃপ্তির জন্য যে বিভিন্ন বস্তুর যোগান হইতে পারে তাহাই মিশ্র যোগান।

বিভিন্ন বস্তুর দ্বারা একই অভাব তৃপ্তি

এই মিশ্র যোগানের (অর্থাৎ প্রতিযোগী) সামগ্রীগুলির দামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। একটি সামগ্রী কি দামে বিক্রয় হইতে পারে তাহা শুধু উহার নিজস্ব উৎপাদন খরচা এবং প্রয়োজনীয়তার উপরেই নির্ভর করিবে না। উহা অপর (প্রতিযোগী) বস্তুর উৎপাদন খরচা এবং ঐ প্রতিযোগী বস্তুটি এই প্রয়োজন কতখানি মিটাইতে পারে তাহার উপরেও নির্ভর করিবে। যথা কফি উৎপাদন করিতে কি খরচা পড়ে এবং হাল্কা পানীয়ের অর্থাৎ চা-এর প্রয়োজন কফি কতখানি মিটাইতে পারে, উহার উপরেও চা-এর দাম নির্ভর করিবে। কফির উৎপাদন খরচা যদি বেশ কিছুটা কমিয়া যায় অথচ কফি যদি চা-এর প্রয়োজন মোটামুটি মিটাইতে

চাহিদা একটির উপর হইতে অপরটির উপর চলিয়া যাইতে পারে

পারে তাহা হইলে চা-এর দাম-এর উপর বেশ কিছুটা চাপ পড়িবে; চা-এর দাম কমিবে। অনুরূপভাবে চা-এর দাম পরিবর্তন হইলেও কফির দামে পরিবর্তন হইবে। চা-এর দাম যদি কমে, কফির দাম কমিবে; চা-এর দাম বাড়িলে কফির দাম বাড়িবে। ইহার কারণ হইল লোকে তখন তাহাদের ভোগকার্য্য একটির উপর হইতে অপরটির উপর সরাইয়া দিবে।

শুধু যে ভোগ সামগ্রীর ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য তাহা নহে, উৎপাদক উপাদানগুলির ক্ষেত্রেও মিশ্র যোগানের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। খাঁটি প্রতিযোগিতার মধ্যে উৎপাদক উৎপাদনগুলিও বহু পরিমাণে নিজেদের মধ্যে বদলা (substitutes) বা প্রতিযোগী (competitive) সামগ্রীর ন্যায় অবস্থান করে। যথা, একই কার্য একটি যন্ত্রের দ্বারা হইতে পারে অথবা কয়েকজন শ্রমিকের দ্বারা হইতে পারে। কয়েকজন শ্রমিক অপেক্ষা যদি যন্ত্রের দাম সস্তা হয় তাহা হইলে উৎপাদনকারীগণ উহা যন্ত্রের সাহায্যেই উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হইবে। তখন শ্রমিকের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় শ্রমিকের দাম (অর্থাৎ মজুরী) কমিয়া যাইতে বাধ্য।

উৎপাদক উপাদনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়

কিন্তু একই উদ্দেশ্য পূরণ করিতে পারে এরূপ বিভিন্ন সামগ্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। দুইটি বস্তু নিজেদের মধ্যে কতখানি প্রতিযোগী তাহা এই দুইটি বিষয়ের উপর-নির্ভর করে: (১) একটির প্রয়োজন অপরটি কি পরিমাণে মিটাইতে পারে: যথা দুধের প্রয়োজন ঘোলে মিটিতে পারে কতটা। এই কারণেই চা এবং মদ উভয়েই পানীয় হইলেও মিশ্র যোগানের অন্তর্ভুক্ত নহে। (২) উহাদের ক্রয় কার্যের প্রান্ত কতখানি কাছাকাছি অবস্থিত। একটি গ্রামোফোন এবং একটি সাধারণ রেডিও সেট—ইহাদের ক্রয় কার্যের প্রান্ত নিজের মধ্যে কাছাকাছি অবস্থিত। কিন্তু একটি গ্রামোফোন এবং একটি টেলিভিশন সেট অথবা একটি সাধারণ বাই-সাইকেল এবং একটি মোটর গাড়ী—ইহাদের ক্রয়-কার্যের প্রান্ত কাছাকাছি নহে। অর্থাৎ একটির দাম বাড়িলে অপরটির দাম বাড়িবে না; একটির দাম বাড়িলে অপরটি কিনিতে ছুটা সম্ভব নহে।

দুইটি বস্তু কতখানি পরস্পরের প্রতিযোগী

মিশ্র যোগান ও পার্শ্বিক স্থিতি স্থাপকতা—Composite Supply (Substitutability) and Cross Elasticity

দুইটি সামগ্রী পরস্পরের বদলে ব্যবহারযোগ্য হইলে, একটির দামে পরিবর্তন ঘটিলে অপরটির ক্রয়ে উহার দরুন কতখানি পরিবর্তন ঘটিল তাহার পরিমাপকে পার্শি সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা বলা হইয়া থাকে ; অর্থাৎ একটি বস্তুর দামের পরিবর্তন অপর বস্তুর চাহিদায় কতখানি পরিবর্তন ঘটাইল। ধরা যাক, চা-এর দাম বাড়িল ; উহাতে অনেকেই কফি পান করিতে শুরু করিল, উহাতে কফির চাহিদা বাড়িল। এখানে বিচার্য হইল, চা-এর দাম কতখানি বাড়িবার দরুন কফির চাহিদা কতখানি বাড়িল— তখনকার মতন কফির দাম অপরিবর্তিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে। অতএব দুইটি সামগ্রীর মধ্যে চাহিদার পার্শি সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা হইল :

একটি দামের পরিবর্তন অপরটির চাহিদায় কতখানি পরিবর্তন ঘটাইল

$$\frac{\text{কফি-র ক্রয়ে আনুপাতিক পরিবর্তন}}{\text{চা-এর দামের আনুপাতিক পরিবর্তন}}$$

এক্ষেত্রে চা-এর দাম বৃদ্ধি কফির ক্রয় বৃদ্ধি ঘটাইবে এবং চা-এর দাম হ্রাস কফির ক্রয়ে হ্রাস ঘটাইবে ; একটির দামে এবং অপরটির চাহিদায় পরিবর্তন একই দিকে হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে পার্শি সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার পরিমাপ হইল ধনাত্মক (positive)।

মিশ্র চাহিদা—Composite Demand.

যখন একই বস্তু বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন মিটাইতে ব্যবহৃত হইতে পারে তখন সেই বস্তুর চাহিদাকে মিশ্র চাহিদা বলা হইয়া থাকে। বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য ইহাকে টানাটানি করা হয়, সেই জন্য এক কাজে ইহার ব্যবহার অপর কাজে ব্যবহারের প্রতিদ্বন্দ্বী। এক কাজে যদি ইহাকে ব্যবহার করা না হইত তাহা হইলে অপর কাজে ইহাকে বেশী করিয়া ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইতে পারিত। এইরূপ বস্তুর বিভিন্ন চাহিদা পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী—ইহাদিগকে **প্রতিদ্বন্দ্বী চাহিদার** (rival demand goods) সামগ্রীও বলা যায়। যথা চিনি আমরা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করিতে পারি ; উহা চায়ের সহিত খাইতে পারি, দুধের সহিত খাইতে পারি, সরবৎ করিয়া খাইতে পারি, ছানার সহিত মিশাইয়া সন্দেশ করিয়া খাইতে পারি। এইরূপ বস্তুর

একটি বস্তু বিভিন্ন কাজে বা বিভিন্ন উৎপাদনে ব্যবহৃত

দৃষ্টান্ত আছে অনেক—ভোগ সামগ্রীর ক্ষেত্রে, আবার উৎপাদক সামগ্রীর ক্ষেত্রেও। যখন উৎপাদক সামগ্রীর কথা বিবেচনা করা হয় তখন দেখা যায় যে একটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি উহাকে বেশী করিয়া ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে অপর কোন ক্ষেত্রে বা অপরাপর সকল ক্ষেত্রেই উৎপাদনের খরচা বাড়িয়া যায়। যথা দুধের দ্বারা যদি বেশী করিয়া দই তৈয়ারী করা হয় তাহা হইলে, রসগোল্লা, সন্দেশ, রাবড়ি প্রভৃতি দুগ্ধজাত বস্তুর উৎপাদন খরচা বাড়িয়া যাইবে। ইহাদিগকে সেই কারণে **প্রতিযোগী খরচার সামগ্রীও** বলা হইয়া থাকে (competing cost goods)।

সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা বা উৎপাদন ক্ষমতানুযায়ী বিভিন্ন কার্যের মধ্যে বণ্টন

ইহাদের দাম নিরূপণের ক্ষেত্রে নূতন কিছু তত্ত্ব কাজ করে না। সর্বপ্রকার কাজে ব্যবহারের মোট চাহিদার সহিত মোট যোগানের অস্থায়ী ভারসাম্যে বাজার দাম নিরূপিত হয় এবং নিয়মিত দাম নিরূপিত হয় উৎপাদন খরচার দ্বারা। কিন্তু ইহাদের বাজারে স্থিরীকৃত দাম অনুযায়ী, বিভিন্ন বিকল্প ব্যবহারে উহাদিগকে কতখানি প্রয়োগ করা হইবে তাহা ভোগকারী (consumer) স্থির করে। যে নীতি অনুযায়ী ইহা স্থির করা হয় তাহাকে বলে "সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার নিয়ম" (law of equimarginal utility)।* বস্তুটি উৎপাদক বস্তু হিসাবে ব্যবহার করিলে, বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে উহা প্রয়োগ করা হইবে, সম-প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী (equimarginal productivity)।

সংযুক্ত চাহিদা—Joint Demand.

যেগুলি একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়

একটি বস্তুর যথাযথ ভোগ বা ব্যবহারের জন্য যখন অপর কোন বস্তুর ব্যবহার প্রয়োজন হয় তখন ঐ দুইটি বস্তুকে পরস্পরের সহায়ক বা অনুপূরক সামগ্রী (complementary goods) বলা হয়; যথা চায়ের জন্য চিনির প্রয়োজন, পাঁউরুটির জন্য মাখনের প্রয়োজন বা মটরের জন্য পেট্রোলের প্রয়োজন। এইরূপ অনুপূরক সামগ্রীগুলি একই সঙ্গে ব্যবহার করা হয় বলিয়া ইহাদের চাহিদা হইল সংযুক্ত চাহিদা (joint demand)। ইহারা হইল সেইরূপ সামগ্রী

---

* সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যার জন্য ৪৩ পৃষ্ঠায় "প্রান্ত" সম্পর্কিত ধারণার আলোচনা এবং ৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"যেগুলি কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।" (ফেয়ারচাইল্ড)।

এইরূপ সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে একটি বস্তুর চাহিদা ও দামের পরিবর্তনের সহিত অপর বস্তুর চাহিদা ও দামের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে। একটি বস্তুর যদি দামের পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে অপর বস্তুটিরও দামের পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। প্রথম বস্তুটির যদি কোন কারণে দাম বৃদ্ধি পায় (যথা উৎপাদন খরচা বাড়িয়াছে) তাহা হইলে উহার চাহিদা হ্রাস পাইবে; উহার চাহিদা হ্রাস পাইলে দ্বিতীয় বস্তুটিরও চাহিদা হ্রাস পাইয়া দাম কমিবে। যথা চা-এর **উৎপাদন খরচা বৃদ্ধির দরুন** যদি চা-এর দাম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উহার চাহিদাও হ্রাস পাইবে; সেক্ষেত্রে চিনিরও চাহিদা কমিবে এবং চিনির দাম কমিবে। কিন্তু চা-এর দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিলেই যে চিনির দাম হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ চা-এর **চাহিদা বৃদ্ধির দরুন** যদি দাম বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে চিনিরও চাহিদা এবং দাম বাড়িবে। অতএব, উৎপাদন খরচা বৃদ্ধির দরুন যদি চা-এর দাম বাড়ে (দাম বাড়িলে চা-এর চাহিদা কমিবে) * তাহা হইলে চিনির দাম কমিবে; কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধির দরুন যদি চা-এর দাম বাড়ে (দাম বৃদ্ধি হইল চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষণ)* তাহা হইলে চিনির দামও বাড়িবে। বিপরীত ক্ষেত্রে ঠিক ইহার বিপরীত ফলাফল ঘটিবে; যথা,

চা-এর উৎপাদন খরচা হ্রাস—দাম হ্রাস—চাহিদা বৃদ্ধি = চিনির দাম বৃদ্ধি

চা-এর চাহিদা হ্রাস—দাম হ্রাস—চিনির চাহিদা হ্রাস = চিনির দাম হ্রাস

সুতরাং দুইটি সংযুক্ত সামগ্রীর দামের সম্পর্ক কখন কিরূপ হইবে তাহার সঠিক ধারণা করিতে হইলে, সর্বদাই চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। চায়ের চাহিদা যেদিকে যাইবে চিনিরও চাহিদা সেদিকে যাইবে এবং তদনুযায়ী চিনির দাম স্থির হইবে।

এস্থলে লক্ষ্য করা প্রয়োজন, একটি সামগ্রী একাধিক বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে—যথা চিনি ব্যবহৃত হইতে পারে চায়ের সহিত, দুধের সহিত, বা ছানার সহিত। এস্থলে চিনি ও চা, চিনি ও ছানা—এইরূপ সহায়ক সামগ্রীর

---

* দাম বৃদ্ধি চাহিদা হ্রাসের কারণ রূপে দেখা দিতে পারে, আবার চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষণ রূপেও দেখা দিতে পারে। কিরূপে উহা দেখা দিল তাহার উপর অনুপূরক-দ্রব্যের দাম নির্ভর করিবে।

অস্তিত্ব ঘটে। কিন্তু উপরে সহায়ক সামগ্রীর দামের যে সম্পর্ক আলোচিত হইল, তাহাতে আরও একটি বিবেচনা প্রয়োজন। একটি সামগ্রীর দাম পরিবর্তন হইলে অপর সামগ্রীটির দামে কিরূপ পরিবর্তন ঘটিবে তাহা নির্ভর করিবে, অর্ন্তিত্ব সামগ্রীর তুলনায় ঐ বিশেষ সামগ্রীটির সহিত অপর সামগ্রীটি কি পরিমাণে সহায়ক। যথা উপরোক্ত যুক্তিতে (উৎপাদন খরচা বৃদ্ধির দরুন) চায়ের দাম বৃদ্ধি পাইলে, উহার দরুন চিনির দাম হ্রাস পাইবে; কিন্তু চায়ের দাম বৃদ্ধির দরুন চিনির দাম কত পরিমাণ হ্রাস পাইবে তাহা নির্ভর করিবে চিনির মোট চাহিদার মধ্যে কতখানি চা-এর দরুন হয় এবং কতখানি চা ব্যতীত অপর সামগ্রীর (যথা, দুগ্ধ ও ছানার) জন্য হয় তাহার উপর।

এই হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে ব্যবহারের অনুপাতের উপর

সংযুক্ত চাহিদা সামগ্রীর দাম নিরূপণ—এইরূপ সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে মূল্য নিরূপণে কিছুটা সমস্যার উদ্ভব ঘটে। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপ ভাবে মূল্য এক দিকে প্রান্তিক খরচা ও অপর দিকে প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নির্ধারিত হয়, সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রেও সেইরূপভাবে মূল্য প্রান্তিক খরচা ও প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নির্ধারিত হওয়াই স্বাভাবিক।

সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দুইটি সামগ্রীর উৎপাদন হয় পৃথক ভাবে, উহাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ভিন্ন। সুতরাং একটি সামগ্রীর প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচার পৃথক্ হিসাব যে কোন সাধারণ সামগ্রীর ন্যায়ই করিতে পারা যায়। সমস্যা হইল প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার পরিমাপের ক্ষেত্রে। চিনি ও চা একত্রিতভাবে ব্যবহৃত হইলে চা নামক পানীয়ের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহা হিসাব করা সহজ সাধ্য। কিন্তু চা-পাতা অথবা চা-ভিজানো জল একদিকে ও চিনি একদিকে, ইহাদের পৃথক্ হিসাব করিবার কাজে কিছুটা জটিলতা আছে। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদ্‌গণ প্রান্তিক-প্রয়োজনীয়তার হিসাব প্রণয়নের একটি উপায় নির্ধারণ করেন। উপায়টি হইল, সংযুক্ত চাহিদার দুইটি সামগ্রীর একটির ব্যবহার অপরিবর্তিত রাখিয়া অপরটির ব্যবহার পরিবর্তন করা; এইরূপ করিলে অপর সামগ্রীটির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা পরিমাপ করা সম্ভব হইবে। একত্রিতভাবে ব্যবহৃত দুইটি সামগ্রীর মধ্যে একটিকে অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি অপরটিকে বৃদ্ধি করা হয় অথবা হ্রাস করা হয় তাহা হইলে মোট প্রয়োজনীয়তা যে পরিমাণে

পরিমাণ পরিবর্তনের দ্বারা প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা বাহির করিতে হইবে

যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাহা হইল ঐ পরিবর্তিত সামগ্রীটির "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা"। ধরা যাউক, একজন লোক চিনি ব্যতিরেকেই এক কাপ চা তৈয়ারী করিয়া এক চুমুক পান করিল ; চা এক্ষণে তাহার নিকট অত্যন্ত বিস্বাদ লাগিল। সুতরাং সে ঐ চা-এর কাপে এক চামচ চিনি মিশাইতে ইচ্ছুক হইল। এই এক চামচ চিনির জন্য লোকটি যতখানি দাম দিতে প্রস্তুত তাহা হইবে চিনির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা। অথবা ধরুন, আমি একখণ্ড শুকনা পাউরুটির টুক্‌রা খাইতেছি কিন্তু খাইতে মোটেই ভালো লাগিতেছে না ; এক্ষণে উহাতে এক আউন্স মাখন মাখাইলে, রুটির টুকরাটি যতটা মুখরোচক হইয়া উঠিবে ততটা হইবে মাখনের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা। আবার চিনি দেওয়া হইয়াছে এরূপ এককাপ চায়ে যদি আরও এক চামচ চিনি যোগ করি অথবা এক আউন্স মাখন মাখানো হইয়াছে এরূপ একখণ্ড পাউরুটিতে আরও এক আউন্স মাখন মাখাই, তাহা হইলে চা পানের তৃপ্তি এবং পাউরুটি খাইবার তৃপ্তি যতখানি বাড়িল তাহা হইবে যথাক্রমে এক একক চিনি ও এক একক মাখনের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা।

শুধু ভোগ সামগ্রীর ক্ষেত্রেই নহে, উৎপাদক সামগ্রীর ক্ষেত্রেও এরূপ সহায়ক সামগ্রীর অস্তিত্ব এবং সংযুক্ত চাহিদার উদ্ভব ঘটে। এরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একটি উৎপাদক উপাদান স্থির রাখিয়া অপর উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তনের দ্বারা উহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (Marginal productivity) হিসাব করা যায়। ভোগসামগ্রীর ক্ষেত্রে যেরূপ প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা, উৎপাদক সামগ্রীর ক্ষেত্রে সেরূপ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা।

সংযুক্ত যোগান (যুক্ত খরচা সামগ্রী)—Joint Supply (Joint cost goods)

একাধিক সামগ্রীর যেরূপ সংযুক্ত চাহিদা থাকে সেইরূপ একাধিক সামগ্রীর ক্ষেত্রে সংযুক্ত যোগানও দেখিতে পাওয়া যায়। একটি সামগ্রী উৎপাদন করিতে গেলে অপর একটি সামগ্রীও যদি অপরিহার্যরূপে উৎপাদিত হইয়া যায় তাহা হইলে এই দুইটি সামগ্রীর একটির উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে অপরটিরও উৎপাদন প্রক্রিয়া নিহিত থাকে, সুতরাং তাহাদের উৎপাদনের খরচাও হয় একত্রিতভাবে। ইহাদের উৎপাদন খরচা একই

সঙ্গে করা হয় বলিয়া, ইহাদিগকে যুক্ত খরচা সামগ্রীরূপেও অভিহিত করা হয় (joint cost goods)। একটি সামগ্রী কত পরিমাণ উৎপাদিত হইবে তাহা স্থির করিয়া উহার সেই পরিমাণ উৎপাদন ঘটাইলে সেই সঙ্গে অপর একটি সামগ্রীও কিছু পরিমাণ উৎপাদিত হইবে, যথা পশম ও মাংস, তুলা ও তুলাবীজ, গ্যাস ও কোক ইত্যাদি। অতএব এইরূপ দুইটি বস্তুর উৎপাদন খরচা ও যোগান একই সঙ্গে ঘটে। এইরূপ দুইটি সামগ্রার একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরটি কম গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে ; সে ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রাটি মুখ্য উৎপাদন এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রাটি গৌণ উৎপাদন বা উপ-উৎপাদন (By product) রূপে গণ্য হইয়া থাকে। যথা, বিচুলির জন্য ধান (মুখ্য) উৎপাদন হয় না, ধান উৎপাদন করিতে গিয়া বিচুলির (গৌণ) উৎপাদন হয়।

একটি উৎপাদন করিলে অপরটিও উৎপাদিত হইবে

সংযুক্ত সামগ্রীর মধ্যে পারস্পরিক দামের সম্পর্ক—সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রীর চাহিদা ও যোগানের সহিত অপর সামগ্রীটির দামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে একটি বস্তুর চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে, অপর বস্তুর দাম হ্রাস পাইবে। ইহার কারণ প্রথম বস্তুটির চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উহার দাম বৃদ্ধি পাইবে, দাম বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদনকারীগণ ইহা বেশী করিয়া উৎপাদন করিবে। কিন্তু ঐ বস্তুটি বেশী করিয়া উৎপাদিত হইলেই দ্বিতীয় বস্তুটির উৎপাদনও বাড়িয়া যাইবে ; এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বস্তুটির দাম কমিয়া যাইবে। কারণ, দ্বিতীয় বস্তুটির চাহিদা বৃদ্ধি পায় নাই, কিন্তু উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে একটির চাহিদা এবং দাম বৃদ্ধির দরুন অপরটির দাম হ্রাস পাইল। যথা ধরা যাক, চাউলের চাহিদা বাড়িবার দরুন চাউলের দাম বাড়িল। চাউলের দাম বাড়িল বলিয়া চাষীরা বেশী করিয়া ধান উৎপাদন করিল। ধান উৎপাদন বাড়াইলে, বিচুলির উৎপাদন বাড়িবে, উহাতে বিচুলির দাম কমিবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, সংযুক্ত যোগানের দুইটি সামগ্রীর মধ্যে একটির চাহিদা হ্রাস পাইলে অপরটির দাম বৃদ্ধি পাইবে। যদি ধানের চাহিদা হ্রাস পায় তাহা হইলে ধান উৎপাদন হইবে কম, সেক্ষেত্রে বিচুলি উৎপাদন হইবে কম, কিন্তু বিচুলির চাহিদা তো হ্রাস পায় নাই, সুতরাং উহার দাম বাড়িবে।

একটির চাহিদা পরিবর্তনে অপরটির দামে পরিবর্তন

কিন্তু ইহা হইল একটি সামগ্রীর চাহিদা পরিবর্তনের দরুন অপর সামগ্রীর দামের উপর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু যুক্ত খরচার দুইটি সামগ্রার মধ্যে দামের সম্পর্ক আর এক দিক হইতে বিশ্লেষণ করা যায়। এইরূপ দুইটি সামগ্রীর স্থিতি খরচা (overhead costs) একই সঙ্গে হইয়া থাকে কিন্তু ইহাদের পৃথক প্রত্যক্ষ বা চল্‌তি খরচা থাকিতে পারে (prime cost)। দুইটি বস্তুর কোন একটির যদি এইরূপ চল্‌তি খরচা বাড়ে তাহা হইলে উহার দামও বাড়িবে। এই চল্‌তি খরচা বৃদ্ধির দরুন যদি একটির দাম বাড়ে তাহা হইলে উহার চাহিদা ও উৎপাদন কমিয়া যাইবে, তখন অপর বস্তুটিরও উৎপাদন কমিয়া দাম বাড়িবে। প্রথম বস্তুটির উৎপাদন খরচা বৃদ্ধির দরুন দাম-বৃদ্ধি দ্বিতীয় বস্তুটির দাম বৃদ্ধি ঘটাইবে। ধরা যাউক, ধান উৎপাদনের খরচা বাড়ে নাই কিন্তু ধান কুটিয়া চাউল বাহির করিবার খরচা বাড়িয়াছে (চাউলের কলগুলি ধান কুটিবার দাম বাড়াইয়াছে); এক্ষেত্রে চাউলের প্রত্যক্ষ বা চল্‌তি খরচা(prime cost) বাড়িয়া উহার দাম বাড়িবে। দাম বাড়িলে চাহিদা কমিবে, চাহিদা কমিলে ধানের উৎপাদন কমিবে, ধানের উৎপাদন কমিলে বিচুলির উৎপাদন কমিয়া বিচুলির দাম বাড়িবে। তবে সংযুক্ত যোগান সামগ্রীর মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বেশীর ভাগ খরচাই (স্থিতি খরচা) একসঙ্গে হইয়া থাকে—সুতরাং একটির উৎপাদন খরচার সহিত অপরটির খরচা জড়িত। অতএব একটির উৎপাদন খরচা বাড়িলে অপরটিরও উৎপাদন খরচা বাড়িবে ; এক্ষেত্রে প্রথমটির যে কারণে দাম বৃদ্ধি পাইবে (উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি) দ্বিতীয়টিরও সেই কারণেই দাম বৃদ্ধি পাইবে। ধরা যাক, হাল, বলদ ও মজুরের দাম বৃদ্ধির জন্য ধানচাষের খরচা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ধানের ও চাউলের দাম বাড়িয়াছে ; এক্ষেত্রে বিচুলিরও খরচা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব বিচুলির দাম বৃদ্ধি পাইবে।

একটির উৎপাদন খরচা বাড়িয়া যদি দাম বাড়ে, অপরটির দাম বৃদ্ধি স্বাভাবিক

সংযুক্ত যোগান সামগ্রার দাম নিরূপণের পদ্ধতি—অন্যান্য সামগ্রার ন্যায় সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রেও, সামগ্রীর দাম নিরূপিত হইবে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের দ্বারা—অর্থাৎ দাম স্থির হইবে সেই ভারসাম্যের বিন্দুতে যেখানে সামগ্রীটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচা ও প্রান্তিক প্রয়োজনীতা সমান হইবে। কিন্তু সংযুক্ত খরচার সামগ্রীর ক্ষেত্রে এই ভারসাম্যের অবস্থান (position of

প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা বাহির করা সহজ

equilibrium) বাহির করিবার বিষয়ে একটি বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে। অবশ্য প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা বাহির করিবার ক্ষেত্রে কোনই অসুবিধা নাই। সামগ্রীগুলি এক সঙ্গে উৎপাদিত হইলেও একসঙ্গে ভোগকরা হইবে না—ইহাদের ব্যবহার হইবে পৃথক্। ধান ও বিচুলি একসঙ্গে উৎপাদিত হইলেও মানুষ চাউল খাইবে, বিচুলি খাইবে না। ব্যবহার বা ভোগ কার্য (consumption) যদি পৃথক ভাবে হয় তাহা হইলে উহাদের প্রত্যেকের পৃথকভাবে প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা (marginal utility) বাহির করা সহজ সাধ্য।

কিন্তু এইরূপ সামগ্রী স্বতন্ত্র ভাবে উৎপাদিত হইতে পারে না বলিয়া একটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচা হিসাব করিলেই অপরটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচাও উহার সহিত জড়িত আছে বলিয়া দেখা যাইবে। যদি বলা হয় ধানের প্রান্তিক উৎপাদন খরচা কত, তাহা হইলে এক একক ধান বেশী অথবা কম উৎপাদন করিলে মোট ব্যয় যতটা বাড়িবে অথবা কমিবে তাহাকেই ধানের প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বলিয়া ধরা হইবে। কিন্তু ধানের এই প্রান্তিক উৎপাদন খরচার মধ্যে বিচুলির উৎপাদন খরচাও ধরা হইয়াছে; সুতরাং ধানের প্রান্তিক উৎপাদন খরচা হইল ধান এবং বিচুলির সংযুক্ত প্রান্তিক উৎপাদন খরচা। অনুরূপভাবে বিচুলির প্রান্তিক উৎপাদন খরচা হইল বিচুলি ও ধানের সংযুক্ত প্রান্তিক উৎপাদন খরচা (marginal cost)। অনুরূপভাবে ধানের প্রান্তিক আয় (marginal revenue) ধান ও বিচুলির যুক্ত প্রান্তিক আয় এবং বিচুলির প্রান্তিক আয় বিচুলি ও ধানের যুক্ত প্রান্তিক আয় (joint marginal revenue)। এইরূপভাবে যুক্ত প্রান্তিক আয় এবং যুক্ত প্রান্তিক ব্যয়ের সমতার দ্বারা দুইটি বস্তুর একত্রিত ভাবে দাম স্থির হইবে। কিন্তু প্রত্যেকটি বস্তুর স্বতন্ত্রভাবে দাম স্থির হইবে কি করিয়া? বিক্রেতা কত দামে চাউল এবং কতদামে বিচুলি পৃথক ভাবে বিক্রয় করিবে?

কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন খরচা একই সঙ্গে হয়

এই পৃথক দাম স্থির করা হইবে দুইটি বিষয়ের ভিত্তিতে; (১) প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যক্ষ খরচা (prime cost) বণ্টন; (২) প্রত্যেকটির চাহিদার ভিত্তিতে দাম আদায় করিয়া লওয়া। (১) দুইটির অধিকাংশ খরচা একসঙ্গে হইলেও প্রত্যেকটিকে সম্পূর্ণ ভোগসামগ্রীতে পরিণত করিতে (final consumers' goods) অথবা খরিদ্দারদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার উপযুক্ত (অর্থাৎ বিক্রয়

যোগ্য) করিতে কোন পৃথক খরচা থাকিতে পারে। যথা ভোগকারীগণ ধান কিনিবে না; চাউল কিনিবে—অতএব বিচুলি হইতে ধান ছাড়াইয়া লইবার পর উহাকে চাউলে পরিণত করিয়া বস্তাবন্দী করা পর্যন্ত যা খরচা তাহা চাউলের প্রত্যক্ষ খরচা। চাউলের এই প্রত্যক্ষ খরচা চাউলের উপর চাপিবে। অপরদিকে বিচুলি কাহন হিসাবে বিক্রয় হয়, অতএব বিচুলিকে আঁটি বাঁধিতে যে মজুর খরচা হইবে উহা বিচুলির প্রত্যক্ষ খরচা; বিচুলির এই প্রত্যক্ষ খরচা বিচুলির উপর চাপিবে। (২) প্রত্যক্ষ খরচার বিলি ব্যবস্থা এইভাবে হইবার পর বাকি যাহা থাকে তাহা হইল স্থিতি খরচা। এই স্থিতি খরচা দুইটি বস্তুর পারস্পরিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার রেশিও অনুযায়ী (ratio of the elasticity of demand of the two goods) বণ্টিত হইবে। দুইটি বস্তুর মধ্যে যেটির চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিস্থাপক, স্থিতি খরচার (overhead cost) বেশীর ভাগটা সেই বস্তুর উপরে চাপানো হইবে। যদি চাউল ও বিচুলির মধ্যে চাউলের চাহিদা কম সঙ্কোচ প্রসারক্ষম হয় (লোক চাউল খাইবেই কিন্তু গরু বিচুলির বদলে ঘাস ও খড় খাইতে পারে) তাহা হইলে স্থিতি খরচার অধিকাংশই চাউলের উপরে চাপিবে এবং কম অংশ বিচুলির উপর চাপিবে। সেই কারণেই চাউলের দাম বেশী, বিচুলির দাম কম। দুইটি বস্তুর মধ্যে চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা বা স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of demand) অনুযায়ী স্থিতি খরচ ভাগাভাগি করাকে সাধারণ ভাষায় আর একভাবে বর্ণনা করা হয়। ইহাকে বলা হয় "চলাচল যাহা বহিতে পারিবে সেই অনুযায়ী দাম আদায়" (charging what the traffic will bear) অর্থাৎ সেই বিষয়ের উপর ততখানি ভার চাপানো যতখানি ভার চাপাইলে ক্রেতা সহ্য করিয়া লইবে, ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিবে না।

চলতি খরচা আলাদা ভাবে যোগ হইবে

স্থিতিখরচা চাহিদা অনুযায়ী বণ্টিত হইবে

সংযুক্ত সামগ্রী উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন—কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ বলেন যে যুক্ত সামগ্রীর ক্ষেত্রে কখনও কখনও উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন করিতে পারা যায়। যদি তাহা পারা যায় তাহা হইলে যুক্ত খরচা সামগ্রীর দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়া সরল হইয়া পড়ে। উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন করাইতে পারিলে প্রত্যেকটি বস্তুর স্বতন্ত্র প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বাহির করিতে পারা যায়। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক বস্তুর এই স্বতন্ত্র প্রান্তিক

উৎপাদন খরচা উহার প্রান্তিক আয়ের সমান হইবে এবং দাম স্থির হইবে সেই বিন্দুতে যেখানে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান।

একটির উৎপাদন স্থির রাখিয়া অপরটির উৎপাদন পরিবর্তন

দুইটি সামগ্রী একত্রে উৎপাদন করিবার পর যদি একটিকে অপরিবর্তিত রাখিয়া আর একটির উৎপাদন পরিবর্তন করা হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় বস্তুটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বাহির করা হয়। যেমন, মেষ হইতে মাংস এবং পশম উভয়ই পাওয়া যায় এবং মেষ প্রতিপালন খরচা অভিন্ন। ধরা যাউক একটি মেষের প্রতিপালন খরচা ২৮ টাকা; উহা হইতে ১০ সের মাংস এবং দুই সের পশম পাওয়া যায়। কিন্তু পাল্টি-প্রজননের (cross breeding) দ্বারা এমন এক বর্ণ-সঙ্কর মেষ প্রজনন করা হইল যাহা মাংসের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া পশমের পরিমাণ বাড়াইল; যথা, ১০ সের মাংস এবং ৪ সের পশম। ধরা যাক এইরূপ মেষের প্রতিপালন খরচা হইল ৩৬ টাকা; ৮ টাকা বাড়তি ব্যয় করিয়া ২ সের বাড়তি পশম পাওয়া গেল—অর্থাৎ ২ সের পশমের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ৮ টাকা। ইহার গড় হিসাব করিয়া বলা চলে যে প্রতি সের পশমের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ৪ টাকা। পশমের এই প্রান্তিক ব্যয় যখন উহার প্রান্তিক আয়ের সমান হইবে সেইখানে উহার দাম স্থির হইবে।

অনুরূপ ভাবে এমন মেষ-এর প্রজনন করা যাইতে পারে যে ক্ষেত্রে পশমের পরিমাণ একই থাকিবে কিন্তু মাংসের পরিমাণ বেশী পাওয়া যাইবে। এইরূপ মেষ প্রতিপালনের যে বাড়তি খরচা হইবে উহা হইবে মাংসের প্রান্তিক ব্যয়। মাংসের এই প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয়ের সমতায় মাংসের দাম স্থির হইবে।

একটির উৎপাদন পরিবর্তন করিয়া আর একটির উৎপাদন অপর দিকে পরিবর্তন

কিন্তু দুইটি বস্তুর অনুপাত পরিবর্তনের এই হিসাব অত্যন্ত সরলভাবে দেওয়া হইল। বহুক্ষেত্রে দুইটি সংযুক্ত সামগ্রীর উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন করা যাইতে পারে, একটির উৎপাদন বাড়াইয়া কিন্তু অপরটির উৎপাদন কমাইয়া। যথা ২৮ টাকা ব্যয়ে ১০ সের মাংস এবং দুই সের পশমের স্থলে ৩৬টাকা ব্যয়ে ৯ সের মাংস এবং চার সের পশম উৎপাদন; এক্ষেত্রে বাড়তি ৮ টাকা ব্যয়ে বাড়তি ২ সের পশম যেমন পাওয়া গেল তেমনি উহার দরুন ১ সের মাংস বেচিয়া যাহা পাওয়া যাইত তাহা ছাড়িয়া দিতে হইল।

বাড়তি পশমের প্রতি সের ব্যয় পড়িল ৪ টাকা ; আবার এদিকে ধরা যাক এক সের মাংস বেচিয়া ২ টাকা পাওয়া যাইত, তাহা লোকসান হইল। বাড়তি পশম উৎপাদনের জন্য মাংস বাবদ যে লোকসান হইল তাহা বাড়তি পশমের উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে ঢুকিবে। অতএব পশমের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় হইল সের প্রতি ৫ টাকা।

কিন্তু এখানেও পশমের প্রান্তিক ব্যয়ের হিসাব শেষ হইল না। পশমের প্রত্যক্ষ বা চল্‌তি খরচা উহার সহিত যোগ হইবে এবং ১ সের মাংসের চল্‌তি খরচা উহা হইতে বিয়োগ হইবে। ধরা যাক, এক ব্যক্তি পশম কাটিয়া দিতে সের প্রতি ৫০ পয়সা মজুরী লয় এবং আর এক ব্যক্তি মাংস কাটিয়া দিতে সের প্রতি ২৫ পয়সা মজুরী লয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে দুই সের পশম বেশী কাটিবার মজুরী লাগিবে কিন্তু এক সের মাংস কাটিবার মজুরী বাঁচিবে অর্থাৎ (১ টাকা—২৫ পয়সা) ৭৫ পয়সা দুই সের পশমের খরচায় যোগ হইবে। অতএব প্রতি সের পশমের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ৫·৩৭ টাকা। এইরূপ প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় যদি পশমের প্রান্তিক আয় অপেক্ষা (marginal revenue) বেশী হইয়া যায় তবে উৎপাদনকারীর লোকসান হইবে। তখন এইরূপ উৎপাদনের তারতম্য ঘটাইয়া কম মাংস এবং বেশী পশম উৎপাদন করা হইবে না। যতক্ষণ তারতম্য ঘটাইয়া প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা কম থাকিবে (marginal cost of production is lesser than marginal revenue) ততক্ষণ তারতম্য ঘটাইয়া কোন একটি বিশেষ বস্তু বেশী করিয়া উৎপাদনের চেষ্টা হইবে।

প্রত্যক্ষ খরচার যোগ বিয়োগ

রেলপথ কি সংযুক্ত যোগানের দৃষ্টান্ত—Are Railways an Instance of Joint Cost ?

রেলপথ কোন সামগ্রী বিক্রয় করে না—রেলপথ পরিবহনের উপায় এবং সেই দিক হইতে মূল্যবান কার্য প্রদান করিয়া থাকে। পরিবহনের এই কার্যের মূল্য কি ভাবে নির্ধারিত হয় এ সম্পর্কে স্বভাবতঃই বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

এ সম্পর্কে প্রধান বিচার্য হইতেছে, রেলপথের কার্য সংযুক্ত যোগানের মধ্যে পড়ে কিনা। এ প্রশ্ন লইয়া অর্থনীতিবিদদিগের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়াছে।

অধ্যাপক টাউজিগ অভিমত দিয়াছেন যে রেলপথের কার্যে সংযুক্ত যোগান (joint supply) আছে ; ইহার ক্ষেত্রে যুক্তখরচা ঘটিয়া থাকে। রেলপথ স্থাপনের জন্য প্রথমেই অধিক মূল্যের বৃহৎ কারখানা বা স্থায়ী পুঁজি-সামগ্রী প্রতিষ্ঠা-প্রয়োজন হয়। মোট খরচার মধ্যে স্থিতি খরচা (suplementary) হইল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ,—শুধু বৃহৎ নহে, ইহার অনুপাত খুব বেশী। এরূপ ক্ষেত্রে রেলপথ যে বিভিন্ন প্রকার কার্য প্রদান করে সেগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কি খরচা পড়িয়াছে তাহা হিসাব করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ঠিক কত খরচা মাল বহনের জন্য হইল এবং কত খরচা যাত্রী বহনের জন্য হইল তাহার পৃথক সঠিক হিসাব সম্ভব নহে। যাত্রীও বিভিন্ন শ্রেণীর থাকিতে পারে। মালও বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। এই সকল পৃথক পৃথক খরচার হিসাবও সম্ভব নহে। অথচ রেলপথ যে বিভিন্ন প্রকারের কার্য প্রদান করে ইহাদের চাহিদা সম্পূর্ণ পৃথক, চাহিদাগুলি সংযুক্ত নহে। এই সকল কারণে টাউজিগ বলিলেন যে রেলপথের কর্মপরিচালনায় সংযুক্ত যোগান ও খরচা ঘটিয়া থাকে।

টাউজিগ=রেলপথ সংযুক্ত যোগানের দৃষ্টান্ত

অধ্যাপক পিগু কিন্তু অভিমত দিলেন যে রেলপথের কার্য ঠিক সংযুক্ত যোগানের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। সংযুক্ত যোগান ঘটে সেই ক্ষেত্রে যে-ক্ষেত্রে একটি সামগ্রী বা কার্যের যোগান করিলেই উহার দ্বারা অপর কোন সামগ্রী বা কার্যের যোগান ঘটিবে। রেলপথ ঠিক এইরূপ নহে। উহা এক ধরনের কার্য দিয়া অপর ধরনের কার্য না দিতেও পারে। আবার কোন্ পর্যায়ের কার্য কিরূপ অনুপাতে ইহা প্রদান করিবে তাহাও ইহা স্থির করিয়া দিতে পারে। শুধু একটি মাত্র ক্ষেত্রে রেলপথে সংযুক্ত যোগানের পরিস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায় ; কোন গাড়ী আপে যাইলে ডাউনে আসিতে হইবে। সুতরাং এক স্থান হইতে আর এক স্থানে গাড়ী প্রেরণের যোগান হইলে, দ্বিতীয় স্থান হইতে প্রথম স্থানে গাড়ী প্রেরণের যোগান হইবে।

পিগু=রেলপথে সংযুক্ত যোগান নাই

মোট কথা, রেলপথের বিভিন্ন ব্যবহার আছে ; প্রশ্ন ওঠে, বিভিন্ন কার্যের জন্য রেলপথ কি পদ্ধতি বা নীতি অনুযায়ী দাম স্থির করিয়া থাকে। স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে এক্ষেত্রে কার্য প্রদানের খরচ দ্বারা দাম স্থির হইতে পারে না, কারণ স্বর্ণ অপেক্ষা কয়লা বহন করিতে খরচা হইবে অনেক বেশী।

কিন্তু অল্পদামী কয়লা অধিক মাশুল সহ্য করিতে পারিবে না, অধিকদামী সামগ্রী স্বর্ণ উহা সহ্য করিতে পারিবে; অর্থাৎ প্রথমটির ক্ষেত্রে অধিক মাশুল লওয়া পোষাইবে না কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে উহা পোষাইবে। সুতরাং রেলপথের কার্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে রেলপথ পরিচালনার মোট ব্যয় যাহাতে রেলপথের মোট আয়ের দ্বারা উসুল হয়; অতঃপর রেলপথের প্রত্যেক কার্যের যেরূপ বাজার সেই অনুযায়ী ঐ কার্যের দাম ধরা হইবে; অর্থাৎ, যে কার্যের বেশী দাম ধরিলে উহার চাহিদা কমিয়া যাইবে না তাহার উপর বেশী দাম ধরা হইবে এবং যে কার্যের জন্য কম দাম ধরিলে তবেই ঐ কার্যের চাহিদা হইবে তাহার জন্য কম দাম ধরা হইবে। এই নীতির নাম "চলাচল যাহা সহ্য করিবে" ("What the traffic will bear")। এই নীতি কিন্তু মূল্য নির্ধারণের নীতিগুলি হইতে স্বতন্ত্র কোন নূতন নীতি নহে। এক্ষেত্রে কার্যের যোগান করিবে রেলপথ এবং চাহিদা করিবে যাহারা রেলপথের ব্যবহার করিবে। রেলপথ তাহার মোট কার্যের মোট খরচা হিসাব করিবে কিন্তু যে কার্যের যেরূপ চাহিদা তদনুযায়ী সেই কার্যের দাম চাহিবে এবং উহার দ্বারাই সর্বাধিক লাভের পথ সন্ধান করিবে।

"চলাচল যাহা সহ্য করিবে

সংযুক্ত সামগ্রীর ক্ষেত্রে মিশ্র চাহিদার উদ্ভব—Element of Composite Demand in Joint Supply.

একই সঙ্গে উৎপাদিত হয় এরূপ দুইটি সামগ্রীর উৎপাদনে যদি পারস্পরিক অনুপাত পরিবর্তন করা যায়—অর্থাৎ একটি বস্তু কম করিয়া উৎপাদন করিয়া অপর বস্তু বেশী করিয়া উৎপাদন করা যায়—তাহা হইলে ঐ বস্তু দুইটি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা বদলা-সামগ্রীতে পরিণত হইয়া যায়। যদি কোন লোক মেষ পালনে নিযুক্ত থাকার সময়ে বাড়তি শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিতে চাহে তাহা হইলে এই বাড়তি শ্রম ও পুঁজি মাংস উৎপাদনে কি পশম উৎপাদনে লাগানো হইবে তাহার সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। এক্ষেত্রে মেষ প্রতিপালনে যে বাড়তি শ্রম ও পুঁজি—অর্থাৎ উৎপাদক উপাদান নিয়োগ করা হইবে—উহাদের চাহিদা মিশ্র চাহিদায় (composite demand) পরিণত হইবে। এই বাড়তি উৎপাদক

উপাদানগুলি পশম উৎপাদনেও যাইতে পারে, মাংস উৎপাদনেও যাইতে পারে। পশম উৎপাদনে গেলে মাংস উৎপাদন কম হইবে, মাংস উৎপাদনে গেলে পশম উৎপাদন কম হইবে। সুতরাং পশমের চাহিদা যদি বাড়ে, তাহা হইলে পশমের উৎপাদন বাড়িবে কিন্তু মাংসের উৎপাদন কমিবে, অতএব মাংসের দাম বাড়িবে। পশমের চাহিদা বাড়িবার জন্য দাম বাড়িল এবং মাংসের যোগান কমিবার জন্য দাম বাড়িল। এক্ষেত্রে পশম ও মাংস—একটি অপরটির বদলা সামগ্রী (substitutes) হইয়া দাঁড়াইল।

বদলা-সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য হইল একটির দাম যেদিকে যাইবে অপরটির দামও সেই দিকে যাইবে। সংযুক্ত যোগান সামগ্রীর একটিকে কমাইয়া যদি আর একটিকে বাড়ানো যায়, তাহা হইলে উহাদের উৎপাদনে নিযুক্ত উৎপাদক উপাদনের মিশ্র চাহিদার (composite demand) উদ্ভব ঘটে এবং উহারা নিজেদের মধ্যে বদলা সামগ্রী (substitutes) হইয়া দাঁড়ায়। যদি সহজেই একটির উৎপাদন কমাইয়া দিয়া অপরটির উৎপাদন বাড়ানো যায় তাহা হইলে দুইটি বস্তুর দাম একই দিকে যাইবে।

কিন্তু দুইটি বস্তুর যোগান যদি একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে একই সঙ্গে ঘটে, উহাদের অনুপাত পরিবর্তন করিয়া উৎপাদন করা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে বস্তু দুইটির দাম একই দিকে যাইবে না। একটির চাহিদা বাড়িলে অপরটির দাম কমিবে এবং একটির চাহিদা কমিলে অপরটির দাম বাড়িবে।

Questions & Hints

1. State briefly the relation between (a) prices of competing goods, (b) prices of complementary goods and (c) prices of joint cost goods (Cal. B. A. 1952)

[(a) **Prices of competing goods :** দুইটি বস্তু যখন পরস্পরের মধ্যে পরিবর্তনযোগ্য (substitute) হয়,—অর্থাৎ একটির বদলে আর একটি ব্যবহার করা চলে, যথা ট্রাম ও বাস, চা ও কফি, চিনি ও গুড়,—তখন উহারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগী সামগ্রী। এইরূপ সামগ্রীর একটির দাম বাড়িলে (বা কমিলে) অপরটির দাম বাড়ে (বা কমে)। একই দলভুক্ত অথচ পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী সামগ্রীর যোগানকে মিশ্র যোগান বলা হয়। মিশ্র যোগান-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(b) **Prices of complementary goods :** যখন দুইটি বস্তু একই সঙ্গে ব্যবহার করিলে তবেই একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধিত হয় তখন ঐ দুইটি বস্তুকে সহায়ক বা

অনুপূরক (complementary) বলা হইয়া থাকে। ঐ অভিন্ন উদ্দেশ্যটি সাধারণ ভোগ কার্য হইতে পারে—যথা চা, চিনি ও দুধ সহযোগে চা পান,—অথবা উৎপাদন কার্য হইতে পারে যথা—ইট, চুন ও সুরকি সহযোগে গৃহ নির্মাণ। এইরূপ দুইটি সামগ্রীর একটির চাহিদা বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পাইলে, অপরটিরও চাহিদা বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পাইবে। এরূপ দুইটি বা তিনটি সামগ্রীর "সংযুক্ত চাহিদা" থাকে। "সংযুক্ত চাহিদা" দ্রষ্টব্য

(c) Prices of joint cost goods : দুইটি সামগ্রী যখন একই সঙ্গে উৎপাদিত হয় যথা—ধান ও বিচুলি, পশম ও মাংস—তখন উহারা যুক্ত খরচা সামগ্রী (Joint cost goods) বা সংযুক্ত যোগানের সামগ্রী। ইহাদের উৎপাদনের অনুপাত যদি পরিবর্তন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে একটির উৎপাদন বাড়াইলে (বা কমাইলে) অপরটিরও উৎপাদন বাড়িবে (বা কমিবে)। সুতরাং একটির দাম হ্রাস (বা বৃদ্ধি) পাইলে যদি উৎপাদন কমিয়া যায় (বা বাড়ে) তাহা হইলে অপরটির উৎপাদন কমিয়া গিয়া (বা বাড়িয়া) দাম বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পায়। তবে একটির দাম হ্রাস পাইলে যদি চাহিদা খুব বাড়িয়া যায় তাহা হইলে উৎপাদনও বাড়িতে পারে ; তখন অপরটির উৎপাদনও বাড়িয়া গিয়া দাম কমিবে। কিন্তু দুইটি সামগ্রী একই সঙ্গে উৎপাদিত হইলেও উহাদের উৎপাদনের অনুপাত যদি এরূপভাবে পরিবর্তন করা যায় যে একটির উৎপাদন কমিয়া অপরটির উৎপাদন বাড়ানো যাইবে তাহা হইলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে উহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা বদলা-সামগ্রীতে (substitute) পরিণত হয় ; তখন প্রশ্ন উঠে, এইটি উৎপাদন করিব, না ঐটি উৎপাদন করিব ? এরূপ ক্ষেত্রে একটির দাম বাড়িলে, অপরটিরও দাম বাড়িবে, একটির দাম কমিলে অপরটিরও দাম কমিবে। (৩৪১-৪২ পৃষ্ঠায় "সংযুক্ত সামগ্রীর ক্ষেত্রে মিশ্র চাহিদার উদ্ভব" শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।)]

2. Show how prices of goods are affected by (a) joint demand and (b) joint supply (Cal. B. A. 1950 , B. Com. 1952.)

[এই প্রশ্নে prices of goods কিভাবে affected হইতেছে তাহাই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—কিভাবে determined হয় তাহা জিজ্ঞাসা করা হইতেছে না।

(a) Joint Demand এ কিভাবে একটি জিনিসের দাম অপর দ্রব্যের দাম প্রভাবিত করে : পৃষ্ঠা ।

(b) Joint Supply এ কিভাবে একটি জিনিসের দাম অপর দ্রব্যের দাম প্রভাবিত করে : পৃষ্ঠা ।

(ক) যেখানে দুইটির অনুপাত পরিবর্তন করা যায় না : পৃষ্ঠা ৩৩৬-৩৭।

(খ) যেখানে দুইটির অনুপাত পরিবর্তন করা যায় : পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৯।]

3. Discuss the principles which govern the values of joint products (Cal. B. Com. 1957) Define joint products. How would you determine their values ? (Cal. B. A. 1959) Write a note on joint products (Cal. B. Com. 1958). How

is value determined under joint cost ? (Cal. B. A. 1961) How are prices of joint products determined ? B. A. Part I O. R. 1965)

এই প্রশ্নে সংযুক্ত যোগান সামগ্রীর প্রত্যেকটির দাম কি ভাবে determined হয় তাহাই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে।

(ক) দুইটি সামগ্রীর যদি অনুপাত পরিবর্তন করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে উহাদের দাম যে principle অনুযায়ী স্থির হইবে : পৃষ্ঠা ৩২৬-৩৭।

(খ) দুইটি সামগ্রীর যদি অনুপাত পরিবর্তন করা সম্ভব হয় তাহা হইলে উহাদের দাম যে principle অনুযায়ী স্থির হইবে : পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৯।]

4. Show how the prices of railway services are fixed for transport ? How do the principles conform to the theory of value ? (Cal. B. A. 1953)

[পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলপথ বিভিন্ন প্রকার কার্য প্রদান করিয়া থাকে। এই বিভিন্ন প্রকার কার্যের স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষ খরচা অতি নগণ্য। খরচার অধিকাংশই মাথা-উপরি বা overhead cost ; কোন জিনিস বহন করিতে কতটা খরচা হইল তাহা পৃথকভাবে দেখানো সম্ভব নহে, সেইজন্য উহার স্বতন্ত্র কার্যের দাম ঐকার্যের চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা অনুযায়ী স্থির করা হইবে। ইহাকেই বলে 'চলাচল যাহা সহ্য করিবে, সেইরূপ মূল্য আদায়ের' নীতি। পৃষ্ঠ ৩৩৯-৪১।]

5. "When two commodities are produced together, there are two aspects to the association". Explain and point out its implication in the determination of the two cammodities.

[দুইটি বস্তু একসঙ্গে উৎপাদিত হইলে, উহাদের নিজেদের মধ্যে দুই প্রকার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় : একপ্রকার হইল, দুইটি বস্তুর উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন করিতে না পারা, (৩৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা) আর এক প্রকার হইল, দুইটি বস্তুর উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন করিতে পারা (৩৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা)

6. How are prices of joint products determined in perfectly competitive market ? (B. A. Part I 1962)

[পৃষ্ঠা ৩৩৬-৩৯

একাদশ অধ্যায়

একচেটিয়া কারবার ও অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা

(Monopoly and Imperfect Competition)

অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রকৃতি—Nature of Imperfect Competition

পণ্যের বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে আবার প্রতিযোগিতার অভাবও দেখা যাইতে পারে। বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের নিত্যকার বেচাকেনায় নিখুঁত প্রতিযোগিতা দেখা যায় খুব কমই। সচরাচর আমরা প্রতিযোগিতারূপে যাহা দেখি তাহাতে এমন কিছু একটা বৈশিষ্ট্য (বা খুঁত) থাকে, যাহাতে প্রতিযোগিতাটিকে আর পরিপূর্ণ বা নিখুঁত বলা চলে না। যে ক্ষেত্রে কোন না কোন কারণে বা কিছু না কিছু বিষয়ের দ্বারা অবাধ প্রতিযোগিতা ব্যাহত হয় সেক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা (imperfect competition) সৃষ্টি হইয়াছে বলা হয়। অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের দ্বারা উহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমতঃ, নিখুঁত প্রতিযোগিতায় যে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় তাহা থাকে না।

১। ক্রেতা অনেক, বিক্রেতা অল্প

অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার সংখ্যা বা ক্রেতার সংখ্যা বা উভয় সংখ্যাই খুব কম থাকে; বহু ক্রেতা এবং অল্প কয়েকজন বিক্রেতা থাকিতেও পারে; আবার বহু বিক্রেতা এবং অল্প সংখ্যক ক্রেতা থাকিতে পারে। তবে সাধারণতঃ অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার রূপ হইল, ক্রেতা অনেক এবং বিক্রেতা অল্প। **দ্বিতীয়তঃ,** অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন কারবারী যে মাল বিক্রয় করে উহা একই বস্তু নহে, পণ্যের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকে। উহা প্রায় একজাতীয় বস্তু হইতে পারে কিন্তু ঠিক একই

২। পণ্য পার্থক্য

বস্তু নহে। বিভিন্ন কারবারীর পণ্যের মধ্যে কিছু না কিছু (যথার্থ বা কাল্পনিক) পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্য থাকিবার দরুন ঐগুলি ঠিক একই বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় না;

কিন্তু একই অভাব পূরণ করে বলিয়া প্রায় এক বা সমজাতীয় সামগ্রী বলিয়া গণ্য হয়। এই ভাবে পণ্যপার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং পণ্যপার্থক্য (product differentiation) সৃষ্টি হইলেই প্রতিযোগিতাটি অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। **তৃতীয়তঃ,** একটি ব্যবসায়ে কারবারীরা যদি এরূপ ভাবে জোট পাকায় যে যে-কেহই ইচ্ছা করিলে উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না তাহা হইলে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। কারবারে প্রবেশে বাধা অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার কারণ হইতে পারে। **চতুর্থতঃ,** অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সকল ক্রেতা এবং অথবা সকল বিক্রেতা সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটির বাজারের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকে না। ঐ সামগ্রীটি বা অনুরূপ সামগ্রী কোথায় কি দরে বেচা-কেনা হইতেছে তাহা জানা না থাকিলে ক্রেতাদের মধ্যে বা বিক্রেতাদের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতা ঘটিতে পারে না। **পঞ্চমতঃ,** অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় উৎপাদক উপাদানগুলির গতিশীলতা (mobility of the factors of production) সীমাবদ্ধ। উৎপাদক উপাদানগুলি ইচ্ছা করিলেই এক বস্তুর উৎপাদন হইতে অপর কোন বস্তুর উৎপাদনে চলিয়া যাইতে পারে না। **ষষ্ঠতঃ,** যাতায়াতের দূরত্ব অনুযায়ী দামের বা খরচার পার্থক্য থাকিতে পারে। পরিবহন খরচার পার্থক্য ঘটিয়া পণ্যের উৎপাদন খরচা ও দামের পার্থক্য সৃষ্টি হইলে উহা অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা হইবে। **সপ্তমতঃ** প্রত্যেক বিক্রেতার একটি সুরক্ষিত বাজার থাকে, তবে ইহা কতখানি সুরক্ষিত হইবে তাহা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রধান বিষয় হইল তাহার সামগ্রীর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of demand)। কিছুটা সুরক্ষিত বাজার থাকে বলিয়া বিক্রেতা সামান্য একটু অধিক দাম আদায় করিলেও তাহার খরিদ্দারগণ সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় না। **অষ্টমতঃ,** অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যদি কোন কারবারী তাহার বাজারের সীমা বিস্তৃত করিতে চাহে, অর্থাৎ নিজের বিশেষ পণ্যের কাটতি বাড়াইতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে

৩। কারবারীদের জোট

৪। বাজার সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাব

৫। গতিশীলতা সীমাবদ্ধ

৬। পরিবহনের পার্থক্য

৭। সুরক্ষিত বাজার

৮। বাজার সীমায়িত

সমজাতীয় অপর কোন কারবারীর বাজারের অংশ দখল করিতে হইবে। নবমতঃ, অপরের বাজার এইভাবে দখল করিবার প্রধান অস্ত্র হইল প্রচার কার্য। বেশীর ভাগই প্রচার কার্যের দ্বারা এবং নিজের জিনিষ লোভনীয় করিবার প্রচেষ্টায় অপরের বাজার দখল করা হয়। সুতরাং উৎপাদন খরচার সহিত একটি মোটা রকম বিক্রয় খরচা যোগ হয়। দশমতঃ, অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কারবারীর একটি ক্ষুদ্র সীমায়িত গণ্ডী থাকে বলিয়া নিজের পণ্যের যোগান একটু বাড়াইলেই উহার দাম কমিয়া যায়; কারণ এক্ষেত্রে ঐ পণ্যের বাজারে তাহার যোগানই একমাত্র যোগান। "দাম" হইল "গড় আয়" (average revenue); সুতরাং অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় গড় আয় রেখা নিম্নাভিমুখী হয় (the average revenue curve is sloping downwards)। ইহার কারণ, বাড়তি বিক্রয়যোগ্য পণ্যের বাড়তি আয় (প্রান্তিক আয়) নিম্নাভিমুখী।

৯। প্রচার কার্য (বিক্রয় খরচা)

১০। গড় আয় নিম্নাভিমুখী

নিখুঁত ও অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার পার্থক্য

নিখুঁত প্রতিযোগিতা	অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা
১। একই পণ্য উৎপাদন করে এরূপ কারবার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বহু।	১। একই পণ্য উৎপাদন করে এরূপ কারবার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম।
২। এক ব্যবসায়ীর পণ্যে ও অপর ব্যবসায়ীর পণ্যে কোন পার্থক্য নাই।	২। পণ্য একজাতীয় হইলেও ঠিক এক নহে (not homogeneous product.)
৩। যে-কেহই যখনই ইচ্ছা কারবারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।	৩। ইচ্ছামত যে-কেহ কারবারে প্রবেশ করিতে পারিবে না।
৪। বাজারের অবস্থা সম্পর্কে সকল ক্রেতাবিক্রেতার সঠিক জ্ঞান।	৪। বাজার সম্পর্কে সকল ক্রেতা-বিক্রেতার সঠিক জ্ঞানের অভাব।
৫। উৎপাদক উপাদানগুলি এক কারবার হইতে অন্য কারবারে চলিয়া যাইতে পারে।	৫। উৎপাদক উপাদানগুলির গতিশীলতা (mobility of factors of production) সীমাবদ্ধ।

নিখুঁত প্রতিযোগিতা	অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা
৬। উৎপাদনকারীগণ এত কাছাকাছি অবস্থিত যে উহাদের মধ্যে মালবহনের দূরত্ব অনুযায়ী খরচার পার্থক্য নাই।	৬। যাতায়াতের দূরত্ব অনুযায়ী দামের বা খরচার পার্থক্য থাকিতে পারে।
৭। কাহারও সুরক্ষিত বাজার বলিয়া কিছু নাই।	৭। কারবারীদের ভিন্ন ভিন্ন সুরক্ষিত বাজার থাকিতে পারে।
৮। নিজের পণ্য একটু বেশী কাটতি করিতে চাহিলে অপরের উপর উহা কোন প্রতিক্রিয়া নাও সৃষ্টি করিতে পারে।	৮। নিজের পণ্য বাড়তি বিক্রয় করিতে চাহিলে অপরের বাজার দখল করিতে হইবে।
৯। বিক্রয় খরচা মোট দামের সামান্য অংশ।	৯। বিক্রয় খরচা মোট দামের বৃহদংশ।
১০। গড় আয়ের রেখা (average revenue curve) হইল অনুভূমিক (horizontal)।	১০। গড় আয়ের রেখা হইল নিম্নাভিমুখী।

একচেটিয়া কারবার—Monopoly.

কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন কোন একটি বিশেষ সামগ্রীর একমাত্র উৎপাদনকারী হয় তখন ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানটির একচেটিয়া কারবার আছে বলা হইয়া থাকে। অবশ্য একচেটিয়া কারবারী যে সামগ্রাটি উৎপাদন করে বাজারে যদি ঠিক সেই সামগ্রীটি না হইলেও অনুরূপ সামগ্রী থাকে—অর্থাৎ যে সামগ্রী প্রথম সামগ্রীটির বদল-সামগ্রীরূপে (substitutes) ব্যবহৃত হইতে পারে—তাহা হইলে প্রথম সামগ্রীটির উৎপাদনকারীর সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার থাকে না। তথাপি কোন একজন ব্যবসায়ীকে একমাত্র উৎপাদনকারী বিবেচনা করিয়াই সকল সময়ে একচেটিয়া কারবারীরূপে গণ্য করা যায় না। এই বিষয়টি বিচার করিয়া ষ্টিগলার একচেটিয়া কারবারের সংজ্ঞা প্রদানে বলিয়াছেন যে ইহা "সেরূপ একটি সামগ্রীর উৎপাদক-প্রতিষ্ঠান যে সামগ্রীর কোন নিকটবর্তী বদল-সামগ্রী নাই" ["A firm producing a commodity of which

there are no close substitute—Stigler] স্যামুয়েলসন বলেন, "একচেটিয়া কারবারী হইল তাহার শিল্পের একমাত্র উৎপাদনকারী এবং তাহার পণ্যের খুব নিকট বদলা-বস্তু উৎপাদন করে এরূপ কোন শিল্প নাই।"*

নিখুঁত বা পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতা (perfect competition) এবং একচেটিয়া কারবার এই দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি। নিখুঁত প্রতি-যোগিতায় ক্রেতাগণ কোন্ বিশেষ বিক্রেতার নিকট হইতে সামগ্রী ক্রয় করিতেছে এ সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন বোধ করে না—অবশ্য সকল বিক্রেতা যতক্ষণ একই দামে একই সামগ্রী বিক্রয় করিতে থাকিবে। অধিকন্তু, নিখুঁত প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি সামগ্রীর যে মোট পরিমাণ বিক্রীত হয়, কোনও একজন ব্যবসায়ী বা শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার অতি অল্প অংশই বিক্রয় করে। সুতরাং কোন একজন বিক্রেতা নিজের যোগানের পরিবর্তনের দ্বারা বাজার-দাম পরিবর্তন করিতে অক্ষম।

প্রতিযোগিতার সহিত পার্থক্য

কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদনই বাজারের মোট উৎপাদন। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী নিজের উৎপাদন বাড়াইলেই বাজারে উহার যোগান বাড়িয়া গেল। সেক্ষেত্রে বাড়তি উৎপন্ন সামগ্রী পূর্বাপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করিলে তবেই ক্রেতা পাওয়া যাইবে। সুতরাং উৎপাদন বাড়াইলে প্রান্তিক আয় কমিবে। ৪৫নং রেখাচিত্রে MR রেখাটির দ্বারা উহাই দেখান হইতেছে। ১০০ একক উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে, প্রান্তিক আয় (MR) হইল OT, ২০০ একক বিক্রয়ের সময়ে MR হইল OV, ৩০০ একক বিক্রয়ের সময়ে MR হইল ON; নিখুঁত প্রতিযোগিতার ন্যায় উৎপাদনকারী যে কোন পরিমাণ বিক্রয় করিয়া অপরিবর্তিত দামে বিক্রয় করিতে পারে না। বাড়তি উৎপাদন করিতে গেলেই AR অর্থাৎ সামগ্রীটির দাম কমিয়া যাইবে। AR যদি কমিতে থাকে MR হইবে AR অপেক্ষা আরও কম। অপরপক্ষে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে বাড়তি একক উৎপাদনের খরচা অর্থাৎ প্রান্তিক

---

*"He (the monoplist) is the only one producing in his industry, and there is no industy producing a close substitute for his good."

উৎপাদন খরচা (MC) ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ইহা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও ঘটে (৪১নং ও ৪২নং রেখাচিত্র), একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে ঘটে। MC বাড়িলে ACও বাড়ে (২৭ নং রেখাচিত্র) কিন্তু MC থাকে ACর উপরে অর্থাৎ MC যতটা খাড়াইভাবে বাড়িয়া যায় AC ততটা খাড়াভাবে বাড়ে না।

একচেটিয়া কারবারে উৎপাদন বাড়াইলে MR কমে, MC বাড়ে

একদিকে যখন MR কমে, এবং অপর দিকে MC বাড়ে, তখন বাড়তি উৎপন্ন একক হইতে বাড়তি মুনাফা কমিতে থাকে। কিন্তু কমিলেও একটা নীট লাভের অঙ্ক মোট মুনাফায় যোগ হয়। সুতরাং মোট মুনাফা বাড়িতে থাকে। মোট মুনাফা বাড়ে বলিয়া একচেটিয়া কারবারী MR-এর হ্রাস এবং MC-র বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপাদন বাড়াইয়া চলে, কারণ একচেটিয়া কারবারীর (প্রতিযোগীর ন্যায়ই) একমাত্র লক্ষ্য হইল মোট মুনাফা সর্বোচ্চ করা। কিন্তু উৎপাদন বাড়াইতে বাড়াইতে হ্রাসমান MR এবং ক্রমবর্ধমান MC এক স্থানে আসিয়া সমান হইয়া যায়। ৪৫নং রেখাচিত্রে E বিন্দুতে MC=MR হইয়াছে। উৎপন্নের পরিমাণ হইয়াছে OM; অর্থাৎ ২০০ একক যখন উৎপাদিত হইয়াছে তখন প্রান্তিক আয়ও OV (২টাকা) আবার প্রান্তিক খরচাও OV; ইহার পর উৎপাদন বাড়াইলে MR অপেক্ষা MC বেশী হইয়া গিয়া ঐ বাড়তি এককের জন্য একটি নীট লোকসান হইয়া যাইবে এবং উহাতে মোট মুনাফা কমিয়া যাইবে। E বিন্দুর (অর্থাৎ OM-এর) ডান দিকে গেলেই উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িবে বটে কিন্তু মোট মুনাফা কমিয়া যাইবে। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর দাম উৎপন্নের (price-output equlibrium) ভারসাম্য হইতেছে সেই বিন্দুতে যেখানে MC=MR; E বিন্দুতে উৎপন্ন হইতেছে OM, OP দামে উহা বিক্রয় হইতেছে। একচেটিয়া কারবারীর মোট মুনাফা হইল PQRS। Q গড় আয় রেখায় (AR) অবস্থিত; R বিন্দু গড় উৎপাদন খরচা (AC) রেখায় অবস্থিত; কারণ মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করে AR (গড় আয়) এবং AC (গড় উৎপাদন খরচার) পার্থক্যের উপর।

MR=MC হইলে মোট মুনাফা হয় সর্বোচ্চ

এইবার একটি কথা পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। নিখুঁত প্রতিযোগিতার মধ্যে উৎপাদনকারীর ভারসাম্য সৃষ্টি হয় MC এবং MR-এর সমতার বিন্দুতে। কিন্তু MC (প্রান্তিক উৎপাদন খরচা) নিচে হইতে

ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে উপরে উঠিয়া MR(প্রান্তিক আয়)এর সহিত সমান হয় (যেমন ৪১ ও ৪২ নং রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে)। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় কোন ফার্ম-এর ভারসাম্য লাভের জন্য ইহা অপরিহার্য। তবে প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রান্তিক আয় (MR) ও গড় আয় (AR) সমান এবং উভয়েই অনুভূমিক (horizontal) অর্থাৎ বিশেষ একটি ফার্ম-এর উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত উহারা কমে না, সুতরাং অগত্যাই প্রান্তিক খরচাকে ভারসাম্য উৎপন্নের (Equilibrium output) কাছাকাছি আসিয়া উপরে উঠিয়া MRকে ছেদ করিতে হইবে (৪২নং রেখাচিত্র)। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা যদি ক্রমাগতঃই কমিতে থাকে তাহা হইলে MC কখনই নিচে হইতে উপরে উঠিয়া MR কে ছেদ করিতে পারে না—অর্থাৎ সর্বোচ্চ মুনাফার বিন্দু পাওয়া যাইবে না। কিন্তু অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বা একচেটিয়া কারবারে ভারসাম্য উৎপাদনের স্তরে ঠিক এই রূপই যে ঘটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা বাড়িতে থাকিলেও ভারসাম্য হইতে পারে, আবার উহা (MC) কমিতে থাকিলেও বা অপরিবর্তিত থাকিলেও ভারসাম্য হইতে পারে। একচেটিয়া কারবারে ভারসাম্যের জন্য একমাত্র শর্ত হইল প্রান্তিক ব্যয় (MC) উৎপাদনের কোন এক বিন্দুতে নিচের দিক বা বাম দিক হইতে MR কে ছেদ করিবে। উহা যে ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে উঠিয়া আসিয়া প্রান্তিক উৎপাদন খরচার সমান হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

প্রতিযোগিতায় MCরেখা বাড়িয়া MR এর সমান হয়, কিন্তু একচেটিয়া কারবারে MC-কে যে বাড়িয়া উপরে উঠিয়া MR-এর সমান হইতে হইবে এরূপ কোন প্রয়োজন নাই

৪৫নং রেখাচিত্রে এই সমতা দেখানো হইয়াছে—MCকে নিচে হইতে বাড়াইয়া আনিয়া MR কে ছেদ করাইয়া। কিন্তু MC যদি উপর দিকে উঠিতেছে না, নিচের দিকেও নামিতেছে না, উৎপাদন বাড়াইলেও MC একই থাকিতেছে (সুতরাং AC-ও একই থাকিতেছে) এরূপ হয়, তাহা হইলেও একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আসিবে। শুধু এরূপ হইতে হইবে যে MC, MR অপেক্ষা কম ছিল; এবং নিচের দিক হইতে বা বাম দিক হইতে আসিয়া MC, MR কে ছেদ করিয়াছে। তাহার মানে এই নহে যে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত MC বাড়িয়াছে। ৪৬নং রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইতেছে।

এই রেখাচিত্রে (৪৬নং) দেখানো হইতেছে যে উৎপাদনবৃদ্ধির সহিত মোট খরচ বাড়িলেও প্রান্তিক খরচ (সুতরাং গড় খরচ) একই আছে। কিন্তু গড় আয় (AR) এবং প্রান্তিক আয় (MR) উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে। উভয় কমিলেও প্রান্তিক আয় (MR) গড় আয় (AR) অপেক্ষা আরও কম। সুতরাং অনুভূমিক MCকে পতনশীল MR, E-বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে; অর্থাৎ MRকে MC বাম হইতে আসিয়া ছেদ করিয়াছে। একচেটিয়া কারবারে এই ভাবেও দাম-উৎপন্নের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (price output equilibrium) সৃষ্টি হইতে পারে। এক্ষেত্রে উৎপন্ন হইল OM এবং দাম হইবে OP; এক্ষেত্রে MC=MR হইয়াছে বলিয়া উৎপাদনে ভারসাম্য হইল (পাঠক পাঠিকা মনে রাখিবেন P (দাম)=AR (গড় আয়), সেইজন্য Q বিন্দু OY অক্ষের সহিত সমান্তরাল করিয়া AR রেখায় স্থাপিত এবং Q-এর সহিত P-কে যুক্ত করিয়া দাম OP হইয়াছে); কিন্তু AR (গড় আয়) যখন AC (গড় খরচ) অপেক্ষা বেশী, তখন একচেটিয়া কারবারী প্রতিযোগিতায় যেরূপ নিয়মিত মুনাফা পাইত তাহা অপেক্ষা বাড়তি মুনাফা (Supernormal profits) পাইবে। PQES হইল বাড়তি মুনাফা।

অপরিবর্তিত MC পতনশীল MR-এর সহিত সমান হইয়া ভারসাম্য সৃষ্টি করিতে পারে

এরূপও হইতে পারে যে প্রান্তিক আয় (MR) এবং প্রান্তিক খরচ (MC) উভয়ই কমিয়া যাইতেছে। ৪৭নং রেখাচিত্রে ইহা দেখানো হইতেছে। একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটা একান্তই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ পক্ষে প্রতিযোগিতার মধ্যে কোন বৃহৎ ফার্ম কারবারের আয়তন বাড়াইয়া এবং উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত যদি প্রান্তিক উৎপাদন খরচ কমাইতে পারে তাহা হইলে প্রতিযোগীদিগকে বাজার হইতে বিতাড়িত করিয়া একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু এইভাবে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত করিলেও (এবং উহার পরেও MC কমিতে থাকিলেও) উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট স্তরে আসিয়া তাহাকে থামিতে হইবে। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত এক স্থানে আসিয়া হ্রাসমান MR হ্রাসমান MC অপেক্ষাও বেশী কমিয়া যাইবে। যেমন ৪৭নং রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে, OM উৎপন্নের ক্ষেত্রে E বিন্দুতে

এমন কি ক্রমহ্রাসমান MC ক্রমহ্রাসমান MR এরসহিত সমান হইয়াও ভারসাম্য সৃষ্টি করিতে পারে

৪৪নং রেখাচিত্র

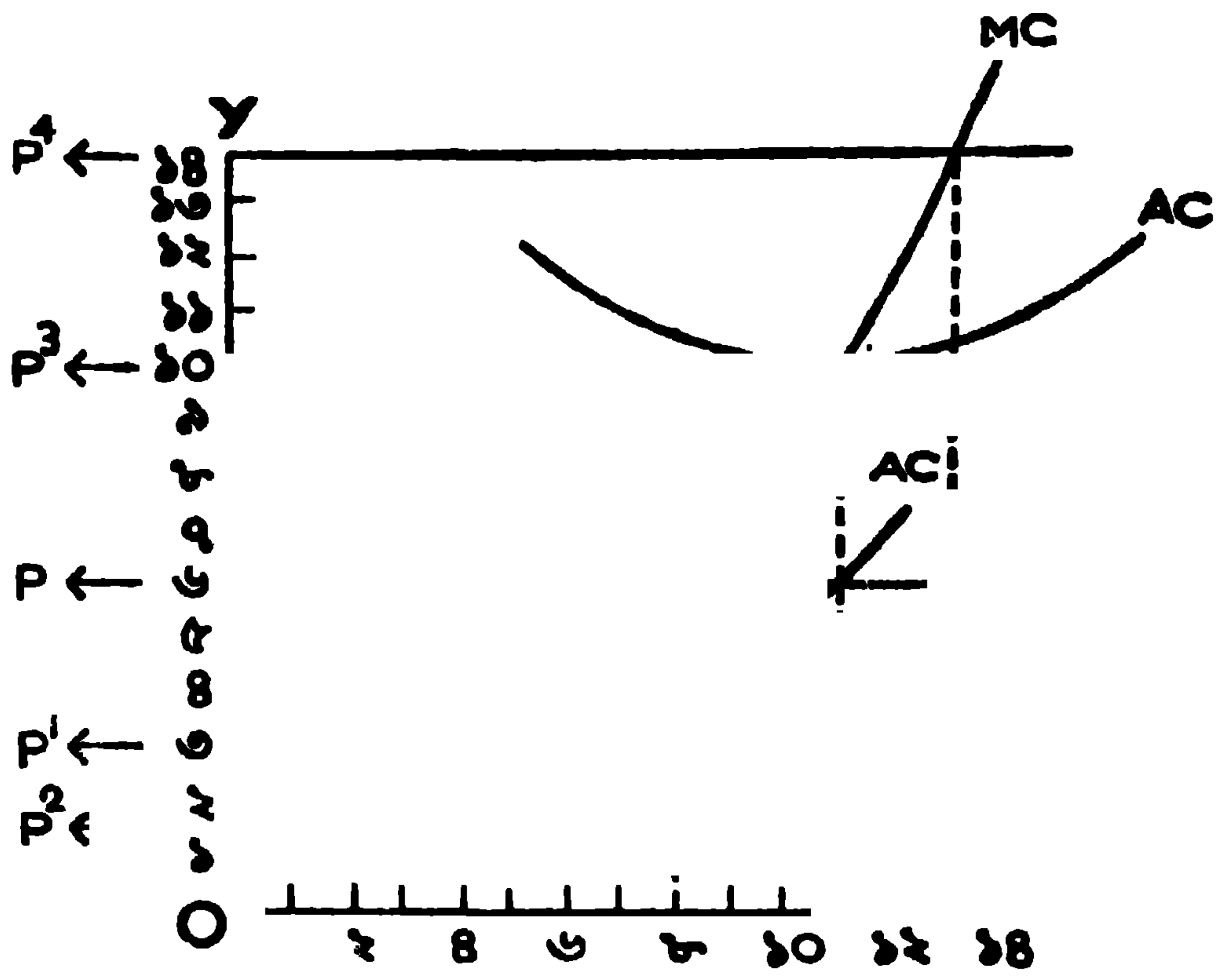

পৃষ্ঠা ৩২১

৪৫নং রেখাচিত্র

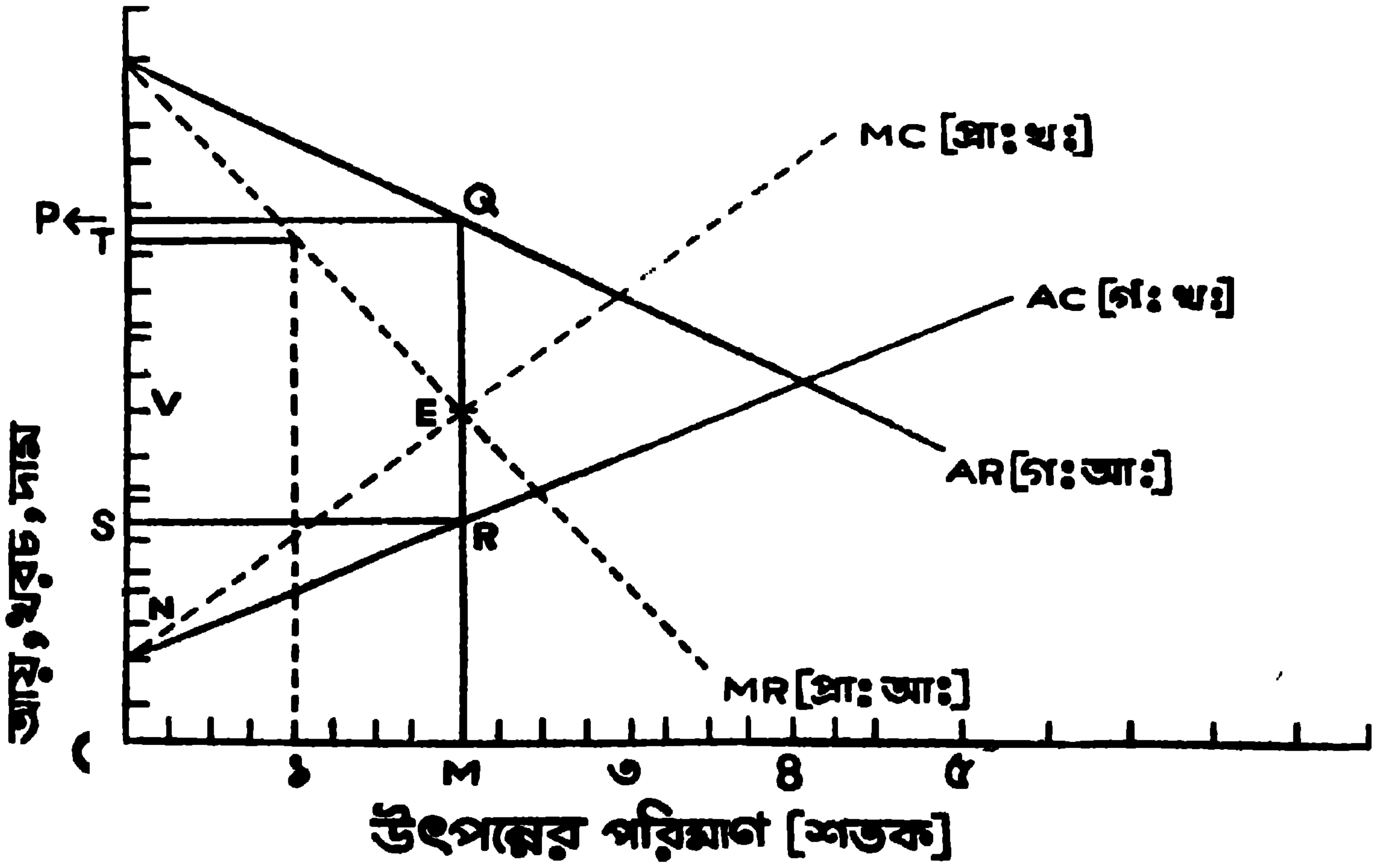

পৃষ্ঠা ৩৫২

৪৬নং রেখাচিত্র

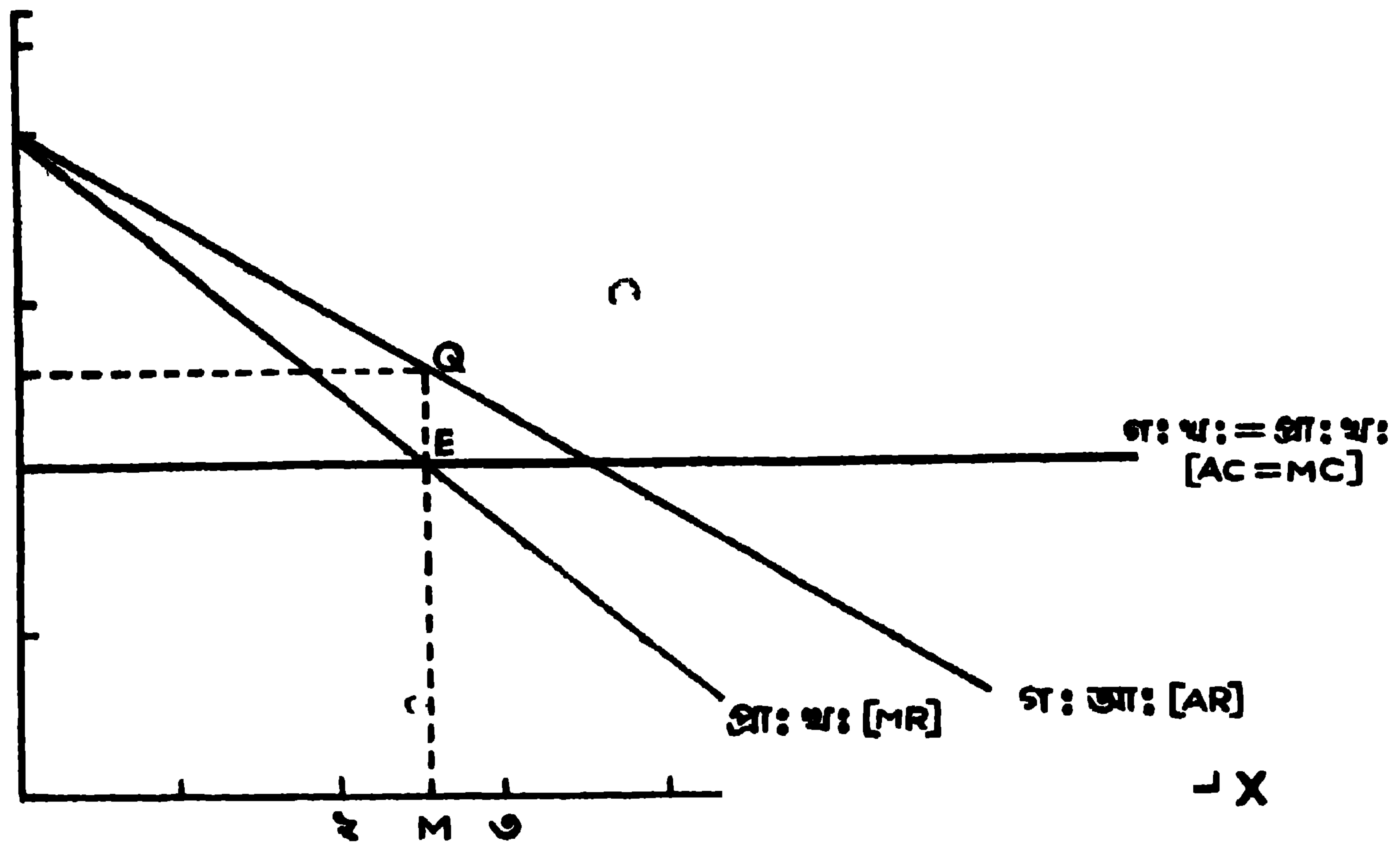

৪৭নং রেখাচিত্র

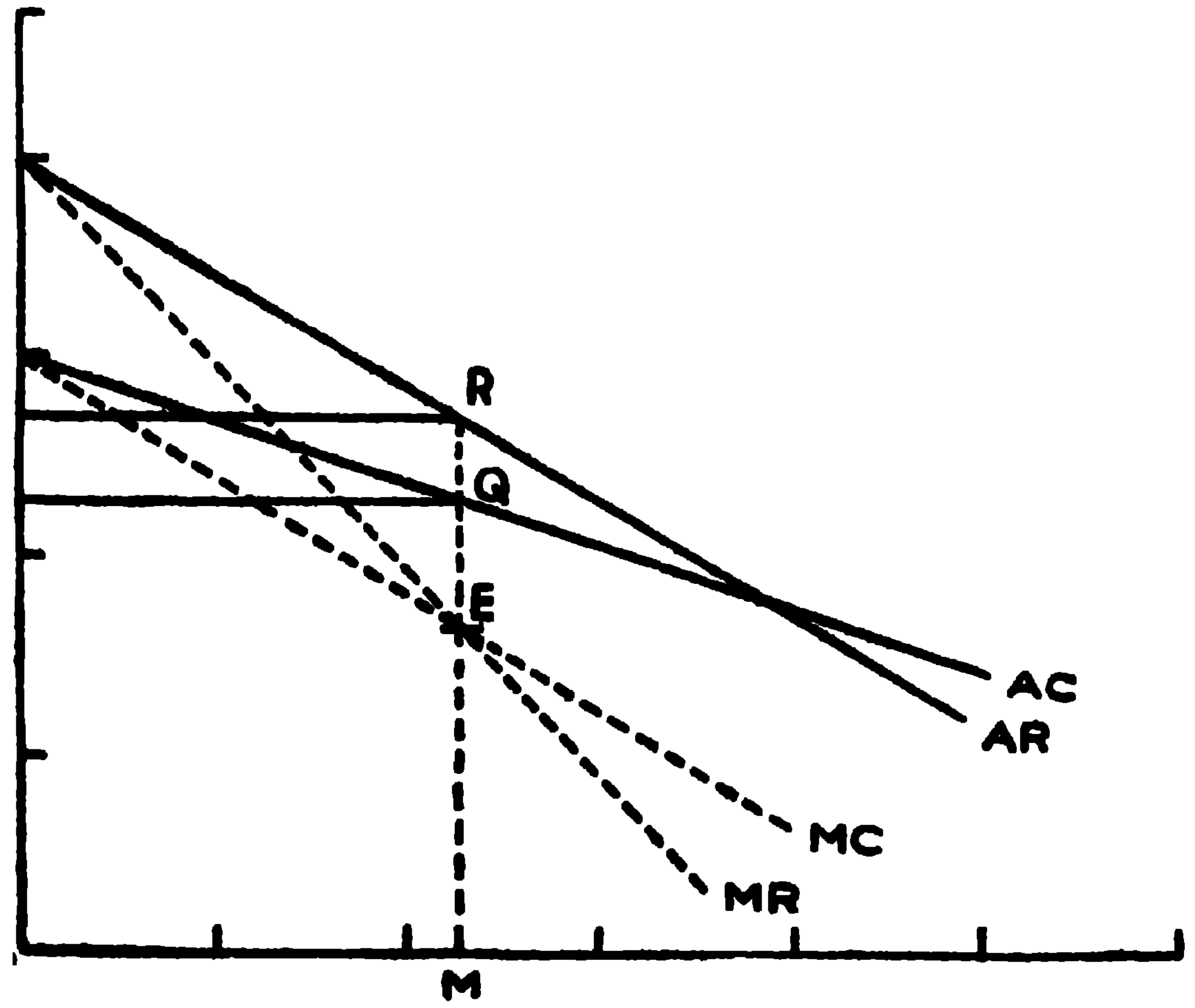

MR=MC হইয়াছে। MC বাম দিক হইতে আসিয়া MR-কে ছেদ করিয়া কাম্য উৎপন্নের পরিমাণ স্থির করিয়া দিল। দাম হইল OP এবং একচেটিয়াকারবারীর মুনাফা হইল PRQS-এর সমান।

একচেটিয়াদের নিকট গড় আয় অর্থাৎ দাম 'চড়া' হইল কি 'পড়া' হইল উহা আসল বিবেচ্য নহে। আসল বিবেচ্য হইল দাম কমিলে মোট আয় (TR) বাড়িতেছে কিনা; উহার উপরেই নির্ভর করিবে, মুনাফা বাড়তির দিকে যাইবে কিনা। একচেটিয়াদার তাহার পণ্যের বেশী যোগান দিলে দাম যদি এমনভাবে কমিয়া যায় যাহাতে চাহিদা কিছু বাড়িলেও ততটা বাড়ে না এবং মোট আয় (TR) পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যায় (চাহিদা অস্থিতিস্থাপক—inelastic) তাহা হইলে মুনাফা বাড়িবার পরিবর্তে কমিয়া যাইবে। একচেটিয়া কারবারীকে সেইজন্য সর্বদাই ক্রেতাদের নিকট তাহার সামগ্রীর চাহিদা রেখা কিরূপ (demand curve facing the seller) বা কিরূপ হইতে পারে তাহার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

একচেটিয়াদারের নিকট চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা আসল বিবেচ্য

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যতক্ষণ ১-এর অধিক (elasticity of demand is greater than one) ততক্ষণ পণ্যের উৎপাদন বাড়াইয়া, দাম (AR) কমিলেও উহা বিক্রয় করিয়া, বিক্রেতা লাভবান হইবে—কারণ উহাতে মোট আয় (TR) বাড়িবে এবং প্রান্তিক আয় (MR) কিছু পাওয়া যাইবে। কিন্তু উৎপাদন বাড়াইতে গিয়া যে মুহূর্তে দাম এমন স্তরে কমিয়া আসিবে যেখানে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইয়া গিয়াছে সেখানে (দাম কমিয়া যাওয়া সত্বেও) মোট আয় কমিয়া গিয়া প্রান্তিক আয় * ঋণাত্মক (negative) হইয়া যাইবে। উৎপাদন বাড়াইয়া দামকে ঐরূপ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার স্তরে নামাইয়াআনা একচেটিয়াদারের পক্ষে লোকসান-মূলক হইবে। ঠিক যে বিন্দুর পরেই, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর কম হইয়া যাইবে সেই বিন্দু পর্যন্ত একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন বাড়াইয়া যাইতে

* পাঠক পাঠিকা Samuelson কর্তৃক প্রদত্ত Marginal Revenue-এর সংজ্ঞা স্মরণ করুন: "Marginal Revenue may be defined as the increment to total Revenue (plus or minus) that comes when we increase Q an increment of one unit. It is plus when demand is still elastic, minus when demand is inelatic and just crosses zero when demand turns from being elastic to being inelastic." Economis : P. 479.

পারে। সেইজন্য স্টোনিয়ার ও হেগ বলিয়াছেন : "সব সময়েই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের পরিস্থিতি সেই স্থানে সৃষ্টি হইবে যেস্থানে তাহার পণ্যের চাহিদা হইবে এক-এর অপেক্ষা বেশী। শুধুমাত্র এরূপ অবস্থাতেই ধণাত্মক প্রান্তিক খরচ আছে এরূপ একচেটিয়াদারের পক্ষে সেইরূপ উৎপন্নের স্তরে পৌঁছানো সম্ভব যেখানে উৎপাদন কমাইলে ব্যয় হ্রাস অপেক্ষা আয় হ্রাস হইবে বেশী। স্থিতিস্থাপকতা যদি এক-এর বেশী না হইত তাহা হইলে উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস করিলেই মুনাফা বাড়িত।" ("A monopolist's equilibrium position will always be where the elasticity of demand for his product is greater than one. For only in such conditions will it be possible for a monopolist with positive marginal cost to find an output where, if he decreases production, revenue falls by more than costs fall. If elasticity were not greater than one, a reduction in output would always raise profits", Stonier & Hague.)*

এই আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, কি অবস্থায় বা শর্তে এক-, চেটিয়াদারের পক্ষে দাম-উৎপন্ন ভারসাম্য সৃষ্টি হইতে পারে। প্রথমতঃ, প্রতিযোগিতার মধ্যে যেরূপ ভারসাম্য-বিন্দুর কাছাকাছি আসিয়া প্রান্তিক খরচাকে ক্রমবর্ধমান হইতে হইবে, একচেটিয়া কারবারে তাহার প্রয়োজন নাই। এক-চেটিয়া কারবারে প্রান্তিক খরচ ক্রমবর্ধমান হইতে পারে, অপরিবর্তিত থাকিতে পারে, এমনকি ক্রমহ্রাসমানও হইতে পারে, (রেখাচিত্র ৪৫, ৪৬ ও ৪৭-এ MC-রেখা)। কিন্তু MC নিচে হইতে আসিয়া MR রেখাকে ছেদ করিবে, এইরূপ হইতে হইবে। যেখানে ক্রমহ্রাসমান MC, MR অপেক্ষাও দ্রুত নামিতেছে, সেখানে উহা MR কে ছেদ করিবে না, এবং একচেটিয়াদারের ভারসাম্য আসিবে না। দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য আসিতে পারে শুধু সেইখানে যেখানে তাহার পণ্যের চাহিদা এক-এর অপেক্ষা বেশী অর্থাৎ স্থিতি-স্থাপক।

দাম-উৎপন্ন ভারসাম্যের শর্ত

** A Text Book of Economic Theory, P. 166

প্রতিযোগিতা দাম ও একচেটিয়া দাম—Competitive Price and Monopoly Price

একচেটিয়াদারের নিজ পণ্যের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে, সেই কারণে উহার যোগান হ্রাস করিয়া যে কোন উচ্চহারে দাম সে বাঁধিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু প্রতিযোগিতার মধ্যে অপর পাঁচজনে যে দামে বিক্রয় করিয়াছে তাহার অতিরিক্ত দাম একজন ব্যবসায়ী কোন মতেই দাবী করিতে পারে না। সেইজন্য মনে করা হয় যে কোন একটি সামগ্রীর প্রতিযোগিতা থাকিলে যেরূপ দাম হইত, একচেটিয়াদারী থাকিলে তাহা অপেক্ষা উচ্চ স্তরেই দাম সর্বদা নির্ধারিত থাকিবে।

একচেটীয়া দাম প্রতি যোগিতা দাম অপেক্ষা কম হইতেও পারে

বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; একচেটিয়া দাম প্রতিযোগী দামের উপর থাকিতে পারে, স্বাভাবিকভাবে থাকে কিন্তু সর্বদাই যে উহা ঐরূপ থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। একচেটিয়াদার সর্বোচ্চ নীট্ মুনাফা লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিবে, উচ্চস্তরে দাম বাঁধিয়া রাখিলেই তাহার সে উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ অধিক যোগান দিলে দাম যে অনুপাতে কমিবে, অর্থাৎ যে অনুপাতে প্রান্তিক আয় কমিবে, প্রান্তিক খরচা তাহা অপেক্ষা অধিক অনুপাতে কমিতে পারে। সেক্ষেত্রে কম দামে অধিক বিক্রয় করিয়া, মুনাফা হইবে সর্বোচ্চ। সুনির্দিষ্ট ভাবে বলিতে গেলে, একচেটিয়াদারকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দাম নির্ধারণ করিতে হইবে।

(১) **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা** (Elasticity of demand)—সামগ্রীটির চাহিদা কিরূপ, অর্থাৎ উহার চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারক্ষম না সঙ্কোচপ্রসারবিহীন, ইহার উপরে সামগ্রীটির বিক্রয় সম্ভাবনা বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। চাহিদা যদি সঙ্কোচপ্রসারবিহীন অর্থাৎ অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে অধিক দামে বিক্রয় করিলেও চাহিদা হ্রাস পায় না, এবং অধিক দামে বিক্রয় করিয়াই সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে খুব কম সামগ্রীর চাহিদাই সঙ্কোচ-প্রসার বিহীন; যে সামগ্রীর চাহিদা সম্পূর্ণ সঙ্কোচ-প্রসার বিহীন সে সামগ্রীর বাজার এত বিস্তৃত হওয়াই স্বাভাবিক যে প্রতিযোগিতার কিছু না কিছু অবকাশ ঘটিয়া যায়। যে ক্ষেত্রে চাহিদা সঙ্কোচ-প্রসারক্ষম সে সকল ক্ষেত্রে ইহা কতদূর সঙ্কোচ-প্রসারক্ষম তাহা

একচেটিয়াদারকে অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। চাহিদা যদি অধিক সঙ্কোচ-প্রসারক্ষম হয়, তবে দাম কমাইলে খুব বেশী বিক্রয় হইবে এবং বেশী বিক্রয়ের জন্য কম দামেই অধিক লাভ হইতে পারে।

(২) **বদল ব্যবহারে যোগ্য সামগ্রীর অস্তিত্ব** (Substitutes)—অত্যধিক দাম চাহিলে বদল-সামগ্রীর উদ্ভাবনের জন্য অপরে সচেষ্ট হইতে পারে, এই ভীতিও একচেটিয়াদারের মনে ক্রিয়া করে। কোন একচেটিয়া সামগ্রীর হয়তো আপাততঃ বদল-সামগ্রী নাই—কিন্তু উহার দাম যদি অত্যধিক চড়া হারে বাঁধিয়া রাখিয়া উহাকে দুর্লভ করিয়া তোলা হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (বিশেষ করিয়া এই বিজ্ঞানের যুগে) উহার যথাযোগ্য বদল সামগ্রী উৎপাদনের কার্যে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া পোষাইবে বলিয়া মনে করিবে।

(৩) **প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা** (Possibility of competition) শুধু বদল সামগ্রী নহে, একই সামগ্রী যে অপর কেহ উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করিবে না, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেক সময়ে প্রতিযোগিতার মধ্য হইতে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ঘটে এবং সেক্ষেত্রে অত্যধিক দাম দাবী করিলে পুনরায় প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হইতে পারে। একজন ব্যবসায়ী সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দ্বারা আপনার উৎপাদন খরচা হ্রাস করিয়া অল্প দামে সামগ্রী বিক্রয় করিয়া অত্যুগ্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিতে পারে এবং অপর ব্যবসায়ীগণ ক্রমশঃ কারবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারে, তখন একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একচেটিয়াদার যদি অত্যধিক চড়া দামে সামগ্রী বিক্রয় করে তাহা হইলে যাহারা একদিন ঐ কারবার হইতে চলিয়া গিয়াছিল তাহারা উহাতে পুনরায় প্রবেশ করিবে।

(৪) **রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ** (State interference)—অত্যধিক দাম চাহিলে, জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইতে পারে এবং জনমতের চাপে রাষ্ট্র ঐ শিল্প নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হইতে পারে—একচেটিয়া কারবারীকে ইহাও বিবেচনা করিতে হয়।

(৫) **উৎপাদন খরচা** (cost of production)—উৎপাদনের পরিমাণের সহিত উৎপাদন খরচা কিরূপ পরিবর্তিত হয়—ইহার উপরেও একচেটিয়াদার কিরূপ দাম চাহিবে তাহা নির্ভর করে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা যদি উৎপাদন খরচা হ্রাস পায় তাহা হইলে কম দামে অধিক

সামগ্রী বিক্রয় করিয়াই সে লাভবান হইবে। অপর পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা যদি খরচা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উৎপাদন কম রাখিয়া অধিক দামে বিক্রয় করাই তাহার পক্ষে লাভজনক।

একচেটিয়াও নহে, প্রতিযোগিতাও নহে—Neither Monopoly nor Competition

বাস্তব জগতে এইরূপ সামগ্রী খুব কমই আছে যাহার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একচেটিয়া কারবার থাকে। প্রায় প্রত্যেক সামগ্রীরই কোন না কোন বদল ব্যবহার যোগ্য সামগ্রী (substitutes) থাকে; এই বদল-সামগ্রী খুব সন্নিহিত হইতে পারে (very close substitutes) অথবা দূরবর্তী হইতে পারে (distant substitutes)। একচেটিয়াদারকে যদি বদল সামগ্রীর অনুপস্থিতিরূপেই বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে খাঁটি একচেটিয়া কারবার খুব কম সামগ্রীর ক্ষেত্রেই থাকে। অন্তত: ইহাও বলিতে পারা যায় যে আমাদের সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে বিভিন্ন অভাবগুলি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগী এবং সেই কারণে যে বিভিন্ন সামগ্রীগুলির উপরে আমরা আমাদের আর্থিক ক্ষমতা ব্যয় করি, সেই বিভিন্ন সামগ্রীগুলিও নিজেদের মধ্যে বদল সামগ্রীরূপে বিবেচিত হইতে পারে। একটি সামগ্রীর দাম খুব বেশী বলিয়া মনে হইলে অপর কোন অভাব বা সামগ্রী আমাদের আর্থিক ক্ষমতা আকর্ষণ করিবে। একই শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি প্রতিযোগিতা নাও থাকে, তাহা হইলেও বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা থাকে তাহা উপেক্ষা করা যায় না। বেন্‌হামের ভাষায় "সঠিক তর্ক বিজ্ঞানের দিক হইতে, প্রত্যেক উৎপাদনকারী অপর উৎপাদনকারীর সহিত অল্প বিস্তর প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত থাকে; যে কোন একজন উৎপাদনকারীকে নিখুঁত বা অনিখুঁত প্রতিযোগিতার মধ্যে অবশ্য কার্য করিতে হয়, এবং 'একচেটিয়া' শব্দটি হয় পরিহার করা উচিত অথবা অনিখুঁত প্রতিযোগিতার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা উচিত।" (বেনহাম)*

সম্পূর্ণ একচেটিয়া কারবার আছে কিনা সন্দেহ

অপর পক্ষে আবার সাধারণত: যে সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে সেসকল ক্ষেত্রেও নিখুঁত প্রতিযোগিতার

* Economics—Benham.

তত্ত্ব অধিকাংশ সময়েই প্রয়োগ করা যায় না। বিভিন্ন কারণে একই সামগ্রীতে পার্থক্য সৃষ্টি হইতে পারে; একাধিক কারবারী একই সামগ্রী উৎপাদন করিতেছে অথচ ক্রেতাদের মনে বিভিন্ন কারবারীদের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে এইরূপ ধারণাও উদ্ভূত হইতে পারে। একই সামগ্রীর ক্রেতাদের পছন্দ যখন উৎপাদনকারী অনুযায়ী বণ্টিত হয় তখন বিভিন্ন কারবারী একই সামগ্রী বিক্রয় করিলেও এক এক জন কারবারী ঐ একই সামগ্রীর জন্য এক এক প্রকার দাম আদায় করিতে সক্ষম হয়। একই সামগ্রীর মধ্যে বিক্রেতা অনুযায়ী এই যে পার্থক্য ঘটে ইহাকে চেম্বারলীন্ "পণ্য পার্থক্য" রূপে (product differentiation) অভিহিত করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ নিখুঁত প্রতি-যোগিতা আছে কিনা সন্দেহ

একচেটিয়া কারবারের মধ্যে যেরূপ প্রতিযোগিতার উপাদান থাকে, প্রতিযোগিতার মধ্যেও সেইরূপ একচেটিয়া কারবারের উপাদান থাকে। সেই জন্যই কেয়ার্ণক্রস্ বলেন "বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা প্রতিযোগিতার সহিত মিশ্রিত নহে এইরূপ এক-চেটিয়াদারী দেখিতে পাই না, আবার একচেটিয়াদারীর সহিত মিশ্রিত নহে এইরূপ প্রতিযোগিতাও কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ কারবারে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইল প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়াদারীর মিশ্রণ যাহার মধ্যে কখনও একটি এবং কখনও অপরটি প্রাধান্য ভোগ করে। একচেটিয়াদারী এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য, শুধু মাত্রার পার্থক্য, প্রকৃতির নহে।"* স্যামুয়েলসনও বলিয়াছেন: "সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন একচেটিয়ামূলক ও প্রতিযোগিতামূলক উপাদানের সংমিশ্রণ।" ("All economic life is a blend of competitive and monopoly elements.")

প্রতিযোগিতা ও এক-চেটিয়ার মিশ্রণ

এই আলোচনা হইতে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার অর্থ বুঝিতে পারা যায়। যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত নাই, অথচ

*"The fact is that we never find monopoly undiluted by competition, and very rarely find competition undiluted by monopoly. In most lines of business there is a blend of competition and monopoly in which the one or the other may preponderate. The difference between monopoly and competition is one of degree, not of kind."—Cairncross.

অসংখ্য ব্যবসায়ী অবাধ প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত নাই, সেই বিস্তীর্ণ অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রকেই চেম্বারলিন (E. H. Chamberlin) একচেটিয়া প্রতিযোগিতারূপে (monopolistic competition) বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণত: এইরূপ প্রতিযোগিতার অর্থ হইল, প্রায় একই সামগ্রী উৎপাদন করে এইরূপ কারবারীদের একটি বৃহৎ দল। এই দলের অন্তর্ভুক্ত কারবারীরা নিজেদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা করে তাহা বেশ তীব্র কিন্তু নিখুঁত নহে। ইহার কারণ নিখুঁত প্রতিযোগিতায় একটি অভিন্ন সামগ্রী লইয়া প্রতিযোগিতা হয় কিন্তু "একচেটিয়া প্রতিযোগিতায়" পণ্যটি প্রায় এক প্রকার কিন্তু সম্পূর্ণ একপ্রকার নহে, কিছুটা স্বতন্ত্র; অথচ একচেটিয়া কারবারে একজন কারবারী যেরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পণ্য বিক্রয় করে, সেরূপও নহে। এক্ষেত্রে যেন অনেক একচেটিয়া কারবারী পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতেছে; ইহারা "একচেটিয়া" কারবারী, কারণ একজনের পণ্য অপরজনের পণ্যের সহিত ঠিক সমান নহে, আবার ইহারা "প্রতিযোগিতা" করিতেছে কারণ পণ্যগুলি ঠিক এক না হইলেও পরস্পরের নিকট-প্রতিযোগী (close rivals or substitutes)। সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটি একেবারে পৃথক্ না হইয়াও কিছুটা এক। †

অনেক কারবারী এবং প্রায় এক সামগ্রী কিন্তু সম্পূর্ণ এক নহে

†বিভিন্ন ব্যবসায়ী যে সামগ্রী উৎপাদন করে তাহা মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে একই অথচ প্রত্যেকের দ্বারা বিক্রীত পণ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য আছে, এরূপ যদি হয় তাহা হইলে উহাকে পণ্য পার্থক্য (product differentiation) বলা হইয়া থাকে। বিভিন্ন বিক্রেতার পণ্যের মধ্যে এই পার্থক্য প্রকৃত হইতে পারে; কাল্পনিকও হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ পার্থক্যের দরুন কোন একদল ক্রেতা কোন একজন বিশেষ বিক্রেতাকে বেশী পছন্দ করে, অপর একদল ক্রেতা অপর একজন বিক্রেতাকে অধিক পছন্দ করে, এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ পণ্য পার্থক্য থাকিলে ক্রেতাগণ কোন একজন বিক্রেতার নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করে সুস্পষ্ট পছন্দের ভিত্তিতে। ("Buyers are given a basis for preference, and will therefore be paired with sellers not in random fashion, as under pure competition but according to these preferences.") সংশ্লিষ্ট পণ্যের কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিবার দরুন পণ্যপার্থক্য সৃষ্টি হইতে পারে, অথবা উহার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় কিছু থাকিবার দরুনও পণ্যপার্থক্য ঘটিতে পারে। নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য অথবা বিক্রয়ের মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু—এই দুইটি যোগ করিলে সকল বিক্রেতার পণ্যের মধ্যেই কিছু কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং এই কারণেই "একচেটিয়া প্রতিযোগিতার" গুরুত্ব এত বেশী।

এরূপ ক্ষেত্রে ঠিক একচেটিয়া কারবারের পরিস্থিতি থাকে না। একচেটিয়া কারবারে একজন ব্যক্তি যে পণ্য উৎপাদন করে উহার প্রতিযোগী দ্রব্য নাই। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারীর কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই। অন্য কারবারী কি দামে তাহার সামগ্রী বিক্রয় করিল উহাতে একচেটিয়াদারের কিছু যায় আসে না। কারণ অন্য কারবারী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। সুতরাং একচেটিয়াদার কি দামে তাহার সামগ্রীটি বিক্রয় করিতে পারে উহা নির্ভর করিবে প্রধানতঃ ক্রেতাদের চাহিদার উপরে। তাহার সামগ্রীর গড় আয় রেখা (Average revenue curve) নিম্নাভিমুখী

প্রথমতঃ, বিভিন্ন উৎপাদনকারীর সামগ্রীর মধ্যে বর্ণে, গন্ধে, স্বাদে, ডিজাইনে বা অপর কোন গুণে ও বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। একদল ক্রেতা যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ ভালবাসে সেই বৈশিষ্ট্য বা গুণের সামগ্রী যে বিক্রয় করে সেই বিক্রেতার নিকট হইতেই তাহারা পণ্যটি ক্রয় করে।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন খরিদ্দারের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সহায়ক হইবার যোগ্যতায় বিভিন্ন বিক্রেতার পণ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে; তখন ক্রেতাদের পক্ষ হইতে পছন্দের তারতম্য হয়। যথা, লরী, প্রাইভেট কার ও বাস সবগুলিই মটর গাড়ী কিন্তু বিভিন্ন প্রয়োজন মিটায়। মোটামুটি একই বস্তু হওয়া সত্ত্বেও ইহারা পৃথক।

তৃতীয়তঃ, একজন বিক্রেতা হয়তো ক্রেতাকে ধারে মাল দেয় বা বাড়ীতে মাল পৌঁছাইয়া দেয় বা সেলস্‌ম্যানগুলি অত্যন্ত বিনয়ী, এমন কি খোসামুদেও, বা তাহার দোকানে বসিবার ভাল জায়গা আছে বা সে ক্রেতাকে ভাল উপহার দেয় বা ভালো প্যাকিং করিয়া মাল দেয়—এইরূপ বহুবিধ কারণে ক্রেতারা একজন বিক্রেতাকে অধিক পছন্দ করিতে পারে। সেক্ষেত্রে পণ্যপার্থক্য সৃষ্টি হইবে।

চতুর্থতঃ, যথার্থ কোন পার্থক্য না থাকিলেও শুধু লেবেল বা ট্রেডমার্কের মধ্য দিয়া এবং ক্রমাগত প্রচারকার্যের সাহায্যে ক্রেতাদের মনে ধারণা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া যায় যে পণ্যটি পৃথক। এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইলেই পণ্য পার্থক্য সৃষ্টি হইবে।

চেম্বারলিনের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া অধ্যাপক মেয়ার্স পণ্য পার্থক্যের এই বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন যে ইহা হইল "এরূপ কোন পরিস্থিতি যাহা ক্রেতাকে একজন বিক্রেতার নিকট অপেক্ষা অপর কোন বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রীত সামগ্রীর জন্য বেশী দাম প্রদানে প্রণোদিত করে; অথবা এমন কোন বিবেচনা যাহা, দুইটি বস্তুর দাম এক হইলেও একটির বিক্রেতাকেই অধিক পছন্দযোগ্য করিয়া তুলে।" ("Product differentiation may be defined as any situation which induces a buyer to be willing to pay more for a good bought from one seller rather than from another, or as any consideration which causes one dealer to be preferred to another as a seller of a good even though the price is the same with both sellers"—A. L. Meyers.)

হইবে কিন্তু কতখানি নিম্নাভিমুখী হইবে তাহা প্রধানতঃ ভোগকারীদের পছন্দের উপরেই নির্ভর করিবে। ভোগকারীরা তাহার সামগ্রী যদি পছন্দ করে তাহা হইলে একচেটিয়াদার খরচ-খরচা এবং "নিয়মিত মুনাফার" উপরেও বাড়তি মুনাফা অর্জন করিতে পারে। উহা প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিযোগিতায় উবিয়া যাইবে না। কিন্তু একজন উৎপাদনকারী যে সামগ্রী উৎপাদন করিতেছে উহার যদি খুব নিকট বদল-সামগ্রী (close substitutes) থাকে, তাহা হইলে উৎপাদনকারীর একচেটিয়া অধিকার থাকে না। এই ধরনের নিকট-প্রতিযোগীদের উপস্থিতির দ্বারাই "একচেটিয়া প্রতিযোগিতার" উদ্ভব ঘটে।

নিকট প্রতিযোগীর অস্তিত্ব

অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম উৎপন্নের ভারসাম্য—Price output Equilibrium in Imperfect (Monopolistic) Competition.

নিছক একচেটিয়া কারবারে একটি কারবার প্রতিষ্ঠান হইল একটি শিল্প (the firm itself is the industry) অর্থাৎ, শিল্প বলিতে একটি প্রতিষ্ঠানকেই বুঝায়। কিন্তু "একচেটিয়া প্রতিযোগিতা"র ক্ষেত্রে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিলেও বহু প্রতিষ্ঠান মিলিয়া একটি শিল্প যথা, হরলিক্‌স্‌, নেস্‌প্রে, ল্যাকটোজেন, কাউ এণ্ড গেট ইত্যাদি মিলিয়া গুড়া দুধের শিল্প। আবার ব্রুক বণ্ড, লিপ্‌টন, টশ্‌ ইত্যাদি মিলিয়া চা-শিল্প। কিন্তু গুড়া দুধের শিল্প এবং চা-শিল্প পৃথক। "একচেটিয়া প্রতিযোগিতায়" পরস্পরের নিকট প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিকে লইয়া একটি শিল্প গঠিত।

অনেক প্রতিযোগীকে লইয়া একটি শিল্প

এইরূপ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটি নিজস্ব ক্রেতার দল থাকে; এই ক্রেতারা উহার জিনিষই পছন্দ করে, অন্যের জিনিষ সাধারণতঃ কিনে না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয় হইতে যে গড় আয় হয় উহার রেখা নিম্নাভিমুখী হইবে; ঐ প্রতিষ্ঠানটি উহার ক্ষুদ্র গণ্ডিটুকুর মধ্যে একচেটিয়াদার। সুতরাং সে যদি তাহার পণ্য বেশী করিয়া ছাড়ে তাহা হইলে দাম কমাইয়া তবেই বিক্রয় করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের গড় আয় রেখা (যে দামে সামগ্রীটি বিক্রয় হইবে) নিম্নাভিমুখী হইবার কারণ হইল (১) সকল প্রতিষ্ঠানের পণ্য ঠিক এক নহে, সুতরাং প্রত্যেক পণ্যের বাজার সীমাবদ্ধ এবং

তথাপি প্রত্যেক ফার্মের গড় আয় রেখা নিম্নমুখী

(২) একটি শিল্পে নিখুঁত প্রতিযোগিতার মত অসংখ্য প্রতিষ্ঠান নাই। যদি অসংখ্য বিক্রেতা একই পণ্য বিক্রয় করিত তাহা হইলে একজন বিক্রেতা তাহার নিজস্ব যোগান একটু বাড়াইলে উহা সিন্ধুতে বিন্দুর যোগ হইত, উহার দরুন দাম কমিয়া যাইত না।

কিন্তু এইরূপ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে অপর বিক্রেতার কার্যকলাপ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতে হইবে। একই দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়ীরা প্রত্যেকেই অপরের কার্যাবলীর উপর, প্রত্যেকের লাভ লোকসানের উপর, সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতেছে।

যত নিকট-প্রতিযোগী সামগ্রী থাকিবে ততই প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা

যদি একটি প্রতিষ্ঠান কোন নূতন বা বিশেষ জনপ্রিয় সামগ্রী উৎপাদনের দ্বারা বড় রকমের মুনাফা অর্জন করিতে থাকে তাহা হইলে ঐ দলে অন্যান্য ব্যসায়ীগণ যতদূর সম্ভব অনুরূপ সামগ্রী উৎপাদন সুরু করিবে। ঠিক একরূপ সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব না হইলেও যথাসম্ভব একইরূপ সামগ্রী উৎপাদনের চেষ্টা করা হইবে। সুতরাং একটি বিশেষ পণ্য উৎপাদন করিয়া কোন কারবারী "যদি নিয়মিত মুনাফার" উপরেও "বাড়তি মুনাফা" পায় তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত জোরালো হইয়া উঠিবে। একই প্রতিযোগিতার চাপে বাড়তি মুনাফা উবিয়া যাইতে থাকিবে। যাহার বাড়তি মুনাফা হইতেছিল তাহার দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের যতটা সমান পণ্য অপরাপর ব্যবসায়ীদের দ্বারা উৎপাদন করা সম্ভব হইবে, প্রথম ব্যক্তির বাড়তি মুনাফা ততই তাড়াতাড়ি উবিয়া যাইবে। কিন্তু সেই পণ্যের প্রকৃতি যতই বিশেষ ধরনের হইবে (গুণে বা অপর কোন বৈশিষ্ট্যে উহার কাছাকাছি যাইতে পারে এরূপ সামগ্রী উৎপাদন করা যতই অসম্ভব বা দুরূহ হইবে) ততই ঐ উৎপাদনকারী অধিককাল ধরিয়া বাড়তি মুনাফা ভোগ করিতে পারিবে ; প্রতিদ্বন্দ্বীদের পক্ষে এই বাড়তি মুনাফা সম্পূর্ণভাবে খাইয়া ফেলা দীর্ঘকালের দিক হইতে সম্ভব হইবে না*।

* অর্থাৎ স্বল্পকালের মধ্যে (in the short run), একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বিক্রেতারই একটি নিজস্ব ক্রয়-বিক্রয়ের গণ্ডী থাকে। সুতরাং বিশেষ ধরনের সামগ্রী উৎপাদনের দ্বারা প্রত্যেকে বাড়তি মুনাফা অর্জন করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নিকট-প্রতিযোগীদের চাপে এই বাড়তি মুনাফার অনেকখানিই অন্তর্হিত হয়। কতখানি অন্তর্হিত হইবে তাহা নির্ভর করে "একচেটিয়া প্রতিযোগিতার" মধ্যে "প্রতিযোগিতার" অংশ বেশী, না "একচেটিয়ার" অংশ বেশী তাহার উপর। পণ্য-পার্থক্য যত কম হইবে তত প্রতিযোগিতার উপাদান বেশী এবং পণ্য পার্থক্য যত বেশী হইবে তত একচেটিয়ার উপাদান বেশী।

"একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতার" মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতার ভাবই থাকে বেশী। সুতরাং দীর্ঘকালীন পরিস্থিতিতে শিল্পটির বা দলটির ভারসাম্য (Group equilibrium) সৃষ্টি হয় বাড়তি মুনাফা অন্তর্হিত হইয়া। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিযোগিতার এই ভারসাম্য নিখুঁত প্রতিযোগিতার ভারসাম্যের সহিত ঠিক সমান নহে। পার্থক্য হইল যে নিখুঁত প্রতিযোগিতার মধ্যে যে উৎপাদনের স্তরে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক কম উৎপাদনের স্তরেই একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে।

দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলে, কারবারে কখন বাড়তি মুনাফা বলিয়া কিছু থাকে না তাহা স্মরণ করা প্রয়োজন। স্বল্পকালীন পরিস্থিতিতে প্রান্তিক ব্যয় এবং প্রান্তিক আয় যেখানে সমান হয় সেখানে গড় আয় (Average Revenue), গড় ব্যয়ের (Average cost) সহিত সমান না হইয়া উহা অপেক্ষা বেশী থাকিতে পারে। গড় ব্যয়ের উপর গড় আয়ের এই আধিক্য বাড়তি মুনাফা। কিন্তু দীর্ঘকালীন পরিস্থিতিতে গড় আয় এবং গড় ব্যয় সমান হইয়া যায়—তখন আর কোন "বাড়তি মুনাফা" বা অতিরিক্ত লাভ থাকে না। কিন্তু গড় ব্যয় রেখা (Average cost curve) হইল ইউ-আকৃতির; দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় হইল নৌকা আকৃতির; ইহা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যেমন, একচেটিয়াদারীর ক্ষেত্রেও সেইরূপ প্রযোজ্য। কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, একজন ব্যবসায়ীর গড় আয় রেখা হইবে অনুভূমিক; সুতরাং অনুভূমিক গড় আয় (horizontal average revenue curve) গড় খরচার নিম্নতম অংশে স্পর্শক (tangent) হইবে; অর্থাৎ সবথেকে বেশী উৎপাদনের ক্ষেত্রে,—যখন গড় উৎপাদন খরচা সব থেকে কমিয়া গিয়াছে (optimum level of output)।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন খরচ নৌকাকৃতির কিন্তু গড় আয় রেখা হইল নিম্নদিকে হেলানো। নৌকাকৃতি বক্ররেখাটিকে যদি দুইভাগে ভাগ করা হয় (দক্ষিণ ও বাম ভাগ) তাহা হইলে নিম্নমুখী একটি সরল রেখা টানিলে (যাহার বাম দিকটা উপরে উঠিয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ দিকটা নিচে নামিয়া গিয়াছে) এই সরল রেখাটি

নৌকাকৃতি বক্ররেখাটির (গড় উৎপাদন খরচার রেখা) একমাত্র বাম ভাগের সহিতই স্পর্শক (tangent) হইতে পারে। যথা,

এই ৪৮ নং রেখাচিত্রটিতে OX হইল উৎপাদন রেখা। ধরা যাক, গঃ খঃ বক্ররেখাটি হইল গড় খরচ রেখা, উহা প্রতিযোগিতা এবং "একচেটিয়া প্রতিযোগিতা" উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই একই ব্যয় রেখা বলিয়া ধরা যাউক। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গড় আয় রেখা যেরূপ হইবে তাহা হইল গঃ আঃ ১। এই গড় আয় রেখাটি অনুভূমিক রেখা (horizontal average curve), কারণ প্রতি-যোগিতার মধ্যে একজন মাত্র ব্যবসায়ীর উৎপাদন মোট উৎপাদনের অতি নগণ্য অংশ; অতএব একজন ব্যবসায়ী তাহার যোগান বাড়াইলে গড় আয় (দাম) কমিয়া যাইবে না। কিন্তু গঃ আঃ ২ রেখাটি "একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার" ক্ষেত্রে গড় আয় কিরূপ হইবে তাহা দেখাইতেছে। ইহা উপর হইতে নিচের দিকে ঢালু। অনুভূমিক গঃ আঃ ১ সরল রেখাটি গঃ খঃ বক্ররেখার সহিত R বিন্দুতে স্পর্শক হইয়াছে; এক্ষেত্রে উৎপাদন হইল OM^1। ঢালু গঃ আঃ (২) রেখাটি কিন্তু R বিন্দুর একমাত্র বাম-দিকেই গঃ খঃ রেখার সহিত স্পর্শক (tangent) হইতে পারে—উহা Q বিন্দুতে স্পর্শক হইল। Q বিন্দু R বিন্দু অপেক্ষা কম উৎপাদনের স্তর। এক্ষেত্রে উৎপাদন হইল OM। অতএব দেখা যাইতেছে যে "একচেটিয়া প্রতি-যোগিতার" ক্ষেত্রে "নিখুঁত প্রতিযোগিতার" তুলনায় কম উৎপাদনের স্তরেই দীর্ঘকালীন ভারসাম্য উপস্থিত হইবে।

অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার অপচয়—Wastages of Imperfect Competition

নিখুঁত প্রতিযোগিতায় দেশের উৎপাদক সঙ্গতি বিভিন্ন সামগ্রী উৎপা-দনের মধ্যে এরূপ ভাবে বণ্টিত হয় যাহাতে উহারা সব থেকে বেশী মূল্য সৃষ্টি করিতে পারে। যে উপাদান যে উৎপাদনের কার্যে সব থেকে বেশী উৎপাদনক্ষম, সে উপাদান সেই উৎপা-দনের কার্যে নিযুক্ত হয়। কি উৎপাদিত হইবে, কিভাবে উৎপাদিত হইবে, উৎপাদিত সম্পদ কাহাদের মধ্যে বণ্টিত (What, How, For whom) হইবে তাহা প্রতিযোগিতার দ্বারা আপনা

কি বস্তু, কি ভাবে কাহার ভোগের জন্য উৎপাদিত হইবে, প্রতিযোগিতায় ইহার সহজ সমাধান হয়

আপনি স্থির হইয়া যায়। এক্ষেত্রে উৎপাদক সম্পত্তি যতদিন পাওয়া যাইবে ততদিন সমাজের যতখানি প্রয়োজন ততখানি উৎপাদিত হইবে।

অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক আয় (MR) এবং প্রান্তিক খরচার (MC) সমতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কারবারী তাহার উৎপাদন বাড়াইলে প্রান্তিক আয় কমিয়া যায়; প্রান্তিক আয় যদি বেশী কমিয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে অচিরেই লোকসানের সম্মুখীন হইতে হইবে। অতএব কারবারী ইচ্ছা করিয়াই নিজের পণ্যকে দুষ্প্রাপ্য করিয়া রাখিবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যেক্ষেত্রে উৎপাদনকারী তাহার প্রান্তিক খরচ (MC) যতক্ষণ না বাজার দামের (P) সহিত সমান হয় ততক্ষণ উৎপাদন করিয়া চলিবে (অর্থাৎ উৎপাদন অনেক বেশী হইবে, ৪২ ও ৪৩ নং রেখাচিত্র) সেক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় উৎপাদনকারী ততটুকু উৎপাদন করিবে যতটুকু উৎপাদন করিলে MC=MR হইবে। কিন্তু MR হইল AR (অর্থাৎ দাম) অপেক্ষা কম (৪৮ নং রেখাচিত্র)। অতএব MC যদি MR এর সমান হয় এবং MR যদি P অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে MC ও P অপেক্ষা কম; দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন খরচার মধ্যে একটি ফাঁক থাকিবে।

অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার উৎপাদনকারী পণ্যকে দুষ্প্রাপ্য করিয়া রাখিবে

এই ফাঁক হইল অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কারবারীর বাড়তি মুনাফা। এই মুনাফা সমাজের পক্ষে প্রয়োজন বা বাঞ্ছিত উপার্জন হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা মুষ্টিমেয় শ্রেণীর অবাঞ্ছিত উপার্জন। ইহাতে নিষ্প্রয়োজনে ধনবন্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। যাহারা এই বাড়তি উপার্জন করে তাহারা সমাজকে সত্যকার কোন উপকার বা সেবা হয়তো দেয় না। তাহারাই যে দরিদ্র এবং তাহাদের প্রয়োজন বেশী এরূপও নহে। শুধু তাহাই নহে, কোনও একটি সামগ্রীর উৎপাদনে যদি দাম (P) প্রান্তিক খরচ (MC) অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সমাজ ঐ সামগ্রী উৎপাদনে যে ত্যাগ স্বীকার করিতেছে তাহার অনুপাতে উহা ঐ সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে পাইতেছে না। সমাজ কতখানি পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতেছে প্রান্তিক উৎপাদন খরচা উহার ভিত্তিতে বিচার করা উচিত—উহা সামাজিক খরচা; এতখানি শ্রম লাগিতেছে, এতখানি পুঁজি লাগিতেছে,

সামাজিক সম্পত্তির অপচয়

এতখানি জমি লাগিতেছে এবং এতখানি সংগঠনী ক্ষমতা লাগিতেছে—উহাদের মালিক যাহারাই হউক না কেন, উহারা সমগ্র সমাজের। দাম যদি প্রান্তিক উৎপাদন খরচা অপেক্ষাও বেশী হারে বাঁধিয়া রাখা হয় (অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় তাহাই করা হয়) তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, যে-বিন্দুতে সামগ্রীর সামাজিক খরচ (social cost) উহার শেষ এককটির সামাজিক প্রয়োজনীয়তার "(what the last unit of the good is worth to society)"সমান হইতে পারে সেই বিন্দু পর্যন্ত উৎপাদন করা হইল না; ইচ্ছা করিয়া সেই বিন্দু পর্যন্ত আগাইতে দেওয়া হইল না। ইহা হইল অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সামাজিক সঙ্গতির অপচয়।

একদিকে যখন সামাজিক সঙ্গতির অপচয় ঘটে অপর দিকে তখন পণ্যের দাম অত্যন্ত চড়াহারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অন্তত: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটে। ইহাও সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক। অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম এবং প্রান্তিক উৎপাদন খরচার মধ্যে যে ফাঁক সৃষ্টি করা হয় উহা একচেটিয়া অধিকার জনিত মুনাফা। এই মুনাফা সমাজের উপর আরোপিত বোঝা। সরকার যদি বাড়তি কর আরোপ করিয়া এই মুনাফা সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলে তাহা হইলে ঐ অর্থ অন্যভাবে সমাজ কল্যাণে ব্যয় হইতে পারে বটে কিন্তু সংশ্লিষ্ট পণ্যটির উৎপাদন পূর্বেও যেরূপ হইত এখনও সেইরূপই থাকিবে এবং ঐ পণ্যটিকে চড়া দামেই জনসাধারণকে কিনিতে হইবে। সরকার একটি থোক্ কর বসাইলে উহা উৎপাদনকারীর উপর "স্থায়ী খরচার" ("Fixed cost") ন্যায় বসিবে; উৎপন্নের পরিমাণে তারতম্যে স্থায়ী খরচ-এর কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং এই কর প্রান্তিক উৎপাদন খরচকে স্পর্শ করিবে না। অপর দিকে প্রান্তিক আয় (MR) নির্ভর করে পণ্যটির চাহিদার উপর, খরচার উপরেও নয়, করের উপরেও নয়। সুতরাং ক্রেতারা প্রয়োজনমত যথেষ্ট পরিমাণে পণ্য পাইবে না, কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত দাম তাহাদিগকে দিয়া চলিতে হইবে।

ক্রেতা সাধারণকে অতিরিক্ত দামের বোঝা বহন করিতে হয়

তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যে দেখা যাইবে যে কারবারী কোন মুনাফাই পাইতেছে না। অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যেও এরূপ অনেক কারবার দেখা যাইবে যেগুলিতে অবাঞ্ছিত ভীড় জমিয়া

উঠিয়াছে—একই কারবারে বহু কারবারী ভীড় করিয়াছে, ইহাদের পণ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে কিন্তু পার্থক্য খুব সামান্য। প্রত্যেকেই ছোট কারবারী এবং লাভ না হইলেও সুদিনের আশায় বা আত্মম্ভরিতায় কারবারটিকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে; অন্যথায় মালিক কি করিয়া খায় তাহা সমাজকে বুঝাইতে পারিবে না। কি করিয়া সময় কাটাইবে তাহা নিজেকেও বুঝাইতে পারিবে না। তাই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। যখন পুঁজি নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন সর্বস্বান্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করে। পুরাতন কারবারী যখন বিদায় গ্রহণ করে, তখন নূতন কারবারী প্রবেশ করিতেও পারে।

এত সত্ত্বেও, অনেক ক্ষেত্রে কারবারীর কোন মুনাফা হয়না

কাছাকাছি একটি মিঠাই-এর দোকান বন্ধ হইয়া যাইতেছে দেখিয়াও আর একজন কারবারী একটি মিঠাইয়ের দোকান পত্তন করিতে পারে; কারণ, কিছুটা অজ্ঞতা, কিছুটা আত্ম-বিশ্বাস। সে মনে করিতে পারে সে এমন মিঠাই বানাইবে যাহা লোকে খাইলেই উল্লসিত হইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া তাহার দোকানেই আসিবে। কিন্তু কি হইবে তাহা ভবিষ্যৎই দেখাইয়া দিবে। অনেক ক্ষেত্রেই লোকে আজ তাহার নিকট আসিবে, কাল আর একজন আরও ভালো কিছু তৈয়ারী করিলে তাহার নিকট চলিয়া যাইবে। মোটকথা, অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতাতেও, প্রয়োজনাতিরিক্ত কারবারীর ভিড় হইয়া মুনাফা উবিয়া যাইতে পারে। অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার এই কুফল বর্ণনা করিয়া স্যামুয়েলসন বলিয়াছেন: অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে, সম্পত্তির অপচয় ঘটিতে পারে, দামও চড়া থাকিতে পারে অথচ অসম্পূর্ণ প্রতিযোগীদের হয়তো মুনাফা নাও থাকিতে পারে। "(Imperfect competition may result in wastage of resources, too high a price, and yet no profits for the imperfect competitors"—Samuelson).

একচেটিয়ামূলক বা অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রয় খরচা—Selling cost in Monopolistic or Imperfect competition.

একচেটিয়ামূলক বা অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ব্যবসায়ীদিগকে বিক্রয় বাড়াইবার জন্য বেশ কিছু খরচা করিতে হয়; নিছক উৎপাদন খরচাই তাহাদের আসল খরচা নহে। "মোট খরচ বলিতে উৎপাদন খরচ ও বিক্রয় খরচ (selling cost) উভয়কেই বুঝাইবে। বস্তুতঃপক্ষে বিক্রয় খরচ, অর্থাৎ

সামগ্রীটিকে জনপ্রিয় করিবার জন্য প্রচার কার্য বাবদ ব্যয় "মোট খরচ"-এর একটি বৃহদংশ। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ ব্যয়-বহুল প্রচার কার্য করিতে প্রণোদিত ও বাধ্য হয়; এক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যবসায়ী দেখাইতে চেষ্টা করিবে যে তাহার পণ্য অপরাপর ব্যবসায়ীদের পণ্য হইতে পৃথক এবং উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা খরিদ্দার-দিগের মনে গাঁথিয়া দিবার জন্য ক্রমাগত প্রচারকার্য প্রয়োজন। সুতরাং একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় ব্যবসায়ীকে তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে: (১) কতখানি উৎপাদন করা হইবে (output); (২) ঠিক কি ধরনের পৃথক পণ্য উৎপাদন হইবে (design); এবং (৩) প্রচারকার্যের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইবে। প্রথম সিদ্ধান্তটি নিখুঁত প্রতিযোগিতার মধ্যেও ব্যবসায়ীরা করিবে (কারণ, চলতি দামে খরচা পোষানো চাই এবং উৎপাদন খরচ উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে) কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সিদ্ধান্তটি কেবল মাত্র "একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতায়" করিবার প্রয়োজন হইবে। খাঁটি একচেটিয়া কারবারেও প্রথম সিদ্ধান্তটি করা হইবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন হইবে না।

ক্রমাগত প্রচারকার্য প্রয়োজন

সুতরাং একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতায় বিক্রয় খরচা অর্থাৎ বিজ্ঞাপন খরচা বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। একচেটিয়া প্রতিযোগী যখন বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় না করে, তখন দীর্ঘকালীন পরিস্থিতিতে (in the long run) তাহার বাড়তি মুনাফা উবিয়া যাইতে থাকে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা তখন সে এই বাড়তি মুনাফার হ্রাস যথাসম্ভব প্রতিরোধের জন্য বা পিছাইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনের জন্য অতিরিক্ত খরচা করিবার পর, "একচেটিয়া প্রতিযোগী" তাহার সামগ্রীর উৎপাদন এবং দাম উভয়ই চড়াইয়া দিবে। "উৎপাদন" বাড়াইবে, কারণ উহাতে একক পিছু বিজ্ঞাপনের খরচা কম পড়িবে (selling cost per unit) এবং বিজ্ঞাপনের দরুন সামগ্রীর কাট্‌তি বাড়িবে; "দাম" বাড়াইয়া দিবে, কারণ বিজ্ঞাপনের দরুন একদিকে মোট-খরচা বাড়িয়াছে এবং অপরদিকে চাহিদা বাড়িয়াছে। এইভাবে বিজ্ঞাপনের জন্য বাড়তি খরচা করিলে সব খরচ-খরচা পোষাইয়াও যদি একটি বাড়তি লাভ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের জন্য ঐ বাড়তি ব্যয় করা হইতে থাকিবে।

প্রচার কার্যের খরচা পোষাইতে হইবে

৪৮নং রেখাচিত্র

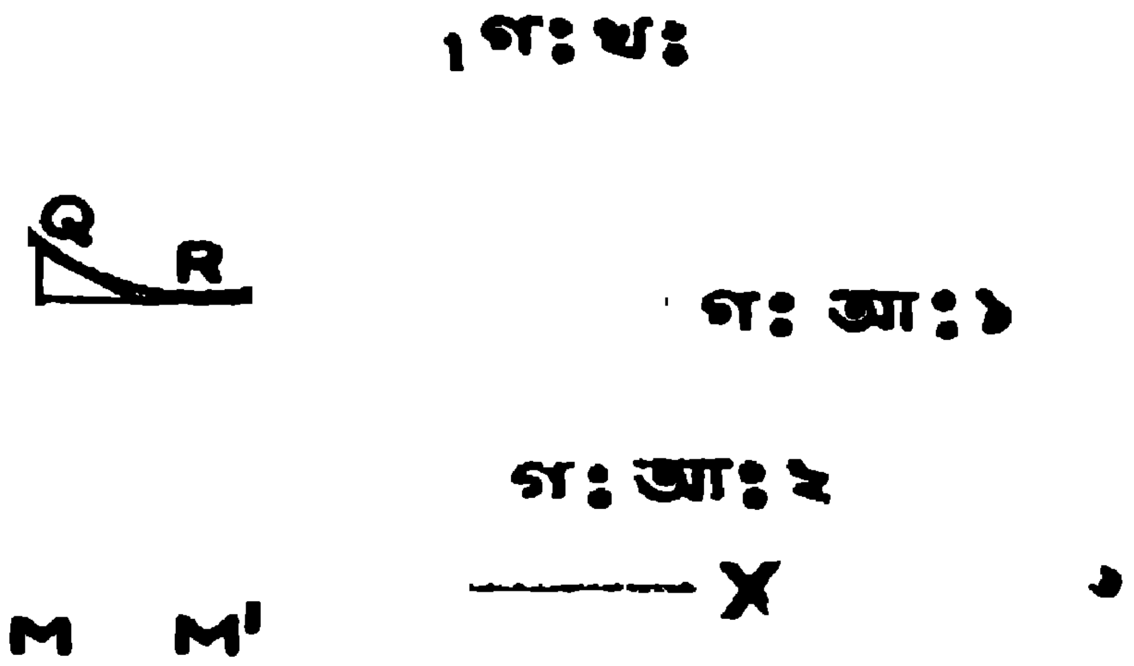

পৃষ্ঠা ৩৬৫

৪৯নং রেখাচিত্র

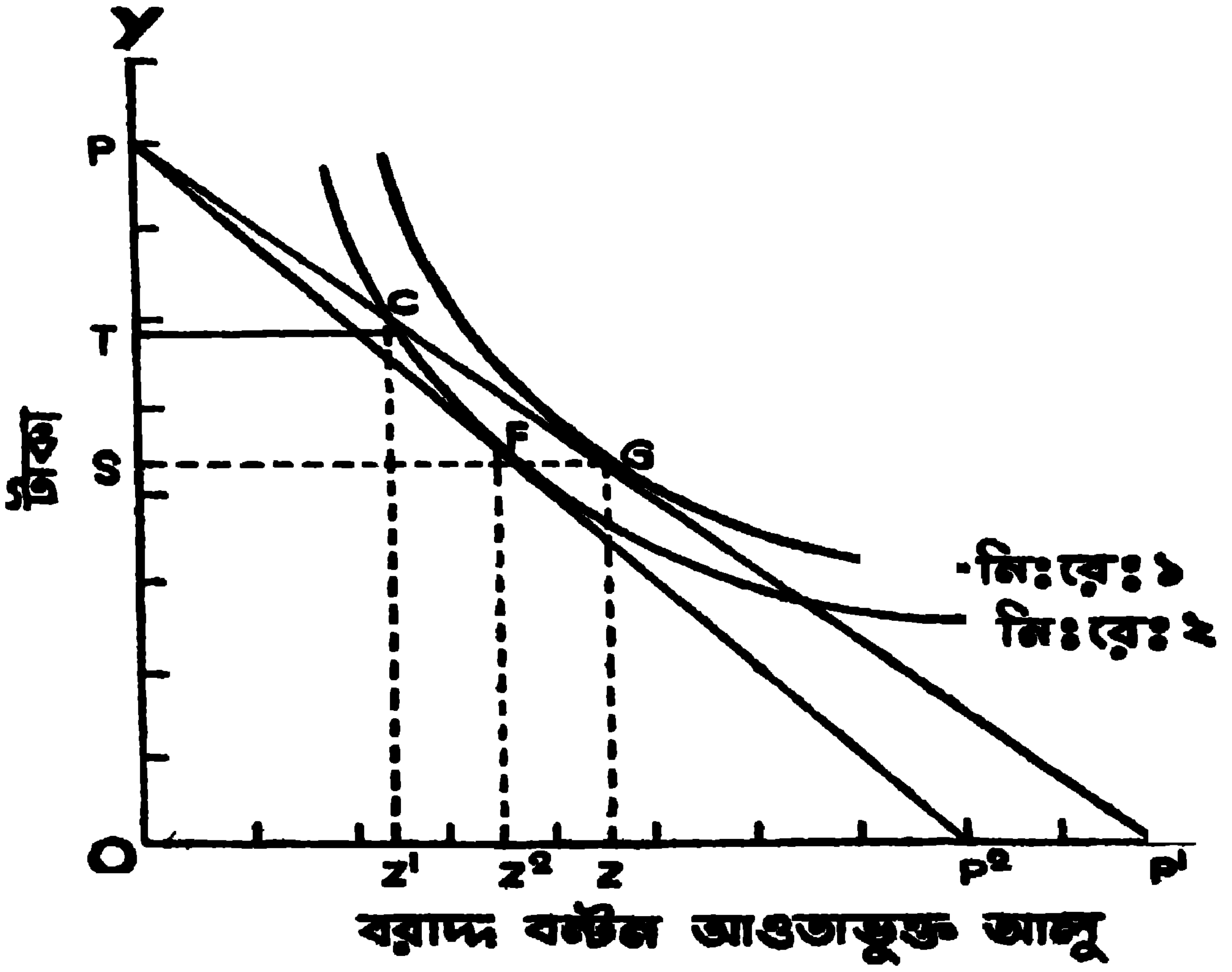

পৃষ্ঠা ৩৮২

৫০নং রেখাচিত্র

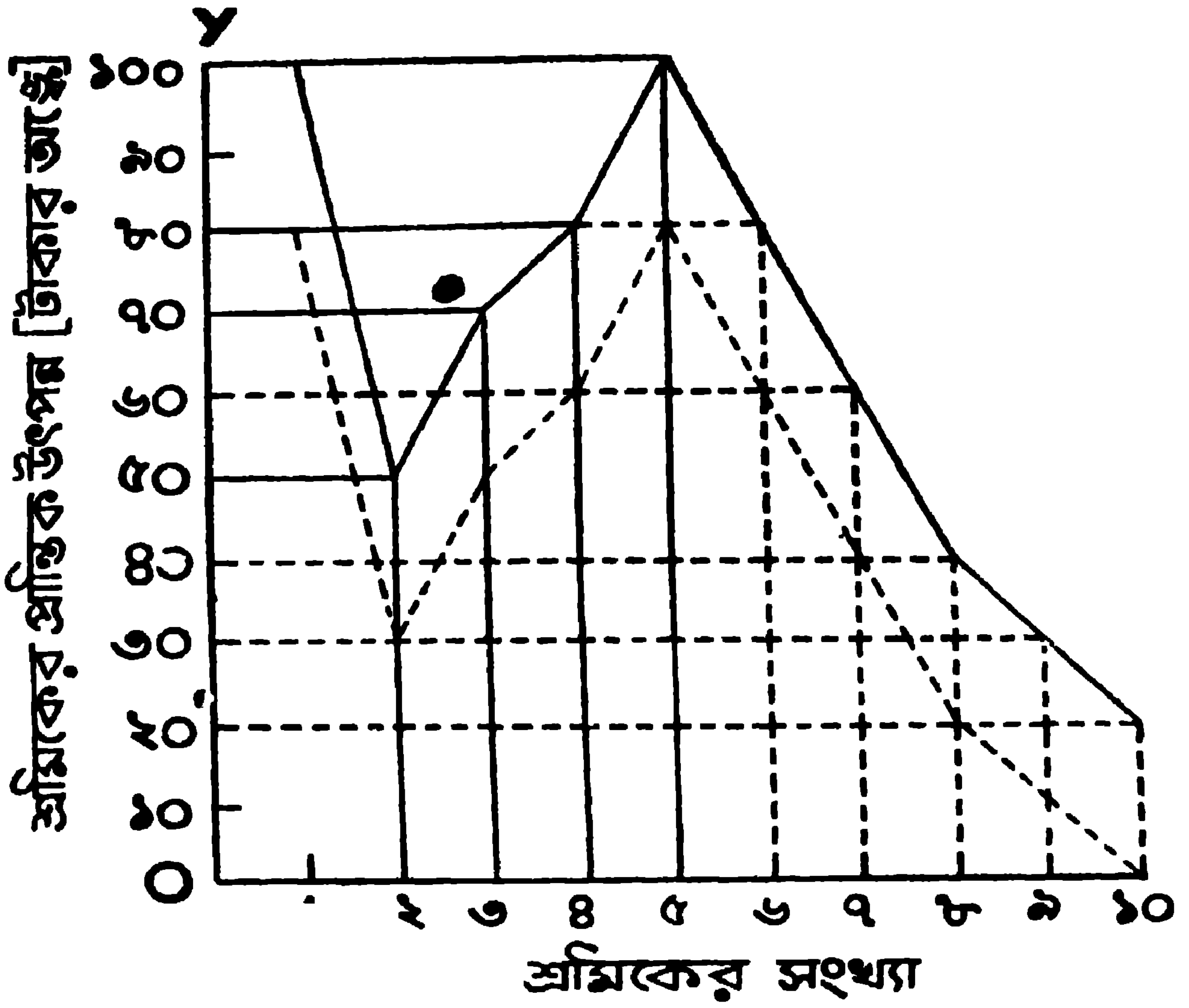

পৃষ্ঠা ৪০৮

৫১নং রেখাচিত্র

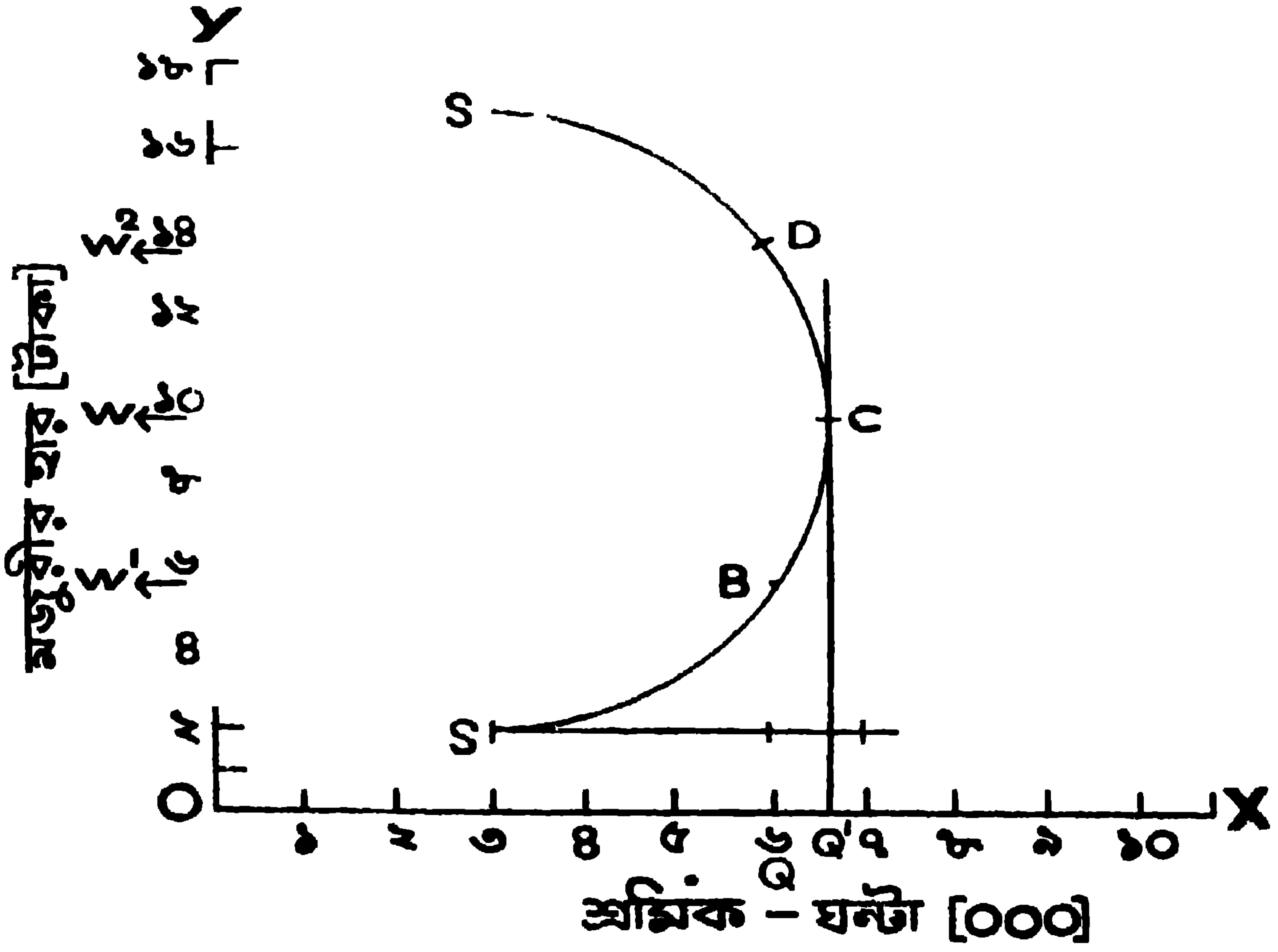

পৃষ্ঠা ৪৫৬

ব্যবসায়ী এই বাড়তি খরচা ততক্ষণ করিবে যতক্ষণ এই বাড়তি বিজ্ঞাপন দরুন বাড়তি আয় (extra revenue due to extra advertisement cost) ঐ বাড়তি খরচার সমান হইয়া যায়। এই সমান হইয়া যাইবার অর্থ হইল যে উহার পরে বাজার তাহার বিজ্ঞাপনে আর আনুপাতিকভাবে সাড়া দিবে না। তখন বাড়তি বিজ্ঞাপন খরচা করিলে ব্যয় যে অনুপাতে বাড়িবে আয় সে অনুপাতে বাড়িবে না, সুতরাং নীট আয় কমিয়া যাইবে বা লোকসান হইতে থাকিবে।

অলিগপলি (Oligopoly)

অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার আর একটি রূপ হইল অলিগপলি। একচেটিয়া কারবারে যেমন একজনমাত্র ব্যবসায়ী থাকে, অলিগপলিতে থাকে অতি অল্প সংখ্যক কয়েকজন ব্যবসায়ী; নিখুঁত প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ন্যায় অনেক ব্যবসায়ী থাকে না। সেই জন্য অলিগপলির মধ্যে দাম নিরূপণের মূল সমস্যা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির (একচেটিয়া, প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতা) সমস্যা হইতে কিছুটা পৃথক।*

অতি অল্প সংখ্যক ব্যবসায়ী

যে সকল ব্যবসায়ে অলিগপলি দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলিকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, ঠিক একই পণ্য লইয়া কারবার করিতেছে এইরূপ অত্যল্প সংখ্যক ব্যবসায়ী থাকিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, এক জাতীয় তবে সামান্য কিছু পৃথক পণ্য লইয়া কারবার করিতেছে এইরূপও অল্প সংখ্যক কতিপয় ব্যবসায়ী থাকিতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রটিকে বলা হয় পণ্যপার্থক্যবিহীন অলিগপলি (oligopoly without product differentiation) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় পণ্যপার্থক্যবিশিষ্ট অলিগপলি (oligopoly with product differentiation)। এই দুইটি ক্ষেত্রে দাম নিরূপণের সমস্যা পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

অলিগপলি দুই প্রকার

---

*"Oligopoly occurs where there are only a few sellers. It differs both from monopoly where there is only one seller, and from perfect and monopolistic competition where there are many". Stonier & Hague, A text book of Economic theory, p 198,

(১) **পণ্যপার্থক্যবিহীন অলিগপলি**—এই ধরনের কারবারের আলোচনা দুইচেটিয়া কারবারের (Duopoly) আলোচনা দিয়া সুরু করিলে মূল বিষয়টি সুপরিস্ফুট হইবে। দুইচেটিয়া কারবারের প্রকৃতির মধ্যে অলিগপলির মূল প্রকৃতি নিহিত রহিয়াছে। দুইচেটিয়া কারবারের (duopoly) অর্থ হইল এরূপ একটি কারবার যেখানে মাত্র দুইজন ব্যবসায়ী আছে।

দ্বি-চেটিয়াদারীর সহিত সাদৃশ্য

একই পণ্য বিক্রয় করিতেছে এইরূপ দুইজন মাত্র ব্যবসায়ী যদি থাকে তাহা হইলে উহাদের প্রত্যেকে লক্ষ্য রাখিবে, তাহার নিজের উৎপাদন ও দাম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অপরের উপর কি প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং অপরের উপরে ঐ প্রতিক্রিয়া তাহার নিজের ব্যবসায়ের উপর পুনরায় কি প্রতিক্রিয়া ঘটায়। 'ক' যদি তাহার সামগ্রী বেশী করিয়া উৎপাদন করে এবং তখন খরিদ্দার ভাঙ্গাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে দাম কমাইয়া দেয়, তাহা হইলে 'খ'-ও তাহার সামগ্রীর দাম কমাইয়া (এক্ষেত্রে উভয়ে একই সামগ্রী বিক্রয় করে বলিয়া ধরা হইয়াছে) 'ক' এর খরিদ্দার ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং একজন কি করিল উহার প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই অপরের উপর পড়িবে এবং অপরে কি করিল উহার প্রতিক্রিয়া তাহার উপর পড়িবে। সুতরাং প্রত্যেকে নিজের কাজ কর্মের সহিত অপরের কাজকর্মের উপর লক্ষ্য রাখিবে।

এরূপ অবস্থায়, একজন দ্বি-চেটিয়াদার কিভাবে তাহার পণ্যের দাম স্থির করিবে তাহা অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সদুত্তর সন্ধানের জন্য অর্থনীতিবিদগণ ধরিয়া লন যে (১) উভয় ব্যবসায়ীই সমান বুদ্ধি সম্পন্ন, (২) উভয়ের উৎপাদন খরচা সমান এবং

তিনটি বিবেচনা

(৩) খরিদ্দারদের অর্ধসংখ্যক ক-এর নিকট হইতে এবং অর্ধসংখ্যক খ-এর নিকট হইতে সামগ্রী ক্রয় করে। এই তিনটি অনুমান বা স্বীকৃতি খুব অসঙ্গত নহে, কারণ যে ভাবেই দাম নির্ধারিত হউক না, উভয়ের দাম একই হইবে, কারণ উভয়ের সামগ্রী একই। উভয়ের সামগ্রী যদি একই হয়, দাম যদি একই হয় তাহা হইলে ক্রেতারা 'ক' এবং 'খ' যে কাহারও নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারে, সুতরাং উহাদের মধ্যে আধাআধি খরিদ্দার ভাগ হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

এক্ষেত্রে, সব থেকে কাম্যদাম নির্ধারণ ঘটিবে সেই স্তরে, একচেটিয়া

কারবারী থাকিলে যে স্তরে দাম রাখিয়া দিত। দুইজনের প্রত্যেকেই যদি এই একচেটিয়া দামে তাহার পণ্যের দাম বাঁধিয়া রাখে তাহা হইলে প্রত্যেকেই সব থেকে বেশী মুনাফা অর্জন করিতে পারিবে। উভয়ে শলাপরামর্শ করিয়া এইরূপ দাম বাঁধিয়া দিতে পারে, অথবা উভয়ে পৃথকভাবে দামের নানারূপ অদলবদলের পরীক্ষা করিয়া শেষ পর্যন্ত দেখিবে যে একচেটিয়া দামে দাম বাঁধিয়া রাখাই সর্বাপেক্ষা লাভজনক। উহা অপেক্ষা দাম বাড়াইলে বা কমাইলেও প্রত্যেকেরই নীট মুনাফা সর্বোচ্চ স্তর হইতে কমিয়া আসিবে। সুতরাং যে উৎপাদনের স্তরে একচেটিয়া দাম বাঁধিয়া রাখা যাইবে তাহাই হইবে সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক অর্থাৎ কাম্য ভারসাম্য (Optimum Equilibrium)। কিন্তু ব্যবসায়ী দুইজন যদি যথেষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন না হয়—অথবা দুইজনের একজন যদি অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধি-সম্পন্ন হয়—তাহা হইলে উহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। একজন দাম কমাইয়া খরিদ্দার ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিবে; তখন অপর জনও দাম কমাইয়া নিজের খরিদ্দার আটকাইতে চেষ্টা করিবে। ফলে ক্রমশঃ দাম কমিতে থাকিবে; এইভাবে কমিতে কমিতে দাম সেই স্তরে আসিয়া ঠেকিবে যে স্তরে প্রত্যেকের নিছক "নিয়মিত মুনাফাই" (normal profits) থাকিবে, বাড়তি মুনাফা সবই উবিয়া যাইবে। ইহা হইবে আর একটি ভারসাম্যের অবস্থা কিন্তু সবথেকে কম সন্তোষজনক ভারসাম্য (least satisfactory equilibrium)। এই সব থেকে কম সন্তোষজনক ভারসাম্যটি নিখুঁত প্রতিযোগিতায় যেরূপ ভারসাম্য সৃষ্টি হয় সেইরূপ। উভয়ে যদি নিতান্তই বুদ্ধিহীন হয় তাহা হইলে প্রকৃত দাম আরও কমিয়া যাইতে পারে—সেক্ষেত্রে উভয়েরই লোকসান হইতে থাকিবে।

কাম্য ভারসাম্য থাকিবে না অসন্তোষজনক ভারসাম্য আসিবে

অতএব সাধারণত: এইরূপ সামগ্রীর দাম একদিকে একচেটিয়া দাম এবং অপর দিকে প্রতিযোগিতাদাম—এই দুইটির সীমার মধ্যে থাকিবে। এক্ষণে বুঝা যাইবে অলিগপলির ক্ষেত্রে কি ভাবে দাম স্থির হইবে। একই সামগ্রী বিক্রয় করে এরূপ ব্যবসায়ীর সংখ্যা যদি দুইজনের অধিক হয় তবে (এবং দুইজনের যত অধিক হইবে ততই) সর্বাপেক্ষা কাম্য ভারসাম্য (optimum equilibrium) সৃষ্টি দুঃসাধ্য হইবে, অর্থাৎ একচেটিয়া দামে দাম বাঁধিয়া রাখা কষ্টকর হইবে। ব্যবসায়ীদের

দুইটি সীমা

সংখ্যা যত বেশী হইবে ততই পারস্পরিক বুঝাপড়া অচল হইবে এবং উহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হইবে। এরূপ অবস্থায় অলিগপলির ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ হইবে, নিখুঁত প্রতিযোগিতার ন্যায়। সেইজন্য বলা হয় যে পণ্য পার্থক্য যদি না থাকে তাঁহা হইলে অলিগপলির ক্ষেত্রে দাম নিরূপণের পদ্ধতি অনির্দিষ্ট *—হয় তাহারা পারস্পরিক বুঝাপড়ার ভিত্তিতে দামকে একচেটিয়া স্তরে বাঁধিয়া রাখিতে পারে (যদি ব্যবসায়ীদের সংখ্যা খুব কম হয়) অথবা পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় দামকে নিম্নতমস্তরে আনিয়া ফেলিতে পারে (যদি ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেশী হয়)।

(২) **পণ্য পার্থক্য বিশিষ্ট অলিগপলি**—যখন অল্প কয়েকজন ব্যবসায়ী থাকে এবং তাহাদের পণ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে তখন পণ্য পার্থক্য বিশিষ্ট অলিগপলির উদ্ভব হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সকলে মিলিয়া জোট পাকাইয়া বা পারস্পরিক বুঝাপড়ার ভিত্তিতে একটি অভিন্ন দাম সৃষ্টি করিতে পারে না, কারণ সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটি এক নহে। ঠিক ঐ কারণেই অবাধ বা নিখুঁত প্রতিযোগিতাও সম্ভব নহে। অতএব এরূপ ক্ষেত্রে সামগ্রীটির দাম একচেটিয়া দামে স্থির হইতে পারে না, নিছক প্রতিযোগিতার স্তরেও উহা স্থির হইবে না। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত দাম একচেটিয়া দাম এবং প্রতিযোগিতা দামের মধ্যবর্তী স্থানে থাকিবে। সামগ্রীটি এক নহে বলিয়া প্রত্যেকেই একটি নিজস্ব ক্রেতার গণ্ডি পাইবে, সেই গণ্ডির মধ্যে একটু দাম বাড়াইলে বা কমাইলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হইবে না।

জোট পাকানো সম্ভব নহে, নিখুঁত প্রতিযোগিতাও সম্ভব নহে

তবে দামের লড়াই হওয়া যে একেবারে অসম্ভব তাহা নহে। যে সকল অলিগপলিষ্ট অতিনিকট বদল ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী (very close substitutes) উৎপাদন করে তাহাদের মধ্যে দামের লড়াই হইতে পারে। এইরূপ দামের লড়াই হইলে প্রত্যেক বিক্রেতা তাহার দাম কমাইতে কমাইতে সেই স্তরে লইয়া আসিবে যেখানে তাহার নিছক নিয়মিত মুনাফা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তবে এইরূপ ভারসাম্য যেখানে সৃষ্টি হইবে সেখানে (প্রতিযোগিতার তুলনায়) কম পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হইবে। কারণ এক্ষেত্রে গড় ব্যয় রেখা প্রতিযোগিতার ন্যায় নৌকাকৃতি কিন্তু গড়

* "The price which will be fixed in oligopoly is indeterminate" Stonier & Hague. P. 204.

আয় রেখা উপর হইতে নিচের দিকে ঢালু। সুতরাং গড় আয় রেখা গড় ব্যয়রেখার বাম পার্শ্বে স্পর্শক হইবে। * তবে এরূপ ক্ষেত্রেও সকলেই যে ঠিক নিয়মিত মুনাফা অর্জন করিতে বাধ্য হইবে, উহার উপর কিছু পাইবে না, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ যাহার সামগ্রী উৎকৃষ্ট ধরনের সে বাড়তি মুনাফা অর্জন করিবে।

অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন, পণ্যপার্থক্য বিশিষ্ট অলিগপলিষ্টরা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের চেষ্টায় (attempt at profit maximisation) দামের অদল বদলের পরীক্ষায় সহসা অগ্রসর হয় না। উহার দ্বারা যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয় উহা তাহারা পরিহার করিতে চেষ্টা করে। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের চেষ্টায় না মাতিয়া যে যাহা পাইতেছে তাহা লইয়া নিশ্চিন্ত জীবন কাটাইতে মনস্থ করিতে পারে।

বাছাইমূলক একচেটিয়াদারী—Discriminating Monopoly

নিখুঁত প্রতিযোগিতার মধ্যে কোন একজন ব্যবসায়ী তাহার পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করিতে পারে না। ইহার কারণ খুবই স্পষ্ট। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় একজন ব্যবসায়ী কিরূপ দাম বাঁধিবে উহা তাহার নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না; বাজারে মোট যোগান ও মোট চাহিদার প্রতিক্রিয়ায় যে দাম স্থির হইবে উহাই সে গ্রহণ করিতে বাধ্য। অধিকন্তু, নিখুঁত প্রতিযোগিতায় ধরিয়া লওয়া হয় যে ক্রেতারা একই জিনিষ কি দামে বিক্রয় হইতেছে তাহার সংবাদ রাখে। অতএব একই বস্তুর বিভিন্ন দাম আদায় করা সম্ভব হয় না। কিন্তু একচেটিয়া কারবারী তাহার একই পণ্যের জন্য বিভিন্ন দাম আদায় করিতে পারে—

একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বাজার একই পণ্য ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রয় করা সম্ভব

একই বস্তু কোন ব্যক্তিকে বেশী দামে এবং কোন ব্যক্তিকে কম দামে বিক্রয় করিতে পারে। ইহাকে বাছাইমূলক একচেটিয়াদারী (Discriminating monopoly) বা প্রভেদমূলক দাম নির্ণয় (Price discrimination) বলা হইয়া থাকে। যে সকল কারবারে একচেটিয়াদারীর ভাব থাকে, অর্থাৎ যেখানে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, কেবলমাত্র সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রভেদমূলক দাম নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

* ৪৮নং রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য।

একই বস্তু রামের নিকট ১৬ টাকায় বিক্রয় করা হইল এবং শ্যামের নিকট বিক্রয় করা হইল ৪ টাকায়—ইহা অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সম্ভব এবং অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা যতই একচেটিয়াদারীর দিকে যাইবে ততই ইহা বেশী করিয়া সম্ভব হইবে।

তিনটি ক্ষেত্রে সম্ভব

এইরূপ প্রভেদমূলক দাম আদায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সম্ভব হইতে পারে সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ আলোচনা করিয়া থাকেন। মোটামুটি তিনটি অবস্থার মধ্যে ইহা সম্ভব হয় :

(১) ক্রেতার কোন বৈশিষ্ট্য থাকিবার দরুন। ক্রেতার মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে যাহার জন্য একই বিক্রেতা একই বস্তু বিভিন্ন দামে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিতে সক্ষম হয়। এই বৈশিষ্ট্য নানাপ্রকার হইতে পারে; একজন ক্রেতা হয়তো জানে না যে অন্য ক্রেতা একই বস্তু কম দামে পাইতেছে, অথবা ক্রেতা মনে করে যে সে বেশী দামে যে জিনিষটি কিনিতেছে তাহা উৎকৃষ্ট জাতের, অথবা দামের পার্থক্য এতই অল্প যে ক্রেতা উহা গ্রাহ্যই করে না।

(২) বস্তুটির কোন বৈশিষ্টের দরুন। বস্তুটি হয়তো কোন প্রত্যক্ষভাবে প্রদেয় সেবাকার্য। দরিদ্রের নিকট কম দামে এবং ধনীর নিকট বেশী দামে চাউল বিক্রয় করিলে, দরিদ্র ব্যক্তি কম দামে চাউল কিনিয়া উহা ধনীদের নিকট বিক্রয় করিতে পারে; এরূপ ক্ষেত্রে প্রভেদমূলক দাম আদায় সম্ভব হয় না। কিন্তু কোন চিকিৎসক ধনীর নিকট হইতে বেশী এবং দরিদ্রের নিকট হইতে কম পারিশ্রমিক লইতে পারেন—দরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসকের পরামর্শ বা ব্যবস্থাপত্র ধনীর নিকট বিক্রয় করিতে পারে না। যে বস্তু এইভাবে কম দামে কিনিয়া পুনরায় বিক্রয় করা সম্ভব হয় না, সেই বস্তুর ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করা সম্ভব।

(৩) দূরত্ব বা রাষ্ট্রসীমানার ব্যবধানের দরুন। ক্রেতারা যেখানে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করে, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্র সীমানার মধ্যে বসবাস করে, সেখানে বিভিন্ন স্থানের বা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিকট হইতে বিভিন্ন দাম আদায় করা যাইতে পারে। ক্রেতারা ইহা জানিলেও যেখানে সস্তায় বিক্রয় হইতেছে সেখান হইতে আনাইয়া লইতে পারে না, কারণ আনা-নেওয়ার খরচায় (পরিবহন খরচ ও আমদানীশুল্ক) দামের পার্থক্য মুছিয়া যাইবে।

বিভিন্ন দাম কিসের ভিত্তিতে স্থির হয়

উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে প্রভেদ মূলক দাম আদায় করা সম্ভব হইবে। প্রশ্ন হইল এইরূপ প্রভেদ মূলক দাম আদায় করা হয় কেন এবং কিসের ভিত্তিতেই বা ইহা করা হইয়া থাকে? উত্তর হইল ইহা করা হয় একচেটিয়া কারবারের মোট লাভ বাড়াইবার জন্য এবং প্রভেদ মূলক দাম আদায় করা হয়, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of demand) ভিত্তিতে। চড়া দামে সামগ্রা বিক্রয় করিলে শুধু ধনী লোকেরাই কিনিতে পারে; সুতরাং মোট বিক্রয় হইবে কম। মোট বিক্রয় কম হইলে নীট লাভ অপেক্ষাকৃত কম হয়। অপর পক্ষে সামগ্রীটি কম দামে বিক্রয় করিলে, বিক্রয় বেশী হইলেও নীট লাভ কম হইতে পারে। সব সামগ্রীর ক্ষেত্রেই এরূপ হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন বস্তুর ক্ষেত্রে এইরূপ হইতে পারে। যেক্ষেত্রে এরূপ হয় সেক্ষেত্রে ক্রেতা অনুযায়ী একই সামগ্রী চড়া ও কম উভয় প্রকার দামেই বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয় বেশী হয় এবং নীট লাভ বাড়ে। "ক্রেতা অনুযায়ী" বলিবার অর্থই হইল সামগ্রীটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুযায়ী। একই সামগ্রীর ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতে পারে। যাহার নিকট সামগ্রীটির চাহিদা যেরূপ তাহার নিকট হইতে উহার সেইরূপ দাম আদায় করা যাইতে পারে। যাহাদের নিকট চাহিদা বেশী, অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম, তাহাদের নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করা হইবে; অপর পক্ষে যাহাদের নিকট উহার চাহিদা কম, অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশী, তাহাদের নিকট হইতে কম দাম আদায় করা হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে একই বস্তুর ব্যবহারের দিক হইতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য ঘটে; একটি বস্তু হয়তো বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু একটি কার্যে হয়তো দাম বেশী থাকিলেও ব্যবহার করা পোষায়। অন্য কার্যে হয়তো দাম কম থাকিলে তবেই ব্যবহার করা পোষায়। বৈদ্যুতিক শক্তি হইল ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এরূপ ক্ষেত্রে উহার ব্যবহার অনুযায়ী কোনও ক্ষেত্রে কম দাম ও কোন ক্ষেত্রে বেশী দাম আদায় করিলে মোট লাভ হয় সব থেকে বেশী। এক্ষেত্রেও মূলনীতি ঐ একই—একই সামগ্রীর বিভিন্ন বাজারে চাহিদার

মোট লাভ বাড়াইবার জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে প্রভেদমূলক দাম ধার্য করা হয়

স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য অনুযায়ী দাম নির্ধারণ। বিভিন্ন বাজারে যদি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুযায়ী বিভিন্ন দাম ধরা হয়, তাহা হইলে এক-চেটিয়া কারবারী সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করিতে পারে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে একচেটিয়াদারের পণ্যটির চাহিদা যদি বিভিন্ন বাজারে ঠিক একই প্রকার হয় তাহা হইলে প্রভেদ মূলক দাম ধার্য করা যায় না, করিলে উহাতে মুনাফা বেশী হয় না। বিভিন্ন বাজারে চাহিদা বিভিন্ন হইলে তবেই এইরূপ করা যায়, করিলে সুফল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও

চাহিদার স্থিতি-স্থাপকতায় পার্থক্য থাকিলে তবেই ইহা করা সম্ভব

কিন্তু একচেটিয়া কারবারী তাহার কারবারে ভারসাম্যে উপনীত হইবার জন্য প্রান্তিক খরচ (MC) এবং প্রান্তিক আয় (MR)-এর দিকে নজর রাখিবে। সামগ্রীটি একই সঙ্গে উৎপাদিত হইয়াছে, সুতরাং যে বাজারেই উহা বিক্রয় হউক না কেন উহার প্রান্তিক উৎপাদন খরচা একই। কিন্তু বিভিন্ন বাজারে একই দামে বিক্রয় করিলে যে প্রান্তিক আয় (MR) একই হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। প্রান্তিক আয় হইল,

প্রত্যেক বাজারে MR = MC

একটু বেশী বিক্রয় করিলে মোট আয়-তে যেটুকু নীট যোগ হয় তাহাই। উৎপাদনকারীর প্রান্তিক আয় (দাম একই ধরিলে) বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন প্রকার হইবে (চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে)। সুতরাং কারবারী যদি দেখে একটি বাজারে মাল বেশী যোগান দেওয়াতে মোট আয় বাড়িয়াছে কিন্তু প্রান্তিক আয় কমিয়াছে এবং MR = MC হইয়া গিয়াছে সেখানে আর সে মালের যোগান দিবে না; কিন্তু যেখানে বেশী যোগান দিলে MR কমিয়া গিয়াও অনেক বেশী বিক্রয়ের স্তরে MR = MC হইবে সেখানে উৎপাদনকারী দাম কমাইয়াও বেশী যোগান দিবে। সুতরাং সে বিভিন্ন বাজারে এরূপ দাম ধার্য করিবে যাহাতে প্রত্যেক বাজারেই স্বতন্ত্রভাবে MR = MC হয়। উহা হইবে তাহার দাম-উৎপন্নের ভারসাম্য।

দাম নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা—Price Control & Rationing.

চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য বিনষ্ট হইলে দাম-এর পরিবর্তন ঐ ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। চহিদার উপরে যোগানের আধিক্য হইলে অথবা যোগানের উপর চাহিদার আধিক্য হইলে

প্রথমেই উহা দামের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে; অতঃপর দামের পরিবর্তন একদিকে চাহিদা অপরদিকে যোগানে পরিবর্তন ঘটাইয়া, তাড়াতাড়িই হউক বা ধীরে ধীরে হউক উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনিবে। দামের এই পরিবর্তনের দ্বারা চাহিদা যোগানের যে ভারসাম্য সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক সময়ে উহার উপরেই নিজদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। কারণ "দাম" কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেখাইয়া দেয় এবং কিছুটা সামাজিক উপকারিতা প্রদান করে। একদিকে উহা দেখাইয়া দেয় কোন্ জিনিষ কতটা প্রয়োজনীয়—কোন্ বস্তুকে আমরা কতখানি মূল্যবান বলিয়া মনে করি। অপরদিকে উহা দেখাইয়া দেয় কোন বস্তু কতটা দুষ্প্রাপ্য, ভোগকারীদের নাগালের মধ্যে আনিতে হইলে উহার জন্য কতখানি ব্যয় করিতে হয়। অধিকন্তু দাম দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর বরাদ্দ-ব্যবস্থা (Rationing) সৃষ্টি করিয়া দেয়; সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিলে দাম বাড়িয়া যায়, তখন যে যাহার অপরিহার্য প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু না হইলে নয় ততটুকুই ক্রয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়।

দাম-এর কার্যকারিতা

দামের এই কার্যকারিতা কিন্তু সব সময়ে অর্থনৈতিক জীবনে কল্যাণকর হয় না। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগানে টান পড়িয়া দাম বাড়িয়া গেলে দামের টানে যোগান বাড়িয়া যাইয়া আবার দাম কমিবে, ইহার আশায় সর্বদা বসিয়া থাকা সম্ভব হয় না। দাম বাড়িয়া গেলে ধনীদের তুলনায় দরিদ্রের দুঃখকষ্ট হইবে অনেক বেশী; ধনীরা উহা কিনিতে পারিবে বটে কিন্তু ধনীদের নিকটেই যে উহার প্রয়োজনীয়তা সব থেকে বেশী, এরূপ নিশ্চয়তা নাই। বরং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গেলে, যাহাদের নিকট উহার প্রয়োজনীয়তা সব থেকে বেশী তাহারাই উহা হইতে সব থেকে বেশী বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হয়। তখন আর কোনও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের পক্ষেই অবাধ দামের প্রক্রিয়ার উপরেই উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া রাখা সম্ভব হয় না। তখন দাম নিয়ন্ত্রণ (Price Control) এবং বরাদ্দ-ব্যবস্থা (Rationing) প্রবর্তনেরই প্রয়োজন হয়।

ইহা সর্বদা দরিদ্রের স্বার্থানুকূল হয় না

নিছক দাম নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায় পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা দাম বাঁধিয়া দেওয়া এবং ঐ দামের বেশী দাম আদায় করাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা

করা। এইরূপ সর্বোচ্চ দাম ধার্য করিয়া দেওয়া এবং উহা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী করা—ইহার সহিত অনেক অর্থনৈতিক ও শাসন সংক্রান্ত সমস্যা জড়িত থাকে। এমন স্তরে দাম বাঁধিতে হইবে যে দামে উৎপাদনকারীর পক্ষে ঐ সামগ্রী উৎপাদন করা ও বিক্রয় করা পোষাইবে। ইহার জন্য প্রয়োজনহইল, উৎপাদন খরচা খুব ভালভাবে খতাইয়া দেখা; অনেক সময়ে কাঁচামাল বা অন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের দাম নিয়ন্ত্রণ না করিলে উৎপন্ন পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। সরকার যদি দুধের দাম বাঁধিয়া দিতে চান তাহা হইলে গরুর প্রয়োজনীয় খাদ্য যথা খইলের দামও বাঁধিয়া দিতে হইবে। খইলের দাম বাঁধিয়া দিতে হইলে, সরিষার দাম বাঁধিয়া দিতে হইবে। সরিষার দাম বাঁধিয়া দিতে হইলে যাহারা সরিষার চাষ করিতেছে তাহাদের চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণের দাম বাঁধিয়া দিতে হইবে। এইভাবে একটি সামগ্রীর সর্বোচ্চ দাম আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দিতে গেলে সরকারকে বহুবিধ সামগ্রীর. এমন কি, মজুরীও বাঁধিয়া দিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তখন মৌচাকে ঢিল ফেলিতে এবং গোলক ধাঁধায় ঢুকিয়া পড়িতে হইবে। অপরদিকে নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রয় হইতেছে কিনা তাহা দেখাও একটি জটিল দুরূহ কার্য। উৎপাদনকারী এবং ভোগকারী, এই দুই পক্ষকে লইয়াই অর্থনীতি আলোচনা করে; উহাদের মাঝখানে যে ছোট বড় অসংখ্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী আছে তাহাদের কার্যকলাপের দ্বারা কি ভাবে দাম (যে দামে ভোগকারীরা বাস্তবে পণ্য কেনে) প্রভাবিত হয় উহার আলোচনা বড় একটা অর্থনীতিতে স্থান পায় না। এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা মাল আটকাইয়া উৎপাদন খরচা অপেক্ষা এবং নির্ধারিত দাম অপেক্ষা অনেক বেশী দাম আদায় করিয়া লয়। তখন নির্ধারিত দামে কেনাবেচা না হইয়া চাহিদা যোগানের দ্বারা নির্ধারিত অনেক বেশী দামে কেনাবেচা হয়। নিয়ন্ত্রিত বাজারের পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত বা কালো বাজার সৃষ্টি হয়।

দাম বাঁধিয়া দেওয়া এবং বলবৎ করা অনেক অসুবিধাজনক

বরাদ্দ-বণ্টন ব্যবস্থা (Rationing)

কালোবাজার সৃষ্টি হইলে দাম-নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হইয়া যায়। তখন সমগ্র সমাজের পক্ষ হইতে যৌথভাবে বরাদ্দ বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন

হয়। যে সকল সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে এবং অত্যন্ত চড়া দামে কালোবাজারে বিক্রয় হয় অথচ যেগুলি ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সর্বসাধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু সেগুলির ক্ষেত্রেই এইরূপ বরাদ্দ বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় যথা, রুটি, গম, চাল, মাখন, দুধ, ডিম, চিনি ইত্যাদি। সরকার এই সকল বস্তু নির্দিষ্ট দামে সংগ্রহ করিয়া সকল ব্যক্তিকে একটি নির্ধারিত পরিমাণ (quota)-এর ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট দামে উহা বণ্টন করিয়া দেয়। এই বরাদ্দ বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে অনেক জটিল অর্থনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা জড়িত থাকে, সরকারের আর্থিক ক্ষমতা ও শাসন দক্ষতার উপর ইহা একটি প্রকাণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। বরাদ্দ বণ্টন ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম করণীয় হইল, সংশ্লিষ্ট সামগ্রীগুলি যথেষ্ট পরিমাণে এবং যথোচিত দামে সংগ্রহ করা। সরকার বরাদ্দ-বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে ঐ দায়িত্ব দুচার দিন বা দুচার মাস পালন করিলেই চলিবে না, যতদিন না কালোবাজার তিরোহিত হয় এবং খোলাবাজারে সামগ্রীগুলি সহজলভ্য হয় ততদিন ঐ বরাদ্দ বণ্টন ব্যবস্থা চালাইয়া যাইতে হইবে। কালোবাজার হইতে কিনিয়া উহা বণ্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া বিক্রয় করিলে কোন উপকার হইবে না, উহাতে কালোবাজারকে প্রশ্রয় দেওয়াই হইবে। সুতরাং ঐ সকল সামগ্রী সরাসরি উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে বা বৃহৎ আড়তদারদের নিকট হইতে নিজেদের দ্বারা নির্ধারিত দামে সরকারকে সংগ্রহ করিতে হইবে।

Ratoining
ব্যবস্থায়ও অনেক জটিল অর্থনৈতিক ও শাসন সংক্রান্ত সমস্যা নিহিত থাকে

জনসাধারণের মধ্যে সামগ্রী বণ্টনের সময়ে, কোন্ সামগ্রী কতখানি মাথাপিছু দেওয়া হইবে তাহা প্রথমেই স্থির করা হয়। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় করা হয়; কেহ বেশী দাম দিয়াও এই নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী কিনিতে পারিবে না। সরকার যে দামে কিনিয়াছেন বিক্রয় দাম উহা অপেক্ষা আর একটু বেশী ধার্য করা যায়; পণ্য সংগ্রহ করিতে ও বিক্রয় করিতে সরকারের যে খরচা হয় উহা সরকার দামের পার্থক্যের দ্বারা উসুল করিয়া লইতে পারেন; অথবা যে দামে তাঁহারা কিনিয়াছেন তাহা অপেক্ষা কম দামে পণ্য বিক্রয় করিতে পারেন। প্রথম ক্ষেত্রে, জনসাধারণ ক্রেতারূপে যে বাড়তি দেয় কর প্রদাতারূপে তাহা পোষাইয়া লয় (অর্থাৎ অন্যথায় তাহাকে বাড়তি কর দিতে হইত); দ্বিতীয় ক্ষেত্রে

তাহারা ভোগকারীরূপে যে সুবিধা পায়, করপ্রদাতারূপে উহা ফিরাইয়া দিতে হয় (অর্থাৎ, অন্যথায় তাহাদের নিকট হইতে কম কর আদায় করা হইত)। তবে সমগ্র কর ব্যবস্থা যদি ক্রমবর্ধমান করধার্যের নীতির (progressive taxation) উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে দরিদ্রের স্বার্থ বিবেচনা করিলে প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি বেশী কাম্য; কারণ প্রথম ক্ষেত্রে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেককেই বাড়তি দাম দিয়া দিতে হইতেছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সরকার অপেক্ষাকৃত ধনীর অর্থ অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের সাহায্যের জন্য ব্যয় করিতেছেন।

দাম স্থিরীকরণের সমস্যা

বণ্টন বরাদ্দ ব্যবস্থায় প্রত্যেক পণ্যের একটি মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে; অথবা সকল পণ্য ধরিয়া মাথাপিছু মোট পয়েন্ট স্থির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক পণ্যের নির্দিষ্ট একক পিছু পয়েন্ট ধার্য করা থাকে, যথা এক কে জি গম= ১৫ পয়েন্ট; ১ কে জি চাল=২৫ পয়েন্ট; ১ কে জি চিনি=৮০ পয়েন্ট; ইত্যাদি। কে কতটা গম, কতটা চাল, কতটা চিনি পাইবে তাহা বলিয়া দেওয়া হয় না, প্রত্যেকে মোট কত পয়েন্টের মাল পাইবে তাহা বলিয়া দেওয়া হয়। যদি ১০০ পয়েন্ট প্রত্যেকের প্রাপ্য বলিয়া ধার্য করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ক্রেতা রেশন দোকানে যাইয়া বলিয়া দিবে, কোন্ বস্তু কতখানি লইয়া সে তাহার মোট প্রাপ্য ১০০ পয়েন্ট পূরণ করিবে। প্রত্যেক পয়েন্ট-এর অবশ্য তাৎপর্য নির্দিষ্ট—কোনও বস্তু দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিলে, উহার পয়েন্ট বাড়াইয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশে বরাদ্দ বণ্টন ব্যবস্থায় এইরূপ পয়েন্ট পদ্ধতি গৃহীত হয় নাই।

নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট পয়েন্ট

বরাদ্দ বণ্টন ব্যবস্থার এই প্রকৃতি বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে অস্বাভাবিক বা জরুরী পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়কার্য কমাইয়া দিবার ক্ষেত্রে এবং আর্থিক ক্ষমতা বিবেচনা না করিয়া সকলের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী উহা বণ্টন করিয়া দিবার ক্ষেত্রে, বরাদ্দ-বণ্টন হইল অত্যন্ত সুফলপ্রসূ ব্যবস্থা। বরাদ্দ-বণ্টন ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল, ধনবণ্টনের বৈষম্যের কুফল প্রতিরোধ করা, যাহাতে ধনী লোকেরা টাকার জোরে সব মাল কিনিয়া ষ্টক করিয়া ফেলিতে না পারে, বা দরিদ্রদের সহিত

ধনীর বাড়তি ক্রয়-ক্ষমতার হাত হইতে দরিদ্রকে রক্ষা করা ইহার উদ্দেশ্য

প্রতিযোগিতা করিয়া দাম আরও বাড়াইয়া দিয়া উহাদিগকে অনাহার বরণ করিতে বাধ্য না করিতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দুইটি বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, দরিদ্রশ্রেণীকে যে দামে সামগ্রী সরবরাহ করা হয় ধনীশ্রেণীকেও সেই দামেই ঐ সকল সামগ্রী সরবরাহ করা হইয়া থাকে। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দুষ্প্রাপ্য বস্তু যোগান দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য রাষ্ট্রকে খয়রাতি করিতে হয়, উহার একটি অংশ সঙ্গতি সম্পন্ন লোকেদেরও উপকারে আসে। দরিদ্র চাষী যদি ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ীর নিকট ১০০ টাকা কেজি দরে চাল বেচিতে পারে উহাতে ধনীর টাকা দরিদ্রের হাতে আসিয়া ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর করিবে। কিন্তু বরাদ্দ বণ্টন ব্যবস্থা থাকিলে রাষ্ট্র ইহা ঘটিতে দেয় না; উহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাষীর নিকট হইতে চাউল কিনিয়া ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই একদরে বিক্রয় করে।

দুইটি সমস্যা :
১। ধনীরাও লাভবান হয়

দ্বিতীয়তঃ, বরাদ্দ বণ্টন ব্যবস্থা ক্রেতাদের বাছাই করিবার বা পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা অপহরণ করে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রুচি এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন। একই সামগ্রী সকলে সমানভাবে পছন্দ করে না, সামগ্রী হিসাবে পছন্দ করিলেও সমান পরিমাণকে সমানভাবে পছন্দ করে না, অর্থাৎ দুইজনেই একই বস্তু পছন্দ করিলেও উহা একই পরিমাণে পাইলে উহারা সমানভাবে খুশী হইবে না; একজন হয়তো উহা আরও বেশী পরিমাণে পাইলে খুশী হইত, আর একজন হয়তো উহা কম পরিমাণে পাইয়া উহার পরিবর্তে অন্য কিছু পাইলে বেশী খুশী হইত। বরাদ্দ ব্যবস্থায় যদি চিনির পরিবর্তে আরও কম দামে উৎকৃষ্ট গুড় সরবরাহ করা হয় তাহা হইলে দরিদ্র লোকেরা বরং খুশী হয় কারণ তাহারা গুড়ই বেশী ব্যবহার করে। গত্যন্তর নাই বলিয়া বেশী দাম দিয়া চিনি কিনিয়া ব্যবহার করে। উহাতে ভোগকারীরূপে তাহারা সর্বোচ্চ তৃপ্তি পাইতে পারে না। অপর পক্ষে, ধনী, মধ্যবিত্ত এমন কি নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যেও এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা ৮০ পয়সায় লাল কাঁকর ভর্তি চাল না কিনিয়া আর একটু ভালো চালের জন্য আরও একটু বেশী দাম দিতেও প্রস্তুত ছিল—কিন্তু নিরুপায় হইয়া যখন যে চাল পায় তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়। ইহাতে তাহাদেরও ভোগকারীরূপে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি লাভ ঘটে না। শুধু তাহাই নহে,

১। ভোগকারীরূপে সর্বোচ্চ তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

পরিমাণের দিক হইতেও ক্রেতার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি লাভ ঘটে না। নিয়ন্ত্রিত দামে সামগ্রী পাইলেও যে আরও একটু বেশী পাইলে বেশী সন্তুষ্টি পাইত সে আর বেশী পাইতে পারে না; যে একটু কম লইতে পারিলে খুশী হইত সে কম লইয়া বাকিটা লইবে না এরূপ হইতে পারে না, তাহার প্রাপ্য সবটুকুই লইতে হইবে, না-হয় সবটুকুই ছাড়িতে হইবে।

নিরপেক্ষরেখার ছাঁচে ফেলিয়া ভোগকারীর ভারসাম্য, অর্থাৎ সর্বোচ্চ তৃপ্তির বিন্দু, ব্যাখ্যা করা হয় বলিয়া, এই বিষয়টিকে ৪৯নং নিরপেক্ষরেখার দ্বারা দেখানো হইতেছে। আলুর দাম যখন $OP \div OP^1$ ছিল (ধরা যাক ১ টাকা কেজি) তখন একজন ক্রেতা OZ পরিমাণ (ধরা যাক ২'২৫০ কেজি) আলু কিনিত; এমন সময়ে আলুর যোগানে টান পড়িয়া আলুর দাম খুব চড়িতে সুরু করায়, সরকার উহার দাম $OP \div OP'$ (প্রতি কেজিতে ১ টাকা বলিয়া) বাঁধিয়া দিয়া বরাদ্দ বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন; কিন্তু দৈনিক OZ^1 (১'২০০ কেজির)-এর কম-বেশী আলু কিনিতে পারা যাইবে না বলিয়া ব্যবস্থা হইল। OZ^1 পরিমাণ আলু কিন্তু এখন আর পূর্বেকার নিরপেক্ষ রেখায় (নিঃ রেঃ ১) নাই—যে নিরপেক্ষ রেখায় OZ পরিমাণ আলু ছিল। উহা এখন নিম্নতর নিরপেক্ষ রেখায় (নিঃ রেঃ ২) অবস্থিত। কিন্তু নিম্নতর নিরপেক্ষ রেখায় ক্রেতার ভারসাম্য হইবার কথা F বিন্দুতে, কারণ F বিন্দুতে যথোচিত দাম রেখার ঢালের সহিত ঐ নিরপেক্ষ রেখার ঢাল সমান হইবে; অর্থাৎ বরাদ্দ বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিয়া আলুর দাম যদি বাড়িতেই দেওয়া হইত তাহা হইলে ক্রেতা OZ^2 পরিমাণ আলু কিনিয়া সর্বোচ্চ তৃপ্তি পাইত। কিন্তু তাহাকে বাধ্য হইয়া PT পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া OZ' পরিমাণ আলু কিনিয়া C বিন্দুতে যাইতে হইবে। সুতরাং ভোগকারী হিসাবে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাওয়া ক্রেতার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না।

Questions & Hints

1. Why is competition often imperfect in a market for a commodity? How are prices determined under imperfect competition? (B. Com. Part I 1962). Discuss why competition is often imperfect and state how value is determined under imperfect competition. (B. Com. Part I 1964)

Show that marginal revenue must equal marginal cost both under perfect and under imperfect competition. (B. A. 2yr 1963). Define imperfect competition. Show how value is determined under conditions of imperfect competition. (Burd, 1963). When does competition become imperfect in a market ? Discuss the principle which determines value in an imperfect market ? (B. A. Part I 1962)

[পৃষ্ঠা ৩৪৫-৪৬ ; ৩৬১-৬৪]

2. Imperfect competition may result in wastage of resources, too high a price, yet no profits for imperfect competitors". Discuss (B. A. Part I 1963) What truth is there in the argument that deviations from perfect competition are deviations from the optimum. (B. A. Part I 1964)

[পৃষ্ঠা ৩৬৪-৬৭]

3. Distinguish between monopoly, monopolistic competition and oligopoly. What do you consider to be the drawback, of monopoly ? (B. A. Part I 1965)

[পৃষ্ঠা ৩৪৮ ; ৩৫৮-৫৯ ; ৩৬৯ ; ২০১-২]

4. Analyse the conditions of price-output equilibrium of a monopolist. Does a monopolist necessarily gain abnormal profit ? (B A. Part I 1967) [পৃষ্ঠা ৩৪৯-৫৪ ; ৩৫৫-৫৬]

5. Both the monopolist and the competitive producers aim at maximising their net gains. Show how they achieve this objective (B. A. Part I 1964) [পৃষ্ঠা ৩৪৯- ৫৪]

6. Discuss how a monopolist fixes the price of his product. Indicate the factors he has to take into consideration in making his decision. (B. A. 2 yr. 1958)

[পৃষ্ঠা ৩৪৯-৫৪ ; ৩৫৫-৫৬]

7. "While perfect competition is seldom found, pure monopoly is rare." Discuss this statement. (B. A. 1958) "We never find monopoly undiluted by competition and very rarely find competition undiluted by monopoly. In most lines of business, there is a blend of competition and monopoly in which one or the other may preponderate." (Cairncross) Discuss. [পৃষ্ঠা ৩৫৭-৬১]

8. What is Oligopoly? How are prices determined under olgopoly? [পৃষ্ঠা ৩৬৯-৭৩]

9. What are the conditions that a monopolist must bear in mind in fixing the price of his product? Is monopoly price necessarily higher than the price under competition? (Burd. 1963) [পৃষ্ঠা ৩৫৫-৫৬]

10. Show how price is determined under monopoly. When can a monopolist charge different prices from different customers? (N. B. U. 1963)

[Price determination under monopoly : [পৃষ্ঠা ৩৪৯-৫৪]

Price discrimination : [পৃষ্ঠা ৩৭৪]

11. When is a firm able to charge different prices for the same product? Explain how equilibrium is established for a monopolist practising price discrimination. (Burd 1964)

[Conditions necessary for price discrimination : পৃষ্ঠা ৩৭৩-৭৪

Equilibrium under price discrimination : পৃষ্ঠা ৩৭৫-৭৬]

12. If all firms maximise profits, how would you explain the difference between equilibrium under monopoly and equilibrium under perfect competition? (Burd. 1965)

[পৃষ্ঠা ৩৪৯-৫৪]

13. Under what conditions is it possible for a monopolist to charge discriminating prices? How does he determine the prices that he charges in different markets in such cases? (B. A. Part I 1963)

[Conditions of price discrimination : পৃষ্ঠা ৩৭২-৭৪

Basis of determining different prices : পৃষ্ঠা ৩৭৫-৭৬]

14, When and to what extent, is it possible for a monopolist to practise price determination? (B. A. 2yr. 1964)

[When ? = Under what circumstances : [পৃষ্ঠা ৩৭৩-৭৪]

To what extent = যে অনুপাতে বিভিন্ন বাজারে চাহিদার স্থিতি-স্থাপকতা বিভিন্ন : পৃষ্ঠা ৩৭৫-৭৬]

15. When can a monopolist charge discriminating prices? How does he fix the prices in different markets in such cases? (B. A. Part I. O. R. 1965)

[When ?=পৃষ্ঠা ৩৭৪ „
How ?=পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৭৬]

16. When is price discrimination possible? And when may it be desirable? (B. A. Part I 1956). Write a note on Discriminating Monopoly. (B. Com. Part I 1963)

[পৃষ্ঠা ৩৭৪-৭৬]

17. "Although rationing is the fairest method of reducing consumption in an emergency, it restricts the freedom of choice of consumers and thereby reduces the satisfaction which they get from a given expenditure." Explain.

(B. A. Part I 1963) [পৃষ্ঠা ৩৭৮-৮১]

দ্বাদশ অধ্যায়

ফাটকা কারবার

(Speculation)

ফাটকা কারবার—Speculation

এক সময়ে সস্তায় সামগ্রী ক্রয় করিয়া, অপর এক সময়ে চড়া দামে উহাকে বিক্রয় করিবার কার্যকেই ফাটকা কারবার বলা হইয়া থাকে। বর্তমানে কোন সামগ্রীর চাহিদা যোগানের যেরূপ অবস্থিতি, ভবিষ্যতে উহার চাহিদা যোগানের সেরূপ অবস্থিতি না থাকিতেও পারে। ভবিষ্যতের ও বর্তমানের চাহিদা-যোগানের এই পার্থক্যের অবকাশে যে ব্যক্তি ঐ সম্পর্কে যথাযোগ্য অনুমান করিয়া কিছু মুনাফার আশায় কোন একটি সামগ্রী কখনও ক্রয় কখনও বা বিক্রয় করিয়া থাকে সে ব্যক্তি হইল ফাটকা কারবারী এবং তাহার কার্য হইল ফাটকা কারবার। এইরূপ কারবারী সস্তায় সামগ্রী ক্রয় করিবার এবং চড়া দামে উহা বিক্রয় করিবার সুযোগ সন্ধান করে।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগান চাহিদার পার্থক্য

বৈধ এবং অবৈধ ফাটকা—ফাটকা কারবার বৈধ এবং অবৈধ হইতে পারে। অবৈধ (Illegitimate) ফাটকা ঘটে যখন নিছক সখের ফাটকা কারবারী বাজারে ফাটকা কারবারে ব্যাপৃত হয়। সামগ্রীর চাহিদা ও যোগানের প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া এবং ঐ সম্পর্কে বিশিষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে যে ফাটকা কারবার করা হয় তাহা হইল বৈধ ফাটকা (legitimate speculation)। এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানের অভাবে ফাটকা কারবারের দ্বারা দামের উঠতি পড়তি বরং বর্ধিত করা হয়। যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজি না লইয়া কোন সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের কার্যে লিপ্ত হইলেও উহাকে অবৈধ ফাটকা রূপে গণ্য করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর ভবিষ্যতের অনুমান যদি ভ্রান্ত হয় এবং সেই কারণে যদি তাহার পুঁজি অপেক্ষা ক্ষতি হয় অধিক, তাহা হইলে চুক্তি অনুযায়ী বাধ্যকতা পূরণ করিতে সে সক্ষম হইবে না। ইহাতে সে নিজেও ধ্বংস হইবে, অপরকেও ধ্বংস করিবে। সামগ্রী কোনঠাসা (cornering) করাও অবৈধ ফাটকা; ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা গুজব

জ্ঞান, পুঁজি ও সততার অভাবে অবৈধ ফাটকা হয়

ঘটনার দ্বারা কোন একটি সামগ্রীর মোট উৎপাদনের অধিক অংশই ক্রয় করিয়া ফেলিয়া ক্রেতাদের নিকট হইতে অত্যধিক দাম আদায় করা হইল সামগ্রী কোনঠাসা করা। যে সকল সামগ্রীর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (inelastic) সেই সকল সামগ্রীর ফাটকা কারবারীকেও অবৈধ রূপে গণ্য করা যায়: কারণ দাম পরিবর্তনের দ্বারা ইহাদের যোগান পরিবর্তন হইতে পারে না বলিয়াই, ফাটকা কারবারের দ্বারা যোগান চাহিদার ভারসাম্যে উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা থাকে না। অবৈধ ফাটকার এই বৈশিষ্ট্য হইতে বৈধ ফাটকা কারবারের রূপ উপলব্ধি করা যায়। ফাটকা কারবারের মূল বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা চাহিদা ও যোগানের গতি ও প্রবণতা মোটামুটি সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কার্য করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি-দিগের দ্বারাই ইহা পরিচালিত হয়; সুতরাং বৈধ ফাটকা কারবারের দ্বারা দামের উঠতি পড়তি বৃদ্ধি তো পায়ই না, বরং হ্রাস পায়।

ফাটকা ও জুয়াখেলা—কেহ কেহ ফাটকা ও জুয়াখেলা এই দুইটিকে অভিন্ন কার্যরূপে গণ্য করে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ফাটকা ও জুয়াখেলার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। নিছক দৈব ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া যে লেনদেন করা হয়, তাহা হইল জুয়া; বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা সামগ্রীর চাহিদা যোগানের গতি নির্ণয় করিয়া যে লেনদেন কার্য করা হয়, তাহা হইল ফাটকা কারবার। জুয়াখেলায় অসাফল্যের সম্ভাবনা অধিক, সাফল্যের সম্ভাবনা অল্প; ফাটকায় সাফল্যের সম্ভাবনা অধিক অসাফল্যের সম্ভাবনা অল্প। জুয়াখেলায় পাঁচজনের যায়, একজন পায়; ফাটকায় সকলেই পায়, সকলেই অল্পবিস্তর লাভবান হয়।

জুয়াখেলা নহে

ফাটকা কারবারের অর্থনৈতিক উপকার—Economic Benefits of Speculation.

ফাটকা কারবারের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে দামের উঠতি পড়তির উগ্রতা নিবারণ করা হয়। ভবিষ্যতে চাহিদা অপেক্ষা যোগান অধিক হইবে এবং সেই কারণে ভবিষ্যতে সামগ্রীর দাম কমিয়া যাইবে, ইহা ফাটকা কারবারীরা যখনই মনে করিবে তখনই তাহারা অন্যথায় যে পরিমাণে বিক্রয় করিত, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিবে। ইহাতে বর্তমানের ভোগে সহায়তা করা হইবে এবং বর্তমানে অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিয়া ফেলা

হইল বলিয়া ভবিষ্যতে যে পরিমাণে দাম হ্রাস পাইত, দাম সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে না। অপর পক্ষে ভবিষ্যতের চাহিদা অধিক হইবে বলিয়া অনুমান করিলে তাহারা বর্তমানে সামগ্রী ক্রয় করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যতে বিক্রয় করে। সুতরাং ভবিষ্যতে দাম যত পরিমাণ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ছিল সেই পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে না, কারণ ফাটকা কারবারীদের কার্যের দ্বারা অধিক যোগান হইয়া থাকে। এই ভাবে ভবিষ্যতে দামের প্রবণতা অনুমান করিয়া ফাটকা কারবারীরা যে ক্রয় করিয়া থাকে তাহাতে দাম পরিবর্তন অন্যথায় যতটা উগ্র হইত ততটা হইতে পারে না। যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য উপস্থিত হইলে ভোগকারীগণ যথাসম্ভব অধিক তৃপ্তিলাভ করিতে সক্ষম হয় ইহা সুবিদিত। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ফাটকা কারবার ভোগকারীদিগের সহায়ক। অধিকন্তু ভবিষ্যতে দুষ্প্রাপ্যতার অনুমান করিয়া ফাটকা কারবারীগণ যখন তাহাদের কার্যে অগ্রসর হয় তখন ভোগকারীগণ ভবিষ্যতের দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে পারে এবং তদনুযায়ী নিজ নিজ কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

দামে সমতা আনে

ফাটকা কারবার শুধুই যে ভোগকারীদিগের পক্ষে সহায়ক তাহাই নহে উৎপাদনকারীগণও উহাদের কার্য হইতে বহু পরিমাণে সহায়তা লাভ করিতে পারে। আধুনিককালে ব্যবসাবাণিজ্য এরূপ অনিশ্চয়তাপূর্ণ এবং ঝুঁকিবহুল যে দামের দ্রুত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কিছুটা নিশ্চিত থাকিতে না পারিলে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা বহু লোকের পক্ষে অসম্ভব হইত। এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা লাঘবের ক্ষেত্রে ফাটকা কারবার উৎপাদনকারীদিগের পক্ষে অনেক সময় সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। উৎপাদনকারীদিগের পক্ষে মোটামুটি দুইটি ঝুঁকি থাকে—প্রথম কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়, পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। ফাটকা কারবারীর নিকট হইতে উৎপাদনকারী কি দামে কাঁচা মাল ক্রয় করিতে পারিবে সে সম্পর্কে অগ্রেই চুক্তি করিয়া লইতে পারে এবং সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। কখন কখন ফাটকা কারবারীগণ উৎপাদন শেষ হইলে কি দামে ঐপণ্য ক্রয় করিবে এ সম্পর্কে উৎপাদনকারীদের সহিত চুক্তি করিতে পারে; এক্ষেত্রে উৎপাদনকারী পণ্য বিক্রয়ের সমস্যা হইতে বহু পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করে। আবার সুনির্দিষ্ট চুক্তি না হইলেও,

উৎপাদনে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা লাঘব করে

ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির আশায় যখন ফাটকা কারবারী বর্তমানে পণ্য ক্রয় করিয়া ষ্টক করিতে থাকে তখনই উহার দ্বারা উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন বৃদ্ধির ইঙ্গিত লাভ করে; অপর পক্ষে ভবিষ্যতে দাম হ্রাসের আশঙ্কায় ফাটকা কারবারীরা যখন তাহাদের মজুত মাল বাজারে ছাড়িয়া দেয়, উৎপাদনকারী-গণ তখন উহার দ্বারা ভবিষ্যতে উৎপাদন হ্রাস করিবার ইঙ্গিত লাভ করে। ইহা উৎপাদন-কারীদের কার্যের পক্ষে বিশেষ ভাবেই সহায়ক।

ষ্টক এক্সচেঞ্জ, ইহার প্রয়োজনীয়তা—Stock Exchange, its Utility.

যৌথপুঁজি কারবারগুলি বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের পুঁজি সংগ্রহ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইরূপ কারবারের শেয়ার ক্রয় করিল সে যে চিরকাল ঐ শেয়ারটির মালিক থাকিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সে তাহার ঐ শেয়ার অর্থাৎ কোন কারবারে তাহার মালিকানা-অংশ তাহার অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায়ই বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। বহু ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে এইরূপ শেয়ার ক্রয় করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকে। সুতরাং অন্যান্য সামগ্রীর ন্যায়ই শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের বাজার গড়িয়া উঠে এবং পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলিতে এই শেয়ারের বাজার দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেয়ারের বাজারকেই বলা হয় ষ্টক এক্সচেঞ্জ। ষ্টক এক্সচেঞ্জে যে সকল শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাদের তিন শ্রেণীর মালিক দেখিতে পাওয়া যায়: সাধারণ ব্যক্তি (private persons), বিনিয়োগকারী মধ্যবর্তীগণ (Investment intermediaries), এবং কোম্পানী-সমূহ (companies)। অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশগুলিতে সাধারণ ব্যক্তিদিগের মালিকানাভুক্ত শেয়ারের অংশই উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক।

শেয়ারের বাজার

ষ্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হয়, শিল্প দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা হয় না। তথাপি উৎপাদনের সহিত পুঁজির কি সম্পর্ক আছে এবং পুঁজির সহিত ষ্টক এক্সচেঞ্জের কিসম্পর্ক আছে তাহা চিন্তা করিলেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে ষ্টক এক্সচেঞ্জের উপকারিতা বুঝিতে পারা যাইবে। সাধারণ একজন ব্যক্তি যখন শিল্পে অর্থ সরবরাহ করে তখন সে উহা করে তাহার সঞ্চয় হইতে। সঞ্চয় অলস না রাখিয়া শিল্পে খাটাইয়া উহা হইতে কিছু উপার্জন করাই হইল তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহার মূলধন দীর্ঘদিনের জন্য আটকাইয়া থাকুক ইহা সে

চাহিবে না ; নানাবিধ অদৃষ্টপূর্ব কারণে তাহার হঠাৎ নগদ টাকার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানটি তাহার পুঁজি লইয়া অলস ভাবে রাখিয়া দেয় নাই, উহা তাহারা কাজে লাগাইয়াছে এবং এরূপ ভাবে কাজে লাগাইয়াছে যাহাতে ইচ্ছামত তাহারা নগদ টাকা উঠাইয়া লইতে পারে না। উহার দ্বারা তাহারা জমি কিনিয়াছে, ফ্যাক্টরী তুলিয়াছে, যন্ত্রপাতি বসাইয়াছে এবং এরূপ নানা প্রকারের সম্পত্তি কিনিয়াছে যাহা বিনিয়োগকারীদিগের প্রয়োজন মত বিক্রয় করিয়া নগদ মুদ্রা উঠাইয়া লওয়া সম্ভব নহে।

কিন্তু বিনিয়োগটি কিছুকালের জন্য আটক হইয়া যাইলেও, বিনিয়োগকারীর শেয়ারটি আটক হইয়া যায় নাই। এরূপ একটি বাজার আছে যেখানে নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে বিনিয়োগকারী তাহার শেয়ার বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা উঠাইয়া লইতে পারে ; এই বাজার হইল "ষ্টক এক্সচেঞ্জ।" এখানে যাহারা শেয়ার বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহারও আসিতেছে, যাহারা শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহারাও আসিতেছে। সুতরাং ইহার দ্বারা শেয়ারগুলি সহজেই ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য হইতেছে। এখানে শেয়ারহোল্ডার তাহার শেয়ার বিক্রয় করিয়া সহজেই নগদ অর্থ তুলিয়া লইতে পারিবে। ষ্টক এক্সচেঞ্জ না থাকিলে একখানি শেয়ার বিক্রয় করিতে শেয়ার হোল্ডারকে বহু অসুবিধা, ও কষ্ট এবং খরচার সম্মুখীন হইতে হইত। ষ্টক এক্সচেঞ্জের মধ্য দিয়া শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের সুসংগঠিত বাজার থাকে বলিয়া অল্প কষ্টে এবং অল্প ব্যয়েই শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে। এই সুবিধা থাকার দরুন বিনিয়োগকারীগণ শেয়ার ক্রয় করিয়া শিল্পে পুঁজি সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক থাকে এবং সেই কারণেই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজির সরবরাহ ঘটে। পুঁজির এই অব্যাহত সরবরাহের জন্য শিল্প সম্প্রসারণে এবং সেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রভূত সহায়তা করা হয়। ["It (stock exchange) makes it less risky to lock up money for long periods and thus increases the flow of capital into productive investments."—Cairncross.] কোন কোন বিনিয়োগকারী শেয়ার ক্রয় করে ষ্টক এক্সচেঞ্জে উহার মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে ফালতু লাভ করিবার জন্য। ইহা ফাটকা কারবার হইলেও এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে লোকে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির লোভে শেয়ার ক্রয় করিলেও উহার দ্বারা শিল্পে পুঁজির যোগান বৃদ্ধি পায়। ষ্টক

বিনিয়োগকে নগদ অর্থে পরিণত করে

এক্সচেঞ্জে শেয়ার লইয়া যদি ফাটকা কারবারও হয় তাহা হইলেও উহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব লোপ পায় না ; কারণ, ফাটকা কারবারীরা যে শিল্পের শেয়ার অধিক পরিমাণে ক্রয় করে সেই শিল্প গুলির দিকেই পুঁজি প্রবাহিত হয়। উহার দ্বারা বিভিন্ন শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্বে পরিবর্তন ঘটে এবং পণ্য উৎপাদনেও পরিবর্তন ঘটে।

Questions & Hints

1. Discuss the nature and necessity of speculation in a modern community (Cal. B. Com. 1953) [পৃষ্ঠা ৩৮৬-৮৯]

2. Do you think that modern productive organisation would suffer a great loss if all stock and produce exchanges are closed down ? (Cal. B. Com. 1955) [পৃষ্ঠা ৩৮৭-৯১]

3. Discuss the functions of stock exchanges indicating in particular how they promote investment of capital. (B. A. 1956) [পৃষ্ঠা ৩৮৯-৯১]

4. What are the economic functions of Speculation ? What are the evil effects associated with it, and why do they arise ? (B. A. 2yr. 1963)

[Economic functions : (i) সামগ্রীর ফাটকায় : পৃষ্ঠা ৩৮৬-৮৯
(ii) শেয়ারের ফাটকায় : পৃষ্ঠা ৩৮৯-৯১
Evil Effects : অবৈধ ফাটকা : পৃষ্ঠা ৩৮৬]

5. Discuss the role played by Speculation in modern productive organisation. (B. A. Part I 1965)

[পৃষ্ঠা ৩৮৭-৮৯]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বণ্টনঃ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব
(Distribution : Marginal Productivity Theory)

প্রান্তিক উৎপন্ন; বস্তুগত উৎপন্ন ও আয় গত উৎপন্ন—Marginal product, Physical Product and Revenue Product

উৎপাদক উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্নের ভিত্তিতে কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ বণ্টন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ভূমি, শ্রম ও পুঁজির সংমিশ্রণের দ্বারা আত্রেপ্রণা সামগ্রী উৎপাদন করিয়া থাকে। এই সংমিশ্রণের মধ্যে হইতেও একটি উৎপাদক উপাদানের এক একক মোট উৎপাদিত পণ্যের কতখানির জন্য কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে, উহা বাহির করিতে পারা যায় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। একটি উৎপাদক উপাদানের এক একক মোট উৎপন্নের পরিমাণে যত খানি যোগ সাধন করিয়া থাকে, উহাই ঐ এককটির উৎপাদন ক্ষমতা (productivity) ; ঐ এককটি যদি প্রান্তিক একক হয়। তাহা হইলে উহার উৎপাদন ক্ষমতাই হইল সমগ্রভাবে ঐ উৎপাদক উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা (Marginal productivity) ; ঐ এককটির দ্বারা ঠিক যে পরিমাণে পণ্য উৎপাদিত হইয়াছে উহা হইল প্রান্তিক উৎপন্ন (Marginal product) ।

উৎপাদন ক্ষমতা—মোট উৎপাদনে যোগসাধন

কোন উৎপাদন উপাদনের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা বাহির করিতে হইলে, অন্য সকল উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া, ঐ নির্দিষ্ট উৎপাদক উপাদানটির পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হইবে। নির্দিষ্ট উৎপাদক উপাদানটির প্রয়োগ বাড়াইয়া বা কমাইয়া ইহা করা যাইতে পারে। অন্য সব কিছু অপরিবর্তিত রাখিয়া ঐ উপাদানটির এক একক বাড়াইলে মোট উৎপন্ন যতখানি বাড়ে বা এক একক কমাইলে মোট উৎপন্ন যতখানি কমে, উহাই হইল ঐ উপাদানটির প্রান্তিক উৎপন্ন।

"প্রান্তিক উৎপন্ন"

এই প্রান্তিক উৎপন্ন বাস্তব সামগ্রীর আকারে হিসাব করা যায় ; আবার টাকার অঙ্কে বা আয়ের দিক হইতে হিসাব করা যায়। ধরা যাক একজন

আঁত্রেপ্রণা ৫০ জন শ্রমিক এবং ৫০০০ টাকা মূলধন প্রয়োগ করিয়া (স্থায়ী পুঁজি এবং চলতি পুঁজি উভয়ে মিলাইয়া) মাসে ২০০ টি কলম উৎপাদন করে। ধরা যাক্, এক মাসে সে অন্যসব কিছুই অপরিবর্তিত রাখিয়া শ্রমিকের সংখ্যা ৫১ জন করিল। উহাতে দেখা গেল ঐ মাসে মোট উৎপন্ন হইল ২০৩টি কলম। পরের মাসে ১জন শ্রমিক পুনরায় ছাঁটাই করিয়া শ্রমিকের সংখ্যা ৫০-এ নামাইয়া আনিল এবং দেখা গেল কলমের উৎপাদন পুনরায় ২০০ তে নামিয়া গেল। এক্ষেত্রে ৫১ তম শ্রমিকটির উৎপন্ন হইবে ৩টি কলম। তিনটি কলম হইল শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্ন। তবে সামগ্রীর হিসাবে এই উৎপন্নের হিসাব করা হইল। ইহা হইল "প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন" (Marginal physical product) স্যামুয়েলসন বলেন, "একটি উৎপাদক উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন হইল, মোট উৎপন্নে উহার একটি বাড়তি একক যতখানি যোগ সাধন করে ততখানি—যখন নাকি অন্যান্য উৎপাদক উপাদনগুলিকে অপরিবর্তিত রাখা হইবে।" এই সংজ্ঞায় স্যামুয়েলসন "প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের" কথাই বলিয়াছেন।

"প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন"

কিন্তু কারবারী পণ্য উৎপাদন করে টাকার জন্য—অর্থোপার্জনের জন্যে; আবার সে যে উৎপাদক উপাদানগুলিকে তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দেয় তাহাও টাকার অঙ্কে। প্রান্তিক শ্রমিকটি ৩টি কলম উৎপাদন করিলে, উৎপাদনকারী কলমের আকারে তাহার মজুরী-দেয় না, আবার কলমের আকারে তাহার লাভ-লোকসানও হিসাব করে না। উহা করে টাকার অঙ্কে। সুতরাং কোন উৎপাদক উপাদনের একটি বাড়তি একক আঁত্রেপ্রণাকে কত আনিয়া দিল উহা সে হিসাব করিবে টাকার অঙ্কে। অতএব গুনতিতে (বা ওজনে) কতখানি বাড়তি উৎপন্ন পাওয়া গেল (marginal physical product) তাহার যেমন একদিকে হিসাব করা হইবে, তেমনই অপরদিকে হিসাব করা হইবে ঐ বাড়তি পণ্য কি দামে বিক্রয় করিয়া কত অর্থ পাওয়া গেল। উহা হইবে "প্রান্তিক আয় হিসাবী উৎপন্ন" (Marginal revenue product)। "প্রান্তিক আয় হিসাবী উৎপন্ন" একদিকে প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ, অপরদিকে পণ্যের বাজারদামের উপর নির্ভর করে। কলমের দাম যদি ২০ টাকা হয় এবং প্রান্তিক উৎপন্ন যদি হয় ৩টি কলম তাহা

"প্রান্তিক আয়গত উৎপন্ন"—বাড়তি পণ্য বিক্রয় করিয়া নীট কত পাওয়া গেল

হইলে তাহাকে "প্রান্তিক আয়-গত উৎপন্ন" (Marginal revenue product) হইবে ৬০ টাকা।

উৎপাদক উপাদানের চাহিদা,—উদ্ভূত চাহিদা—Demand for Factors of Production, Derived Demand

আমরা কোন ভোগবস্তু যখন চাহিদা করি তখন উহা করি উহার "প্রয়োজনীয়তা" (utility) ভোগের জন্য। যে সামগ্রী আমার কোন উপকারে আসিবে না, যে সামগ্রী হইতে আমি কোন উপযোগিতা বা সন্তুষ্টি পাইব না, সে সামগ্রী ভোগের জন্য আমি মোটেই উদগ্রীব হইব না। যাহার উপযোগিতা বেশী, তাহার চাহিদাও বেশী। কিন্তু উৎপাদক উপাদানের যখন চাহিদা করা হয় তখন উহা সরাসরি ভোগের জন্য করা হয় না। ইহা যন্ত্রপাতির বা মূলধনের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য, শ্রমিক, সংগঠন, ভূমির ক্ষেত্রেও সেইরূপ প্রযোজ্য। উৎপাদক উপাদানের চাহিদা করা হয়, উহার দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী যে সন্তুষ্টি দিবে বা যে আয় আনিয়া দিবে তাহার জন্য।

উৎপাদিত সামগ্রী হইতে লভ্য সন্তুষ্টি আসল কথা

আমি যদি নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিজেই উৎপাদন করিয়া লই তাহা হইলে উৎপাদিত পণ্যের ভোগকার্য হইতে কতখানি সন্তুষ্টি পাইতে পারি তাহার ভিত্তিতেই উহার প্রয়োজনীয় উৎপাদক উপাদানের চাহিদা করিব। ধরা যাক, আমি নিজের পুকুরে নিজেই ছিপ দিয়া মাছ ধরি এবং ঐ মাছের যথাযথ সদ্ব্যবহার করিয়া তৃপ্তি লাভ করি। এক্ষেত্রে মাছ হইল ভোগ্য বস্তু এবং ছিপ হইল উৎপাদক উপাদান (পুঁজি সামগ্রী)। আমি কতটা আগ্রহ সহকারে ছিপের চাহিদা করিব এবং ছিপের জন্য কত দাম দিতে প্রস্তুত হইব, উহা নির্ভর করিবে, একটি ছিপের জীবদ্দশায়—অর্থাৎ যতদিন ঐ ছিপটির দ্বারা মাছ ধরা যাইবে—কতগুলি মাছ উহার দ্বারা ধরিতে পারা যাইবে, এবং ঐ মাছগুলিকে খাইয়া কতখানি তৃপ্তি পাওয়া যাইবে তাহার উপর। আমি যদি নিজের ছিপ (উৎপাদক উপাদান) নিজেই তৈয়ারী করিয়া লই, তাহা হইলে উহার জন্য কতখানি বর্তমানের ভোগকার্য হইতে বিরত থাকিয়া ত্যাগ করিব এবং উহাতে কতখানি পরিশ্রম নিয়োগ করিব—উহা করা আদৌ পোষাইবে কিনা—উহাও অনুরূপভাবে নির্ভর করিবে ছিপটি কত মাছ ধরিয়া দিতে পারিবে এবং ঐ মাছ

ভোগকার্যের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে উৎপাদক উপাদানের চাহিদা

কতখানি তৃপ্তি দিতে পারিবে তাহার উপর। যদি এরূপ হয় যে ছিপটি আমি কিনিও নাই, নিজে বানাইয়াও লই নাই, মাসিক বা বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতিতে ভাড়া লইয়াছি (যেরূপ শ্রমিক, বা জমি ভাড়া লওয়া হয় বা নির্দিষ্ট সুদ প্রদানের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা হয়) তাহা হইলে উহার দরুন কত ভাড়া দেওয়া পোষাইবে বলিয়া আমি মনে করিব তাহাও উপরোক্ত বিষয়গুলির উপরেই নির্ভর করিবে—প্রত্যাশিত মাছ উৎপাদন এবং ঐ মাছ হইতে প্রাপ্তব্য সন্তুষ্টি। যেদিক হইতেই দেখা যাক না কেন, ছিপের চাহিদা নির্ভর করিতেছে মাছের চাহিদার উপর। উহা ভোগসামগ্রী উৎপাদন করিতেছে, ঐ ভোগসামগ্রী তৃপ্তি দিতেছে—সেই কারণেই উহার চাহিদা করা হইতেছে। যদি উহার দ্বারা উৎপাদন বাড়ে (একই ছিপ বেশী করিয়া মাছ ধরিয়া দিতেছে) অথবা উহার উৎপাদিত পণ্য পূর্বাপেক্ষা বেশী তৃপ্তি দিতে থাকে (অন্য সামগ্রী পাওয়া যাইতেছে বলিয়া আমি বেশী করিয়া মাছ খাইতেছি), অথবা মাছের চাহিদাকারী বাড়িয়া গিয়া থাকে (বাড়িতে বেশী মৎস্যাহারীর আগমন হওয়ায় বেশী মাছের প্রয়োজন হইয়াছে) তাহা হইলে ছিপের দাম (বা ভাড়া) বাড়িয়া যাইবে।

আজকাল আর সরাসরি ভোগের জন্য উৎপাদন হয় না ; উৎপাদন হয়, বাজারে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য। চাষী পাট উৎপন্ন করে বা তাঁতী বস্ত্র বয়ন করে, বাজারে ঐ পাট বা বস্ত্র বিক্রয় করা হইবে বলিয়া এবং ঐ পাট বা বস্ত্র বিক্রয় করিয়া অর্থপ্রাপ্তি ঘটিবে বলিয়া যদি পাটের চাহিদা বাড়ে, তাহা হইলে পাটবীজের চাহিদা বাড়িবে, পাট উৎপন্ন হয় এরূপ জমির চাহিদা বাড়িবে, উহার জন্য প্রয়োজনীয় সার বা মজুরের চাহিদা বাড়িবে। কিন্তু শুধু পণ্যের চাহিদা থাকিলেই চলিবে না, উৎপাদক উপাদানটির পণ্যোৎপাদনের ক্ষমতা থাকিতে হইবে। শ্রমিক যদি তাঁত বুনিতে না পারে, তাহা হইলে কাপড়ের চাহিদা থাকিলেও ঐ শ্রমিকের শ্রমের চাহিদা থাকিবে না ; পাট-এর বীজে পোকা লাগিয়া যদি উহা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে পাটের চাহিদা থাকিলেও ঐ বীজের চাহিদা থাকিবে না। উৎপাদক উপাদানটি পণ্য উৎপাদন করিতে পারিলে

সরাসরি ভোগের জন্য উৎপাদন এবং বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন, উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদক উপাদানের চাহিদা নির্ভর করে উহা কতখানি ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করিতে পারে তাহার উপর

তবেই উহার (উৎপাদক উপাদানটির) চাহিদা হইবে; তবে ঐ চাহিদা কতখানি হইবে তাহা নির্ভর করে ঐ পণ্যের চাহিদা ও দামের উপর। পণ্যের চাহিদা বাড়িলে পণ্যটির দাম বাড়িবে, তখন উহার উৎপাদক উপাদানটির চাহিদা বাড়িবে এবং দাম (অথবা ভাড়া, বা খাজনা, বা মজুরী) বাড়িবে। কিন্তু পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পরের কথা, গোড়ার কথা হইল উৎপাদক উপাদানের পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা।

কিন্তু পাট বীজে পোকা লাগিয়া গেলে উহা উৎপাদন ক্ষমতা হারায়, নতুবা উহা উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখে, শ্রমিক তাঁত বুনিতে পারে না বলিয়া তাহার কাপড় উৎপাদনের ক্ষমতা নাই, পারিলে উৎপাদনক্ষমতা নিশ্চয় থাকিত—এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। একটি উৎপাদক উপাদানের একটি একক কতখানি সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে উহা নির্ভর করে, কি পরিমাণে ঐ উৎপাদক উপাদানটি অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের সহিত একত্রিত ভাবে পূর্ব হইতেই উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে তাহার উপর। একটি মাঝারি আয়তনের পুকুরে যদি ১০০টি ছিপ ফেলা হয় তাহা হইলে শততম ছিপধারী সারাদিন বসিয়াও হয়তো একটি মাছও ধরিতে পারিবে না, যদিও তাহার ছিপটির সহিত অন্য ৯৯টি ছিপের গুণের দিক হইতে কোনই পার্থক্য নাই। এক বিঘা জমিতে ৩০ জন শ্রমিক ও ২০০ টাকা পুঁজি যদি ২০ মন ধান উৎপন্ন করে, তাহা হইলে ৩১ জন শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপন্নে (২০ মন) হয়তো কোনই পার্থক্য হইবে না; কিন্তু উহার অর্থ এই নহে যে ৩০ জনের উপর যে একজনকে নিয়োগ করা হইল সেই শ্রমিকটি অন্যান্য শ্রমিকের তুলনায় অকর্মণ্য। ইহার একমাত্র অর্থ হইল যে শেষ শ্রমিকটি, (অর্থাৎ প্রান্তিক শ্রমিক) মোট উৎপন্নে কোন অবদান বহন করিবার সুযোগ পাইল না। কোন একটি উৎপাদক উপাদানের প্রান্তিক এককটির উৎপাদন ক্ষমতা আছে কিনা, উহাই আসল কথা—অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা আছে কিনা। উৎপাদক উপাদানের যদি প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা থাকে তাহার চাহিদা থাকিবে। প্রথমে এই প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সামগ্রীর ভিত্তিতে হিসাব করা হইবে—marginal physical product; তৎপর উহা অর্থের ভিত্তিতে হিসাব করা হইবে

এক এককের উৎপাদন ক্ষমতা অন্য কত একক নিয়োগ করা হইয়াছে উহার উপর নির্ভর করে

—marginal revenue product ; টাকার অঙ্কে হিসাব করা প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে যদি উহাকে নিয়োগ করা পোষায়, তাহা হইলেই উহাকে নিয়োগ করা হইবে, উহার চাহিদা হইবে। সেই জন্যই বেনহাম বলিয়াছেন, "উৎপাদক উপাদানের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা" ("The demand of a factor of production is derived demand.")

উৎপাদক উপাদানের চাহিদায় পরিবর্তন—Changes in the Demand for Factors of Production

উৎপাদক উপাদানের চাহিদা যেহেতু "উদ্ভূত চাহিদা" (derived demand) সেহেতু উহার চাহিদা নির্ভর করে উৎপন্ন সামগ্রীর উপরে। উৎপন্ন বস্তুর যদি চাহিদা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে উহার উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উৎপাদক উপাদানেরও চাহিদা বাড়িবে ; উৎপাদিত বস্তুর যদি চাহিদা কমিয়া যায় তাহা হইলে প্রয়োজনীয় উৎপাদক উপাদানেরও চাহিদা কমিবে। যে সামগ্রীটির চাহিদা বাড়িবে উহার উৎপাদনে যে উপাদানটি বিশেষভাবে প্রয়োজন উহারই চাহিদা প্রথমে এবং বিশেষভাবে বাড়িবে ; অতঃপর উহার সহায়ক অন্যান্য উৎপাদক উপাদানেরও চাহিদা, সুতরাং দামও, বাড়িবে। যথা, লোকে যদি বেশী করিয়া গৃহনির্মাণ করিতে থাকে, তাহা হইলে গৃহনির্মাণ উপযোগী মাল মশলার (ইঁট, কাঠ, সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি) এবং মিস্ত্রী মজুরের চাহিদা অনেক বাড়িয়া যাইবে। ইহার জন্য এই বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানগুলির দাম বা পারিশ্রমিক কতখানি বাড়িয়া যাইবে উহা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। উহার যোগান যদি সহজেই বাড়িয়া যায়, একটুখানি দাম বাড়িলেই যদি উহার যোগান অনেকখানি বাড়ে, তাহা হইলে উহার দাম বাড়িবে বটে কিন্তু বেশী বাড়িবে না। অপর পক্ষে কোন একটি উৎপন্ন সামগ্রীর চাহিদা যদি কমিয়া যায় (অন্যান্য সামগ্রীর চাহিদা একই থাকে) তাহা হইলে যে সকল উৎপাদক উপাদান সহজেই অন্য শিল্পে চলিয়া যাইতে পারিবে এবং মোটামুটি একই উপার্জন করিবে তাহারা

উৎপন্ন বস্তুর চাহিদার পরিবর্তনে উৎপাদক উপাদানের চাহিদাতে এবং দামে পরিবর্তন হইবে; দামে কতখানি পরিবর্তন হইবে উহা নির্ভর করিবে উপাদানটির যোগানের এবং গতিশীলতার উপর

দুর্ভোগ এড়াইবে; যাহারা তাহা পারিবে না তাহাদের দাম বা পারিশ্রমিক কমিয়া যাইবে। অতএব যে সকল উৎপাদক উপাদান সুনির্দিষ্ট কার্যে ব্যবহারযোগ্য (specific use), একটি মাত্র কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে অন্য কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না (যথা মুদ্রাযন্ত্র), উৎপন্ন বস্তুর চাহিদা কমিয়া গেলে উহাদের দামও খুব কমিয়া যাইবে।

বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের চাহিদা আরও একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। উহা হইল যান্ত্রিক বা কলাকৌশলগত অগ্রগতি। কলাকৌশলগত (technical progress) অগ্রগতির জন্য উৎপাদনের পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। তখন কোন কোন উৎপাদক উপাদানের চাহিদা (সুতরাং দামও) কমিয়া যায় এবং ভিন্ন কোন উৎপাদক উপাদানের চাহিদা (এবং দামও) বাড়িয়া যায়। যথা, কংক্রীটের বাড়ী নির্মাণের পদ্ধতি আবিষ্কৃত এবং গৃহীত হইবার পূর্বে চুন শুরকীর চাহিদা ছিল খুব বেশী, কিন্তু উহার পরে চুন শুরকীর চাহিদা কমিয়া গিয়াছে কিন্তু সিমেন্টের চাহিদা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ঘোড়ার গাড়ীর স্থলে মোটর গাড়ীর ব্যবহার, বাষ্প চালিত ট্রেনের পরিবর্তে বিদ্যুত-চালিত ট্রেনের ব্যবহার, তাঁতের পরিবর্তে কলে বস্ত্র উৎপাদন, এইগুলি হইল বর্তমান যুগের অসংখ্য কলাকৌশলগত পরিবর্তনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। ইহাতে এক ধরনের উৎপাদক উপাদনের চাহিদা কমিয়া গিয়া আর একধরনের উৎপাদক উপাদানের চাহিদা বাড়িয়া যায়।

কলাকৌশলগত অগ্রগতির উপরেও উৎপাদক উপাদানের চাহিদা নির্ভর করে

অতএব উৎপাদক উপাদানের চাহিদা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপরে : (১) উৎপন্ন বস্তুর চাহিদা এবং (২) কলাকৌশলগত অগ্রগতি।

উৎপন্ন ও উপাদানের সম্পর্ক,—উৎপাদন অপেক্ষক—Output —Input Relation, Production Function

বিভিন্ন উপাদানের একটিকে অপরের সহিত কি পরিমাণে মিশাইয়া উৎপন্ন বস্তু কতখানি পাওয়া গেল তাহাই উৎপন্ন ও উপাদানের সম্পর্ক দেখাইয়া দিবে; অর্থাৎ কি কি উৎপাদক উপাদান কতখানি একত্রিতভাবে প্রয়োগ করিলে কতখানি উৎপন্ন সৃষ্টি হইবে। উপাদান (Input) এবং

উৎপন্নের (output) এই সম্পর্ক—দুইটি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

১। বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের মধ্যে যথোচিত অনুপাত সৃষ্টি করা যায় কিনা

একটি বিষয় আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি—ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম (law of diminishing returns) ; এই নিয়ম বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের মধ্যে যথাযথ অনুপাতের উপর জোর দেয়। বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের মধ্যে যদি যথোচিত অনুপাত সৃষ্টি করা যায়,—একটি উপাদান বাড়াইলে অপরাপর উপাদান তদনুপাতেই বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে উৎপন্নের পরিমাণও আনুপাতিক ভাবে বাড়ে ; অন্যথায় উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িলেও, আনুপাতিকভাবে বাড়ে না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হইল কলাকৌশলগত পরিস্থিতি (technolgy) । বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানকে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশাইলে কি পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হইবে উহা শুধু অনুপাতের উপরেই নির্ভর করে না, কলাকৌশলগত জ্ঞান (technical knowledge) এবং উহার প্রয়োগের উপরেও নির্ভর করে। ২০ বিঘা জমিতে ৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া কত মন ধান পাইতে পারি তাহা শুধু ভূমি পুঁজি, শ্রম প্রভৃতি উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ ও পারস্পরিক অনুপাতের উপরেই নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে উৎপাদনের পদ্ধতির উপরেও ; মামুলী হাল বলদ লাগাইয়া যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হইতে পারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির দ্বারা ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের দ্বারা উহা অপেক্ষা অনেক বেশী ধান পাওয়া যাইবে। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক তাঁতী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের দ্বারা মাল মশলা সংগ্রহ করিয়া হস্তচালিত তাঁতে (handloom) যত কাপড় উৎপাদন করিতে পারে, বিদ্যুৎশক্তি চালিত তাঁতে (power loom) তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাপড় উৎপাদন করিতে পারে। কলাকৌশলগত পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া একদিকে উপাদান (input) ও অপরদিকে উৎপন্ন (output)-এর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠে উহাকে বলা হয় "উৎপাদন অপেক্ষক" (Production function) । উৎপাদন অপেক্ষক দেখাইয়া দেয় যে, যে-উৎপন্নের উপর উৎপাদক উপাদানের চাহিদা নির্ভর করে, সেই উৎপন্ন নির্ভর করে কলাকৌশলগত পরিস্থিতির উপর। কলাকৌশলগত জ্ঞান ও উহার প্রয়োগ উন্নত হইলে, উৎপন্ন বাড়ে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট

২। কলাকৌশলগত জ্ঞান ও উহার প্রয়োগ

কলাকৌশলগত পরিস্থিতির মধ্যে উৎপাদক উপাদানগুলির একটি নির্দিষ্ট চাহিদা আছে। তবে স্বতন্ত্রভাবে কোন্ উৎপাদক উপাদানটির কতখানি চাহিদা করা হইবে, তাহা নির্ভর করে ঐ নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে একটি উৎপাদক উপাদানের "প্রান্তিক উৎপন্ন" (Marginal Product)-এর উপর, উহার বাজারদামের উপর, উহার তুলনায় অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের বাজার দামের উপর এবং বদল ব্যবহার যোগ্যতার (substitutability) উপর, অর্থাৎ অন্য উপাদানের বদলে ঐ উপাদানটিকে বা ঐ উপাদানের বদলে অন্য উপাদানগুলিকে কতখানি লাভজনকভাবে ব্যবহার করা চলে।

উৎপাদক উপাদান-এর চাহিদায় আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা—Demand for Inputs and Cross-elasticity

কোন উৎপাদক উপাদানের চাহিদা কখনও এককভাবে বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে করা হয় না। কোন উৎপাদক উপাদানই এককভাবে কোন সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে না, একাধিক উৎপাদক উপাদান,(সঠিকভাবে বলিতে গেলে, সব উৎপাদক উপাদানই) একত্রিতভাবে কার্য করিলে তবেই সামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারে। চাষী যদি ধান উৎপাদন করে, তাহা হইলে একদিকে জমি, অপর দিকে হাল, বলদ, বীজ দরকার। নিছক জমির দ্বারাও যেরূপ চাষ হইতে পারে না, সেইরূপ নিছক চাষীর পরিশ্রমেও চাষ হইতে পারে না। তাঁতী যদি তাঁত বুনিয়া বস্ত্র তৈয়ারী করে, তাহা হইলে তাঁতীও দরকার, তাঁতও দরকার, অন্যান্য উপকরণ যথা, তুলা বা সূতা, তাঁত বসাইবার ঘর ইত্যাদি দরকার তো বটেই। উৎপাদক উপাদানগুলির চাহিদা সেই কারণে সংযুক্ত চাহিদা। ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রেও এইরূপ সংযুক্ত চাহিদা আছে, কিন্তু কখনও কখনও, সর্বদা নহে; উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রে এইরূপ সংযুক্ত চাহিদা সর্বদাই।

উৎপাদক উপাদানের চাহিদা হইল সংযুক্ত চাহিদা

ভোগ-বস্তুর ক্ষেত্রে যখন সংযুক্ত চাহিদা থাকে তখন একবস্তুর দামের সহিত অপর বস্তুর চাহিদা জড়িত থাকে, অপর বস্তুর দামের সহিত একটি বস্তুর চাহিদা জড়িত থাকে। উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি উপাদানের চাহিদা অপরাপর উপাদানের দামের উপরও

নির্ভর করে। ইহাকে বলা হয়, চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতি স্থাপকতা (cross elasticity of demand)। যদি অপর বস্তুর দামের পরিবর্তনের দরুন একটি বস্তুর চাহিদার পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে উহা হইবে দ্বিতীয় বস্তুটির চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা। যদি গুড়ের দামে পরিবর্তনের দরুন চিনির চাহিদায় পরিবর্তন হয়, যদি আলুর দামের পরিবর্তনের দরুন মাছের চাহিদায় পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে উহা হইবে যথাক্রমে চিনির এবং আলুর চাহিদায় আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা।

একটি উপাদানের চাহিদা অপর উপাদান গুলির দামের উপরেও নির্ভর করে

উৎপাদক উপাদানগুলি একত্রিতভাবে প্রয়োগ করা হয় বলিয়া উহাদের সংযুক্ত চাহিদা। কিন্তু একত্রিতভাবে প্রয়োগ করিলেও ঐগুলি কি অনুপাতে মিশ্রিত করা হইবে তাহা নির্ভর করে নিছক উহাদের প্রত্যেকের উৎপাদন ক্ষমতার উপরেই নহে, উহাদের বাজার দামের উপরেও। প্রত্যেক উপাদানের চাহিদা অন্য সকল উৎপাদক উপাদানের দামের উপর নির্ভর করে—তবে উহা সেই অনুপাতেই করে যে অনুপাতে একটি উৎপাদক উপাদানের বদলে আর একটি উৎপাদক উপাদান ব্যবহার করা যায়, অর্থাৎ ব্যবহার করিয়া সমান কাজ হয়। এক্ষেত্রে বদল ব্যবহারের নীতি প্রয়োগ করা হইতেছে। সব চাষীরই হালবলদ নাই। অনেকেই হালবলদ দৈনিক হারে ভাড়া লইয়া চাষ করিয়া থাকে। যদি দেখা যায়, দৈনিক মজুরের মজুরী খুব কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে অনেকেই হাল বলদ ভাড়া না করিয়া দৈনিক মজুরের দ্বারা মাটি কোপাইয়া চাষ করিবে। এক্ষেত্রে শ্রমের দাম (মজুরী) কমিয়া গেল বলিয়া, পুঁজি সামগ্রীর (হালবলদ) চাহিদা কমিয়া গেল। আবার যন্ত্রের দাম যদি কমিয়া যায় এবং শ্রমিকের বদলে যন্ত্র বসাইয়া যদি একই কাজ হয় তাহা হইলে শ্রমিকের চাহিদা কমিয়া যাইবে। যন্ত্রের দাম যদি বাড়িয়া যায় তাহা হইলে যন্ত্রের বদলে শ্রমিক লাগাইলে যদি সমান (বা প্রায় সমান) কাজ হয় তাহা হইলে শ্রমিক বেশী করিয়া নিয়োগ করা হইবে, অর্থাৎ শ্রমিকের চাহিদা বাড়িবে। উৎপাদক উপাদানগুলি সংযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইলেও উহারা (কোন একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনের কার্যে) কি অনুপাতে প্রযুক্ত হইবে উহা অনেকক্ষেত্রে

বদল ব্যবহারের নীতি (Principle of substitutabitity)

(যেক্ষেত্রে উহারা পরস্পরের মধ্যে বদলব্যবহারযোগ্য—substitutable) উহাদের প্রত্যেকের চাহিদার "আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার" (cross elasticity) উপর নির্ভর করে। সুতরাং উৎপাদনকারী যখন একটি নির্দিষ্ট বস্তু উৎপাদন করিতে ব্যাপৃত হয় তখন সে এরূপভাবে খরচ করে যাহাতে উৎপাদক উপাদানগুলির বাবদ প্রতিটি টাকা ব্যয় হইতে সমান উৎপন্ন পায়; যদি মনে করে জমির উপর ব্যয় না করিয়া শ্রমিকের উপর ব্যয় করিলে বেশী উৎপন্ন পাওয়া যাইবে তাহা হইলে জমি কমাইয়া শ্রমিক বাড়াইবে, যদি শ্রমিকের বদলে যন্ত্রে বেশী উৎপন্ন হইবে তাহা হইলে শ্রমিকের বদলে যন্ত্র বসাইবে। একটি নির্দিষ্ট ব্যয় হইতে সর্বোচ্চ উৎপন্ন পাইতে হইলে একটির বদলে আর একটি ব্যবহার করিয়া সমপ্রান্তিক উৎপন্ন পাইতে হইবে।

উৎপাদক উপাদানের দাম বিবেচনা করিয়া একটির বদলে অপরটি ব্যবহার করিয়া সমপ্রান্তিক উৎপন্ন (টাকার অঙ্কে) পাইতে হইবে

প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার তত্ত্ব—Theory of Marginal Productivity

বিভিন্ন উৎপাদক উপাদান যখন একসঙ্গে মিশাইয়া উৎপাদন করা হয়, তখন একটি উৎপাদক উপাদানের দাম (যথা মজুরী, বা খাজনা, বা সুদ) কিসের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় তাহা নিরূপণের জন্য অর্থনীতিবিদগণ "প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব" (Marginal Productivity Theory) নামে একটি তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। ইহার গোড়ার কথা হইল যে আঁত্রেপ্রণাগণ উৎপাদক উপাদানগুলি চাহিদা করে, যেহেতু ক্রেতাগণ উহাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা করে। অতএব একটি উৎপাদক উপাদান কতখানি পণ্য উৎপাদন করিতে পারে বা উৎপাদন করে, তাহার উপরেই, অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতার উপরেই, উহার চাহিদা নির্ভর করে। একই উৎপাদক উপাদানের একটি এককে যদি অপর একটি এককের তুলনায় বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ এককটি আঁত্রেপ্রণার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী পণ্য উপাৎদন করিয়া দেয়। উৎপাদক উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতাই আসল কথা, উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে উহার

উৎপাদন ক্ষমতার উপরে উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক নির্ভর করে

এই উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। জমির খাজনা উহার উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, শ্রমিকের মজুরী শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

ভোগসামগ্রীর ক্ষেত্রে যেরূপ "প্রয়োজনীয়তা" (utility), উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রে সেইরূপ "উৎপাদনক্ষমতা"। "প্রয়োজনীয়তা" অনুযায়ী সামগ্রীর চাহিদা হয়; "উৎপাদনক্ষমতা" অনুযায়ী উৎপাদক উপাদানের চাহিদা হয়; "প্রয়োজনীয়তা" দেয় ভোগকারীকে তৃপ্তি; উৎপাদনক্ষমতা দেয় উৎপাদনকারীকে "মুনাফা"। কিন্তু আমরা যখন সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কোন্ সামগ্রীর কিরূপ চাহিদাদাম তাহা স্থির করি তখন আসলে আমরা "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা" (marginal utility) বিচার করি—অর্থাৎ একটি সামগ্রীর একটি বাড়তি একক কতখানি বাড়তি তৃপ্তি দিতে পারে।* অনুরূপভাবে এবং অনুরূপ কারণেই, একজন উৎপাদনকারী কোনও একটি উৎপাদক উপাদানের জন্য কত পারিশ্রমিক বা দাম দিতে প্রস্তুত আছে তাহা নির্ভর করে উৎপাদক উপাদানের "প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার" উপর (Marginal Productivity)। যদি আমরা বলি যে একটি ফার্মের যে উৎপাদনের বিন্দুতে প্রান্তিক আয় (Marginal revenue) এবং প্রান্তিক খরচ (marginal cost) সমান হয় সেই বিন্দুতে উহার মুনাফা হয় সর্বোচ্চ, তাহা হইলে ইহাও বলা চলে যে উৎপাদনকারী সর্বোচ্চ মুনাফা পাইবে ঠিক সেই বিন্দুতে যেখানে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (Marginal productivity) উহার জন্য প্রান্তিক খরচার (marginal cost) সমান।

'প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা' আসল বিবেচ্য

একটি উৎপাদক উপাদান মোট উৎপন্নে কতখানি যোগ করিতেছে তাহাই হইতেছে উহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা। ইহার হিসাব করিতে হইলে,প্রথমেই ধরিয়া লইতে হয় যে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখা হইবে, শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানটিরই পরিমাণ বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়ানো হইবে। এক্ষেত্রে একটি উৎপাদক উপাদান এক একক বাড়াইলে মোট উৎপন্ন কি পরিমাণে বাড়িতেছে তাহার যদি একটি

মোট উৎপন্নে নীট বৃদ্ধি=প্রান্তিক উৎপন্ন

*পৃষ্ঠা 40—42 দ্রষ্টব্য।

ধারাবাহিক হিসাব বা তালিকা রচনা করা যায়। তাহা হইলে প্রত্যেক একক-এর দ্বারা উৎপাদিত নীট পরিমাণ পাওয়া যাইবে। উহাই প্রান্তিক উৎপন্ন দেখাইয়া দিবে। ধরা যাক উৎপাদনকারী কলম তৈয়ারী করিতেছে। প্রয়োজন মত অন্যান্য সকল উৎপাদক উপাদান সংগ্রহ করিয়া একজন শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করিয়া ১০টি কলম উৎপন্ন হইল। উহার পর হইতে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইয়া মোট উৎপন্ন এবং উহাতে নীট বৃদ্ধি ঘটিল নিম্নরূপ :—

শ্রমিক সংখ্যা	মোট উৎপন্ন	মোট উৎপন্নে নীট বৃদ্ধি (প্রান্তিক উৎপন্ন)
১	১০	১০
২	১৫	৫
৩	২২	৭
৪	৩০	৮
৫	৪০	১০
৬	৪৮	৮
৭	৫৪	৬
৮	৫৮	৪
৯	৬১	৩
১০	৬৩	২

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে যে শ্রমের পরিমাণ যখন এক একক করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, মোট উৎপন্ন (Total Product) তখন বাড়িয়া যাইতেছে ; শুধু তাহাই নহে, প্রান্তিক উৎপন্নও বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি ও উৎপন্ন বৃদ্ধির একটি স্তরে আসিবার পর দেখা যাইতেছে যে মোট উৎপন্ন বাড়িতেছে বটে কিন্তু ক্রমহ্রাসমান হারে।

৫ জন শ্রমিক নিয়োগে মোট উৎপন্ন হইল ৪০ এবং প্রান্তিক উৎপন্ন হইল ১০ ;

প্রান্তিক উৎপন্নে প্রথমে বৃদ্ধি, পরে হ্রাস

মোট উৎপন্নের ক্ষেত্রে ৪০ সর্বোচ্চ নহে, কিন্তু প্রান্তিক উৎপন্নের ক্ষেত্রে ১০ হইল সর্বোচ্চ। উহার পরে মোট উৎপন্ন বাড়িতেছে, কিন্তু প্রান্তিক উৎপন্ন কমিতেছে (ঠিক যেরূপ "মোট প্রয়োজনীয়তা" বাড়ে কিন্তু "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা" কমে।) অন্যান্য উৎপাদক উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি নির্দিষ্ট উৎপাদক উপাদান বাড়াইলে, "ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম" (law of diminishing returns) ক্রিয়া করিবার দরুন এইরূপ ঘটিয়া থাকে। শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন কমিয়া যাইতেছে বলিয়া উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছাইবার পর আর শ্রমিক নিয়োগ করা পোষাইবে না। একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝা প্রয়োজন। ৪র্থ শ্রমিকটির অপেক্ষা ৫ম শ্রমিকটির নীট উৎপন্ন বেশী। তাহার মানে এই নহে যে ৫ম শ্রমিকটি ৪র্থ অপেক্ষা বেশী দক্ষ। অপর পক্ষে, ৫ম শ্রমিকটির অপেক্ষা ৬ষ্ঠ শ্রমিকটির

উৎপাদক উপাদানটির সব এককই সমান দক্ষ

প্রান্তিক উৎপন্ন কম ; তাহার মানে এই নহে, ৬ষ্ঠ শ্রমিকটি ৫ম শ্রমিক অপেক্ষা কম দক্ষ। প্রত্যেক শ্রমিকই সমান দক্ষ ; কিন্তু প্রচলিত কলাকৌশলগত পরিস্থিতিতে (current technological condition) ৫ জন শ্রমিক যাহা উৎপন্ন করিতে পারে, ৬ষ্ঠ শ্রমিকটি উহাতে কম যোগসাধন করিবে, ৭ম শ্রমিকটি আরও কম যোগসাধন করিবে। ৬ জন সমান দক্ষ শ্রমিক নিজেদের মধ্যে সমান উৎপাদন করিতেছে কিন্তু ৫ জন সমান দক্ষ শ্রমিকের মধ্যে প্রত্যেকে যাহা উৎপাদন করিত, ৬ জন সমান দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে প্রত্যেকে তাহা অপেক্ষা কম উৎপাদন করিতেছে।

কিন্তু প্রান্তিক উৎপন্নের যে হিসাব উপরে করা হইল উহা সামগ্রীর আকারে, যথা কলম। আসলে এই হিসাব করা হয় টাকার অঙ্কে, কারণ টাকার অঙ্কে জিনিস কেনা বেচা হয়, টাকার অঙ্কেই মজুরী প্রভৃতি দেওয়া হয় এবং টাকার অঙ্কেই লাভ লোকসান হিসাব করা হয়। টাকার অঙ্কে প্রান্তিক উৎপন্ন হিসাব করিলে, অর্থাৎ "বস্তুগত প্রান্তিক উৎপন্ন"কে উৎপাদিত পণ্যের বাজার দামের দ্বারা গুণ করিলে, "আয়গত প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা" (marginal revenue productivity) পাওয়া যাইবে। উপরের প্রান্তিক উৎপন্নের তালিকাটিকে টাকার অঙ্কে রূপান্তরিত করিলে এইরূপ

(১) শ্রমিক	(২) মোট উৎপন্ন (কলমের সংখ্যা)	(৩) প্রান্তিক উৎপন্ন (কলমের সংখ্যা)	(৪) মোট উৎপন্ন (টাকার অঙ্কে)	(৫) প্রান্তিক উৎপন্ন (টাকার অঙ্কে)	(৬) শ্রমিকের গড় উৎপন্ন (টাকা) (৪)÷(১)	(৭) অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের নির্দিষ্ট প্রাপ্য (২০ টাকা) বাদ দিলে শ্রমিকের নীট প্রান্তিক উৎপন্ন
১	১০	১০	১০০	১০০	১০০	৮০
২	১৫	৫	১৫০	৫০	৭৫	৩০
৩	২২	৭	২২০	৭০	৭৩.৩৩	৫০
৪	৩০	৮	৩০০	৮০	৭৫	৬০
৫	৪০	১০	৪০০	১০০	৮০	৮০
৬	৪৮	৮	৪৮০	৮০	৮০	৬০
৭	৫৪	৬	৫৪০	৬০	৭৭.১৪	৪০
৮	৫৮	৪	৫৮০	৪০	৭২.৫০	২০
৯	৬১	৩	৬১০	৩০	৬৭.৭৮	১০
১০	৬৩	২	৬৩০	২০	৬৩	০

তালিকা রচিত হইবে ; (কলমের বাজার দাম—১০ টাকা এবং অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের, যথা, জমি, মূলধন প্রভৃতি উপকরণের প্রাপ্য ২০ টাকা ধরা হইতেছে)।

পূর্বেকার তালিকায় সামগ্রী হিসাবে যাহা দেখানো হইয়াছিল, এই তালিকায় টাকার অঙ্কে তাহাই দেখানো হইতেছে। ৫ জন শ্রমিক নিয়োগ কালে প্রান্তিক উৎপন্ন (১০০ টাকা) হইল সর্বোচ্চ। উহার পর প্রান্তিক উৎপন্ন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। এই তালিকায় শ্রমিকের "প্রান্তিক আয়গত উৎপন্ন"-এর সহিত তাহাদের "গড় আয় উৎপাদনক্ষমতাও" (Average revenue productivity) দেখানো হইতেছে ; উহা ৫ জন শ্রমিক পর্যন্ত একবার কমিতেছে বাড়িতেছে, এইভাবে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রমিকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হইয়া ক্রমাগত কমিতে থাকিল। শ্রমিকের মোট উৎপন্নকে (৪) শ্রমিকের সংখ্যার (১) দ্বারা ভাগ করিয়া শ্রমিকের গড় উৎপন্ন (৬) টাকার অঙ্কে পাওয়া গেল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে "প্রান্তিক আয়গত উৎপন্ন" (marginal revenue product) যদি কমিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে এক সময়ে আসিবেই যখন "গড় আয় উৎপন্ন" ও কমিতে থাকিবে। শ্রমিকের "প্রান্তিক উৎপন্ন" তালিকাটিকে (৫নং ঘর) রেখাচিত্রে রূপান্তরিত করিলে ৫০নং রেখাচিত্র পাওয়া যাইবে। ভরাট সরলরেখার দ্বারা (কাটা কাটা রেখার দ্বারা নহে) "প্রান্তিক উৎপন্ন" দেখানো হইতেছে।

প্রান্তিক আয়গত উৎপন্নও প্রথমে বৃদ্ধি পরে হ্রাস

কিন্তু উপরের ঐ তালিকা ও রেখাচিত্র যথেষ্ট বাস্তব ধর্মী নহে। যখন শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ানো হইতেছে তখনই শ্রমিকের সহিত অন্যান্য উৎপাদক উপাদনও (উহাদিগকে অপরিবর্তিত রাখিলেও) উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করিতেছে। উহার জন্য অন্যান্য উৎপাদক উপাদানেরও (কলকারখানা যন্ত্রপাতির ভাড়া, ঘরভাড়া, সুদ ইত্যাদি) পারিশ্রমিক প্রাপ্য। অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলি অপরিবর্তিত রাখিয়া কোন একটি উৎপাদক উপাদানের (এক্ষেত্রে শ্রমিক) সংখ্যা বাড়ানো হইতেছে, উহার মানে এই নহে যে ঐ অপরিবর্তিত উৎপাদক উপাদানের জন্য উৎপাদনকারীকে কোন দাম দিতে হইবে না। ধরা যাক্ ঐ দাম হইল একটি স্থায়ী পরিমাণ—২০ টাকা। উপরের তালিকায়

অপরিবর্তিত উৎপাদক উপাদানগুলিকে প্রদেয় দাম হিসাব করিয়া পরিবর্তিত উপাদানটির নীট প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করিতে হইবে

শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্ন বলিয়া যাহা দেখানো হইতেছে, (৫নং ঘর) তাহা হইল শ্রমিকের "সাকুল্য প্রান্তিক উৎপন্ন" (gross marginal product); গড় উৎপন্ন বলিয়া যাহা দেখানো হইয়াছে (৬নং ঘর) (gross average product) উহাও সাকুল্য গড় উৎপন্ন। "সাকুল্য উৎপন্ন" হইতে অন্য উৎপাদক উপাদানগুলির প্রাপ্য, ধরা যাক্ ২০ টাকা, বাদ দিলে অবশিষ্টাংশ হইবে শ্রমিকের নীট উৎপন্ন (net marginal product)। এইরূপ হিসাব করিলে শ্রমিকের নীট প্রান্তিক উৎপন্ন কত দাঁড়ায় তাহা উপরের তালিকায় ৭ নং ঘরে দেখানো হইল (টাকার অঙ্কে)। ৫০ নং রেখাচিত্রে উহা (নীট প্রান্তিক উৎপন্ন) কাটাকাটা রেখার দ্বারা দেখানো হইল। ৭নং ঘর সমেত ঐ তালিকা এবং কাটাকাটা দাগ সমেত ঐ রেখাচিত্রটি বাস্তব-ধর্মী হইবে।

নীট আয়গত প্রান্তিক উৎপন্নের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, অপরাপর উৎপাদক উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি নির্দিষ্ট উৎপাদক উপাদানকে বাড়াইলে, উৎপাদনের এরূপ এক স্তরে পৌঁছাইতেই হইবে (ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস-এর দরুন) সেখানে "মোট উৎপন্ন" (total product) বাড়িবে কিন্তু কম হারে। ঐ বিন্দু অতিক্রম করিবার পরে বেশী শ্রমিক নিয়োগ করিলে শ্রমিকের "নীট প্রান্তিক উৎপন্ন" (net marginal product) ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। ক্রমান্বয়ে বেশী শ্রমিক নিয়োগ করিবার দরুন শ্রমিকের "নীট প্রান্তিক উৎপন্ন" কমিতে কমিতে এমন একস্থানে আসিবে যেখানে উৎপাদনকারী দেখিবে, শেষ শ্রমিকটিকে নিয়োগ করা (উৎপন্ন সামগ্রীর দামের ভিত্তিতে) তাহার পক্ষে কোনক্রমে টায়টোয় পোষায়, তাহার পরে আর কোন শ্রমিক নিয়োগ করা মানেই লোকসান ডাকিয়া আনা। উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে ৯ম শ্রমিকটি হইল এইরূপ শ্রমিক। তাহার নীট উৎপন্ন একটি কলমের সমান,* উহার দাম ১০ টাকা। এই শ্রমিক প্রান্তিক শ্রমিক (marginal labourer)

টায়টোয়ে নিয়োগ করা পোষায় যে এককটিকে, উহা হইল প্রান্তিক একক

* যদিও সে ৩টি কলম উৎপাদন করিতেছে, ২টি কলমের দাম (২০ টাকা) অন্য উৎপাদক উপাদানগুলির পারিশ্রমিক বাবদ চলিয়া যাইতেছে। সে মোট উৎপন্নে নীট যোগ করিতেছে একটি কলম।

এবং উহার নীট উৎপন্ন (১০ টাকা) হইল শ্রমের "প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা"। প্রান্তিক শ্রমিককে ১০ টাকার মজুরীই উৎপাদনকারী দিবে, উহার বেশী নহে। কিন্তু একজন শ্রমিককে যে মজুরী দেওয়া হইবে সকল শ্রমিককেই সেই মজুরী দেওয়া হইবে, কারণ শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষতার কোন পার্থক্য নাই। শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (১০ টাকা) অনুযায়ী সকল শ্রমিককেই মজুরী দেওয়া হইবে। ৯ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে মজুরী বাবদ আঁদ্রেপ্রণার খরচ হইবে (৯×১০ টাকা) ৯০ টাকা। কিন্তু ৯ জনের "নীট প্রান্তিক উৎপন্ন" যোগ করিলে দাঁড়ায় ৪৩০ টাকা; উহা হইতে ৯০ টাকা বাদ দিলে যে ৩৪০ টাকা হয়, উহা উৎপাদনকারীর দ্বারা লভ্য; উহা "উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত" (producer's surplus)।* এরূপ ক্ষেত্রে যদি কলমের চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও মজুরী বাড়িবে; কলমের চাহিদা কমিয়া গেলে, দাম কমিয়া যাইবে, শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা ও মজুরী কমিবে।

প্রান্তিক এককের পারিশ্রমিক সব এককের পারিশ্রমিক স্থির করিয়া দিবে

প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাতত্ত্বের সমালোচনা

প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্বটিকে নানাদিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। যে সকল মূল অনুমান (assumptions)-এর উপর ভিত্তি করিয়া এই তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রধানত: সেইগুলির সমালোচনা হইল এই তত্ত্বের সমালোচনা।

প্রথমতঃ, এই তত্ত্বের অনুমান হইল নিখুঁত প্রতিযোগিতা। উৎপাদক উপাদানের বাজারে এবং পণ্যের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। পণ্যের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকিলে তবেই প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা কোথায় তাহা পরখ করা যায়; যতই উৎপাদন করা হউক না কেন, সবই বিক্রয় হইবে এই নিশ্চয়তা না থাকিলে কোন্ এককটি প্রান্তিক একক তাহা ক্রমাগত উৎপাদন বাড়াইয়া পরখ করা যাইবে না। আবার উৎপাদক উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে

১। নিখুঁত প্রতি-যোগিতার অনুমান অবাস্তব

---

* পাঠক পাঠিকা "প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার" সহিত "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার" এবং ভোগকারীর উদ্বৃত্তের" সহিত "উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্তের সাদৃশ্য লক্ষ্য করুন।

সকল এককের পারিশ্রমিক একই হারে (প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার হারে) হইতে পারে না। উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু এইরূপ নিখুঁত প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া অবাস্তব।

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্বের একটি অনুমান হইল পূর্ণ কর্মসংস্থান বা নিয়োগ (full employment)। উৎপাদক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার বেশী পারিশ্রমিক মালিক দিবে না কেন, তাহা নয় বুঝা গেল, কিন্তু কম দিবে না কেন তাহার ব্যাখ্যা কি? তাহার একমাত্র ব্যাখ্যা হইল "পূর্ণ নিয়োগ"; পূর্ণ নিয়োগের পরিস্থিতিতে কোন মালিক কোন শ্রমিককে (যে কোন উৎপাদক উপাদানকে) তাহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার কম দিতে চাহিলে শ্রমিকের যোগান হইবে না। পূর্ণ নিয়োগের এই অনুমানও অবাস্তব। পূর্ণ নিয়োগ না থাকিবার অর্থ হইল উৎপাদক উপাদান বেকার আছে—বেকার থাকিলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার অনেক কম পারিশ্রমিকেও উৎপাদক উপাদান কাজ করিতে অগ্রসর হইবে। পণ্যের চাহিদা বাড়িলে, মালিক উৎপাদন বাড়াইবে; উহাতে বেকার লোকে কাজ পাইবে। মজুরী বাড়িবে না।

২। পূর্ণনিয়োগের অনুমান অবাস্তব

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক উৎপাদক উপাদান তাহার প্রান্তিক উৎপন্নের (marginal product) সমান পারিশ্রমিক পাইবে, উহার কম নহে,—ইহা বলিলে উহার পিছনে আরও একটি অনুমান আছে বলিয়া ধরিতে হইবে; যেন ধরা হইয়াছে, যেকোন উৎপাদক উপাদানই নিজের স্বাধীন কারবার সুরু করিয়া নিজের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা যাচাই করিয়া লইতে পারে। এই অনুমানও অসম্ভব।

৩। যেকোন উৎপাদক উপাদান স্বাধীন কারবার সুরু করিতে পারে না

চতুর্থতঃ, মালিক যে সকল উৎপাদক উপাদান নিয়োগ করিতেছে উহাদের প্রত্যেকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তিনি জানেন, ইহাই এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইতেছে। ইহা সকল সময়ে সত্য হইতে পারে না। অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের সহিত একটি নির্দিষ্ট উপাদান কতখানি নিয়োগ করিলে কতখানি উৎপন্ন হইবে, (সামগ্রীর হিসাবেই হউক বা টাকার হিসাবেই হউক) তাহা পূর্ব হইতে জানিতে পারা সম্ভব নহে। কিন্তু উৎপাদক উপাদান নিয়োগের সময়েই তাহার প্রাপ্য স্থির করিয়া দিতে হইবে।

৪। প্রান্তিক উৎপন্ন আগে হইতে জানা সম্ভব নহে

পঞ্চমতঃ এই তত্ত্বের আর একটি অনুমান হইল যে, যে উৎপাদক উপাদানটির পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হইতেছে উহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিতেছে ("marginal productivity is diminishing"); উৎপন্ন কমিতেছে বলিয়াই শেষ এককটির উৎপন্নের ভিত্তিতে সকল এককগুলির পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়, করিলে মালিকের পক্ষে অতগুলি একক নিয়োগ করা পোষায় এবং মালিকের লাভ থাকে। এই অনুমানও এই তত্ত্বের প্রয়োগ-ক্ষেত্র সংকীর্ণ করিয়া দেয়। উৎপাদক উপাদান নিয়োগ করিলে তাহার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিতেই হইবে। কিন্তু উৎপাদক উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা যতক্ষণ বাড়িতে থাকিতেছে ততক্ষণ (উপরের তালিকায় ২ হইতে ৫ পর্যন্ত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা দ্রষ্টব্য) উহার পারিশ্রমিক কিসের দ্বারা নির্ধারিত হইবে তাহা এই তত্ত্ব দেখাইয়া দেয় না।

৫। প্রান্তিক উৎপন্ন বাড়িলে কি হইবে?

ষষ্ঠতঃ, একটি উৎপাদক উপাদানকে যখন ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হইতেছে তখন অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলিকে অপরিবর্তিত রাখা হইতেছে, ইহাই ধরিয়া লওয়া হয়। ইহাও সব সময়ে বাস্তব হয় না; একটি উৎপাদক উপাদান বাড়াইলে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানও কিছুটা বাড়াইবার প্রয়োজন হইতে পারে।

৬। অন্য উপাদানের বৃদ্ধিও দরকার

সপ্তমতঃ, একটি উৎপাদক উপাদানের বিভিন্ন একক সমজাতীয় (homogeneous) অর্থাৎ দক্ষতায় একই প্রকার ইহাই ধরিয়া লওয়া হয়। বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন এককের দক্ষতায় পার্থক্য থাকে। থাকিলে, দক্ষতার এই পার্থক্য অনুযায়ী কিভাবে পারিশ্রমিক বন্টিত হইবে তাহা এই তত্ত্ব দেখাইতে পারে না।

৭। দক্ষতার পার্থক্য থাকিলে কি হইবে?

অষ্টমতঃ, অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির পারিশ্রমিক স্বতন্ত্রভাবে জানিতে পারা যায়, ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; যেরূপ উপরে প্রদত্ত তালিকায় অন্যান্য উৎপাদক উপা-পাদানের পারিশ্রমিক ২০ টাকা বলিয়া ধরা হইয়াছে। এইরূপ ধরিয়া লওয়াও সর্বদা চলে না।

৮। অন্যান্য উপাদানের পারিশ্রমিক

নবমতঃ, এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে মজুরী নির্ভর করে উৎপাদন ক্ষমতার উপর কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা মজুরীর উপর নির্ভর করে না। এইরূপ অনুমান করাও অনেক সময়ে ভুল, বিশেষ করিয়া শ্রমিকের ক্ষেত্রে।

৯। উৎপাদন ক্ষমতাও মজুরীর উপর নির্ভর করে

দশমতঃ, এই তত্ত্ব অনুমান করে যে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদান বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাজ্য; এরূপ ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাজ্য না হইলে কোনও উৎপাদক উপাদানকে উহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করিবার জন্য অল্প পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে উৎপাদক উপাদানকে ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাগ করা সম্ভব হয় না।

১০। ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাজ্য নাও হইতে পারে

আসল কথা হইল কোন একটি উৎপাদক উপাদান অপরাপর উপাদানের সহিত মিশ্রিত হইলে তবেই উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে একটি উৎপাদক উপাদানের নির্দিষ্ট বৃদ্ধির দ্বারা মোট উৎপন্ন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল তাহার সমগ্র অংশটুকুর জন্য ঐ উৎপাদক উপাদানটিরই যে কৃতিত্ব তাহা বলা সম্ভব হয় না। এ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানও কার্য করিয়াছে। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনের দ্বারা পারিশ্রমিক নির্ধারিত হইলে, একটি উৎপাদক উপাদান নিজের উৎপাদন ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী পারিশ্রমিক পাইতেছে বুঝিতে হইবে। অধিকন্তু একজন মালিকের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে কোন উৎপাদক উপাদানের দাম স্থির করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। উৎপাদক উপাদানের বাজারে, যথা যন্ত্রপাতির বাজারে বা শ্রমিকের বাজারে উৎপাদক উপাদানের যে দাম প্রচলিত হয়, সেই দামেই তাহারা ঐ উৎপাদক উপাদানকে ভাড়া লইতে বা কিনিতে বাধ্য। ঐ নির্দিষ্ট দামে উৎপাদক উপাদানটির যতখানি (উহার উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে) নিয়োগ করা পোষায় ততখানি তাঁহারা নিয়োগ করিবে মাত্র। কতখানি নিয়োগ করা পোষায়? (পাঠক পাঠিকা, প্রশ্ন করুন, একটি সামগ্রী কতখানি কেনা পোষায়?*) ঠিক ততখনি যতখানি নিয়োগ করিলে

একদিকে সব উৎপন্ন সংযুক্ত প্রচেষ্টার ফল, অপরদিকে উপাদানের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয় উহার মোট যোগান ও চাহিদার দ্বারা

* যতখানি কিনিলে উহার 'প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা' বা "প্রান্তিক তাৎপর্য" (marginal significance) প্রচলিত বাজার দামের সমান হয়।

উহার "প্রান্তিক আয়গত উৎপন্ন" উহার বাবদ প্রান্তিক খরচার সমান হয়। ('The firm will be in equilibrium—profits will be maximised—when the marginal revenue productivity of the factor is equal to the marginal cost of the factor—the marginal wage". Stonier & Hague) শুধু এই অর্থেই প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার গুরুত্ব আছে।

প্রান্তিক উৎপন্নের সহিত সমতা ও সর্বোচ্চ মুনাফা—Equality with Marginal Products and Profit Maximisation.

সংগঠনকারী বিভিন্ন উৎপাদক উপাদান সংগ্রহ করিয়া যথাযথ অনুপাতে উহাদিগকে মিশাইয়া পণ্য উৎপাদন করে, পণ্য মূল্যের ভিত্তিতে উৎপাদক উপাদানগুলির কার্যের মূল্য হিসাব করিয়া উহাদের পারিশ্রমিক প্রদান করে, এবং পণ্য বিক্রয় হইলে লাভ লোকসান খতাইয়া দেখে। উৎপাদক উপাদানগুলির পারিশ্রমিক বাবদ মালিক যাহা দিতেছে উহা তাহার খরচ, পণ্য বিক্রয় করিয়া মালিক যাহা পাইতেছে উহা তাহার আয়। মোট আয় এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে যে ফাঁক তাহাই হইল মুনাফা। একটি নির্দিষ্ট আয়তনের কারবারে পণ্যের একটি নির্দিষ্ট বাজার দামে মালিক কত মোট অর্থ পাইবে (উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা) তাহা যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হয়, তাহা হইলে, উৎপাদনকারীর ব্যয় (উৎপাদক উপাদানগুলির দাম ও পারিশ্রমিক বাবদ) যত কম হইবে, তাহার মুনাফা হইবে তত বেশী। উৎপাদন ব্যয় যখন ন্যূনতম, মুনাফা তখন ঊর্ধ্বতম।

বিক্রয়লব্ধ অর্থ নির্দিষ্ট ধরিলে, উৎপাদন ব্যয় যত কম, মুনাফা তত বেশী

প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক যদি উহার "প্রান্তিক উৎপন্নের" সমান হয় (টাকার অঙ্কে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় বলিয়া, যদি "প্রান্তিক আয়গত উৎপন্নের" সমান হয়) তাহা হইলে উৎপাদনকারীর পক্ষে উৎপাদন ব্যয় হইবে ন্যূনতম এবং প্রত্যেক উৎপাদক উপাদান বাবদ "উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত" বা মুনাফা হইবে সর্বোচ্চ। অন্যান্য উৎপাদক উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি নির্দিষ্ট উৎপাদক উপাদান-এর নিয়োগ বাড়াইতে থাকিলে উহার "প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন" এবং (পণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিলে বা কমিয়া গেলে) "প্রান্তিক আয়গত উৎপন্ন" কমিয়া যাইবে। উৎপাদনকারী যদি নয়টি একক

উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হইলে মালিকের নিকট সর্বোচ্চ উদ্বৃত্ত থাকে

নিয়োগ করে এবং যদি দেখা যায় যে নবম এককটির নীট উৎপন্ন হইল ১০ টাকা তাহা হইলে নবম এককটির জন্য সে ১০ টাকা পারিশ্রমিক দিবে; অন্য এককগুলির উৎপাদনক্ষমতা নবম এককটির অপেক্ষা বেশী হইলেও সমজাতীয় উৎপাদক উপাদানের সব এককগুলির পারিশ্রমিক একই হইবে বলিয়া সকলে ঐ ১০ টাকা হারেই পারিশ্রমিক পাইবে। সুতরাং "প্রান্তিক আয়গত উৎপন্নের" সহিত উৎপাদক উপাদানের এককের সংখ্যা গুণ করিয়া, ঐ গুণফলকে "মোট আয়গত উৎপন্ন" হইতে বাদ দিলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা উৎপাদনকারীর নিকট থাকিয়া যাইবে। উহা হইবে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদক উপাদানের নিয়োগ হইতে পাওয়া সর্বোচ্চ প্রাপ্তি; এই প্রাপ্তি মুনাফার অংশ।

ধরা যাক, উৎপাদনকারী অন্যান্য উৎপাদক উপাদান ঠিক রাখিয়া শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইয়া যাইতেছে। এইভাবে নয়টি শ্রমিক নিয়োগ করা হইল। প্রত্যেকের আয়গত প্রান্তিক উৎপন্ন যোগ করিয়া "মোট আয়গত উৎপন্ন" হইল ৪৩০ টাকা। ধরা যাক ৮ম শ্রমিকের নীট উৎপন্ন হইল ২০ টাকা এবং ৯ম শ্রমিকটির নীট উৎপন্ন হইল ১০ টাকা; ৮মশ্রমিকটির উৎপন্নের ভিত্তিতে যদি ৯ জন শ্রমিককে মজুরী দিতে হয় তাহা হইলে মজুরী বাবদ মালিকের মোট খরচা পড়িবে ১৮০ টাকা। মোট আয়গত উৎপন্ন ৪৩০ হইতে ১৮০ টাকা বাদ দিলে ২৫০ টাকা নীট মালিকের মুনাফায় যোগ হইবে। কিন্তু ৯ম শ্রমিকটিকে নিয়োগ করিলে ৯ম শ্রমিকের যে "নীট আয়গত উৎপন্ন" অর্থাৎ ১০ টাকা, সেই হারেই তাহাকে এবং বাকী ৮ জনকে মজুরী দেওয়া হইবে। মজুরী বাবদ খরচা হইবে ৯×১০ টাকা=৯০ টাকা। শ্রমিকের মোট উৎপন্ন ৪৩০ টাকা হইতে ৯০ টাকা বাদ দিলে ৩৪০ টাকা মালিকের নিকট থাকিয়া যাইবে। "প্রান্তিক আয়গত উৎপন্ন" (marginal revenue product)-এর ভিত্তিতে শ্রমিকের মজুরী নির্ধারিত হইলে ঐ উৎপাদক উপাদানের নিয়োগ বাবদ মালিকের অর্থাগমহইবে সব থেকে বেশী। ইহা প্রত্যেক উৎপাদক উপাদান নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক যদি উহার প্রান্তিক এককের নীট উৎপন্নের সমান দেওয়া হয়, তাহা হইলে মালিক প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের নিয়োগ হইতে সর্বোচ্চ লাভ আদায় করিয়া লইতেছে; উহা হইবে তাহার সর্বোচ্চ মুনাফার পরিস্থিতি (Best profit point)।

উৎপাদক উপাদানের যোগান ও চাহিদা—Supply and Demand of Factors of Production

কোন উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক হইল প্রকৃতপক্ষে উহার মূল্য। মূল্য যেরূপে নির্ধারিত হয় সেইরূপে, অর্থাৎ যোগান ও চাহিদার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা উপনীত ভারসাম্যের স্তরেই, উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়। বণ্টনের দায়িত্ব বহন করে আঁত্রেপ্রণা; আঁত্রেপ্রণা অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলিকে নিয়োগ করে, অর্থাৎ ঐগুলির কার্য ক্রয় করে। আধুনিক রাশীকৃত উৎপাদনের যুগে সামগ্রী উৎপাদিত হইতে অনেক সময় লাগে কিন্তু এই সময় শেষ হইবার পূর্বেই অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির প্রাপ্য পারিশ্রমিক আঁত্রেপ্রণাকে মিটাইয়া দিতে হয়। সুতরাং কোন উৎপাদক উপাদানের ব্যবহার হইতে কত পরিমাণ উৎপাদনে সহায়তা হইবে সে সম্পর্কে আঁত্রেপ্রণাকে পূর্ব হইতেই একটি অনুমান করিয়া লইতে হয়। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আঁত্রেপ্রণা উৎপাদক উপাদানগুলির যোগান-কারীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক মিটাইয়া দেয়। উহাদের পারিশ্রমিক মিটাইয়া দিবার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্তটুকু মুনাফা হিসাবে আঁত্রেপ্রণার প্রাপ্য অংশরূপে থাকিয়া যায়।

উৎপাদক উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা মালিককে অনুমান করিয়া লইতে হয়

কিন্তু আঁত্রেপ্রণা নিজ ইচ্ছামত অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক নির্ধারিত করিতে পারে না, ঠিক যেরূপ কোন একটি সামগ্রীর ক্রেতা নিছক নিজের অভিরুচি অনুযায়ী সামগ্রীর দাম প্রদান করিতে পারে না। আঁত্রেপ্রণা হইল উৎপাদক উপাদানের ক্রেতা; ক্রেতা হিসাবে আঁত্রেপ্রণা হিসাব করে একটি উৎপাদক উপাদন নীট উৎপন্নের কত পরিমাণ উৎপাদন করিবে—অর্থাৎ নীট উৎপন্নটুকু পাইতে কত পরিমাণে সহায়তা করিবে। এই আনুমানিক হিসাব হইবে, আঁত্রেপ্রণার পক্ষে উৎপাদক উপাদানটির চাহিদা দাম। কিন্তু ঠিক এই চাহিদা দামের সমপরিমাণ দামই আঁত্রেপ্রণা প্রদান করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, ঠিক যেরূপ একটি সাধারণ সামগ্রী ক্রয়কালে ক্রেতা যে ঠিক তাহার চাহিদা দাম অনুযায়ী দাম প্রদান করিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। ক্রেতা কোন সামগ্রী ক্রয়কালে চাহিদা দাম অপেক্ষা কত কম দাম দেওয়া যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করে, কারণ সেই অনুপাতে সে তাহার ভোগকারী

মালিকের চাহিদা

হিসাবে উদ্বৃত্ত (consumer's surplus) লাভ করিতে পারে। সেইরূপ আঁত্রেপ্রণা তাহার আনুমানিক চাহিদা দাম অপেক্ষা কত কমদামে একটি উৎপাদক উপাদান লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টায় ত্রুটি করিবে না, কারণ যত কম পারিশ্রমিক দিয়া সে উৎপাদক উপাদান লাভ করিতে পারে ততই তাহার উৎপাদনকারী হিসাবে উদ্বৃত্ত (producer's surplus), অর্থাৎ মুনাফা, অধিক থাকিবে।

অপর পক্ষে, উৎপাদক উপাদানের মালিক একটি ন্যূনতম দাম স্থির করিয়া রাখে, যাহার কমে তাহার কার্যের যোগান দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ইহাই হইল ন্যূনতম যোগান দাম এবং এই যোগান দাম বিভিন্ন বিবেচনার দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে। এই বিবেচনা হইতে পারে—

উপাদানের যোগান দাম

সংশ্লিষ্ট উপাদানটির মালিকের পক্ষে উহা অপর কাহাকেও প্রদান করিতে কি পরিমাণে কষ্ট বা অসুবিধা হইতে পারে, কোনও কার্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাহার কি পরিমাণ খরচা হইয়াছে, উহা একজন আঁত্রেপ্রণাকে না দিয়া অপর কোন আঁত্রেপ্রণাকে দিলে কি পরিমাণ পারিশ্রমিক অর্জন করিতে পারিত ইত্যাদি। এইরূপ হিসাবে নির্ধারিত ন্যূনতম দাম অপেক্ষা অধিক দাম আদায়ের জন্য উৎপাদক উপাদানের মালিক সচেষ্ট হয়।

আঁত্রেপ্রণার দ্বারা নির্ধারিত ঊর্ধ্বতম এবং উৎপাদক উপাদানের মালিকের দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম দামের মধ্যে দরকষাকষির দ্বারা যে দামে একটি উৎপাদক উপাদানের যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য উপস্থিত হয় সেই দাম সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানটির পারিশ্রমিকরূপে প্রদত্ত হয়।

একটি উৎপাদক উপাদানের অধিক দাম আদায়—Extraction of Higher price by one Factor

বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের সংমিশ্রণে যে উৎপাদন হয়, তাহার মূল্য উহাদের মধ্যে বন্টিত হয়। কখন কখন উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হইলে উৎপাদক উপাদানগুলিরও মূল্য বৃদ্ধি হয়। সে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে সকল উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রেই, কোন একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রে উহা নিবদ্ধ থাকে না। কিন্তু কোন কোন বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ কারণে উৎপাদক উপাদানগুলির মধ্যে কোন একটি উৎপাদক উপাদান শুধু নিজের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিয়া লইল এরূপ হইতে পারে।

প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানটির চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারবিহীন অর্থাৎ অস্থিতিস্থাপক (inelastic) হইলে উহা নিজের জন্য অধিক পারিশ্রমিক আদায়ে সক্ষম হইতে পারে। সাধারণতঃ যেক্ষেত্রে যথাযোগ্য বদল ব্যবহার্য উপাদান (substitutes) পাওয়া যায় না অথচ পণ্য উৎপাদনে ঐ উপাদানটি একান্তই প্রয়োজন সেক্ষেত্রে উহার চাহিদা হয় অস্থিতিস্থাপক। তখন ঐ উৎপাদক উপাদান অধিক পারিশ্রমিক চাহিলেও উহার প্রয়োজনীয়তা সমভাবে অনুভূত হইবে এবং অধিক দাম দিয়াও উহার কার্য গ্রহণ করা হইবে।

উৎপাদক উপাদানটির চাহিদা যদি সংকোচ প্রসার বিহীন হয়

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদক উপাদানটি যে সামগ্রী উৎপাদন করে তাহার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে ঐ উৎপাদক উপাদানটি অধিক পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারে। উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে উহার উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলির কোনটি অধিক পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিবে না ; উৎপাদক উপাদানকে অধিক পারিশ্রমিক দিলে উৎপাদিত সামগ্রীর দাম বাড়িয়া যাইবে এবং উহার চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে চাহিদা হ্রাস পাইবে, যে কোন উৎপাদক উপাদানকে বর্ধিত পারিশ্রমিক দেওয়া আর সম্ভব হইবে না।

উৎপাদিত বস্তুটির চাহিদার প্রকৃতি

তৃতীয়তঃ, অপরাপর উৎপাদক উপাদানগুলি যদি তাহাদের পারিশ্রমিক কম করিয়া লইতে সম্মত হয় তাহা হইলে কোন একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের অধিক পারিশ্রমিক প্রদান করা সম্ভব হয়। আপাতদৃষ্টিতে এরূপ ঘটনা অবাস্তব বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এইরূপ ঘটিতে পারে যে একটি উৎপাদক উপাদান অধিক পারিশ্রমিক আদায়ের চেষ্টায় উৎপাদনে সহযোগিতা হইতে বিরত হইলে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলি কর্মহীন হইয়া উপার্জন বিহীন হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় পূর্বাপেক্ষা কম পারিশ্রমিক লইতে সম্মত হইবে।

অন্যান্য উপাদান-গুলিকে যদি কম দেওয়া যায়

চতুর্থতঃ, সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানকে প্রদেয় দাম যদি মোট উৎপাদন

খরচার একটি নগণ্য অংশ হয় মাত্র, তাহা হইলে উহার কথঞ্চিৎ বৃদ্ধিতে মোট উৎপাদন খরচার বিশেষ বৃদ্ধি ঘটিবে না ; সেক্ষেত্রে আঁত্রেপ্রণা উৎপাদক উপাদানটিকে কথঞ্চিৎ অধিক পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হইতে পারে।

মোট ব্যয়ের যদি নগণ্য অংশ হয়

উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম—Supply price of a Factor

উৎপাদক উপাদানকে যে দাম প্রদান করা হয় তাহা ত্যাগ স্বীকারের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নহে, ঐ মূল্য প্রদান করা হয় উৎপাদক উপাদানকে প্রচেষ্টা করিতে প্রণোদিত করিবার জন্য। এই মূল্য এরূপ হইতে হইবে যাহাতে উৎপাদক উপাদানের মালিক উহার ক্রমাগত যোগান দিবার জন্য প্রেরণা লাভ করে। যে ন্যূনতম দাম পাইলে প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপাদক উপাদানের ঠিক যোগান অসিবে তাহাই হইল সংশ্লিষ্ট উপাদানের যোগান দাম। এই যোগান দাম না পাইলে উৎপাদক উপাদানের পক্ষে কার্য প্রদান করা সম্ভব নহে। এই যোগান দাম কিন্তু নির্ভর করে উৎপাদক উপাদানটি যে বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে সেই বিভিন্ন বা বিকল্প কার্যের আকর্ষণের উপর। একজন শ্রমিক কোন একটি শিল্পে (বা ফার্মে) কত পারিশ্রমিকে তাহার শ্রম প্রদান করিবে তাহা নির্ভর করে অপর যে শিল্পে উহা নিযুক্ত হইতে পারে সেই অপর শিল্প হইতে লভ্য পারিশ্রমিকের উপর। অথবা শ্রম না করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলে কতখানি তৃপ্তি লাভ করিত তাহার উপর। অনুরূপ ভাবে, কোন একটি শিল্পে (বা ফার্মে) কি হারে পুঁজি সুদ পাইবে তাহা নির্ভর করিবে উহা অপর কোন শিল্পে (বা ফার্মে) নিয়োজিত হইলে যে হারে সুদ লাভ করিতে পারিত তাহার উপর। কোন একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত একখণ্ড জমির কত খাজনা হইতে পারে তাহা নির্ভর করিবে উহা অপর সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে কত খাজনা লাভ করিতে পারে তাহার উপর। একজন আঁত্রেপ্রণা কোন একটি বিশেষ শিল্পে ন্যূনতম কত মুনাফা আশা করে তাহা নির্ভর করে অপর যে শিল্পের পক্ষে সে নিজেকে যোগ্য বিবেচনা করে সেই শিল্প হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার উপর। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কোন একটি শিল্পে (বা ফার্মে) একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম নির্ভর করিবে

বিকল্প নিয়োগ হইতে লভ্য পারিশ্রমিক হইল যোগান দাম

বিকল্প নিয়োগ (alternative employment) হইতে প্রত্যাশিত উপার্জনের উপর। এইরূপ দাম না পাইলে সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানটি বিকল্প নিয়োগেই চলিয়া যাইবে। সেই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম হইল উহার বদলী খরচ (transfer cost); কোন কোন অর্থনীতিবিদ উৎপাদক উপাদানের যোগান দামকে "পরিত্যক্ত বিকল্প খরচা" (relinquished alternative cost) রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

Questions & Hints

1. Define marginal revenue product, distinguishing it from marginal physical product. Explain the proposition that profit is not at a maximum unless each factor price exactly equals its marginal revenue product. (B. A. Part I 1964',66)

[Marginal Revenue Product & Marginal Physical Product পৃষ্ঠা ৩৯২-৯৩ Maximization of profit : পৃষ্ঠা ৪১৩-১৪]

2. Factor demand curves are derived from commodity demand curves"—Elucidate (B. A. O/R Part I 1967). "Demand for factors is derived from demand for the goods they produce". (B. A. Part I 1967) [পৃষ্ঠা ৩৯৪-৯৭]

3. Explain what is meant by Production Function. What are the factors on which changes in the demand for factors of production depend ?

[Production Function : পৃষ্ঠা ৩৯৮-৯৯
Changes in demand for factors : পৃষ্ঠা ৪০০-৪০২]

4. Explain the proposition that a firm must equalise the marginal productivity per rupee spent on every factor to minimise its costs and this is true even when it has not decided on the best profit output. (B. A. Part I 1967)

[পৃষ্ঠা ৪১৩-১৪]

5. Carefully explain the marginal productivity theory of distribution and comment on it. (B. A. 2yr. 1963) Explain and comment on the marginal productivity theory of distribution (N. B. U. 1963). Indicate the principal assumptions of marginal productivity theory and comment on it. (B. A. Part I 1963) [পৃষ্ঠা ৪০১-১২]

6. When can a particular factor of production exact higher price for its service ? [পৃষ্ঠা ৪১৬-১৭]

চতুর্দশ অধ্যায়

খাজনা

(Rent)

খাজনা কাহাকে বলে—Meaning of Rent

খাজনা এবং "ভাড়া" এই দুইটি শব্দ বহু ক্ষেত্রে অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে কিন্তু খাজনা বলিতে বুঝায় নিছক ভূমির ব্যবহার হইতে লভ্য উপার্জন। ভাড়ার মধ্যে পুঁজি এবং ভূমি উভয়ের উপার্জনই অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে কিন্তু খাজনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে কেবল মাত্র ভূমির ব্যবহার হইতে লভ্য উপার্জন। একখণ্ড ভূমিতে উৎপাদিত সামগ্রীর দাম হইতে উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া যে অবশিষ্ট উপার্জনটুকু থাকে তাহাই হইল খাঁটি বা অর্থনৈতিক খাজনা (pure or economic rent)।

জমি চাষের নীট উদ্বৃত্ত হইল অর্থনৈতিক খাজনা

উৎপাদনকারী নিজের সংগঠনের ও ব্যবস্থাপনার কার্যের জন্য যে দাম অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করে সেই দাম অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিক উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভূমিতে যে উৎপাদন হইবে উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে শ্রম, পুঁজি ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রদেয় দাম বাদ দিলে অবশিষ্টাংশ থাকে অর্থনৈতিক খাজনা। "কৃষিকার্যের সকল খরচা প্রদান করিবার পর এবং নিজের উৎপাদন প্রচেষ্টার দরুন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবার পর কৃষকের নিকট যে উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায় তাহাই হইল অর্থনৈতিক খাজনা।"

রিকার্ডো প্রদত্ত খাজনার সংজ্ঞা—Ricardo's Definition of Rent

প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডোর নাম খাজনা-তত্ত্বের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। রিকার্ডো খাজনার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন এইভাবে: "মাটির আদিম ও অক্ষয় ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য ভূমি হইতে উৎপাদনের যে অংশটুকু ভূস্বামীকে প্রদান করা হয় তাহাকেই খাজনা বলে"। ["Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the

মাটির আদিম ও অক্ষয় ক্ষমতার ব্যবহার

landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil"—Ricardo.]

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ রিকার্ডোর প্রদত্ত সংজ্ঞার বিবিধ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা বলেন প্রাচীন দেশে যে-ক্ষেত্রে ভূমিতে বহুবার পুঁজি বিনিয়োগের দ্বারা উন্নতি বিধান করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে ঐ ভূমির আদিম ক্ষমতা কতখানি তাহার বিচার করা সাধ্যাতীত। সুতরাং ভূমির ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দামের মধ্যে কতখানি দাম হইবে উহার আদিম শক্তির দরুন এবং কতখানি হইবে উহার উপর নিয়োজিত পুঁজির দরুন তাহা নির্ণয় করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নহে।

আদিম শক্তি পৃথক করা সম্ভব নহে

দ্বিতীয়তঃ, মাটির শক্তি অর্থাৎ উর্বরতা অক্ষয় নহে; যে রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে মাটির উর্বরতা নিহিত তাহা ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা ক্ষয় পাইতে পারে; শুধু ক্রমাগত ব্যবহারই নহে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণেও উহার ক্ষয় হইতে পারে। সুতরাং মাটির অক্ষয় শক্তির ব্যবহারের মূল্য রূপে খাজনাকে বিবেচনা করা যায় না।

উৎপাদিকা শক্তি অক্ষয় নহে

তৃতীয়তঃ, রিকার্ডো 'মাটি' ও 'ভূমি' এই দুইটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; অর্থনীতিতে কিন্তু "ভূমি" শব্দটি মাটি অপেক্ষা ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা কিছু প্রকৃতির দান তাহাই ভূমি, এবং খাজনা হইল এইরূপ ভূমির আয়,—নিছক মাটির আয় নহে।

ভূমি ও মাটি এক নহে

যে সকল অর্থনীতিবিদ্ রিকার্ডো-প্রদত্ত "খাজনার" সংজ্ঞার বিরূপ সমালোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের অনেকেই ভুলিয়া যান যে রিকার্ডো তাঁহার প্রদত্ত খাজনার সংজ্ঞার মাধ্যমে খাজনার মূল বৈশিষ্ট্যটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন। রিকার্ডো বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে খাজনার মধ্যে পুঁজির ব্যবহারের জন্য কোন মূল্য অন্তর্ভুক্ত নাই। রিকার্ডো প্রদত্ত খাজনার সংজ্ঞার ত্রুটি পরিহার করিয়া এবং উহার গুণ গ্রহণ করিয়া মার্শাল খাজনার সংজ্ঞাস্বরূপ বলিলেন "ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দানের মালিকানা হইতে যে আয় হয়, তাহাকে সাধারণতঃ খাজনা বলে"। ["The income

তথাপি খাজনার মূল প্রকৃতি রিকার্ডো দেখাইয়াছেন।

derived from land and other free gifts of nature is commonly called rent"—Marshall]

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব—Ricardo's Theory of Rent

রিকার্ডো শুধুই যে খাজনার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন তাহাই নহে, খাজনার প্রকৃতি এবং উদ্ভব সম্পর্কে তিনি যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বণ্টন তত্ত্বের মধ্যে তাহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

রিকার্ডো বলেন যে জমির আদিম ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহার হইতে উদ্ভূত আয় হইল খাজনা, ইহার মধ্যে পুঁজি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম বা প্রাপ্তব্য আয় অন্তর্ভুক্ত নহে। নিছক জমি ব্যবহারের জন্য এই আয়ের উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন জমিতে উৎপাদনের পার্থক্য ঘটিবার জন্য, বিভিন্ন সমপরিমাণ ভূমিখণ্ডে একই পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া বিভিন্ন পরিমাণ উৎপন্ন পাওয়া যায়। সমপরিমাণের দুইটি ভূমিখণ্ডের মধ্যে সমপরিমাণ উৎপাদনখরচার দ্বারা যে বিভিন্ন পরিমাণ শস্য উৎপাদন হয়—উৎপন্নের সেই পার্থক্যটুকু হইবে অর্থনৈতিক খাজনা (Economic rent)। ["Rent is always the difference between the produce obtained by the employment of two equal quantities of capital and labour"—Ricardo]

বিভিন্ন জমিতে সমান খরচায় বিভিন্ন উৎপন্ন

একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ভূখণ্ডের উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্যের জন্য কোন জমি উৎকৃষ্ট এবং কোন জমি নিকৃষ্ট হয়। একই খরচায় উৎকৃষ্ট জমিতে অধিক উৎপাদন হয় এবং নিকৃষ্ট জমিতে কম উৎপাদন হয়। যে জমিতে কম ফসল উৎপন্ন হয় সেই জমিতে প্রতিমাত্রা ফসল (ধরা যাক প্রতি মন) উৎপাদন করা অধিক ব্যয় সাপেক্ষ; ধরা যাক, দুইটি জমি আছে, উহাদের বিস্তৃতি একই এবং উভয় জমিতেই সমপরিমাণ শ্রম ও পুঁজি,—যথা ১০০ টাকার সমান—নিয়োগ করা হইয়াছে। ধরা যাক, উৎপাদিকা শক্তির পার্থক্যের দরুন উৎকৃষ্ট জমিতে ৫০ মন এবং নিকৃষ্ট জমিতে ৪০ মন শস্য উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট জমিতে প্রতিমন শস্য উৎপাদনের খরচা হইল ২ টাকা এবং নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন খরচা হইল ২'৫০ টাকা। অনুমান করা যাক, সমাজের প্রয়োজন হইল উভয় জমিতেই উৎপন্ন

যে জমির উৎপাদন খরচা ঠিক ফসলের বাজার দামের সমান

শস্যের সমান; এই অনুমান অসঙ্গতও নহে কারণ তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হইত না। দাম নির্ধারণের পদ্ধতির মধ্যে দেখা যায় যে সামগ্রীর নিয়মিত দাম নির্ধারিত হয় উৎপাদন খরচার দ্বারা। কিন্তু এক্ষেত্রে দুই জমিতে দুই প্রকার উৎপাদন খরচা—শস্যের দাম কোন্ জমির উৎপাদন খরচার সমান হইবে? শস্যের দাম হইবে নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন খরচার সমান হইবে। নচেৎ নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হইবে না এবং শস্যের যোগান হ্রাস পাইয়া উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ["The exchange value of all commodities is always regulated by—the greater quantity of labour necessarily bestowed on their production—by those who continue to produce them under the most unfavourble circumstances"—Ricardo] কিন্তু শস্যের দাম নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন খরচার সমান হইলে, চাষী চাষ করিবে কেন? তাহার কারণ, শ্রমিকের মজুরী এবং পুঁজির সুদ যেমন উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত, সেইরূপ উৎপাদনকারীর ন্যায্য প্রত্যাশিত মুনাফা ব্যবস্থাপকের পারিশ্রমিক-রূপে উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত থাকে। বাজারে একই সামগ্রীর একই দাম হইবে; সুতরাং নিকৃষ্ট জমির শস্যের দাম যদি উহার উৎপাদন খরচার সমান অর্থাৎ ২·৫০ টাকা হয়, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপন্ন শস্যের দামও ২·৫০ টাকা হইবে। ইহা কিছু নূতন কথা নহে, কারণ সামগ্রীর দাম নির্ভর করে নিছক উৎপাদন খরচার উপর নহে—উহা নির্ভর করে প্রান্তিক উৎপাদন খরচার উপর। সুতরাং নিকৃষ্ট জমিতে শস্য উপাদন করিয়া যে আয় হইবে সমপরিমাণ উৎকৃষ্ট জমিতে শস্যোৎপাদন করিয়া তাহা অপেক্ষা বেশী আয় হইবে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে ২·৫০ টাকা দামে ৪০ মন শস্য বিক্রয় করিয়া আয় হইবে ১০০ টাকা কিন্তু ২·৫০ টাকা দামে উৎকৃষ্ট জমির ৫০ মন বিক্রয় করিয়া আয় হইবে ১২৫ টাকা—অথচ উভয় জমিতেই উৎপাদন খরচা সমান। এক্ষেত্রে নিকৃষ্ট জমির আয়ের উপরে উৎকৃষ্ট জমির আয়ের এই আধিক্য হইল উৎকৃষ্ট জমির খাজনা, ২৫ টাকা।

তাহা নিকৃষ্ট জমি

উৎকৃষ্ট জমিতে বাড়তি লাভ থাকিয়া যাইবে

রিকার্ডো বলেন, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা খাজনার উদ্ভব এবং বৃদ্ধি ঘটে এবং উৎকৃষ্ট জমির তুলনায় লোকসংখ্যা যখন অল্প থাকে তখন খাজনার

কোনই অস্তিত্ব থাকে না। লোক সংখ্যা যখন কম থাকে তখন শস্যের চাহিদা থাকে কম এবং উৎকৃষ্ট জমির চাষই যথেষ্ট হয়—অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় উৎকৃষ্ট জমি থাকে অনেক। প্রয়োজনের তুলনায় যাহার প্রাচুর্য থাকে, তাহার জন্য কেহই দাম দেয় না—অর্থাৎ এক্ষেত্রে খাজনা বলিয়া কিছু থাকে না। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট জমিতেই উৎপন্ন শস্যে কুলায় না, সেই কারণে নিকৃষ্ট জমি চাষের প্রয়োজন হয়। শস্যের দাম নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন খরচার সমান হইবে। প্রয়োজনের তুলনায় উৎকৃষ্ট জমির প্রাচুর্য নাই বলিয়াই নিকৃষ্ট জমির খাজনার উদ্ভব হইবে। সে খাজনা হইবে, কি পরিমাণ? সে খাজনা হইবে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমির আয়ের পার্থক্যের সমান।

লোকসংখ্যার বৃদ্ধিতে নিকৃষ্ট জমি চাষের প্রয়োজন হয় এবং খাজনার উদ্ভব হয়

জনসংখ্যার বৃদ্ধির দ্বারা শুধুই যে খাজনার উদ্ভব হয় তাহা নহে, উহার দ্বারা খাজনার বৃদ্ধিও ঘটে। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতে থাকিলে পূর্বে যে জমির খাজনা ছিল না, সে জমির খাজনার উদ্ভব হয় এবং যে জমির খাজনা ছিল তাহার খাজনা বৃদ্ধি পায়। নিকৃষ্ট জমিতে (ধরা যাক ২নং জমি) চাষ হইবার পর যখন জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় তখন অধিকতর নিকৃষ্ট জমিতে (৩নং জমি) চাষের প্রয়োজন হয়। ধরা যাক অধিকতর নিকৃষ্ট জমিতে ১০০ টাকা ব্যয়ে ২৫ মন শস্য উৎপন্ন হয় —প্রতি মন উৎপাদন খরচা হইল ৪ টাকা। এই অধিকতর নিকৃষ্ট (৩নং) জমিতে যদি চাষ করিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বাজারে শস্যের দাম ৪ টাকা হইতেই হইবে। এক্ষেত্রে নিকৃষ্ট জমি (২নং) চাষ করিয়া ৪০ মন ধান ১৬০ টাকায় বিক্রয় করিয়া ৬০ টাকা বাড়তি পাওয়া যাইবে—অর্থাৎ নিকৃষ্ট জমিতে ৬০ টাকা খাজনার উদ্ভব হইল। আর উৎকৃষ্ট জমিতে (১নং জমি) চাষ করিয়া প্রাপ্ত ৫০ মন শস্য ৪ টাকা দরে বিক্রয় করিয়া ১০০ টাকা উদ্বৃত্ত, অর্থাৎ খাজনা, পাওয়া যাইবে। শুধুমাত্র ১নং জমি যখন চাষ হইয়াছিল, ২নং জমি চাষ হয় নাই তখন খাজনার (অর্থাৎ বাজারে শস্য বিক্রয় করিয়া কোন উদ্বৃত্তের) অস্তিত্ব ছিল না; ২নং জমি যখন চাষ হইল তখন ২নং জমির কোন খাজনা হইল না, কিন্তু ১নং জমির খাজনার উদ্ভব হইল; ৩নং জমি যখন চাষ হইল তখন ৩নং জমির কোন খাজনা হইল না, কিন্তু ২নং জমির

লোকসংখ্যা আরও বাড়িলে খাজনা বাড়িয়া চলে

খাজনার উদ্ভব হইল ৬০ টাকা, এবং ১নং জমির খাজনা বৃদ্ধি হইল ২৫ টাকা হইতে ১০০ টাকায়। "জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি পদক্ষেপেই একটি দেশ যখন উহার প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য নিকৃষ্ট গুণের জমি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে, তখন অপর যে সকল জমি উহা অপেক্ষা অধিকতর উর্বর তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি পাইবে।" ["With every step in the progress of population, which shall oblige a country to have recourse to land of a worse quality, to enable it to raise its supply of food, rent on all the more fertile land will rise"—Ricardo]

যখন যে-জমিতে উৎপন্ন শস্যের উৎপাদন খরচা শস্যের দামের সহিত সমান হয়, তখন সেই জমিটিই হয় প্রান্তিক জমি (Marginal land)। প্রান্তিক জমি হইল খাজনা-বিহীন জমি; কিন্তু যতই অধিকতর নিকৃষ্ট জমি চাষ হইতে থাকে ততই পূর্বেকার প্রান্তিক জমি আর প্রান্তিক থাকে না। সব শেষে যে জমি চাষ করা হইল তাহা প্রান্তিক বা খাজনা-বিহীন জমি (Marginal or no rent land) এবং পূর্বেকার প্রান্তিক্ জমি খাজনাবিশিষ্টজমিতে পরিণত হয়। কোন্ জমিরখাজনাকিরূপ তাহা প্রান্তিক্ জমির তুলনায় হিসাব করা হয়। খাজনা হইল প্রান্তিক্ জমির আয় এবং প্রান্তোধ্ব জমির আয়ের পার্থক্য (difference between the income of the marginal land and that of the intra-marginal lands)।

যে জমি হইতে শুধু খরচা উঠে কিন্তু বাড়তি থাকে না তাহা প্রন্তিক্ জমি

রিকার্ডোর তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য—Social Implications of Ricardian Theory

ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম ও অন্যান্য উৎপাদক উপাদান ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম—ইহাদের মধ্যে, সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, একটি মৌলিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির একটি যোগান দাম আছে (supply price); ঐ যোগান দামের মত পারিশ্রমিক পাওয়া না যাইলে, উহাদের যোগানই হইবে না। অপরাপর উৎপাদক উপাদানগুলিকে তাহাদের কার্যের জন্য কিছু মূল্য প্রদান করিলে

তবেই তাহাদের যোগান হইবে—এমন কি ঐ মূল্য প্রদান না করিলে উহাদের উৎপাদন ক্ষমতারই অভাব দেখা যাইবে। আঁত্রেপ্রণা যদি ব্যবস্থাপনা বা ঝুঁকি বহনের জন্য পারিশ্রমিক না পায় তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি বহনের জন্য সে মোটেই আগ্রহান্বিত হইবে না এবং আঁত্রেপ্রণার কার্যের যোগান হইবে না ; পুঁজির দরুন যদি সুদ প্রদান করা না হয় তাহা হইলে লোকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয় না এবং সঞ্চয় করিলেও উহা অপর কাহাকেও বিনিয়োগের জন্য দেয় না। শ্রমিককে যদি মজুরী প্রদান করা না হয় তাহা হইলে শ্রমিক তাহার শ্রম-শক্তি প্রদান করিবে না—শুধু তাহাই নহে, মজুরী যেহেতু জীবন ধারণের উপায়, সেহেতু মজুরী না পাইলে শ্রম প্রদানের ক্ষমতাই থাকিবে না।

পারিশ্রমিক না পাইলে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের যোগানই হইবে না

কিন্তু ভূমির যোগান এইরূপ খাজনা প্রদানের উপর নির্ভর করে না, একটি দেশের মধ্যে যে পরিমাণ ভূমি আছে তাহা নির্ধারিত, উহা হ্রাসও পাইবে না, বৃদ্ধিও পাইবে না। সুতরাং খাজনা বেশী হইলে, ভূমির যোগান বৃদ্ধি পাইবে, অথবা খাজনা কম হইলে ভূমির যোগান হ্রাস পাইবে এইরূপ ঘটা সম্ভব নহে। প্রয়োজনের তুলনায় উৎকৃষ্ট ভূমির যোগান যখন বেশী থাকে, উহার ব্যবহারের জন্য তখন কেহই খাজনা প্রদান করে না ; প্রয়োজনের তুলনায় যখন উহাতে টান পড়ে, তখন কতিপয় সৌভাগ্যশালী মালিক প্রান্তিক জমির তুলনায় উহার প্রান্তোর্ধ্ব জমির (Intramarginal land) যে উদ্বৃত্ত ঘটে, তাহা আদায় করিয়া লয়। স্বয়ং চাষ করিলে উহা অপর কাহারও নিকট হইতে লাভ করে না, নিজের উৎপাদন হইতে সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে খাজনা হইল সম্পূর্ণ অনর্জিত ; ভূমির মালিকের পক্ষে ভূমি সরবরাহের জন্য কোনরূপ ব্যয় করিতে হয় না এবং উহার দরুন যে আয় হইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপেই উপরি আয়।

কিন্তু খাজনা না পাইলে সমাজের মধ্যে যতটুকু জমি আছে তাহা ঠিকই থাকিয়া যাইবে

ইহাই হইল খাজনার সামাজিক তাৎপর্য ; দেশের সরকার খাজনার এই সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধির দ্বারা দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ সহায়তা পাইবেন। দাম পাওয়া না যাইলেও যাহার যোগান হইবে, যাহার যোগান কোনক্রমেই সঙ্কুচিত বা অন্তর্হিত হইতে পারে না, যাহার আয় সম্পূর্ণ অনর্জিত সেই সামগ্রীর আয় হইতেই সরকারের উচিত সর্বাধিক রাজস্ব সংগ্রহ

করা। অন্য যদি কোন উপার্জনের সূত্র থাকে, যাহার প্রকৃতি খাজনার অনুরূপ, তাহা হইতেও সরকার অধিক পরিমাণে কর আদায় করিতে পারেন। শুধু কর আদায়ই নহে, সরকার সমগ্র সমাজের হিতার্থে দেশের সকল ভূমি রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে উহাতে দেশের উপকার সাধিত হইবে। প্রকৃতি যে ভূমি প্রদান করিয়াছে উহা হইতে প্রাপ্ত আয় গ্রহণ করিয়া থাকে দেশের মধ্যেকার জনকয়েক মাত্র ব্যক্তি; সুতরাং খাজনার উপর অধিক পরিমাণে কর আরোপই যথেষ্ট নহে, সরকার যদি সমগ্র ভূমি স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং সমগ্র খাজনা যদি সরকারের তহবিলেই জমা হইয়া সমগ্র জনসমষ্টির কল্যাণে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে যথার্থ সামাজিক ন্যায় বিচার (social justice) করা হইবে।

সুতরাং খাজনা অনর্জিত আয়

জমির খাজনা ও ফসলের দামের মধ্যে সম্পর্ক—Relation between Rent and Price of the Produce.

অর্থনৈতিক খাজনা বলিতে যাহা বুঝায় তাহার সহিত জমিতে উৎপন্ন শস্যের দামের বিচিত্র সম্পর্ক দেখা যায়। শস্যের দাম নির্ধারিত হইবে সেই জমির উৎপাদন খরচার দ্বারা যে জমি ঠিক প্রান্তিক। যখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন শস্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার দরুন উহার দাম বৃদ্ধি পাইলে ক্রমশঃই অধিকতর নিকৃষ্ট জমি চাষ করা প্রয়োজন হয় এবং পোষায়। এইভাবে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে করিতে এইরূপ অবস্থায় পৌঁছানো হয় যেখানে এক ধরনের জমিতে উৎপাদন খরচা শস্যের ঠিক দামের সমান হয়। এই উৎপাদন খরচার মধ্যে শ্রমিকের পারিশ্রমিক, পুঁজির সুদ এবং ব্যবস্থাপনার প্রাপ্য অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে। যে জমির উৎপাদন খরচা শস্যের বাজার দামের সমান সেই জমিই হইল প্রান্তিক জমি; যে সকল জমি প্রান্তিক জমির উর্ধ্বে, অর্থাৎ যে জমির শস্য প্রান্তিক জমির উৎপাদিত শস্যের সমান দামে বিক্রীত হইবে অথচ যে জমিতে শস্য উৎপাদনের খরচা প্রান্তিক জমির খরচা অপেক্ষা কম, উহার ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া একটা নীট উদ্বৃত্ত থাকিবে।

শস্যের বাজার দাম প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচার সমান

এই নীট উদ্বৃত্তই হইল অর্থনৈতিক খাজনা। এই খাজনা কি ভাবে

হিসাব করা হয়? উহা হিসাব করা হয় শস্য বিক্রয় হইবার পরে। শস্য বিক্রয় করিয়া যেরূপ দাম পাওয়া যাইবে তাহার উপরই নির্ভর করিবে ঐ উদ্বৃত্তের পরিমাণ। (১) প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচা যদি বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে দাম বৃদ্ধি পায় অথবা (২) আকস্মিক ভাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার দরুন যদি শস্যের দাম বৃদ্ধি পায়—তাহা হইলে প্রথম ক্ষেত্রে প্রান্তিক জমির কোন খাজনা থাকিবে না কিন্তু প্রান্তোর্ধ্ব সকল জমিরই খাজনা বৃদ্ধি পাইবে; এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অপর সকল জমির খাজনা তো বৃদ্ধি পাইবেই, উপরন্তু প্রান্তিক জমি আর প্রান্তিক জমি থাকিবে না, উহা খাজনা-বিশিষ্ট জমিতে পরিণত হইবে। অনুরূপ ভাবে শস্যের দাম যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে দাম হ্রাস পাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাহা প্রান্তিক জমি ছিল তাহা চাষ করা পোষাইবে না বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, ঠিক উহার উপরে যে জমি ছিল তাহা প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইবে এবং অপরাপর সকল জমির খাজনা হ্রাস পাইবে। অতএব খাজনা নির্ভর করে শস্যের দামের উপরে; শস্যের দামের বৃদ্ধিতে খাজনা বৃদ্ধি এবং শস্যের দামের হ্রাসে খাজনার হ্রাস ঘটিবে। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, খাজনা অধিক বলিয়াই শস্যের দাম অধিক এইরূপ বলা অসঙ্গত।

শস্যের দাম বাড়িলে খাজনা বাড়িবে

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে খাজনা এবং শস্যের দামের মধ্যে এই সম্পর্কের বিশ্লেষণ একটি মূল অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত; উহা হইল যে উৎপাদন খরচার মধ্যে খাজনা অন্তর্ভুক্ত নাই। খাজনা উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত না হইবার কারণ হইল যে জমির কোন যোগান-দাম (supply price) নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে কোন সামগ্রীর বা উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম নির্ভর করে বিকল্প ব্যবহারের সুযোগের উপর, অর্থনীতিবিদ্‌গণ যাহাকে বলেন "সুযোগ দাম (opportunity price)"। একটি উৎপাদক উপাদান অপর কোন সামগ্রী উৎপাদন করিলে উহা হইতে যে আয় করিতে পারিত তাহাই হইবে কোন একটি সামগ্রীর উৎপাদন কালে ঐ উপাদানের ন্যূনতম যোগান দাম। জমির এইরূপ ন্যূনতম যোগান দাম নাই কারণ একদিকে উহার উৎপাদন করিতে কোনও খরচা পড়ে নাই; অপরদিকে জমি ব্যবহারের বিকল্প ব্যবস্থা (alternative) হইল উহা ব্যবহার না

জমি ব্যবহারের প্রদেয় দাম উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত নহে

করা। যোগান দাম নাই বলিয়াই জমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে।

পরিবর্তন প্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে খাজনা ও দামের সম্পর্ক—Relation between Price and Rent in the back-ground of Margin of Transferance.

জমির কোন যোগান দাম নাই, সুতরাং খাজনা উৎপাদন খরচার মধ্যে ধরা থাকে না, সুতরাং জমির খাজনার দ্বারা জমিতে উৎপন্ন শস্যের দাম প্রভাবিত হয় না.—খাজনা ও দামের মধ্যে এইরূপ সম্পর্ক আছে বলিয়া ধরা হয় শুধু এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যে জমি কেবলমাত্র একপ্রকার ফসলই উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু যখনই একটি জমি একাধিক ফসল উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া উপলব্ধি করা হইবে, তখনই হিসাব করা হইবে, কোন্ বস্তু উৎপাদন করিলে ঐ জমি কত নীট আয় করিতে পারিত। একটি বস্তু উৎপাদনের দ্বারা ঐকটি জমি যে পরিমাণ উপার্জন করিতে পারিত (অর্থাৎ উদ্বৃত্ত লাভ করিতে পারিত) তাহা অপর বস্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমির যোগান-দাম বলিয়া ধরা হইবে। জমির যোগান দামের উদ্ভব ঘটিলেই খাজনা উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত হইবে; তখন (দাম যেহেতু উৎপাদন খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়) খাজনা দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

জমির বিকল্প ব্যবহার আছে

এই বিষয়টি যথাযথ অনুধাবনের জন্য আর একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। একখণ্ড জমি একাধিক ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এক এক রূপ ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে (ফসলের বাজার দাম অনুযায়ী) উহার এক এক রূপ উদ্বৃত্ত আয় হইবে। বিশেষ একপ্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য যদি জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এই বর্ধিত চাহিদা (যে কোন পরিপূর্ণভাবে অধ্যুষিত দেশে) অপর কোন ফসল উৎপাদন হইতে জমি টানিয়া লইয়া মিটাইতে হইবে। ধরা যাক এইরূপ অনেক জমি আছে যেগুলিতে ধানও উৎপন্ন হইতে পারে, পাটও উৎপন্ন হইতে পারে। এক্ষেত্রে ধান উৎপাদনের জন্য কোন জমি চাহিলে, ঐ জমি পাট উৎপাদন হইতে যে আয় করিতে পারিত, অন্ততঃ তাহার সমান খাজনা পূর্ব হইতে দিবার জন্য বা উঠাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ঐ পরিমাণ

প্রকার ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন প্রকার আয় হয়

খাজনা প্রদান না করিলে পাটের জমি ধানের জমিতে পরিণত হইবে না এবং ধান চাষের জন্য জমির যোগান হইবে না। সুতরাং পাট উৎপাদন করিয়া যে আয় হয় তাহা হইবে ধান উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত হইবার জন্য জমির ন্যূনতম যোগান দাম বা খাজনা। যে ব্যক্তি ধান উৎপাদনের জন্য জমি চাহিবে তাহাকে ঐ জমির জন্য এরূপ খাজনা দিবার জন্য পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুত থাকিতে হইবে, যে-খাজনা প্রদান করিলে তবেই একখণ্ড জমি পরিবর্তন প্রান্ত (margin of transferance) অতিক্রম করিয়া পাট জমি হইতে ধান-জমিতে পরিণত হইবে। উহার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তি যখনই পূর্ব হইতেই একটি খাজনা দিতে প্রতিশ্রুত থাকিবে, তখনই সে ঐ খাজনাকে উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং উৎপাদন খরচার মধ্যে ধরা হইলেই খাজনা দামের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

জমি এক ব্যবহার হইতে অন্য ব্যবহারে যাইতে পারে

এক্ষেত্রে ফসলের দাম নির্ধারিত হইবে প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচার দ্বারা নহে, পরিবর্তন প্রান্তে অবস্থিত জমির সুযোগ দামের দ্বারা (opportunity price of land on the margin of transferance)। সেই জমি পরিবর্তন প্রান্তে (transferance) অবস্থিত যাহার বিকল্প ব্যবহার হইতে লভ্য আয় বর্তমান ব্যবহার হইতে লভ্য খাজনার সমান বা অতিসামান্যই কম।* কোন জমির বর্তমান চাষ হইতে প্রাপ্ত আয় যদি সামান্য একটু কমিয়া যায় তাহা হইলে উহা অপর ব্যবহারে পরিবর্তন হইয়া যাইবে। যথা, ধান চাষ হয় এরূপ জমির মধ্যে যাহা গম, পাট, তামাক বা যে কোন অপর ফসল উৎপাদন করিবার পক্ষে উপযুক্ত, সেই জমিকে ধান চাষের মধ্যে রাখিয়া দিবার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক খাজনা দিতে পূর্বেই প্রতিশ্রুত হইতে হইবে; নচেৎ ঐ জমি পরিবর্তন প্রান্ত অতিক্রম করিয়া অপর ফসল উৎপাদনে চলিয়া যাইবে। এই পূর্ব-প্রতিশ্রুত খাজনা উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধ্য এবং সেহেতু দামেরও অন্তর্ভুক্ত হয়।

পরবর্তী ব্যবহারের সমান দিতেই হবে

*"Land on the margin of cultivation pays no rent; land on the margin of transferance does pay rent. This rent enters into the cost of particular agricultural products because it enters into the cost of marginal producers: it is not a surplus over the cost of cultivation, but is itself part of the cost of cultivation governning, not governed by, price." (Cairncross)

সুতরাং শস্যের দামের মধ্যে খাজনা অন্তর্ভুক্ত হয় না, বরং দামের উপর খাজনার পরিমাণ নির্ভর করে—যাঁহারা ইহা বলেন তাঁহারা সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিয়াই ইহা বলেন; অর্থাৎ সমগ্র জনসমষ্টির অধিকারভুক্ত সমগ্র পরিমাণ জমিকে একটি অভিন্ন ইউনিট (homogeneous unit) রূপে বিবেচনা করেন। এইদিক হইতে বিচার করিয়াই তাঁহারা বলেন যে জমির কোন যোগান দাম নাই এবং সেহেতু পূর্ব-নির্ধারিত খাজনা নাই। যাহা পূর্ব-নির্ধারিত নাই তাহা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নাই এবং দাম যেহেতু উৎপাদন খরচার দ্বারা নির্ধারিত সেহেতু দামের মধ্যে খাজনা ধরা নাই। কিন্তু যখন ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা হয় তখন দেখা যায় (১) একজন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে জমি গ্রহণ করিবে এবং জমি গ্রহণ করিবার সময়েই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতে প্রস্তুত থাকিবে (২) ঐ জমি অপর কোন কার্যে ব্যবহার করিলে যে আয় পাওয়া যাইত উহা হইবে জমির মালিকের পক্ষ হইতে উহার ন্যূনতম যোগান দাম (৩) যে ব্যক্তি জমি ভাড়া লইল সে এই ন্যূনতম যোগান দামের মত খাজনা দিতে বাধ্য এবং সেই কারণে সে উহা শস্যের দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জমির যোগান দাম থাকিতে পারে

খাজনা ও উর্বরতার সমতা—Rent and Equal Fertility

উর্বরতার পার্থক্যের দরুন খাজনার উদ্ভব হয় বলিয়াই অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন। প্রান্তিক ভূমি সম্পর্কিত ধারণাই এইরূপ ধারণার কারণ। যে জমির উর্বরতা সর্বাপেক্ষা কম, সেই জমির উৎপাদন খরচা সবথেকে বেশী। ইহাই হইল প্রান্তিক জমি এবং এই প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচার দ্বারাই শস্যের দাম নির্ধারিত হয়। সুতরাং যে সকল জমি প্রান্তের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, অর্থাৎ যে সকল জমির উর্বরতা প্রান্তিক জমি অপেক্ষা অধিক, সেই সকল জমিতে উৎপাদন খরচা প্রান্তিক জমিরই সমান, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ প্রান্তিক জমি অপেক্ষা অধিক। প্রান্তিক জমির তুলনায় প্রান্তোর্ধ্ব জমির এই অধিক উৎপাদন-ক্ষমতার কারণ হইল প্রান্তিক জমির তুলনায় প্রান্তোর্ধ্ব জমির উর্বরতার আধিক্য। খাজনা হইল এই আধিক্যের সমান; সুতরাং

উর্বরতার পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ বটে

বিভিন্ন জমির উর্বরতার পার্থক্য হইতেই খাজনা উদ্ভব হয় বলিয়া ধারণা করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উর্বরতার পার্থক্যই একমাত্র পার্থক্য নহে। দুইটি জমির মধ্যে অন্যান্য বিভিন্ন কারণে পার্থক্য থাকিতে পারে। সুতরাং উর্বরতার পার্থক্য না থাকিলেও দুইটি জমির মধ্যে প্রভেদ মূলক উদ্বৃত্ত (differential surplus) উদ্ভূত হইতে পারে এবং এই প্রভেদমূলক উদ্বৃত্তই হইবে খাজনা।

কিন্তু উহাই একমাত্র পার্থক্য নহে

প্রথমতঃ, অবস্থানের পার্থক্য (difference in situation)। দুইটি জমির মধ্যে যদি উর্বরতায় সমতা থাকে কিন্তু অবস্থানের পার্থক্য থাকে তাহা হইলেই একটিতে উৎপাদন করিয়া অপরটি অপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে। ধরা যাক, একটি জমি এরূপ জায়গায় অবস্থিত যেখান হইতে সহজেই বাজারে শস্য চালান দেওয়া যাইতে পারে এবং অপরটি এরূপ স্থানে অবস্থিত যেখান হইতে শস্য বাজারে উপস্থাপিত করা অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে দুইটি জমির একই উর্বরতা হওয়া সত্ত্বেও বিক্রয় খরচা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধরিলে (এবং সাধারণতঃ তাহাই ধরা হইয়া থাকে) প্রথম জমিতে উৎপাদন খরচা কম এবং দ্বিতীয় জমিতে উৎপাদন খরচা বেশী। দ্বিতীয় জমিটি হইবে প্রান্তিক জমি— উর্বরতার পার্থক্যের দরুন নহে, অবস্থানের পার্থক্যের দরুন।

১। অবস্থানের পার্থক্য উৎপাদন খরচার পার্থক্য ঘটায় এবং খাজনা অর্থাৎ উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করে

ফসলের দাম এই প্রান্তিক্ জমির উৎপাদন খরচার সমান হইতেই হইবে ; এক্ষেত্রে প্রথম জমিটি হইতে উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে এবং এই উদ্বৃত্ত হইবে খাজনা।

দ্বিতীয়তঃ, "ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস-এর নিয়ম" (law of diminishing returns) এর ক্রিয়া। একই জমিতে অধিক প্রচেষ্টা সম্বলিত কৃষির (intensive cultivation) দ্বারা প্রথম বারের শ্রম ও পুঁজির বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশী আয় হইয়া থাকে ; এই অধিক আয়কেও খাজনা বা উদ্বৃত্তরূপে গণ্য করা হয়। একই জমিতে ধরা যাক, প্রথমবার ১০০ টাকার সমান শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিয়া ৫০ মন শস্য উৎপাদন করা হইল কিন্তু উহার উপরে দ্বিতীয় বার আরও ১০০ টাকার সমান শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিয়া

২। "ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসে" উৎপাদনের পরিমাণে পার্থক্য হয়

(মোট ২০০ টাকা নিয়োগ করিয়া) বাড়তি উৎপন্ন হইল ৪০ মন। দ্বিতীয়বারে উৎপাদন হ্রাস হইল ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস নিয়মের ক্রিয়ার দ্বারা। ইহা হইল জমিতে অধিক প্রচেষ্টা সমন্বিত চাষ-এর (intensive cultivation) ফল। সমাজের যদি ৯০ মন শস্যেরই প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে শস্যের দাম ২'৫০ টাকা হইতেই হইবে—অর্থাৎ দ্বিতীয়বার উৎপাদন খরচার (২০০÷৪০) সমান। সেক্ষেত্রে প্রথম বারের বিনিয়োগ হইতে ২৫ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

তৃতীয়তঃ, উর্বরতার পার্থক্য না থাকিলেও, আন্তঃ-শিল্প খাজনার (intraindustrial rent) উদ্ভব হইতে পারে। জমির সুযোগ দামের পার্থক্য হইতে এই উদ্বৃত্তের উদ্ভব হয় (surplus that arises out of differences in the opportunity price of land); অথচ এই উদ্বৃত্ত যে উর্বরতার পার্থক্যের দরুন হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

৩। বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য

দুইটি জমি হয়তো উর্বরতায় অভিন্ন অথচ উহার মধ্যে একটি জমি গম উৎপাদনের পক্ষে যেরূপউপযোগী, ধান উৎপাদনের জন্য সেরূপ উপযোগী নহে। ঐ জমিটি ধান উৎপাদন করিলে যেরূপ আয় করিতে পারিত, গম উৎপাদনের দ্বারা তাহা অপেক্ষা যে অধিক আয় করে—সেই অধিক আয় হইবে তাহার আন্তঃ শিল্প খাজনা।*

খাজনা ও আধা খাজনা—Rent and Quasi-Rent

স্থায়ী পুঁজি-সামগ্রীতে বিনিয়োগের দ্বারা অনেক সময়ে খাজনার অনুরূপ আয় হইয়া থাকে। এই আয় জমির ব্যবহার জনিত আয় নহে, সেইজন্য উহাকে ঠিক খাজনারূপে অভিহিত করা যায় না। অথচ খাজনার ন্যায়ই ইহা উদ্বৃত্ত আয়, অর্থাৎ ঐ উদ্বৃত্ত আয়, করিবার জন্য কোন বাড়তি খরচা করিতে হয় না।

পুঁজি-সামগ্রীর উদ্বৃত্ত আয়

সেই কারণে উহা খাজনার প্রকৃতি বিশিষ্ট। খাজনার অনুরূপ এই আয়কে মার্শাল আধা খাজনা রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

খাজনার উদ্ভব হয় জমির উৎপন্নের উদ্বৃত্ত হইতে, কিন্তু যে জমি একটি

*"The rent that arises because of differences in the opportunity price of land might be called an intra-industrial rent: It is a surplus which can be earned by using the land in this industry rather than in the next most valuable use." Meyers. Elements of Modern Economics.

বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত উহার যোগান যদি বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে ঐ উদ্বৃত্ত (অর্থাৎ খাজনা) হ্রাস পাইবে। সমান গুণের জমি যদি সমান খরচায় অধিক যোগান দেওয়া যায় (সমান বলিতে বুঝায় যদি অধিক যোগান দিবার জন্য সুযোগ দাম—opportunity price—বৃদ্ধি না পায়) তাহা হইলে খাজনা হ্রাস পাইবে ; এই হ্রাস এরূপ স্তরে নামিয়া আসিবে যখন আর খাজনার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। এইরূপ ঘটে না বলিয়াই খাজনার অস্তিত্ব থাকে। জমির যোগান দাম অর্থাৎ opportuniry price বৃদ্ধি না করিয়া জমির যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। জমির এই সীমাবদ্ধ যোগানের জন্যই খাজনার অস্তিত্ব।

জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া খাজনা হয়

কোন যন্ত্র-সামগ্রার মালিকানা হইতেও তাহার মালিক এইরূপ উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারে। যন্ত্রসামগ্রীগুলির পরিমাণ জমির ন্যায় চিরকালের জন্য নির্ধারিত নহে—ইহাদের যোগান বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু ঐ যোগান বৃদ্ধি করা সময় সাপেক্ষ। কোন যন্ত্রে উৎপাদিত সামগ্রীর যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ঐ যন্ত্রের প্রয়োজন অধিক করিয়া অনুভূত হইবে। যন্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। যাহারা যন্ত্রপাতি বা ঐ ধরনের স্থায়ী উপকরণের মালিক তাহারা যদি উহা ভাড়া খাটায় তাহা হইলে এক্ষণে তাহারা উহা হইতে বেশী ভাড়া আদায় করিতে পারিবে। যে পরিমাণে বেশী ভাড়া আদায় করিতে পারিবে সেই পরিমাণে উহা হইবে তাহাদের উদ্বৃত্ত আয়। উহার দরুন তাহারা যন্ত্রউৎপাদনকারীদিগকে বেশী দাম দিবে, যন্ত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে এবং যন্ত্রপাতির উৎপাদনকারীরা যন্ত্র বেচিয়া উদ্বৃত্ত লাভ পাইবে। এই উদ্বৃত্ত হইবে তহোদের অনর্জিত আয় বা খাজনা। কিন্তু এই বাড়তি লাভের আশায় যখন যন্ত্র উৎপাদনকারীরা অধিক যন্ত্র উৎপাদন করিবে ও যোগান দিবে তখন যন্ত্রের দাম হ্রাস পাইবে এবং উদ্বৃত্ত বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং এইরূপ যন্ত্র ভাড়াপ্রদানকারীর এবং উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত হইল আধা খাজনা (Quasi-rent)।

যন্ত্র-সামগ্রীর যোগান যদি বাড়ানো না যায় তাহা হইলে উহা উদ্বৃত্ত আয় পাইবে

অন্যান্য উৎপাদক উপাদানে খাজনার অংশ—Element of Rent in other Factors of Production

উৎকৃষ্ট জমির তুলনায় নিকৃষ্ট জমির যে প্রভেদমূলক উদ্বৃত্তের উদ্ভব

ঘটে,—যে প্রভেদমূলক উদ্বৃত্ত লাভের জন্য জমির মালিককে কোন বাড়তি খরচা করিতে হয় নাই অথবা যাহার উদ্ভবের জন্য জমির মালিককে অন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিতে হয় নাই—ইহাই যদি হয় খাজনার মৌলিক প্রকৃতি তাহা হইলে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের মধ্যেও এই প্রকৃতির অল্প বিস্তর উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রমিকের মধ্যে স্বাভাবিক গুণের পার্থক্য

ধরা যাউক, শ্রমের জন্য মজুরী। যেসকল শ্রমিক নিছক জীবনধারণের মত পারিশ্রমিক পায়, তাহারা প্রান্তিক শ্রমিকের সমতুল্য। ইহাদের আয়ের দ্বারা জীবন ধারণের ব্যয় কোন প্রকারে সঙ্কুলান হয়, কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। কিন্তু যে সকল শ্রমিক উৎকৃষ্ট গুণ, স্বাভাবিক মানসিক বা কায়িক ক্ষমতার আধিক্যের দরুন অধিকতর পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারে, তাহারা তাহাদের শ্রম হইতে একটি উদ্বৃত্ত উপার্জন করিতে পারে। এই উদ্বৃত্ত অনেকটা খাজনার ন্যায়।

যন্ত্র-সামগ্রীর টান পড়িলে বেশী ভাড়া বা দাম পাওয়া যায়

পুঁজি হইতে লব্ধ উপার্জনের মধ্যেও অনেক সময়ে খাজনার ন্যায় উদ্বৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া, অল্প সময়ের হিসাবে স্থির পুঁজি হইতে লব্ধ উপার্জন অনেক সময়েই খাজনার অনুরূপ হয়। কোন একটি স্থির পুঁজির দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে যদি উহার দাম বৃদ্ধি ঘটে, তাহা হইলে ঐ স্থির পুঁজির ব্যবহার হইতে উপার্জন বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদনকারীগণ ঐ পুঁজি অধিক পরিমাণে দাবী করিবে। যাহারা স্থির পুঁজির মালিক, তাহারা ঐ স্থির পুঁজির ভাড়া দিতে অভ্যস্ত থাকিলে, অধিক ভাড়া আদায় করিতে পারিবে অথবা যদি উহা বিক্রয় করে তাহা হইলে অধিক বিক্রয় দাম আদায় করিতে পারিবে। ভাড়া বা বিক্রয় দামের ঐ আধিক্য খাজনার প্রকৃতিবিশিষ্ট। আর একদিক হইতেও, পুঁজির মধ্যে খাজনার উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়; একই পণ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন গুণের পুঁজি সামগ্রী থাকিতে পারে—কোনটি উৎকৃষ্ট কোনটি ততটা উৎকৃষ্ট নহে, কোনটি অধিক নিকৃষ্ট। এক্ষেত্রে যেটি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পুঁজি সামগ্রী—অর্থাৎ যাহার উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা কম, পণ্যের দাম হইবে সেই পুঁজি সামগ্রীতে উৎপাদন খরচার সমান এবং উহা হইবে প্রান্তিক পুঁজি সামগ্রী। সুতরাং যে সকল

পুঁজি সামগ্রী উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (এইগুলিকে আন্তঃ প্রান্তিক পুঁজি বলা চলে) সেইগুলিকে ব্যবহার করিয়া উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে।

শিল্পপতিদিগের শিল্প পরিচালন দক্ষতায় স্বভাবতঃই পার্থক্য থাকে এবং এই পার্থক্যের দরুন খাজনার অনুরূপ উৎপাদকের উদ্বৃত্ত লাভ ঘটে। যে উৎপাদনকারী শিল্প-ব্যবস্থাপনা হইতে কেবলমাত্র সেই পরিমাণ উপার্জন করে, যাহাতে পণ্যের প্রচলিত দামে খাজনা, সুদ, মজুরী প্রভৃতি দিয়া তাহার পারিশ্রমিকরূপে লাভ করে শুধু সেই পরিমাণ অর্থ যাহা সে অন্য কাহারও বেতনভুক কর্মচারীরূপেও উপার্জন করিতে পারিত, সেই ব্যবস্থাপককে প্রান্তিক ব্যবস্থাপকরূপে গণ্য করা যায়। অপরাপর যে সকল দক্ষ শিল্প পরিচালক অধিকতর দক্ষতা সহকারে শিল্প পরিচালনা করিতে পারে, তাহারা উদ্বৃত্ত মুনাফা লাভ করে। ইহা স্বাভাবিক ক্ষমতার পার্থক্য হইতেই উদ্ভূত। "যেহেতু এইগুলি (দুষ্প্রাপ্য স্বাভাবিক ক্ষমতা হইতে প্রাপ্ত লাভ) দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোন উৎপাদক উপাদানের মধ্যে মানুষের প্রচেষ্টা বিনিয়োগের ফল নহে, সেহেতু এইগুলিকে প্রকৃতির দ্বারা প্রদত্ত উৎপাদনের উদ্বৃত্তরূপে গণ্য করিবার আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।" (মার্শাল)

শিল্প-স্থাপনার দক্ষতার পার্থক্য

Questions & Hints

1. "Land rent is a differential or surplus product." Explain the statement and point out the social implications of the Ricardian theory of rent.

[Differential Product : পৃষ্ঠা ৪২২-২৩
Social implications : ৪২৫-২৭]

2. "Whether rent is or is not a price determining cost depends upon the viewpoint from which we look." Explain the statement (B. A. Part I 1962) Critically examine the idea that rent does not enter into price. (B A. Part I 1966) Examine the view that rent does not enter into price but is itself governed by price (Burd. 1965). Do you agree with the view that the rent of land does not enter into the price of crops? (B. A. 2yr 1962)

[পৃষ্ঠা ৪২৭-৩০]

3. Can rent arise in a country where all lands are equally fertile ? [পৃষ্ঠা ৪৩১-৩৩]

4. How does the rent of land arise ? Will there be any rent if all plots of land are equally fertile and equally favourably situated ?

[সমাজে কৃষিসামগ্রীর প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইলে কৃষিসামগ্রীর দাম বাড়ে ও নিকৃষ্ট জমির চাষ করা প্রয়োজন হয় ও পোষায়। ফসলের দাম যে বাড়িয়া যায়, উহা বাড়িয়াই থাকে, কারণ নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন খরচার দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়। উহাতে উৎকৃষ্ট জমির চাষ করিয়া যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় তাহাই খাজনা। সুতরাং খাজনার উদ্ভব হয়, সমাজের প্রয়োজনে চাষের সম্প্রসারণে। পৃষ্ঠা ৪২২-২৫

খাজনার মূলকথা হইল একই খরচা করিয়া উৎপাদনের পার্থক্য সৃষ্টি এবং উদ্বৃত্তের উদ্ভব। এই উদ্বৃত্ত উর্বরতার পার্থক্যের জন্য হইতে পারে, অবস্থিতির পার্থক্যের জন্যও হইতে পারে, আবার উর্বরতা ও অবস্থিতি কোনটির পার্থক্য না থাকিলেও হইতে পারে। ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম অনুযায়ী পূর্বেকার পুঁজি ও শ্রমে পরবর্তী পুঁজি ও শ্রম অপেক্ষা বেশী উৎপাদন ঘটে; সুতরাং পরবর্তী উৎপাদনের সহিত পূর্ববর্তী উৎপাদনের যে পার্থক্য তাহাও উদ্বৃত্ত—খাজনা। পৃষ্ঠা ৪৩১-৩৩

5. Explain how there can be a rent element in the remuneration of any factors. (B. A. Part I 1967)

[পৃষ্ঠা ৪৩৪-৩৬]

6. A shop keeper in a centrally located area says that he charges high price because he has to pay high rent. Examine the validity of his argument. (North Beng. Un. 1963)

[দোকানদার দোকানঘরের জন্য যে ভাড়া দেয় উহাকে প্রচলিত ভাষায় rent বলা হইলেও অর্থনীতির ভাষায় উহা rent নহে। অর্থনীতিতে খাজনা বলিতে বুঝায় অর্থনৈতিক খাজনা"। ইহা একমাত্র 'ভূমি' (land)-এর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ নিছক প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাড়ী ঘরের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে। গৃহনির্মাণ করিয়া ভাড়া দিলে উহা "পুঁজি-সামগ্রী" (capital good) নির্মাণ করিয়া ভাড়া দেওয়া হইল বলিয়া গণ্য হইবে। পুঁজি সামগ্রী ভাড়া লইলে তাহার জন্য একটি নির্দিষ্ট ভাড়া দিবার জন্য পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকিতে হইবে, কারণ পুঁজি-সামগ্রী মাত্রেরই যোগান দাম (supply price) আছে। পূর্ব হইতেই যে দাম দিবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিতে হইবে উহা উৎপাদন খরচার মধ্যে ধরা হইবে। উৎপাদন খরচার মধ্যে ধরা হইলেই উহা দামের মধ্যে ধরা হইবে, কারণ পণ্য বেচিয়া উৎপাদন খরচা তুলিতে হইবে। রিকার্ডো অর্থনৈতিক খাজনার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে ব্যাখ্যা বা সমগ্রভাবে অর্থনৈতিক খাজনা সম্পর্কে ধারণা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

রিকার্ডো বলিয়াছিলেন কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়ে, দাম বৃদ্ধির চাপে ফসল উৎপাদনের প্রয়োজন বাড়ে। দাম ও চাহিদা বৃদ্ধির দরুন নিকৃষ্ট জমি চাষ করা পোষায় ও প্রয়োজন হয়। নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন খরচা বেশী, ফসলের দাম ঐ জমিতে উৎপাদন খরচার সমান হইবে। ইহাতে উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়া একটি উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্তই খাজনা। ফসলের দাম বাড়িলে তবে এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়, তবে খাজনা হয়। ফসলের দাম যত বাড়ে, উদ্বৃত্ত অর্থাৎ খাজনা তত বাড়ে। আবার ফসলের দাম যদি কমিয়া যায় খাজনা কমিয়া যাইবে। ফসলের দামই খাজনা কত হইবে তাহা স্থির করিয়া দিতেছে।

ঠিক এই যুক্তি ঘর ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রযোগ হইবে না। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে (১) অর্থনৈতিক খাজনার তত্ত্ব শুধু জমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; (২) ঘরবাড়ীকে স্থায়ী পুঁজিসামগ্রী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং উহার জন্য চুক্তিমাফিক ভাড়াকে উৎপাদন খরচার মধ্যে ধরিতে হইবে। এক্ষেত্রে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে কোন ঘর যদি কেহ ভাড়া লয় এবং ঐ ঘরের প্রচুর চাহিদা আছে বলিয়া ঘরের মালিক বেশী ভাড়া আদায় করে, তাহা হইলে ঐ বেশী ভাড়া পণ্যের দামের মধ্যে ঢুকাইয়া দাম চড়াইয়া দিয়া দোকানদার খরিদ্দারের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে; এক্ষেত্রে বর্ধিত ভাড়াই বর্ধিত দামের জন্য দায়ী, বিপরীতটি সত্য নহে এদিক হইতে দেখিলে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব এক্ষেত্রে প্রয়োগ হইতেছে না।

কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। দোকানদার যদি একটি দোকানঘরের জন্য বেশী ভাড়া দিতে রাজী হয়, তাহার একমাত্র কারণ হইল সে তাহার পণ্যের দাম বাড়াইয়া খরিদ্দারের নিকট বেশী দাম আদায় করিতে পারিবে এই আশা। এই আশা ফলবতী হইতে পারে, যদি খরিদ্দাররা দোকানদারের নিকট হইতে বেশী দামে পণ্য কেনে তবেই। দোকানদার বেশী ভাড়া দিতেছে বলিয়াই খরিদ্দারেরা তাহার নিকট হইতে বেশী দামে পণ্য কিনিবে, এই যুক্তি অচল। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় (perfect competition) এই যুক্তি সম্পূর্ণই অচল। অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় একই পণ্য কোন কোন অঞ্চলে বেশী দামে কেনাবেচা হইতে পারে, কিন্তু খরিদ্দাররা যদি দোকানদারের নিকট হইতে বেশী দামে পণ্য কেনে তাহা এই কারণে কিনিবে না যে দোকানদার বেশী ঘরভাড়া দিতেছে; উহা তাহারা করিবে, যদি কোন কারণে তাহাদের নিকট ঐ বস্তুর ক্ষেত্রে পণ্য-পার্থক্য (product differentiation) সৃষ্টি হয় তবেই। তবেই খরিদ্দারেরা বেশী দাম দিতে চাহিবে, তবেই দোকানদারেরা বেশী ঘরভাড়া দিতে পারিবে, তবেই দোকানঘরের মালিক বেশী ঘরভাড়া আদায় করিতে পারিবে। সবই নির্ভর করিতেছে বেশী দামে পণ্য বিক্রয় করা যাইবে কিনা তাহার উপর। এই দিক হইতে খাজনা তত্ত্বের সহিত ঘরভাড়ার সাদৃশ্য আছে—কিন্তু মূল অনুমানটি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন আর নিখুঁত প্রতিযোগিতা নাই; কাজেই অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতাতেই ইহা ঘটিতে পারে।]

7. Distinguish between rent and quasi-rent, (B A. Part I 1964) Write a note on quasi rent. (B. Com Part I 1962; B. A. 2yr 1964) [পৃষ্ঠা ৪৩১-৩৪]

8. **Discuss the relationship between rent and economic progress (B A. Part I 1964) Explain, giving reasons, the effect on rent of (i) an improvement in transport, (ii) an increase in population (iii) improvements in methods of cultivation and (iv) economic progress in general, (Cal B.A. 1957)**

(i) জমির উর্বরতার দিক হইতে পার্থক্য যদি নাও থাকে, নিছক অবস্থিতির পার্থক্যের দরুনও খাজনার উদ্ভব হইতে পারে। অবস্থানের পার্থক্যের দরুন ফসলের বিক্রয় খরচায় পার্থক্য ঘটে। যে জমির অবস্থান সব থেকে খারাপ সেই জমি হইতে ফসল চালান দিবার খরচা সব থেকে বেশী। এক্ষেত্রে ফসলের দাম হইবে সেই জমিতে উৎপাদন খরচার সমান (উৎপাদন খরচার মধ্যে বাজারে ফসল চালান দিবার খরচা, অর্থাৎ বিক্রয় খরচা, অন্তর্ভুক্ত), ইহাই হইবে নিকৃষ্ট জমি অর্থাৎ খাজনা বিহীন জমি। সুতরাং যদি পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয়, যথা নূতন পথ নির্মাণ ও মটরযান চলাচল বা নূতন রেলপথ নির্মাণ তাহা হইলে পূর্বেকার প্রান্তিক্ জমি আর প্রান্তিক্ থাকিবে না—উহার উৎপাদন খরচা কমিয়া যাইবে, সুতরাং উহার খাজনার উদ্ভব হইবে এবং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমিগুলির পূর্বে যে খাজনা ছিল তাহা বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হইলে যে জমির অবস্থান খারাপ ছিল সে জমির অবস্থান ভালো হইয়া যাইবে এবং আরও দূরে অবস্থিত কোন জমি চাষের মধ্যে আনা হইবে এবং উহা প্রান্তিক্ জমিতে পরিণত হইবে (যে জমিতে পূর্বে চাষ করা একেবারে পোষাইত না সেই জমিতে এক্ষেত্রে চাষ করা পোষাইবে এবং উহা প্রান্তিক্ জমিতে পরিণত হইবে।) সুতরাং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন হইলে প্রান্তিক্ জমি প্রান্তোর্ধ্ব জমিতে পরিণত হইবে এবং পূর্বেকার প্রান্তোর্ধ্ব জমির খাজনা বৃদ্ধি পাইবে। (ii) লোক-সংখ্যা যখন কম থাকে তখন শস্যের চাহিদা কম থাকে, সুতরাং শস্যের দাম কম থাকে। শস্যের দাম কম থাকে বলিয়া শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট জমিতেই চাষ করা পোষায়—অর্থাৎ সেই জমি যে জমিতে কম খরচায় বেশী ফসল উৎপন্ন হয়। এই উৎকৃষ্ট জমির ফসল সমাজের মোট শস্যের চাহিদা যতদিন মিটায়, প্রয়োজন মত যথেষ্ট পরিমাণে উৎকৃষ্ট জমি পাওয়া যায়, ততদিন কোন খাজনা থাকে না, ফসলের দাম উৎকৃষ্ট জমির উৎপাদন খরচার সমান হয়। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে সমাজের পক্ষ হইতে শস্যের প্রয়োজন বা চাহিদা বাড়ে, সুতরাং শস্যের দাম বাড়ে। তখন উৎকৃষ্ট জমির উৎপাদন খরচার উপরেও একটি নীট উদ্বৃত্ত থাকে। এই নীট উদ্বৃত্তই খাজনা। জনসংখ্যা যত বাড়ে ততই শস্যের চাহিদা এবং দাম বাড়ে। ফসলের দাম বাড়িলে নিকৃষ্ট জমিতে চাষের প্রয়োজন হয় এবং চাষ করা পোষায় এবং আরও দাম বাড়িলে আরও নিকৃষ্ট জমিতে চাষ করা হয় ; তখন নিকৃষ্ট জমি প্রান্তিক্ জমি হয় এবং প্রান্তোর্ধ্ব জমির খাজনা বাড়ে। মোট কথা, জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুন জমির চাহিদা বাড়ে (কারণ ফসলের চাহিদা বাড়ে) এবং খাজনা যেহেতু জমির ব্যবহারজনিত মূল্য সেহেতু এই চাহিদা বৃদ্ধির দরুন খাজনা বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃপক্ষে রিকার্ডো তাঁহার খাজনাতত্ত্বে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন খাজনার উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটে, এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন (পৃষ্ঠা ৪২১-২৫)।

(iii) সাধারণভাবে বলিতে গেলে উৎকৃষ্ট জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ রাখিয়াই নিকৃষ্ট জমি চাষের প্রয়োজন হয় এবং সেই কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট জমির সীমাবদ্ধতাই আসল কথা নহে। উৎকৃষ্ট জমি পরিমাণে সীমাবদ্ধ হইয়াও যদি ক্ষমতায় অসীম হইত, অর্থাৎ উহার উৎপাদন ক্ষমতার যদি কোন সীমা না থাকিত, তাহা হইলে একই জমিতে বেশী করিয়া পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ করিয়া বেশী ফসল পাওয়া যাইত এবং তখন নিকৃষ্ট জমি চাষ করিবার কোন প্রয়োজনই হইত না। আসলে উৎকৃষ্ট জমিতে অধিক পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ করিলে "হ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম" (law of diminishing returns) ক্রিয়া করে; তখন, উদ্বৃত্ত আয়ের সৃষ্টি হয় (পৃষ্ঠা ৪৩২) এবং নিকৃষ্ট জমিতে চাষের প্রয়োজন হয়। কিন্তু চাষ পদ্ধতির যদি উন্নয়ন সাধিত হয় তাহা হইলে "হ্রাসমান উৎপাদন নিয়মের" ক্রিয়া বিলম্বিত হইয়া যায়; একই জমিতে খরচার তুলনায় বেশী উৎপাদন সম্ভব হয়। ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যদি একই জমিতে ট্রাক্টরের সাহায্যে কর্ষণ করা হয়, উৎকৃষ্ট জাতের বীজ ব্যবহার করা হয়, বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগ করা হয় এবং সেচকার্য নির্মাণ করা হয়—অর্থাৎ উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও কম পরিমাণ জমিতেই বেশী করিয়া উৎপাদন সম্ভব হইবে। কম পরিমাণ জমিতেই উৎপাদন সম্ভব হইবে বলিয়া আরও নিকৃষ্ট জমিতে যাওয়া প্রয়োজন হইবে না এবং বেশী করিয়া উৎপাদন সম্ভব হইবে বলিয়া শস্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে না। ফলে খাজনা বৃদ্ধি পাইবে না। যদি শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি না পাওয়া সত্ত্বেও উন্নত কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বিত হয় তাহা হইলে শস্যের উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া যাইবার দরুন উহার দাম হ্রাস পাইবে এবং খাজনা হ্রাস পাইবে। সুতরাং কৃষি পদ্ধতির উন্নয়ন খাজনার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে; এমন কি খাজনার হ্রাসও ঘটায়। (iv) সাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি বলিতে অনেক কিছুই বুঝায়; তবে সাধারণতঃ ইহাতে বুঝায় শিল্প ও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা এবং সাধারণভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণের দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি। ইহাতে কর্মসংস্থান এবং উপার্জন বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃপক্ষে লোকের বেশী করিয়া চাকুরী পাওয়া এবং উপার্জন বৃদ্ধি পাওয়া ইহাই সাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুস্পষ্ট চিহ্ন। ইহাতে কৃষিজ ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, প্রথমতঃ সাধারণ লোকে যথেষ্ট আহার্য ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে এবং খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি করিবে, দ্বিতীয়তঃ শিল্পসম্প্রসারণের জন্য বেশী করিয়া কাঁচামাল প্রয়োজন হইবে। কৃষিজ সামগ্রীর বাড়তি চাহিদার দরুন জমির চাহিদা বাড়িবে। বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য পূর্বেকার জমি বেশী করিয়া চাষ করা হইবে এবং ক্রমশঃ নিকৃষ্ট জমি চাষে আনা হইবে—প্রধানতঃ এই দুইটি কারণে খাজনা বাড়িবে। খাজনার উপর সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলাফল আরও একদিক হইতে বিচার করা চলে। যে সকল জমি গৃহনির্মাণের জন্য বা কলকারখানা নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয় সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হইলে ইহাদের অবস্থানগত সুবিধা (situational advantage) বৃদ্ধি পায়; তখন ইহাদের খাজনা বৃদ্ধি পায়।]

পঞ্চদশ অধ্যায়

মজুরী
(Wages)

মজুরীর অর্থ—Meaning of Wages

"প্রয়োগকারীর দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিককে তাহার শ্রমের জন্য যে দাম প্রদান করা হয় তাহাকেই বলা হয় মজুরী। এই শ্রম মস্তিষ্কজীবির শ্রম হইতে পারে অথবা নিছক কায়িক শ্রমও হইতে পারে। একজন শ্রমিককে তাহার কার্যের পরিবর্তে মালিকের দ্বারা চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকে মজুরীরূপে অভিহিত করা যায়।" [" A wage may be defined as a sum of money paid under contract by employer to a worker in exchange for services rendered."—Benham.]

মুদ্রা মজুরী (আপাত মজুরী) এবং প্রকৃত মজুরী—Money Wages (nominal wages) and Real wages

একটি নির্দিষ্ট সময়-পিছু একজন শ্রমিক টাকার অঙ্কে যে মজুরী উপার্জন করে, উহা হইল তাহার মুদ্রা মজুরী, বা আপাত মজুরী। কিন্তু একজন শ্রমিক যে পরিমাণ মুদ্রা উপার্জন করে ঠিক উহাই তাহার প্রকৃত উপার্জন (Real income) নহে। প্রকৃত উপার্জন হইল শ্রমিক তাহার কার্যের বিনিময়ে মোট যে পরিমাণ সামগ্রী ও কার্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে লাভ করিবার অধিকারী হয় তাহাই। আমরা বিভিন্ন সামগ্রী ও সেবা সংগ্রহের জন্য অপরকে আমাদের কার্য প্রদান করি ; ঐ কার্য প্রদানের সার্থকতা উহার বিনিময়ে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণেই নহে—উহার সার্থকতা, আমরা আমাদের কার্যের বিনিময়ে মোট কত পরিমাণ সামগ্রী ও সেবা সমগ্র সমাজের নিকট হইতে লাভ করিতে পারি তাহাতেই। এই বিষয়টি হইল প্রকৃত মজুরী (Real wages)। প্রকৃত মজুরী যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে সেগুলি হইল এইরূপ :

প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে

প্রথমতঃ, সামগ্রীর দাম-স্তর (Price level)। দাম স্তর যদি চড়া হয় তাহা হইলে একই অর্থ উপার্জনের দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ সামগ্রী

ও কার্য সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে। অপরপক্ষে দাম-স্তর যদি কম হয় তাহা হইলে সমপরিমাণ অর্থ উপার্জনের দ্বারা অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা যাইবে। কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইতে সামগ্রীর দাম-স্তর যদি বেশী হয়, অর্থাৎ জীবন ধারণের ব্যয় যদি বেশী হয়, তাহা হইলে মুদ্রা-মজুরীর পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃত মজুরীর পার্থক্য নাও থাকিতে পারে।

১। দামস্তরের উপরে

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকগণ নিছক মুদ্রা উপার্জন ব্যতীত কতিপয় বিশেষ সুবিধা লাভ করিতে পারে। মজুরী যে শুধু টাকার মাধ্যমেই প্রদান করা হয় তাহা নহে, পরোক্ষভাবে ইহা করা যাইতে পারে শ্রমিকদিগকে কোন বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকার দিয়া, অথবা সরাসরিভাবে তাহাদিগকে এরূপ কতিপয় সামগ্রী সরবরাহ করিয়া যাহা অন্যথায় তাহাদের নগদ কিনিয়াই লইতে হইত। কোম্পানী যদি কম দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করে, বা কোন দাম না লইয়া জল, বা বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করে, বা বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ দেয়, তাহা হইলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী বেশী হইবে।

২। বিশেষ সুবিধা ভোগের উপরে

তৃতীয়তঃ, কোন কোন পেশায় ঠিক সময়ানুযায়ী যে বেতন পাওয়া যায় তাহা ব্যতীত উপরি আয় করিবার সুবিধা থাকিতে পারে। যে পেশায় এইরূপ উপরি আয় করিবার অবকাশ থাকে সেই পেশায় প্রকৃত উপার্জন হইল অধিক।

৩। উপরি আয়

চতুর্থতঃ, একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উপার্জনের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় করিতে বাধ্য হয় সেই পরিমাণ ব্যয় তাহার উপার্জন হইতে বাদ দিয়া তবেই তাহার প্রকৃত উপার্জন হিসাব করিতে হয়। দুইজন ব্যক্তি যদি সম পরিমাণ মুদ্রা উপার্জন করে কিন্তু একজন ব্যক্তির ঐ উপার্জনের জন্য কোনই ব্যয় করিতে না হয় এবং অপর ব্যক্তির কিছু ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তির অপেক্ষা প্রথম ব্যক্তির প্রকৃত মজুরী অধিক।

৪। ব্যয় বাদ দিয়া

"বাট্টা-কৃত প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার" তত্ত্ব—Theory of Discounted Marginal Productivity of Labour

প্রান্তিক্ উৎপাদনক্ষমতার তত্ত্বটি (৪০২-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অধ্যাপক টাউজিগ

কর্তৃক কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনে ব্যক্ত হইয়াছে। টাউজিগের এই তত্ত্বটি হইল "বাট্টা কৃত প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব।" আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রক্রিয়া হইল পরোক্ষ—যাহাকে ঘোরানো প্রক্রিয়ারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কয়েকটি স্তর অতিক্রম করিয়া এবং বহুবিধ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া তবেই আধুনিক শিল্পে উৎপাদনের কার্য হয়। সহজেই অনুমান করা যায় যে এইরূপ উৎপাদনের কার্য যেরূপ জটিল সেইরূপ সময় সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি উৎপাদনের জন্য ভূমি প্রদান করে অথবা পুঁজি প্রদান করে, সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা পারিশ্রমিকের জন্য অধিককাল অপেক্ষা করা তাহার পক্ষে সম্ভব; কিন্তু শ্রমিকের পক্ষে পারিশ্রমিক লাভের জন্য অধিক কাল অপেক্ষা করা সম্ভব নহে। সুতরাং আঁত্রেপ্রেণার পক্ষে প্রয়োজন হয় শ্রমিককে তাহাদের পারিশ্রমিক অগ্রিম প্রদান করিয়া যাওয়া।

মজুরী অগ্রিম দিয়া যাইতে হয়

টাউজিগ বলেন, এই পারিশ্রমিক প্রদান করা হইবে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে অথচ একজন শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত পারিশ্রমিকের সমগ্র অংশটুকুই তাহাকে প্রদান করা হয় না। শ্রমিক সামগ্রীটি বিক্রয় করিবার সময় পর্যন্ত, এমন কি উৎপাদন শেষ হইবার সময় পর্যন্তও, অপেক্ষা করে না। সুতরাং মালিক শ্রমিককে মজুরী প্রদান করে শ্রমিকের উৎপাদন হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে নহে, নিজস্ব তহবিল হইতে। নিজস্ব তহবিল হইতে এইরূপ অগ্রিম মজুরী প্রদান করিবার জন্য, উৎপাদন শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করিলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে শ্রমিক যে পারিশ্রমিক লাভ করিতে পারিত, তাহা হইতে মালিক কিছুটা কাটিয়া রাখিয়া দেয়। অগ্রিম প্রদানের জন্য যেন মজুরীটিকে বাট্টা (discount) করা হইল; এই বাট্টা করা হইল প্রচলিত সুদের অনুপাতে। সুদের হার যদি অধিক হয় তাহা হইলে অগ্রিম মজুরী প্রদান করিয়া মালিককে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, সুতরাং বাট্টার হারও অধিক হইবে, অর্থাৎ মজুরী হইতে অধিক কাটা যাইবে। অপর পক্ষে সুদের হার যদি কম হয় তাহা হইলে মালিকের পক্ষে অগ্রিম দেওয়া কম ক্ষতিকর, সুতরাং বাট্টার হার কম হইবে অর্থাৎ মজুরী হইতে কমই কাটিয়া রাখা হইবে।*

অগ্রিম দিবার জন্য মজুরী হইতে সুদ

*"শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব" : পৃষ্ঠা ৪০২-৭ দ্রষ্টব্য।

জীবনযাত্রার মান ও মজুরী—Standard of Living and Wages

শ্রমিকের জীবন যাত্রার মানের দ্বারা তাহার মজুরী নির্ধারিত হয় বলিয়া কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ অভিমত প্রদান করেন। যে শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান উঁচু, সে শ্রমিকদিগের পক্ষে তদনুযায়ী উচ্চ বেতন না পাইলে, কার্য দেওয়া সম্ভব হইবে না, উহার কম মজুরী দিলে তাহারা শ্রম দিতে অগ্রসর হইবে না। অপরপক্ষে যে সকল শ্রমিকের জীবন যাত্রার মান নিচু, যাহাদের অভাব অল্প এবং ব্যয়ও অল্প তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরীতেও শ্রমের যোগান দিবে, মজুরীর হার সেক্ষেত্রে কমই হইবে।

শ্রমিক বেশী দিনের জন্য শ্রম ধরিয়া রাখিতে পারে না

সমালোচকরা বলেন যে জীবন যাত্রার মানের সহিত মজুরীর হারের সম্পর্ক ঠিক এইরূপ প্রত্যক্ষ নহে। ইচ্ছাকৃত ভাবে জীবন যাত্রার মান নিচু করা হইবে না বলিয়া শ্রমিকগণ ঐ মান অপেক্ষা কম মজুরীতে কোন ক্রমেই শ্রম প্রদান করিবে না এবং সেহেতু জীবন যাত্রার মানের দ্বারা মজুরী নির্ধারিত হইবে, ইহা সকল সময়ে হইতে পারে না। শ্রমিকের পক্ষে শ্রম বিক্রয় না করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য শ্রম প্রত্যাহার করিয়া রাখা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী মজুরী আদায় করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত। বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রমিকের পক্ষে অনির্দিষ্ট কালের জন্য শ্রম প্রত্যাহার করিয়া রাখা সম্ভব হয় না; একদল শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইবার দরুন অথবা অন্য যে কোন কারণে শ্রমের চাহিদা হ্রাস পাইলে, মজুরী হ্রাস পাইতে বাধ্য। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য শ্রমিক তাহার অভ্যস্ত জীবন যাত্রার মানের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবহার করা প্রথমেই উঠাইয়া দিবে না; পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় কার্য করিয়া সম পরিমাণ উপার্জন বজায় রাখিবার জন্য সে চেষ্টিত থাকিবে। কিন্তু পূর্বের জীবন যাত্রার মানের জন্য প্রয়োজনীয় দু'একটি সামগ্রী অপেক্ষা কিছু পরিমাণ অবকাশ যে তাহার পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয় তাহাও শ্রমিক অচিরেই উপলব্ধি করিবে; তখন পূর্বাপেক্ষা নিচু জীবন যাত্রার মানের সহিত তাহারা নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইবে।

পরোক্ষ সম্পর্ক

এইরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকিলেও, মজুরীর সহিত যে জীবনযাত্রার মানের কিছুটা সম্পর্ক আছে তাহা অনস্বীকার্য। দুইদিক হইতে ইহাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, জীবন যাত্রার মানের সহিত লোকসংখ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় এবং লোক-সংখ্যার উপর যে শ্রমিকের সংখ্যা নির্ভরশীল তাহা সর্বজন বিদিত। যে কোন দেশে জনসমষ্টির যে শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান খুব নিচু সেই শ্রেণীর মধ্যেই জনসংখ্যা হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। অপর পক্ষে যে শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উঁচু, সেই শ্রেণীর লোক সংখ্যা হয় অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং সমষ্টিগতভাবে ধরিতে গেলে শ্রমিকদিগের জীবন যাত্রার মান যদি উঁচু হয় তাহা হইলে শ্রমিকের সংখ্যা, অর্থাৎ শ্রমিকের যোগান, কম হইবে এবং যোগান কম হইলেই মজুরী বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান যদি নিচু হয় তাহা হইলে শ্রমিকের যোগান বেশী হইবে; যোগান বেশী হইলে মজুরী হইবে কম। অবশ্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে মজুরীর সহিত জীবনযাত্রার মানেরএই সম্পর্ক যথেষ্ট দীর্ঘকালের ব্যবধানে স্থাপিত হইতে পারে, কারণ জীবন যাত্রার মান অনুযায়ী শ্রমিকের যোগানের পরিবর্তন যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ।

জীবন যাত্রার মানের সহিত লোকসংখ্যার যোগ

দ্বিতীয়তঃ, জীবন যাত্রার মানের সহিত সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা চলে শ্রমিকের কর্ম-দক্ষতার (efficiency) ভিত্তিতে। জীবনযাত্রার মান উঁচু হইলে শ্রমিকের কর্ম দক্ষতা বাড়ে; কর্মদক্ষতা বাড়িবার দরুন উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলিয়া শ্রমিক অধিক মজুরী দাবি করিতে পারে এবং আঁত্রেপ্রণাও ঐ দাবি পূরণ করিতে সক্ষম হয়। উচ্চ হারে প্রদত্ত মজুরী সেই কারণে উৎপাদন খরচাকে বৃদ্ধি না করিয়া প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন খরচার হ্রাস ঘটাইতে পারে।

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়

উচ্চমজুরীর ব্যয়-সঙ্কোচ—Economy of High Wages

কোন কোন সময়ে শিল্পপতি তাহার শ্রমিকদিগকে যে পরিমাণ মজুরী দিলেও তাহারা কার্য করিবে তাহা অপেক্ষাও অধিক মজুরী দিতে অগ্রসর হয় বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; অর্থাৎ যে পরিমাণ মজুরী না দিলেও চলে, শিল্পমালিক সেই পরিমাণ মজুরীও প্রদান করে। ইহা শিল্পপতি কিন্তু নিছক দানের জন্যই করে না, উহা করে নিজের স্বার্থে। আপাত দৃষ্টিতে কম মজুরী প্রদান করাই মালিকের স্বার্থানুকূল বলিয়াই মনে হয়—কারণ কম মজুরী

মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে বেশী মজুরী দিতে পারে

প্রদান করিলে তবেই মালিকের ব্যয় হইবে কম এবং ব্যয় কম হইলে তবে তাহার নিজের আয় থাকিবে বেশী। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে শিল্প মালিকের পক্ষে ব্যয় যথাসম্ভব কম করিয়া রাখা প্রয়োজন বটে কিন্তু উহা মোট ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে,· উহা প্রযোজ্য প্রতি-মাত্রা উৎপাদনের হিসাবে। আমি যত কম উৎপাদন করিব ততই আমার মোট ব্যয় কম হইবে, সুতরাং উৎপাদন কমাইলেই মোট ব্যয় কমিয়া যাইবে—ইহাতে আর আশ্চর্য কি? এইখানেই শিল্প মালিকের নিকট **মজুরী** (Wage) এবং **মজুরী খরচার** (Wage-cost) **পার্থক্য** আসিয়া যায়। মালিক শ্রমিককে দিন, বা সপ্তাহ, বা মাসের হিসাবে টাকার অঙ্কে তাহার কার্যের বিনিময়ে, যে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছে বলিয়া হিসাব করে, তাহাই হইল মজুরী (Wage); কিন্তু তাহার উৎপাদিত প্রতিটি সামগ্রীর অনুপাতে মজুরী বাবদ তাহার যে খরচা পড়িয়াছে বলিয়া মালিক হিসাব করিতে পারে, উহাই হইল মালিকের দ্বারা নির্বাহিত মজুরী খরচা (Wage-cost)। মজুরী অপরিবর্তিত থাকিলেও মজুরী-খরচার পরিবর্তন হইতে পারে; একই শ্রমিক যদি একই মজুরী লইয়া অধিক উৎপাদন করিয়া দেয়, তাহা হইলে মালিকের পক্ষে প্রতিটি সামগ্রী উৎপাদনের গড় খরচা কমিয়া যাইবে। সুতরাং অন্যান্য উৎপাদক-উপাদানে খরচা বৃদ্ধি না করিয়া মালিক যদি মজুরী বৃদ্ধি করে এবং বর্ধিত মজুরী পাইয়া শ্রমিকগণ মজুরী বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশী উৎপাদন করিয়া দেয়, তাহা হইলে মালিকের নিকট মজুরীর জন্য ব্যয় বাড়িল বটে কিন্তু মজুরী-খরচা কমিল। যথা ৫ জন শ্রমিককে ৫০০ টাকা বেতন দিয়া মালিক ৫০০টি কলম উৎপাদন করিত; এক্ষেত্রে প্রতিটি কলম পিছু মালিকের মজুরী-ব্যয় হইত ১ টাকা। কিন্তু পাঁচটি শ্রমিককে ১০০০ টাকা মজুরী দেওয়ায় ২০০০টি কলম উৎপাদিত হইল, মজুরী বৃদ্ধি হইলেও প্রতিটি কলমের জন্য প্রদত্ত মজুরী ১ টাকা হইতে ৫০ পয়সায় হ্রাস পাইবে: মজুরী (Wage) বৃদ্ধি হইল কিন্তু মালিকের নিকট মজুরী-খরচা (Wage ccst) হ্রাস পাইল।

মজুরী খরচার গুরুত্ব

সুতরাং মালিকের স্বার্থ যে কম মজুরী প্রদানে এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। মালিকের আসল স্বার্থ হইল কম মজুরী-খরচায়—অর্থাৎ মজুরীর হিসাবে প্রতিমাত্রা উৎপাদনের খরচা হ্রাসে (অর্থাৎ মজুরী অনুপাতে উৎপাদনের বৃদ্ধিতে)। সুতরাং মজুরী কম দিলেই যে মালিকের লাভ হইবে

এবং মজুরী বেশী দিলেই যে মালিকের লোকসান হইবে—এরূপ ধারণা করা ভুল। সস্তার সামগ্রী যেমন আখেরে লোকসানের সামগ্রীতে পরিণত হইতে পারে, সস্তার শ্রমিকও ঠিক সেইরূপ প্রকৃত পক্ষে লাভজনক না হইয়া লোকসানই ঘটাইয়া দিতে পারে। অল্প মজুরী জীবনযাত্রা নির্বাহের মান (standard of living) নিচু রাখিয়া দেয় এবং এই নিচু জীবনযাত্রার মান কর্মক্ষমতার (efficiency) স্বল্পতা ঘটায়। অন্ন বস্ত্রহীন এবং অবকাশ বঞ্চিত শ্রমিক অধিক বেতনভোগী শ্রমিকের সহিত সমানভাবে উৎপাদনক্ষম হইতে পারে না। ততটা সহজভাবে তাহারা আধুনিক শিল্পের কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, ততটা উদ্যোগ-প্রতিভা বা ততটা দায়িত্বপূর্ণ কার্যের পক্ষে নিজেদের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে পারে না। যে দেশে শ্রমিকদের মজুরী কম সে দেশে পণ্য উৎপাদনের খরচাও যে কম এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, অধিক মজুরীর দেশ যে অল্প মজুরীর দেশের সহিত শিল্প প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তাও নাই।

সস্তার শ্রমিকই লাভ জনক নহে

বেশী মজুরী দিলে জীবন যাত্রার মান উন্নীত হয় ও দক্ষতা বাড়ে

তবে এরূপ উপসংহার করাও ভুল হইবে যে অল্প মজুরীর দেশে যদি সহসা মজুরীর হার বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে এই মজুরীর বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম ক্ষমতার বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হইবে এবং কর্ম ক্ষমতার বৃদ্ধি প্রতিফলিত হইবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে। মজুরী বৃদ্ধির দ্বারা জীবন যাত্রার মান উঁচু করা সময় সাপেক্ষ এবং জটিল মনস্তত্ত্বের সহিত সম্পর্কিত ; এইরূপ দীর্ঘ সময়ের হিসাব মালিকরা করে না এবং সেই কারণে ইচ্ছাকৃত ভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক মজুরী দিতে মালিকগণ নিজ হইতে সহসা অগ্রসর হয় না।

উচ্চ মজুরীর হার আরও দুইভাবে মালিকের পক্ষে লাভ জনক হইতে পারে। প্রথমতঃ, কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক অন্যান্য অনুরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় নিজের প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর হারে মজুরী প্রদান করিলে শ্রমিকের বাজার হইতে ভাল ভাল শ্রমিক নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবে। দক্ষ শ্রমিকগণ অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে না যাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠানেই আসিবে—সুতরাং উচ্চ মজুরীর জালে দক্ষ শ্রমিকদিগকে সে ছাঁকিয়া তুলিয়া

দক্ষ শ্রমিক টানিয়া লওয়া যায়

লইতে পারিবে। অতএব তাহার উৎপাদিত সামগ্রী অন্যান্য উৎপাদন-কারীদিগের তুলনায় গুণের দিক হইতে অনেক উৎকৃষ্ট হইবে এবং পরিমাণে অনেক বেশী হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অধিক মজুরী প্রদান করিয়া

স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য

শ্রমিকদিগের নিকট হইতে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য পাওয়া যাইবে তাহা মালিকের পক্ষে কম লাভজনক নহে। ইহাতে শ্রমিকগণ সন্তুষ্ট চিত্তে এবং সর্বান্তঃকরণে মালিকের জন্য পরিশ্রম করিবে এবং মালিক লাভবান হইবে।

জীবনধারণ তত্ত্ব, অবশিষ্টাংশ দাবি তত্ত্ব এবং মজুরী তহবিল তত্ত্ব—Subsistence Theory, Residual Claimant Theory and Wages Fund Theory

(ক) **জীবনধারণ তত্ত্ব**—(Subsistence Theory) ন্যূনতম ব্যয়ের দ্বারাই মজুরী নির্ধারিত হয় বলিয়া যে তত্ত্ব ভূম্যেকবাদী (Physiocrats) নামে অভিহিত প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌গণ প্রচার করিতেন তাহাই জীবন ধারণ তত্ত্বরূপে পরিচিত। শুধু যে ভূম্যেকবাদীগণই এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে, এ্যাডাম স্মিথ্ এবং ডেভিড রিকার্ডোর নামও এই তত্ত্বের সহিত

নিছক জীবন ধারণের ব্যয় মজুরী নির্ধারিত করে

জড়িত আছে। এই তত্ত্বের মূল কথা হইল যে সামগ্রীর নিয়মিত দাম যেরূপ উহার উৎপাদন খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেইরূপ শ্রমের নিয়মিত দামও, অর্থাৎ মজুরীও, শ্রমিকের ন্যূনতম জীবন ধারণের ব্যয়ের দ্বারাই নির্ধারিত হয়; শ্রমিকের জীবন ধারণের ব্যয় যেন শ্রমের উৎপাদন খরচা। মজুরী যদি কখন অধিক হয় তাহা হইলে অধিক উপার্জনের দরুন শ্রমিককুল অধিক সন্তান সন্ততি ভরণ পোষণে সক্ষম হইবে; উহাতে শ্রমিকের যোগান বাড়িবে, মজুরী কমিবে। অপর পক্ষে মজুরী যদি জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় অপেক্ষাও কম হয় তাহা হইলে ভরণপোষণের উপায়ের অভাবে লোকসংখ্যা কমিবে ও শ্রমিকের যোগান হ্রাস হইবে। ইহাতে মজুরী বাড়িয়া জীবন ধারণের ব্যয়ের সহিত সমতা লাভ করিবে।

সমালোচনা—(১) জীবন ধারণের তত্ত্ব অত্যধিকমাত্রায় নৈরাশ্যবাদী (pessimistic)। ইহা শ্রমিকের পক্ষে উন্নত জীবনযাত্রার মান যে সম্ভব তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। এই তত্ত্বের ইঙ্গিত হইল যে শ্রমিকরা

নিম্নতম মানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে বাধ্য। তাই ইহার আর একটি নাম দেওয়া হয় লৌহ নিয়ম (Iron law of wage)। ম্যালথাসের জনসংখ্যা সম্পর্কিত নিয়মের সহিত ইহার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। উহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই তত্ত্ব গঠিত।

(২) মজুরীর বৃদ্ধি যে উন্নত জীবন যাত্রার মান সৃষ্টি করিতে পারে, উহাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ হয় এবং বেশী মজুরী বজায় থাকে, ইহা এই তত্ত্ব বিবেচনা করে না।

(৩) অনেক সময়ে সাধারণতঃ যাহাকে ন্যূনতম জীবন ধারণের ব্যয় বলিয়া ধরা হয় তাহা না পাইলেওএকদল শ্রমিক শ্রমপ্রদান করিতেছে এইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জীবন ধারনের ন্যূনতম ব্যয় বলিয়া কোন স্থির নির্দিষ্ট স্তর নাই; যে মিষ্টান্ন খাইত অবস্থাগতিকে তাহাকে শাকান্ন গ্রহণেও বাধ্য হইতে হয় এবং যে দুইবেলা অন্ন খাইত অবস্থাগতিকে তাহাকে মাত্র একবেলা অন্ন গ্রহণেও বাধ্য হইতে হয়।

(৪) এই তত্ত্ব সকল শ্রমিককেই এক পর্যায়ের বলিয়া গণ্য করে, এবং বিভিন্ন পেশায় বা কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকের মধ্যে মজুরীর হারে কি কারণে পার্থক্য থাকে তাহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ইহা প্রদান করিতে পারে না।

(খ) অবশিষ্টাংশ দাবীদার তত্ত্ব—(Residual Claimant theory) এই তত্ত্ব একটি অবশিষ্টাংশের কল্পনা করে এবং এই অবশিষ্টাংশ হইতে শ্রমিকদের প্রাপ্য মিটানো হয় বলে। একটি শিল্পে মোট উৎপাদনের পরিমাণ হইতে অন্যান্য উৎপাদক উপাদান, যথা—ভূমি, পুঁজি এবং ব্যবস্থাপনার দরুন প্রদেয় খাজনা, সুদ এবং মুনাফা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, শ্রমিকগণ মজুরীর জন্য ঐ অবশিষ্টাংশ দাবি করিতে পারে। জেভন্স বলেন "খাজনা, কর এবং সুদ বাদ দিলে তাহার উৎপাদনের অবশিষ্টাংশ যাহা থাকে শ্রমিকের মজুরী চূড়ান্তভাবে তাহারই সমান হয়"। ["The wages of a working man are ultimately coincident with what he produces after the deduction of rent, taxes and the interest on capital" —Jevons.] জীবন ধারণ তত্ত্বের ন্যায় এই তত্ত্ব ততটা নৈরাশ্যবাদী নহে; এই তত্ত্ব মজুরী বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্বীকার করে; মজুরী বৃদ্ধি ঘটিতে পারে

অন্যান্য উপাদানকে দিয়া বাকী যাহা থাকে

শ্রমিক যদি উৎপাদন বাড়াইয়া যে অবশিষ্টাংশের উপর তাহার দাবি আছে সেই অবশিষ্টাংশ বাড়াইতে পারে।

সমালোচনা :—(১) অবশিষ্টাংশ দাবিদার তত্ত্ব শ্রমের যোগানের দিক সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে। শ্রমের যোগান কিসের উপর নির্ভর করে সে সম্পর্কে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ নীরব।

(২) অবশিষ্টাংশ কেন যে শ্রমিকের প্রাপ্যের সহিত সম্পর্কিত হইবে এ সম্পর্কেও এই তত্ত্ব কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে না। বরং শ্রমিকের মজুরী পূর্বেই প্রদান করা হয় অথবা প্রদানের জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ থাকিতে হয়; এবং শুধু মজুরীরই নহে, খাজনা ও সুদও প্রদান করিবার পর যাহা থাকে তাহা অগ্রেপ্রণার পারিশ্রমিক (অর্থাৎ মুনাফারূপে) বিবেচনা করাই যুক্তি-সঙ্গত।

(৩) চাহিদার পরিবর্তনের দ্বারা সামগ্রীর দাম যদি এরূপ ভাবে হ্রাস পায় যাহাতে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলিকে পারিশ্রমিক প্রদান করিবার পর কিছু অবশিষ্টাংশ না থাকে, তাহা হইলে কি ইহাই বুঝাইবে যে শ্রমিকগণ কোনরূপ পারিশ্রমিক না লইয়াই শ্রম প্রদান করিয়াছে?

(৪) খাজনা, সুদ এবং মুনাফা যে অপরিবর্তিত থাকিবেই এইরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা যদি অবশিষ্টাংশের বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে সে উৎপাদন বৃদ্ধিতে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলি কোনরূপ অতিরিক্ত অবদান বহন করে নাই এইরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক ও অবাস্তব।

(গ) **মজুরী তহবিল তত্ত্ব**—(Wages Fund Theory) মজুরী-তহবিল তত্ত্বের দ্বারা ইহাই প্রচার করা হয় যে মজুরী প্রদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট তহবিল থাকে এবং এই তহবিলের পরিমাণের দ্বারা মজুরী নির্ধারিত হয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের নাম এই তত্ত্বের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। জনসংখ্যা এবং পুঁজির অনুপাতের উপর মজুরী নির্ভরশীল; প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক ভাড়া করিবার জন্য চল্‌তি পুঁজির (circulating capital) যে অংশ ব্যয়িত হয় তাহাই মজুরী তহবিল; এই মজুরী তহবিলের পরিমাণ এবং ভাড়া খাটিতে ইচ্ছুক শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা, এই দুইটির অনুপাতের দ্বারাই মজুরী নির্ধারিত। আরও সরলভাবে বলিতে গেলে বলা চলে যে শিল্প-মালিকগণ চলতি পুঁজির একটি নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকের

মজুরী দিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পৃথক করা থাকে

মজুরী দিবার জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া দেয়। চলতি পুঁজির এই পৃথক ভাবে রক্ষিত অংশ হইল মজুরী তহবিল এবং এই তহবিল হইল বহুলাংশে নির্দিষ্ট পরিমাণ। এই পরিমাণই স্থির করিয়া দেয় মালিক কতজন শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারে; সুতরাং বেশী শ্রমিক নিয়োগ করিলে মজুরী তহবিলের উপর অধিক চাপ পড়িয়া মজুরী হ্রাস পায়। অপর পক্ষে শ্রমিকের যোগান হ্রাস পাইলে একই মজুরী তহবিল হইতে বেশী মজুরী দেওয়া সম্ভব হয়।

সমালোচনা:—(১) বিভিন্ন শ্রমিক-সমষ্টির মধ্যে মজুরীর পার্থক্য কেন ঘটে তাহা মজুরী তহবিল তত্ত্ব (wages fund theory) ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

(২) মজুরী তহবিল রূপে কোনও স্থির নির্দিষ্ট তহবিল থাকিতে পারে না। যে জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতে মজুরী প্রদান করা হয় তাহা অপরিবর্তনীয় ভাণ্ডার নহে; তাহা চলমান প্রবাহ। অপরিবর্তনীয় তো দূরের কথা, বরং পরিবর্তনযোগ্যতাই উহার বৈশিষ্ট্য।

(৩) উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা মুনাফা বৃদ্ধির পরিপূর্ণ সম্ভাবনা আছে জানিয়াও মালিকগণ একটি নির্দিষ্ট মজুরী তহবিল আঁকড়াইয়া থাকিবে, শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি করিবে না অথচ অন্যান্য শিল্প হইতে শ্রমিক অধিকতর সংখ্যায় আসিয়া ঐ শিল্পে যোগদান করিবে, ইহা ঘটিতে পারে না। এই তত্ত্ব অনুমান করে যে শ্রমের চাহিদা অপরিবর্তিত থাকিবে, সুতরাং যোগান বৃদ্ধি হইলে মজুরী কমিবে। বাস্তবক্ষেত্রে যখনই সুস্পষ্ট লাভের আশা থাকিবে তখনই মালিক ঋণের জন্য প্রস্তুত হইয়াও শ্রমিকের চাহিদা বাড়ায় এবং বেশী লাভ হইবে এই আশায় বেশী মজুরী প্রদান করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

(৪) লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি হইলে মজুরী হ্রাস পাইবে, মজুরী তহবিল তত্ত্বের মধ্যে এইরূপ ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ মানুষ শুধু খাইতেই আসে না, উৎপাদন করিতেও আসে।

মজুরী, শ্রমের চাহিদা ও যোগান—Wages, Demand and Supply of Labour

মজুরী হইল শ্রমের জন্য প্রদেয় দাম; শ্রমিক তাহার শ্রম বিক্রয় করে ও

মালিক ঐ শ্রম ক্রয় করে। ক্রয় বিক্রয়যোগ্য এই কার্যের দাম, সাধারণ ক্রয় বিক্রয় যোগ্য সামগ্রীর দাম যে ভাবে নির্ধারিত হয় সেই ভাবে নির্ধারিত হওয়াই স্বাভাবিক। সামগ্রীর দাম নির্ধারিত হয় যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যে ভারসাম্য উপস্থিত হয় সেই ভারসাম্যের স্তরে। সময়ানুযায়ী এই ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কখন চাহিদা অধিক সক্রিয় হয়, কখন বা যোগান অধিক সক্রিয় হয়। শ্রমের ক্ষেত্রেও যোগান চাহিদার এই ক্রিয়া উপস্থিত থাকে। শ্রমের যোগান ও শ্রমের চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মজুরী নির্ধারিত হয়।

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য

শ্রমের চাহিদা—শ্রমের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা (Derived demand)। সাধারণ একজন ক্রেতা যখন সাধারণ একটি ভোগ সামগ্রী ক্রয় করে তখন ঐ সামগ্রীটির জন্যই সামগ্রী ক্রয় করে। তাহার নিকট সামগ্রীটির চাহিদা হইল চূড়ান্ত চাহিদা (Ultimate demand)। মালিক কিন্তু শ্রমের চাহিদা করে নিছক শ্রমের জন্যই নহে। সে শ্রমিকের চাহিদা করে শ্রমিকের দ্বারা যে কার্য সম্পাদিত হইবে তাহার জন্যই। শ্রমিকের এই কার্য পরিমাপ করা হইবে নিছক কতখানি সে প্রচেষ্টা করিল তাহার দ্বারা নহে—মালিকের মোট উৎপাদনে বা মালিকের মোট উপার্জনে কতখানি সে যোগ সাধন করিল তাহার দ্বারাই। অর্থাৎ মালিক শ্রমিকের চাহিদা করিবে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী।

শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা

শ্রমিকের এই উৎপাদন ক্ষমতা প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারাই বিচার করা হয়। মোট যতপরিমাণ অপরাপর উৎপাদক উপাদান এবং শ্রমিক একজন মালিক নিয়োগ করিয়াছে তাহার উপর একজন শ্রমিক অতিরিক্ত নিয়োগ করিলে অথবা তাহা হইতে একজন শ্রমিক বাদ দিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে অথবা হ্রাস পাইবে তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা। শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের দ্বারাই মালিক শ্রমিকের চাহিদা স্থির করে। তবে শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট প্রান্তিক উৎপন্ন শুধু শ্রমিকের উপরেই নির্ভর করে করে না। উহা নির্ভর করে দেশের প্রাকৃতিক সম্পত্তির প্রাচুর্য ও উৎকর্ষের উপর এবং সংগঠনের উৎকর্ষ বা কলাকৌশল জ্ঞান ও উহার প্রয়োগের উপর।

প্রান্তিক উৎপাদনের দ্বারা চাহিদা স্থির হয়

শ্রমের যোগান—শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে মোটামুটি চারিটি বিষয়ের উপর। প্রথমতঃ, জনসংখ্যা। যে দেশে জনসংখ্যা কম, সে দেশে শ্রমিকের যোগান কম। জনসংখ্যা বাড়িলে, কাজের সুযোগ বাড়ুক বা না বাড়ুক, শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে। দ্বিতীয়তঃ, জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট অংশ হয় শ্রমিকের সংখ্যা। সাধারণতঃ এই অংশ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ বলিয়া গণ্য করা যায়। এই অনুপাত নির্ভর করে বিদ্যার্জনের বয়স, অবসর গ্রহণের বয়স স্ত্রীলোকেরা চাকুরী করে কিনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর। জনসংখ্যা একই থাকিলেও এই বিষয়গুলিতে তারতম্য হইলে শ্রমিকের যোগানে তারতম্য হইবে। যদি বিদ্যার্জনের বা শিক্ষা প্রদানের সময় কমাইয়া দেওয়া হয়, বা অবসর গ্রহণের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া হয়, বা স্ত্রীলোকেরা বেশী সংখ্যায় চাকুরী করিতে আগাইয়া আসে তাহা হইলে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িবে। বিপরীত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা কমিবে। তৃতীয়তঃ, প্রতিদিন, বা প্রতি সপ্তাহে, বা প্রতিমাসে শ্রমিক কয় ঘণ্টা কাজ করে তাহার উপরেও দেশের মধ্যে শ্রমের যোগান নির্ভর করে; শ্রমিক যদি ৭ ঘণ্টার স্থলে ৮ ঘণ্টা কাজ করে বা ৮ ঘণ্টার স্থলে ১০ ঘণ্টা কাজ করে তাহা হইলে শ্রমিকের সংখ্যা একই থাকিলেও শ্রমের যোগান বাড়ে। অপর পক্ষে শ্রমিক কাজের সময় যদি কমাইয়া দেয় তাহা হইলে শ্রমিকের সংখ্যা সমান থাকিলেও শ্রমের যোগান কমিয়া যায়। চতুর্থতঃ, শ্রমিকের নৈপুণ্যের উপরেও শ্রমের যোগান নির্ভর করে। শ্রমিকের দক্ষতা এবং কাজের মধ্যে ঐ দক্ষতা প্রয়োগের ঐকান্তিক ইচ্ছা শ্রমের যোগান বাড়াইয়া দেয়। বিপরীত ক্ষেত্রে, অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিলে অথবা শ্রমিকরা 'মন্থরগতির নীতি ("go slow" policy) গ্রহণ করিলে শ্রমের যোগান কমিয়া যায় অথচ শ্রম বাবদ মালিকের খরচা বেশীই পড়ে।

শ্রমিকের সংখ্যা

প্রত্যেক শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকের একটি ন্যূনতম যোগান দাম আছে; এই ন্যূনতম যোগান দাম নির্ভর করে বিকল্প শিল্পের আকর্ষণের উপর। একজন শ্রমিক কোন একটি শিল্পে শ্রম দিবার কালে হিসাব করিবে, ঐ শিল্পে শ্রম না দিয়া অপর কোন শিল্পে তাহার শ্রম দিলে কত উপার্জন করিতে পারিত। এই অপর শিল্প হইতে বা তাহার পক্ষে উপযুক্ত অপর যে কোন পেশা হইতে যে আয় একজন শ্রমিক ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রত্যাশা করিতে পারে, কোন একটি

অন্য শিল্প হইতে সম্ভাব্য আয়

বিশেষ শিল্পে শ্রম দিবার কালে ঐ সম্ভাবিত বিকল্প আয়টিকেই সে তাহার ন্যূনতম যোগান দামরূপে বিবেচনা করিবে।

অধিকন্তু, কোন কোন শিল্পে কার্য করিতে হইলে অধিকতর শিক্ষা বা পারদর্শিতা অর্জন করিতে হয় এবং অধিকতর সময় ও অধ্যবসায় প্রয়োগ করিতে হয়। কোন কোন শিল্পে শ্রম অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ এবং সম্মানার্হ। কোনও শিল্পে বা শ্রম করা বিশেষ আয়াসসাধ্য এবং প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্মানজনক নহে। শ্রমিক তাহার ন্যূনতম যোগান দাম নির্ধারণে এই বিষয়গুলিকেও বিবেচনা করিতে বাধ্য হয়।

পারদর্শিতা অর্জনের ব্যয় ও অন্যান্য বিষয়

মালিক বিবেচনা করে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা, সঠিকভাবে বলিতে গেলে, শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের ক্ষমতা এবং উহাই হইবে মালিকের পক্ষে শ্রমের চাহিদা-দাম। শ্রমিক বিবেচনা করে বিভিন্ন বিষয়ের সহিত তাহার শ্রমের বিকল্প দাম এবং উহাই হয় শ্রমিকের যোগান দাম। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে দর কষাকষির দ্বারা যে স্থানে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য উপস্থিত হয় সেই স্থানে মজুরী নির্ধারিত হইবে।

শ্রমের যোগান রেখা—Supply Curve of Labour

শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ ব্যবহার্য সামগ্রীর ন্যায়, শ্রমের যোগানও দামের উপর নির্ভরশীল। শ্রমের দাম, অর্থাৎ মজুরী, যদি বাড়িয়া যায় তাহা হইলে শ্রমের যোগানও বাড়ে। যেখানে পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা সৃষ্টি হয় নাই সেখানে শ্রমের যোগান বাড়ে বেকার লোকে কাজ পায় বলিয়া। কিন্তু দেশে অনেক বেকার থাকিলে মজুরী না বাড়িলেও শ্রমের যোগান সর্বদাই পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে প্রচলিত মজুরীর হারে যতখুশী শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু দেশে বহুলোক বেকার থাকিলেও দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা সর্বত্রই এবং সব সময়েই অল্প বিস্তর সীমাবদ্ধ; বরং ব্যাপক বেকারত্বের সময়ে কোন কোন উপজীবিকায় দক্ষ শ্রমিকের একান্ত অভাব দেখা যাইবে। কারণ দক্ষ শ্রমিক গড়িয়া তুলিবার জন্য যে ব্যয় বহুল শিক্ষণ (training) প্রয়োজন। ব্যাপক বেকারত্বের যুগে ভবিষ্যৎ শ্রমিকদিগকে সেইরূপ শিক্ষণ প্রদান করা

মজুরী বাড়িলে শ্রমের যোগান বাড়ে—বিশেষ করিয়া, দক্ষ শ্রমিকের

অভিভাবকদের পক্ষে বা সমগ্র সমাজের পক্ষে সম্ভব হয় না। অধিকন্তু, কাজের সুযোগ পাইলে তবে হাতে কলমে কাজ শিখিয়া শ্রমিক কালক্রমে দক্ষ হইয়া উঠে; ব্যাপক বেকারত্বের যুগে কাজের সুযোগের অভাবে দক্ষ শ্রমিকের উদ্ভব বাধা পায়। এক্ষেত্রে কোন বিশেষ শিল্পে বা ফার্মে দক্ষ শ্রমিকের যদি যোগান বাড়াইতে হয় তাহা হইলে মজুরী বাড়াইতে হইবে। মজুরী বাড়াইলে এই ধরনের শ্রমিকের যোগান বাড়ে—স্বল্পকালে যোগান বাড়ে কম মজুরীর শিল্প হইতে ঐ শিল্পে শ্রমিক চলিয়া আসে বলিয়া, দীর্ঘকালে যোগান বাড়ে, ঐ ধরনের শ্রমিক (বেশী মজুরীর আকর্ষণে) গড়িয়া উঠে বলিয়া।

কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থানের পরিস্থিতিতে (full employment) যখন কি দক্ষ, কি অদক্ষ, কোন প্রকার শ্রমিকেরই সংখ্যা বাড়াইবার অবকাশ থাকে না, তখন সাধারণভাবে বলিতে গেলে, দেশের মধ্যে শ্রমের যোগান বাড়ে যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকরা দৈনিক বেশী সময় কাজ করে। যে ৬ ঘণ্টা কাজ করিত সে যদি ৭ ঘণ্টা কাজ করে, যে ৭ ঘণ্টা কাজ করিত সে যদি ৮ ঘণ্টা কাজ করে তাহা হইলে শ্রমিকের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিলেও শ্রমের যোগান বাড়ে। পূর্ণ কর্মসংস্থানে শ্রমিকে টান পড়িলেও, মজুরীর হার বৃদ্ধির দরুন, একই লোক বেশী করিয়া কাজ দিতে প্রণোদিত হয় বলিয়া শ্রমের যোগান বাড়ে। একই লোক বেশী করিয়া কাজ করিতে ইচ্ছুক হয়। ইহার অর্থ হইল, শ্রমিক বিশ্রাম কমাইয়া পরিশ্রম বাড়াইতেছে। 'বিশ্রাম' ও পরিশ্রম পরস্পর-বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পরের মধ্যে বদলযোগ্য (substitutable)। মজুরীর হার যদি বাড়িয়া যায়, বিশ্রাম ভোগ তখন ব্যয় বহুল হইয়া পড়িবে—তখন বিশ্রাম করার অর্থ হইল অধিকতর রোজগারের সুযোগ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখা। মজুরীর হার বাড়িলে, অন্যথায় যে সময় বিশ্রাম করিত সে সময়ে লোকে উপার্জনপ্রদ পরিশ্রমে লাগায়। ইহার অর্থ হইল, মজুরীর হার বৃদ্ধির "বদল ব্যবহারজনিত" ফলাফল (substitution effects)। ৫১ নং রেখাচিত্রে OY হইল মজুরী এবং OX হইল শ্রমের পরিমাণ, SS রেখা হইল শ্রমের যোগান রেখা। মজুরী যত বাড়িতেছে, লোকে অবকাশ ভোগের স্থলে বেশী করিয়া পরিশ্রম করিয়া শ্রমের যোগান বাড়াইতেছে।

পূর্ণ কর্মসংস্থানের (Full Employmet) সময়ে এই শ্রমিক বেশী কাজ দিলে তবেই শ্রমের যোগান বাড়ে

কিন্তু শ্রমের এই যোগান যে ক্রমাগতবাড়িতেছেনা (মজুরী বৃদ্ধি সত্ত্বেও) তাহাও SS বক্ররেখা হইতে দেখা যাইতেছে। মজুরীর হার যতই বাড়িতেছে SS রেখা (শ্রমের যোগান) ততই ডানদিকে ঘেঁসিয়া উর্ধ্বমুখী হইতেছে, অর্থাৎ বাড়িয়া যাইতেছে। যথা, SS রেখার B বিন্দুতে দেখা যাইতেছে যে OW′ মজুরীর হারে, শ্রমের যোগান হইল OQ—৬০০০ শ্রমিক-ঘণ্টা (man-hour); এই পর্যন্ত দেখা গেল যে মজুরী বৃদ্ধির দরুন শ্রমের যোগান বেশী বেশী বাড়িতেছে।

কিন্তু মজুরী OW′-এর উপরে যত বাড়িতেছে, ততই শ্রমের যোগান রেখা ডানদিকে ঘেঁসিয়া উপরে উঠিলেও বাঁ দিকে টান হইয়াছে। ডানদিকে হেলিয়া উপরে উঠিবার অর্থ হইল দাম বৃদ্ধির সহিত যোগানে ক্রমাগত বৃদ্ধি; বাঁদিকে হেলিয়া উপরে উঠিবার অর্থ হইল দামবৃদ্ধির সহিত যোগানে হ্রাস। এই রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে শ্রমের মজুরী যখন OW′ হইতে OW-এর মধ্যে, শ্রমের যোগান রেখা তখন B এবং C বিন্দুর মধ্যে। সহজেই লক্ষ্য করা যাইতেছে S এবং B বিন্দুর মধ্যে শ্রমের যোগান রেখা ডানদিকে হেলানো—বেশ চ্যাটালো। কিন্তু B ও C বিন্দুর মধ্যে যোগান-রেখা ডান দিক ঘেঁসিয়া উপরে উঠিলেও বাম দিকের টানে পড়িয়াছে, উহা ততটা চ্যাটালো নহে। অর্থাৎ মজুরী বৃদ্ধির সহিত শ্রমের যোগান বাড়িলেও, বৃদ্ধির হার (rate of increase) কমিয়া গিয়াছে; শ্রমের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of supply of labour) কমিয়া গিয়াছে। কারণ, লোকে যেমন পরিশ্রম করিয়া বিশ্রাম কমায়, তেমনি পরিশ্রমের একটা সীমায় আসিয়া পরিশ্রম কমাইয়া বিশ্রাম নেয়। শ্রমিকের দৈনিক উপার্জন বাড়িলে তাহার বিশ্রাম লইবার আর্থিক ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং পরিশ্রমের যোগান কমিয়া, বিশ্রামের চাহিদা বাড়ে; সুতরাং মজুরীর হার বৃদ্ধির সহিত শ্রমের যোগান বাড়িলেও, কম হারেই উহা বাড়ে। মজুরীর হার বাড়িয়াছে W′ হইতে W-তে, কিন্তু শ্রমের যোগান বাড়িয়াছে Q হইতে Q′-এ মাত্র।

লোকে কতখানি "বিশ্রাম" ও কতখানি "পরিশ্রম" চাহে

ঐ রেখাচিত্রটিকে C বিন্দুটিকে একটি সঙ্কট-বিন্দু (critical point) রূপে ধরা হইয়াছে। শ্রমের যোগান রেখা C বিন্দু হইতেই বামদিকে ঘুরিয়া যাইতেছে—অর্থাৎ মজুরী যত বাড়িতেছে, শ্রমের যোগান তত

কমিতেছে। ইহা যেন উল্টো গিফেন্‌স্‌ প্যারাডক্স। কোন সামগ্রীর চাহিদার ক্ষেত্রে, আয়গত ফলাফল (income effect) যদি বদল ব্যবহার জনিত ফলাফল (substitution effects) অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে দাম কমিলেও, মোট চাহিদা বাড়িবার স্থলে কমিয়া যায়; * মজুরী একটি নির্দিষ্ট স্তর (এ ক্ষেত্রে W-১'৫০ টাকা) অতিক্রম করিবার পর অনেক শ্রমিকের আয় এখন বাড়িয়া যাইবে যে তাহারা শ্রমের যোগান কমাইয়া দিবে; দৈনিক উপার্জন বাড়িয়া যাওয়াতে তাহারা মাসে কম দিন কাজ করিবে (ঘণ্টা পিছু উপার্জন বাড়িলে, দৈনিক কম ঘণ্টা কাজ করিবে)।

মজুরী বাড়িলে, লোকে কম পরিশ্রম করিয়া বেশী বিশ্রাম লইতে চাহিবে।

লোকে উপার্জন বাড়াইতেও চাহে, উপার্জন ভোগ করিতেও চাহে; 'বিশ্রাম' হইল উপার্জন ভোগ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। মজুরী বৃদ্ধি পাইলে, শ্রমিকের উপার্জন বাড়িল, সুতরাং "বিশ্রাম" কিনিবার ক্ষমতা বাড়িল। ইহা হইল মজুরী বৃদ্ধির আয়গত ফলাফল (income effects)। C-বিন্দুর পরে এই income effect মজুরী বৃদ্ধির substitution effect কে (অর্থাৎ বিশ্রামের বদলে শ্রম করিবার ইচ্ছা—বিশ্রাম বিক্রয় করিবার ইচ্ছা) সম্পূর্ণ রূপে কাটাইয়া উঠিয়াছে। মজুরী যখন OW^2 তখন শ্রমের যোগান রেখা D বিন্দুতে। অর্থাৎ শ্রমের যোগান তখন OQ; মজুরী OW হইতে OW^2তে বাড়িয়া যাওয়াতে শ্রমের যোগান OQ^1 হইতে OQতে কমিয়া গেল। ইহার পরেও মজুরী যতই বাড়িতেছে শ্রমের যোগান ততই কমিতেছে।

মজুরীর হারে পার্থক্যের কারণ—Causes of Differences in Wages

সকল শ্রমিক একই হারে মজুরী পায় না। মজুরীর হারে কেন পার্থক্য থাকে তাহার মোটামুটি কারণ নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা চলে:

(১) শিক্ষার দ্বারা শ্রমিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে কিন্তু সকল ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ নাই। সুতরাং উন্নত শিক্ষা আহরণ যাহারা করিতে পারে তাহাদের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা থাকে এবং এই আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার দরুন যে সকল কার্যের ক্ষেত্রে-উন্নত শিক্ষার প্রয়োজন

---

* ইহাকে Giffen's paradox বলে। পৃষ্ঠা ৫৪ দ্রষ্টব্য।

হয় সে সকল ক্ষেত্রে ইহারা অধিকতর মজুরী লাভ করে।

শিক্ষার পার্থক্য

অবশ্য এ সম্পর্কেও যোগানের পরিমাণ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ যদি কোন একটি বিশেষ পেশায় অত্যধিক সংখ্যায় প্রবেশ করে, তাহা হইলে যেমন শিক্ষা প্রয়োজন হয় না এরূপ পেশা অপেক্ষা সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে উহাতে কম উপার্জন হইতে পারে। একজন সাধারণ ট্যাক্সি চালক একজন সাধারণ উকিল অপেক্ষা অধিক উপার্জন করিতে পারে।

(২) কোন কোন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্বাভাবিক ক্ষমতা ও যোগ্যতায় এরূপ পার্থক্য থাকে যে পার্থক্য কোন শিক্ষা প্রদানেও দূরীভূত হয় না। সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারাও

স্বাভাবিক বুদ্ধির্তি

স্বাভাবিক বুদ্ধি বা স্বাভাবিক ক্ষমতাজনিত এই দুষ্প্রাপ্যতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা যায় না। যথা, প্রতি বৎসর একাধিক ছাত্র ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করে কিন্তু ইহাদের মধ্যে কতিপয় মাত্র আপনার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা অসামান্য দক্ষতা অর্জন করে এবং তদনুপাতে বেশী উপার্জন করে।

(৩) বিভিন্ন পেশায় মজুরীর হারের পার্থক্যের আর একটি কারণ হইল ঐ সকল পেশায় নিযুক্ত হইবার সামাজিক সম্মান বা অসম্মান। সমান ক্ষমতা বা শিক্ষা প্রয়োজন হয় এইরূপ দুইটি পেশার মধ্যে একটি যদি সমাজে অধিক

সামাজিক মর্যাদা

সম্মানার্হ হয় তাহা হইলে ঐ পেশাতেই লোকে অধিক নিযুক্ত হইতে চাহিবে, এই কারণেই অধিকতর শিক্ষার প্রয়োজন হয় এইরূপ পেশাতে বেতনের হার অপেক্ষাকৃত কম এইরূপ অনেক সময়েই ঘটে; অথচ উহা অপেক্ষা অনেক কম শিক্ষা প্রয়োজন হয় এইরূপ পেশায় শ্রমিকগণ অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরী লাভ করিতে পারে; একজন ভালো ছুতারের উপার্জন একজন শিক্ষকের উপার্জন অপেক্ষা সেই কারণেই অধিক হইতে পারে।

(৪) কোন কোন কার্য স্বাস্থ্যের পক্ষে এমন কি জীবনের পক্ষেও বিপজ্জনক হইতে পারে, এইরূপ বিপদ সঙ্কুল কার্যে সাধারণতঃ শ্রমিকগণ

কার্য বিপজ্জনক কিনা

আগাইয়া আসে না, শুধু অধিক পরিমাণ মজুরী প্রদানের দ্বারাই এইরূপ কার্যে যোগদানের অনিচ্ছা অতিক্রম করিতে পারা যায়। আর একভাবে বলিতে গেলে এইরূপ কার্যে যোগদানেচ্ছু

শ্রমিকের যোগান এতই অল্প হয় যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরী প্রদান করা অপরিহার্য হইয়া উঠে।

(৫) কোন কোন পেশায় যাহারা সাফল্য অর্জন করে তাহারা খুবই অধিক উপার্জন করে। বিশেষ সাফল্য লাভ করিলে এইরূপ উপার্জন সম্ভব। এই প্রলোভন বহু ব্যক্তিকে ঐ পেশায় আকর্ষণ করে; কোন পেশায় প্রবেশ করিবার পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তিই ভাবে যে তাহার মধ্যে কিছু অসাধারণ দক্ষতা আছে এবং অসাধারণ সাফল্য তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ পেশায় দু একজন ব্যক্তির অত্যধিক উপার্জন থাকিলেও অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তির উহাতে প্রবেশ ঘটার দরুন সাধারণ উপার্জনের স্তর কম হয়; যথা দু একজন আইনজীবির উপার্জন এত অধিক হয় যে উহার দ্বারা এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি আইনজীবির পেশা গ্রহণে অগ্রসর হয় যাহাতে সাধারণ আইনজীবির উপার্জন হয় কম, এমন কি অনেকে ঐ পেশা পরিত্যাগ করিতেও বাধ্য হয়।

বিশেষ সাফল্যের আকর্ষণে অত্যধিক যোগান

(৬) কোন কোন পেশায় বৎসরের বারো মাসেই কার্য থাকে না। যে ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান অনিশ্চিত ও অনিয়মিত সে ক্ষেত্রে মজুরীর হার সাধারণতঃ অধিক হয় কারণ নিয়মিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরীতেও লোকে কার্য গ্রহণে অগ্রসর হয়।

অনিয়মিত কার্য

(৭) কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকের পক্ষে বাড়তি উপার্জনের সম্ভাবনা বা সুযোগ থাকে। এইরূপ পেশাও থাকিতে পারে যেখানে শ্রমিক স্বয়ং অল্প মজুরী পায় কিন্তু শ্রমিকের পরিবারভুক্ত অপরাপর ব্যক্তির পক্ষে কিছু না কিছু উপার্জনের অবকাশ থাকে। কখন কখন আবার এইরূপও হয় যে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করিলে ভবিষ্যতে জীবনে উন্নতিলাভের নানারূপ সুযোগ সুবিধা ঘটে। ঐ স্থানে থাকিবার জন্যই শ্রমিক আপাততঃ কম মজুরীতেও কার্য গ্রহণে অগ্রসর হয়।

বাড়তি উপার্জনের সুযোগ

বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার তুলনা করিয়া বিভিন্ন কারবারে ও পেশায় শ্রমিকের যোগান হয় এবং কোন একটি কারবার বা পেশার আকর্ষণযোগ্যতা

নির্ধারিত হয় উহা হইতে লভ্য মজুরীর দ্বারা নহে, উহার নীট সুবিধার (Net advantages) দ্বারা। সকল শ্রমিক যদি দক্ষতাতে সমান হয় এবং সকল শ্রমিক যদি একটি কার্য ত্যাগ করিয়া অপর কার্যে যাইতে সক্ষমও হয় তাহা হইলেও সকল স্থানে এবং সকল পেশাতে প্রতিযোগিতার দ্বারা মজুরীর হার সমান স্তরে উপনীত হইবে না। যাহা সমতার দিকে ধাবিত হইবে তাহা হইল প্রত্যেক স্থান এবং পেশায় নীট সুবিধা।

অনুভূমিক এবং উর্ধ্বাধ পার্থক্য—কেয়ার্ণক্রস মজুরীর পার্থক্যকে দুই-ভাগে ভাগ করিয়াছেন; এক ধরনের পার্থক্যকে তিনি অনুভূমিক পার্থক্যরূপে (horaizontal difference) এবং অপর এক ধরনের পার্থক্যকে উর্ধ্বাধ পার্থক্য (vertical difference) রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

যখন একই শ্রেণীর শ্রমিকদিগের মধ্যে বিভিন্ন হারে মজুরী দেখিতে পাওয়া যায় তখন উহা মজুরীর অনুভূমিক পার্থক্য। একই শ্রেণীর শ্রমিক বলিতে বুঝাইতেছে এরূপ শ্রমিক যাহাদের দক্ষতা বা শিক্ষার দিক হইতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সাধারণতঃ মজুরীর অনুভূমিক পার্থক্য থাকে আপাত মজুরীর মধ্যে (Nominal wages)—হয়তো দেখা যাইবে আপাত মজুরীর যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে কিন্তু প্রকৃত মজুরী (Real wages) প্রায় সমান। সুতরাং যেখানে দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতার দিক হইতে একদল শ্রমিকের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না, সেখানে আপাত মজুরী সূচিত হয় টাকার অঙ্কে যে মজুরী পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই,—কিন্তু প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে অন্যান্য বিবিধ সুযোগ সুবিধা এবং বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর*।

একই ধরনের শ্রমিকের মধ্যে মজুরীর পার্থক্য

যখন বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকদের মধ্যে মজুরীর হারে বা মোট উপার্জনে পার্থক্য থাকে তখন উহাকে মজুরীর উর্ধ্বাধ পার্থক্যরূপে (vertical difference) গণ্য করিতে পারা যায়। যাহারা বেশী পারিশ্রমিক পায়

*৪৪১-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কেয়ার্ণক্রস মজুরীর অনুভূমিক পার্থক্য বর্ণনার ক্ষেত্রেই "আপাত মজুরী" এবং "প্রকৃত মজুরীর" পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "প্রকৃত মজুরীর সমতার সহিত, বিভিন্ন পেশা এবং স্থানের মধ্যে আপাত মজুরীর পার্থক্য, যথেষ্টই সঙ্গতিপূর্ণ।" [" Differences in nominal wage between occupations and places may be quite consis ent with equality of real wages."]

তাহারাই যে দৈনন্দিন পরিশ্রম করে খুব বেশী অথবা তাহারাই যে অধিক কষ্টকর পরিবেশের মধ্যে কার্য করে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং যাহারা উচ্চতর পারিশ্রমিকের পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছে তাহারা সাধারণ শ্রমিকের তুলনায় অনেক কম আয়াসে অধিক উপার্জন করে এবং স্বাস্থ্যকর এবং সুন্দর পরিবেশের মধ্যে কার্য করে। এই ঊর্ধ্বাধ পার্থক্যের তিনটি কারণ নির্ণয় করিতে পারা যায়।

বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকের মধ্যে মজুরীর পার্থক্য

(ক) সকলের পক্ষে সমান যোগ্যতার অভাব—মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই যোগ্যতায় এবং ক্ষমতায় অনেক পার্থক্য থাকে। প্রকৃতিই মানুষকে মৌলিক গুণের পার্থক্য দিয়াই সৃষ্টি করে। কেহ অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কেহ বা একান্ত স্থূলবুদ্ধি, কাহারও অত্যন্ত প্রখর স্মৃতি শক্তি, কেহ বা কিছুই স্মরণ রাখিতে পারে না। স্বাভাবিক ক্ষমতার এই পার্থক্যের দরুন কোন কোন শ্রমিক তাহার কার্যের উপযুক্ত দক্ষতা সহজেই প্রদর্শন করে এবং কোন কোন শ্রমিক উহা পারে না।

১। যোগ্যতার পার্থক্য

(খ) সকলের পক্ষে সমান শিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগের অভাব—যে সকল কার্যের জন্য জটিল, দীর্ঘকালীন এবং ব্যয়-বহুল শিক্ষার প্রয়োজন হয়,—এই ধরনের শিক্ষা না পাইলে এ কার্য সম্পাদন করা যদি সম্ভব না হয়,—তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরী প্রদান না করিলে উহার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক পাওয়া সম্ভব নহে।

২। শিক্ষার পার্থক্য

(গ) সকলের পক্ষে সমান সুযোগ প্রাপ্তির অভাব—নিছক অধিকতর স্বাভাবিক গুণ সম্পন্ন হইলেই বা বিশেষ ধরনের শিক্ষার জন্য অধিকতর ব্যয় করিলেই যে একজন শ্রমিক অধিক পারিশ্রমিকের কার্য লাভ করিতে পারিবে এরূপ নিশ্চয়তা নাই। বর্তমান সামাজিক কাঠামোতে যথাযথ সুযোগ লাভ করাই এক সমস্যা। সকল শ্রমিক উচ্চতর বেতনের চাকুরী সংগ্রহের সুযোগই পায় না, বা উহার পক্ষে যোগ্যতা অর্জনেরও সুযোগ পায় না।

সুযোগের পার্থক্য

দীর্ঘকালেও কি মজুরীর পার্থক্য চলিতে থাকে? Do Wage Differentials exist even in the long-run?

শ্রমের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা মজুরী নির্ধারিত হয় বলিয়া উপরে যে

আলোচনা করা হইয়াছে উহা সাধারণভাবে শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উহার পিছনে এই অনুমান রহিয়াছে যে সকল শ্রমিকই সমজাতীয় (homogeneous)—একই ধরনের। এই অনুমানের ভিত্তিতেই বলা হইয়াছে যে সাধারণভাবে প্রাকৃতিক সম্পত্তি ও কলাকৌশলজ্ঞান (technology) একদিকে এবং জনসংখ্যা, উহার মধ্যে কর্মরত ব্যক্তির অনুপাত, ঘণ্টা হিসাবে বা দিন হিসাবে কার্যের সময় ও শ্রমিকদের দক্ষতা ও আন্তরিকতা অপরদিকে, ইহাদের দ্বারা, মজুরীর হার নির্ধারিত হয়। কিন্তু ইহা সাধারণভাবে দেশব্যাপি একটি মজুরীর স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভারতে মজুরীর স্তর কম কেন, আমেরিকায় উহা বেশী কেন তাহা ইহার দ্বারা বুঝা যায়।

আসলে একটি দেশের মধ্যে শ্রমিক বলিতে কোনও একটি সমজাতীয় দল (homogeneous group) বুঝায় না। একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের শ্রমিক থাকে। এক এক প্রকার শ্রমিকের যোগান ও চাহিদা এক এক প্রকার বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই বিষয়টি বিবেচনা করিয়া স্যামুয়েলসন বলিয়াছেন, শ্রম নামে কোন একটি মাত্র উৎপাদক উপাদান নাই; সহস্র প্রকার বিভিন্ন ধরনের শ্রম আছে।" ("There is no single factor of production called labour; there are thousands of quite different kinds of labour.") প্রত্যেক পর্যায়ের শ্রমিকের নিজস্ব চাহিদা যোগানের দ্বারা মজুরী নির্ধারিত হয়; সেই জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমের ক্ষেত্রে মজুরীর হারে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। মজুরীর হারের এই পার্থক্যের মধ্যে কতকগুলি হইল সমতা-বিধায়ী (equalising differences) এবং কতকগুলি সমতা-বিধায়ী নহে (Non-equalising differentials)। কার্যের প্রকৃতির পার্থক্য মুছাইয়া দিবার জন্য মজুরীর হারে যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় তাহা সমতাবিধায়ী পার্থক্য; যথা নোংরা, কষ্টসাধ্য বা ঝুঁকি বহুল কার্যের জন্য যে বেশী হারে মজুরী দেওয়া হয় উহাকে কার্যের প্রকৃতিতে পার্থক্যের দরুন ক্ষতিপূরণ প্রদান বলিয়া ধরা যায়। অপেক্ষাকৃত বেশী মজুরী না দিলে এই সকল কার্যে শ্রমিকের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট যোগান হইবে না।

আসলে শ্রমিক বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত

কিন্তু সকল শ্রমিক যদি এক জাতীয় হইত, তাহা হইলে বিভিন্ন

শ্রমিকের মজুরীর মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় ঐ সব পার্থক্যই সমতাবিধায়ী পার্থক্য হইত। আসলে মজুরীর হারে যে পার্থক্য দেখা যায় উহাদের অধিকাংশ পার্থক্যই সমতাবিধায়ী নহে। যে সকল পেশায় মজুরীর হার বেশী, সে সকল পেশায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যে ঝুঁকি কম, আরামও বেশী, সম্মানও বেশী। মজুরীর হারের এইরূপ পার্থক্য (অর্থাৎ যে পার্থক্য কার্যের প্রকৃতির পার্থক্যের দরুন নহে) কেন ঘটে তাহা বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি দুইটি কারণ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(১) শ্রমিকদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য (qualitative differentials)—গুণগত পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন শ্রমিক কারবারের মুনাফা সৃষ্টিতে বিভিন্ন অবদান দেয়। মালিক বুঝিয়া লয় কাহার শ্রম বেশী দামী এবং কাহার শ্রম কমদামী। কতকগুলি কাজ আছে যেগুলির ক্ষেত্রে শ্রমিকের মধ্যে গুণগত পার্থক্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নহে—যে কোন সুস্থ সবল লোক উহা করিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে এবং প্রয়োজন হয়; ইহার জন্যই মালিকের নিকট কাহারও শ্রম বেশী দামী, কাহারও শ্রম কমদামী। এই কমদামী, বেশীদামী বিচার করা হয়, মালিকের মুনাফায়, কে কত যোগ সাধন করে তাহার ভিত্তিতে।

(২) শ্রম সরবরাহের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়াদারী (Imperfect competition or Monopoly in labour supply)—সামগ্রীর বাজারের ন্যায় শ্রমের বাজারেও অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়াদারী আছে। ইহার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে "প্রতিযোগীবিহীন দল" (non-competing groups of labour) থাকে। কৃত্রিম বাধার দ্বারা এইরূপ প্রতিযোগী বিহীন দল সৃষ্টি হইতে পারে যথা আইনের দ্বারা বাধা সৃষ্টি বা শ্রমিকসঙ্ঘের প্রতিরোধ। এইরূপ বাধা বা প্রতিরোধ অপসারিত হইলে হয়তো নূতন শ্রমিক ঐ পেশায় ঢুকিয়া পড়িত এবং প্রতিযোগিতায় মজুরীর হার কমিয়া যাইত। অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ প্রতিযোগিতা সম্ভব হয়, বিশেষ করিয়া দীর্ঘকালে। উনবিংশ শতাব্দীতে

উপরে প্রদত্ত মজুরীর হারে পার্থক্যের কারণ গুলির আর এক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে এখানে বিচার করা হইতেছে।

আমাদের দেশে উকিল ব্যারিষ্টার অনেক উপার্জন করিত বলিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে সকলেই আইন পড়িবার জন্য ঝুঁকিত; বিংশ শতাব্দীতে উকিল ব্যারিষ্টারের সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে অনেকেই ওকালতি না করিয়া জীবিকা অর্জনের জন্য ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের উপার্জন বেশী দেখা যাওয়াতে, সকলেই বিজ্ঞানের ছাত্র হইয়া ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার দিকে যাইতেছে। ইহাতে ঐ সকল পেশায় মজুরী কমিয়া যাইবে এবং বেকারত্ব বা আধা-বেকারত্ব দেখা দিবে। "প্রতিযোগীবিহীন" বা বিশেষত্বশীল শ্রমিকদল থাকিলেও উহাদের মধ্যে যে একেবারে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা নাই তাহা নহে।

কিন্তু এই প্রতিযোগিতা যে বিভিন্ন শ্রমিকদের মধ্যে মজুরীর পার্থক্য মুছিয়া দিবে এরূপও কোন সম্ভাবনা নাই। চাল, গম, আম বা লিচুর মধ্যে যেমন ভাল জাতের এবং খারাপ জাতের পার্থক্য থাকে, শ্রমিকদের মধ্যেও সেরূপ থাকে। স্বল্পকালে তো থাকেই, দীর্ঘকালেও থাকে।

দীর্ঘকালেও মজুরীর পার্থক্য বিলুপ্ত হয় না

কসাই-এর কাজ প্রাণীদেহে অস্ত্রচালনা, শল্য-চিকিৎসক (Surgeon)-এরও কাজ প্রাণীদেহে অস্ত্র (ইহাকে ভদ্রভাবে শল্য বলা হইল) চালনা। কিন্তু কসাই-এর অপেক্ষা শল্য চিকিৎসকের মজুরী অনেক বেশী। আবার শল্য চিকিৎসকের মধ্যে যাহারা টনসিল কাটে তাহাদের মজুরী অপেক্ষাকৃত কম, যাহারা হার্ট অপারেশন করে তাহাদের মজুরী বেশী। দক্ষতার ভিত্তিতে এই রূপ "প্রতিযোগী বিহীন দল" (non competing grops) সকল পেশাতেই দেখা যায়; ইহাদের মধ্যে যে মজুরীর পার্থক্য থাকে তাহা প্রতিযোগিতায় উবিয়া যায় না; উহাদের মধ্যে যে আয়-এর পার্থক্য তাহা খাজনার ন্যায় উদ্বৃত্ত। সুতরাং "প্রতিযোগীবিহীন দলের" অস্তিত্ব থাকে এবং দীর্ঘকালেও মজুরীর পার্থক্য চলিতে থাকে। ("Wage differentials will persist even in the long run." Samuelson)

নারীপুরুষের মজুরীতে পার্থক্য কেন?

প্রায় সকল দেশেই, এমন কি নারী প্রগতির দেশেও, নারী পুরুষের মজুরীর হারে পার্থক্য দেখা যায়; পুরুষ অপেক্ষা নারীর মজুরীর হার কম।

ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, অধিকাংশ কার্যের ক্ষেত্রে শিক্ষাদীক্ষা ও বুদ্ধি ছাড়াও যথেষ্ট শারীরিক ক্ষমতা ও দৈহিক সহ্যশক্তি প্রয়োজন হয়। এই সকল কাজে নারীর তুলনায় পুরুষ বেশী যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ, বহু কারবারে খরিদ্দারেরা নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রমিকের নিকট হইতেই কাজ পাইতে বেশী পছন্দ করে, সুতরাং মালিক নারী শ্রমিক চাহে না। তৃতীয়তঃ, পুরুষের স্বাভাবিক অহমিকার দরুন তাহারা নারীর অধীনে কাজ করিতে চাহে না; সে ক্ষেত্রে নারী অফিসারদের পক্ষে কর্মচারীদের স্বাভাবিক আনুগত্য পাওয়া দুরূহ হয়; ব্যবসায়ীগণ সেই জন্য উচ্চ পদে নারী নিয়োগ করিতে চাহে না। চতুর্থতঃ, নিয়োগকর্তাগণ মনে করে নারী-শ্রমিক অপেক্ষা পুরুষ-শ্রমিক বেশী নির্ভরযোগ্য এবং অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে তাহাদের কামাই কম। বিশেষ করিয়া নারীকে মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া তাহাকে বেশী ছুটি দিতে হয়। পঞ্চমতঃ, অভিভাবকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুত্র-দিগকেই ব্যয়বহুল শিক্ষা দেয় এবং কন্যাদিগকে বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। সেইজন্য মেয়েদের মধ্য হইতে দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় না। নিয়োগকারী-গণও নারী শ্রমিকদিগকে ব্যয়বহুল শিক্ষণ (costly training) দিয়া গড়িয়া তোলা পোষায় না বলিয়া মনে করে। কারণ, ঘরসংসার পাইলেই নারীরা চাকুরী ছাড়িয়া দেয়।

শ্রমিক সঙ্ঘের ক্ষমতার সীমা—Limits to the Power of Trade Unions

শিল্পের লাভযোগ্যতার অনুপাতে শ্রমিকগণ যদি বেশী মজুরী দাবি করে এবং আদায় করে তাহা হইলে সাধারণভাবে দেশের মধ্যে একদিকে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে, অপরদিকে জিনিসপত্রের দাম চড়িয়া গিয়া মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। মজুরী বৃদ্ধির উভয় পরিণতিই সাধারণভাবে শ্রমিকদের স্বার্থের বিরোধী। বেকারত্ব আয়-এর পথ প্রতিরোধ করে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়তি আয় গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু নির্দিষ্ট শিল্পে বা ফার্ম-এর শ্রমিক সঙ্ঘ এইরূপ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া মজুরী বৃদ্ধির দাবি করা হইতে বিরত থাকে না। সমগ্রভাবে দেশের মধ্যে কি ফলাফলে ঘটিবে তাহা বিবেচনা না করিয়া নিজের বর্তমান সদস্যদের জন্য

মজুরী বৃদ্ধির চেষ্টা সকল সময়ে ফলবতী হয় না

কতটা মজুরী বাড়াইয়া লওয়া যায় তাহার জন্যই প্রত্যেক শ্রমিক সঙ্ঘ চেষ্টিত থাকে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট শিল্প অথবা ফার্ম-এর মধ্যে মজুরী বৃদ্ধির এই চেষ্টা কতটা ফলবতী হইবে তাহা কতিপয় নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলিই হইল, কোনও শ্রমিকসঙ্ঘের মজুরী বাড়াইয়া লইবার ক্ষমতার সীমা। এই সীমা প্রধানতঃ তিনটি।

প্রথমতঃ, বদল ব্যবহারের স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of substitution)—অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদক উপাদানগুলি পরস্পরের পরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য। বিশেষ করিয়া, শ্রমিক ও যন্ত্র, এই দুইটির মধ্যে বহুক্ষেত্রেই একের বদলে অন্যটিকে ব্যবহার করা চলে। যন্ত্র কিনিতে গেলে একসঙ্গে বেশী টাকা লাগে, শ্রমিককে দৈনিক বা সাপ্তাহিক বা মাসিক মজুরী প্রদান করিলে একসঙ্গে বেশী টাকা লাগে না। সেই জন্য শ্রমিক যদি সস্তা হয় তাহা হইলে যন্ত্র ব্যবহার করিলে ভবিষ্যতে উৎপাদন ও লাভ অনেক বেশী হইবে জানিয়াও মালিক যন্ত্রের বদলে শ্রমিক ব্যবহার করে। কিন্তু সঙ্ঘের চাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলে এবং বেশী মজুরী দিতে বাধ্য হইলে মালিকগণ শ্রম-আশ্রয়ী যন্ত্রপাতি (labour saving devices) বসানো পোষায় বলিয়া মনে করিবে। যে অনুপাতে উৎপাদনের ক্ষতি না করিয়া শ্রমিকের স্থলে যন্ত্র বসানো বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব হইবে সে অনুপাতে—উহাদের পারস্পরিক দাম ও উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা ইহা বিচার করা হইবে—মালিকগণ এইরূপ বদল ব্যবহার (substitution) সুরু করিবে।

বিবেচ্য বিষয়গুলি হইল:
(১) শ্রম আশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সম্ভাবনা

দ্বিতীয়তঃ, বদল ব্যবহারযোগ্য উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা। শ্রমিকের বদলে অন্য উৎপাদক উপাদান কতখানি ব্যবহার করা সম্ভব, তাহা নির্ভর করে বিকল্প উৎপাদক উপাদানের যোগান বৃদ্ধি করা কতখানি সম্ভব তাহার উপরে। যদি দেখা যায় যে শ্রমিকের বদলে যেসকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে উহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক, উহাদের দাম যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িলে তবেই একটু যোগান বাড়িতে পারে, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি যদি সহজ লভ্য না হয়, তাহা হইলে শ্রমিক সঙ্ঘের মজুরী বৃদ্ধির চাপ সফল হইতে পারে। কিন্তু যদি যন্ত্রপাতি পাওয়া সহজসাধ্য হয়; বিশেষ করিয়া

২। শ্রম আশ্রয়ী যন্ত্রপাতি পাওয়া সহজ কিনা

যন্ত্রপাতির চাহিদা বাড়িবার দরুন উহা বেশী করিয়া উৎপাদন করা পোষায় বলিয়া যদি সস্তায় বিক্রয় করা সম্ভব হয় (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচ লাভ ঘটে), তাহা হইলে শ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষে মালিকদের উপর চাপ দিবার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

তৃতীয়তঃ, উৎপন্ন পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। সংশ্লিষ্ট শিল্পে যে পণ্য উৎপাদিত হয়, খরিদ্দারের নিকট উহার চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়—অর্থাৎ দাম একটু বাড়িলেও তাহারা মোটামুটি সম পরিমাণেই কিনিতে থাকিবে এরূপ যদি হয়,—তাহা হইলে মালিক শ্রমিক সঙ্ঘের দাবি মানিয়া লইয়া বেশী মজুরী দিবে এবং ঐ বাড়তি খরচা দামের সহিত যোগ করিয়া তুলিয়া লইবে। কিন্তু পণ্যের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, দাম বাড়িলে চাহিদা যদি যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহা হইলে শ্রমিকসঙ্ঘের দাবি মালিক সহসা মানিয়া লইবে না ; মানিয়া লইলেও, উহা বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। কারবার বন্ধ হইয়া যাওয়া এবং মজুরী হ্রাস করা—শ্রমিক সঙ্ঘকে যদি এই দুইটি বিকল্পের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে উহাকে দ্বিতীয়টিই বাছিয়া লইতে হইবে।

৩। পণ্যের চাহিদা দাম বাড়িলেই কমিয়া যাইবে কিনা

শ্রমিক সঙ্ঘ ও মজুরীর হার—Trade Unions and Wage-rates

আজকাল সকল দেশেই শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। শ্রমিক সঙ্ঘ হইল এই সঙ্ঘবদ্ধতার ফল। শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হইল শ্রমিকদের নিয়োগের শর্ত বজায় রাখা বা উন্নতি করা। নিয়োগের শর্তের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হইল মজুরীর হার। ব্যক্তিগত ভাবে অর্থাৎ পৃথকভাবে একজন শ্রমিক প্রভাবশালী ও শক্তিশালী মালিকের সহিত সমান জোরের সহিত দর-কষাকষি করিতে পারে না ; শ্রমিক সঙ্ঘের মাধ্যমে তাহারা পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সমবেতভাবে দাঁড়াইতে পারে এবং মালিকের সহিত সমান জোরের সঙ্গে দরাদরি করিতে করিতে পারে। এই দরাদরি দ্বারা শ্রমিক মালিকের নিকট হইতে যথাসম্ভব বেশী মজুরী আদায়ের জন্য চেষ্টা করে। ইহার জন্য আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্কের পথ গ্রহণ করিতে হয়, প্রয়োজন বোধে ধর্মঘট ও অন্যান্য প্রতিবাদের পথও গ্রহণ করিতে হয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে কোন শ্রমিক সঙ্ঘ সংশ্লিষ্ট শিল্পে বা ফার্ম-এ মজুরীর হার বাড়াইতে পারে :

শ্রমিক সঙ্ঘের দ্বারা দাবি আদায়ের পদ্ধতি

প্রথমতঃ, শ্রমিক সঙ্ঘ শিল্পে বা কার্যে শ্রমিকের বেশী যোগান প্রতিরোধ করিতে পারে। শ্রমিকের বেশী যোগান যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, মালিক শ্রমিকের নিকট হইতে "আয়গত উৎপন্ন" (revenue product) যতখানি পায় তাহার ভিত্তিতে যথাসম্ভব বেশী মজুরী দিতে বাধ্য হইবে। শ্রমিক সঙ্ঘ একদিকে সরকারের উপর, অপর দিকে মালিকের উপর নানাভাবে চাপ দিয়া শ্রমিকের যোগান কম রাখিবার জন্য চেষ্টিত হয়। বাহিরের দেশ হইতে যাহাতে লোকাগমন (immigration) না হয় তাহার জন্য তাহারা চাপ দেয় এবং এক একজন শ্রমিক দৈনিক কয় ঘণ্টা কার্য করিবে তাহা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করিবার জন্য চাপ দেয়। নবাগত শ্রমিককে আরও বেশীদিন শিক্ষানবীশ থাকিতে হইবে, যাহারা সঙ্ঘের সদস্য হইবে না তাহাদিগকে মালিক নিয়োগ করিবে না, সঙ্ঘের সদস্য পদ সহজ লভ্য হইবে না প্রভৃতি দাবি শ্রমিক সঙ্ঘ করিয়া থাকে এবং মালিকরা যাহাতে উহা মানিয়া লয় তাহার জন্য চাপ দেয়। সদস্যদিগকেও উহা এরূপ নির্দেশ দিতে পারে যাহাতে তাহারা কর্মব্যস্ততা দেখাইয়াও আসলে কম কাজ করে; শ্রমিকরা কম কাজ করিলে আসলে শ্রমিকের যোগান কমিয়া যায়।

১। শ্রমিকের যোগান সঙ্কুচিত রাখা

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমের যোগান সঙ্কুচিত রাখিবার দিকে ততটা নজর না দিয়া শ্রমিক সঙ্ঘগুলি মালিকের উপর চাপ দিয়া "প্রমাণ মজুরী" (standard wage) যথাসম্ভব বাড়াইয়া লইতে পারে। অনুরোধ উপরোধ এবং প্রয়োজনবোধে ধর্মঘটের এবং আন্দোলনের দ্বারা ইহা প্রমাণ মজুরী বাড়াইবার চেষ্টা করে এবং অনেক সময়ে সফল হয়। ইহার দ্বারাও শ্রমের যোগান সঙ্কুচিত হয়, তবে পরোক্ষভাবে। মজুরীর হার বেশী হইলে, শ্রমিকের চাহিদা যদি কমিয়া যায়, বাড়তি শ্রমিক আপনা আপনি শ্রমের বাজার হইতে বহিষ্কৃত থাকিবে।

২। প্রমাণ মজুরী বৃদ্ধি

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে এরূপ কাজ যদি শ্রমিক সঙ্ঘ করিতে পারে তাহা হইলে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ে; শ্রমিকসঙ্ঘের মজুরী বৃদ্ধির দাবি মালিকগণ ইহাতে পূরণ করিতে সক্ষমও হয়, ইচ্ছুকও হয়। শ্রমের ও সংগঠনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির দ্বারা কিভাবে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও বাজার দাম কমাইয়া চাহিদা বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে শ্রমিক সঙ্ঘ চিন্তা ও চেষ্টা

৩। শ্রমের চাহিদা বাড়ে এরূপ কাজ

করিতে পারে, পণ্যের বিজ্ঞাপনে ও প্রচারকার্যে ইহা মালিককে যথেষ্ট সাহায্য দিতে পারে, অনুরূপ পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক বসাইবার জন্য সরকারের উপর চাপ দিতে পারে। এইরূপ নানাভাবে মালিকের সহিত সহযোগিতা করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘ মজুরী বাড়াইয়া লইতে পারে।

চতুর্থতঃ, শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইবার জন্যও শ্রমিক সঙ্ঘ চেষ্টা করিতে পারে। শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করিয়া প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার (training) উন্নতির চেষ্টা করিয়া, নানারূপ গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়া শ্রমিকসঙ্ঘ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত হইতে পারে। ইহাতে মজুরী বৃদ্ধির সুযোগ বাড়ে এবং দাবি স্বীকৃত হয়।

৪। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা

শ্রমিক সঙ্ঘের দাবি স্বীকৃত হইবার সম্ভাবনা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এইগুলিকে **শ্রমিক সঙ্ঘগুলির ক্ষমতার সীমা** বলিয়া গণ্য করা হয়:

প্রথমতঃ, মোট উৎপাদন খরচার মধ্যে মজুরীর অনুপাত। এমন অনেক শিল্প আছে যেখানে মোট খরচার মধ্যে মজুরীর অনুপাত খুব বেশী। ইহাদের ক্ষেত্রে মজুরীর হার একটু বাড়িলেই মোট খরচার উপর ধাক্কা পড়ে খুব বেশী। সে ক্ষেত্রে, শ্রমিক সঙ্ঘের দাবি প্রতিরোধ করিবার জন্য মালিকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং শ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষে মজুরী বাড়ানো খুব দুষ্কর হয়।

১। মোট খরচার মধ্যে মজুরীর অংশ

দ্বিতীয়তঃ, পণ্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা। পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে শ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষে মজুরী বাড়াইয়া লওয়া কষ্টকর হয়। কিন্তু পণ্যের বাজারে যদি অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়াদারী থাকে, তাহা মালিক নিজের একচেটিয়াদারীর মুনাফা কমাইয়াও শ্রমিক সঙ্ঘের দাবি স্বীকার করিতে পারে।

২। পূর্ণ প্রতিযোগিতা

তৃতীয়তঃ, শ্রমিক সঙ্ঘ কতখানি প্রতিনিধিমূলক উহার উপরেও শ্রমিক সঙ্ঘের ক্ষমতা নির্ভর করে। একটি ফার্মের যত শ্রমিক আছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই যদি শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্য হয় তাহা হইলে শ্রমিক সঙ্ঘটি শক্তিশালী হয় এবং উহার বক্তব্য জোরালো হইয়া উঠে। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে যদি মাত্র একাংশ সঙ্ঘের সদস্য হয়, বা একাধিক শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্ভব হইয়া

৩। কতখানি প্রতিনিধি-মূলক

দলাদলি সৃষ্টি হয় তাহা হইলে শ্রমিক সঙ্ঘ মালিকের উপর যথেষ্ট জোরের সহিত চাপ দিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, শ্রমিক সঙ্ঘের আর্থিক সঙ্গতি। সঙ্ঘের শেষ অস্ত্র হইল ধর্মঘট। কিন্তু ইহার জন্য শ্রমিকদিগকে বেশ কিছুকাল বিনা মজুরীতে দিন কাটাইতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহার জন্য চাঁদা তুলিয়া আগে হইতে ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিতে হয়। ইহা হইতে শ্রমিকদিগকে অর্থ সাহায্য করা হয়। শ্রমিক সঙ্ঘ যত আর্থিক সঙ্গতি সৃষ্টি করিতে পারিবে তত দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের জন্য উহা প্রস্তুত হইতে পারিবে। আর্থিক সঙ্গতিতে না কুলাইলে ধর্মঘটের হুমকি দিলেও এমন কি ধর্মঘট সুরু করিলেও, শেষ পর্যন্ত জোড়াতালি মীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুখরক্ষা করিতে হয়।

৪। আর্থিক সঙ্গতি

মজুরীর হার ও কর্মসংস্থান—Wage Rates & Employment

অনেক সময়ে শ্রমিক সঙ্ঘ চাপ দিয়া মজুরীর হার বাড়াইয়া লইতে পারে কিন্তু সমগ্রভাবে ঐ শিল্পে কর্মসংস্থান কিরূপ হইবে, অর্থাৎ কত শ্রমিক চাকুরী পাইবে এবং কত শ্রমিক বেকার হইবে, তাহা শ্রমিক সঙ্ঘ বলিয়া দিতে পারে না। খুব জোর, পূর্ব হইতে নিযুক্ত আছে এরূপ শ্রমিকের ছাঁটাই প্রতিরোধ করিবার জন্য শ্রমিক সঙ্ঘ চেষ্টা করিতে পারে কিন্তু নিয়মিতভাবে প্রতি বছর বা প্রতি মাসে বা সপ্তাহে একটি শিল্প যত সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া আসিতেছে তাহা অপেক্ষা যদি কম নিয়োগ করে, তাহা হইলে বেকারত্ব বাড়িবে ; শ্রমিক সঙ্ঘ উহার প্রতিবিধান করিতে পারিবে না।

এ সম্পর্কে দুইটি বিপরীত পরিস্থিতি কল্পনা করিতে পারা যায়। একটি পরিস্থিতি হইল যেখানে একটি ফার্ম প্রচুর একচেটিয়া মুনাফা (monopoly profits) পাইতেছে। এক্ষেত্রে শ্রমিক সঙ্ঘের চাপে পড়িয়া মালিক যদি অধিক হারে মজুরী দিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সে একচেটিয়া মুনাফার মধ্যে ঐ চাপ হজম করিয়া লইবে। উহাতে কর্মসংস্থানে তারতম্য হইবে না। এরূপ হইতেও পারে যে একচেটিয়া কারবার না হওয়া সত্ত্বেও মালিক প্রচুর মুনাফা পাইতেছে—হয়তো একজন আঁত্রেপ্রেণা নিজস্ব কর্মদক্ষতার উৎকর্ষের জন্য প্রতিযোগিতামূলক শিল্পেই অন্যান্য আঁত্রেপ্রেণাদের অপেক্ষা অনেক বেশী মুনাফা (super normal profits) অর্জন করে। এরূপ আঁত্রেপ্রেণাও নিজের অতিরিক্ত মুনাফার মধ্যে শ্রমিক সঙ্ঘের বাড়তি দাবি হজম করিয়া লইবে ;

নিজের মুনাফা হইতে শ্রমিকদের বাড়তি টাকা দিয়াও পূর্বের মত সমান সংখ্যক শ্রমিকই সে নিয়োগ করিতে পারিবে। আঁত্রেপ্রণার বিচক্ষণতা এবং উচ্চস্তরের কর্মদক্ষতা নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের (অন্যান্য উৎপাদক উপাদানেরও) উপর ভিত্তি করিয়াই প্রকটিত হয়। ইহারা মুনাফা কমাইয়াও কারবারের বহর বজায় রাখিবে। মোটকথা একচেটিয়া কারবারে, এবং যে কারবারে একচেটিয়াদারী না থাকিলেও প্রচুর লাভ হয় সেখানে, মজুরী বাড়িলেও কর্মসংস্থান কমিবে না। অপর একটি পরিস্থিতি হইল, যেখানে আঁত্রেপ্রণা ঐ ধরনের শ্রমিকের একমাত্র নিয়োগকর্তা, যথা টেলিফোন কোম্পানী টেলিফোন মেকানিকদের একমাত্র নিয়োগ কর্তা, রেলকোম্পানী ট্রেনের এঞ্জিন চালকদের একমাত্র নিয়োগ কর্তা (monopsonist)। এক্ষেত্রে দরকষাকষির ব্যাপারে মালিকদের কাছে শ্রমিকরা খুবই দুর্বল। শ্রমিকসঙ্ঘ "যৌথ দর কষাকষির (collective bargaining) ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের এই স্বাভাবিক দৌর্বল্য দূর করে। তখন তাহারা সমানে সমানে যুঝিতে থাকে।" শ্রমিকরা মালিকের অপেক্ষাও শক্তিশালী হয় না, আবার মালিকও শ্রমিকদের অপেক্ষাও শক্তিশালী থাকে না। এক্ষেত্রে শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির চাপ দিলে এবং সে চাপ সফল হইলে, মালিকের শোষণ ক্ষমতাই পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যায় মাত্র, লোক নিয়োগের ক্ষমতা কমে না। এইরূপ নিয়োগকর্তা পূর্বে যেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মজুরী অপেক্ষাও কম মজুরাতে লোক নিয়োগ করিত এক্ষেত্রে (শ্রমিক সঙ্ঘের চাপে) শ্রমের বাজারের সাধারণ রেটেই মজুরী দিবে। ইহাতে কর্মসংস্থানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে না। এমনকি কখনও কখনও এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিকসঙ্ঘের চাপে মজুরী বাড়িলে, শ্রমিক নিয়োগ বাড়িয়া যাইতে পারে—যদি শ্রমের একচ্ছত্র ক্রেতা পণ্যেরও একচ্ছত্র বিক্রেতা হয় (monopoly in the Product Market and Monopsony in the Factor Market)।

সাধারণ পরিস্থিতিতে, যেখানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রমের নিয়োকর্তারূপেও প্রতিযোগিতা আছে, আবার পণ্যের বিক্রেতারূপেও প্রতিযোগিতা আছে, সেখানে শিল্পপতিরা শ্রমিকসঙ্ঘের চাপে মজুরী বাড়াইতে বাধ্য হইলে শ্রমিকের নিয়োগ কমাইয়া দিবে। উৎপাদক উপাদানের বাজারে এবং পণ্যের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা হইলে মজুরীর হার শ্রমিকের "প্রান্তিক উৎপন্নের" (marginal product) সমান। শ্রমের প্রান্তিক

উৎপন্নই মালিকের পক্ষ হইতে শ্রমের চাহিদা নির্ধারণ করে। বেশী শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপন্ন ক্রমশঃ কমিয়া আসে—সেইজন্য মালিকের পক্ষ হইতে শ্রমিকের চাহিদা রেখা ডানদিক ঘেঁসিয়া নিম্নগামী (downward sloping demand curve for labour)—ক্রেতাদের নিকট পণ্যের চাহিদারেখা যেরূপ। এক্ষেত্রে দাম বাড়িলে চাহিদা কমিবে—শ্রমিকের ক্ষেত্রেও, পণ্যের ক্ষেত্রেও। মজুরী বাড়িলে উহা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্ন অপেক্ষা বেশী হইয়া যাইবে। সুতরাং মালিককে যদি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে শ্রমিক নিয়োগ কমাইয়া দিতেই হইবে। পণ্যের বাজারেও প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া বাড়তি মজুরী দামের সহিত যোগ করিয়া বাড়তি দাম আদায় করা সম্ভব নহে, উহা করিবার চেষ্টা করিলে, পণ্যের চাহিদা এত কমিয়া যাইবে যে কারবার বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। অতএব মজুরী বাড়িলে, বেকারের সংখ্যা বাড়িবে।

এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে মজুরীর হার বৃদ্ধি করিলে কখনও কখনও কর্মসংস্থান একই থাকিতে পারে, কখনও বাড়িতেও পারে, কখনও কমিতেও পারে।

Questions & Hints

1. Discuss the marginal productivity theory of wages. (B. A. Part I 1962) [ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পৃষ্ঠা ৪০২-১০ দ্রষ্টব্য]

2. Discuss briefly the main theories of wages. Why are the earnings of skilled surgeons higher than those of butchers? (B. A. Part I 1963) [জীবনধারণ তত্ত্ব, অবশিষ্টাংশ দাবি তত্ত্ব, মজুরী তহবিল তত্ত্ব : পৃষ্ঠা ৪৪৮-৫১ ; চাহিদা-যোগানের তত্ত্ব : পৃষ্ঠা ৪৫১-৫৩ ; নিপুন শল্য চিকিৎসকের মজুরী বেশী কেন? পৃষ্ঠা ৪৬৪]

3. What are the factors that determine the level of wages in a country? (B. Com. Part I 1964) [চাহিদা যোগানের তত্ত্ব : পৃষ্ঠা ৪৫১-৫৩]

4. Write a note on 'Economy of high wages,' (B. Com. Part I 1963) [পৃষ্ঠা ৪৪৫-৪৭]

5. Explain the factos which account for differences in wages (a) between different occupations and (b) between men and women in the same occupation. (B. A. 2yr. 1962)
[পৃষ্ঠা ৪৬২-৬৫]

6. How can you explain why higher wages may either increase or decrease the quantity of labour supplied (B. A. Part I 1967) [পৃষ্ঠা ৪৫৪-৫৭]

7. Under what conditions can a trade union raise the level of wages in a particular industry ? (B. A. 2yr. 1961) What are the circumstances in which a trade union can raise the wage-rate in a particular industry ? (B. A. O/R Part I 1965 ; 1967) [পৃষ্ঠা ৪৬৫-৬৬ ; ৪৬৯-৭০]

8. Discuss the limits to the power of trade unions to raise wages in a single industry ? (B. A. 2yr. 1964) Explain the circumstances in which a trade union can raise the wage rate in the industry (B. A. Part I 1962 ; B. Com, Part I 1965 ; North Beng. Un. 1963) [পৃষ্ঠা ৪৬৫-৬৬ ; ৪৬৯-৭০]

9. Explain how and to what extent the trade unions can raise the level of wages. (Burd. 1965) [How : পৃষ্ঠা ৪৬৭-৬৮
To what extent : পৃষ্ঠা ৪৬৯-৭০]

10. "Unions can raise real and money wages in a particular industry but the result will be less employment." Evaluate the degree of truth in the statement. (B A. Part I 1966) [পৃষ্ঠা ৪৭০-৭২]

11. Distinguish between "equalising differential" and "non-equalising differentials' in wages. Do wage differentials persist even in the long run ? [পৃষ্ঠা ৪৬১-৬৫]

12. "There is no single factor of production called labour; There are thousands of quite different kinds of labour." (Samuelson) Discuss. [পৃষ্ঠা ৪৬১-৬৫]

13. "Many an employer has found that too low wages are bad business even from a hardboiled dollars-and-cents standpoint." (Samuelson) Discuss [জীবনধারণের মান উন্নীত হইলে উৎপাদন দক্ষতা বাড়ে : পৃষ্ঠা ৪৪৫ Economy of high wages :
পৃষ্ঠা ৪৪৫-৪৭]

14. "There are limits to the wage increases which any particular trade union can secure for its members." (Benham) Discuss [পৃষ্ঠা ৪৬২-৬৬ ; ৪৬৯-৭০]

15. "A trade union which succeeds in raising the wages of workers in a particular industry, other wages remaining more or less where they were, may thereby reduce employment in that industry" (Benham) Discuss the statement. [মজুরীর হার ও কর্মসংস্থান পৃষ্ঠা ৪৭০-৭২]

"The results of collective bargaining will differ according to the circumstances in the markets for the factor and the products (*Stonier & Hague*)-Discuss [পৃষ্ঠা ৪৭০-৭২]

ষোড়শ অধ্যায়

মুনাফা

(Profit)

মুনাফা—সাকুল্য ও নীটমুনাফা—Profit.—Gross and Net Profit.

মুনাফা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহা হইল কোন সামগ্রী উৎপাদন করিতে যে ব্যয় নির্বাহ করিতে হয় এবং উহা বিক্রয় হইতে যে মূল্য পাওয়া যায় ঐ দুইটির মধ্যে পার্থক্য। মুনাফা হইল খরচা বাদ দিয়া উদ্বৃত্ত। সামগ্রীর বিক্রয় হইতে আঁত্রেপ্রণা যে মোট মূল্য পাইয়া থাকে ঐ মূল্যের মধ্যে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক অন্তর্ভুক্ত থাকে; অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের প্রাপ্য পারিশ্রমিক আঁত্রেপ্রণা উহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয় এবং উহা করিবার পর তাহার নিজের নিকট যে অবশিষ্টাংশ থাকে তাহাই হইল আঁত্রেপ্রণার প্রাপ্য মুনাফা।

মুনাফা "সাকুল্য মুনাফা" (Gross profit) বা "নীট মুনাফা" (Net profit) হইতে পারে। সাধারণভাবে মুনাফা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সাকুল্য মুনাফা, কিন্তু মুনাফা বলিতে "নীট মুনাফা"কেই বুঝানো উচিত। যাহাকে সাকুল্য মুনাফা বলা হয় তাহার মধ্যে অনেক কিছু উপাদান থাকিতে পারে যাহা যথার্থ মুনাফা পদবাচ্য নহে। এই উপাদানগুলিকে বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই যথার্থ মুনাফা, অর্থাৎ নীট মুনাফা (Net profit)। এই উপাদানগুলির প্রথম হইল ব্যবস্থাপনার উপার্জন (Earning of management); যেক্ষেত্রে শিল্পের মালিক স্বয়ং ব্যবস্থাপক বা পরিচালক সে ক্ষেত্রে তাহার মালিকানা হইতে উদ্ভূত আয় এবং ব্যবস্থাপনা হইতে উদ্ভূত আয় এই দুইটির মধ্যে কোনও পার্থক্য বিধান সাধারণতঃ সে করে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি নিজের পরিশ্রম অপর কোন ফার্মে কর্মচারীরূপে বিক্রয় করিত তাহা হইলে উহার দরুণ সে নিয়মিতভাবে বেতন লাভ করিতে পারিত, সুতরাং ব্যবস্থাপনা হইতে লব্ধ আয় একরকম শ্রমলব্ধ আয় বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে যৌথপুঁজি কারবারের

মালিকের নিজের ভূমি শ্রম এবং পুঁজির জন্য আয় নীট মুনাফার সহিত যোগ করিলে সাকুল্য মুনাফা হইবে

ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার কার্য সম্পূর্ণই বেতনভোগী কর্মচারীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় আঁত্রেপ্রণা নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া থাকে। এই পুঁজি নিজের শিল্পে বিনিয়োগ না করিয়া যদি সে অপর কোন শিল্পে নিয়োগের জন্য ধার দিত তাহা হইলে উহার দরুন সে সুদ লাভ করিত; অথবা নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ না করিয়া যদি অপর কাহারো নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বিনিয়োগ করিত তাহা হইলে অপর কাহাকেও সুদ দিতে হইত। সুতরাং আঁত্রেপ্রণার নিজস্ব কারবারে নিজস্ব পুঁজির দরুন যে আয় হয় উহাকে সুদ গণ্য করিয়া সাকুল্য মুনাফা হইতে বাদ দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, আঁত্রেপ্রণা অনুরূপভাবে নিজস্ব জমি ব্যবহার করিতে পারে এক্ষেত্রে আঁত্রেপ্রণার নিজের জমির আয় তাহার মোট মুনাফা হইতে বাদ দিয়া তবেই খাঁটি মুনাফার হিসাব করিতে হইবে।

নীট মুনাফা বলিতে বিশেষ করিয়া দুইটি জিনিষ বুঝায়। প্রথমতঃ, কারবার চালাইতে গেলেই আঁত্রেপ্রণাকে এরূপ কতিপয় কার্য করিতে হয় যাহা ঠিক রুটিন মাফিক শ্রম নহে; অর্থাৎ ঠিক নিয়ম-মাফিক ব্যবস্থাপনার পর্যায়ে পড়িবে না। এই কার্যগুলি উচ্চস্তরের পরিচালনার পর্যায়ে পড়ে, যে কার্যের জন্য আঁত্রেপ্রণার বিশেষ ধরনের চিন্তাশক্তি, চাতুর্য বা উদ্যোগ-প্রতিভার প্রয়োজন হইবে। ইহাকে সাধারণভাবে ব্যবসায়ের নীতি বা পদ্ধতি নির্ধারণের কার্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; এই ধরনের কার্যের সহিত নিছক শ্রমিকের কার্যের, এমন কি দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা যাহারা করিয়া থাকে তাহাদের কার্যেরও, সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যবসায়ের মধ্যে অসাফল্যের ঝুঁকি থাকিয়া যায়। কারবার করিলেই যে সাফল্য আসিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই; অনেক সময়ে লোকসানও হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই লোকসানের দায়িত্ব একমাত্র আঁত্রেপ্রণাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আঁত্রেপ্রণা যদি উহার দরুন কিছু প্রাপ্য আশা করে তাহা হইলেই এইরূপ ঝুঁকি লইতে আগাইবে। এই প্রাপ্যও হইল নীট মুনাফার অংশ। এই বিষয়গুলি ব্যতীত যদি আশাতিরিক্তভাবে কোন ফালতো আয় আসিয়া যায় বা একচেটিয়া কারবাররূপে যদি কোন বাড়তি আয় হইয়া যায় তাহা হইলেও উহা নীট মুনাফার মধ্যে ধরিতে হইবে।

মুনাফার উৎপত্তি, খরচার সহিত সম্পর্ক—Origin of Profit, Relation with Cost

যে দাম বর্তমান এবং নিশ্চিত এবং যে দাম ভবিষ্যৎ এবং অনিশ্চিত, মুনাফা হইল এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য। প্রত্যেক আঁত্রেপ্রণা যন্ত্রপাতির দাম প্রদান করিবে, উহাদিগকে চালু রাখিবার ব্যয় বহন করিবে, উৎপাদন প্রক্রিয়া শেষ হইবার পূর্বেই মজুরদিগকে চুক্তিমত মজুরী দিয়া যাইবে; খাজনার ক্ষেত্রেও চুক্তিমত খাজনা দিতে আঁত্রেপ্রণা নিজেকে চুক্তিবদ্ধ করিয়া রাখে। আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিবিধ খরচাও আঁত্রেপ্রণা করিতে বাধ্য থাকে যথা কাঁচা মাল ক্রয়, কারখানার বীমার প্রিমিয়াম প্রদান, সরকারের কর প্রদান ইত্যাদি। আঁত্রেপ্রণার পক্ষে এই সকল খরচাই নিশ্চিত খরচা।

খরচা বর্তমানেই করিতে হইবে কিন্তু আয় কি হইবে জানা নাই

এইগুলি হইল সে যে সুযোগ সুবিধা ও কার্যগ্রহণ করিতেছে তাহার জন্য প্রদেয় দাম। এই দাম অবশ্যই প্রদেয় এবং উহার দরুন ব্যয় বর্তমানেই করিতে হইবে। কিন্তু আঁত্রেপ্রণা বর্তমানে এইরূপ খরচা করিয়া ফেলে, ইহার কারণ হইল সে ভবিষ্যতে একটি আয় আশা করে, যদিও ঐ আয় কিরূপ হইবে তাহা পূর্বে সঠিক সে বলিতে পারে না। তাহার বর্তমানের খরচা হইল নিশ্চিত এবং ভবিষ্যতের উপার্জন হইল অনিশ্চিত। এই নিশ্চিত বিদাইয়া দিয়া অনিশ্চিতের দিকে হাত বাড়ানোই হইল মুনাফার সন্ধান। সুতরাং মুনাফার উৎপত্তি অনিশ্চয়তায়।

সদা পরিবর্তনশীল জগতে ভবিষ্যতের সঠিক হিসাব সম্ভব নহে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক আঁত্রেপ্রণার কার্যের মধ্যে অনিশ্চয়তা থাকা অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক আঁত্রেপ্রণাকে কিছু না কিছু অনিশ্চয়তার পরিবেশের মধ্যে কার্য করিতে হয় এবং উহার দরুন ঝুঁকি বহন করিতে হয়। ভবিষ্যৎ যদি সঠিকভাবে গণনা করা চলিত তাহা হইলে এইরূপ অনিশ্চয়তার অবকাশ থাকিত না, ঝুঁকি গ্রহণের প্রয়োজন উদ্ভূত হইত না, মুনাফার অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। বাস্তবক্ষেত্রে তো দুনিয়া একেই ত্রুটিবহুল, তদুপরি অর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত এবং উহা হইতে উদ্ভূত সমস্যা অধিকতর জটিল। সুতরাং কেহ না কেহ অনিশ্চয়তার বোঝা বহন করিতে বাধ্য থাকিবেই। এই অনিশ্চয়তার বোঝা মালিক শ্রেণীর উপর আরোপিত থাকে।

ব্যবসায়ে এই অনিশ্চয়তা আছে বলিয়াই ঝুঁকি আছে

উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের প্রাপ্য কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহা স্মরণ করিলেই, নিয়মিত মুনাফার সহিত উৎপাদন খরচার সম্পর্ক বুঝিতে পারা যাইবে। অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির প্রাপ্য আমরা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি, কারণ ঐ প্রাপ্য না মিটাইলে, এমন কি মিটাইতে পূর্ব হইতেই স্বীকৃত না হইলে, উহাদের যোগান হইবে না এবং উৎপাদন সম্ভবই হইবে না। সুতরাং পূর্ব হইতেই অগ্রিম প্রণা যে ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া গিয়াছে—সে ব্যয় তাহাকে করিতেই হইবে—সেই ব্যয়ের মত অর্থ তাহাকে সামগ্রীটি বিক্রয় করিয়া তুলিতেই হইবে। ঐ ব্যয় সামগ্রীটির উৎপাদন খরচার (cost of production) অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। প্রায় অনুরূপ কারণেই ব্যবসায়ী তাহার নিয়মিত মুনাফাকে তাহার পণ্যের উৎপাদন খরচার মধ্যে হিসাব করিয়া লইতে প্রণোদিত হয়। ইহার কারণ একজন ব্যক্তি তাহার নিজের ব্যবসা পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধানের জন্য যে শারীরিক এবং মানসিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া থাকে তাহা সে বৃথা যাইতে দিতে চাহিবে না; উহার জন্য সে মনে মনে একটি ন্যূনতম দাম হিসাব করিয়া লইবে। এই হিসাব করিবে,—তাহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অপর কাহারও বেতন ভোগী হইয়া তাহাকে প্রদান করিলে কি পরিমাণে পারিশ্রমিক পাওয়া যাইত তাহার ভিত্তিতে; অর্থাৎ নিজে ব্যবসা না করিয়া অন্য কাহারও ব্যবসা পরিচালনা করিয়া দিলে কত উপার্জন করিতে পারিত তাহার একটি আন্দাজ সে মনে মনে করিয়া লইবে। তখন সে মনে করিবে যে তাহার নিজের ব্যবসা হইতে অন্ততঃ এই পরিমাণ উপার্জন তাহাকে করিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, একজন ব্যক্তি নিজেই যখন একটি ব্যবসায়ের মালিক তখন ঐ ব্যবসায়ের ঝুঁকি তাহাকে সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে—এই ঝুঁকি (risk) অন্য কেহ লইবে না। কিন্তু আমি যদি কোনরূপ ঝুঁকি না লইয়া আরামে একটি নির্দিষ্ট উপার্জন করিতে পারি, তাহা হইলে মিছামিছি ঝুঁকি লইতে যাইব কেন? এমনিই তো ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন নানা সমস্যাসঙ্কুল, তাহার উপর আবার ঝুঁকি কেন? সুতরাং স্বীয় ব্যবসায়ে ঝুঁকির প্রকৃতি এবং ব্যাপকতা অনুযায়ী ব্যবসায়ী তাহার ঝুঁকি গ্রহণের দাম

অন্যান্য উপাদানের প্রাপ্য উৎপাদনখরচার মধ্যে যে কারণে অন্তভুক্ত হয়

সেই কারণেই নিয়মিত মুনাফাও উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত

স্বরূপ একটি ন্যূনতম উপার্জন না পাইলে তাহার পক্ষে ব্যবসায়ের ঝুঁকি গ্রহণ করা পোষাইবে না বলিয়াই মনে করিবে।

অতএব ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসা পরিচালনার পরিশ্রমের জন্য এবং উহার ঝুঁকি গ্রহণের জন্য নিজের একটি ন্যূনতম প্রাপ্য মনে মনে হিসাব করিবে। ইহা পাইলে সে ঐ কারবার চালাইয়া যাইবে, উহা বন্ধ করিয়া দিবে না। ইহা হইল তাহার নিয়মিত মুনাফা; উৎপাদন খরচার মধ্যে এই নিয়মিত মুনাফা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। সামগ্রীর নিয়মিত দাম উহার উৎপাদন খরচার সমান; নিয়মিত মুনাফা উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত না হইলে, ব্যবসায়ী তাহার পণ্য বিক্রয় করিয়া নিয়মিত মুনাফা তুলিতে পারিবে না এবং নিয়মিত মুনাফা তুলিতে না পারিলে ঐ ব্যবসায়ে সে টিকিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য ইহা দার্ঘকালীন বিবেচনার ভিত্তিতে। অল্প সময়ের বিবেচনায়, দামের দ্বারা নিয়মিত মুনাফা নাও উঠিতে পারে। বাজারের চাহিদা যদি কমিয়া যায় ব্যবসায়ী তাহার পণ্য কম দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে পারে। সেক্ষেত্রে তাহার নিয়মিত মুনাফা হয়তো উঠিল না; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া সে উহা সহ্য করিতে পারিবে না। স্থায়ী ভিত্তিতে তাহাকে নিয়মিত মুনাফা উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা উহা উসুল করিয়া লইতে হইবে। অন্যথায় ব্যবসায় জগৎ হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইবে। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ের বিবেচনায় ব্যবসায়ীর নিয়মিত মুনাফা নিয়মিত উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত।

নিয়মিত মুনাফা তুলিতে না পারিলে ব্যবসা ফেল পড়িবে

মুনাফার বৈশিষ্ট্য—Distinguishing Features of Profit

উপরে মুনাফার প্রকৃতির এই আলোচনা হইতে মুনাফার কতিপয় বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়; এই বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য উৎপাদক উৎপাদনের প্রাপ্যের সহিত মুনাফার মৌলিক পার্থক্য দেখাইয়া দেয়:

(১) অপরাপর উৎপাদক উৎপাদনের জন্য প্রদেয় দাম পূর্বেই চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত থাকে এবং পূর্বেই এইরূপ নির্ধারিত হইয়া থাকিবার দরুন উহাদের মধ্যে সুস্পষ্টতা এবং নিশ্চয়তা থাকে। কত পরিমাণ মজুরী প্রদান করা হইবে, কি হারে সুদ প্রদান করা হইবে—এইগুলি চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত থাকে। সুতরাং ঐগুলির দ্বারা যাহারা উপার্জন করে তাহাদের উপার্জনের

মধ্যে অনেকখানি নিশ্চয়তা থাকে। এই নিশ্চয়তার অভাবই হইল মুনাফার প্রধান বৈশিষ্ট্য। উৎপাদনের জন্য আঁত্রেপ্রণা যেব্যয় করিয়াছে, উৎপাদিত সামগ্রীর দাম যদি উহা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে আঁত্রেপ্রণার দ্বারা লভ্য উদ্বৃত্ত অর্থাৎ মুনাফা থাকিবে, অপর পক্ষে দাম যদি উৎপাদন খরচা অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে উদ্বৃত্তের পরিবর্তে ঘাটতি হইবে। উদ্বৃত্ত হইবে কিনা, হইলে কি পরিমাণ হইবে তাহা একান্তই অনিশ্চিত।

নিশ্চয়তার অভাব

(২) অপরাপর উৎপাদক উৎপাদনের জন্য প্রদেয় মূল্য কখনই ঘাটতিমূলক (negative) হইতে পারে না। মজুর কোনদিন পারিশ্রমিক না লইয়া শ্রম দিবে না, ভূস্বামী খাজনা ব্যতিরেকে ভূমি প্রদান করিবে না, পুঁজিপতি সুদ ব্যতিরেকে পুঁজি ব্যবহার করিতে দিবে না। আর ইহাদের পক্ষে ঘর হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া নিজস্ব কার্য অপরকে প্রদান করা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। ইহাদের সহিত তুলনায় মুনাফার বৈশিষ্ট্য হইল যে মুনাফার পরিবর্তে লোকসান হইতে পারে এবং লোকসান (সাময়িকভাবে) হইলেও আঁত্রেপ্রণার কার্যের যোগান হইতে পারে।

ঘাটতিমূলক হইতে পারে

(৩) অন্যান্য উপার্জনের সহিত তুলনায় মুনাফার বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। সমৃদ্ধির সময়ে এবং মন্দার সময়ের মধ্যে মজুরীর হার বা সুদের হার বা খাজনা, ইহাদের পরিবর্তন ঘটে অপেক্ষাকৃত অল্প; পরিবর্তনের যাহা কিছু উগ্রতা তাহা মুনাফার উপরেই বর্তায়। দামের পরিবর্তন ঘটিলেই মুনাফার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু অন্যান্য উপার্জনের পরিবর্তন ঘটে কম, এবং ধীরে ধীরে।

পরিবর্তনশীল

(৪) কীন্‌স্‌ বলেন, "মুনাফা হইল অবশিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থার ফল—অর্থাৎ অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের প্রাপ্য মিটাইয়া দিবার পর যে অবস্থা থাকে তাহারই ফল। সেই কারণে মুনাফাকে উপার্জনের পর্যায়ভুক্ত করা অসঙ্গত। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও, একবার উদ্ভূত হইবার পরে ইহা পরবর্তী অর্থনৈতিক ঘটনা সমূহের কারণে পর্যবসিত হয়—প্রচলিত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে ইহাই হয় পরিবর্তনের প্রধান উপকরণ"। ["Profits are

the effect of the rest of the situation rather than a cause of it. For this reason it will be anomalous to add profits to income. But profits having once come into existence become a cause of what subsequently ensues; indeed the main-spring of change in the existing economic system".—Keynes.] অর্থাৎ মুনাফা অধিক হইলে উৎপাদন হয় অধিক, উৎপাদন অধিক হইলে অধিক কর্মসংস্থান (employment) হয় ও জনসাধারণের উপার্জন বৃদ্ধি পায়। সাধারণ দামস্তর উহার দ্বারা বর্ধিত হয়। অপর পক্ষে মুনাফার হ্রাস ঘটিলে উৎপাদনের হ্রাস ঘটে, উহাতে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া জনসাধারণের আয় কমিয়া যায় এবং দামস্তর কমিয়া যায়।

অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের নিয়ামক

সমতা ও ন্যূনতম পরিমাণের দিকে প্রবণতা—Tendency to Equality and to a Minimum

সমতা—কোন কোন অর্থনীতিবিদ অভিমত প্রকাশ করেন, ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে মুনাফার উদ্ভব ঘটে প্রথমদিকে উহাতে পার্থক্য দেখা যাইতে পারে বটে কিন্তু ক্রমশঃ মুনাফার হারের পার্থক্য হ্রাস পাইতে থাকে এবং অবশেষে ঐ পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে সমান মুনাফা পরিলক্ষিত হয়। মালিকগণ তাহাদের পুঁজি এবং সংগঠন ক্ষমতা যে বিশেষ কোন একটি শিল্পেই চিরকালের জন্য নিয়োগ করিয়া রাখিবে এইরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই। যৌথ পুঁজি কারবারের আওতায় সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ যে একটি বিশেষ শিল্পের অংশপত্রেই (share] তাহাদের পুঁজি অবস্থানিরপেক্ষভাবে সকল সময়েই নিয়োগ করিয়া রাখিবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বস্তুতঃপক্ষে মালিকগণ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ সকল সময়েই অধিক মুনাফার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। কোন একটি শিল্পে নিযুক্ত আঁত্রেপ্রণা যখনই দেখিবে যে তাহার শিল্প অপেক্ষা অপর কোন শিল্পে অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব হইতেছে,—হয় ঐ অপর শিল্পজাত সামগ্রীর কোন কারণে দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে অথবা উৎপাদন খরচা হ্রাস পাইয়াছে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই ঐ আঁত্রেপ্রণা তাহার ক্রিয়াকলাপ ঐ অপর শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করিবে। এইভাবে যেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক

বেশী মুনাফার শিল্প বেশী পুঁজি ও সংগঠন আকর্ষণ করে

মুনাফা পাওয়া যায় সেখানেই অধিক সংখ্যক আঁত্রেপ্রণার সমাগম ঘটে। বেশী আঁত্রেপ্রণার ভীড়ে তখন ঐ শিল্পে উৎপাদন অনেক বেশী হইবে এবং মুনাফা আর আগের মত থাকিবে না, উহা কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে যে সকল শিল্প হইতে আঁত্রেপ্রণাগণ চলিয়া যায় সেই সকল শিল্পে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইলে আগের তুলনায় মুনাফা বাড়িয়া যায়। এইভাবে বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যের মধ্যে আঁত্রেপ্রণার ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তনের দ্বারা মুনাফার হারে পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া সমতায় উপনীত হইবার প্রবণতা দেখা যায়।

ন্যূনতম পরিমাণ—সেলিগ্‌ম্যান, ক্লার্ক প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ অভিমত প্রদান করেন যে মুনাফার দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতা হইল একটি ন্যূনতম পরিমাণের দিকে যাইবার। মুনাফার পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতি কখনও ত্বরান্বিত করে, কখনও শিথিল করে; উহা কখনও অর্থনৈতিক উদ্যম বাড়ায় এবং কখনও কমায়। সুতরাং যখনই কোন শিল্পে মুনাফা বাড়িয়া যায় তখনই নূতন পুঁজি ও ব্যবস্থাপনা ঐ শিল্পে প্রবেশ করে। উহার দ্বারা উৎপাদন বাড়িয়া যায়, এবং এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে সামগ্রীর দাম হ্রাস পায় বলিয়া মুনাফা হ্রাস পায়। সুতরাং যে ন্যূনতম পরিমাণ মুনাফা থাকিলে তবে আঁত্রেপ্রণাগণ শিল্পের ক্ষেত্রে তাহাদের সংগঠনী ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, প্রকৃত মুনাফা যখনই সেই ন্যূনতম পরিমাণের উপরে উঠিবে তখনই শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন আঁত্রেপ্রণার প্রবেশ ঘটিবে এবং নূতন উৎপাদক সম্পত্তির বিনিয়োগ ঘটিবে। উহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং মুনাফার হ্রাস অপরিহার্য। উপরোক্ত অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে, প্রবল প্রতিযোগিতায় পণ্যের দামের দ্বারা কেবল উৎপাদন খরচাই উসুল হইবে এবং উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে নিছক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রদেয় দাম।

উৎপাদন ও প্রতিযোগিতা ক্রমশঃই বাড়ে

সমালোচনা—মুনাফার এই প্রবণতার সম্পর্কে অভিমতগুলি বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যথার্থ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। **প্রথমতঃ**, বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ মুনাফার উদ্ভব ঘটে, এই অভিমত যাঁহারা প্রদান করেন তাঁহারা একটি নিখুঁত অবস্থার কল্পনা করেন যাহা কল্পনাতীত নহে বটে তবে বাস্তবে রূপায়িতও নহে। বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ে মুনাফার হারে অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া

যায়। ইহার প্রধান কারণ পুঁজি ও সংগঠন এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে চলিয়া যাওয়া যতটা সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হয় বাস্তবক্ষেত্রে ততটা সহজসাধ্য নহে; উহার অনেক বাস্তব অন্তরায় থাকে। আঁত্রেপ্রণার পক্ষে মুনাফার একটু তারতম্যের দরুন নিজের পরিচিত শিল্প পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে যাওয়া সকল সময়ে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে না। উপরন্তু এক এক শিল্পে এক একরূপ বিশেষত্বশীল পুঁজি (specialised capital) থাকিতে পারে। এই বিশেষত্বশীল পুঁজিকে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না অথচ উহাকে নগদ-টাকায় পরিণত করিতে গেলে উহার যথার্থ দাম পাওয়া সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে অনিশ্চিত লাভের জন্য নিশ্চিত লোকসান সহিতে হইবে। উপরন্তু নূতন ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া ব্যবসায় সম্পর্ক গড়িয়া তোলাও কষ্টকর। সুতরাং যে শিল্পে অধিক মুনাফা হইতেছে সেই শিল্পে কোন আঁত্রেপ্রণা নূতন প্রবেশ করিবামাত্রই সফলতা অর্জন করিবে এবং ঐ শিল্পে নিযুক্ত আঁত্রেপ্রণাদিগের মুনাফা কমিয়া যাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণ বিনিয়োগকারীদিগের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলে সঠিক মুনাফার তারতম্যের ভিত্তিতে বিনিয়োগের তারতম্য ঘটিবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ বিনিয়োগ মনস্তত্ত্বের (investment psychology) উপরে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিক্রিয়া ঘটে। বিনিয়োগের ধারা যে স্পেক্যুলেশনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয় অন্তত: ইহাও বিশেষভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে পরিবর্তনে বাধা

পুঁজির বিশেষত্বশীলতা

দ্বিতীয়ত:, মুনাফার ন্যূনতম পরিমাণের দিকে গতি থাকে, এমন কি উহা শূন্যেও (zero) পরিণত হইতে পারে, এই অভিমত সর্বক্ষেত্রে গ্রাহ্য নহে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন যে মুনাফা কখনই শূন্যে পরিণত হইতে পারে না; সকল ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই মুনাফার অস্তিত্ব থাকে। ইহা হইল নিয়মিত মুনাফা (normal profit) এবং এই নিয়মিত মুনাফা সামগ্রীর নিয়মিত যোগান দামের (normal supply price of the commodity) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মুনাফা যে ন্যূনতম পরিমাণে পর্যবসিত হয় না, তাহা আর একদিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায়। সামগ্রীর দাম প্রান্তিক উৎপাদনকারীর উৎপাদন খরচার সমান হইয়া থাকে। এই প্রান্তিক উৎপাদনকারীর (marginal

নিয়মিত মুনাফা থাকিতেই হইবে

producer) কোন মুনাফা না থাকিতেও পারে বা থাকিলেও উহা খুবই কম হইতে পারে। কিন্তু যাহারা আন্তঃ-প্রান্তিক্ উৎপাদক (intra-marginal producer)—অর্থাৎ যাহারা প্রান্তিক্ উৎপাদক অপেক্ষা অধিক দক্ষ—তাহারা অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদন করিতে সক্ষম এবং সেই কারণে অধিক মুনাফা অর্জন করিতেও সক্ষম। বস্তুতঃপক্ষে আঁত্রেপ্রণাগণ নূতন উৎপাদন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করিয়া এবং নূতন ব্যয়সঙ্কোচ সাধনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া যথাসম্ভব অধিক মুনাফা অর্জনের জন্ম নিয়তই সচেষ্ট থাকে। অধিকন্তু মুনাফা যদি সকল সময়ে শূন্তেই (zero) পরিণত থাকে অথবা ন্যূনতম স্তরেই অবস্থান করে তাহা হইলে অর্থনীতিবিদ্‌গণ ব্যবসাচক্র (trade cycle) বলিতে যে অর্থনৈতিক ঘটনাকে বুঝাইয়া থাকেন সেই অর্থনৈতিক ঘটনা কখনই ঘটিতে পারিত না ; অর্থাৎ মুনাফার পরিমাণ সকল সময়ে ন্যূনতম থাকিলে কখনও মন্দা ও কখনও সমৃদ্ধি, এইরূপ ঘটিতে পারিত না।

মুনাফার তারতম্যে ব্যবসাচক্র

মুনাফার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব—Marginal Productivity Theory of Profits

কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে মুনাফা হিসাবের নির্দেশ দিয়াছেন। কার্ভার এবং চ্যাপম্যান এই অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে প্রধান। ইঁহারা বলেন যে মুনাফা হইল শিল্প ব্যবস্থাপকের পারিশ্রমিক এবং এই পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয় "প্রান্তিক্ নীট উৎপন্নের" দ্বারা। কার্ভার বলেন যে প্রান্তিক্ নীট উৎপাদন হইল, একজন আঁত্রেপ্রণা ব্যতিরেকে সমাজ যে পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে তাহা অপেক্ষা যত অধিক একজন আঁত্রেপ্রণার সাহায্যে সমাজ উৎপাদন করিতে পারে, তাহাই। একজন আঁত্রেপ্রণার দ্বারা প্রাপ্য মুনাফা এইরূপ প্রান্তিক্ নীট উৎপন্নের সমান হইবে।

শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে "প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্বের" প্রয়োগ মার্শাল আর একভাবে করিয়াছেন। তিনি বলেন, শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব পরোক্ষভাবে প্রযুক্ত হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে অবিরত যোগ্য অযোগ্যের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন চলিতেছে। প্রাকৃতিক এই নির্বাচনে অযোগ্যদিগের স্থানচ্যুতি ঘটিতেছে। এইভাবে আঁত্রেপ্রণা

যেরূপ অন্যান্য উৎপাদক উপাদান কতখানি নিয়োগ করা হইবে তাহা স্থির করে, প্রকৃতি বা প্রতিযোগিতার দুর্লঙ্ঘ্য শক্তি সেইরূপ অযোগ্য ব্যবসায়ীকে বাদ দিয়া সফল ব্যবসায়ীকে নির্বাচন করিয়া দেয়।

মুনাফা সম্পর্কে প্রান্তিক্ উৎপাদনক্ষমতার তত্ত্ব একাধিক বিরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচকরা বলেন, 'অাঁত্রেপ্রণার' যোগান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন খণ্ডে বিভাজ্য নহে। "অাঁত্রেপ্রণারূপ উৎপাদক উপাদানটির সামান্য পরিমাণ প্রয়োগ হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া এবং উহার দ্বারা মোট উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া উহার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। একটি শিল্প সংগঠনের মধ্য হইতে অাঁত্রেপ্রণা প্রত্যাহার করার অর্থ হইল সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রচেষ্টাটির ধ্বংস—নিছক উৎপাদনের সামান্য কিছু হ্রাস মাত্র নহে। অধিকন্তু চ্যাপম্যান নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, "নিয়োগকারীর পারিশ্রমিকের উপর যে শক্তি সমূহ প্রভাব বিস্তার করে তাহারা ক্রিয়া করে পরোক্ষভাবে এবং অপেক্ষাকৃত ধীরে।" [".. the forces bearing upon the employer's remunerations operate indirectly and more tardily"—Chapman] এই দিক হইতে বিচার করিলে অাঁত্রেপ্রণার "প্রান্তিক নীট উৎপাদন" হিসাব করা যে অতিশয় দুরূহ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

অাঁত্রেপ্রণা ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভাজ্য নাও হইতে পারে

বর্তমানে অবশ্য কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ অাঁত্রেপ্রণার প্রান্তিক্ নীট উৎপাদন হিসাবের উপায় নির্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। মিসেস রবিনসন এবং ক্যা'ন এর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলেন যে প্রান্তিক উৎপন্ন (marginal product) নিছক সামগ্রীর হিসাবে হিসাব করা যায় (physical product) অথবা মূল্যের হিসাবে হিসাব করা যায় (revenue product)। কোন একটি বিশেষ শিল্পে একজন বাড়তি অাঁত্রেপ্রণার প্রবেশ ঘটিলে অপর শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়া যাইতে পারে, কারণ অপর শিল্প হইতে উৎপাদক উপাদান-সমূহ ঐ অাঁত্রেপ্রণার নিকট চলিয়া আসিতে পারে। সেই কারণে বস্তু-হিসাবী প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার যথার্থ পরিমাপ সম্ভব নহে। কিন্তু অাঁত্রেপ্রণার বস্তুগত প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হিসাব করা দুঃসাধ্য নহে। একজন অাঁত্রেপ্রণার বাড়তি উৎপন্নের

অাঁত্রেপ্রণার আয়গত প্রান্তিক উৎপন্ন হিসাব করা যায়

মূল্য হইতে, অপর যে শিল্প হইতে উৎপাদক উপাদান চলিয়া আসিয়াছে তাহার লোকসানের মূল্য বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাই হইবে সংশ্লিষ্ট আঁত্রেপ্রণার "আয়গত প্রান্তিক উৎপন্ন"।

মুনাফার মজুরী তত্ত্ব—Wages Theory of Profits

কোন কোন অর্থনীতিবিদ মুনাফার সহিত মজুরীর সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের মতে শিল্পের ব্যবস্থাপকগণ যে ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন তাহার সহিত শ্রমিকের শ্রমের কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে শ্রমিকরা কায়িক পরিশ্রম করে এবং শিল্প ব্যবস্থাপকগণ মানসিক কার্যের দ্বারা উচ্চস্তরের পরিচালনাগত কার্য করিয়া থাকেন; সুতরাং মজুরী যেভাবে নির্ধারিত হয় ব্যবস্থাপকের কার্যের জন্য প্রাপ্য মুনাফাও সেইভাবেই নির্ধারিত হইতে পারে না। কিন্তু আসলে ঠিক এইরূপ ভিত্তিতে শ্রম ও ব্যবস্থাপনার কার্যেরমধ্যে পার্থক্য করা যায় না, কারণ কায়িক ও মানসিক উভয় ধরণের পরিশ্রমই "শ্রম" বলিয়া গণ্য করা হয়। এরূপ অনেক বেতনভুক শ্রমিক আছে যাহাদের কার্য প্রধানতঃ বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করা—চিন্তাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা, আবার চিন্তাশক্তি প্রয়োগের দ্বারাই দৈনন্দিন কাজ করা। বস্তুতঃপক্ষে এরূপ অনেক শ্রমিক আছে যাহাদের কার্যে দক্ষতা মানসিক তৎপরতার উপরেই নির্ভর করে। শিল্পের ব্যবস্থাপকের সহিত এরূপ শ্রমিকের মৌলিক পার্থক্য নাই। আবার যাহারা কোন চাকুরী করে না, অল্প শারীরিক প্রচেষ্টার সহিত মূলতঃ বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের দ্বারা উপার্জন করিয়া থাকে (যথা উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি) তাহাদের প্রাপ্য উপার্জনকেও অর্থনীতিশাস্ত্রে মজুরী বলা হইয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ বা চিন্তাশক্তির প্রতিভা শিল্প পরিচালকদিগকে "শ্রমিক" সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিতে পারে না। অতএব শিল্পের ব্যবস্থাপক যে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন, অর্থাৎ মুনাফা লাভ করেন, উহা ব্যবস্থাপনার মজুরী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মজুরী যেরূপ শ্রমিকের যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করে, ব্যবস্থাপকের মুনাফাও সেইরূপ ব্যবস্থাপকের যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করে। টাউজিগ সেই কারণে বলিলেন: "মুনাফাকে নিছক একধরনের মজুরী

শ্রমিকের কার্যে এবং শিল্প ব্যবস্থাপকের কার্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই

বলিয়া গণ্য করিলে সব থেকে ভাল হয়"। ["Profits are best regarded as a form of wages."] ড্যাভেনপোর্টও এই মতবাদের পরিপোষক: তাঁহার মতে ব্যবস্থাপকের প্রাপ্য মুনাফা, মজুরী যেভাবে নির্ধারিত হয়, সেইভাবেই নির্ধারিত হইয়া থাকে।

সমালোচনা: বিভিন্ন যুক্তিতে এই তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে। **প্রথমতঃ**, মজুরী এবং মুনাফা উভয়ই কোন না কোন উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক বটে কিন্তু মজুরী উৎপাদনের পূর্বেই নির্ধারিত, মুনাফা উৎপাদনের পরে প্রাপ্ত। শ্রম প্রদান করিবার পূর্বেই, অন্ততঃ উৎপাদনের কার্য শেষ হইবার পূর্বেই, অাঁত্রেপ্রণাকে শ্রমিকের মজুরী স্থির করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু অাঁত্রেপ্রণাকে মুনাফা দিবে উৎপাদিত সামগ্রীর ক্রেতাগণ; কিন্তু ক্রেতাদের নিকট হইতে অাঁত্রেপ্রণা এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি পাইতে পারে না।

মজুরী পূর্ব-প্রতিশ্রুত, মুনাফা পরে প্রাপ্ত

দ্বিতীয়তঃ, মজুরী পূর্ব হইতেই দিবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিতে হয় বলিয়াই উৎপাদন শেষ হইবার পূর্বেই উহা প্রদান করিয়া দিতে হয়। সেই জন্য মজুরী হইল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের খরচা। কিন্তু মুনাফা হইল প্রতিশ্রুত খরচাগুলি বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহাই। মজুরী হইল কারবারের ব্যয়, মুনাফা হইল কারবারের আয়। প্রত্যেক কারবার তাহার ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে এবং আয় সম্প্রসারণ করিতে চেষ্টা করে। কারবারে আয় সম্প্রসারণের, অর্থাৎ নীট লাভ বাড়াইবার, অন্যতম উপায় হইল ব্যয় সঙ্কোচ করা; এবং ব্যয় সঙ্কোচের বড় পদ্ধতি হইল মজুরী যথাসম্ভব কম দেওয়া। সুতরাং যে পদ্ধতিতে মজুরী নির্ধারিত হয় সে পদ্ধতিতে মুনাফা নির্ধারিত হইতে পারে না।

মজুরী হইল কারবারের ব্যয়, মুনাফা হইল কারবারের আয়

তৃতীয়তঃ, শ্রমিক কোনরূপ মজুরী না পাইয়াও শ্রম দিয়া যাইতেছে বাস্তবক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে; অাঁত্রেপ্রণা মুনাফা না পাইয়াও কারবার চালাইয়া যাইতেছে এইরূপ ঘটা অসম্ভব নহে এবং প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কারণ অাঁত্রেপ্রণার লাভ না হইলেও ভবিষ্যতে লাভ হইবে এই আশায় কারবার চালাইয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু অাঁত্রেপ্রণার লোকসান হইয়া যাইতেও পারে। শ্রমিকের ক্ষেত্রে এরূপ কখনও হয় না—মজুরী পাইলামই না, বরং শ্রমের সহিত আরও কিছু নগদ দক্ষিণা দিয়া দিলাম

মজুরী ঘাট্তি মূলক হইতে পারে না. মুনাফা হইতে পারে

এইরূপ হইতে পারে না। সুতরাং যাহা মজুরী নির্ধারণ করে তাহা মুনাফা নির্ধারণ করিতে পারে না। চতুর্থতঃ, যৌথ পুঁজি কারবারের অংশীদারগণ কোনই পরিশ্রম করে না তথাপি লাভের অংশ পাইয়া থাকে। এক্ষেত্রে মজুরী তত্ত্ব সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

যৌথ পুঁজি কারবার

মুনাফার খাজনা: তত্ত্ব—Rent Theory of Profits

মার্কিন অর্থনীতিবিদ **ওয়াকার** (Walker) মুনাফাকে খাজনার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। খাজনা যেরূপ জমির প্রভেদমূলক উদ্বৃত্ত, মুনাফা সেইরূপ আঁত্রেপ্রণার প্রভেদমূলক উদ্বৃত্ত। জমির মধ্যে উৎকৃষ্ট জমি এবং নিকৃষ্ট জমির পার্থক্য আছে—সমপরিমাণ ফসল পাইতে হইলে উৎকৃষ্ট জমি অপেক্ষা নিকৃষ্ট জমিতে খরচা পড়ে বেশী। কিন্তু উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট উভয় প্রকার জমিরই ফসল যদি সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ফসলের দাম নিকৃষ্ট জমিতে যে উৎপাদন খরচা পড়ে তাহার অন্ততঃ সমান হইবে; সেক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট জমিতে একটি নীট উদ্বৃত্ত থাকিবে এবং উহাই খাজনা। অনুরূপভাবে আঁত্রেপ্রণাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট আঁত্রেপ্রণা এবং নিকৃষ্ট আঁত্রেপ্রণা থাকে; যাহার ব্যবসায় বুদ্ধি এবং সংগঠন ক্ষমতা বেশী সে উৎকৃষ্ট এবং যাহার কম সে নিকৃষ্ট: উহাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা যদি এরূপ হয় যে শুধু উৎকৃষ্ট আঁত্রেপ্রণা যতখানি উৎপাদন করে ততখানিতে কুলায় না, নিকৃষ্ট আঁত্রেপ্রণার উৎপাদনও প্রয়োজন, তাহা হইলে ঐ সামগ্রীর দাম নিকৃষ্ট আঁত্রেপ্রণার উৎপাদন খরচার সমান হইবে। কিন্তু নিকৃষ্ট আত্রেপ্রণার উৎপাদন খরচাই সব চেয়ে বেশী। সুতরাং সামগ্রীটি বেশী দামে বিক্রয় হয় কিন্তু উৎকৃষ্ট আঁত্রেপ্রণার উৎপাদন খরচা কম; এই পার্থক্য বা উদ্বৃত্তটুকু উৎকৃষ্ট আঁত্রেপণা পাইয়া থাকে তাহার গুণাবলীর উৎকর্ষের দরুন। আঁত্রেপ্রণার এই গুণাবলী—অর্থাৎ ব্যবসায় বুদ্ধি এবং সংগঠন-ক্ষমতা—যত উচ্চস্তরের, হয়, নিকৃষ্ট আত্রেপ্রণার সহিত তাহার ততবেশী পার্থক্য থাকে এবং ততবেশী সে উদ্বৃত্ত লাভ করে।

উৎকৃষ্ট আঁত্রেপ্রণার নীট উদ্বৃত্ত

সমালোচনা: খাজনার ভিত্তিতে মুনাফার এই ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা যুক্তিপূর্ণ বটে কিন্তু খাজনা ও মুনাফার মধ্যে যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে তাহা স্মরণ করা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ**, খাজনা তত্ত্বের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয় যে এমন একটি জমি আছে যাহার

কোন খাজনা উসুল হয় না অথচ এই খাজনা বিহীন বা প্রান্তিক জমিতে বৎসরের পর বৎসর চাষ হইতে পারে। কিন্তু মুনাফা বিহীন প্রান্তিক আঁত্রেপ্রণা কি করিয়া থাকিতে পারে? যে ব্যবসায়ী কারবার করিয়া কোনই মুনাফা পাইতেছে না, অর্থাৎ নিজের কোন প্রাপ্য পাইতেছে না, সে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকে কিসের ভরসায় এবং তাহার কার্যের যোগানই বা হইবে কেন? সুতরাং খাজনাবিহীন জমি হইতে পারে কিন্তু (অত্যন্ত স্বল্পকালের জন্য ছাড়া) মুনাফা বিহীন আঁত্রেপ্রণা হইতে পারে না।

মুনাফা না পাইয়াও দীর্ঘকাল ব্যবসায় করিতেছে এরূপ হয় না

দ্বিতীয়তঃ, খাজনার মধ্যে নিয়মিত খাজনা এবং বাড়তি খাজনা এইরূপ কোন ভাগ করা হয় না; নিয়মিত খাজনা তুলিতেই হইবে এবং বাড়তি খাজনা পাইলে ভালো না পাইলেও চলিয়া যাইবে খাজনার ক্ষেত্রে এইরূপ পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু মুনাফার ক্ষেত্রে উহা করা হয়। মুনাফার ক্ষেত্রে নিয়মিত মুনাফা এবং বাড়তি মুনাফা এইরূপ ভাগ করা অসম্ভব নহে, বরং স্বাভাবিক এবং প্রয়োজন। নিয়মিত মুনাফা তুলিতেই হইবে—বাড়তি মুনাফা পাইলে ভালো, না পাইলেও চলিয়া যাইবে। বস্তুতঃ পক্ষে নিয়মিত মুনাফা উৎপাদন খরচার মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু খাজনার কোন অংশ উৎপাদন খরচার মধ্যে ধরা থাকে না।

মুনাফার মধ্যে নিয়মিত মুনাফা ও বাড়তি মুনাফার ভাগ আছে

তৃতীয়তঃ, খাজনা শূন্যে (zero) পরিণত হইতে পারে কিন্তু উহা ঘাটতিমূলক (negative) হইতে পারে না। জমি চাষ করিয়া কিছু খাজনা পাওয়া গেল না এইরূপ হইতে পারে কিন্তু উল্টে জমিকেই খেসারৎ দিতে হইল এরূপ হয় না। মুনাফার ক্ষেত্রে এইরূপ হয়; শিল্প ব্যবস্থাপকের লাভ তো হইলই না বরং অন্য উৎপাদক উপাদানের প্রাপ্য মিটাইতে গিয়া ঘর হইতে খেসারৎ দিতে হইল এইরূপ ঘটিতে পারে।

খাজনা ঘাটতিমূলক হইতে পারে না

চতুর্থতঃ, জমিতে নিছক উর্বরতা ও অবস্থানের পার্থক্যের দরুন—অর্থাৎ নিছক জমির উৎকর্ষের পার্থক্যের দরুন—খাজনার উদ্ভব হয় না। একই জমিতে বেশী করিয়া চাষ করিলেও খাজনার উদ্ভব হয়, অর্থাৎ ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের দরুন। কিন্তু শিল্পের ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস না হইয়া "ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির"র

খাজনার ভিত্তি ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন

নিয়ম ক্রিয়া করিতে পারে। জমিতে যদি ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম ক্রিয়া করিত তাহা হইলে খাজনা কমিয়া যাইত; একই শিল্প ব্যবস্থাপক যদি বেশী করিয়া উৎপাদন করে এবং তাহার শিল্পে "ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির" (Increasing Returns) নিয়ম ক্রিয়া করে তাহা হইলে মুনাফা কমিবে না— ক'মবে উৎপাদন খরচা। কিন্তু উৎপাদন খরচা কমিবার অর্থ হইল মুনাফার বৃদ্ধি। সুতরাং খাজনার সহিত মুনাফার মিল নাই।

হ'লির ঝুঁকিগ্রহণ তত্ত্ব—Hawley's Risk-taking Theory

মার্কিণ অর্থনীতিবিদ এফ. বি, হ'লি (F B. Hawley) ঝুঁকি গ্রহণের বিবেচনার উপর ভিত্তি করিয়া মুনাফা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারবার মাত্রেই অনেক ঝুঁকি আছে; সামগ্রীর উৎপাদন সুরু এবং উহা বিক্রয়ের দ্বারা অর্থাগম—এই দুয়ের মধ্যে অনেক ঝুঁকি রহিয়াছে। আঁত্রেপ্রণা অপরের নিকট কার্য গ্রহণ করিয়া ঐ কার্যের মূল্য পূর্বেই মিটাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত কিন্তু নিজের ক্ষমতা ও অপরের কার্যের সাহায্যে আঁত্রেপ্রণা যে সামগ্রী উৎপাদন করিবে উহা যে ক্রেতাসাধারণ কিনিয়া লইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই; কিনিলেও কি পরিমাণে কিনিবে তাহা পূর্ব হইতেই সঠিক হিসাব করিবার উপায় নাই। সেই জন্য কারবার মাত্রই ঝুঁকিবহুল, লাভ হইতেও পারে আবার লোকসানও হইতে পারে। যে কারবারে লোকসানের সম্ভাবনা বেশী সে কারবারে লাভের প্রত্যাশাও থাকিবে বেশী—অর্থাৎ বেশী লাভের আশা না থাকিলে সে কারবারে কেহ ঢুকিবে না। এই ধরনের বেশী ঝুঁকির শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর দাম বেশী হইবে। ইহার অর্থ হইল, ক্রেতাসাধারণকে ঐ সামগ্রীর জন্য এরূপ বেশী দাম দিতে হইবে যাহাতে বেশী ঝুঁকি থাকিলেও উৎপাদন করা পোষায়। সুতরাং ঝুঁকি যদি বেশী হয় তাহা হইলে লাভ বেশী হইতে হইবে, নতুবা ঐ সামগ্রী উৎপাদন করা পোষাইবে না। (উৎপাদন করা না পোষাইলে উৎপাদন কমিবে এবং উৎপাদন কমিলে পুনরায় দাম এমন স্তরে পৌঁছাইবে যেখানে ঝুঁকি অনুযায়ী বেশী লাভ হইবে।) অপর পক্ষে যে সকল শিল্পে ঝুঁকি কম সেই সকল শিল্পে অধিকাংশ ব্যবসায়ীই প্রবেশ করিবে; অধিকাংশ ব্যবসায়ী যে শিল্পে প্রবেশ করিবে সেই শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর দাম কম হইবে। দাম কম হইলেও এ সকল শিল্পে, ঝুঁকি

ঝুঁকি বেশী থাকিলে লাভ বেশী হইতে হইবে

কম হইবার দরুন, প্রবেশ করা পোষাইবে। দাম কম হইলে মুনাফা কম হইবে এবং মুনাফা কম হইলেও সামগ্রীর উৎপাদন সম্ভব হইবে।

সুতরাং শিল্পে ঝুঁকি যদি বেশী হয় তাহা হইলে মুনাফা বেশী হইবে, কারণ মুনাফা বেশী না হইলে বেশী ঝুঁকি-বহুল শিল্পে লোকে প্রবেশ করিবে না এবং ঐ সামগ্রীর যোগান কম হইবে। আবার শিল্পে ঝুঁকি যদি কম হয় তাহা হইলে মুনাফাও কম হইবে কারণ মুনাফা কম হইলেও কম-ঝুঁকির শিল্পে বেশী লোকে প্রবেশ করিবে এবং সামগ্রীর উৎপাদন বেশী হইয়া দাম কম হইবে; অতএব যে শিল্পে যেরূপ ঝুঁকি সে শিল্পে সেইরূপ মুনাফা।

সমালোচনা—ঝুঁকির দরুন মুনাফা প্রাপ্তি ঘটে বটে কিন্তু নিছক ঝুঁকির দ্বারা মুনাফা নির্ধারিত হইতে পারে না। ঝুঁকিতত্ত্বের বিপক্ষে সমালোচনা হইল **প্রথমতঃ**, আধুনিক যুগে অনেক ঝুঁকিই একটি নির্দিষ্ট খরচায় রূপান্তরিত করা হয়। কারবারী যদি তাহার কারবারের দুর্ঘটনা বীমা বা অগ্নিবীমা (accident or fire insurance) সম্পাদন করে তাহা হইলে উহার দরুন সে বীমা কোম্পানীকে যে প্রিমিয়াম দিবে তাহা একটি নির্দিষ্ট খরচা। এই নির্দিষ্ট খরচা উৎপাদন খরচা হিসাবে গণ্য হইবে এবং এই খরচা বাদ দিয়াই মুনাফা হিসাব করা হইবে।

ঝুঁকি নির্দিষ্ট খরচায় রূপান্তরিত

দ্বিতীয়তঃ,সকল প্রকার ঝুঁকি অন্যের উপর সরানো সম্ভব হয় না বটে তবে ব্যবসায়ী সর্বদাই সচেষ্ট থাকে তাহার ঝুঁকি যথাসম্ভব কমাইয়া লইবার জন্য। যে আঁত্রেপ্রণার সংগঠনী ক্ষমতা, ব্যবসায় বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি বেশী, সে আঁত্রেপণা তাহার ঝুঁকি তত কমাইয়া লইতে পারিবে; নিজের ঝুঁকি যত সে কমাইতে পারিবে তাহার লাভ ততই বেশী হইবে। এক্ষেত্রে মুনাফা হইতেছে ঝুঁকির আধিক্য অনুযায়ী নহে, ঝুঁকির স্বল্পতা অনুযায়ী। সাধারণতঃ বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদনের সমষ্টি-করণের দ্বারা (grouping) এইরূপ ঝুঁকি কমানো হয়; কোনটি হয়তো কম বিক্রয় হইল, কোনটি বেশী বিক্রয় হইল এবং সবগুলি মিলিয়া একটি মোটামুটি লাভ থাকিয়া গেল।

ঝুঁকি কমাইয়া লইবার ক্ষমতার উপরেও লাভ নির্ভর করে

তৃতীয়তঃ, সামগ্রী উৎপাদনের কোন বিশেষ কলাকৌশল যখন

একটি মাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের করায়ত্ত থাকে—আর কেহ ইহার উৎপাদন প্রক্রিয়া ঠিক জানে না—তখন এই কারবারের অনেক বেশী লাভ হইতে পারে এবং এই লাভ হয় খুব কম ঝুঁকি সত্ত্বেও। যে কোন কারণেই হউক না কেন একচেটিয়া কারবারের সুবিধা যে সকল ক্ষেত্রে থাকে সে সকল ক্ষেত্রে মুনাফার সহিত ঝুঁকির সম্পর্ক নাই।

একচেটিয়া কারবারের লাভ

চতুর্থতঃ, অনেক সময়ে শিল্পে ঝুঁকি সমাজ নিজে গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পকে ঝুঁকি হইতে অনেকখানি অব্যাহতি প্রদান করে। এরূপ ক্ষেত্রে কারবারটির লাভ তো কমিয়া যায়ই না বরং বাড়িয়া যায়। সমাজ কারবারের লাভ বাড়াইয়া দিবার জন্যই ঝুঁকি কমাইয়া দেয়। এক্ষেত্রেও মুনাফা কেন বেশী হইল ঝুঁকি তাহার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইল শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান—বিদেশ হইতে উহার প্রতিযোগী পণ্য আমদানীর উপর সরকার কর্তৃক অধিক হারে আমদানী শুল্ক আরোপ।

সমাজের কার্য ঝুঁকি হ্রাস কিন্তু লাভ বৃদ্ধি

মুনাফার অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব—Uncertainty-Bearing Theory of Profits

হ'লি (Hawley) প্রদত্ত ঝুঁকি বহন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া কিন্তু উহা হইতে কিছুটা স্বতন্ত্রভাবে এফ, এইচ, নাইট (F. H. Knight) অনিশ্চয়তা বহনের তত্ত্ব প্রদান করিলেন। নাইট অভিমত দিলেন যে প্রত্যেক শিল্পের মধ্যে শুধুই যে ঝুঁকি আছে তাহা নহে, উহাতে অনেক কিছুই অনিশ্চয়তা থাকে। ঝুঁকি (risk) এবং অনিশ্চয়তা (uncertainty) একই বস্তু নহে, উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্য বিধান করা যায়। ঝুঁকিগুলি পূর্ব হইতেই কিছু অনুমান করা যায় এবং কতখানি ঝুঁকি আছে তাহা অনেক সময়ে পরিমাপ করাও যায়। যথা, বৎসরে কতগুলি লোক মরিবে তাহা মৃত্যুর পরিসংখ্যা হইতে, সম্পূর্ণ অভ্রান্তরূপে না হইলেও বেশ খানিকটা সঠিক ভাবে, নির্ণয় করা যায়। এই ধরনের যে সকল দায়িত্ব পূর্ব হইতেই অনুমান করা যায় সেগুলি পূর্বে ঢাকিয়া লইবার চেষ্টা করা হয়—ঐ ধরনের ঝুঁকি নির্দিষ্ট খরচা গণ্য করিয়া অপরের নিকট সরাইয়াও দেওয়া যায়। কিন্তু

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য

অনিশ্চয়তা হইলে সেই ধরণের দায়িত্ব যাহা পূর্ব হইতে হিসাব বা পরিমাপ করা সম্ভব নহে। যথা, একটি জীবন বীমা-প্রতিষ্ঠান কতগুলি লোক বৎসরে মরিতে পারে তাহার মোটামুটি আন্দাজ করিবে; মানুষের মৃত্যুই উহার কারবারের নিয়মিত ঝুঁকি। কিন্তু ঠিক কোন্ লোকগুলি মরিবে—যে লাখ টাকার বীমা করিয়াছে না যে হাজার টাকার বীমা করিয়াছে—তাহা বুঝিবার উপায় নাই; ইহা হইল অনিশ্চয়তা। একটি কারবারের মধ্যে ঝুঁকিটাই বড় কথা নহে, অনিশ্চয়তাই বড় কথা। কারবার মাত্রেই অনিশ্চয়তা আছে এবং কাহাকেও না কাহাকেও এই অনিশ্চয়তা বহন করিতে হইবে; এই অনিশ্চয়তা বহন না করিলে সামগ্রী উৎপাদিত হইবে না। আঁত্রেপ্রণা এই অনিশ্চয়তা বহন করে বলিয়াই উৎপাদন খরচা বাদ দিয়া তাহার একটি অতিরিক্ত আয় থাকে; ইহা অনিশ্চয়তা বহনের দাম। এই অনিশ্চয়তা বহনের দাম হইল খাঁটি মুনাফা (net profits)।

মুনাফা হইল অনিশ্চয়তা বহনের দাম

সমালোচনা: অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্বের মধ্যে অনেকগুলি অনিশ্চয়তা থাকিয়া যায়। এই তত্ত্বের ইঙ্গিত হইল যে অনিশ্চয়তার জন্য লাভ হয়, আবার লোকসান হইয়াও যাইতে পারে। কিন্তু লোকসান হইতে পারে কাহার? যে টাকা দিয়াছে তাহার লোকসান হইতে পারে—যে টাকা দেয় নাই তাহার আবার লোকসান কি? যৌথ পুঁজি কারবারে পুঁজি দেয় অংশপত্রীগণ (Shareholders) কিন্তু কারবারের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ডিরেক্টরগণ। কিন্তু লোকসান হইলে ডিরেক্টরগণই উহা বহন করে না, উহা বহন করে সকল অংশপত্রীগণ। আসলে কতখানি কি অনিশ্চয়তা বহন করা হইবে তাহা ডিরেক্টরগণই স্থির করে কিন্তু উহার দরুন লাভ হইলে তাহার অতিক্ষুদ্র অংশই মাত্র ডিরেক্টরগণ ব্যক্তিগত ভাবে পাইয়া থাকে এবং লোকসান হইলে ব্যক্তিগতভাবে উহা বহন করে না—উহা বহন করে সকল অংশপত্রীগণ (shareholders)।

ডিরেক্টরগণ

দ্বিতীয়তঃ, নিছক অনিশ্চয়তা বহনের জন্যই মুনাফা হইতে পারে না। কারবারের মধ্যে অনিশ্চয়তা আছে বটে কিন্তু শিল্প ব্যবস্থাপক বা পরিচালকের অনিশ্চয়তা বহনই একমাত্র কার্য নহে; সুতরাং মুনাফা শুধুমাত্র অনিশ্চয়তা বহনের জন্যই হইতে পারে না।

অনিশ্চয়তা একমাত্র কার্য নহে

মুনাফার পরিবর্তন প্রবণতার তত্ত্ব—Dynamic Theory of Profits

মার্কিণ অর্থনীতিবিদ জে, বি, ক্লার্ক (J. B. Clark) অভিমত দিয়াছেন যে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন-প্রবণতার জন্য মুনাফা উদ্ভূত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সর্বদাই একটা চঞ্চলতা, একটা পরিবর্তনের প্রবনতা সৃষ্টি হয় এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এই পরিবর্তনের জন্যই সামগ্রীর বিক্রয়দাম এবং উৎপাদন খরচার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক অবস্থার যদি পরিবর্তন না ঘটিত এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিত তাহা হইলে যে ব্যবসায়ে খরচাসমূহ বাদ দিয়া একটি নীট উদ্বৃত্ত থাকিত সেই ব্যবসায়ে অধিক করিয়া প্রতিযোগিতা হইত। সকলেই উৎপাদন বাড়াইত এবং অনেক নূতন ব্যবসায়ী সেই ব্যবসায়ে প্রবেশ করিত; ফলে উৎপাদিত পণ্যের দাম কমিয়া যাইত এবং উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত বা মুনাফা বিলুপ্ত হইত। ইহার অর্থ হইল যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যদি পরিবর্তন-বিমুখ হইত এবং যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা আসিয়া যাইত তাহা হইলে সামগ্রী উৎপাদনের খরচা এবং বিক্রয় দাম সমানই হইত এবং কোনই মুনাফা থাকিত না। ক্লার্ক বলেন যে এরূপ অবস্থায় নূতন ধরনের পরিবর্তন ঘটিলে তবেই উৎপাদন খরচা ও বিক্রয় দামের মধ্যে পার্থক্যের উদ্ভব হয় এবং তখনই লাভ লোকসানের প্রশ্ন উত্থিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, এরূপ নূতন যদি কিছু ঘটে যাহাতে বেশী দামে মাল বিক্রয় করা সম্ভব হইবে তাহা হইলে অচিরেই মুনাফার উদ্ভব হইবে। আবার এরূপ যদি কিছু নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় যাহাতে উৎপাদন খরচা কমিয়া যাইবে তাহা হইলেও উৎপাদন খরচার সহিত দামের পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া মুনাফা পাওয়া যাইবে। অবশ্য ঐ ব্যবসায়ে তখন মুনাফার লোভে অধিকতর প্রতিযোগিতা হইবে এবং নূতন পদ্ধতি যখন সকলেই অবলম্বন করিয়া পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় নামিয়া পড়িবে তখন যে-অঁাত্রেপ্রণা প্রথম নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহার মুনাফা আর থাকিবে না এবং পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কাহারও মুনাফা প্রাপ্তি সম্ভব হইবে না। সুতরাং অঁাত্রেপ্রণাগণ নূতন নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য চেষ্টিত হয়। নূতন পদ্ধতি অবলম্বনে

পরিস্থিতির পরিবর্তনের দরুন খরচার ও আয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়

নূতন পদ্ধতি সৃষ্টির জন্য অবিরত প্রচেষ্টা

খরচা কমাইতে পারিলে বা উৎপাদন বাড়াইতে পারিলে বা নূতন সামগ্রী উৎপাদনের দ্বারা ক্রেতাদের মন হরণ করিতে পারিলে, ব্যবসায়ী নীট উদ্বৃত্ত অর্জন করিতে পারিবে। অর্থনৈতিক জীবনের বা পরিস্থিতির পরিবর্তন-প্রবণতা যে যত চেষ্টা করিয়া সুবিধাজনক দিকে বাড়াইয়া দিতে পারিবে—নিজের পক্ষে সুবিধা হয় এরূপ পরিবর্তন ইচ্ছাকৃতভাবে সাধন করিতে পারিবে—তাহার মুনাফা হইবে তত বেশী।

সমালোচনা: পরিবর্তন প্রবণতার এই তত্ত্ব মুনাফার পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম হয় না। কারণ, প্রথমতঃ, কারবারের মধ্যে যে ঝুঁকি আছে সেই ঝুঁকি বহনের জন্য আঁত্রেপ্রণা একটি প্রাপ্য গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ঝুঁকি যতবেশী এই প্রাপ্যও তাহার ততই বেশী হইতে হয়। কিন্তু পরিবর্তন প্রবণতার তত্ত্ব এই বিষয়টি বিচার করে না। যদি বলা হয় যে পরিবর্তন-প্রবণতার মধ্যেই ঝুঁকি রহিয়াছে তাহা হইলে এই তত্ত্ব ঝুকি বহন বা অনিশ্চয়তা বহনের সহিত সমান হইয়া যায়। সেদিক হইতে ইহার কিছু নূতনত্ব থাকে না। আসলে দৈব ঘটনার (accident) জন্যও—যাহা ভাবি নাই তাহা ঘটিয়া গেল ইহার জন্যও—ঝুঁকির আস্তত্ব ঘটে; কিন্তু এই ধরণের দৈবঘটনা, এবং ক্লার্ক যে পরিবর্তন-প্রবণতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা, এক বস্তু নহে।

ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না

দ্বিতীয়তঃ, এই পরিবর্তন-প্রবণতার তত্ত্বের মধ্যে মুনাফাকে একচেটিয়া কারবারের লাভ রূপে ধরা হইয়াছে। নূতন কোন উৎপাদনের পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা উৎপাদনের খরচা কমাইলে বা পরিমাণ বাড়াইলে আঁত্রেপ্রণার মুনাফা হইবে কিন্তু উহা ততদিনই হইবে যতদিন না অন্যকেহ ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে; অর্থাৎ যতদিন না পূর্ণ প্রতিযোগিতা হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতা হইলেই মুনাফা অন্তর্হিত হইবে; সুতরাং মুনাফা মাত্রই একচেটিয়া লাভ (monopoly gains) এই কথাই এই তত্ত্ব বলিয়া থাকে। মুনাফার মধ্যে একচেটিয়া লাভ অন্তর্ভুত হয় বটে কিন্তু মুনাফা মাত্রই একচেটিয়া লাভ নহে। একচেটিয়া ব্যবসা না থাকিলেও মুনাফা হইতে পারে।

ইহা মুনাফাকে একচেটিয়া লাভ বলিয়া ধরিয়া থাকে

মুনাফার উপাদান (গঠন)—Elements of Profit (Composition)

যথার্থ মুনাফা বলিতে নীট মুনাফাই বুঝায়। নীট মুনাফার উপরে শিল্প ব্যবস্থাপকের কোন কোন আয় হইতে পারে কিন্তু উহা হয় তাহার দ্বারা প্রদত্ত অন্য কোন উপাদানের জন্য। নিছক সংগঠন ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ আয়োজনের জন্য যে প্রাপ্য পাওয়া যায় তাহাই হইল নীট মুনাফা।

মুনাফা কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় বলিয়া যে সকল তত্ত্ব আলোচনা করা হইয়া থাকে উহাদের কোনটিই এককভাবে মুনাফার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে না ঘটে কিন্তু তবুও উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে মুনাফার কোন না কোন অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুতঃ পক্ষে আঁত্রেপ্রণার বিভিন্ন প্রকার প্রাপ্য লইয়া নীট মুনাফা গঠিত হয়। অবশ্য এই সকল বিভিন্ন প্রাপ্য যে নীট মুনাফার মধ্যে সব সময়েই থাকিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তবে এই সকল প্রাপ্যের মধ্য হইতেই নীট মুনাফা আসিবে। এই প্রাপ্যগুলিকে নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা চলে :

মুনাফার মধ্যে বিভিন্ন প্রাপ্য আছে

(১) আঁত্রেপ্রণা নিজের কারবার পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সাধারণ বা নিয়মিত মুনাফা প্রত্যাশা করিবেন। সাধারণতঃ এক জন আঁত্রেপ্রণা এই খাতে তাঁহার কত প্রাপ্য হইতে পারে তাহা স্থির করিবেন তাঁহার নিছক সংগঠনের পরিশ্রমটি নিজের এই কারবারে প্রয়োগ না করিয়া অন্য কাহারও কারবারে প্রদান করিলে কত নিশ্চিত আয় পাইতে পারিতেন তাহার ভিত্তিতে। ইহা নিছক পরিশ্রমের আয় এবং সেই কারণে ইহা নিয়মিতভাবে পাইতে হইবে। সামগ্রী বিক্রয়ের দ্বারা এই প্রাপ্য যদি না উঠে তাহা হইলে উহা উৎপাদন করাই পোষাইবে না। সেই জন্যই ইহা উৎপাদন খরচার অন্তর্ভুক্ত হইয়া দামের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং মুনাফার মজুরী তত্ত্ব একেবারে ব্যর্থ নহে; উহার মধ্যে এই নিয়মিত মুনাফার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

পরিশ্রমের প্রাপ্য

(২) মুনাফার মধ্যে ফাল্‌তো লাভ (windfall profits) অন্তর্ভুক্ত হয়। ফাল্‌তো লাভ বলিতে বুঝায় উৎপাদন খরচার উপর সেইরূপ বাড়তি আয় যাহা আঁত্রেপ্রণা প্রত্যাশা করে নাই। এই ধরনের আয়ের জন্য

আঁত্রেপ্রণার কোনই পরিশ্রম বা চিন্তাশক্তি প্রয়োজন হয় নাই—সুতরাং ইহা শুধু অপ্রত্যাশিতই নহে, অনর্জিতও বটে। অতএব খাজনার সহিত এই ধরনের আয়ের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ খাজনা তত্ত্ব অনুযায়ী, খাজনা মাত্রই অনর্জিত আয়। সুতরাং মুনাফার সম্পর্কে যে খাজনা তত্ত্ব প্রদত্ত হইয়া থাকে উহার মধ্যে কিছুটা সত্য রহিয়াছে। এইরূপ ফালতো লাভ হইতে পারে (ক) মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা দাম বৃদ্ধির দরুন, (খ) কোন বিশেষ বস্তুর সহসা চাহিদা বৃদ্ধির দরুন, অথবা, (গ) নূতন স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন।

অপ্রত্যাশিত ফালতো লাভ

(৩) নীট মুনাফার মধ্যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের জন্য প্রাপ্যও অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার জন্য যদি কোন বাড়তি প্রাপ্য না পাওয়া যাইত তাহা হইলে শিল্প ব্যবস্থাপক শুধু সেই সকল শিল্পই স্থাপন করিত যাহাতে কোনও ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা নাই। কিন্তু প্রথমতঃ এই ধরনের শিল্প খুবই কম এবং দ্বিতীয়তঃ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা আছে এই ধরনের শিল্পের সমাজের পক্ষ হইতে চাহিদা রহিয়াছে। সুতরাং ঝুঁকি বহুল ও অনিশ্চয়তা পূর্ণ শিল্পে আঁত্রেপ্রণাগণ প্রবেশ করে কিন্তু উহার দরুন একটি প্রাপ্য আদায় করিয়া লয়। অবশ্য ঝুঁকি যে পরিমাণে বীমা করা যায় সে পরিমাণে উহা নিশ্চিত খরচায় রূপান্তরিত হয় এবং ঝুঁকিরূপে থাকে না। কিন্তু সব ঝুঁকিই বীমা করা সম্ভব নহে এবং ঝুঁকি ছাড়াও ব্যবসায়ে অনেক কিছু অনিশ্চয়তা থাকিয়া যায়। ইহার দরুণ আঁত্রেপ্রণার অতিরিক্ত প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং হ'লি'র ঝুঁকি বহন তত্ত্ব এবং নাইট্-এর অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব একদেশদর্শী হইলেও সম্পূর্ণ নিরর্থক নহে।

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার প্রাপ্য

(৪) আঁত্রেপ্রণাগণ উৎপাদন খরচা কমাইবার এবং উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য সর্বদাই চেষ্টিত থাকে এবং যে আঁত্রেপ্রণা যত খানি উহা করিতে সক্ষম হয় সে আঁত্রেপ্রণা ততখানি বাড়তি নীট লাভ করে। আঁত্রেপ্রণাগণ সেই কারণে কৌশলগত উন্নয়নের জন্য, নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য চেষ্টিত হয়; নূতন পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইবার জন্য চেষ্টা করে, এমন কি নিজের সুবিধার জন্য পরিস্থিতির

পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য প্রাপ্য

পরিবর্তনের জন্যও চেষ্টা করিয়া থাকে (যথা ব্যয়-বহুল প্রচার কার্যের দ্বারা চাহিদা প্রভাবিত করা)। ইহাতে যে ব্যবসায়ী সফল হয় তাহার বাড়তি লাভ থাকে।

(৫) কোন আঁত্রেপ্রণা যখন একচেটিয়া কারবার করিয়া থাকে অর্থাৎ এমন একটি সামগ্রী উৎপাদন করে যাহার চাহিদা আছে অথচ যাহা অপর কেহ উৎপাদন করিতে পারে না তাহা হইলে সে ঐ সামগ্রীর জন্য একটি বাড়তি দাম আদায় করিয়া লইতে পারে। এই বাড়তি দামের অর্থ হইল যে দামে উহা অন্যথায় বিক্রয় করা পোষাইত তাহার উপরেও খানিকটা উদ্বৃত্ত। ইহা নিছক একচেটিয়া অধিকারের সুযোগে বাড়তি দাম আদায়; ইহাকে একচেটিয়া-লাভ (monopoly profits) বলা হয়। মুনাফার মধ্যে এইরূপ একচেটিয়া লাভও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর লাভ

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফা—Profits in Socialistic Regime

সাধারণ ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিক শ্রেণী নিজেদের পুঁজি, উদ্যোগ এবং ব্যবস্থাপনার দ্বারা যে কারবার গঠন এবং পরিচালনা করিয়া থাকে উহার দরুন তাহারা মুনাফার অধিকারী হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীদের অভিমতে মুনাফা গ্রহণ অন্যায় এবং অযৌক্তিক, কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা মুনাফা অর্জন সমর্থন করিতে পারা যায় না। মালিকশ্রেণী কারবারের মুনাফা অনুযায়ীই সামগ্রী উৎপাদন করিয়া থাকে। যে বস্তু উৎপাদনে মুনাফা বেশী হয় তাহারা শুধু সেই বস্তুই উৎপাদন করে এবং অন্যান্য বস্তু যতই জনসাধারণের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় হউক না কেন, মুনাফা না হইলে মালিকগণ উহা উৎপাদন করিবে না। শুধু তাহাই নহে, নিজেদের মুনাফার অঙ্ক বাড়াইয়া লইবার জন্য তাহারা শ্রমিক নিষ্পেষণ করিয়া থাকে—শ্রমিকদিগকে যতদূর সম্ভব খাটাইয়া এবং যত কম সম্ভব মজুরী দিয়া নিজেদের লাভ বাড়াইয়া থাকে। কারবারের যাহা কিছু লাভ থাকে তাহা শ্রমিকদিগেরই প্রাপ্য কারণ শ্রমিকগণই পরিশ্রমের দ্বারা সম্পদ উৎপাদন করে; পুঁজি-বস্তুর সহায়তায় উহা করা হয় বটে কিন্তু পুঁজি-বস্তুও উৎপাদন হয় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শ্রমিকের পরিশ্রম প্রয়োগের দ্বারা।

মুনাফা হইল শ্রমিক নিষ্পেষণ হইতে প্রাপ্য

সেই কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশে কোন ব্যক্তিগত মালিক বলিয়া কেহই থাকে না। দেশের মধ্যে যাহা কিছু কারবার থাকে সমগ্র সমাজের পক্ষ হইতে একমাত্র রাষ্ট্রই সব কিছুর মালিক থাকে। রাষ্ট্র জনসাধারণেরই—সুতরাং রাষ্ট্র সকল উৎপাদনকার্য এবং ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করে সমগ্র সমাজের কল্যাণের ভিত্তিতে—উহা হইতে মুনাফা অর্জনের জন্য কোন অনুপ্রেরণা থাকে না। কোন কলকারখানা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোন ব্যক্তিগত মালিক থাকে না—সকল ব্যক্তিই শ্রমিকরূপে তাহার পরিশ্রমের দ্বারা সম্পদ উৎপাদনে সমগ্র সমাজকে সাহায্য করিতে বাধ্য। সুতরাং কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণী কর্তৃক কোন কারবারের কোন মুনাফা অর্জন করা সম্ভব নহে।

ব্যক্তিগত মুনাফা নাই

সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার গ্রহণ করে রাষ্ট্র। তবে রাষ্ট্র ঐ পরিচালনার ক্ষমতা অনেক সময়ে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের উপরেই অর্পণ করিতে পারে—শ্রমিকরা নিজেদের মধ্য হইতে পরিষদ গঠন করিয়া শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। এইরূপ পরিষদকে সোভিয়েট বলা হয়। সোভিয়েট উৎপাদন কার্য পরিচালনা করে এবং উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী শ্রমিকদের মজুরী স্থির করিয়া লয়। যেহেতু কোন মালিক শ্রেণী নাই এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানটির যাহা আয় হয় উহা হইতে মুনাফারূপে কোন অংশ বাহিরের কাহারও নিকট চলিয়া যায় না সেহেতু যাহা মুনাফারূপে চলিয়া যাইতে পারিত তাহা মজুরী রূপেই শ্রমিকদের মধ্যে বন্টিত হইয়া যায়।

মজুরী রূপে বন্টিত

তবে কতখানি মজুরদের নিকট যাইবে তাহা নির্ভর করে পণ্যের কি দাম হইবে তাহার উপর। পণ্যের এই দাম নির্ধারণ করিয়া দেয় রাষ্ট্র। সমগ্র উৎপাদন রাষ্ট্রের নিকটেই বিক্রয় করিয়া দিতে হয় এবং রাষ্ট্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিজের দ্বারা নির্ধারিত দামে বিক্রয় করে; সুতরাং মুনাফারূপে যাহা মালিক শ্রেণীর নিকট চলিয়া যাইতে পারিত তাহার কতখানি সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের নিকট যাইবে এবং কতখানি ভোগকারীরূপে জনসাধারণের মধ্যে বন্টিত হইয়া যাইবে তাহা

ভোগকারীগণ কি পাইল তাহা দামের উপর নির্ভর করে

নির্ভর করে রাষ্ট্র ঐ সামগ্রীটির কি দাম স্থির করিল তাহার উপর মোট কথা, মুনাফা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র প্রাপ্যের অস্তিত্ব নাই।

মুনাফার হিসাব—Calculation of Profit

মুনাফার মধ্যে সাকুল্য (gross profit) এবং নীট মুনাফা (net profits) এইরূপ ভাগ করা লইয়া থাকে। নিছক ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি গ্রহণের জন্য যে উপার্জন তাহা নীট মুনাফা এবং উহা ব্যতীত শিল্পোদ্যোগীর নিজস্ব জমি, ও শ্রম প্রযুক্ত হইলে ঐগুলি বাবদ উপার্জন অন্তর্ভুক্ত করিয়া সাকুল্য মুনাফা হিসাব করা হয়। বিশেষ কোন ব্যক্তির শিল্প প্রচেষ্টা হইতে কত মুনাফা হইয়াছে তাহা হিসাব করা হয় নীট মুনাফার ভিত্তিতে। একজন ব্যক্তি কোন সামগ্রী উৎপাদনে মোট কত পরিমাণ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে; উৎপাদিত সামগ্রীর মোট পরিমাণ বিক্রয় করিয়া কত মুদ্রা সে পাইয়াছে তাহাও হিসাব করিতে হইবে। তাহার মধ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের এবং উহা চালু রাখিবার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়—আরও অন্তর্ভুক্ত থাকে শ্রমিকের জন্য প্রদেয় মজুরী, জমির খাজনা এবং অপরের নিকট হইতে সংগৃহীত পুঁজির সুদ, কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যয় এবং উৎপাদিত সামগ্রীকে বিক্রয় করিবার ব্যয়। ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপ্রণেতার নিজস্ব ভূমি ও পুঁজি ও শ্রম থাকিলে উহা তিনি অপরকে দিলে যে পারিশ্রমিক লাভ করিতে পারিতেন, তাহাও ব্যয়ের মধ্যে ধরিয়া রাখেন এবং উহা তাঁহার অন্য সূত্র হইতে আয় বলিয়া ধরিয়া রাখেন। এইরূপে তিনি তাঁহার মুনাফার (নীট মুনাফা) হিসাব করেন।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে নীট মুনাফার হিসাব করা হয়।

যৌথ পুঁজি কারবারের মুনাফার হিসাবের বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার ক্ষেত্রে নীট মুনাফারূপে যাহা ব্যক্ত করা হয়, তাহা অর্থনীতির বিচারে মূলতঃ সাকুল্য মুনাফা (gross profit)। যৌথপুঁজি কারবারে পুঁজি সংগৃহীত হয় অংশীদারদিগের নিকট অংশ-পত্র বা share বিক্রয় করিয়া এবং বাহির হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া। ঋণ গ্রহণ করা হয় সরাসরিভাবে অথবা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া। ঋণের জন্য প্রদেয় সুদ যথারীতি সুদরূপে ব্যয়ের খাতে ধরা হয় কিন্তু অংশীদারদিগকে যে লভ্যাংশে বণ্টন করা হয়—তাহা সুদ এবং মুনাফা এইরূপে ভাগ করা হয় না। অংশীদারগণ যে মুনাফার অংশ পায়

তাহার মধ্যে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সুদ নিহিত থাকে—উহা শুধু ঝুঁকি গ্রহণের জন্য প্রাপ্য পারিশ্রমিক নহে, পুঁজি প্রদানের জন্য প্রাপ্য ক্ষতিপূরণও উহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। উপরন্তু যৌথ পুঁজি কারবারের নিজস্ব জমি, গৃহাদি থাকিতে পারে, ঐ বাবদ উহার কোন খরচা করিতে হয় না। উহাও মুনাফার তহবিলে জমা হইয়া থাকে। যৌথপুঁজি কারবারের ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে থাকে অপরের নিকট হইতে ভাড়া লওয়া গৃহাদির জন্য প্রদেয় খাজনা, ঋণ হিসাবে গৃহীত অর্থের জন্য প্রদেয় সুদ, কাঁচা মালের দাম, শ্রমিকদিগের মজুরী, অন্যান্য কর্মচারীদিগের বেতন, সরকারকে প্রদেয় কর, সামগ্রীর বিক্রয় খরচা (marketing cost)। ব্যতীত ব্যয়ের মধ্যে থাকে যন্ত্রাদি চালু রাখিবার খরচা এবং ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় (depreciation expenses)। উহার আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় বিক্রীত পণ্যের দাম। ঐরূপ আয় হইতে ব্যয়ের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইতে কিছু পরিমাণ অর্থ রিজার্ভ ফাণ্ডরূপে পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাই মুনাফা-বখ্‌রা (dividend) রূপে অংশীদারদিগের মধ্যে বন্টিত হয়।

যৌথ কারবারের ক্ষেত্রে সাকুল্য মুনাফার অনেক কিছু থাকিয়া যায়

বুন্ডিং যৌথপুঁজি কারবারের মুনাফা হিসাব করিবার একটি প্রক্রিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বৎসরের মধ্যে পুঁজি মূল্যের যে পরিবর্তন ঘটিবে তাহা মুনাফার হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা বিধেয়। এই হিসাব প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন হইল প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য উহার ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বৎসরের শেষে যে সম্পত্তি উহার থাকিবে উহার মূল্য কোম্পানীর আয়ের অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, কোম্পানী প্রত্যেক বৎসরের প্রথমে নিজ মালিকানাভুক্ত যে বস্তুসমূহ থাকিবে, তাহা অপরাপর যথার্থ ক্রীত সামগ্রী সমূহের সহিত নিজে ক্রয় করিয়া লইতেছে; উহা হইবে তাহার ব্যয়। মনে করিতে হইবে যে বৎসরের শেষে কারবারটি তাহার মালিকানাভুক্ত সকল সম্পত্তি ও বস্তু এবং তাহার উৎপাদিত, কিন্তু মালিকদিগের দ্বারা ব্যবহৃত, সকল সামগ্রী নিজের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতেছে; উহার সহিত যোগ করিতে হইবে, তাহার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হইতে লব্ধ নগদ।

বুন্ডিং-এর পদ্ধতি

উহাই হইবে কারবারটির আয়। এই আয় হইতে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় হিসাবকৃত ব্যয় বাদ দিলে অবশিষ্টাংশ হইল কারবারটির মুনাফা।

Questions & Hints

1. What are the different elements of profit ? Explain the infuence of innovations on profit. (B. A. Part 1. 1952) [পৃষ্ঠা ৪৯৮-৫০০ ; ৪৯৬]

2 Discuss the part played by risk and uncertainty in the determination of profits. (B. A. Part I 1964). What are profits ? Discuss the relation between profits and risk taking. (B. Com. Part I, 1962). Discuss the statement that profits are the reward for risk taking (B. Com. Part I, 1965) [পৃষ্ঠা ৪৯২-৯৪]

3. Profit is not simply a fourth factor return like wages, interest or rent. Profit is part of these factor returns. (B. A. Part I. 1965). [পৃষ্ঠা ৪৯৮-৫০০]

4. Can profit exist under perfect competition ? (B. A. O/R Part I, 1965) [পৃষ্ঠা ৪৮৪-৮৫]

5. Show that a firm's profit is not at a maximum unless each factor price equals its marginal revenue product. (B.A. Part I. 1966) [পৃষ্ঠা ৪১৩-১৪]

6. For what functions of the entrepreneur does he earn profits ? (B. Com. Part I, 1964) [পৃষ্ঠা ৪৯৮-৫০০]

7. Explain the different elements in net profit (B. A. 2yr. 1964) [পৃষ্ঠা ৪৯৮-৫০০]

8. What are the elements of profit ? Why is there no tendency to equality of profits ? (B. A. 2yr. 1960) [পৃষ্ঠা ৪৯৮-৫০০ ; ৪৮৪]

9. What do you mean by normal profits ? Elucidate the relation between normal profits and cost of production. (B. A. 2yr. 1963) [পৃষ্ঠা ৪৭৯-৮১]

10. "Profit is surplus above the cost of production". Do you agree ? What are elements of profit as a category of income ? (North. Beng. Univ. 1963) [পৃষ্ঠা ৪৯৮-৫০০]

11. Give an account of the various concepts of profit. (B. A. O/R Part I, 1967) [পৃষ্ঠা ৪৯৮-৫০০]

সপ্তদশ অধ্যায়

সুদ

(Interest)

সুদ, সাকুল্য ও নীট—Interest, Gross and Net

ঋণ-পুঁজি ভাড়া লইবার দরুন যে মূল্য প্রদান করা হয় তাহাই হইল সুদ। সংক্ষেপে, সুদ হইল ঋণের জন্য প্রদেয় দাম। এই দাম ব্যক্ত করা হয় ঋণের আসলের (principal) একটা শতকরা অংশ হিসাবে। ১০০ টাকা ঋণ লইয়া ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতাকে ১ বৎসর পরে ১০৫ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত থাকে তাহা হইলে বলা হয় বাৎসরিক শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ প্রদান করা হইতেছে।

ঋণ প্রদান করিলে, অনেক সময়ে ঋণ-প্রদাতাকে একাধিক কারণে অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয়। ঋণ পরিশোধের যখন সময় উপস্থিত হইবে তখন খাতকের (debtor) ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকিবে কিনা, ক্ষমতা থাকিলেও তাহার সাধুতা বজায় থাকিবে কিনা প্রভৃতি নানারূপ বিষয় সম্পর্কে প্রাপককে অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি বহন করিতে হয়। এইরূপ অনিশ্চয়তা যেখানে থাকে, ঋণদাতা সেখানে নিছক ঋণ প্রদানের মূল্য অপেক্ষাও বেশী সুদ খাতকের নিকট দাবি করে। এই অনিশ্চয়তা যত বেশী হয় সুদের হারও হয় তত বেশী। উপরন্তু, একদিকে ঋণ প্রদান এবং অপর দিকে সুদ ও আসল আদায়, এই কার্যের জন্য ঋণদাতাকে অনেক সময়ে পরিশ্রম করিতে হয়। কোন কোন দেনাদারের নিকট হইতে সুদ এবং আসল আদায় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য, উহার জন্য প্রাপককে (creditor) বাড়তি আয়াস স্বীকার করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার, দেনাদারের অক্ষমতার জন্য পাওনাদারকেই ঋণ সংক্রান্ত সকল হিসাব পত্র রাখিতে হয় এবং কিছুকাল অন্তর হয়তো দেনাদারকে হিসাব বুঝাইয়া দিতে হয়। অনেক সময়ে আইনের দ্বারা এইরূপ বাধ্যবাধকতা পাওনাদারের উপর আরোপিত থাকে। এই বাড়তি পরিশ্রমের জন্যও ঋণদাতা বাড়তি মূল্য দাবি করিবে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঐ অনিশ্চয়তা এবং পরিশ্রমের জন্য সুদের মধ্যে অতিরিক্ত

ঝুঁকি ও ঝঞ্ঝাটের দাম সুদের সহিত যোগ করিলে সাকুল্য সুদ হয়

মূল্য ধরিয়া লওয়া হইলে, ঐ সুদকে বলা হয় সাকুল্য সুদ (Gross Interest)। ঋণের ক্ষেত্রে যখন কোন অনিশ্চয়তা থাকে না এবং ঋণ প্রদাতার কোন অতিরিক্ত পরিশ্রম থাকে না, তখন উহার জন্য যে সুদ প্রদেয় থাকে, তাহাই হইল নীট সুদ (Net interest)।

উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব—Productivity Theory of Interest

সুদ নির্ধারণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্বটি হইল অন্যতম। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সুদ নির্ধারিত হয় পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা। পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা যদি অধিক হয় তাহা হইলে সুদও হয় অধিক এবং উৎপাদন ক্ষমতা কম হইলে সুদও কম হইবে। কোন একটি পুঁজি সামগ্রী হইতে লভ্য উৎপাদন এবং পুঁজির মূল্যের মধ্যে একটি রেশিও স্থির করা হয় এবং উহাই সুদের হার রূপে গণ্য হয়। সুতরাং এই তত্ত্ব অনুযায়ী, পুঁজির সহযোগে শ্রম যে অধিক উৎপাদনক্ষম হয় তাহাই হইল সুদের কারণ। একমাত্র পুঁজির ব্যবহার না করিয়া যে পরিমাণ উৎপাদন লাভ করা যায় তাহার উপরে একমাত্র পুঁজি ব্যবহারের দ্বারা যে অধিক পরিমাণ উৎপাদন ঘটে সেই অধিক উৎপাদনটুকুই হইল সংশ্লিষ্ট পুঁজির প্রাপ্য সুদ।

পুঁজি ব্যবহারে উৎপাদন বাড়ে বলিয়াই সুদ দেওয়া হয়

সমালোচনা—(১) একজন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির নিকট হইতে ভোগ কার্যের নিমিত্তও ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে সুদ আদায় করা হইবে, অন্যথায় তাহাকে কেহ ঋণ প্রদান করিবে না; ইহার কারণ হইল, দেনাদার ঋণের অর্থ যে কার্যেই ব্যবহার করুক না কেন পাওনাদারের নিকট ঐ অর্থ হইল পুঁজি, উহা হইতে সে উপার্জন আশা করে। এইরূপ ভোগ কার্যের জন্য গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে কেন সুদ প্রদান করা হয় এবং সে সুদের হার কি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

ভোগকার্যের ঋণেও সুদ দিতে হয়

(২) নিছক উৎপাদনের ক্ষেত্রে হইলেও উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব পুঁজির শুধু চাহিদার দিকই বিবেচনা করে। পুঁজির চাহিদা হয় উহার উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা, ইহা কিছু পরিমাণ সত্য হইলেও পুঁজির যোগান কিসের দ্বারা

শুধু চাহিদাই বিবেচনা করে

নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে ঐ তত্ত্ব কোন ইঙ্গিত প্রদান করে না; সুতরাং এই তত্ত্বটি অসম্পূর্ণ।

(৩) পুঁজি-সামগ্রীর মূল্য এবং উহা হইতে লভ্য উৎপাদনের মূল্য—সুদ হইল এই দুইটির রেশিও। কিন্তু এইরূপ যুক্তিতে পরস্পর বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয় কারণ পুঁজি সামগ্রী হইতে লভ্য উৎপাদনের মূল্য পুঁজি সামগ্রীটির মূল্যের উপরে নির্ভর করিবে; আবার পুঁজি সামগ্রীটির মূল্যও নির্ভর করে বলা চলে উহার দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যের উপর। এক্ষেত্রে কিসের মূল্য কিসের দ্বারা নির্ধারিত হইবে তাহা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা যায় না।

পরস্পর বিরোধিতা

ভোগ সংযম তত্ত্ব—Theory of Abstinence

সিনিয়র এবং কেয়ারনেস্ সুদ সম্পর্কে ভোগ সংযমের তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। সঞ্চয় হইতে পুঁজির উদ্ভব ঘটে কিন্তু সঞ্চয় করা কষ্টকর। মানুষের ভোগপ্রবৃত্তি তাহাকে অর্থ ব্যয় করিতেই প্রণোদিত করে—সঞ্চয় করিতে হইলে অর্থব্যয়ের এই আকাঙ্খা প্রতিরোধ করিতে হইবে। অর্থব্যয়ের আকাঙ্খা প্রতিরোধ করিবার অর্থই হইল ভোগ আকাঙ্খা প্রতিরোধ করা। ইহার নাম abstinence বা ভোগ সংযম। পুঁজির যোগান করিতে হইলেই এই ভোগসংযম করিতে হইবে; একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজিসঞ্চয়ের জন্য যে ক্লেশ স্বীকার বা কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হইবে উহার দরুন ক্ষতিপূরণ না পাইলে কেহই উহা যোগান করিতে অগ্রসর হইবে না। সুদ হইল এই ক্ষতিপূরণ—অর্থাৎ ভোগ সংযমের জন্য প্রদত্ত মূল্য বা পারিশ্রমিক।

পুঁজি সঞ্চয়ে ভোগ সংযম প্রয়োজন

ভোগ সংযমের মধ্যে যেন কিছু ক্লেশ স্বীকার বা কৃচ্ছ্রসাধনের ভাব থাকে—কিন্তু সঞ্চয় মাত্রই যে কৃচ্ছ্রসাধন হইতে উদ্ভূত, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বিশেষ ধনী ব্যক্তি যে সঞ্চয় করে তাহাতে ক্লেশ স্বীকারের উপাদান কিছুই নাই। সেই কারণে মার্শাল 'ভোগ সংযম' শব্দটির পরিবর্তে 'অপেক্ষা' (waiting) শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। পুঁজি সঞ্চয় করিতে হইলে নিজের সম্পত্তি ভোগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; সুদ হইল, এই অপেক্ষা করিবার জন্য মূল্য প্রদান। মার্শাল বলেন "প্রান্তিক অপেক্ষা কার্যের" (marginal waiting) দ্বারা সুদ নির্ধারিত হইবে। কোন কোন অপেক্ষা কার্য, অর্থাৎ

সঞ্চয়, সুদ প্রদান না করিলেও সম্পন্ন হইতে পারে এবং হইবেও, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এইরূপ সঞ্চয় অপ্রচুর হওয়াই স্বাভাবিক। সেই জন্য সুদের উদ্ভব এবং বৃদ্ধি ঘটিবে; এই বৃদ্ধি ঘটিবে ততক্ষণ যতক্ষণ না চাহিদার সহিত সমান হইবে এইরূপ পুঁজির শেষ মাত্রাটির যোগান ঘটে। পুঁজির ঐ শেষ মাত্রাটি হইবে, প্রান্তিক্ অপেক্ষাকার্য (marginal waiting) এবং সুদের হার এই প্রান্তিক্ অপেক্ষা কার্যের সমান হইবে।

সমালোচনা—(১) ভোগ সংযম বা অপেক্ষা তত্ত্ব পুঁজির যোগানের দিকটাই মাত্র আলোচনা করে। এই তত্ত্ব পুঁজির যোগান কিসের দ্বারা সীমাবদ্ধ ইহার উপরেই আলোক পাত করে; কিন্তু নিছক যোগানের দ্বারা যেরূপ কোন বস্তুর দাম নির্ধারণ ঘটে না, সেরূপ পুঁজির কেবল মাত্র যোগানের দ্বারাই সুদ নির্ধারিত হইতে পারে না।

শুধু যোগানের কথাই বলে

(২) প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের মধ্যেই 'অপেক্ষা' বর্তমান থাকে। ভূস্বামীকে খাজনা পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, শ্রমিককে অপেক্ষা করিতে হইবে মজুরী লাভের জন্য, ব্যবসায়ীকেও অপেক্ষা করিতে হইবে মুনাফার জন্য। বর্তমানের প্রচেষ্টা হইতে বর্তমানেই আমি যাহা লাভ করিতে পারিতাম তাহা পরিত্যাগ করিয়াই ভবিষ্যৎ লাভের প্রচেষ্টা করিয়া থাকি। অপেক্ষা কার্যের জন্যই যদি সুদ প্রদান করা হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের মূল্যের মধ্যেই সুদের অংশ থাকে; ইহা অবাস্তব।

প্রত্যেক উপাদানের মধ্যে 'অপেক্ষা' আছে

অষ্ট্রিয় তত্ত্ব (বর্তমান পছন্দ)—The Austrian Thory (Time Preference)

অষ্ট্রিয় চিন্তাবিদ্‌দিগের মধ্যে ব'ম বার্ক (Bawm Bawark) এর নাম সুপ্রসিদ্ধ। সুদ সম্পর্কে অষ্ট্রিয় অর্থনীতিবিদ্‌দিগের অভিমত "বর্তমান পছন্দ তত্ত্ব" রূপেও (time preference) পরিচিত। মানুষ স্বভাবতঃই ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানকেই অধিক পছন্দ করে। বর্তমানের ভোগ হইল একটি সুনিশ্চিত ঘটনা আর ভবিষ্যতের ভোগ হইল কতকাংশে অনিশ্চিত সম্ভাবনা। সেই কারণে বর্তমানের ভোগইচ্ছা মানুষকে অধিকতর আকর্ষণ করে। বর্তমানে যে সকল সামগ্রী পাওয়া যায় সেগুলি ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিবার আগ্রহ বর্তমানে

বর্তমানের ভোগ বেশী আকর্ষণ করে

ভোগ করিবার আগ্রহ অপেক্ষা কম। সেইজন্য বর্তমানের সামগ্রীর একটি বাড়তি দাম বা প্রিমিয়াম আছে; সুদ হইল এই প্রিমিয়াম। অধিকন্তু বর্তমান সামগ্রীর উৎপাদন-উৎকর্ষও (technical superiority) রহিয়াছে; বর্তমানের সামগ্রী ব্যবহারের দ্বারা ভবিষ্যতে যে অধিক সামগ্রী উৎপাদিত হয়, তাহাই হইল ভবিষ্যৎ সামগ্রীর উপরে বর্তমান সামগ্রীর অধিকতর উৎকর্ষ। পুঁজি সহযোগে উৎপাদন হইল ঘোরানো উৎপাদন প্রক্রিয়া (round-about process of production); এই ঘোরানো উৎপাদন প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইবার কারণ হইল, উহা অধিক উৎপাদনক্ষম। অধিক উৎপাদন পাইবার জন্য ঘোরানো প্রক্রিয়া প্রয়োজন, আবার ঘোরানো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য বর্তমানের সামগ্রী প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ সামগ্রীর উৎপাদন সম্ভব করিবার জন্য বর্তমান সামগ্রীর এই যে উপযোগিতা তাহাই হইল বর্তমান সামগ্রীর উৎপাদন উৎকর্ষ (technical superiority) এবং ইহার জন্য ঋণ গ্রহীতা সুদ প্রদানের ক্ষমতা অর্জন করে এবং বর্তমান সামগ্রী-সমষ্টির চাহিদা করে।

বর্তমান সামগ্রীর উৎপাদন-উৎকর্ষ

অধ্যাপক ফিশার প্রায় অনুরূপ একটি সুদ তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন; ইহা "সময় পছন্দ তত্ত্বরূপে (Time Preference Theory) পরিচিত। আমরা ভবিষ্যৎকালের সামগ্রী অপেক্ষা বর্তমান কালের সামগ্রী বেশী পছন্দ করি; পরে ভোগ করিব এইরূপ সামগ্রী অপেক্ষা বর্তমানে ভোগ করা যায় এইরূপ সামগ্রীই অধিক আকাঙ্খা করি। সেইজন্য আমার নিকট হইতে বর্তমান সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইলে উহার নিমিত্ত সুদ প্রদান করিতে হইবে।* একজন ব্যক্তির সময় পছন্দ মোটামুটি পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। (১) উপার্জনের পরিমাণ—বর্তমানে একজন ব্যক্তির উপার্জন যত কম হয়, বর্তমান সামগ্রীর জন্য আগ্রহ হয় তাহার তত অধিক; (২) সময়ানুযায়ী বণ্টন—বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে উপার্জনের বণ্টন কিরূপ হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হয়, ভবিষ্যৎ উপার্জন বর্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি পাইবে, না, হ্রাস

পাঁচটি বিষয়ের উপর সময়-পছন্দ নির্ভরশীল

* "The essence of interest is impatience, the desire to obtain gratifications earlier than we can get them, the preference for present over future goods. It is a fundamental attribute of human nature and as long as it exists, so long will there be a rate of interest"—I. Fisher.

পাইবে—তাহার উপরেও বর্তমান—সামগ্রীর প্রতি আকর্ষণ কতখানি তাহা নির্ভর করে। (৩) উপার্জনের বিভিন্ন উপাদান—একজন ব্যক্তির প্রকৃত উপার্জনের মধ্যে বিভিন্ন উপাদন থাকে (different elements in the real income), এই উপাদানগুলির হ্রাস বৃদ্ধি "সময় পছন্দের" উপর প্রতিক্রিয়া ঘটাইতে পারে; (৪) উপার্জনের সম্ভাবনা—বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপার্জনের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির অনুপাত অনুযায়ী সময় পছন্দের (time preference) তারতম্য ঘটে। বর্তমানের উপার্জন নিশ্চিত এবং ভবিষ্যতের উপার্জন অনিশ্চিত—এইরূপ হইলে ভবিষ্যতের প্রতি আকর্ষণ জাগে অধিক, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য সামগ্রী রাখিয়া দেওয়া হইবে; বিপরীত ক্ষেত্রে বর্তমানের প্রতিই অধিক আকর্ষণ জাগে। (৫) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য—এক একজন ব্যক্তির এক একরূপ মানসিক বৈশিষ্ট্যের দরুন বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সময় পছন্দের তারতম্য ঘটিতে পারে।

সমালোচনা :—(১) ভবিষ্যতের অভাব অপেক্ষা বর্তমানের অভাব মানুষ অধিকতর তীব্রভাবে অনুভব করিবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু কীন্‌স্ অষ্ট্রিয় তত্ত্বের এই বলিয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন যে ভবিষ্যতের অভাব কম অনুভূত হইলেও প্রত্যেক সঞ্চয় কার্যের জন্য যে সুদ প্রদান করিতেই হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

সুদ না হইলেও সঞ্চয় হইতে পারে

(২) বর্তমান সামগ্রীর "উৎপাদন উৎকর্ষ" (technical superiority) সম্পর্কেও একাধিক বিরূপ সমালোচনা হইয়া থাকে। উৎপাদন উৎকর্ষের ব্যাখ্যায় যে "গড় উৎপাদন কাল" (average production period) ধরা হয় তাহাতে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রহিয়াছে। অধিকন্তু, উৎপাদনের কাল যত দীর্ঘ হইবে উৎপাদনের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং সুদের হার অনুযায়ী উৎপাদন কালের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয়।

উৎপাদনকালের দৈর্ঘ্য মাত্রই উৎপাদন বাড়াইবে না

ঋণের চাহিদা ও যোগান, উৎপাদন ক্ষমতা ও সঞ্চয়—Demand for and Supply of Loans (Productivity and Savings)

সুদ হইল ঋণ পুঁজি ধার করিবার জন্য প্রদেয় দাম—অর্থাৎ ঋণের দাম।

এই দাম দেওয়া হয়, কারণ একদিকে ঋণপুঁজি উৎপাদনক্ষম (productive) অপরদিকে উহা দুষ্প্রাপ্য (Scarce)। মার্শাল, ক্যাসেল, ফ্লাক্স, ওয়ালরাস প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণ সুদের হার নির্ধারণ হয় কিসের দ্বারা তাহার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ভাবে পুঁজির যোগান ও চাহিদা বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

দেশের মধ্যে একদল লোক টাকা ধার করে, আর একদল লোক টাকা ধার দেয়, তবেই টাকা ধার দেওয়া-নেওয়ার একটি দাম স্থির হয়। এখন দেখা যাক ধার লয় কাহারা এবং কিজন্য, এবং ধার দেয় কাহারা, অর্থাৎ কোথা হইতে ধারের টাকা আসে।

ঋণ গ্রহীতা—সকল সমাজেই একদল লোক থাকে যাহারা আয়ের দ্বারা ব্যয় কুলাইতে পারে না এবং আয় ব্যয়ের ফাঁক পূরণ করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে দরিদ্র লোকও থাকে, ধনী লোকও থাকে। আয় ব্যয়ের মধ্যে ঘাটতি দারিদ্র্যের জন্যও সৃষ্টি হইতে পারে, অপরিমাণদর্শিতার জন্যও সৃষ্টি হইতে পারে, অথবা সহসা কোন অনিশ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভবের জন্যও সৃষ্টি হইতে পারে। আবার ইচ্ছা করিয়া পুঁজি সামগ্রী গড়িয়া তুলিবার জন্যও ইহা করা যাইতে পারে। আয়-ব্যয়ের ফাঁক পূরণের জন্য যে ঋণ করা হয়, তাহা কোন উৎপাদনের কার্যে প্রয়োগ করা হয় না, ভোগ-কার্যেই ব্যয়িত হয় কিন্তু উহার জন্যও সুদ প্রদান করিতে হয়।

সাধারণ লোকের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ফাঁক

ভোগকার্যের জন্য জনসাধারণের একাংশ যে ঋণ করে তাহা ছাড়াও প্রত্যেক দেশেই সরকার নানা কারণে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। শাসন কার্যের নিয়মিত দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারকে নানারূপ ব্যয় করিতে হয়; যথাসময়ে রাজস্ব আদায় না হইলে সাময়িকভাবে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। অনেক সময়ে উন্নয়নমূলক ব্যয়ের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা কোন এক বৎসরের রাজস্ব দ্বারা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না, ঋণ করিয়া ঐ ধরনের ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়।

সরকারের দ্বারা গৃহীত ঋণ

তবে দেশের মধ্যে যত টাকা ঋণ হিসাবে আদান প্রদান হয় তাহার মধ্যে অধিকাংশই গৃহীত হয় শিল্পোৎপাদনের জন্য শিল্পপতিদের দ্বারা। ইহাদের পুঁজির চাহিদার দরুন যে সুদ স্থির হইবে, এই সুদ অনুৎপাদক শ্রেণীকেও ঋণের জন্য দিতে হইবে। কিন্তু উৎপাদনকারীগণ কত সুদ দিতে প্রস্তুত

থাকিবে উহা নির্ভর করে পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতার উপর, সঠিকভাবে বলিতে গেলে, প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার (marginal productivity of capital) উপর। বেশী করিয়া পুঁজি সামগ্রী নিয়োগ করিলে শিল্পের যে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে, উহার দরুনই উৎপাদনকারী সুদ দিতে প্রস্তুত থাকে এবং সুদ দিতে সক্ষম হয়। শ্রমের ও অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের সহিত এক একক পুঁজি সামগ্রী নিয়োগ করিলে শ্রম ও অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বাড়ে। একটি নির্দিষ্ট আয়তনের কারবারে—বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের একটি নির্দিষ্ট সংমিশ্রণের ভিত্তিতে—এক একক বাড়তি পুঁজি নিয়োগ করিলে উৎপন্ন সামগ্রী যতটুকু বাড়ে, উহা হইল পুঁজির বস্তুগত প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (physical marginal productivity of capital)। বেশী করিয়া পুঁজি নিয়োগ করিলে এই প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ইহার মূল কারণ হইল উৎপাদন বাড়াইবার সময়ে কোন কোন উৎপাদক উপাদান প্রয়োজন মত বাড়ানো যায় না। উৎপাদনের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী জমি সীমাবদ্ধ, উপযুক্ত বা দক্ষ শ্রমিকও সীমাবদ্ধ, অনেক কাঁচামাল আছে যেগুলিকে বেশী করিয়া সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠে। উদ্যোক্তা-সংগঠনকারীর নিজের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু পুঁজির প্রয়োগ বৃদ্ধির সহিত উহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়া গেলেও যতক্ষণ উহা প্রচলিত সুদ অপেক্ষা বেশী থাকিবে ততক্ষণ পুঁজির চাহিদা করা হইবে। পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা উৎপাদনকারীর নিকট পুঁজির চাহিদা দেখাইয়া দেয়। যদি নূতন কলাকৌশল (technology) আবিষ্কারে পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে পুঁজির চাহিদাও বাড়িবে। বস্তুতঃপক্ষে, সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে লাভজনকভাবে পুঁজি খাটাইবার নূতন নূতন পদ্ধতি গৃহীত হয় বলিয়া, পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা কমিতে কমিতেও আবার বাড়িয়া যায়, সুদের হারে পতন রুদ্ধ হয়। পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধির সহিত পুঁজির চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

অধিকাংশ ঋণই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এবং পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী গৃহীত হয়

ঋণদাতা: আধুনিক যুগে পুঁজির যোগান হয় প্রধানতঃ ব্যাঙ্ক-কর্জের দ্বারা (bank credit)—অর্থাৎ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জনসাধারণকে ঋণ প্রদানের দ্বারা। তবে জনসাধারণের মধ্যে যাহারা সঞ্চয় করে তাহারা

ব্যাঙ্কে তাহাদের টাকা জমা রাখে বলিয়াই, ব্যাঙ্ক সঞ্চয়কারীদের টাকা উৎপাদনকারীদের সরবরাহ করিতে পারে। অবশ্য আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার যুগে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ যতটাকা থাকে তাহা অপেক্ষাও বেশ কয়েকগুণ বেশী টাকা ব্যাঙ্ক জনগণকে ধার দিয়া থাকে : ইহাকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক কর্জ সৃষ্টি বা মুদ্রা সৃষ্টি বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্কের দ্বারা কর্জ সৃষ্টির ভিত্তি হইল ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখা নগদ মুদ্রা এবং এই নগদ মুদ্রার ভিত্তি হইল সমাজের সঞ্চয়। তবে যে অর্থনীতিবিদগণ সঞ্চয়কে ঋণের যোগান বলিয়া ধরেন (সবাই ধরেন না, যথা কান্‌স্) তাঁহারা ঋণের যোগান হিসাব করিবার সময়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃক কর্জ বা মুদ্রাসৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে হিসাব করেন না। ব্যাঙ্ক কর্তৃক মুদ্রা সৃষ্টিকে সমাজের উপর বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত সঞ্চয় বলিয়া ধরা যায়।

ব্যাঙ্ক-কর্জের ভিত্তি হইল নগদ আমানত বা সঞ্চয়

সাধারণত: সঞ্চয় বলিতে যাহা বুঝায় উহা সম্পাদন করে সরকার, কারবার প্রতিষ্ঠান (যৌথপুঁজি ও অন্যান্য ধরনের কারবার), অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ লোকে। সরকার যে অর্থ মূলধনী-খরচা (Capital expenditure) রূপে ব্যয় করে, উহা সরকারের মধ্য দিয়া সমাজের সমষ্টিগত সঞ্চয়। সরকারের ব্যয়কে সাধারণত: চলতি ব্যয় (current or ordinary expenditure) এবং মূলধনী ব্যয় (capital expenditure) এইভাবে ভাগ ভাগ করা হয়। তবে এই বিভাগ সব সময়ে খুব সুস্পষ্ট নহে। সরকার সাধারণ ব্যয়ের দ্বারাও বাড়ীঘর নির্মাণ, পথ ঘাট উন্নয়ন প্রভৃতি কার্য করিতে পারে ; শিল্পোন্নতি, কৃষি উন্নতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতির জন্য সরকার যে ব্যয় করে উহাকে জাতীয় বিনিয়োগরূপেও গণ্য করিতে পারা যায়। মোটামুটিভাবে, সরকারের আয়-ব্যয় প্রক্রিয়ার মধ্যে সঞ্চয় হইতেছে, না, সঞ্চয়-ক্ষরণ (dissaving) হইতেছে তাহা বাজেটে উদ্বৃত্ত হইতেছে, না, ঘাটতি হইতেছে তাহার দ্বারাই বিচার করা হয়। উদ্বৃত্ত বাজেট সঞ্চয়ের চিহ্ন, এই উদ্বৃত্ত বিনিয়োগে লাগানো যাইতে পারে।

সরকারের সঞ্চয় বাজেট উদ্বৃত্ত হইতে বুঝা যায়

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহও সঞ্চয় করিতে পারে, বাস্তবক্ষেত্রে অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর কিছু কিছু সঞ্চয় করে। যৌথ পুঁজি কারবারগুলি নিজেদের যে লাভ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার

কথা তাহা সম্পূর্ণতঃ বণ্টন করিয়া না দিয়া নিজেদের হাতে ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য রাখিয়া দেয়; পুঁজি-সামগ্রীর ক্ষয়-ক্ষতিপূরণের জন্যও চল্‌তি আয় হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে যাহারা আয়-ব্যয়ের মধ্যে উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে, যথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্ম-সঙ্ঘ, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়

ইহা ছাড়া সঞ্চয় করে সাধারণ লোক। যাহারা আয় হইতে ব্যয় সঙ্কুলান করিয়াও উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি করিতে পারে তাহারা সঞ্চয় করে। মোটামুটি-ভাবে বলিতে গেলে দেশের মোট সঞ্চয়ের অর্ধাংশ ব্যক্তিগত সঞ্চয়, তবে কখনও এই অনুপাত বাড়ে, কখনও কমে। সমস্ত সমাজের সমষ্টিগত সঞ্চয়ের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত পুঁজির যোগানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিবে। সঞ্চয় বাড়িলে পুঁজির যোগান বাড়িবে, সঞ্চয় কমিলে পুঁজির যোগান কমিবে। সঞ্চয় যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি হইল, সুদের হার, সামাজিক পরিবেশ, জনগণের আয়, ধনবণ্টনের পদ্ধতি।

জনসাধারণের সঞ্চয়

যে সুদের হারে পুঁজির চাহিদা (প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা) এবং পুঁজির যোগান (সঞ্চয়) সমান হইবে, ইহাই হইল ভারসাম্য সুদের হার। সেলিগম্যান বলিয়াছেন "আমরা সুদকে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাপক বলিব না প্রান্তিক ভোগসংযমের পরিমাপক বলিব—বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই"। [It makes no difference whether we say that the interest is the measure of marginal productivity or the measure of marginal forbearance"—Seligman] অর্থাৎ সুদ হইল ভারসাম্যের বিন্দু,—যে বিন্দুতে পুঁজির যোগান দাম এবং চাহিদা দাম সমতা লাভ করে। এই বিষয়টি টাউজিগ্ এইভাবে ব্যক্ত করিলেন: "সুদের হার সেই বিন্দুতে নির্ধারিত হয় যে স্থানে পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সঞ্চয়ের প্রান্তিক মাত্রাকে আকর্ষণ করিবার পক্ষে যথোপযুক্ত হয়।" ["The rate of interest settles at a point where the marginal productivity of capital suffices to bring out the marginal instalment of saving"—Taussig.]

কীন্‌সের সুদ তত্ত্ব (নগদ আসক্তি)—Keynes' Theory of Interest (Liquidity-preference)

প্রসিদ্ধ ইংরাজ অর্থনীতিবিদ কীন্‌স্‌ সুদ সম্পর্কিত নূতন একটি তত্ত্ব দিয়াছেন। এই তত্ত্ব মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা "কর্মসংস্থানের" (employment) সহিত জড়িত এবং আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তিনি বলেন সুদ সম্পর্কে অন্যান্য তত্ত্বগুলি 'মনস্তাত্ত্বিক সময় পছন্দের' (psychological time preference) মধ্যে যে বর্তমান ভোগের আগ্রহ আছে তাহার উপরেই সকল গুরুত্ব আরোপ করে; উহা ছাড়াও, নগদ পছন্দের (liquidity preference) যে একটি মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া আছে তাহা ঐ মতবাদগুলি বিবেচনা করে না। তিনি ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের কিছুটা বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছেন। ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের মূল কথাই হইল যে বিনিয়োগ হইল বিনিয়োগযোগ্য সম্পত্তির চাহিদা এবং সঞ্চয় হইল উহার যোগান—সুদ হইল বিনিয়োগযোগ্য সম্পত্তির দাম, যে দামে উহার যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য উপস্থিত হইবে। তাঁহার মূল সমালোচনা হইল যে এই মতবাদ উপার্জনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে না, মুদ্রা নগদ ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করে না। তাঁহার মতে 'উপার্জন' সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রদান করে, তাহা কোনক্রমেই বাস্তবধর্মী নয়; জনসাধারণের উপার্জন অপরিবর্তিত থাকে--এই অনুমান ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের ভিত্তি, অথচ এই অনুমান অবাস্তব। ঐ তত্ত্ব মনে করে পুঁজির চাহিদা রেখা (demand curve) যদি পরিবর্তিত হয় অথবা যে রেখা একটি নির্দিষ্ট উপার্জনের মধ্যকার সঞ্চয়ের পরিমাণের সহিত সুদের হারের সম্পর্ক স্থাপন করে উহার যদি পরিবর্তন ঘটে, অথবা উভয় রেখাই যদি পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে দুইটি রেখার নূতন অবস্থিতির অতিক্রম বিন্দুর দ্বারাই সুদের হার প্রদত্ত হইবে। কীন্‌স্‌ বলেন ইহা সম্পূর্ণ অর্থহীন তত্ত্ব, ঐ দুইটি রেখার একটি অপরটির উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীনভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে এই অনুমান এবং উপার্জন অপরিবর্তিত আছে এই অনুমান, ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ।*

প্রাচীনপন্থী মতবাদের ত্রুটি

'উপার্জন' পরিবর্তনের ফলাফল ইহা বিবেচনা করে না

---

* The classical theory of the rate of interest seems to suppose that, if the

ঐ দুইটি রেখার যে কোন একটি পরিবর্তন হইলেই সাধারণতঃ উপার্জনের পরিবর্তন ঘটিবে ; ফলে নির্দিষ্ট উপার্জনের ভিত্তিতে যে মতবাদ গঠন করা হইয়াছে তাহা ধ্বসিয়া যাইবে। অবশ্য সঞ্চয় যে উপার্জনের উপর নির্ভর করে এই সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল মতবাদ অবহিত ছিল ; কিন্তু উপার্জন যে বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল (যাহাতে বিনিয়োগের পরিবর্তন ঘটিলেই উপার্জনের পরিবর্তন ঘটিবে) তাহা উহা বিবেচনা করে নাই ; বিনিয়োগের পরিবর্তন হইলে উপার্জন ঠিক সেই অনুপাতেই পরিবর্তিত হয় যে অনুপাতে উহার পরিবর্তন হইলে তবেই সঞ্চয়ের পরিবর্তন ও বিনিয়োগের পরিবর্তন সমান হইবে। ["The traditional analysis has been aware that saving depends on income but it has overlooked the fact that income depends on investment in such fashion that when investment changes, income must necessarily change in just that degree which is necessary to make the change in saving equal to the change in investment"—Keynes].

কীন্‌স্‌ অভিমত দিলেন, সুদের হার সঞ্চয় বা 'অপেক্ষার' জন্য প্রদেয় মূল্য হইতে পারে না। কারণ একজন ব্যক্তি যদি তাহার সঞ্চয় নগদ হিসাবে জমাইয়া রাখে, তাহা হইলে পূর্ববৎ সঞ্চয় করিলেও কোন সুদ সে অর্জন করে না। সুদ হইল প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট কালের জন্য নগদ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিবার পুরস্কার। ব্যক্তির "মনস্তাত্ত্বিক সময় পছন্দের" দ্বারা দুইটি স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন হয়,—প্রথমতঃ, ভোগ আগ্রহ (propensity to consume) ; দ্বিতীয়তঃ, নগদ পছন্দ (liquidity preference)।

মানুষ মাত্রেরই ভোগ-আগ্রহ (propensity to consume) আছে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী সে ভোগ করিতে চাহে ; কিন্তু এই ভোগাগ্রহ আবার পরিবর্তিত হইতে পারে। একজন ব্যক্তি তাহার মোট উপার্জনের

demand curve of capital shifts or if the curve relating the rate of interest to the amount saved out of a given income shifts or if both these curves shift, the new rate of interest will be given by the point of intersection of the two curves. But this is a nonsense theory. For the assumption that income is constant is inconsistent with the assumption that these two curves can shift independently of one another. If either of them shift, then in general, income will change, with the result that the whole schematism based on th assumption of a given income breaks down'—Keynes General Theory

কতখানি বর্তমানেই ভোগ করিবে এবং কতখানি ভবিষ্যতে ভোগের জন্য রাখিয়া দিবে তাহা এই ভোগাগ্রহের উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিবার নামই সঞ্চয়; সুতরাং সঞ্চয় এবং ভোগাগ্রহ বিপরীতমুখী। ভোগাগ্রহ বেশী হইলে ব্যয় বেশী ও সঞ্চয় কম হইবে এবং ভোগাগ্রহ কম হইলে ব্যয় কম এবং সঞ্চয় বেশী হইবে।* কীন্‌স্ বলেন, "নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ভোগাগ্রহকে একটি স্থির বিষয়রূপে বিবেচনা করা চলে"; পূর্বেই বলা হইয়াছে এই ভোগাগ্রহের দ্বারা সঞ্চয় নির্ধারিত হয়।

ভোগাগ্রহের উপরে সঞ্চয় নির্ভর করে

ভোগাগ্রহের ভিত্তিতে যে সঞ্চয় করা হয় উহা সঞ্চয়কারী এরূপ তরল আকারে রাখিয়া দিতে পারে যাহাতে যখনই প্রয়োজন তখনই সে উহা হইতে ব্যয় করিতে সক্ষম হইবে—অর্থাৎ যে কোন সময়ে ব্যবহার্য নগদরূপে সে তাহার সঞ্চয় রাখিয়া দিতে পারে; অপরপক্ষে সে তাহার সঞ্চিত সম্পত্তিকে এরূপ আকারে পরিবর্তন করিয়া রাখিয়া দিতে পারে যাহাতে স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী উহা ব্যবহার করা তাহার পক্ষে সকল সময় সম্ভব হইবে না;

লোকে সঞ্চয়কে নগদ রূপে রাখিতে চায়

*যে প্রধান বিষয়গুলির দ্বারা ভোগাগ্রহ প্রভাবান্বিত হয় সেগুলি হইল: (১) বেতন মাত্রার পরিবর্তন (change in wage unit)—বেতন মাত্রা যদি পরিবর্তন হয় তাহা হইলে ধরিয়া লইতে পারি যে একটি নির্দিষ্ট কর্মসংস্থানের স্তরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ভোগ কার্যের উপর ব্যয়ও আনুপাতিকভাবে পরিবর্তন হইবে, দাম যেরূপ পরিবর্তন হয়। (২) উপার্জন এবং নীট উপার্জনের মধ্যে পার্থক্যের পরিবর্তন (change in the difference between income and net income)—একজন ব্যক্তির ভোগকার্য নিছক উপার্জনের উপরেই নির্ভরশীল নহে, উহা প্রকৃতপক্ষে নীট উপার্জনের উপর নির্ভরশীল; নীট উপার্জনের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নাই উপার্জনের এইরূপ কোন পরিবর্তন ভোগাগ্রহের বিচারে গণ্য নহে; অপরপক্ষে উপার্জনের উপর প্রতিফলিত হউক বা না হউক নীট উপার্জনের যে কোন পরিবর্তন এক্ষেত্রে অবশ্যই বিচার্য। (৩) পুঁজিমূল্যের সেই ফালতো পরিবর্তন যাহা নীট উপার্জনের হিসাবে বিচার করা হয় নাই (windfall changes in capital values not allowed for in calculating net income) (৪) সময় বাট্টার হারের পরিবর্তন, অর্থাৎ বর্তমান সামগ্রীর এবং ভবিষ্যৎ সামগ্রীর মধ্যে বিনিময় হারে পরিবর্তন (changes in the rate oftime-discounting i. e. in the ratio of exchange between present goods and future goods, (৫) রাজস্ব নীতির পরিবর্তন (changes in fiscal policy) (৬) বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উপার্জন স্তরের সম্পর্কে প্রত্যাশার পরিবর্তন (changes in expectations of the relation between the present and the future levels of income)।

যথা ঋণপত্র বা bond ক্রয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সঞ্চয় আর তরল আকারে থাকিল না—উহার উপর সঞ্চয়কারীর আর পূর্ণ অধিকার থাকিল না। কিন্তু প্রত্যেক লোকেই চাহে যে তাহার সঞ্চয় তরল আকারে অর্থাৎ নগদরূপে তাহার নিকট থাকুক। সঞ্চয়কারীর নগদের প্রতি এই আসক্তিকেই কীন্স্ "নগদ পছন্দ রূপে" (liquidity preference) অভিহিত করিয়াছেন।

সুদের হার কেবলমাত্র সঞ্চয়ের দ্বারাই নির্ধারিত হইতে পারে না—সঞ্চয়কারীর "নগদ পছন্দ" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্চয়কারীদের নগদ পছন্দ যদি বেশী হয় তাহা হইলে ঋণ প্রদানের আগ্রহ কম হইবে এবং পূর্বেকার সুদের হারে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইবে না; বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ "নগদ পছন্দ" কোন কারণে কমিলে ঋণ দিবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে, এবং পূর্বাপেক্ষা কম সুদে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইবে। কীন্স্ বলেন যে এই পছন্দ নির্ভর করে মোটামুটি তিনটি বিষয়ের উপর। এই বিষয়গুলিকে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের অভিপ্রায় রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন:

এই নগদ পছন্দের তিনটি কারণ

(১) **কারবার অভিপ্রায়** (Transactions motive)—নিজ লেনদেন কার্য পরিচালনার জন্য কিছু নগদ রাখিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই থাকে। এই অভিপ্রায় আবার দুই প্রকারের আছে (ক) উপার্জন সম্পর্কিত অভিপ্রায় (income motive) এবং (খ) ব্যবসায় সম্পর্কিত অভিপ্রায় (business motive)। হাতের নিকট নগদ রাখিয়া দিবার অন্যতম কারণ হইল উপার্জনের সময় এবং ব্যয়ের সময়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু পূরণ করা; অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে বেতন পায় কিন্তু সারা সপ্তাহ ধরিয়া বা সারা মাস ধরিয়া তাহাকে কিছু কিছু খরচা করিতে হয় (income motive)। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ীদিগের পক্ষেও প্রয়োজন হয় ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় খরচা করিয়া যাওয়া যতদিন না উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হইতে অর্থাগম ঘটে (business motive)।

(২) **সাবধানতার অভিপ্রায়** (Precautionary motive)—কখন্ কি ব্যয়ের প্রয়োজন উদ্ভূত হইবে এ সম্পর্কে পূর্ব হইতে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয় না। অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের সম্মুখীন হইলে যাহাতে অসুবিধা না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে নিজের নিকট নগদ মুদ্রা রাখিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই পোষণ করে।

(৩) ফাটকা কারবারের অভিপ্রায় (Speculative motive)—ফাটকা লাভের উদ্দেশ্যে অনেক সঞ্চয়কারী নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চাহে।

এই সকল অভিপ্রায়ের সমন্বয়ে "নগদ পছন্দ" গঠিত। ঋণ পাইবার জন্য এই নগদ পছন্দ অতিক্রম করা প্রয়োজন, ইহার জন্য সুদ প্রদান প্রয়োজন।

সুদ হইল নগদ পছন্দ কাটিয়া উঠিবার পুরস্কার

বিভিন্ন উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য হাতের কাছে নগদ মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া বিশেষ সুবিধাজনক। সঞ্চয়কারীকে এই সুবিধা পরিত্যাগ করিতে রাজী করাইবার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয়। "বিভিন্ন শব্দ সম্ভারের মধ্য দিয়া সুদের হারের নিছক সংজ্ঞাটি আমাদিগকে ইহাই বলিয়া দেয় যে সুদের হার হইল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ পরিত্যাগ করিবার পুরস্কার।" [The mere definition of the rate of interest tells us in so many words that the rate of interest is a reward for parting with liquidity for a specified period—*Keynes.*]

যেহেতু সুদ হইল নগদ পরিত্যাগের পুরস্কার সেহেতু ইহা নগদ টাকার উপর সঞ্চয়কারী যদৃচ্ছ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে কতখানি অনিচ্ছুক তাহা পরিমাপ করে। সুদ হইল সেই 'দাম' যে দামে একদিকে নগদ আকারে সম্পদ ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা এবং অপরদিকে নগদের প্রাপ্তব্য পরিমাণ, এই দুইটির মধ্যে ভারসাম্য উপস্থিত হইবে। ইহার তাৎপর্য হইল,

লোকে একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ ধরিয়া রাখিবে

সুদের হার যদি অপেক্ষাকৃত কম হয় (নগদ পরিত্যাগ করিবার পুরস্কার যদি হ্রাস পায়) তাহা হইলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে নগদ ধরিয়া রাখিবার চাহিদা (নগদের যোগান অপেক্ষা) বেশী হইবে। অপর পক্ষে সুদের হার যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কেহই ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক নহে এইরূপ উদ্বৃত্ত নগদের উদ্ভব ঘটিবে অর্থাৎ ঋণপত্রের চাহিদা বাড়িবে। এক্ষেত্রে, (কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে) প্রকৃত সুদের হার নির্ধারণে নগদ পছন্দের (liquidity preference) সহিত আরও একটি বিষয় ক্রিয়া করে—সেটি হইল মুদ্রার পরিমাণ (Quantity of money)। "নগদ পছন্দ হইল সম্ভাবনা বা কার্যকরী প্রবণতা যাহার দ্বারা নির্দিষ্ট সুদের হারে জনসাধারণ কত পরিমাণ মুদ্রা ধরিয়া রাখিবে তাহা নির্ধারিত হয়।... এই স্থানে এবং এইভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোতে মুদ্রার পরিমাণ প্রবেশ

করিয়া থাকে"। [Liquidity preference is a potentiality or functional tendency, which fixes the quantity of money which the public will hold when the rate of interest is given. This is where and how, the quantity of money enters into the economic scheme', *Keynes*] বিভিন্ন সম্ভাব্য সুদের হারের ভিত্তিতে যদি একটি "নগদ পছন্দ তালিকা" (Schedule of liquidity preference) রচনা করা হয়, তাহা হইলে ঐ তালিকা এরূপ একটি পরিষ্কার বক্ররেখার আকার ধারণ করিবে যাহাতে দেখা যাইবে যে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত সুদের হারে ক্রমশই হ্রাস ঘটিতেছে। ধরা যাক সুদের হারের সহিত সম্পর্ক দেখাইয়া এইরূপ একটি নগদ পছন্দের তালিকা রচনা করা হইল :

মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি 'ঋণ' দিবার আগ্রহ বাড়াইবে সুতরাং সুদের হার কমিবে

সুদের	হার	শতকরা	১	টাকা	হইলে	লোকে	নগদ	টাকা	রাখিবে	১০০	কোটি
"	"	"	২	"	"	"	"	"	"	৮০	"
"	"	"	৩	"	"	"	"	"	"	৭০	"
"	"	"	৪	"	"	"	"	"	"	৬০	"
"	"	"	৫	"	"	"	"	"	"	৫০	"
"	"	"	৬	"	"	"	"	"	"	৪০	"
"	"	"	৭	"	"	"	"	"	"	৩০	"
"	"	"	৮	"	"	"	"	"	"	২০	"

এইরূপ অবস্থায় যদি দেশের মধ্যে টাকার যোগান বাড়ানো হয়, ধরা যাক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্জ সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইলে ঐ বাড়তি টাকা ধরিয়া রাখিবে এরূপ লোক চাই। দেশের মধ্যে বাড়তি টাকা সৃষ্টি করিয়া যদি সমাজে মধ্যে উহার অনুপ্রবেশ ঘটাইতে হয় তাহা হইলে জনসাধারণকে উহা ধরিতে প্রণোদিত করিতে হইবে। উহার জন্য সুদের হার কমিয়া যাইবে। উপরের তালিকাটি নিচের দিক হইতে উপরের দিকে পড়িলে উহা বুঝা যাইবে। লোকে শতকরা ৮ টাকা সুদের হারে ২০ কোটি টাকা ধরিয়া রাখিতে চাহে। তাহাদিগকে দিয়া যদি ৩০ কোটি টাকা লওয়াইতে হয় তো সুদের হার শতকরা ৭ টাকায় কমাইতে হইবে। যদি ৪০

কোটি টাকা লওয়াইতে হয় সুদের হার শতকরা ৬ টাকায় কমাইতে হইবে। এইভাবে সুদের হার কমাইলে তবেই লোকে বাড়তি টাকা ধরিতে রাজী হইবে। লোকে বাড়তি মুদ্রা ধরিতে সম্মত না হইলে দেশে মুদ্রার পরিমাণ (quantity of money) বাড়ানো সম্ভব নহে। সুতরাং নির্দিষ্ট নগদ পছন্দ তালিকার ভিত্তিতে মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইলে সুদ কমে, আবার মুদ্রার পরিমাণ কমাইলে সুদ বাড়ে।

কীন্‌স্-এর প্রদত্ত জটিল আলোচনার মধ্যে মূল বক্তব্য হইল যে সুদ হইল এমন একটি বিষয় যাহা মুদ্রা সংক্রান্ত পরিস্থিতি হইতে উদ্ভূত ("Interest is a monetary phenomenon") ; ইহা মূলতঃ একদিকে "নগদ পছন্দ" (liquidity preference), অপরদিকে মুদ্রার যোগান (supply of money)-এর দ্বারা নির্ধারিত হয়। পুঁজির প্রান্তিক কার্যকারিতা (marginal efficiency of capital) যতক্ষণ অবধি না এইভাবে নির্ধারিত সুদের হারের সমান হয়, ততক্ষণ উৎপাদনকারীরা পুঁজি বিনিয়োগ বাড়াইয়াচলিবে।

কীন্‌স্-এর এই মুদ্রাগত তত্ত্বটি সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বেনহাম বলিয়াছেন: "সুদের হার জনগণের অভ্যাস ও নগদ আসক্তির দ্বারা নির্ধারিত মুদ্রার চাহিদার সহিত, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত মুদ্রার যোগানের সমতা ঘটায়।" ["The rate of interest equates the supply of money, as determined by the banking system, with the demand for money as determined by people's habits and their preference for liquidity"—Benham]

কীন্‌স প্রদত্ত "নগদপছন্দ তত্ত্বের" সমালোচনা—Criticisms of Keynes' Liquidity Preference Theory

কীন্‌স্ যখন সুদ সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের এই বলিয়া সমালোচনা করিলেন যে উহা সঞ্চয়ের (অর্থাৎ পুঁজির) যোগানের উপর উপার্জনের পরিবর্তনের ফলাফল বিবেচনা করে না, তখন তাঁহার সেই সমালোচনা যথার্থই হইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কীন্‌স্ তাঁহার নূতন সুদতত্ত্বে, পূর্বে অবহেলিত কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া মুদ্রানীতি ও সুদ সম্পর্কে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছেন। তথাপি আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ কীন্‌সের সুদতত্ত্বে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া থাকেন :

(১) মুদ্রার চাহিদা বলিতে যদি বুঝায় নগদ বা অলস ব্যালান্সের চাহিদা এবং সুদ যদি নগদ পরিত্যাগ করিবার দামরূপেই বিবেচিত হয় তাহা হইলে যে বস্তুর যোগানের দ্বারা নগদ ধরিয়া রাখার বাসনা চরিতার্থ হয় তাহার মধ্যে "নগদ-ব্যালান্স" (cash balance) ব্যতীত আর কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নহে। কিন্তু কীন্‌স্ তাঁহার সুদ তত্ত্বের মধ্যে অলস ব্যালান্সের এরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন যাহাতে উহার মধ্যে "চল্‌তি পুঁজি" কেও (working capital) অন্তর্ভুক্ত করা চলে; কখন কখন চল্‌তি পুঁজির দরুন সুদ দীর্ঘ মেয়াদী সুদ (long term rate) অপেক্ষাও অধিক হয়। সুতরাং কীন্‌সের নিজের যুক্তি অনুযায়ীই এরূপ প্রতিপন্ন হয় যে একজন ব্যক্তি নগদ না পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও (অর্থাৎ চল্‌তি পুঁজি নগদ রূপে ধরিয়া রাখিয়াছে) চড়া হারে সুদ লাভ করিতে পারে।

চল্‌তি পুঁজিকে নগদ ব্যালান্সের মধ্যে ধরা হইয়াছে

(২) কীনস্ বলেন যে "কারবার অভিপ্রায়" (Business motive) সম্পর্কে যে "নগদ পছন্দ" থাকে উহার তাৎপর্য হইল কারবারের ব্যয় নির্বাহের সময় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রাপ্তির সময়,—এই দুইটির ব্যবধান পূরণের জন্য নগদ মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া। কীন্‌স্ এক্ষেত্রেও দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য উপেক্ষা করিয়াছেন, কারণ ক্যাশ ব্যালান্স এবং কারবারের চল্‌তি পুঁজি অর্থাৎ (working capital) স্বতন্ত্র বস্তু।

কারবার অভিপ্রায়ের অস্পষ্টতা

(৩) সুদ যে নগদ পরিত্যাগের দাম—ইহা কতকাংশে সত্য কিন্তু সুদ নির্ধারক অপর সকল বিষয়গুলিকে বাদ দিয়া কীন্‌সের তত্ত্ব একদেশদর্শী মতবাদে (one sided theory) পরিণত হইয়াছে। "সুদের হার যে অলস ব্যালান্স ধরিয়া রাখিবার প্রান্তিক সুবিধার পরিমাপ করে তাহার দ্বারা ভোগ হইতে বিরত হইবার প্রান্তিক অসুবিধা পরিমাপের ক্ষমতা উহার ব্যাহত হয় নাই।" ["...Thefact that the rate of inrerest measures the marginal convenience of holding idle balance need not prevent it from measuring also the marginal inconvenience of abstaining from consumption"—*Robertson*] অর্থাৎ সুদ নগদ পরিত্যাগের জন্য মূল্যপ্রদান বলিয়া ইহা যে অপেক্ষার বা ভোগ সংযমের জন্য মূল্যপ্রদান হইতে পারে না এরূপ নিশ্চয়তা নাই।

সুদের হার ভোগ বিরতির পরিমাপ হইতে পারে

(৪) কীন্‌সের প্রদত্ত এই তত্ত্ব দীর্ঘকালীন সুদের হার (long term rate of interest) ব্যাখ্যা করিতে পারে না। যদি ধরা যায় যে অলস সঞ্চয়ে বহু দিন ধরিয়া কোন পরিবর্তন হইল না এবং উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক কাঠামোয়* লেন-দেনের জন্য প্রয়োজনীয় নগদের চাহিদা মিটাইবার নিমিত্ত ঠিক যথোপযুক্ত মুদ্রার পরিমাণ সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কীন্‌সের যুক্তি অনুযায়ী সুদ অন্তর্হিত হওয় উচিত।

দীর্ঘকালীন সুদ ব্যাখ্যা করিতে পারে না

সুদের হারের পার্থক্য—Differences in Interest rates

একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ঋণের ক্ষেত্রে সুদের বিভিন্ন হার দেখিতে পাওয়া যায়। সুদের হারের এই পার্থক্য বিভিন্ন কারণে ঘটিয়া থাকে এবং এই কারণগুলির দরুনই সুদের হারের আইনগত নিয়ন্ত্রণ দুঃসাধ্য হয়।

প্রথমতঃ, ঋণের সহিত যে সময় জড়িত থাকে বিভিন্ন ঋণের ক্ষেত্রে তাহা বিভিন্ন প্রকার থাকিতে পারে। ঋণ মাত্রই সময়-সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করা হয় কোন একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর ; কিন্তু সকল ঋণের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান সমান নহে। যে ব্যক্তি ছয় মাসের জন্য ১০০ টাকা ঋণ প্রদান করিবে এবং যে ব্যক্তি ছয় বৎসরের জন্য ১০০ টাকা ঋণ প্রদান করিবে ইহাদের উভয়ে সমপরিমাণ সুদ লইবে না। প্রথম ব্যক্তি অল্প সময়ের জন্য তাহার সঞ্চয় নিজের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত করিতেছে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প সুদেই সে সন্তুষ্ট থাকিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য নিজেকে তাহার সঞ্চয় ভোগ হইতে বঞ্চিত রাখিতে বাধ্য করিতেছে, অপেক্ষাকৃত অধিক সুদের হার প্রদান না করিলে সে ইহা করিতে সম্মত হইবে না। একজন ব্যক্তি যত অধিক কাল তাহার নিজের সঞ্চয় ভোগ করিবার জন্য বা নিজের সঞ্চয়ের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব পুনর্স্থাপিত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইবে ততই অধিক সুদের হার প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে, নচেৎ প্রয়োজনীয় মেয়াদ অনুযায়ী ঋণের যোগান হইবে না।

মেয়াদ অনুযায়ী পার্থক্য

দ্বিতীয়তঃ, ঋণ পরিশোধ হইবে কিনা এ সম্বন্ধে ঋণদাতা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত থাকিতে পারে না। ঋণ প্রদান করা এবং উহা ফিরৎ পাওয়া— এই দুইটির মধ্যে অনিশ্চয়তার ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক। অনেক কিছু ঘটিতে পারে যাহার দরুন ঋণ গ্রহীতার পক্ষে ঋণ পরিশোধের সময়ে উহা

পরিশোধ করা সম্ভব না হইতেও পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ঋণ প্রদাতা এই অনিশ্চয়তার হাত হইতে নিজেকে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার জন্য অধিক সুদের হার দাবি করে; অর্থাৎ অধিক সুদ পাইলে অনিশ্চয়তা তাহার পক্ষে বহন করা পোষাইবে বলিয়া সে মনে করে। এইরূপ অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে কিন্তু সমতা নাই; কোন ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকে অধিক, কোন ক্ষেত্রে কম; অনিশ্চয়তার পরিমাণ অনুযায়ী সুদের হারে পার্থক্য থাকে।

ঝুঁকি অনুযায়ী

তৃতীয়তঃ, বর্তমানকালে অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বন্ধক লইবার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সকলেই উপযুক্ত বন্ধক বা সিক্যুরিটি দিতে সক্ষম হয় না। এক্ষেত্রে বন্ধকের মূল্য অনুযায়ী সুদের হারের পার্থক্য হইয়া থাকে।

বন্ধকী অনুযায়ী

চতুর্থতঃ, পুঁজির বাজারে বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা বা খুঁত থাকিবার জন্য (Market imperfections) সুদের হারের পার্থক্য ঘটে। পুঁজির বাজার বিভিন্ন উপবাজারে, (sub markets) বিভক্ত হইতে পারে এবং এইরূপ উপবাজারগুলি পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে; বিভিন্ন কারণেই এইরূপ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হইতে পারে।

বাজার-অসম্পূর্ণতা

সুদ প্রদানের কোন যৌক্তিকতা আছে কি? Is there any Justification for paying Interest?

ঋণ গ্রহণ করিয়া উহার জন্য সুদ প্রদানের কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে কিনা এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে। এ প্রশ্ন উত্থাপনের কতিপয় কারণ আছে। প্রথমতঃ, যাহারা নিছক ঋণ প্রদান করিয়া সুদ পাইয়া থাকে তাহারা সম্পদ সৃষ্টির কার্যে শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ পরিশ্রমই করে না। শ্রমিকরা পরিশ্রম করে এবং সংগঠনকারীগণ তাহাদের ব্যবস্থাপনা এবং সংগঠনী ক্ষমতার প্রয়োগে সুষ্ঠু উৎপাদন কার্যের ব্যবস্থা করে। কিন্তু যাহারা নিছক ঋণ প্রদান করে তাহারা কোনরূপ পরিশ্রমও করে না বা অন্য কোনরূপ ক্ষমতা বা প্রতিভারও পরিচয় দেয় না। এক্ষেত্রে সুদ গ্রহণকারীগণ অপরের পরিশ্রম হইতেই নিজেদের উপার্জন সংগ্রহ করে। ইহাতে সমাজে একটি অলস

সুদখোর পরিশ্রম করে না

পরশ্রমনির্ভর শ্রেণীর উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, আপনাপন স্বার্থে নিছক

এমনিতেই সঞ্চয় হইত

নিজেদের ভবিষ্যৎ সংস্থান করিবার জন্যই লোকেরা সঞ্চয় করে; এই সঞ্চয় হইতেই ঋণ দেওয়া হয়। আবার অনেকে আছে যাহারা সকল চল্‌তি উপার্জন সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারে না—চল্‌তি উপার্জন তাহাদের প্রচুর; সুতরাং সুদ না দিলেও সঞ্চয় হইবেই। এইরূপ যুক্তিতেও সুদ প্রদানের কোন যৌক্তিকতা নাই বলা হয়।

কিন্তু সুদের প্রকৃতি সম্পর্কে একটু চিন্তা করিলেই উহার যৌক্তিকতা বিচার করা সহজ হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ, সুদ হইল ঋণ গ্রহণের দাম। যাহারা ঋণ প্রদান করিবে তাহারা যদি উহার জন্য কোনরূপ দাম না চাহিত

পুঁজি বণ্টনের যন্ত্র

তাহা হইলে সকলেই পুঁজি-ঋণ চাহিত এবং কাহাকে বাদ দিয়া কাহাকে উহা প্রদান করা হইত? এবং কাহাকেই বা কতখানি উহা প্রদান করা হইত? এক্ষেত্রে সুদ হইল পুঁজির বিভিন্ন চাহিদাকারী বা পুঁজির বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে পুঁজিকে বণ্টন করিয়া দিবার হাতিয়ার। ইহার অর্থ হইল যে প্রয়োজনের তুলনায় যে পরিমিত পুঁজি আছে তাহা (পুঁজির দ্বারা যত কাজ হয়) সকল কাজের মধ্যে সুদের ভিত্তিতেই বণ্টন করা হইবে। পুঁজির পরিমাণ কম কিন্তু উহার ব্যবহার অনেক, সুতরাং কোন্ ব্যবহারে কতখানি পুঁজি যাইবে তাহা সুদের ভিত্তিতেই বিচার করা যাইবে। সুদ হইল পুঁজির দাম, সুতরাং যে ব্যবহারে প্রয়োগ করিলে পুঁজির পক্ষে বেশি দাম দেওয়া পোষাইবে সেইদিকে পুঁজিকে ব্যবহার করানোই বেশী লাভজনক। যে ব্যবহারে প্রয়োগ করিলে (যে কাজে লাগাইলে) পুঁজির পক্ষে বেশী দাম দেওয়া অর্থাৎ সুদ দেওয়া পোষাইবে না, সে কাজে পুঁজির প্রয়োগ ততটা ফলপ্রদ নহে বলিয়াই ধরিতে হইবে। সুতরাং সুদের একটি কার্যকারিতা বা function রহিয়াছে এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেও, মুনাফা অনুযায়ী উপাদান কার্য পরিচালনা না করিলেও, পুঁজির ব্যবহার কোন্‌খানে কম ও কোন্‌খানে বেশী ফলপ্রদ তাহা হিসাব করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের প্রক্রিয়া যত জটিল হয় এবং ঘোরানো হয় ততই ঐ প্রক্রিয়া অধিক উৎপাদনক্ষম হয়। যথা খালি হাতে মাছ ধরা অপেক্ষা ছিপ দিয়া মাছধরা অধিক ঘোরানো প্রক্রিয়া (round about process)। আবার ছিপ অপেক্ষা জাল অধিকতর ঘোরানো। আবার শুধু জাল অপেক্ষা

নৌকা সহযোগে জাল অধিকতর ঘোরানো। ঘোরানো উৎপাদন পদ্ধতি বেশী উৎপাদনক্ষম (পৃষ্ঠা ১৫৩-৫৪ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ঘোরানো উৎপাদন পদ্ধতিতে পুঁজি প্রয়োজন হয় অনেক বেশী কারণ (ক) উহাতে জটিল যন্ত্রপাতি এবং সাজ সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় এবং (খ) উৎপাদন আরম্ভ হইয়া শেষ হইতে অনেক সময় লাগে। উভয়ক্ষেত্রেই, অর্থাৎ জটিল যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার জন্য এবং উৎপাদন শেষ হইয়া বিক্রয় শুরু হওয়া পর্যন্ত সময় অতিবাহিত করিবার জন্য, বর্তমানের উপার্জন ভোগ করিয়া ফেলা স্থগিত রাখিতে হইবে। বর্তমান উপার্জন হইতে একাংশ বর্তমানে ভোগ না করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে এবং ঐ রাখিয়া দেওয়া অংশ হইতে ঐ জটিল পুঁজি সামগ্রী তৈয়ারী করিতে হইবে। সুতরাং বর্তমানের উপার্জন এখন ভোগ না করিয়া ভবিষ্যতে ভোগের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। এই অপেক্ষা না করা হইলে জটিল পুঁজি সামগ্রীর সৃষ্টি সম্ভব নহে, কেহ না কেহ এইরূপ অপেক্ষা করিবে, তবেই ইহা সম্ভব হইবে। উৎপাদনকারী এই অপেক্ষা করিবার দায়িত্ব পুঁজির সরবরাহকারীর উপর সরাইয়া দেয়। উহার মূল্যস্বরূপ পুঁজির মালিক সুদ গ্রহণ করে; যে ঐ সুদ প্রদান করিল সে ঐ পুঁজি ব্যবহার করিয়া অধিকতর আয় করিল এবং ঐ বাড়তি আয় হইতেই সুদ প্রদান করিল। এই দিক হইতে সুদ প্রদানের যৌক্তিকতা দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা ঘোরানো অর্থাৎ অধিক উৎপাদনক্ষম প্রক্রিয়া সম্ভব করে

তৃতীয়তঃ, সুদ ঠিক সঞ্চয়ের পুরস্কার নহে, উহা ঋণ প্রদানের পুরস্কার। সঞ্চয় হইলেই যে উহা ঋণ প্রদানের জন্য আগাইয়া আসিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। মানুষ মাত্রই নিজের সঞ্চয় নিজের আয়ত্তেই—অর্থাৎ তরল আকারেই—রাখিয়া দিতে চাহে, অপরকে ধার দিতে চাহে না। সুদ হইল ধার দিবার দাম, নিছক সঞ্চয়ের দাম নহে। কিন্তু নগদ পছন্দের জন্যই একজন তাহার সঞ্চয় অপর একজনকে ধার দিতে চাহে না; কোনরূপ অনুরোধ উপরোধে এই নগদ পছন্দ অতিক্রম করা যায় না, একমাত্র সুদ প্রদানের দ্বারা উহা করা যাইতে পারে।

সঞ্চয় হইলেই ঋণ হয় না

সুদ কি শূন্যে পরিণত হইতে পারে? Can Interest Fall to Zero?

অর্থনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে খাজনা নাই এইরূপ জমির কল্পনা করা হইয়া

থাকে, অর্থাৎ খাজনা শূন্যে পরিণত হইতে পারে। ব্যবস্থাপকের প্রাপ্য মুনাফাও শূন্যে পরিণত হইতে পারে; বহু ব্যবসায় আছে যেখানে মুনাফা হয় না, এমন কি লোকসান হইয়াও যাইতে পারে। কিন্তু পুঁজির জন্য প্রদেয় সুদ কি শূন্যে পরিণত হইতে পারে, এ প্রশ্ন সহজেই মনে উদিত হয়। অর্থাৎ পুঁজি কাজ দিয়াছে অথচ তাহার কোন সুদ প্রাপ্য হইল না এরূপ হইতে পারে কি?

সুদের প্রকৃতি সম্পর্কে একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে সুদ যে কারণে প্রদান করা হয় ঠিক সেই কারণেই উহা কোন দিন শূন্যে পরিণত হইতে পারে না। অবশ্য প্রগতিশীল দেশে একদিক হইতে সুদের হার কমিয়া যাইবার প্রবণতা সৃষ্টি হয়; দেশ যত উন্নত হইতে থাকে ততই লোকের আয় বৃদ্ধি পায় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইলে লোকে বেশী করিয়া ধার দিতে প্রস্তুত হয়। অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে এবং মুদ্রার পরিমাণ যত বাড়ে, নগদ পছন্দ যদি সমান থাকিয়া যায়, সুদ তত কমে।

সুদ কমিতে পারে

কিন্তু কমিবার প্রবণতা আসিলেও সুদ কখনও শূন্যে পরিণত হইতে পারে না। কারণ আধুনিক অর্থনৈতিক জীবনে পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা সর্বদাই কিছু না কিছু রহিয়াছে। মানুষের বহু অভাব এবং বহু বিচিত্র রকমের অভাব। এই সকল অভাব পূরণের জন্য যে সামগ্রী উৎপাদন করা প্রয়োজন পুঁজির সাহায্যে সেই সামগ্রী উৎপাদিত হয়; সুতরাং পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা থাকিয়া গিয়াছে। বরং নূতন অভাবের সৃষ্টিতে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে নূতন নূতন দিকে পুঁজি বিনিয়োগের অবকাশ বৃদ্ধি পাইতেছে—অর্থাৎ পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িতেছে। মানুষের অভাব যতদিন থাকিবে এবং পুঁজির দ্বারা ঐ অভাব তৃপ্ত করিবার সামগ্রী উৎপাদনের সম্ভাবনা যতদিন থাকিবে ততদিন পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা থাকিবে। সুতরাং পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। আরও এক কারণে সুদ অন্তর্হিত হইতে পারে না; লোকে যাহা সঞ্চয় করে তাহা নগদের আকারে নিজের নিকটেই রাখিয়া দিতে চাহে, সহজে অপরকে উহা দিতে চাহিবে না। সুতরাং বাড়তি কিছু প্রাপ্য, অর্থাৎ সুদ, না পাইলে কেহ নিজের সঞ্চয় অপরের হাতে তুলিয়া দিবে না।

কিন্তু শূন্য হইতে পারে না